বড়ু চণ্ডীদাসের

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

মূল পাঠের আধুনিক বঙ্গানুবাদ

সম্পাদনা

নীলরতন সেন

বড়ু চণ্ডীদাসের

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল পাঠের আধুনিক বঙ্গানুবাদ

সম্পাদনা

নীলরতন সেন

সা হি ত্য লো ক

৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

Srikrishnakirtan
Edited by Nilratan Sen

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

প্রচ্ছদ : ইন্দ্রজিৎ নারায়ণ

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

বিক্রয় কেন্দ্র

সাহিত্যলোক। বিদ্যাসাগর টাওয়ার। ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
শপ নং. এ-২২। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ISBN : 81-86946-56-X

দু'শো পঞ্চাশ টাকা

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নীলরতন সেন-এর সারস্বত সাধনার এক উজ্জ্বল দিক্‌চিহ্ন। অনিবার্য কারণে এই প্রকাশনা তাঁকে দেখানো গেল না। মনে রয়ে গেল সেই পরিতাপের কথা।

গ্রন্থে দুই-একটি স্থলে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মূল পাঠের মধ্যে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হবে ; সম্পাদকের অবর্তমানে তা সংশোধনের চেষ্টা হয়নি। মনে হয়, ছন্দমিলের খাতিরে সম্পাদক বর্তমান খণ্ডে পুথিপাঠের প্রথম চরণান্তে এক দাঁড়ি এবং পদান্তে দুই দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু মূল পুথির ফোটোমুদ্রণ খণ্ডে সম্ভবত গবেষক পাঠকের কথা মনে রেখে তা অপরিবর্তিত রেখেছেন।

সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও মুদ্রণকে ত্রুটিমুক্ত করার সাধ্যমত চেষ্টা হয়েছে। তবু কিছু ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার সহযোগিতায় সেগুলি পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধন করে দেওয়া হবে।

পরিশেষে এই প্রয়াস সারস্বত সমাজের সামান্যতম উপকারে এলে সম্পাদকের পক্ষে আমরা কৃতার্থ বোধ করব।

সূচীপত্র

অথ জন্মখণ্ডঃ

[৩/ক]··· ··· বস শঙ্ক॥ ৬॥
সভাপতি আর সব সভাসদ জন।
আলপমতীএঁ তোহ্মাতে শরণ॥ ৭॥
··· ··· ··
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৮॥

১. বস শঙ্ক॥ ৬॥ সভাপতি আর সব সভাসদজন। আমি অল্পমতি তোমাদের শরণ নিলাম॥ ৭॥ ···বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৮॥ ১

গীতটির প্রথম ছয়টি শ্লোকের পাঠ পাওয়া যায়নি। এই গীতে সম্ভবত, দানবদের হাতে, বিশেষ করে কংসের হাতে, পৃথিবী কিভাবে দুঃখ পাচ্ছেন সেকথা দেবতাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। গীতটি পয়ার ছন্দে (সম্ভবত ৪+২+৪+৪+৪-স্তবক বন্ধে) রচিত হয়েছিল।

স. ১ ॥ পৃথুভারব্যথাং পৃথ্বী কথয়ামাস নির্জ্জরান্।
ততঃ সরভসং দেবাঃ কংসধ্বংসে মনোধ্বুঃ ॥

পৃথিবী তাঁর গুরুভার ব্যথার কথা দেবতাদের কাছে বললেন। তখন দেবতারা সত্বর কংসধ্বংসে মন দিলেন ॥

২. কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

কবির বর্ণনা।

সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে ॥ ১ ॥
ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।
সম্বোই চিন্তিআঁ বুঝিল ব্রহ্মার ঠাএ ॥ ২ ॥
ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে।
স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে নানা রূপেঁ কইলেঁ আসুরের খএ।
তোহ্মার লীলাএ কংসের বধ হএ ॥ ৪ ॥
হেন শুণী ঈসত হাসিআঁ ততিখণে।
ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে ॥ ৫ ॥
এহি দুই কেশ হৈবে বসুলের ঘরে।
হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে ॥ ৬ ॥
তাহার হাথে হৈবে কংশাসুরের বিনাশে।
হেন বর পাআঁ সব দেব গেলা বাসে ॥ ৭ ॥
সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবগণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৮ ॥

দেবতারা সব মিলিত হয়ে আকাশে সভা করলেন। কংসের জন্যে সৃষ্টির বিনাশ হচ্ছে ॥ ১ ॥ এর কি উপায়ে মরণ হবে সেকথা সকলে চিন্তা করে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন ॥ ২ ॥ ব্রহ্মা তখন সব দেবতাকে নিয়ে সাগরে গেলেন। জলের মধ্যে হরিকে স্তুতিতে তুষ্ট করলেন ॥ ৩ ॥ তুমি নানারূপে অসুরদের বিনাশ করেছ। তোমার লীলাতেই এখন কংসের বধ হতে পারে ॥ ৪ ॥ একথা শুনে নারায়ণ তখন ঈষৎ হাস্য করলেন। এবং ধলা ও কালা দুটি কেশ দিলেন ॥ ৫ ॥ বললেন, বসুদেবের ঘরে দৈবকীর উদরে এই দুই কেশ থেকে হলী বলরাম এবং কৃষ্ণ বনমালী জন্ম নেবে ॥ ৬ ॥ তাঁর (কৃষ্ণের) হাতে কংসের বিনাশ ঘটবে। এই বর পেয়ে সব দেবতা ঘরে ফিরলেন ॥ ৭ ॥ দেবগণ এবারে সময়ের অপেক্ষায় রইলেন। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৮ ॥

এখানে অত্যাচারী কংসের বিনাশকারী কৃষ্ণের কিভাবে আবির্ভাব ঘটবে তাব উপায় নারায়ণ কর্তৃক দেবতাদের বলে দেওয়া হয়েছে। গীতটি মিশ্রবৃত্ত পয়ারে (৮ ॥ ৬ I-মাত্রক) আটটি লিপিবদ্ধ শ্লোকে, ১৬ পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ সভা পাতিল আকাশে : আকাশে সভা করলেন। সময় উপেখিআঁ : সময়ের অপেক্ষায়।

৩. বরাড়ীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কবির বর্ণনা।

আয়িলা দেবের সুমতি ৬ণী।
কংসের আগক নারদ মুনী॥
পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড় বেশ॥ ১॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত ব৩/খ্যদন উমত মতী॥ ধ্রু॥

খণে খণে হাসে বিণি কারণে।
খণে হএ খোড় খোণেকেঁ কানে॥
নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ॥ ২॥
লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে।
খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে॥

উঠিআঁ সব বোলে আনচান।
মিছাই মাথাএ পাড়এ সান॥ ৩॥
মেলে ঘন ঘন জীহের আগ।
রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ॥
দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

দেবের সুমতি শুনে নারদমুণি কংসের কাছে এলেন। দাড়ি এবং মাথার চুল পাকা। বামন শরীর, মর্কটের (বানরের) বেশ॥ ১॥ ভেকের গতিতে নারদ নাচছেন ; (তার) বিকৃত মুখ, উন্মত্ত মতি॥ ধ্রু॥ ক্ষণে ক্ষণে, বিনা কারণে হাসেন, কখনো খোঁড়া, কখনো বা কানা সাজেন॥ নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করেন। তাঁকে দেখে সব লোক রঙ্গ করে॥ ২॥ কখনো লাফ দিয়ে আকাশ ধরেন, কখনো ভূমিতে চিৎ হয়ে পড়েন॥ উঠে সব আবোল তাবোল বলেন। মিছামিছি মাথায় পাথর[১] মারেন॥ ৩॥ জিভের অগ্রভাগ বার করে বোকা ছাগলের মতো শব্দ করেন। দেখে কংসের হাসি পায়। বাসলী বন্দনাকারী চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩

এখানে নারদের হাস্যোদ্রেককারী একটি ছবি আঁকা হয়েছে। এই ছবির সঙ্গে রাধাবিরহ খণ্ডে নারদের,—যে নারদ রাধা ও বড়াইকে কৃষ্ণের হদিস বলে দেয়,—যে ছবি আঁকা হয়েছে তার মিল পাওয়া যায় না। সেখানে নারদকে একজন ধীরস্থির সাধক যোগী হিসাবে দেখানো হয়েছে। গীতটি ৬॥ ৫ I-মাত্রক একাবলী ছন্দে ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ পাকিল দাঢ়ী : পাকা দাড়ি। উমত মতী : পাগলের মতো হাবভাব। খণে হএ খোড় : কখনো খোঁড়া সাজে। ভূমিত রহে চিতরে : ভূমিতে চিত হয়ে পড়ে। আনচান : আবোল তাবোল। জ্বিহের আগ : জিহ্বার অগ্রভাগ।

---

১. পাথর বোঝাতে 'সান' শব্দের ব্যবহার গ্রাম্য বাংলা ভাষায় সুপ্রচলিত। শাস্ত্রী 'সান' সংকেত-অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করেছেন।

৪. বরাড়ীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কবির বর্ণনা : নারদের উক্তি, কংসের প্রতি।

কোণ সুখেঁ কংশ তোর মুখে উঠে হাস।
নাহিঁ জাণ এবেঁ তোঁ আপনার নাশ ॥
যে হৈবেক দৈবকীর গর্ব্ভ অষ্টম।
অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম ॥ ১ ॥
কহিলোঁ মোঁ ই সকল তোহ্মার ঠাএ।
এবেঁ মনে গুণী কর জীবন উপাএ ॥ ধ্রু ॥

হেন সব শুণী কংস হৈল সচকীত।
সব মন্ত্রি পাত্র লআঁ চিন্তিল হীত ॥
এবে হতেঁ দৈবকীর যত গর্ব্ভ হএ।
মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ ॥ ২ ॥
আসিআঁ নারদ তবেঁ সত্বরে আপণেঁ।
সকল কহিল তত্ব বসুদেব থানে ॥

এবেঁ দৈবকীএঁ যত গর্ব্ভ ধরিব।
পাপ দুঠ্‌ঠ কংসে তাক সবই মারিব ॥ ৩ ॥
আষ্টম গর্ব্ভ হৈব দেব নারায়ণে।
সেই উপদেশ দিব তোহ্মাক তখনে ॥
সেই উপদেশেঁ হয়িব সকল রক্ষণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কংস, তোর মুখে কোন সুখে হাসি আসে? তুই জানিস না, এবার তোর নাশ হবে ॥ যে দৈবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান হবে, সেই অতি মহাবল তোমার যম হবে ॥ ১ ॥ তোমার কাছে আমি সব বললাম। এখন মনে ভেবে জীবনের উপায় কর ॥ ধ্রু ॥ এই সব শুনে কংস সচকিত হল। সব মন্ত্রী পাত্রদের নিয়ে নিজের হিতের কথা চিন্তা করতে লাগল ॥ এখন থেকে দৈবকীর যত গর্ভ হবে তাদের মারবার জন্যে লোক নিযুক্ত করল ॥ ২ ॥ নারদ তখন নিজে সত্বর এসে বসুদেবের কাছে সব বলল ॥ এখন থেকে দৈবকী যতবার গর্ভ ধারণ করবে, পাপী, দুষ্ট কংস তাদের সবাইকে মারবে ॥ ৩ ॥ অষ্টম গর্ভে দেব নারায়ণ আবির্ভূত হবেন। সেই সময় তোমার কাছে যথাযথ উপদেশ আসবে ॥ সেই উপদেশে সব রক্ষা পাবে। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

৪

এখানে নারদের ভূমিকা লক্ষনীয়। সে কংসকে তার বিপদ সম্পর্কে অবহিত করল, আবার পরক্ষণেই বসুদেবকে গিয়ে কংসের দৈবকী গর্ভ নষ্ট করার সংকল্প জানিয়ে যথাসময়ে সে যথা কর্তব্য জানতে পারবে তাও বলে এল। গীতটি পয়ারবন্ধে ৪+২+৪+৪-৪=১৮ পংক্তিতে রচিত।

৫. [৪/ক]কহ্নুগুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কবির বর্ণনা।

নারদের মুখে শুণী কংস মহাবীর।
একেঁ একেঁ মাইল ছয় গর্ত্ত দৈবকীর ॥ ১ ॥
সব দেবগণে মেলি সেহি অবসরে।
দুয়ি কেশ নিয়োজিল দৈবকী উদরে ॥ ২ ॥
পূর্ব্বে ছয় গর্ত্ত তার মায়িল কংশাসুরে।
তাক সুঁঅরী দৈবকী কাঁপে বড় ডরে ॥ ৩ ॥
দৈবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল।
সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল ॥ ৪ ॥
মাএর গর্ত্তপাত ছল করিআঁ।
আপণে রহিলা রোহিণীগর্ত্ত গিআঁ ॥ ৫ ॥
যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে।
সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে ॥ ৬ ॥
তাহাক আষ্টম গর্ত্ত জাণী দৈবকীর।
আবেক্ষণ দিল লোক কংশ মহাবীর ॥ ৭ ॥
সুপুরুষ গর্ত্ত ধরল আনুরূপ।
দিনে দিনে বাঢ়ি গেল দৈবকীর রূপ ॥ ৮ ॥
ক্রমে দৈবকীর গর্ত্ত হৈল দশ মাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯ ॥

কংস মহাবীর নারদের মুখে একথা শুনে একে একে দৈবকীর ছয়টি গর্ভ নষ্ট করল ॥ ১ ॥ সেই অবসরে দেবতারা সবে মিলে দৈবকীর উদরে দুটি কেশ স্থাপন করলেন ॥ ২ ॥ কংসাসুর পূর্বে তার ছয় গর্ভসন্তানকে মারল বলে সে কথা স্মরণ করে দৈবকী ভয়ে কম্পিত হলেন ॥ ৩ ॥ দৈবকীর উদরে ধবল যে কেশটি প্রবেশ করল তাতে অতিশয় বলবান বলভদ্র জন্মালেন ॥ ৪ ॥ তিনি মায়ের গর্ভপাতের ছলে রোহিনীর গর্ভে গিয়ে আশ্রয় নিলেন ॥ ৫ ॥ দৈবকীর উদরে যে কৃষ্ণ কেশ রইল, তা থেকেই শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ (ধনুক) ধারীর আবির্ভাব ঘটবে ॥ ৬ ॥ তাকেই দৈবকীর অষ্টম গর্ভ জেনে মহাবীর কংস তার প্রহরার ব্যবস্থা করল ॥ ৭ ॥ অনুরূপ সুপুরুষ গর্ভ হলে দিনে দিনে দৈবকীর রূপ বর্ধিত হল ॥ ৮ ॥ ক্রমে দৈবকীর গর্ভ দশ মাস হল। বাসলীশিরে ৫
বন্দনা করে এ-গীত চণ্ডীদাস গাইলেন ॥ ৯ ॥

কবি এখানে দৈবকীর ছয়টি গর্ভ কংস কর্তৃক নষ্ট করার পর সপ্তম গর্ভে বলরামের আবির্ভাব এবং সেই গর্ভ পতনের ছলে রোহিনী উদরে স্থানান্তর এবং তারপর অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণের আবির্ভাব কথা বর্ণনা করেছেন। গীতটি নয়টি দ্বিপংক্তিক পয়ার শ্লোকে, ১৮ পংক্তিতে রচিত হয়েছে। ধ্রুবপদ রাখেননি।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ সুঅঁরী : স্মরণ করে। আবেক্ষণ : প্রহরী। শারঙ্গ : বিষ্ণুর ধনু।

৬. কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

কবির বর্ণনা।

বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে।
নিশি আন্ধকার ঘন বারি বরিযে॥
হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী।
শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ ধরী॥ ১॥
রোহিণী আষ্টমী তিথি ল।
জরম লভিল কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥
দেবের প্রসাদেঁ তবেঁ বসুল জাণিল।
নিন্দে আকুল গোকুলের লোক[৪/খ]ভৈল॥
যশোদার কণ্যা সেই খনে উপজিল।
নিন্দভোলেঁ যশোদাএঁ তাক না জাণিল॥ ২॥

বসুল চলিলা তবেঁ কাহ্ন করি কোলে।
কংশের পহরী না জাণিল নিন্দভোলে॥
কাহ্ন দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল।
পার হআঁ বসুল নান্দের ঘর গেল॥ ৩॥
যশোদার কোলে দিআঁ শিশু বনমালী।
বসুল আণিল ঘরে যশোদার বালী॥
তার রাএ কংসের পহুরী চিআইল।
দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণায়িল॥ ৪॥
কংশে কণ্যা মায়িল শিলাপাটে আছাড়িআঁ।
কংসকে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিআঁ॥

নান্দোঘরে বালা বাঢ়ে তোহ্মা বধিবারে।
শুণী কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে॥ ৫॥
প্রথমত কংশে পূতনাক নিয়োজিল।
তনপান ছলে কাহ্ন তাক সংহরিল॥
তার পাছে যমল আর্জুন পাঠায়িল।
একই প্রহারে কাহ্ন তাহাক ভাঙ্গীল॥ ৬॥
কেশি আদি আসুর পাঠাইল আনন্তরে।
তা সব মাইল কাহ্ন বিষম সমরে॥
হেনমতেঁ গোকুলে বাঢ়িলা-দামোদর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৭॥

ভাদ্রমাসে, বিজয় নামক বেলাতে, অন্ধকার রাত ঘন বারি বর্ষণ হচ্ছে॥ এই শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরি, শঙ্খ-চক্র-গদা-ধনুর্ধারীর আবির্ভাব হল॥ ১॥ রোহিনী (নক্ষত্রের নাম) অষ্টম তিথিতে কানাই জন্ম লাভ করলেন॥ ধ্রু॥ দেবতার প্রসাদে বসুদেব তা জানতে পারলেন। গোকুলের লোক তখন নিদ্রায় আকুল ছিল। সেই সময় (ওদিকে) যশোদার একটি কন্যা জন্মাল। নিদ্রাবশে যশোদা তা জানতে পারলেন না॥ ২॥ কানাইকে কোলে করে বসুদেব চললেন। কংসের প্রহরীরা নিদ্রাবশে তা জানতে পারল না॥ কানাইকে পথে দেখে যমুনা ঠাঁই দিল (শুক্নো পথ করে দিল)। বসুদেব পার হয়ে নন্দের ঘরে গেল॥ ৩॥ শিশু বনমালীকে যশোদার কোলে দিয়ে বসুদেব যশোদার বালিকাকে ঘরে নিয়ে এল॥ তার রবে বা কান্নায় কংসের প্রহরীরা জেগে উঠল। কংসকে দৈবকীর প্রসব বার্তা জানাল॥ ৪॥ শিলাপটে আছড়ে কংস কন্যাকে মারল। আকাশ থেকে কন্যা কংসকে বলল, তোমায় বধ করবার জন্যে নন্দের ঘরে বালক বেড়ে উঠছে। তা শুনে কংস কানাইকে বধ করবার জন্যে আভিচারিক কার্যকলাপ করল॥ ৫॥ প্রথমে কংস পুতনাকে (রাক্ষসী বিশেষ) নিযুক্ত করল। স্তন্যপানের ছলে কানাই তাকে সংহার করল॥ তারপর যমল ও অর্জুনকে (যক্ষরাজ কুবেরের পুত্রদ্বয়) পাঠাল। এক প্রহারেই কানাই তাদের ভেঙে ফেলল (বধ করল)॥ ৬॥ এরপর কেশী ইত্যাদি অসুরদের পাঠাল। প্রচণ্ড যুদ্ধে কানাই তাদের যমালয়ে পাঠাল॥ এইভাবে গোকুলে দামোদর বড় হতে লাগল। বাসলীবরে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৭॥ ৬

কবি এখানে পুরাণ বর্ণিত কৃষ্ণের নানা চমকপ্রদ বাল্যলীলা এবং কংস-প্রেরিত শত্রুদেব বধ-কাহিনী বর্ণনা করেছেন। গীতটি সাতটি চতুষ্পংক্তিক পয়ার শ্লোকের (৭×৪) সঙ্গে, একটি ১০ মাত্রিক দ্বিপংক্তিক ধ্রুবপদের দ্বারা বচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ রোহিনী : নক্ষত্র-বিশেষ। নিদে : নিদ্রায়। থাহা : ঠাঁই (জল সরিয়ে শক্ত মাটির পথ)। রাএ : রবে (কান্নার শব্দে)। বালা : বালক। কৃত্যা কৈল : আভিচারিক নানা কার্যকলাপ করল।

৭. কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

কবির বর্ণনা।

নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ূবের পুছ দিল সুবেশ॥
চন্দনতিলকেঁ আতি শোভিত কপালে।
দুই পাশে লঘু মধ্য তনুত বিশালে॥ ১ ॥
[৫/ক]সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী।
আবতার করি করে ধরণীত কেলি॥ ধ্রু॥
সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।
কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল॥
ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।
কণ্ণযুগ শোভে বরুণেব জাল॥ ২॥
ভুজযুগ কবিকর জানুত লুলে।
কর কুরুবিন্দ মাল নির্ম্মিত কমলে॥
মরকতপাটি সদৃশ বক্ষস্থল।
ক্ষীণ মধ্য বামরম্ভা জংঘযুগল॥ ৩॥
মাণিকরচিত চন্দ্রসম নখপান্তী।
সজল জলদরুচি জিণি দেহকান্তী॥
বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।
কংসের বধ কারণ আতি মহাবীর॥ ৪॥
নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।
পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে॥
নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৫॥

(কৃষ্ণের) নীল, কুঞ্চিত, ঘন, কোমল দীর্ঘ কেশ। তাতে সুদৃশ্য ময়ূরের পুচ্ছ দেওয়া হয়েছে। কপালে চন্দনতিলক অতি শোভিত। দুই পাশে লঘু, মাঝখানে উন্নত ও প্রশস্ত॥ ১॥ সব দেবতার অনুরোধে বনমালী হরি ধরণীতে অবতীর্ণ হয়ে কেলি করেন॥ ধ্রু॥ (তাঁর) নাসিকা এবং নয়নকমল সুচিহ্নিত এবং সুগঠিত। ভ্রূ-যুগল ধনুকের ন্যায় শোভিত। ওষ্ঠাধর যেন যুগ্ম প্রবাল। কর্ণযুগল যেন বরুণের জালের ন্যায় শোভা পাচ্ছে॥ ২॥ আজানুলম্বিত বাহুযুগল করিকর (হাতির শুঁড়?) সদৃশ। করকমল যেন মণি নির্মিত কমল॥ বক্ষস্থল মরকত মণিপাটের সদৃশ। কটিদেশ ক্ষীণ, জংঘাদুটি রামরম্ভার মত॥ ৩॥ মাণিকরচিত চন্দ্রের ন্যায় নখপংক্তি। দেহকান্তি যেন সজলমেঘের শোভাকে পরাজিত করে॥ শরীরে বত্রিশ রাজলক্ষণ নিয়ে কংসের বধের কারণে অতি মহাবীর আবির্ভূত হলেন॥ ৪॥ দেহে নানা মণি অলঙ্কার শোভিত। পীতবসন শোভিত, হাতে বাঁশি ধরে রয়েছেন॥ রোজ বৃন্দাবনে গিয়ে বাছুর চরান। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস ৭
এ-গীত গাইলেন॥ ৫॥

কবি এখানে বালক কৃষ্ণেব রূপ বর্ণনা কবেছেন। গীতটি পযাব বন্ধে পাঁচটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোক-সহ, একটি দ্বিপদী ধ্রুব শ্লোকে, মোট ২২ পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ কেলী : কৌতুক-লীলা। কামাণ · ধনুক। পোঁআর : প্রবাল। করকুরুবিন্দ : কবকমল।

৮. ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কবির বর্ণনা : রাধার জন্মবৃত্তান্ত।

কাহ্নাঞির সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে॥
আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।
থির হউ সকল সংসার॥ আল রাধা॥ ১॥
তেকারণে পদুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে॥ ল॥ আল রাধা॥ ধ্রু॥

তীনভুবনজনমোহিনী।
রতিরসকামদোহনী॥
শিরীষকুসুমকোঁঅলী।
অদভুত কনকপুতলী॥ ২॥
দিনে দিনে বা[ঢ়/খ]ঢ়ে তনু লীলা।
পুবিল যেহেন চন্দ্রকলা॥

দৈবেঁ কৈল কাহ্ন মনে জাণী।
নপুংসক আইহনের রাণী॥ ৩॥
দেখি রাধার রূপ যৌবনে।
মাঅক বুয়িল আইহনে॥
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

কানাই-এর সম্ভোগের জন্য দেবতারা লক্ষ্মীকে বললেন, হে রাধা, তুমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও। সকল সংসার স্থির হোক॥ ওগো রাধা॥ ১॥ সেই কারণে পদুমার বা পদ্মার গর্ভে, সাগরের ঘরে তিনি জন্ম নিলেন॥ ওগো রাধা॥ ধ্রু॥ ত্রিভুবন জনমোহিনী, রতিরসকামদোহনী, শিরিষ্কুসুমকোমলা, অপূর্ব কনকপুত্তলী॥ ২॥ দিনে দিনে তনুলীলা বাড়তে লাগল, যেন চন্দ্রকলা পূর্ণ হল॥ কানাইকে মনে রেখে, দৈব তাকে নপুংসক আইহনের (অভিমন্যুর) রাণী করল॥ ৩॥ রাধার রূপ যৌবন দেখে আইহন তার মাকে বলল, এর পাশে বড়াইকে এনে দাও (রক্ষী হিসাবে)। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৮

কৃষ্ণের রতি সম্ভোগের জন্যে লক্ষ্মীকে রাধারূপে সাগবের ঘবে পদ্মার গর্ভে জন্ম নিতে হল এবং নপুংসক আইহনেব বধূ হতে হল। পুত্রেব ইচ্ছাতে আইহন-মাতা বৃদ্ধা বড়াইকে তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে রাখতে ব্যবস্থা কবলেন। গীতটি দশমাত্রক পংক্তিবন্ধে, ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পংক্তিতে বচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ কোঁঅলী : কোমলাঙ্গী।

৯. গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কবির বড়াই-এর চেহারা বর্ণনা।

আইহনের মাঅ গুণী মনে। আল।
ঝাট গিআঁ পদুমার থানে॥ ল বড়ায়ি॥
চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই।
তার পিসী রাধার বড়ায়ি॥ ১॥
নিয়োজিলী নানা পরকারে। আল।
হাট বাটে রাধা রাখিবারে॥ ল বড়ায়ি॥

শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে॥
ভ্রূহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুই আখি॥ ২॥
মাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে॥

বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী॥ ৩॥
কাঠী সম বাহুযুগলে।
নাভিমূলে দুই কুচ লুলে॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

আইহনের মা মনে মনে গণনা করে, সত্বর পদুমার কাছে গেল। ওগো বড়াই। তার কাছে গিয়ে পিসী বড়াইকে রাধার জন্যে চেয়ে নিল॥ ১॥ হাটে বাটে রাধাকে রাখবার জন্যে তাকে নিযুক্ত করল॥ তার কেশ শ্বেত চামরের মতো, কপালের দুই পাশ ভাঙা॥ ভ্রূযুগল যেন চুনের রেখার মত (শুভ্র) দেখায়। কোটরে দুটি চোখ বাটুলের মতো॥ ২॥ বিশাল নাসাপুট, পিঠ ভাঙা, হনু উন্নত, গাল ভাঙা॥ দাঁতগুলি বিকট, কণ্ঠস্বর কৃত্রিম। ওষ্ঠ অধর উটকেও হার মানায়॥ ৩॥ বাহু দুটি কাঠির মত সরু। নাভিদেশ পর্যন্ত দুই স্তন ঝুলে পড়েছে॥ ঘনঘন কাশির শব্দ, গমন কুটিল (আঁকাবাঁকা)। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৯

কবি এখানে পদুমার পিসী, রাধার বড়াই মার (বড়মা) বিগত যৌবনা একটি চিত্র এঁকেছেন। গীতটি দশ মাত্রক পংক্তিবদ্ধে ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বুঢ়ীঅ মাই : বুড়ি মা। ভ্রূহি চুণরেখ : ভ্রূ চুণের রেখা (শুভ্র)। বাটুল · মাটির গোলক। মাহা পুট নাশা : বিশাল নাসা পুট ভাঙা। কপোল খীনে : গাল বসা। উঠক জিনী : উটকে হারিয়ে দেওয়া। লুলে : ঝুলছে। ঘন কাশে : ঘনঘন কাশি পায়।

স. ২॥ অভিমন্যুজনন্যাহং নিযুক্তা তব রক্ষণে।
রাধে সহ ময়া তেন মুদিতা মথুরাং ব্রজ॥ ১ ॥
ভাগ্যেন মম রক্ষায়ৈ জরতি ত্বং নিয়োজিতা।
তদেহি যামি মথুরাং মধুরাচারকোবিদে॥ ২ ॥

বড়াই রাধাকে। অভিমন্যুজননী তোমার রক্ষণের জন্যে আমায় নিয়োগ করেছে। অতএব হৃষ্টমনে আমার সঙ্গে মথুরায় চল॥ ১ ॥ রাধা বড়াইকে। হে জরতি (বৃদ্ধা) তুমি মধুর ব্যবহারে সুনিপুণ। তুমি যে আমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হয়েছ এ আমার ভাগ্য। অতএব চল মথুরায় যাই॥ ২॥

ইতি জন্মখণ্ডঃ সমাপ্তং॥

১. গুজ্জরীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কবির বর্ণনা।

দধি দুধেঁ পসার সজাআঁ।
নেত বাস ও[৬/ক]হাড়ন দিআঁ॥ ল রাধা॥
সব সখিজন মেলি রঙ্গে।
এক চিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে॥ ল রাধা॥ ১॥
নিতি জাএ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।
বনপথে মথুরা নগরী॥ ল রাধা॥ ধ্রু॥

এক দিনে মনের উল্লাসে।
সখি সমে রস পরিহাসে॥
আশু গেলি সত্বর গমনে।
বড়ায়িক না করী যতনে॥ ২॥
বকুলতলাত গোআলী।
বড়ায়ির পন্থ নেহালী॥

বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে।
বড়ায়ি চলিলী আন পথে॥ ৩॥
বাধিকা গুণিআঁ মনে মনে।
বড়াইর বিলম্ব কারণে॥
বন মাঝেঁ পাইল তরাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

দধিদুগ্ধে পসার সাজিয়ে, রেশমী কাপড়ের আচ্ছাদন দিয়ে, রাধা, সব সঙ্গীদের সঙ্গে রঙ্গ করতে করতে, বড়াই-এর সঙ্গে অনন্যমনা হয়ে চলল॥ ১॥ সর্বাঙ্গ সুন্দরী (রাধা) বনপথ ধরে রোজ মথুরা নগরীতে যায়॥ ধ্রু॥ একদিন সখিদের সঙ্গে রস পরিহাসে, মনের আনন্দে, বড়াই-এর খোঁজ না রেখে, দ্রুত চলতে চলতে এগিয়ে গেল॥ ২॥ বকুলতলায় গিয়ে গোয়ালিনী বড়াই-এর খোঁজে পথের দিকে তাকাল॥ (তাকে না দেখে) মাথায় হাত দিল। বড়াই অন্য পথে চলল॥ ৩॥ রাধিকা মনে মনে বড়াই-এর বিলম্বের কারণ চিন্তা করে বনের মাঝে ভয় পেল। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

কবি সখী-সহ বড়াই-এব সঙ্গে রাধার মথুবায় দুধ-দৈ বেচতে যাওয়াব বর্ণনা দিচ্ছেন। অন্যমনস্কতায বড়াইযের সঙ্গ হারিয়ে অন্যপথে গিয়ে বনের মধ্যে ভয় পেল। গীতটি দশমাত্রক পংক্তিবন্ধে ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পংক্তিতে বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ নেতবাস : রেশমী কাপড়। ওহাড়ন : আচ্ছাদন। এক চিতে : অনন্যমনে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী : বাধার বিশ্লেষণ। বড়ায়িক না করী যতনে : বড়াই-এর খোঁজ না করে। নেহালী : নিরীক্ষণ করে। পাইল তরাসে . ত্রাস বা ভয় পেল।

২. পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

কবির বর্ণনা।

রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানে থানে।
ভালমনে পথক না দেখে নয়নে॥
নাতিনীর মোহে বড়ায়ি মনে বিমরিষে।
কমণ উপায় করোঁ জাওঁ কোণ দিশে॥ ১॥
পথ হারাইল বড়ায়ি মাঝ বৃন্দাবনে।
দৈবে সে জাণএ যার যেহেন ঘটনে॥ ধ্রু॥

মনেত গুণেত বড়ায়ি আধিক তরাসে।
কথাঁ গিআঁ পাওঁ মোএঁ রাধার উদ্দেশে॥
একসরী হৈলোঁ মোএঁ হেন ঘোর বনে।
রাধিকা এড়িআঁ আজি জীবোঁ কেনমনে॥ ২॥
কথো দূর পথ গিআঁ দেখিল বড়ায়ি।
বৃন্দাবন মাঝে চরে শতসংখ্য গাই॥

তাক দেখি বড়ায়ির মনেত হরিষে।
এহা রাখোআল পুছোঁ রাধার উদ্দেশে॥ ৩॥
হেন মনে গুণী বড়া[৬/খ]য়ি গেলান্তি তথাঞিঁ।
দেখিল লগুড় করে নাতিআ কাহাঞিঁ॥
হরিষে মেলিলী বড়ায়ি তাহার পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

রাধাকে হারিয়ে বড়াই স্থানে স্থানে খোঁজ করতে লাগল। সে ভালভাবে চোখে পথও দেখতে পায়না॥ নাতিনীর মোহে বা আকর্ষণে মনে বিমর্ষ হয়। এখন আমি কি উপায় করব, কোন দিকে যাব॥ ১॥ বড়াই মাঝ বৃন্দাবনে পথ হারাল। দৈবই জানে যার যা ঘটবে॥ ধ্রু॥ বেশি ভয় পেয়ে বড়াই মনে চিন্তা করতে লাগল, কোথায় গেলে রাধার উদ্দেশ পাব॥ এই ঘোর বনে আমি একা হয়ে পড়লাম। রাধিকাকে ছেড়ে আমি কি করে বাঁচব॥ ২॥ কিছু দূর পথ গিয়ে বড়াই দেখতে পেল, বৃন্দাবনের মাঝে শত-সংখ্যক গরু চরছে॥ তাদের দেখে বড়াই মনে মনে আনন্দিত হল। 'এখানে রাখালদের কাছে রাধার খোঁজ জিজ্ঞাসা করি'॥ ৩॥ এ-কথা মনে গণনা করে বড়াই সেখানে গেল। দেখল, পাচনি হাতে নাতি কানাই সেখানে রয়েছে॥ হৃষ্টমনে বড়াই ১১
তার কাছে গিয়ে মিলল। বাসলীর শির বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ গীত গাইলেন॥ ৪॥

বৃন্দাবনে পথভ্রষ্ট হয়ে বড়াই রাধাকে হারিয়ে ফেলল এবং ভয় পেল। খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় রাখালদের গরু চরাতে দেখল এবং তাদের মধ্যে রাখাল কানাইকে দেখতে পেল। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বিমরিষে : বিমর্ষ হয়। একসরী : একেশ্বরী, একা-এই অর্থে। লগুড় : লাঠি বা পাচনি।

৩. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ চিত্রক লগনী ॥ একতালী ॥

কবির বর্ণনা : কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের কথোপকথন।

আচম্বিতঁ বুঢ়ী দেখি বৃন্দাবন মাঝে।
বিনয় করিআঁ পুছন্তি দেবরাজে॥ ১ ॥
কথাঁ হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।
একলী বুলসি কেহ্নে বৃন্দাবন মাঝে॥ ২ ॥
গোঠে হৈতেঁ আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী।
আগুত চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী॥ ৩ ॥
পাছে পাছে জাইতেঁ পথ হারাইল আহ্মি।
মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি॥ ৪ ॥
সঙ্গে কেহ্নে লআঁ বুল নাতিনিখানী।
কথাঁ তাক হারাইলেঁ কহ তত্ত্ববাণী॥ ৫ ॥

কি নাম তাহার কেহ্নে তার রূপ।
আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআর সরূপ॥ ৬ ॥
দধি বিকে জাইতেঁ সঙ্গে মথুরা নগরী।
বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈলোক্যসুন্দরী॥ ৭ ॥
নাতিনী হারাইলোঁ নামে চন্দ্রাবলী।
কোঁঅলী পাতলী বালী সুন বনমালী॥ ৮ ॥
সরূপ কহিবোঁ তবেঁ মথুরার পথ।
যে কাজ বোলোঁ তোহ্মাক তাত কর সত॥ ৯ ॥
বোলা এক বোলোঁ তোকে যবেঁ ধর মনে।
তবেঁসি করিবোঁ তোর রাধা দরশনে॥ ১০ ॥

তোঁ মোর নাতি যেহ্ন দুঅজ পরাণ।
তোহ্মার বোলত আহ্মে না করিব আন॥ ১১ ॥
সত্যে সত্যে করিবোঁ মো তোহ্মার বচন।
[৭/ক]যবেঁ আন করোঁ তাক বধও বাহ্মণ॥ ১২ ॥
উদ্দেশ বুলিব যবেঁ রাধিকার আহ্মে।
তবেঁ ভালমতেঁ তার রূপ কহ তোহ্মে॥ ১৩ ॥
কাহ্নের বচনে বড়ায়ি পাইল হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ১৪ ॥

বৃন্দাবনের মাঝে হঠাৎ বুড়িকে দেখে দেবরাজ বিনয় সহকারে তাকে জিজ্ঞাসা করল॥ ১ ॥ কৃষ্ণ, তুমি কোথা থেকে এলে, এখানে কি তোমার কাজ। বৃন্দাবনের মাঝে একা ঘুরছ কেন॥ ২ ॥

বড়াই। আমি বুড়ি গোয়ালিনী। গোষ্ঠ থেকে আসছি। আমার সুন্দরী নাতিনী আগে চলে গেছে॥ ৩ ॥ পিছনে যেতে গিয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। তুমি ছেলে, আমাকে মথুরার পথ বলে দাও॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ। নাতিনীটিকে সঙ্গে নিয়ে কেন ঘুরছ। কোথায় তাকে হারালে ঠিক করে বল॥ ৫ ॥ তার নাম কি, দেখতে রূপ কেমন? সব, বুড়ী, আমাকে ঠিক করে বল॥ ৬ ॥

বড়াই। মথুরা নগরীতে দৈ বিক্রয় করতে যাচ্ছিলাম। ত্রৈলোক্যসুন্দরীকে বৃন্দাবনের পথে হারিয়ে ফেলেছি॥ ৭ ॥ বনমালী শোনো, যে নাতিনীকে হারালাম তার নাম চন্দ্রাবলী, কোমলা, তন্বী বালিকা সে॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ। তোমাকে মথুরা পথ ঠিক বলে দেব। কিন্তু সত্য করে বল, আমি যে কাজ বলব তা করে দেবে॥ ৯॥ একটি কথা তোকে বলব যদি মনে ধর (বা রাজি হও)। তাহলেই তোকে রাধার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব॥ ১০॥

বড়াই। তুই আমার নাতি যেন দ্বিতীয় প্রাণ। তোমার কথায় আমি অন্যথা করব না॥ ১১॥ সত্য সত্য তোমার কথা পালন করব। যদি না করি আমার ব্রাহ্মণ বধের পাতক হবে॥ ১২॥

কৃষ্ণ। রাধার হদিস যদি আমায় বলতে হয়, তাহলে তুমি ভালভাবে তার রূপ বর্ণনা কর॥ ১৩॥ ১২

কানাইয়ের কথায় বড়াই হৃষ্ট হল। বাসলী-শিরে বন্দনা করে এ গীত চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ১৪॥

...কানাই বড়াইকে রাধার হদিস বলে দেবে তবে তার জন্যে কানাই-এর কিছু কাজ বড়াইকে করে দিতে হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। বড়াই তাতেই রাজি হল। গীতটি ১৪টি দ্বিপংক্তিক পয়ার শ্লোকে ২৮ পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বুলসি : ভ্রমণ করছ। বুল · ঘুরছ (ভ্রমণ করছ)। তাত কর সত : তাতে সত্য কর (প্রতিশ্রুতি দাও)। তাক বধওঁ ব্রাহ্মণ : তার ব্রহ্ম হত্যার পাপ হবে।

৪. গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণের কাছে বড়াই-এর রাধা-রূপ-বর্ণনা।

কেশপাশেঁ শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দূর।
সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সুর ॥
কনককমলরুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে ॥ ১ ॥
মুনিমনমোহিনী রমণী অনুপামা।
পদুমিনী আম্মার নাতিনী রাধানামা ॥ ধ্রু ॥

ললিত আলকপাঁতিকাঁতি দেখি লাজে।
তমালকলিকাকুল রহে বনমাঝে॥
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে পসি তপ করে নীল উতপল ॥ ২ ॥
কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পসিলা সাগরের জল মাঝে ॥

কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে।
অভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে ॥ ৩ ॥
মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।
মত্ত রাজহংস জিণী চলএ বিলম্বে ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তার নহলী যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

(তার) কেশপাশে সুরঙ্গ সিন্দূর শোভা পাচ্ছে। যেন সজল মেঘের মধ্যে নব সূর্যের উদয় হয়েছে। তার বিমল বদনে কনক কমলের শোভা। তা দেখে চাঁদ দুই লাখ যোজন দূরে লজ্জায় পালিয়ে গেল ॥ ১ ॥ মুনিমন-মোহিনী অনুপমা রমনী আমার নাতিনী পদ্মিনীব নাম রাধা ॥ ধ্রু ॥ তার ললিত অলকগুচ্ছের কান্তি দেখে তমালকলিকাসমূহ বনের মাঝে (আত্মগোপন করে) রয়েছে। কাজলে উজ্জ্বল তার অলস লোচন দেখে নীল উৎপল জলে প্রবেশ করে তপস্যা করছে ॥ ২ ॥ (তার) কণ্ঠদেশ দেখে শঙ্খের লজ্জা হল। সে সত্বর সাগরজলের মাঝে প্রবেশ করল ॥ তার অতি মনোহর কুচযুগ দেখে পাকা ডালিম অভিমানে ফেটে গেল ॥ ৩ ॥ তার মধ্যদেশ ক্ষীণ, বিপুল নিতম্ব গুরুভার, মত্ত রাজহংসকে হারিয়ে দিয়ে সে ধীরে ধীরে চলে ॥ দিন দিন তার নবযৌবন বাড়ছে। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ১৩

বড়াই কৃষ্ণের কাছে রাধা রূপ বর্ণনা করল। তার নবসূর্যের ন্যায় লাবন্যদীপ্তি, বদনশোভা, তমালকলিকার ন্যায় অলকগুচ্ছ, নীলপদ্মের মতো কাজল রঞ্জিত নয়নযুগল, কম্বুকণ্ঠ, পক্ক দাড়িম লাঞ্ছিত স্তনযুগল, ক্ষীণ কটিদেশ, গুরুভার নিতম্ব এবং রাজহংসীর ন্যায় ধীর চলন সম্পর্কে বর্ণনা দিল। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ সুরঙ্গ সিন্দুর : সুরঞ্জিত সিঁদুর। উইল : উদিত হল। কনক কমলরুচি : স্বর্ণপদ্মের শোভা মণ্ডিত। শঙ্খত ভৈল লাজে : শঙ্খ লজ্জা পেল। নহলী যৌবন : নব যৌবন।

৫. দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥ অথবা কানড়া ॥ যতিঃ ॥

কৃষ্ণ বড়াইকে।

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥ বড়ায়ি ল ॥
দারুণ কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে।
আতিশয় মোর মন হানে ॥ বড়ায়ি ল ॥ ১ ॥
পরাণ আধিক বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
রাধি[৭/খ]কা মানাআঁ দেহ মোরে ॥ ধ্রু ॥

কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।
তাত মধুকর মধু পীএ ॥
সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে।
তেকারণে থীর নহে মনে ॥ ২ ॥
আতিশয় বাঢ়ে মোর মদনবিকার।
তাত কর মোর উপকার ॥

[illegible]ইলা বড়ায়ি আহ্মার ভাগে।
মোর কাজ তোহ্মাতে লাগে ॥ ৩ ॥
একবার মোর তোহ্মে কর উপকার।
আহ্মে দেব সংসারের সার ॥
রাধিকা মানাআঁ বড়ায়ি পুর মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ওগো বড়াই, তোর মুখে রাধিকার রূপের কথা শুনে প্রাণ ধরে রাখতে পারছি না ॥ কুসুমশরের দৃঢ় লক্ষ্যে আমার মনকে অত্যন্ত আঘাত করেছে॥ ওগো বড়াই ॥ ১ ॥

বড়াই, তোমাকে আমার প্রাণের অধিক বলে থাকি। রাধিকাকে সম্মত করিয়ে আমার কাছে এনে দাও ॥ ধ্রু ॥

এখন বসন্তের সময়। তরুসমূহ কুসুমিত হয়েছে। তাতে মৌমাছি মধু পান করছে॥ পিকগণ সুস্বর পঞ্চম সুরে গান করছে। তাই (আমার) মন স্থির নেই ॥ ২ ॥ তাই মনে মদনবিকার অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। তুমি সেক্ষেত্রে আমার উপকার কর ॥ আমার ভাগ্যবশত তুমি এখানে এসেছ। তোমার দ্বারা আমার কাজটি হবে ॥ ৩ ॥ একবার তুমি আমার উপকার কর। আমি দেব-সংসারের শ্রেষ্ঠ (পুরুষ)॥ বড়াই রাধিকাকে সম্মত করিয়ে আমার আশা পূর্ণ কর ॥ বাসলীর শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ১৪

বড়াই-এর মুখে রাধার রূপ বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ রাধাব প্রেমে পড়লেন এবং বড়াই-এব কাছে অনুনয় কবলেন, রাধাকে (বতি মিলনে) সম্মত করিয়ে আমার কাছে এনে দাও। এই বসন্তকালে আমি মদনশরে ভীবণভাবে আহত হয়েছি। গীতটির ছন্দো-বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয়। প্রতি দুই পংক্তির প্রথমটি ৮॥৬ ।-মাত্রক পয়ার, দ্বিতীয়টি ১০।-মাত্রক একপদী। এইরূপ প্রতি চার পংক্তিতে এক একটি শ্লোক। ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ মানাআঁ দেহ : মানিয়ে বা সম্মত করিয়ে দাও। তোহ্মাত লাগে : তোমা দ্বাবা সম্পন্ন হয়।

৬. আহেররাগঃ ॥ লঘু শেখরঃ ॥

বড়াই কৃষ্ণকে।

আহ্মে তোর বড়ায়ি তোহ্মে মোর নাতী।
চিন্তিবোঁ তোহ্মার হিত পরাণশকতী॥
তোহ্মার আন্তরে তাক করিবোঁ শকতী।
আয়র মানায়িবোঁ করী আশেষ যুগতী॥ ১॥
বোলহ সুন্দর কাহ্ন রাধার উদ্দেশে।
তথাঁ গেলেঁ তোর কাজ সাধিবোঁ হরিষে॥ ধ্রু॥

এ সব কাজেব আহ্মে জাণিএ প্রবন্ধ।
এতেকেঁ তোহ্মার তার হৈব নেহাবন্ধ॥
পবাণ দিবাক পাবোঁ তোহ্মার বচনে।
এ কাজ সাধিব আহ্মে করিআঁ যতনে॥ ২॥
আযোড় যোড়ন আহ্মে কবিবাক পারী।
সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী॥

আহ্মার হাথত দেহ কিছু ফুল পানে।
তাক লআঁ জাই আহ্মে রাধিকার থানে॥ ৩॥
বিলম্ব না কর বোল রাধার উদ্দেশে।
আর কিছু দেহ কাহ্নাই উত্তম সন্দেশে॥
ঝাঁট করী জাই আহ্মে[৮/ক] রাধার উদ্দেশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

আমি তোর বড়াই (বড়মা), তুমি আমার নাতি। প্রাণপণে তোমার হিত চিন্তা করব। তোমার জন্যে তাকে পেতে যথাশক্তি চেষ্টা করব। আর অনেক যুক্তি দিয়ে তাকে মানাব (সম্মত করাবো)॥ ১॥ এবার সুন্দর কানাই রাধার উদ্দেশ বলো। তার কাছে গিয়ে আনন্দের সঙ্গে তোমার কাজ সাধন করব॥ ধ্রু॥ এসব কাজের প্রবন্ধ (কলা-কৌশল) আমি জানি।—এতে তোমার সঙ্গে তার প্রীতিবন্ধন হবে॥ তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি। সযত্নে আমি এ-কাজ সাধন করব॥ ২॥ যা জুড়বার নয় তাকেও আমি জুড়তে পারি। রাধা এমন কি সীতার মতো সতী নারী! আমার হাতে কিছু ফুল ও পান দাও। তাই নিয়ে আমি রাধার কাছে যাই॥ ৩॥ আর দেরি না করে রাধার উদ্দেশ বলো। আর কানাই, আমার হাতে কিছু ভালো সন্দেশ দাও॥ চট্ করে আমি ১৫
রাধার উদ্দেশে যাই। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

বড়াই, কৃষ্ণের কাছে রাধাব হদিস পেলে পব, সানন্দে কৃষ্ণেব প্রেমেব দৌত্য কবতে সম্মতি জানাল। কৃষ্ণেব তবফ থেকে ফুল-পান-সন্দেশ নিয়ে সে যেতে চায়। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ প্রবন্ধ · নিয়ম-পদ্ধতি বা কলা-কৌশল। নেহাবন্ধ : প্রীতিব বন্ধন। আযোড় যোড়ন . অজোড়কে জোড়াব কৌশল।

৭. গিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বড়াইকে বলছেন।

রাধার উদ্দেশ বোলোঁ চিন্তিআঁ মণে।
হৃদয়ে রাখিহ বড়ায়ি আহ্মার বচনে॥
রাধার কারণে ভৈলোঁ উদ্কামতী।
ভালমতেঁ কহ বড়ায়ি তার থান গতী॥ ১ ॥
তাম্বুল লইআঁ যাহা পরাণের দূতী।
বকুলতলাত আছে সে সুন্দরী সতী॥ ল ॥ ধ্রু ॥
চাম্পা নাগেশর আর নেআলী মাল্লী।
ফুলে তাম্বুলে ভরি লআঁ যাহা ডালী॥
ফুল পিন্ধিলে সে খাইবে তাম্বুল।
তবেঁসি কহিহ সব কথা আদিমূল॥ ২ ॥
যোড়হাত করী তাক বুলিহ বচনে।
আহ্মাকে পাঠায়িলে রাধা নান্দের নন্দনে॥
কর্পূরবাসিত রাধা খাহ তাম্বুল।
কাহ্নাঞিঁর বচনে তোহ্মে দেহ আনুকূল॥ ৩ ॥
চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে সিন্দূর।
বাহুত বলযা শোভে পাএত নূপুর॥
চলিতেঁ চলিতেঁ তোর রুণুঝুণু বাজে।
মোর মুখে সুণী মোহো গেলা দেবরাজে॥ ৪ ॥
আহ্মে বড়ায়ি তোর মরমের হীত।
আহ্মার বচনে রাধা দেহ তোহ্মে চীত॥
আনুমতী কর রাধা হরিষবদনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৫ ॥

মনে চিন্তা করে রাধার সন্ধান (তোকে) বলছি। বড়াই, আমার কথা তোমার হৃদয়ে রেখো॥ রাধার জন্যে আমি উৎকণ্ঠিত রয়েছি। বড়াই, তুমি তার কাছে আমার অবস্থার কথা ভাল করে বোলো॥ ১ ॥ প্রাণের দূতী, তাম্বুল নিয়ে যাও, সেই সুন্দরী সতী বকুলতলায় রয়েছে॥ ধ্রু ॥ চাঁপা, নাগেশ্বর, আর নবমল্লিকা ফুলে এবং তাম্বুলে ডালি ভরে নিয়ে যাও॥ ফুল মাথায় পরবার পর সে তাম্বুল খাবে। তখন তাকে আগাগোড়া সবকথা বলবে॥ ২ ॥ হাত জোড় করে তাকে বলবে, ওগো রাধা, আমাকে নন্দের নন্দন পাঠিয়েছে॥ তুমি কর্পূর সুবাসিত তাম্বুল খাও। কানাইয়ের কথায় তুমি সম্মতি দাও॥ ৩ ॥ তোর চঞ্চল নয়ন, সিঁথিতে সিঁদুর। বাহুতে বলয় শোভিত। পায়ে নূপুর। চলতে-চলতে তোর নূপুর রুণুঝুণু বাজে। 'আমার (অর্থাৎ বড়াইয়ের) মুখে এই বর্ণনা শুনে দেবরাজ মোহগ্রস্ত হল॥ ৪ ॥ আমি বড়াই, তোর প্রাণের হিতৈষী, রাধা, আমার কথায় তুমি কানাইকে হৃদয় দান কর॥ হাসিমুখে তুমি তাকে (তার প্রস্তাবে) সম্মতি দাও॥' বাসলীশিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৫ ॥ ১৬

কৃষ্ণ বড়াই-এর হদিস বলে দিল। সে বকুলতলায় রযেছে। তাবপব তাকে কি বলে কৃষ্ণের প্রেম প্রস্তাব, ফুল তাম্বুল-সহ দিতে হবে তাও শিখিয়ে দিল। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪+৪=২২টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হযেছে।

শব্দার্থ॥ উদ্কামতী : উৎকণ্ঠিত। দেহ আনুকূল : তার প্রস্তাবে অনুকূল সম্মতি দাও। মরমের হীত : তোমাব প্রাণের হিতকামী।

৮. ধানুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কবির বর্ণনা : বড়াই রাধার সাক্ষাৎকার।

শুভ তিথি বার শুভক্ষণে। আল।
আতিশয় উল্লসিত মণে॥ ল বড়ায়ি॥
বন্দিআঁ সব দেবগণে। আল।
বড়ায়ি শ্রীরামচরণে॥ ১॥
মনে ধরি কাহ্ন[৮/খ]ঞিঁর বচনে। আল।
চলি ভৈল রাধিকার থানে॥ ল॥ ধ্রু॥

চাম্পা নাগেশর নেআলী।
আঅর গাম্থিআঁ নৈল মাষ্ঠী॥
সজাইল আনেক যতনে।
মাথে নৈল করপূর পানে॥ ২॥
চারি পাশে চাহী বৃন্দাবনে।
পাইল রাধার দরশনে॥

আতি নেহেঁ করিআঁ চুম্বনে।
ঘন ঘন কৈল আলিঙ্গনে॥ ৩॥
কুশলে কি আছহ নাতিনী।
রাধিকারে পুছিআঁ কাহিণী॥
বসিলান্ত রাধাব পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

শুভ তিথি বার এবং ক্ষণ (সময়) দেখে, অতিশয় আনন্দিত মনে সব দেবতাকে এবং শ্রীরামচন্দ্রকে বন্দনা করে॥ ১॥ মনে মনে কানাইয়ের কথা স্মরণ করে বড়াই রাধিকার কাছে চলল॥ ধ্রু॥ চাঁপা, নাগেশ্বর, মল্লিকা,—সব মালা গেঁথে নিল॥ অনেক যত্নে (ডালা) সাজাল। কর্পূর-পান-সহ তা মাথায় নিল॥ ২॥ বৃন্দাবনে চারদিকে তাকাতে তাকাতে রাধার দেখা পেল। অতি আদরের সঙ্গে চুম্বন করল। বারবার তাকে আলিঙ্গন করল॥ ৩॥ রাধার কুশল জিজ্ঞাসা করল। তার পাশে গিয়ে বসল। বড়ু চণ্ডীদাস (এ-গীত) গাইলেন॥ ৪॥ ১৭

কৃষ্ণের কাছে বড়াই রাধার হদিস পেয়ে, কৃষ্ণের দূতীরূপে ফুল-পান-সুগন্ধি ফুলেব মালা সহ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। গীতটি দশমাত্রক পংক্তিবদ্ধে ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

৯. মালবরাগঃ ॥ লগনী ॥ কুড়ুকঃ ॥

রাধা ও বড়াই-এর কথোপকথন।

তোহ্মে মোর বড়ায়ি মো তোহ্মার নাতিনী।
আহ্মা এড়ি কেনমতেঁ ধরিলেঁ পরাণী॥ ১ ॥
তোহ্মাকে না দেখি রাধা পোড়ে মোর মন।
ভাগে পুনে আজি তোর পাইলোঁ দরশন॥ ২ ॥
এতেক বিলম্ব বড়ায়ি কমণ কারণে।
সরূপেঁ কাহিনী বড়ায়ি কহ মোর থানে॥ ৩ ॥
সরূপ কহওঁ যবেঁ হওসি সদয়।
আপনার মুখে মোকে দিআর আভয়॥ ৪ ॥
আপনার মুখে বড়ায়ি কহ তোঁ উত্তর।
আহ্মার থানত তোর নাহিঁ কিছু ডর॥ ৫ ॥
বুলিতেঁ লাগিলী বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৬ ॥

রাধা। তুমি আমার বড়াই। আমি তোমার নাতনী। আমায় ছেড়ে কেমন করে প্রাণ ধরে ছিলে॥ ১ ॥
বড়াই। রাধা, তোমাকে না দেখে আমার মন পুড়ছিল। ভাগ্য ভালো, পুনর্বার তোর দেখা পেলাম॥ ২ ॥
রাধা। বড়াই তোমার এত বিলম্ব হল কেন। সব কথা আমায় খুলে বল॥ ৩ ॥
বড়াই। যখন সদয় হয়েছ, সব খুলে বলছি। নিজমুখে আমায় অভয় দিয়েছ॥ ৪ ॥
রাধা। বড়াই, নিজমুখে আমায় উত্তর দে। আমার কাছে তোর কোনো ভয় নেই॥ ৫ ॥ ১৮
তখন মনের আনন্দে বড়াই বলতে লাগল। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৬ ॥

বড়াই এতক্ষণ কোথায় কাটিয়ে এল জানতে রাধার কৌতূহল। সে বড়াইকে অভয় দিয়ে সব জানতে চাইল। লক্ষণীয়, রাধা বড়াইকে কখনো 'তুমি', কখনো আবার আদর করে 'তুই' সম্বোধন করছে। গীতটি দ্বিপংক্তিক ছয়টি পয়ার শ্লোকে, মোট বারো পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

১০. রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বড়াই রাধাকে।

রাধে।
ডালি ভরাআঁ ফুল পানে।
তোরে পাঠাআঁ দিল কাহ্নে।
আহ্মার বচন না কর গোআলিনী আনে ॥

কর্পূরবাসিত তাম্বুলে।
আর।
কস্তুরী ভরাআঁ কপোলে ॥…

রাধে, ফুল-পানে ডালি ভরে কানাই তোকে পাঠিয়ে দিল। গোয়ালিনী, আমার কথার অন্যথা কোরোনা ॥ কর্পূর সুগন্ধ যুক্ত তাম্বুলে। আর কপোলে কস্তুরী ১৯
লেপন করে।…

[এরপর ৯/ক এবং ৯/খ পাতা নেই]

বড়াই কৃষ্ণের দূতীরূপে রাধার কাছে তার প্রেম প্রস্তাব পেশ করছে। পদটি ছিন্ন থাকায় বক্তব্য সম্পূর্ণ জানা গেলনা। গীতটি সম্ভবত দশমাত্রক পংক্তিতে রচিত হয়েছিল। নয়ের 'ক' এবং 'খ' পাতা না পাওয়াতে, এই পদের শেষ চার পংক্তি মাত্র পাওয়া গেছে।

১১. ... ...

বড়াই কৃষ্ণকে।

[১০/ক] ...যবেঁ রাধা না করিবে নেহে।
তবেঁ রাধা হৈব তোর জীবন সন্দেহে॥

এতেক বুলিআঁ তার না পাইলোঁ আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

যখন রাধা (কৃষ্ণকে) ভালোবাসবে না, তখন রাধা তোর (অর্থাৎ কৃষ্ণের) জীবন সংশয়কারী হবে॥ এত বলেও তার কাছ থেকে আশা পেলাম না। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২০

পদটির এই শেষ চার লাইন থেকে জানা যাচ্ছে, বড়াই রাধার প্রতি গভীর কৃষ্ণপ্রেমের কথা রাধাকে বুঝিয়েও তাকে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিনী করতে পারেনি। সে কথাই সে এসে কৃষ্ণকে বলছে। গীতটি পয়ারে, সম্ভবত ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পংক্তিতে রচিত হয়েছিল।

১২. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণ বড়াইকে।

তোর মুখে সুণী রাধিকার রূপ
আওর নব যৌবনে।
আহোনিশি দহে সকল পরাণ
আর থীর নহে মনে ॥
এড়িলোঁ ঘরের আশ ল বড়ায়ি
রহিলোঁ তোর চরণে।
মতি হারাইলোঁ বুলিতেঁ না জাণো
ভইলোঁ তোর সরণে ॥ ১ ॥
না বোল না বোল নিরাস বড়াযি
আপণে চিন্ত উপাএ।
রাধার বচন না পাইলেঁ বড়াযি
কাহ্নাইর প্রাণ জাএ ॥ ধ্রু ॥

আহ্মাব বচন ধর ল বড়ায়ি
মনে না কবিহ হেলা।
দুসহ বিরহ সাগরে বড়ায়ি
তোহ্মেসি আহ্মার ভেলা ॥
আজি হৈতেঁ বড়ায়ি দেব বনমালী
তোহ্মার ভয়িলা দাসে।
এহা যানি বড়ায়ি কবহ যতন
চলহ রাধার পাশে ॥ ২ ॥
বিথব দেখিলেঁ বিথব শুণিলেঁ
বিথর তোর বএসে।
এতেকেঁ এ সব কাজের প্রকার
জাণহ আশেষে বিশেষে ॥

নানাবিধ কথা কহিআঁ বড়ায়ি
রাধারে করহ মিনতী।
মোর একবার কর উপকার
খণ্ডুক রাধার বিমতী ॥ ৩ ॥
পুনরপি যাহা প্রাণের বড়ায়ি
তাম্বুলেঁ ভরাআঁ ডালী।
মিনতী করিআঁ হাথেত ধরিআঁ
আন গিআঁ চন্দ্রাবলী ॥
আহ্মার বচনে বোলহ রাধারে
কাহ্নের পুরুক আশে[১০/খ] ॥
বাসলীচরণ শিরে বন্দীআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

তোর মুখে রাধার রূপ আর নব যৌবনের কথা শুনে দিনরাত আমার সমস্ত প্রাণ দগ্ধ হচ্ছে। মন স্থির নেই। ওগো বড়াই, আমি ঘরের আশা ত্যাগ করলাম। তোর চরণে নিবেদন করছি, মতি (বুদ্ধি) হারিয়েছি। কি বলব বুঝছি না। তোর শরণ নিলাম ॥ ১ ॥ বড়াই আমায় নিরাশার কথা বোলোনা, বোলোনা। (তুমি) উপায় ভেবে বার কর। রাধার কথা (সম্মতি) না পেলে বড়াই, কানাইয়ের প্রাণ যায় ॥ ধ্রু ॥ বড়াই, আমাব কথা শোনো, অবহেলা কোরোনা। বড়াই, এই দুঃসহ বিরহ সাগরে তুমি আমার ভেলা-স্বরূপ ॥ আজ থেকে দেব বনমালী তোমার দাস হল। একথা জেনে তুমি যত্ন কর। রাধার কাছে যাও ॥ ২ ॥ বড়াই, তুমি অনেক দেখেছ, অনেক শুনেছ, তোমার অনেক বয়স হয়েছে। এই সব কাজের রীতি-পদ্ধতি তুমি বিলক্ষণরূপে জান ॥ নানাবিধ কথা বলে, রাধাকে মিনতি কর। একবার আমার উপকার কর। রাধার বিমতি (অসম্মতি) কেটে যাক ॥ ৩ ॥ প্রাণের বড়াই, তুমি তাম্বুলে ডালি ভরে পুনর্বার যাও। মিনতি করে, হাতে ধরে চন্দ্রাবলীকে নিয়ে এস। আমার কথা রাধাকে বোলো। কানাইয়ের আশা (তার দ্বারা) পূর্ণ হোক। বাসলীচরণ বন্দনা করে, বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ২১

কৃষ্ণ এখানে প্রত্যাখ্যাতা বড়াইকে আবার পান-ফুল নিযে রাধার কাছে গিযে কৃষ্ণের আকুলতা বুঝিযে বলতে এবং রাধাকে রাজি করিয়ে নিয়ে আসতে অনুনয় করছে।

গীতটি ৬॥৬॥৮ ।-মাত্রক লঘু ত্রিপদী ছন্দে রচিত হয়েছে। ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ বিথর : বিস্তর (অনেক এই অর্থে)। আশেষে বিশেষে : বিলক্ষণ রূপে। বিমতী : অসম্মতি।

স. ১ ॥ কৃষ্ণেন রসতৃষ্ণেন দত্তং বাসোযুতং পুনঃ।
তাম্বুলং সোপকরণং রাধায়ৈ জ্বরতী দদৌ ॥

রস-তৃষিত কৃষ্ণ প্রদত্ত সবস্ত্র, সোপকরণ তাম্বুল বৃদ্ধা পুনরায় রাধাকে দিলেন।

১৩. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী প্রকীর্ণক ॥

কবির বর্ণনা : রাধা ও বড়াই এর সংলাপ।

কথা খানি খানি কহিল বড়ায়ি
বসিআঁ রাধার পাশে।
কর্পূর তাম্বুল দিআঁ রাধাক
বিমুখ বদনে হাসে ॥ ল বড়ায়ি ॥ ১ ॥
কহির কপুর তাম্বুল বড়ায়ি
কহির নেত পাটোল।
নেআলী মাল্লী আওর নানা ফুল
কে দিআঁ পাঠাইলে মোর ॥ ল বড়ায়ি ॥ ২ ॥
আইস রাধা কহোঁ তোহ্মারে
কৃষ্ণের পাঁচ আবথা।
বিরহ জ্বরেঁ তেহেঁ জরিলা
পাঠাইল তোহ্মা বেথাঁ ॥ ল রাধা ॥ ৩ ॥

এ বোল সুণিআঁ নাগরী রাধা
হাণএ সকল গাএ।
যত নানা ফুল পান করপুর
সব পেলাইল পাএ ॥ ৪ ॥
উঠিআঁ বড়ায়ি রাধাক বুইল
হেন কাম না করিএ।
নান্দের নন্দন ভুবন বন্দন
তোর দরশনে জীএ ॥ ৫ ॥
ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা ॥ ৬ ॥

যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে
দেখিল হএ মুকতী।
সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ
হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী ॥ ৭ ॥
ধিক জাউ নারীর জীবন
দহেঁ পসু তার পতী।
পর পুরুষের নেহাএঁ যাহার
বিষ্ণুপুরে হএ স্থিতী ॥ ৮ ॥
নাগর [১১/ক]শেখর নান্দের সুন্দর
উপেখিল মতিমোষে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৯ ॥

কবি। বড়াই রাধার পাশে বসে কিছু কিছু কথা বলল। রাধাকে কর্পূর ও তাম্বুল দিয়ে মুখ ফিরিয়ে হাসল ॥ ১ ॥

রাধা। বড়াই, এই কর্পূর তাম্বুল, রেশমী কাপড় কোথা থেকে এল? এই মল্লিকামালা এবং আরও নানাফুল কে আমাকে দিয়ে পাঠাল? ২ ॥

বড়াই। এস রাধা, তোমায় বলি। কৃষ্ণের পাঁচ অবস্থা (অর্থাৎ মদনের পঞ্চবাণের আঘাতে জর্জরিত অবস্থা)। বিরহজ্বরে জর্জরিত হয়ে সে তোমায় ব্যথার সংবাদ পাঠাচ্ছে ॥ ৩ ॥

কবি। এ কথা শুনে নাগরী রাধা নিজের সর্বদেহে আঘাত হানল। যত সব ফুল-পান-কর্পূর পদাঘাতে ফেলে দিল॥ ৪॥ বড়াই উঠে রাধাকে বলল, এমন কাজ কোরোনা। ভুবনবন্দিত নন্দ-নন্দন তোর দর্শনে প্রাণ পাবে॥ ৫॥

রাধা। ঘরে আমার সর্বাঙ্গসুন্দর সুলক্ষণযুক্ত স্বামী রয়েছে। নন্দের ঘরের গোরুর রাখাল, তার সঙ্গে আমার কি প্রেম? ৬॥

বড়াই। যে দেবতাকে স্মরণ করলে পাপমুক্তি ঘটে, যাকে দর্শন করলে মুক্তি লাভ হয়, তার সঙ্গে প্রেম বাড়ালে বিষ্ণুপুরে স্থিতি ঘটে॥ ৭॥

রাধা। সে নারীর জীবনে ধিক, তার গতি দহে (হ্রদে) প্রবেশ করুক, পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করে যার বিষ্ণুপুরে স্থিতি হয়॥ ৮॥

কবি। নাগরশেখর, নন্দনন্দনকে বুদ্ধির দোষে সে উপেক্ষা করল। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৯॥ ২২

কৃষ্ণের বিশেষ অনুরোধে বড়াই পুনর্বার পান-ফুল ইত্যাদি নিয়ে রাধার কাছে দূতী হিসাবে উপস্থিত হল। রাধা সরোষে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল, এবং পান ফুল পায়ে ঠেলে ফেলে দিল। গীতটি ৬॥ ৬॥ ৮॥-মাত্রক লঘু ত্রিপদী ছন্দে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বিমুখ বদনে : অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। কহির : কোথাকার। নেআলী মাহলী : নব মল্লিকার মালা। বেথা : ব্যথা। দহে পসু : হ্রদে প্রবেশ করুক (জলে ডুবে মরুক—এই অর্থে)। মতিমোষে : বুদ্ধির দোষে।

১৪. কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা বড়াইকে।

আহ্মার কোমল দেহে।
না জাণো দূতী পরপুরুষের নেহে॥
সরূপেঁ তোরে কহিলোঁ।
আল হের প্রতিজ্ঞা করিলোঁ।
প্রথম যৌবন মোএঁ বঞ্চিলোঁ॥ ১॥
না বোল না বোল দূতী নাএ।
আবালী রাধা নহোঁ সুরতী যোগে॥ ধ্রু॥
পাপ আনি নিজ দোষে।
ফল পাইবেঁ মোব রোষে।
ধূর্ত্ত কাহ্নাই না বুঝে সে মতিমোষে॥
ক্ষেমা কক কাহ্ন মণে।
ধরুক মোর বচনে।
যবেঁ না মরিবে বাধা রসনিব কাবণে॥ ২॥
না বুঝোঁ রঙ্গ ধামালী।
না জাণো সুরতী কেলী।
বাহুড়িআঁ চল সে নিষধ বনমালী॥
জৈসাণে রতি জাণিবোঁ।
তেসাণে কাহ্ন আনিবোঁ।
সুরত সম্ভোগে সকল রাতী পোহাইবোঁ॥ ৩॥
দেখি তোহ্মাক আজলী।
পর কাজে তোঁ বিকলী।
তেঁসি না বুঝসি আহ্মে বালী॥
বোল গিআঁ কাহ্ন পাশে।
ছাড়ু সুরতী আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো দূতী, আমার এই কোমল দেহে আমি পরপুরুষের প্রেম জানিনা॥ তোমাকে সত্য কথা বললাম। আর দেখ, প্রতিজ্ঞা করছি (শপথ করছি), এই সবে প্রথম যৌবন উত্তীর্ণ হলাম॥ ১॥ ওগো দূতী, এমন (কথা) বোলোনা, বোলোনা। বালিকা রাধার এখনো সুরতি-যোগ হয়নি। ধ্রু॥ তুমি নিজ দোষে পাপ এনে ফল স্বরূপ আমার রোষকে পেলে॥ ধূর্ত কানাই বুদ্ধির দোষে সে কথা বোঝেনা। কানাই মন সংযত করুক (আমায় মাপ করুক), আমার কথা শুনুক। যেন রাধার রমণ কারণে (তার) মৃত্যু না ঘটে॥ ২॥ আমি রঙ্গ ধামালী (রতি রঙ্গরস) বুঝিনা, সুরতি কেলি জানিনা। ফিরে যাও, বনমালীকে নিষেধ কর॥ যখন রতি জানবো তখন কানাইকে আনবো। সুরতি সম্ভোগে সারারাত কাটাবো॥ ৩॥ দেখছি, তুমি অল্পবুদ্ধি, অপরের কাজে ব্যাকুলা। সে জন্যেই আমি যে বালিকা তা বুঝতে পার না॥ কানুর কাছে গিয়ে বল, সে সুরতীর আশা ছাড়ুক। বড়ু চণ্ডীদাস (এ-গীত) গাইলেন॥ ৪॥ ২৩

বড়াই মারফৎ কৃষ্ণের সুরতি প্রস্তাবে রাধা নিজে এখনো নাবালিকা, সুরতির রঙ্গ বসে অনভিজ্ঞা বলে প্রত্যাখ্যান করে আশ্বাস দিল যখন রতির খেলা বুঝবে কানাইকে ডেকে এনে রতি-সম্ভোগে সারারাত যাপন করবে। এই মন্তব্যে অবশ্য বাধাকে আব নাবালিকা মনে হয় না। গীতটি মিশ্র দ্বিপদী-ত্রিপদী-চৌপদী ছন্দে রচিত। ৮॥ ৬॥ ৮ ।-ছন্দোবন্ধে ১ম পংক্তিটি, ৮॥ ১০॥ ৮॥ ৪ ।-বন্ধে ২য় পংক্তিটি রচিত। ধ্রুব পদটি ১০। ৮॥ ৬ ।-মাত্রক। ২য় ও ৩য় শ্লোকদুটি ৮॥ ৮॥ ৮॥ ৬ ।-মাত্রক দুটি পংক্তিতে রচিত হয়েছে। ৪র্থ শ্লোকটি ৮॥ ৮॥ ১০ ।-মাত্রক দুটি পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ স্বরূপে : সত্য করে। ক্ষেমা করু : মাপ করুক। রঙ্গ ধামালী : রঙ্গ কৌতুক। আজলী : ন্যাকা। বিকলী : ব্যাকুলা।

স. ২॥ নিপীয় রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা।
জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনম্॥

রাধার বচন (সুধা) পান করে বচনচতুরা জরতী (বৃদ্ধা) মধুসূদনকে গিয়ে সে কথা বললেন॥

১৫. কোড়ারাগঃ॥ যতিঃ॥

কৃষ্ণকে বড়াই দৌত্যফল বলল।

তৃণদল কোম[১১/খ]ল আহ্মার দেহে।
এবেঁ নাহিঁ সহে পর পুরুষের নেহে॥
নিষধ নিষধ বড়ায়ি নান্দের নন্দন।
তার পতি যোগ নহে আহ্মার যৌবন॥ ১॥
আতি আছিদরী রাধা ল॥
মোকে বোলে হেন বাণী॥
এবেঁ তাক কি বুলিবোঁ বোল চক্রপাণী॥ ধ্রু॥

মিছাই আণিলেঁ বড়ায়ি তার ফুল পানে।
পরাক লাগিআঁ সে হারাইবে নাক কানে॥
মতিমোষে কাহ্ন পাঠাআঁ দিলে তোরে।
তোহ্মে কেহ্নে সে বোল বোলহ আহ্মারে॥ ২॥
সুরতি জাণিলেঁ বড়ায়ি পাঠাইবোঁ তোরে।
বৃন্দাবন মাঝেঁ আনাইবোঁ দামোদরে॥

তবেঁ হৈবে তার সমে মোর দরশনে।
তোষিব তাহাক আহ্মে সংপুন্ন যৌবনে॥ ৩॥
না কর কাকুতী বড়ায়ি নাহিঁ লঅ গালী।
ভালমতেঁ বোধাহ আবুধ বনমালী॥
হেন বুলি তোকে রাধা না দিলেক আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

(রাধার বক্তব্য) তৃণদলের মত কোমল আমার দেহ। এখন পরপুরুষের প্রেম সহ্য হবেনা॥ ওগো বড়াই, নন্দনন্দনকে বারণ কর। আমার (নব) যৌবন তার পতিযোগ (রতিমিলন যোগ্য) নয়॥ ১॥ রাধা অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় (অভাগিনী)। (নইলে) আমায় এমন কথা বলে। চক্রপাণি বল, এখন তাকে কি বলব॥ ধ্রু॥ বড়াই বৃথাই তার ফুল-পান আনল। এখন পরের জন্য তার নাক-কান কাটা যাবে॥ (রাধার বক্তব্য কৃষ্ণকে বলছে) বুদ্ধির দোষে কানাই তোকে পাঠিয়ে দিয়েছে। তুমি কেন আমায় এমন কথা বললে॥ ২॥ সুরতি (যোগ) বুঝলে বড়াই তোকে (আমিই) পাঠাব। দামোদরকে বৃন্দাবনের মাঝে নিয়ে আসব॥ তখন তার সঙ্গে আমার দেখা হবে। তাকে পূর্ণ যৌবন দিয়ে তুষ্ট করব॥ ৩॥ বড়াই, তুমি আর অনুনয় কোরোনা। আমার গাল শুনোনা॥ অবোধ বনমালীকে ভাল করে বোঝাও॥ এই বলে রাধা তোকে আর কোনো আশা দিলনা। বাসলীশিরে বন্দনা করে, চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৪

উপরের সবটাই কৃষ্ণের কাছে বড়াই-এর উক্তি। কৃষ্ণের প্রস্তাব নিয়ে রাধার কাছে দৌত্যের প্রতিক্রিয়া সে বর্ণনা করছে। রাধা কি বলেছে, অনেক সময় সেটা রাধার উক্তিরূপে বর্ণনা করেছে। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আছিদরী : অশ্রদ্ধেয়। মতিমোষে : বুদ্ধির দোষে। নাহিঁ লঅ গালী : আমার গাল নিয়োনা (গাল দিতে বাধ্য কোরোনা)।

১৬. দেশাগরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বড়াইকে কৃষ্ণ।

আজি রজনীত বড়ায়ি দেখিলোঁ সপনে।
রাধা সিআঁ বসিলী শয়নে॥ বড়ায়ি ল॥
তখনে হৃদয়ে মোর বেধিল মদনে।
বুইলোঁ পরিহাস বচনে॥ বড়ায়ি ল॥ ১॥
না জীবোঁ না জীবোঁ বিণি রাধা দরশনে।
সরূপেঁ কহিলোঁ তোর থানে॥ ধ্রু॥

নীল জলদ সম চিকণ চিকুরে।
বদন সংপুন শশধরে॥
বচন[১২/ক]ঝরএ তার আমৃতের ধার।
তাক বড় লোভ আহ্মার॥ ২॥
হাথ দিআঁ দেখ বড়ায়ি মোর কলেবরে।
জত বড় উপজিল জরে॥

এত দুখ বড়ায়ি মোর পরাণ না সহে।
মরোঁ হের রাধার বিরহে॥ ৩॥
বারেক করাহ যবেঁ রাধা দরশনে।
তবেঁ রহে আহ্মার জীবনে॥
এহা জাণী ঝাঁট চল রাধিকার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

আজ রাতে[১], বড়াই, স্বপ্ন দেখলাম, রাধা এসে বিছানায় বসল॥ ওগো বড়াই॥ তখন আমার হৃদয়ে মদনের তীর বিঁধল। রাধা পরিহাসপূর্ণ কথা বলল। ওগো বড়াই॥ ১॥ রাধাকে না দেখলে আমি আর বাঁচব না। তোমার কাছে সত্য কথা বললাম॥ ধ্রু॥ নীল জলদসম তার সুন্দর কেশ। বদন সম্পূর্ণ (পূর্ণ) চাঁদ॥ তার বচনে অমৃতের ধারা ঝরে। তাকে (পেতে) আমার বড়ই লোভ॥ ২॥ বড়াই, আমার দেহে হাত দিয়ে দেখ, কেমন জ্বর এসেছে॥ এত দুঃখ, বড়াই, প্রাণে সইছে না। রাধার বিরহে আমি এবার মরব॥ ৩॥ একবার রাধার সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও। তবে আমার জীবন রক্ষা পাবে॥ একথা বুঝে ২৫
সত্বর রাধিকার কাছে যাও। বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥

রাধার সঙ্গে মিলনের স্বপ্ন দেখেছে কৃষ্ণ। বড়াই-এর কাছে আকুল আবেদন, একবার তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা কর। গীতটি ৮॥ ৬। ১০॥-মাত্রক একপদী দ্বিপদী দ্বিপংক্তিক শ্লোকে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সিআঁ : আসিয়া। চিকণ : সূক্ষ্ম-সুন্দর। সংপুন শশধরে : পূর্ণচন্দ্র।

১. মূল পুথি পাঠ 'অতি'। বসন্তরঞ্জন 'আজি' পাঠ দিয়েছেন।

স. ৩॥ রাধানিহিতচিত্তস্য কৃষ্ণস্য বচনাদরং।
সাদরং জরতী প্রাহ গত্বা রাধামিদং বচঃ॥

রাধা-নিহিত চিত্ত কৃষ্ণের বচনে বৃদ্ধা সত্বর রাধার কাছে গিয়ে একথা বললেন॥

১৭. বেলাবলীরাগঃ॥ যতিঃ॥

কৃষ্ণের দূতীরূপে বড়াই রাধাকে বলছে।

নিশিত সপন দেখিল জগন্নাথ।
শুন চন্দ্রাবলী তোর বুকে দিল হাথ॥
কনকপদ্মকোরক সম দুই তনে।
পরশি বিকল ভৈল দুসহ মদনে॥ ১॥
নারেবড় কাহ্নাঞী পাঠাইআঁ দিল মোরে।
মরে ভাল জীএ ভাল জাণাইলোঁ তোরে॥ ধ্রু॥

তোহ্মে ত গোআলী রাধা বড়ই আবুধী।
আপনার দোষে হৈবেঁ পুরুষবধী॥
তোহ্মাক না পাআঁ কাহ্ন হৈলা আচেতনে।
স্বরূপে জীএ কাহ্নাঞিঁ তোর আলিঙ্গনে॥ ২॥
মনে গুণী দেখ রাধা আপনার হীত।
বাবেক কাহ্নের কর সরস চীত॥

কিসক যৌবন রাধা করহ নিফল।
কাহ্ন সমে রঙ্গে কর জীবন সফল॥ ৩॥
বারেক রাখহ রাধা কাহ্নের জীবন।
আপনার কর পাপ সাগরে[১২/খ]মোচন॥
বচনেক দেহ রাধা কাহ্নাইক আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

রাতে জগন্নাথ স্বপ্ন দেখল। শোনো রাধা। সে যেন তোর বুকে হাত দিল॥ কনকপদ্মসম দুটি স্তন। স্পর্শ করে দুঃসহ মদনজ্বালায় সে বিকল হল॥ ১॥ নটবর কানাই আমাকে পাঠিয়ে দিল। এখন সে মরুক বা বাঁচুক, তোকে (সব) জানালাম॥ ধ্রু॥ গোয়ালিনী রাধা, তুই বড়ই অবুঝ। আপন দোষে পুরুষবধকারিণী হবি। তোকে না পেয়ে কানু অচেতন হল। তোর আলিঙ্গন পেলে স্বরূপে (অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায়) বেঁচে উঠবে॥ ২॥ রাধা, তোর নিজের হিত মনে ভেবে দেখ। একবারের জন্যে কানুর চিত্তকে সরস কর॥ রাধা, কি জন্যে যৌবনকে নিস্ফল কর। কানুকে নিয়ে রঙ্গে জীবন সফল কর॥ ৩॥ রাধা, একবার কৃষ্ণের জীবন সফল কর। পাপ সাগর থেকে নিজেকে উদ্ধার কর॥ একটি মাত্র কথায় কানুকে আশা দাও। বাসলী শিরে বন্দনা ২৬
করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

এখানে কৃষ্ণের পক্ষ নিয়ে দূতীরূপে বড়াই রাধাকে বোঝাচ্ছে। চারটি চতুষ্পংক্তিক পয়ার শ্লোক সহ, একটি দ্বিপদী ধ্রুবশ্লোকে মোট আঠারো পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ কনকপদ্মকোরক : স্বর্ণপদ্মের কুঁড়ি। নারেবর : নটবর। পুরুষবধী : পুরুষবধকারী। কিসক : কিজন্য।

১৮. রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধার প্রত্যুক্তি বড়াইকে।

এত কালে বুঢ়ী তোর কেহ্নে হেন মন।
ভাল বুলিবে তোরে গুণী কোন জন॥
আদি আন্ত এখো বোল না বোলসি ভাল।
মারিবোঁ পরাণে তোকে জাণাআঁ গোআল॥ ১॥
দারুণী বুঢ়ী তোর বাপেত নাহিঁ লাজ।
তে কারণে মোক বোলসি হেন কাজ॥ ল॥ ধ্রু॥

বার বার না বুলিহ হেনক উত্তর।
সামী দুরুবার মোর নহোঁ সতন্তর॥
মো যবেঁ জাণোঁ তোর হেন দুষ্ট মতী।
তবেঁ কেহ্নে আসিবোঁ মো তোহ্মার সংহতী॥ ২॥
তোঁ মোর বড়ায়ি মোঁ তোর নাতিনী।
এবেঁসি তোহ্মার মুখে শুণী হেন বাণী॥

আর যবেঁ বোল মোরে হেন পরিহাস।
আবসি করিবোঁ তবেঁ তোহ্মার বিনাশ॥ ৩॥
এহা গুআ পান তোহ্মে আপনেই খাহা।
আপনাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা॥
এহা বুলী বড়ায়িক চড় মাইল রোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

এত বয়সে বুড়ি তোমার এ কি মতি। এ-কথা শুনলে কেউ কি তোমায় ভাল বলবে? প্রথম থেকে শেষ একটাও ভাল কথা বলছ না। গোপালকে (আইহনকে) জানিয়ে তোকে প্রাণে মারব॥ ১॥ দারুণী বুড়ি, তোর পিতৃ-লজ্জাও নেই।—সে জন্যে আমায় এমন কাজ করতে বলিস॥ ধ্রু॥ বারবাব আমায় এমন কথা বোলোনা। আমার স্বামী দুর্বার, আমি স্বাধীন নই॥ তুই এত দুষ্টমতি জানলে পর, তোর সঙ্গে আমি কেন আসব॥ ২॥ তুই আমার বড় মা, আমি তোর নাতনী। এখন তোমার মুখে এমন কথা শুনলাম॥ পরিহাসছলেও যদি আর কখনো এমন বল, অবশ্য তোমার বিনাশ সাধন করব॥ ৩॥ এই গুয়া-পান (সুপুরি পান) তুই নিজে খা। নিজেই চিহ্নিত হয়ে কানাই-এর কাছে যা॥ এই বলে রেগে বুড়ী বড়াইকে সে চড় মারল। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

বড়াই মারফৎ কৃষ্ণের প্রস্তাবে রাধা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে প্রথমে বড়াইকে কঠিন ভাষায় তিরস্কার কবল, তারপর আরও ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে চড় মারল। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪= ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ এখো : একটিও। বাপেত নাহিলাজে : পিতৃবংশের কথা ভেবেও লজ্জা পাসনা। নহ সতন্তর : স্বাধীন নই। তোহ্মার সংহতী : তোমার সঙ্গে। গুআ : গুবাক, সুপারি।

স. ৪॥ নিপীয় রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা।
জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনং॥

রাধার বচন-সুধা পান করে বচনচতুরা জরতী দ্রুতপদে এসে কৃষ্ণকে নিবেদন করলেন।

১৯. গুঞ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বড়াই কৃষ্ণকে।

কোপেঁ কভোঁ মোকে হাথে না ছুইল সামী।
গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল আহ্মী॥
তোহ্মার[১৩/ক]কারণে কাহ্নাঞিঁ এতেক বএসে।
বড় অপমান পাইলোঁ এবেঁ খাইবোঁ বিসে॥ ১ ॥
না থাকিব তোর থান্দে জাইব আহ্মে রোষে।
কাহ্নাঞিঁ ল আহ্মে তোহ্মার দোষে॥ ধ্রু ॥

আনেক প্রকারেঁ চিন্তিলোঁ তোর হীত।
তবেঁহো আধিক রাধা বুইলেঁ বিপরীত॥
সেসি গুণী কাহ্নাঞিঁ দহে মোর চীত।
তোহ্মার দেহত কাহ্নাঞিঁ না বসে কি পীত॥ ২॥
আনেক জনের কাজেঁ গেলোঁ নানা থানে।
সব নারী জনে মোর করিল সম্মানে॥

তোহ্মাব আন্তরেঁ গেলোঁ রাধিকার থানে।
পাএ পেলাইল রাধা তোর গুআ পানে॥ ৩॥
আর যত বুইল রাধা গরল বচনে।
তার প্রতিকার যবেঁ না কর আপণে॥
তবেঁ লোক শুণিআঁ করিব উপহাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪ ॥

আমার স্বামী কখনো রেগে আমার গায়ে হাত দেয়নি। শাশুড়ির কাছে কখনো গালিও খাইনি। তোমার জন্যে, কানাই, এই বয়সে, খুবই অপমান ভোগ করলাম। এখন আমি বিষ খাব॥ ১ ॥ তোর কাছে আর থাকব না, আমি অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছি। ওগো কানাই, আমার এ-দশা তোমারই দোষে॥ ধ্রু ॥ অনেক প্রকারে তোমার হিত চিন্তা করলাম। তবু রাধা অনেক বিপরীত কথা বলল॥ সে সব মনে করলে, কানাই, আমার চিত্ত দগ্ধ হয়। কানাই, তোমার শরীরে কি ঘেন্না-পিত্তি নেই? ২॥ অনেক লোকের কাজে অনেক স্থানে গিয়েছি। সব রমণী আমায় সম্মান করেছে॥ তোমার জন্যে রাধার কাছে গেলাম, রাধা তোর গুয়া পান পায়ে ঠেলে ফেলল॥ ৩॥ আর যত সব বিষতুল্য কথা বলল। তুমি নিজে যদি তার প্রতিকার না কর, তাহলে লোকে শুনে উপহাস ২৮
করবে। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥

বড়াই রাধার কাছে তিরস্কৃত এবং প্রহৃত হয়ে, চরম অপমান ও দুঃখের কথা বলে কৃষ্ণকে উত্তেজিত করে তুলছে। গীতটি চারটি চতুষ্পংক্তিক পয়ার শ্লোক-সহ, প্রথম শ্লোকের পর একটি পয়ার দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ কোপেঁ : রাগের বশে। না বসে কি পীত : শরীরে ঘেন্না পিত্তি নেই। গরল বচনে : বিষতুল্য কথায়।

২০. কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণ বড়াইকে।

আল।
দূতী আপরাধ কৈল।
আহ্মারে কেহ্নে না বুইল॥
দূতী মারিআঁ কমণ কাজ সাধীল॥
আল॥
বড়ায়ির বোল প্রমাণে।
আল সাধিব আপণ মানে॥ ১ ॥
আল।
যে মোর দূতী মাইল না ল।
নিজ দোষে সে পাইবে আতি বড় দুখে॥ ধ্রু॥

রাম কাজে হনুমন্তা।
তেহেন আহ্মার দূতা।
ভাঁগিল নেহা পুনী যোড়াইতেঁ শকতা॥
যে থানে শুঁচী না জাএ।
তথাঁ বাটিআ বহাএ।
সেহি দূতা মোর কোণ কাজেঁ চড় খাএ॥ ২॥
দূতা পাঠাইবোঁ[১৩/খ]মোএঁ কীষে।
হাথে তুলী মোঁ খাইলোঁ বীষে।
মোর দূতী চড় খাইলে হেন বএসে॥

যথাঁ দূতা মোর জাএ।
তথাঁ পরসাদ পাএ।
অসংঘট কাজ পুন সংঘট করাএ॥ ৩॥
সকল গোঠ মেলাইবোঁ।
বড়ায়িক খীর যোগাইবোঁ।
ঘরত রাখিআঁ বড়ায়ির সেবা করিবোঁ॥
বড়ায়ির করিআঁ তোষে।
খণ্ডাইবোঁ আপণ দোষে।
বাসলী বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো, দূতী অপরাধ করল। সেকথা (রাধা) আমাকে কেন বলল না। দূতীকে মেরে এ কেমন কাজ করল? ॥ ওগো, বড়াইয়ের কথাই প্রমাণ (যে রাধা এমন অন্যায় কাজ করেছে)। আমি নিজের মান রক্ষা করব॥ ১॥ ওগো, যে আমার দূতীকে মারল, নিজ দোষে সে অতি বড় দুঃখ পাবে॥ ধ্রু॥ রামের কাজে যেমন হনুমান, তেমনি (বিশ্বস্ত) আমার দূতী। ভাঙা প্রেম সে জোড়া লাগাতে পারে। যেখানে সুঁচ ঢোকেনা, সেখানে সে রজ্জু ঢোকাতে পারে। সেই দূতী আমার কোনো কাজ করতে গিয়ে চড় খেল! ২॥ আমি কেন যে দূতী পাঠালাম। নিজ হাতে তুলে বিষ খেলাম। এই বয়সে আমার দূতী চড় খেল! আমার দূতী যেখানে যায়, সেখানেই প্রসাদ পায়। অকরণীয় কাজ সে সফল করে আসে॥ ৩॥ গোষ্ঠের সকলকে মিলিত (দলবদ্ধ) করব। বড়াইকে ক্ষীর খাওয়াব। ঘরে রেখে বড়াই-এর সেবা করব॥ আমার আত্মদোষ খণ্ডন করব। বাসলীশিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৯

দূতী বড়াই-এর অপমানে কানাই অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে এর জন্যে রাধাকে শাস্তি দেবার এবং বড়াইকে সেবা-যত্ন করার সংকল্প ঘোষণা করল। গীতটি মিশ্র ছন্দোবন্ধে, দ্বিপদী-ত্রিপদী-চৌপদীর সংমিশ্রণে রচিত হয়েছে। তবে অধিকাংশ পংক্তি ৮॥ ৮॥ ৮॥ ৬ ।-মাত্রক চৌপদীতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ভাঙ্গিল নেহা : ভাঙা প্রেম। তথাঁ বটিআ বহাএ : সেখানে বজ্জু প্রবেশ করায়।

২১. বরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বড়াই কৃষ্ণকে।

তোহ্মার আন্তরেঁ কাহ্নাঞিঁ করিলোঁ যতনে।
আনেক প্রকারেঁ তাক বুলিলোঁ বচনে॥
তাঁহাত মুগধী রাধা না পাতিল কানে।
পাএ পেলাইল তোর সব গুআ পানে॥ ১॥
কাহ্নাঞিঁ।
চড়েঁ মাইলে রাধা মোরে দেখ বিদ্যমানে।
এত আপমান সহে কাহার পরাণে॥ ধ্রু॥

আওর বুইল তোক যত বীরদাপ।
তাক সোঁঅরিতেঁ মোর মনে বাঢ়ে তাপ॥
এখোহি না রাখিলেক তোর মাঅ বাপ।
কোপেঁ গরজিলী রাধা যেন কালসাপ॥ ২॥
তীন ভুবনে নাহিঁ হেন আছিদরী।
হাণে কুলে এখো নাহি পাটাবুকী তিরী॥

তোহ্মার কারণে মোরে যত দিল দুখ।
পালটি না দেখোঁ আর তাহার মুখ॥ ৩॥
নিতি নিতি দধি বিকে মথুরাক জাএ।
তাক দুখ দিতেঁ কিছু চিন্তহ উপাএ॥
তবেঁসি মনে[১৪/ক]র মোর দুখ পালাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

কানাই, তোমার জন্যে কত যত্ন করলাম। তাকে অনেক প্রকারে কথা বললাম॥ মুগ্ধা রাধা তাতে কান পাতল না। তোর (দেওয়া) গুয়া-পান পা দিয়ে ঠেলে ফেলল॥ ১॥ কানাই, দেখ, রাধা আমাকে চড় মারল। কার প্রাণে এত অপমান সহ্য হয়॥ ধ্রু॥ বীরদর্পে আরো তোকে কত কথা বলল। সে সব স্মরণ করে মনে দুঃখ বাড়ে।। তোর বাপ মা কাউকে বাকি রাখল না, রাধা ক্রোধে যেন কাল-নাগিনীর মত গর্জন করল॥ ২॥ ত্রিভুবনে এমন হতচ্ছাড়ী নেই। (তার মতো) দুঃসাহসী স্ত্রীলোক কুলে একটিও মিলবে না॥ তোমার জন্যেই আমায় এত দুঃখ দিল। আর ফিরে কখনো তার মুখ দেখব না॥ ৩॥ রোজ রোজ দই বেচতে সে মথুরায় যায়। তাকে দুঃখ দেবার উপায় চিন্তা কর॥ তাহলে আমার মনের দুঃখ যাবে। বাসলী শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস ৩০
এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

বড়াই রাধার কাছে অপমানিত হয়ে সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে কৃষ্ণকে উত্তেজিত করছে। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ তোহ্মার আন্তরে : তোমার জন্যে। বীরদাপ : বীরদর্প। আছিদরী : হতচ্ছাড়ী। পাটাবুকী : দুঃসাহসিকা।

২২. দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ বড়াইকে।

বড়ায়ি ল ॥
কদমের তলে বসী   যমুনার তীরে
দান ছলেঁ রাখিবোঁ রাধারে।
বড়ায়ি ল ॥
লুড়িআঁ সব পসার   খাইবোঁ দধি তাহার
কাঢ়ী লৈবোঁ সাতেসরী হারে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি ল ॥
বাটেত সৃজিআঁ দান   করি তার আপমান
তোর মোর সাধিব মান ॥ ধ্রু ॥

বড়ায়ি ল ॥
ধরিহ মোর যুগতী   রাধার হআঁ সংহতী
চলি জাইহ মথুরার হাটে।
আহ্মাক রুষ্ট বচনে   তোষিহ রাধার মনে
আহ্মে যবেঁ রোধিব বাটে ॥ ২ ॥
ছড়াইবোঁ তার ক্ষীর   কাঞ্চুলী করিবোঁ চীর
হাথ দিবোঁ তাহার তনে।

তোর আনুমতী লআঁ   বলে রাধাক ধরিআঁ
লআঁ যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে ॥ ৩ ॥
পাছেত মদনবাণে   হাণিআঁ তাক পরাণে
রহিবোঁ ধরি মুনিবেশে।
বসি তোহ্মে তার পাশে   করিহলি উপহাসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ওগো বড়াই, যমুনাতীরে কদমতলায় দান ছলে বসে রাধাকে আটকে রাখব। ওগো বড়াই, সব পসার লুঠ করে, তার সব দৈ খাব, এবং সাতেসরী (সপ্তকণ্ঠী) হার কেড়ে নেব ॥ ১ ॥ ওগো বড়াই, পথে দান (বা নদী পারাপারের মাশুল) নেবার ব্যবস্থা করে তাকে অপমান করে তোর মান আদায় করব ॥ ধ্রু ॥ ওগো বড়াই, আমার যুক্তি শোনো। রাধার সঙ্গ নিয়ে মথুরার হাটে চলে যাও। যখন আমি পথে তাকে বাধা দেব, আমাকে রুষ্ট কথা বলে রাধাকে তুষ্ট করবে ॥ ২ ॥ তার ক্ষীর ছড়িয়ে ফেলব, কাঁচুলি ছিঁড়ে ফেলব। তার স্তনে হাত দেব। তোর অনুমতি নিয়ে, ব'লে রাধাকে ধরে মাঝে বৃন্দাবনে নিয়ে যাব ॥ ৩ ॥ তারপর তাকে মদনবাণ হেনে মুনিবেশ ধরে থাকব ॥ তুমি তখন তার পাশে বসে তাকে উপহাস করবে। বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

৩১

অপমানিত কৃষ্ণ সাম্বনাছলে, রাধাকে কিভাবে জব্দ করবেন সেই পরিকল্পনা বড়াইকে জানালেন। গীতটি ৮ ॥ ৮ ॥ ১০ I-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদী বন্ধে, ২+১+২+২+২=৯টি পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ লুড়িআঁ : লুন্ঠন করে। সাতেসরী হার : সপ্তকণ্ঠী হার। হআঁ সংহতী : সঙ্গ নিয়ে, কৃষ্ণের এই পরিকল্পনার মধ্যে কাহিনীর ভবিষ্যত ধারাটি ইঙ্গিতে বলে দেওয়া হয়েছে।

স. ৫ ॥ আধায় সাদরং চিত্তে দামোদর সমীহিতং।
মধুরং রাধিকামাহ বৃদ্ধা কপটকোবিদা ॥

দামোদরের বাসনা সাদর চিত্তে গ্রহণ করে কপট কুশলা বৃদ্ধা মধুর বচনে রাধাকে বললেন।

২৩. রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কবির বর্ণনা।

কপটে কহিল বড়ায়ি রাধিকার থানে।
তোমার বচনে আহ্মে নিবারিল কাহ্নে ॥
বিমতী তেজিআঁ কাহ্নাঞিঁ গেল নিজ ঘর।
চল ঝাঁট জাই বিকে মথুরা নগর ॥ ১ ॥
সব গোপী লআঁ রাধা[১৪/খ]করি বিমরিষে।
মথুরার হাট জাইউ চিত্তের হরিষে ॥ প্লো ॥ ধ্রু ॥

বড়ায়ির বচন শুণী হরষিত মনে।
যুগতি করিল লআঁ সব গোপীগণে ॥
মথুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে।
সখিগণ সমে নানা কথা, পরসঙ্গে ॥ ২ ॥
রাধা লআঁ দধি দুধ বিকণিআঁ হাটে।
ঘরক আইলী বড়ায়ি আতি বড় ঝাঁটে॥

ঈসত হাসিআঁ বড়ায়ি মধুর বচনে।
আশেষ প্রকার করি তোষিল আইহনে ॥ ৩ ॥
হেনমতে নিতি নিতি মথুরা নগরে।
দধি দুধ বিকণিআঁ রাধা আইসে ঘরে ॥
কৌড়ী আনিআঁ দেএ সাসুড়ীর থানে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কুমতি ত্যাগ করে কানাই নিজের ঘরে ফিরে গেল। এখন রাধিকার কাছে এসে কপটভাবে বড়াই বলল। তোমার কথায় আমি কানাইকে নিবৃত্ত করলাম ॥ কুমতি ত্যাগ করে কানাই নিজের ঘরে ফিরে গেল। এখন মথুরার হাটের পথে চলল ॥ ধ্রু ॥ বড়াই-চল, শীঘ্র মথুরা নগরে দুধ-দই বিক্রী করতে যাই ॥ ১ ॥ সব গোপীদের নিয়ে রাধা পরামর্শ করল। মনের আনন্দে মথুরার হাটের পথে চলল ॥ ধ্রু ॥ বড়াই-এর কথা শুনে আনন্দিত মনে, সব গোপীদের নিয়ে রাধা যুক্তি করল ॥ সখিদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে, বড়াই-এর সঙ্গে রাধা মথুরায় চলল ॥ ২ ॥ রাধাকে নিয়ে হাটে দুধ-দই বেচে বড়াই সত্বর ঘবে ফিরে এল ॥ বড়াই ঈষৎ হেসে মধুর বচনে নানা প্রকারে আইহনকে তোষণ করল ॥ ৩ ॥ এইভাবে প্রতিদিন মথুরা নগরে দুধ-দই বেচে রাধা ঘরে ফেরে ॥ বিক্রয়ের কড়ি শাশুড়িকে এনে দেয়। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

৩২

এখানে বড়াইয়ের কপটতার চিত্র এঁকেছেন কবি। সে রাধাকে বোঝাতে চাইল যে কানাই তার দুষ্ট বুদ্ধি ত্যাগ করেছে। নির্বিঘ্নে সখীগণ সহ রাধা মথুরায় দুধ দই বিক্রী করে শাশুড়ির কাছে কড়ি এনে দিতে লাগল। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ বিমতী : কুমতি। করি বিমরিষে : পরামর্শ করে। আতি বড় ঝাঁটে : অতি দ্রুত।

স. ৬॥ কালক্ষেপাসহঃ শুচি রাধামাধায় মাধবঃ।
উপেত্য জরতীমাহ মনোজশরকাতরঃ॥

রাধার বিরহে কন্দর্পশরকাতর মাধব কালক্ষেপ অসহ্য হওয়াতে বৃদ্ধার কাছে গিয়ে বললেন।

২৪. দেশবরাড়ীরাগঃ॥ রূপকং॥

কৃষ্ণ বড়াইকে।

এত দিন গেল বড়ায়ি তোর আশোআশে।
রাধা চিন্তিআঁ মোর চৌখে নিন্দা না আইসে॥
বচন আহ্মারে দিআঁ ভাগুহ কেহ্নে।
এভোঁ না করাইলেঁ মোর রাধা দরশনে॥ ১॥
রাধিকা লআঁ চল মথুরার হাটে।
মাহাদাণী হুআঁ আহ্মে রহি গিআঁ বাটে॥ ধ্রু॥

কালি যাইব আহ্মে বড়য়ি বিহাণী।
তোহ্মে সোঁঅরিহ বড়ায়ি আহ্মার বাণী॥
আজি রাতী সুত গিআঁ আইহনের ঘরে।
প্রভাত সময় হৈলেঁ চলিহ সত্বরে॥ ২॥
অন্তরে বাঢ়এ মোর দারুণ মদনে।
রহিতেঁ না পারোঁ বিণে[১৫/ক]রাধা দরশনে॥

যতেক প্রবন্ধ সব জাণহ আপণে।
কি বুলিব তোরে উপদেশ বচনে॥ ৩॥
রাধাক দেখিলেঁ আহ্মে চাহিব দানে।
খর শীতল আর বুলিব বচনে॥
আহ্মাক গঞ্জিহ বড়ায়ি নির্ভয় মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

বড়াই, তোর আশ্বাসে এতদিন গেল। রাধার কথা চিন্তা করে আমার চোখে নিদ্রা আসেনা॥ আমাকে কথা দিয়ে ভাঁড়াচ্ছ (প্রতারণা করছ) কেন? এখনো রাধার সঙ্গে আমার দেখা করালে না॥ ১॥ রাধাকে মথুরার হাটে নিয়ে চল। আমি পথে মহাদানী সেজে থাকব॥ ধ্রু॥ বড়াই, আমি কাল সকালে যাব। তোমাকে, বড়াই, আমার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি॥ আজ রাতে আইহনের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক। প্রভাত হলে সত্বর চলে আসবে॥ ২॥ আমার অন্তরে দারুন মদন (কাম) বৃদ্ধি পেয়েছে। রাধাকে ছাড়া আমি থাকতে পারছি না॥ যে প্রবন্ধ (বা কৌশল) করতে হবে, তুমি নিজেই জান। তোকে আমি আর কি উপদেশ দেব॥ ৩॥ রাধার দেখা পেলেই আমি দান চাইব। নরম গরম কথা বলব॥ তুমি নির্ভয়ে আমাকে গঞ্জনা কোরো। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩৩

রাধার প্রতি আকৃষ্ট কানাই, বড়াইকে তাগিদ দিচ্ছে, যাতে সে ভুলিয়ে তাকে মথুরার পথে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করে। তখন মহাদানী সেজে কানাই তাকে দান দেবার জন্যে চাপ দেবে। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ভাগুহ কেনে : প্রতারিত কর কেন। বিহানী : সকালবেলায়। সোঁঅরিহ : মনে রেখো। প্রবন্ধ : কৌশল। খর শীতল : নরম-গরম।

স. ৭॥ কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য জরতী কপটে পটুঃ।
অভিমন্যুপ্রসূং প্রাহ রাধায়া মথুরাগতিম্॥

কপটতায় পটু বৃদ্ধা কৃষ্ণের কথা শুনে অভিমন্যু জননীকে রাধার মথুরা গমনের কথা বললেন।

২৫. গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কবির বর্ণনা।

আইহনের ঘরে গিআঁ সাঁঝ সমএ।
বড়ায়ি বুইল হেন আইহনের মাএ॥
চিরকাল দধি দুধ ঘরে নঠ হএ।
এবেঁ মথুরার হাট জাইতেঁ জুআএ॥ ১॥
বোল রাধিকারেঁ সহি বড়ই যতনে।
যেহ্ন জাএ রাধা কালি বড়ই বিহাণে॥ ধ্রু॥

আপণে ভাবিআঁ দেখ থীব কবী মণে।
বিণী বিকীএঁ হএ গোআলের ধনে॥
আহোনিশি আহ্মে সহি তোর ভাল চাহী।
তেঁসি সংহতী করি নিতেঁ চাহোঁ রাহী॥ ২॥
আহ্মে আপুণী জাইব সংহতি তাহারে।
কেহো তবেঁ কিছ বোল বুলিতে না পারে॥

গোআলের বহু ঝি লইআঁ জাইব আহ্মে।
তাব মাঝেঁ রাধাহো পাঠাআঁ দেহ তোহ্মে॥ ৩॥
হেনমতেঁ আইহন মাএর আনুমতী।
বড়ায়ি লইআঁ দিল রাধিকাক প্রতী॥
তবেঁ ভৈল হাট জাইতেঁ রাধিকার মতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী॥ ৪॥

সন্ধ্যাবেলায় আইহনের ঘরে গিয়ে বড়াই আইহনের মাকে বলল। চিরকাল (অর্থাৎ দীর্ঘকাল) দুধ-দই ঘরে নষ্ট হচ্ছে। এখন মথুরার হাটে (বিক্রীর জন্যে) এ-গুলি নিয়ে যাওয়া উচিত॥ ১॥ রাধিকাকে বুঝিযে বল, যেন সে সখীদের সঙ্গে কাল ভোবে (মথুবায়) যায়॥ ধ্রু॥ নিজে স্থির চিত্তে ভেবে দেখ, কেনা-বেচা ছাড়া গোয়ালার কেমন করে ধন হবে? সখি, দিনবাত (সব সময) আমি তোর ভাল চাই। সেজন্যে রাধাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই॥ ২॥ আমি নিজে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তাহলে কেউ আর কিছু বলতে পারবেনা॥ আমিই গোযালাদের বউ-ঝিদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তাদের মধ্যে তুমি রাধাকেও পাঠিয়ে দাও॥ ৩॥ এইভাবে (কথা) বলে বড়াই আয়ানের (আইহন) মাব কাছ থেকে রাধাব (মথুরাব হাটে যাবার) অনুমতি নিয়ে নিল॥ তখন মথুরার হাটে যেতে রাধার মতি হল। বাসলীগতি বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩৪

বড়াই আইহনের মাকে বুঝিয়ে রাধাব মথুরাব হাটে দুধ-দৈ বেচতে যাবাব সম্মতি আদায করল। তখন বাধাও যেতে সম্মত হল। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বড়ই বিহানে : খুব ভোরে। সংহতী করি : সঙ্গে করে।

২৬. আহেরিরাগঃ ॥ একতালী ॥

কবির বর্ণনা।

ঘৃত দধি দুধ ঘোলেঁ সাজি[১৫/খ]আঁ পসার।
নেত বসন দিআঁ উপরে তাহার ॥
আনুমতী লআঁ রাধা সাসুড়ীর থানে।
লাস বেশ করে রাধা বড়ই বিহাণে ॥ ১ ॥
মথুরা চলিলা রাধা বড়ায়ির সঙ্গে।
সব সখিজন লআঁ আর্ত্তি বড় রঙ্গে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥

কমলবদনী রাধা হরিণনয়নী।
আনত কপাল তার আধ শশি জিনী।
কপোল যুগল তার মহুলের ফুল।
ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল ॥ ২ ॥
তিলফুল জিনী নাসা কম্বু সম গলে।
কনকযুথিকামালা বাহু যুগলে ॥

কমলকলিকা সম তার পয়োভারে।
ডমরু সদৃশ মধ্য নাভি গম্ভীরে ॥ ৩ ॥
গুরু জঘন নিতম্ব উরু করিকরে।
চরণযুগল থলকমল আকারে ॥
করিরাজ জিনী রাধা করিল গমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

ঘৃত দধি দুধ এবং ঘোলে পসার সাজিয়ে, তার উপর রেশমী বস্ত্রের ঢাকা দিয়ে, শাশুড়ীর কাছে অনুমতি নিয়ে রাধা খুব ভোরে বিলাস বেশ করল ॥ ১ ॥
(তারপর) সব সখিদের সঙ্গে রঙ্গ করতে করতে, বড়াইয়ের সঙ্গে মথুরায় চলল ॥ ধ্রু ॥ হরিণ নয়না, কমল বদনা রাধা। তার আনত কপাল অর্ধচন্দ্রকেও (সৌন্দর্যে) জিতে নিয়েছে ॥ তার গাল দুটি মহুয়ার ফুলের মত। ওষ্ঠ অধর তার বাঁধুলি ফুলের সঙ্গে (রক্তিমতায়) তুলনীয় ॥ ২ ॥ তার নাসিকা (রূপে) তিলফুলকেও পরাজিত করে। কণ্ঠদেশ শঙ্খের ন্যায়। (তার) দুই বাহুতে কনক যূঁথির মালা শোভিত। পয়োধর যুগল কমলকলিকা সদৃশ। কটিদেশ ডমরুর মত (মধ্যদেশ সরু), নাভীদেশ গভীর ॥ ৩ ॥ জঘন নিতম্ব গুরু উরুদেশ হস্তীপদ সদৃশ। পদদ্বয় স্থলকমলের আকার লাভ করেছে। গজরাজ নিন্দিত গতিতে ৩৫
রাধা গমন করল। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

কবি এখানে মথুরায় গমনোদ্যত রাধার রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনা কবেছেন। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ লাস বেশ : বিলাস বেশ। হরিণ নয়নী : হরিণের ন্যায চঞ্চল নয়না। করিরাজজিনী : গজরাজ নিন্দিতগতিতে।

ইতি তাম্বুলখণ্ডঃ সমাপ্তং ॥

অথ দানখণ্ডঃ

স. ১॥ অত্রান্তরে তত্র কলিন্দকন্যা
তটোপকণ্ঠং সরণৌ নিষণ্ণঃ।
চিরায় রাধামধুরাধরোষ্ঠে
কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো জরতীঞ্জগাদ॥

এরপর কালিন্দী তীরবর্তী পথে উপবিষ্ট হয়ে রাধার মধুর অধরোষ্ঠ পানে সতৃষ্ণ কৃষ্ণ বৃদ্ধাকে বললেন।

১. পাহাড়ীআরাগঃ॥ প্রকীর্ণক লগনী॥ ক্রীড়াতালঃ॥

কৃষ্ণ ও বড়াই-এর উক্তি-প্রত্যুক্তি।

যমুনার ঘাটে নিকটে রহিআঁ
পথে বিরোধে কাহ্নাঞিঁ।
এ সব গোপ বধূজন লআঁ
কথাঁ না যাসি বড়ায়ি॥ ১॥

ছাওয়াল কাহ্নাঞিঁ গোঠ রাখোআল
পন্থ বিরোধসি কিকে।
জাএ চন্দ্রাবলী আ … …

যমুনার ঘাটের কাছে অপেক্ষারত কৃষ্ণ পথ রোধ করে বড়াইকে বলেন, গোপ বধূদের নিয়ে বড়াই তুই কোথায় যাস? ১॥ ওগো ছেলে, কৃষ্ণ, তুই গোষ্ঠের ৩৬
রাখাল পথ আটকাচ্ছিস কেন? চন্দ্রাবলী যাচ্ছে। আ…

গীতটি ৬।৬।৮ [-মাত্রাভাগের ত্রিপদী॥

[এরপর ১৬/ক, ১৬/খ এবং ১৭/ক পাতা পাওয়া যায়নি]

২. গীতটির প্রথমাংশ পাওয়া যায়নি।

...   .

[১৭/খ]রে কাহ্নাঞি করসি তোঁ বল।
একেঁ একেঁ সখিজন সব মোর খল॥

সুণিআঁ বা কি বুলিবে ঘরের গোআল।
মোএঁ আপোঙৰ হৈবোঁ তোহ্মো জাইবেঁ মার॥ ৩॥
চরণে পড়িআঁ কাহ্নাঞিঁ বোলোঁ তোহ্মারে।
ছাড় একবার কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘরে॥

তোর পতি যোগ নহে আহ্মার যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

রাধা কৃষ্ণকে বলছেন। ওরে কানাই তুই বল করছিস কেন? সখীরা সকলেই খলস্বভাব॥ (এই ঘটনা) শুনে ঘরের গোপাল (আইহন) কি বলবে? আমি বিপদে পড়ব, তুমিও মারা পড়বে॥ ৩॥ কৃষ্ণ তোমার পায়ে পড়ে বলছি, একবার পথ ছাড়, ঘরে যেতে দাও॥ আমার যৌবন তোর ভোগের যোগ্য নয়। ৩৭
বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৪॥

গীতটি ১৮ পংক্তিক পয়ারবন্ধে রচিত। দ্বিতীয়াংশেব ৪-৪ পংক্তিব দুটি শ্লোক পাওযা গেছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আপোঙ্ষ : বিপদ (আমি আপোষ করে নেব, কিন্তু তুমি মারা পডবে—এমন অর্থও হতে পারে)।

৩. দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কৃষ্ণ রাধাকে বলছেন।

সিশের সিন্দূর তোর লাসে।
মাথার কেশ সুবেশে॥
আম্মাকে না চিহ্নসি তোঞিঁ।
সব গোপীরঞ্জন কাহ্নাঞিঁ॥ ১ ॥
দান আম্মার পরমাণে। এ রাধা ল।
না কর মনে আন ভানে॥ ধ্রু॥

ঘৃত দুধ লআঁ তোএঁ যাসী।
ধাআঁ ধাআঁ মথুরা পালাসী॥
আম্মা ছাড়ী জাইবি কোণ পথে।
আজি পড়িলা মোর হাথে॥ ২॥
মুঠি এক মাঝা বাএ হালে।
তা দেখি মুনিমন টলে॥

ডাকর ডালিম দুঈ কুচে।
নান্দসুত কাহ্নাঞিঁকে রুচে॥ ৩॥
সুঝি যাহা মোর সব দানে।
নহে দেহ আলিঙ্গন দানে॥
রাধা মোর না কর নিরাশে।
গাইল ব[১৮/ক]ডু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

সিঁথির সিঁদূর তোর শোভা পাচ্ছে। মাথার কেশ সুবিন্যস্ত॥ তুই আমাকে চিনতে পারছিস না। আমি সর্বগোপীরঞ্জন কানাই॥ ১॥ ওগো রাধা, আমি দান আদায় করি। আমায় অন্য কিছু ভেব না॥ ধ্রু॥ তোরা ঘৃত দুধ নিয়ে যাচ্ছিস। ছুটে ছুটে মথুরায় পালাচ্ছিস॥ আমাকে এড়িয়ে কোন পথে যাবি? আজ আমার হাতে ধরা পড়েছিস॥ তোর কটি এক মুঠিতে ধরা যায়, বাতাসে ঢলে পড়ে। তাই দেখে মুনির মনও বিচলিত হয়॥ দুটি স্তন যেন ডাগর দুটি ডালিম। যাতে নন্দ-নন্দন কৃষ্ণের রুচি বা পছন্দ॥ ৩॥ আমার সব দান শোধ করে যাও। অথবা আলিঙ্গন দাও॥ ওগো রাধা, আমায় নিরাশ করোনা। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গান গাইলেন॥ ৪॥ ৩৮

গীতটি ১৮টি দশমাত্রা পংক্তিতে একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবপদ-সহ, চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ লাসে : দীপ্তি পাচ্ছে। ডাকর : ডাগব (বড়ো এই অর্থে)। রুচে : আকর্ষণ।

স. ২॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥

কৃষ্ণের কথা শুনে আধিমতী (বিমর্ষচিত্ত) কৃশাঙ্গী রাধা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধাকে এই কথা বললেন।

৪. ধানুষীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

রাধা বড়াইকে।

আল বড়ায়ি॥
এগার বৎসরের বালী।
যেহ্ন নলিনীদল কোঁঅলী॥ ল॥
আল বড়ায়ি॥
তাক দেখি যার মন জাএ।
নিজ দোষে পরাণ হারাএ॥ ১॥
আল বড়ায়ি।ধ্রু
কাহ্ন মোকে মাঙ্গে আলিঙ্গনে।
পরসিলেঁ তেজিবোঁ পরাণে॥ ল॥ ধ্রু॥

একে একে সব সখি জাএ।
বাটে কাহ্ন আহ্মাকে রহাএ॥
পরিহাস করে দান ছলে।
কাঞ্চুলী ভাঁগিতেঁ চাহে বলে॥ ২॥
সব গোপী ছাড়ী বনমালী।
মোরে কেহ্নে বোলএ ধামালী॥

খনে চাহে মোরে মাহাদানে।
খনেকেঁ বোলএ আনচানে॥ ৩॥
সুণ তোঅঁ আহ্মার বচন।
নিষধহ শ্রীমধুসূদন॥
তেজুক আহ্মার পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো বড়াই। এগার বছরের বালিকা। যেন কোমল নলিনীদল॥ ওগো বড়াই। তাকে দেখে যার মন আকৃষ্ট হয়, সে নিজ দোষে প্রাণ হারায়॥ ১॥ ওগো বড়াই, কানাই আমার আলিঙ্গন যাচ্ঞা করে। সে স্পর্শ করলে আমি প্রাণত্যাগ করব॥ ধ্রু॥ একে একে সব সখী চলে গেল। পথে কানাই আমাকে ধরে রাখল॥ দানের ছলে আমায় পরিহাস করে। জোর করে কাঁচুলি ছিঁড়তে চায়॥ ২॥ সব গোপীকে ছেড়ে, বনমালী আমাকে কেন 'ধামালী' (অশ্লীল কৌতুক কথা) বলে? কখনো আমার কাছে মহাদান চায়। কখনো আন্‌চান্‌ (অসংলগ্ন) কথা বলে? ৩॥ তুমি আমার কথা শোন। শ্রীমধুসূদনকে নিবৃত্ত কর॥ আমার পতি হবার আশা ত্যাগ করুক। বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৪॥

রাধা বড়াইকে অনুনয় করে কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করতে বলছেন।

গীতটি দশমাত্রক আঠার পংক্তিতে, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবপদ-সহ, চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকে রচিত।

স. ৩॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

জরতীর (বৃদ্ধার) মুখে রাধার বক্তব্য শুনে চতুর কৃষ্ণ সতৃষ্ণভাবে রাধিকাকে একথা বললেন।

৫. গুজ্জরীরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ লগনী॥

রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

সুন্দরি রাধা [১৮/খ] সুণ সমুখে
পুছে মোএঁ হৃষীকেশে।
কথাঁ না বসসি কথাঁ তোব ঘব
জাইবেঁ কোমণ দেশে॥ ল রাধা॥ ১॥
গোকুলে থাকোঁ মো গোআল জাতী
তোহ্মে না পুছহ কিকে।
ষোল শত গোপী পসার সাজাআঁ
মথুরা জাওঁ মো বিকে॥ ২॥
ওলাহা রাধা মাথাব চুপড়ী
দেখোঁ মো তোহ্মার পসারা।
কোণ বধু লআঁ জাহা মথুরা
তাহার দেহ বিচারা॥ ৩॥
ঘৃত দধি দুধ আওর ঘোল
এ সব মোর পসারা।
তোহ্মো না কমণ কারণে কাহ্নাঞিঁ
চাহ এহার বিচারা॥ ৪॥
তোএঁ না জাণসি মোএঁ মাহাদাণী
এ দান সব আহ্মাবে।
ভাগে ষোল পণ দিআঁ মাহাদান
চল মথুরা নগবে॥ ৫॥
বিথব কালে বিথর শুণী*
হেন বিপবীত বাণী।
আনেক সমএ মথুরাব পথে
ঘৃত দুধে মহাদাণী॥ ৬॥
আজলী রাধা তোঁ আঝালী বড়ী
হেব পাঞ্জী পবমাণে।
আপণ চিহ্নিআঁ দিআঁ যাহা দাণ
রাখহ আপন মাণে॥ ৭॥
পুরুবেঁ শুণীএঁ বা রাম রাজ্য সে
ভৈল কংসের দেশে।
বসিল জনে কড়ী
[ইহার পব ১৯/ক পাতা নেই]

দ্বিতীয়াংশ

[১৯/খ]· ·মাহাদাণী এত কালে শুণী
হেন আচরি জবাণী।
তোর বাপ মাএ লাজ নাহিঁ তাএ
শুণ দেব চক্রপাণী॥ ১৬॥
ক্রোধে কাহ্নাঞিঁ রাধার আঞ্চলে
ধরি মনে মনে হাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ১৭॥

। সুন্দরি রাধা, তুমি সম্মনে রয়েছ। আমি ঋষিকেশ তোমায় জিজ্ঞাসা করছি। রাধা তুমি কোথায় বাস কর, কোথায় ঘর, কোণ দেশে যাবে? ॥ ১ ॥

। আমি গোকুলে থাকি, জাতে গোয়ালা, তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছ? আমরা ষোলশত গোপী পসার সাজিয়ে মথুরা বিক্রী করতে যাচ্ছি॥ ২ ॥

। রাধা, মাথার চুপড়ী নামাও। তোমার পসার আমি দেখব (পরীক্ষা করব)। তোমরা কি বস্তু নিয়ে মথুরায় যাচ্ছ, তার বিবরণ দাও ॥ ৩ ॥

। ঘৃত-দধি-দুধ আর ঘোল—এইসব আমাদের পসার। কানাই তুমি কি কারণে এসবের বিবরণ চাইছ? ৪ ॥

। তুই জানিস না, আমি মহাদানী (প্রধান শুল্ক আদায়কারী),—এসবের দান (শুল্ক) সব আমার (প্রাপ্য)। আমার ভাঁড়ে ষোলপণ মহাদান (শুল্ক) দিয়ে (তবে) মথুরায় যাবে॥ ৫ ॥

। বিস্তর কালে (অনেক দিন ধরে) এমন বিস্তর (অনেক) বিপরীত কথা শুনছি, যে মথুরার পথে ঘৃত-দুধের মহাদানী নিযুক্ত হয়েছে॥ ৬ ॥

। সরলা রাধা, তুই খুব খুকী! এবার পাঁজী প্রমাণ দিয়ে নিজের মান বাঁচাও ॥ ৭ ॥

। পূর্বে শুনেছি, কংসের দেশে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে বসবাসকারী কড়ি (বিক্রয় মূল্য)···

[এখানে ১৯/ক পৃষ্ঠা নেই—মাঝে কমবেশি ১৬ পংক্তি পাওয়া গেলনা]

। ···মহাদানী, এতকাল পরে এমন আশ্চর্য কথা শুনছি। তোর পিতা-মাতার কথা ভেবেও, দেব চক্রপানী, তুই লজ্জা পাচ্ছিস না? ১৬॥
ক্রোধের ছলনায় কানাই রাধার অঞ্চল ধরে মনে মনে হাসে। বাসলীচরণ বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গান গাইলেন॥ ১৭ ॥ ৪০

খেলার ছলনায় কৃষ্ণ-রাধার উক্তি প্রত্যুক্তি। সংলাপী আঙ্গিকে রচিত দীর্ঘ গীত ৬॥৬॥৮ I-মাত্রার লঘু ত্রিপদীতে, মোট ৩৪টি পংক্তি রচিত। ধ্রুবপদ নেই।

স. ৪ ॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

কৃষ্ণের কথা শুনে বিমর্ষ, কৃশাঙ্গী রাধা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জরতীকে (বড়াইকে) বললেন।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধার উক্তি বড়াইকে। কৃষ্ণ সামনে উপস্থিত রয়েছেন।

তবেঁ বুইলোঁ বড়ায়ি হাটক না জাইব
দুর্জ্জন মথুরা পুরী।
বোল দিআঁ তোএঁ মোরে আনিলেঁ
মোর আন্তরের বৈরী॥
ঘৃত দধি সব খাইল কাহ্নাঞিঁ
লাম্বাআঁ মোর পসারা।
কাঞ্চলী ভাগিআঁ স্তন বিগুতিল
ছিড়ি সাতেসরী হারা॥ ১ ॥
কোণ বিধাতাএ মোক গঢ়িলেক
কত লিখি দুখভারে।
সুখ ভুঞ্জিতেঁ মো কোহ্নো না পাইলোঁ।
দুখেঁ গেল সব কালে॥ ধ্রু ॥

অনন্ত জরমেঁ গুরু ব্রাহ্মণেরেঁ
দিলোঁ নানা দুখভারে।
তে কারণে বিধি যত দুখগণ
লেখিল সাঠীহারে॥
কইলোঁ খণ্ডব্রত আর জরমত
তেঁ বা দুখিনী মোএঁ।
ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ
না ছাড়ে নান্দের পোএ॥[২০/ক]২॥
জরম গেল করমের খণ্ড
কাল কাহ্নাঞিঁর হাথে।
মুকুট ভাঁগিআঁ সব পেলাইবোঁ
সিন্দুর মুছিবোঁ মাথে॥

কিবা চাহে কাহ্নু বাটে রহাএ
বুঝিতেঁ নারোঁ তার মণে।
রাজা কংসাসুর আতি দুরুবার
- সে জণি এহাক শুণে॥ ৩॥
এড়ু দামোদর ঝাঁট জাওঁ ঘর
দিআরু মোকে মেলানী।
বাজা কংসাসুর সুণিলেঁ পাছেঁ
ফল পাইবেঁ চক্রপাণী॥
উলটি বসিআঁ সুন্দরি রাধা
ছাড়এ দীর্ঘ নিশাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

আমি তখন বললাম, হাটে যাব না। মথুরা পুরীর পথ দুর্জন পরিবৃত। কথা দিয়ে তুই আমায় নিয়ে এলি। তুই আমার প্রাণের শত্রু॥ কানাই আমার পসার লুটে, সব ঘৃত-দধি খেয়ে নিল। কাঁচুলি ছিঁড়ে স্তন মর্দন করল। আমার সাতেশ্বরী হার ছিঁড়ে ফেলল॥ ১॥ হায়, কোন বিধাতা যে এত দুঃখ-ভার কপালে দিয়ে আমায় গড়লেন। সুখ ভোগ কিছুই পেলাম না, চিরকাল দুঃখেই কাটল॥ ধ্রু॥ অন্য জন্মে গুরু ব্রাহ্মণেরে নানা দুঃখ কষ্ট দিয়েছি। সে কারণে বিধাতা

এত দুঃখ লিখল এই ষষ্ঠী জাগর[1] বাসরে॥ অপর জন্মে ব্রত অসমাপ্ত রেখেছিলাম তাই (বিধাতা) আমাকে এত দুখিনী করলেন। ললাটের লিখন খণ্ডানো যায় না, তাই নন্দ-নন্দন আমায় ছাড়ছে না॥ ২॥ কাল কানাইয়ের হাতে ধর্মকর্ম নাশ হল, জন্ম বৃথা গেল! আমি মাথার মুকুট ভেঙে ফেলব, মাথার সিঁদুর মুছে ফেলব॥ কানু কি চায়, কেন পথে বসে থাকে, তার মনের কথা বুঝতে পারিনা। রাজা কংসাসুর অতি দুর্দান্ত, সে যেন এ কথা না শুনতে পায়॥ ৩॥ দামোদর আমাকে ছেড়ে সত্বর ঘরে যাক। আমাকে মুক্তি দিক। রাজা কংসাসুর এ-কথা শুনলে চক্রপাণি পিছে (পরে) তার ফল পাবে॥ মুখ ফিরিয়ে বসে সুন্দরি রাধা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। বাসলীচরণ বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৪১

গীতটি ৬॥ ৬॥ ৮]-মাত্রক ত্রিপদীবন্ধে রচিত হয়েছে। ধ্রুবপদের দুটি পংক্তি-সহ, মোট আঠারোটি পংক্তি রয়েছে।

১. বসন্তরঞ্জন 'সাঠীহার' শব্দের অর্থে 'ষষ্ঠী জাগর বাসর' বুঝিয়েছেন। এখানে সেই অর্থ গ্রহণ করা হল।

স. ৫॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
প্রাহ মুক্তাঞ্চলং কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

জরতীর উদ্দেশে রাধার এই উক্তি শুনে, সতৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধার আঁচল ছেড়ে দিয়ে রাধিকাকে বললেন।

৭. পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি।

রাধে।
যে বোল বুলিলোঁ মণে না ধরিলেঁ
উলটিআঁ দিলেঁ পিঠী।
সুচক রুচক কুচের বাটুল
তাক্ত পড়ি গেল দিঠী॥
দিঠী দিঠী চিত্ত মজিআঁ গেল
তোর আনুমতী জীওঁ।
সংপুন্ন চন্দ্র তোহোর বদন
আধরে আমিআঁ পীওঁ॥ ১॥
রাধে।
তেজ ভয় মান রাগে।
গঞ গদাধর প্রেযাগে মাধব
তোকে[২০/খ] আলিঙ্গন মাঙ্গে॥ ধ্রু॥

কত না বাগ বাধা আছেব মনে
না চাহ সমুখ দিঠী।
এ রূপ যৌবন কত মেহালসি
হাথেব শিবি আঙ্গুঠী॥
এ রূপ যৌবন সব থীব নহে
মনে ভাব গোআলী।
রতি উপভোগে সফল কর
পরিতোষ বনমালী॥ ২॥
তোহ্মো পদুমিনী আহ্মো পদ্মনাভ
এহা গুণ মনে মনে।
বএসে জ্যেষ্ঠ কুলেহোঁ শ্রেষ্ঠ
কিকে পবিহর কাহ্নে॥

আহ্মা পরিহবিলেঁ ভাল না পাইবেঁ
পাছেঁত পাইবেঁ দুখে।
এ রূপ যৌবন পাছু না জাইবেঁ
তুলি চাহা মোর মুখে॥ ৩॥
তোব পাঅ দেখি রাঙ্গা উতপল
লাজে লুকাইল জলে।
তোহ্মার গমন দেখি রাজহংস
গতি করিল সলিলে॥
দেবাসুর নর ঈশ্বর
কাহ্নেব না ভাঁগে আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো রাধা, আমি যা বললাম, তোমার মনে ধরল না। উল্‌টো পিঠ করে (মুখ ফিরিয়ে) বসলে। উন্নত, রুচক (আকর্ষণকারী) কুচমণ্ডলের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল। দেখে দেখে চিত্ত মজল (মুগ্ধ হল)। তোমার সম্মতির আশায় বেঁচে আছি। তোমার বদন পূর্ণচন্দ্র সদৃশ। আমি তার অমৃত পান করতে চাই॥ ১॥

ওগো রাধা।

গয়ার গদাধর, প্রয়াগের মাধব তোর আলিঙ্গন প্রার্থনা করছে॥ ধ্রু॥

রাধা তোমার মনে কত না রাগ, সামনের দিকে তাকাচ্ছই না। হাতের আংটির মধ্যে তোমার রূপ যৌবনের শোভা কত দেখছ? গোয়ালিনী, ভেবে দেখ এই রূপ-যৌবন স্থির নহে। তুমি রতি উপভোগে সফল কর। বনমালীকে তুষ্ট কর॥ ২॥

তুমি পদ্মিনী, আমি পদ্মনাভ। মনে মনে একথা গণনা কর। বয়সে জ্যেষ্ঠ, কুলেও শ্রেষ্ঠ, (তবু) কেন কানাইকে বর্জন করছ। আমাকে ত্যাগ করলে ভাল হবেনা, পরে দুঃখ পাবে। এ রূপ-যৌবন সঙ্গে যাবেনা। আমার দিকে মুখ তুলে চাও॥ ৩॥

তোর পদ (শোভা) দেখে রক্তপদ্ম জলে মুখ লুকাল। তোর চলন দেখে রাজহংস জলের দিকে গমন করল। দেবতা, অসুর, নর ও ঈশ্বর—কেউ কানাইয়ের ভাগ্য আশা করেনা (অর্থাৎ এদের তুলনায় কৃষ্ণ অনেক সৌভাগ্যবান)। বাসলীচরণ বন্দনাকারী বড়ু চণ্ডীদাস এ গীত গাইলেন॥ ৪॥

৪২

কৃষ্ণ আত্মপ্রশংসা করে রাধার মন জয় করতে চাইছেন॥ ৬॥ ৬॥ ৮ ‌‌।-মাত্রার লঘুত্রিপদী ছন্দে, ১৮ পংক্তিতে রচিত।

স. ৬॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তম্বী জগাদ জরতীমিদং॥

কৃষ্ণের কথা শুনে বিমর্ষ, কৃশাঙ্গী রাধা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জরতীকে বললেন।

৮. ভাঠিআলীরাগঃ॥ রূপকং॥

বড়াইয়ের প্রতি রাধার উক্তি।

এক ভাল না বোলে নিলজ চক্রপাণী।
রতি পতিআ[২১/ক]শে ভৈল পথে মহাদাণী॥
ষোল শত গোপী জাএ আপণ ইছাএ।
দারুণ করম দোষে আম্মাকে রহাএ॥ ১॥
পরাণে বড়ায়ি মোর কর প্রতিকাব।
তোর পরসাদেঁ ঘর জাওঁ একবার॥ ধ্রু॥

তার গোত মুণ্ডিলেক আম্মাব যৌবনে।
কিসকে বাখানে কাহ্ন মোর দুঈ তনে॥
চির কাল জীউ মোব সামী আইহন।
আনুপাম বল বীর মতীএঁ গহন॥ ২॥
সব খন পব দারে উদ্দাত মতী।
এতেকেঁ বুঝিল তার বড় কুল জাতী॥

তা সমে নাহিঁক বড়ায়ি মোর কোণ বোল।
মিছা নঠ করে কাহ্ন মোর ঘৃত ঘোল॥ ৩॥
খণ্ডউ সব জঞ্জাল আর ঠেঁঠা দান।
মিছা কেহ্নে করে কাহ্নাঞিঁ মোর অপমান॥
তার পতিযোগ নহে আম্মার যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

নির্লজ্জ চক্রপাণী একটি ভাল কথা বলছে না। রতি কামনায় পথে মহাদানী সেজে এসেছে। ষোলশত গোপী নিজেদের ইচ্ছামতু যাচ্ছে, দারুণ কর্মদোষে আমাকেই বাধা দিচ্ছে॥ ১॥ প্রাণের বড়াই, এর প্রতিকার কর। তোমার প্রসাদে (কোনো প্রকারে) একবার ঘরে ফিরতে চাই॥ ধ্রু॥ আমার যৌবনের পায়ে তার গোত্র মাথা মোড়ালো। কেন কানাই আমার দুই স্তনেব স্তুতি করে? আমাব স্বামী আইহন চিরকাল বেঁচে থাকুক। সে অনুপম বলবান, বীর, গম্ভীর, বুদ্ধিমান॥ ২॥ (কৃষ্ণ) সব সময় পরদারে উদ্দাত মতি (অর্থাৎ অবৈধ প্রেমাকাঙ্ক্ষী)। এতেই ধরা যায়, তার জাতি ও কুলের পরিচয়॥ তার সঙ্গে, বড়াই, আমার কোনো কথা নেই॥ মিছা সে আমার ঘৃত-ঘোল নষ্ট করল॥ ৩॥ খণ্ডিত হোক এইসব উপদ্রব, আর নির্লজ্জ দান (পান-কর্পূর)। কানাই কেন মিথ্যা আমার অপমান করছে॥ আমার যৌবন তাব পতিযোগ (প্রেম-মিলন যোগ্য) নয়। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৪৩

রাধা কৃষ্ণকে নিবারণেব চেষ্টা করছেন। ১৮ পংক্তিক ৮॥ ৬-মাত্রার দ্বিপদী পযাববন্ধে রচিত।

স. ৭ // রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

জরতীর (বড়াইয়ের) প্রতি রাধার উক্তি শুনে চতুর কৃষ্ণ সতৃষ্ণভাবে রাধাকে বললেন।

৯. আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণ। দানী সেজে রাধার কাছে কৃষ্ণের দান দাবী।

বাটদান হাটদান লইলোঁ রাজঘরে।
তেকারণে আইলোঁ মোএঁ যমুনার তীরে॥
নিতি নিতি[২১/খ] যাহা তোহ্মে মথুরা নগরে।
সব সুবিধান দান দেহ ত আহ্মারে॥ ১ ॥
দিবেহেঁ দধির দাণ সুনহ গোআলীনী।
কংসের বিষএ আহ্মে হইএ মাহাদাণী॥ ল॥ ধ্রু॥

দেহ দধি ঘৃত দান যত হএ লেখে।
পসারের দান দিআঁ যাহা একে একে॥
অভরস না কর সত্য আহ্মে বুইল।
তোহ্মার কারণে আহ্মে মাহাদাণ লইল॥ ২॥
আহ্মার বচন তোহ্মে শুন শশিমুখী।
নেহত লাগিআঁ শত পঞ্চাস উপেখী॥

এহা জাণী মোকে দেহ আলিঙ্গন দানে।
আপণ গৌরব রাধা রাখহ আপণে॥ ৩॥
লেখা করে কাহ্নাঞিঁ আপণে খড়ী পাড়ী।
বাকী ভৈল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী॥
হএ নহে রাধা আপণে লেখা কর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥

রাজার ঘর থেকে বাট ও হাটের দান (শুল্ক) আদায়ের দায়িত্ব নিয়েছি। সে জন্যে যমুনা তীরে এসেছি॥ রোজ তোমরা মথুরা নগরে যাও। হিসাব করে সব দান আমাকে দাও॥ ১॥ শোনো গোয়ালিনী, আমাকে দধির দান (শুল্ক) দেবে। কংসের এই সম্পত্তির আমি মহাদানী (মুখ্য শুল্ক আদায়কারী) হয়েছি। দধি-ঘৃতের দান হিসেব করে দাও॥ একে একে সব পসারের দান দিয়ে যাও॥ অবিশ্বাস করো না, আমি তোমাকে সত্য বললাম। তোমার জন্যেই আমি মহাদানের দায়িত্ব নিয়েছি॥ ২॥ শশিমুখি, তুমি আমার কথা শোন। নেহার (প্রেমের) জন্যে লোকে শত-পঞ্চাশ (অর্থাৎ অনেক) উপেক্ষা করে॥ একথা বুঝে আমাকে আলিঙ্গন দাও। নিজের গৌরব নিজেই রাখ॥ ৩॥ কৃষ্ণ খড়ি-পাতি নিয়ে লেখাপড়া (হিসাব) করে বললেন, রাধা, তোর নয় লক্ষ কড়ি বাকি পড়েছে। না হয়, (অর্থাৎ বিশ্বাস না হলে) নিজে হিসেব কর। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৪৪

কৃষ্ণ রাধাকে শুল্ক-দেনার জালে জড়াতে চাইছেন। ১৮ পংক্তিক ৮॥ ৬ I-মাত্রক দ্বিপদী পয়ারবন্ধে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ // অভরস : অবিশ্বাস।

১০. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

পূরুব কালত ঋষিএঁ বুইল।
বসুলে নিআঁ নান্দোঘরে থুইল ॥
জাণাইবোঁ কারে এ সব কাজে।
সত্যেঁ লইব কাহ্নাঞিঁ মথুরার রাজে ॥ ১ ॥
বুলিআঁ পাঠাইবোঁ দুখ সমাদে।
কাহ্ন মাহাদানী [২২/ক] লাগিল বাদে ॥ ধ্রু ॥

বারেঁ বারেঁ মোএঁ বুইলোঁ ভজিআঁ।
কংসে শুণী আসিব সাজিআঁ ॥
শুণীএ যবেঁ সে আইহন বীব।
করাতেঁ তোহ্মা করিব চীর ॥ ২ ॥

এভোঁ কাহ্ন তোঁ মোর বোল শুন।
আপণে আপণ হৃদয়ে গুন ॥
ছাড় তোঁ আহ্মার দানের আশে।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

কানাই, এ-সব কথা মথুরা রাজকে আমি জানিয়ে দেব ॥ ১ ॥ এই দুঃসংবাদ
পূর্বকালে ঋষিরা বলেছিলেন। তাই বসুল (তোমাকে) নিয়ে নন্দের ঘরে রাখলেন ॥ শুনে কংস (যুদ্ধ সাজে) সেজে আসবে ॥
বলে পাঠাবো। মহাদানী সেজে কানাই বিবাদ করছে ॥ ধ্রু ॥ বারে বারে সে আমায় বলছে, তাকে ভজনা করতে হবে। নিজের মনে নিজে গণনা কর ॥ আমার
আইহন বীর যখন একথা শুনবে স্বহস্তে তোমায় দ্বিখণ্ডিত করবে ॥ ২ ॥ এখন কানাই, তুমি আমার কথা শোন। ৪৫
কাছ থেকে দানের (শুল্কের) আশা ছাড়। বাসলীর বন্দনা করে চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন ॥ ৩ ॥

রাধা, কৃষ্ণের নন্দের ঘরে বড় হবার রহস্য জানেন। সেকথা কংসকে জানিয়ে দেবেন বলে ভয় দেখাচ্ছেন। ৬ ॥ ৫ [-মাত্রার একাবলী ছন্দে চোদ্দ (১২+২) পংক্তিতে রচিত।

১১. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥

রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান।
শুণ তোহ্মে আল রাধা পাঞ্জী পরমান ॥ ১ ॥
নিতি দধি বিকে জাওঁ মথুরার হাটে।
মিছাই কাহ্নাঞি তোঁ আগোলসি বাটে ॥ ২ ॥
আতি বিতপনী রাধা পরিধান পাট।
আলকে তিলকে তোর শোভএ ললাট ॥ ৩ ॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার সভাএ।
কার কাঁচ আলিতে না দেওঁ মোওঁ পাএ ॥ ৪ ॥
বারহ বরিষের দাণ সুনহ মুগধী।
মোহোর করমেঁ তোহ্মা আণি দিল বিধী ॥ ৫ ॥
রাখোআল কাহ্নাঞি তোর রাখোআল মতী।
পাঁতরে একসরী পাইলেঁ নিমাথিতী ॥ ৬ ॥
রাখোআল হআঁ তোর কং[২২/খ]সের গোসাঞিঁ।
ত্রিভুবনে আহ্মা সম আর বীর নাহিঁ ॥ ৭ ॥
কাহাক দেখাহ তোহ্মে এত বীরপণে।
টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে ॥ ৮ ॥
তোর কংসে মোর কিছু করিতেঁ না পারে।
তোহ্মারি সে রূপেঁ মোরে মারিবারে পারে ॥ ৯ ॥
না বোল না বোল কাহ্নাঞিঁ হেন পাপবাণী।
তোহ্মা ভালে জাণো আহ্মে আইহনের রাণী ॥ ১০ ॥
বারহ বরিষেকের দিআঁ যাহা দাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ। ওগো রাধা, এই পঞ্জী প্রমাণ, তোমার বারো বছরের মহাদান (শুল্ক) পাওনা হয়েছে ॥ ১ ॥
রাধা। নিত্য মথুরার হাটে দই বেচতে যাই। কানাই, আজ মিছামিছি পথ আটকাচ্ছ ॥ ২ ॥
কৃষ্ণ। অতি রূপবতী রাধা তোর পরিধানে পট্টবস্ত্র। তোর ললাটে অলকাতিলক শোভিত ॥ ৩ ॥
রাধা। আমি বড় ঘরের বধূ। আমার স্বভাবও উচ্চ। আমি কাঁচা আলে পা দিইনা ॥ ৪ ॥
কৃষ্ণ। ওগো মুগ্ধা শোনো, তোমার কাছে বারো বছরের শুল্ক পাই। আমার ভাগ্যে বিধি তোমাকে এনে দিলেন ॥ ৫ ॥
রাধা। রাখাল কানাই তোর রাখালের মত মতি। প্রান্তরে আমাকে আজ অসহায় পেয়েছ ॥ ৬ ॥
কৃষ্ণ। রাখাল হলেও আমি তোর কংসের প্রভু। ত্রিভুবনে আমার সমান কোনো বীর নেই ॥ ৭ ॥
রাধা। তুমি এত বীরপনা কাকে দেখাচ্ছ? কংস খড়োর আঘাতে তোমার প্রাণ নেবে ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণ। তোর কংস আমার কিছু করতে পারবে না। তবে, তোমার রূপ আমাকে মারতে পারে ॥ ৯ ॥
রাধা। কানাই, এমন পাপকথা বোলোনা। তুমি ভাল করে জান, আমি আইহনের রাণী ॥ ১০ ॥
কৃষ্ণ। বারো বছরের দান (শুল্ক) দিয়ে যাও।
বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীসেবক এই গীত গাইলেন ॥ ১১ ॥ ৪৬

গীতটি পুরো রাধা কৃষ্ণের সংলাপধর্মী। কৃষ্ণ দান বা শুল্ক আদায় করতে চান। রাধা অসম্মত। ১১টি দ্বিপংক্তিক পয়ার শ্লোকে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ পাঁতরে : প্রান্তরে। একসরী : একলা। নিমাথিতী : অসহায়া। টাকারের : খড়োর।

১২. পাহাড়ীআরাগঃ ॥

কৃষ্ণের উক্তি রাধাকে।

কেহ্নে দাঁন না দিবেঁ তোঁ কেহ্নে জাইবেঁ হাটে।
কেহ্নে নাগরি রাধা ছাড়ী দিবোঁ বাটে ॥
সব কুতঘাটে রাধা মোর মাহাদান।
হ্এ নহে দেখ রাধা পাঞ্জী পবমান ॥ ১ ॥
বারহ বরিষের দান দিবেহেঁ গোআলী।
তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী ॥ ধ্রু ॥

স্বগ্গে রাখোঁ মর্ত্যে বাখোঁ তলে পাওঁ সুধী।
তাহাতে টৈটনী রাধা কি করিবি বুধী ॥
এ তীন ভুবনে রাধা মোর মাহাদাণে।
তাক ভাঁগি জাএ রাধা কাহার পরাণে ॥ ২ ॥
যশোদাব[২৩/ক] পোঅ আহ্মে হাথে ধরী বাঁশী।
তোহ্মাক দেখিল বাধা আধিক রূপসী ॥

তেকারণে রাধা মোর তোতে গেল মন।
ছাড়ি দিলোঁ দান ধব আহ্মাব বচন ॥ ৩ ॥
এভোঁ যবেঁ না ধরিবেঁ আহ্মার বচন।
বলে ধরি তোকে তবেঁ দিবোঁ আলিঙ্গন ॥
এহা বুঝি দেহ রাধা সবস বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

দান না দিয়ে কেন হাটে যাবে? নাগবি রাধা, তোকে কেন পথ ছেড়ে দেব? সব কুতঘাটে (শুল্ক আদায়ের ঘাট) রাধা, আমার মহাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্বাস না হলে এই পঞ্জী প্রমাণ দেখ ॥ ১ ॥ গোয়ালী, তুমি বারো বছরের দান দেবে। তোর রূপ যৌবনে বনমালী মোহিত হয়েছে ॥ ধ্রু ॥ স্বর্গ মর্ত আমার শাসনে, পাতালও। টেট্নী (ঠেঁটা) রাধা, এখন (পরিত্রাণের) কি বুদ্ধি করবে? এই ত্রিভুবনে সর্বত্র আমাব শুল্কাধীন। তার থেকে পালাবার কার সাধ্য আছে? ২ ॥ যশোদার ছেলে আমি, হাতে বাঁশি ধরি। রাধা, তোমায় সবচেয়ে রূপসী দেখলাম ॥ সে জন্যে বাধা, তোর দিকে আমার মন গেল। আমার কথা শুনলে এই দান ছেড়ে দেব ॥ ৩ ॥ তবু যদি আমার কথা না শুনিস তবে জোর করে তোকে আলিঙ্গন করব ॥ একথা বুঝে রাধা আমাকে সরস কথা বল। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এই গান করলেন ॥ ৪ ॥ ৪৭

কৃষ্ণ রাধাকে নরম-গরম কথায় বোঝাচ্ছেন। ১৮ পংক্তিতে, দ্বিপদী পযারে গীতটি বচিত। স্তবকভাগ : ৪+২+৪+৪+৪।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ টেট্নী : ঠেঁটা (প্রগল্‌ভা)।

১৩. রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কৃষ্ণের প্রতি রাধা।

এহে।
সকল বএসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে॥
এতেকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভাষ।
লোক সুণিলে তোকে হৈব উপহাস॥ ১॥
পন্থ ছাড়ি দেহ কাহ্নাঞিঁ বিরোধ না কর।
তোর পুণ্যেঁ জাওঁ বিকে মথুরা নগর॥ ধ্রু॥

নাগরশেখর তোহ্মো নামে বনমালী।
তোর যোগ নহোঁ মোএঁ আতিশয় বালী॥
আধিক পীড়এ যবে ভুখিল ভষলে।
তভোঁ নাহিঁ পাএ মধু কমলমুকুলে॥ ২॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী।
মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে কী॥

দেখিল পাকিল[২৩/খ] বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে॥ ৩॥
রতিকথা সখিমুখে না শুণীলোঁ কানে।
বারেক রাখহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার সমানে॥
চরণে ধরোঁ তোর দেব নারায়ণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

হায়, সব মিলিয়ে আমার বয়স তো এগার বছর। আমার কাছে বার বছরের দান তুমি কিভাবে চাও? এতেই তোর কাজের গুরুত্ব বুঝতে পারি। লোকে শুনলে তোকে উপহাস করবে॥ ১॥ কানাই, পথ ছেড়ে দাও, বিরোধ কোরো না। তোর পুণ্যে মথুরায় (দধি দুধ) বিক্রী করতে যাই॥ ধ্রু॥ বনমালী, তুমি নামে নাগরশেখর। আমি নিতান্ত বালিকা, তোমার যোগ্য নই॥ ক্ষুধার্ত ভ্রমর যখন অত্যধিক পীড়ন করে, তবু কমল মুকুলের মধু পায়না॥ ২॥ আমি সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ, সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা। আমার রূপযৌবনে তোমার কি লাভ? গাছের উপর পাকা বেল দেখলেও আর্ত (আকাঙ্ক্ষাকারী)-কাক তাকে ভক্ষণ করতে পারে না॥ ৩॥ আমি সখীমুখেও রতিকথা শুনিনি। কানাই তুমি একবার আমার মান রাখ॥ দেব নারায়ণ, তোমার পায়ে ধরছি। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস ৪৮
এই গান করলেন॥ ৪॥

রাধা মুক্তি পাবার জন্যে কৃষ্ণের কাছে অনুনয় করছেন। ১৮ পংক্তির দ্বিপদী পয়ারে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ভুখিলভষলে : ক্ষুধার্ত ভ্রমর। আরতিল : আর্ত বা আকাঙ্ক্ষাকারী।

১৪. গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণ।

এ তোর নব যৌবনে।
দেখি মোর মজি গেল মনে॥
এবেঁ তোকে দেখিএ রূপসে।
তেঁএ মোরে বাঢ়িল আশে॥ ১ ॥
দেহ মোরে সরস বচনে।
আমিআঁ পিউক মোর কানে॥ ধ্রু॥

চাহ মোরে মুখশশি তুলী।
তোহ্মো রাধা আহ্মো বনমালী॥
তোর মোর ভৈল পরিচএ।
এবেঁ পরিহর তোহ্মো ভএ॥ ২॥
তোতে মোর হএ যত দানে।
তাক দিতেঁ নাহিঁ তোর ধনে॥

এহা আপণে গুণী মনে।
কর মোর সফল বচনে॥ ৩॥
এ তোর প্রথম বএসে।
তোর দেহে বসে বড় রসে॥
দাণী ভৈলোঁ তাহার আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

এই তোর নবযৌবন। দেখে আমার মন মজে গেল। এখন তোকে রূপসী দেখি। তাই আমার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে॥ ১॥ আমাকে সরসভাবে কথা বল। তাতে আমার কানে মধু বর্ষিত হোক॥ ধ্রু॥ মুখশশী তুলে আমার পানে চাও। তুমি রাধা, আমি বনমালী॥ তোমাতে আমাতে পরিচয় হল। এখন তুমি ভয় ত্যাগ কর॥ ২॥ তোর কাছে আমার যত দান (শুল্ক) পাওনা, তা দেবার মত তোর ধন নেই॥ এখন নিজের মনে হিসাব করে, আমায় সফল বচনে (অর্থাৎ আমার কথায় সম্মত হয়ে) তুষ্ট কর॥ ৩॥ এখন তোর প্রথম বয়স। তোর দেহে অনেক রস সমাবিষ্ট হয়েছে। আমি তারই আশায় দানী (শুল্ক আদায়কারী) হয়েছি। বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৪৯

কৃষ্ণ রাধাকে সম্মত হতে পীড়াপীড়ি করছেন। ১০ মাত্রা পংক্তির আঠারো পংক্তিতে রচিত।

স. ৮॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥

কৃষ্ণের কথা শুনে ক্ষীণাঙ্গী সতী রাধিকা কম্পিত দেহে জরতীকে এই কথা বললেন।

১৫. ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

বড়াইয়ের প্রতি রাধা।

আল বড়ায়ি।
চাঁপাকুঁড়ী দেখিতেঁ রূপসে।
[২৪/ক]তাত নাহিঁ গন্ধের পরসে॥ ল॥
বিকসিলেঁ মোহে মুনিমণে।
হেন সব নারীর যৌবনে॥ ১॥
কি না মোক ভৈল এত কালে।
মাহাদানী ভৈগেল গোকুলে॥ ধ্রু॥

অনেক কড়ীর পসারা।
হাট জাইতেঁ না পাইলোঁ মথুরা॥
রাজা কংসে করিবোঁ গোআরী।
তবেঁ কাহ্ন লআঁ যাবোঁ ধরী॥ ২॥
নিতি নিতি দধি বিকে জাওঁ।
দাণের সুধী নাহিঁ পাওঁ॥

এবেঁ রাজা ধনের কাতর।
চাহে যবেঁ দুধে দিবোঁ কর॥ ৩॥
সখি সাত পাঁচ করি সঙ্গে।
মথুরাক জাওঁ বিকে রঙ্গে॥
কেহ্নে কাহ্ন হেন পড়িহাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো বড়াই। চাঁপাকলি দেখতে সুন্দর, তাতে গন্ধের স্পর্শ থাকে না॥ বিকশিত হলে তখন মুনির মন মুগ্ধ করে। নারীর যৌবনও সেই রকম॥ ১॥ হায়, এ আমার কি হল! গোকুলে মহাদানী এসে গেল॥ ধ্রু॥ অনেক কড়ির (অর্থের) পসার। মথুরার হাটে যেতে পারলাম না॥ রাজা কংসের কাছে অভিযোগ করব। তখন কানাইকে ধরে নিয়ে যাবে॥ ২॥ প্রতি দিন দধি বিক্রী করতে যাই, কখনো তো দানের প্রসঙ্গ শুনিনি॥ এবার রাজা ধনের অভাবে কাতর হলেন! যদি তিনি চান, না হয় দুধের কর দেব॥ ৩॥ পাঁচ-সাত সখীর সঙ্গে মথুরায় গিয়ে আনন্দে বেচাকেনা করি॥ কিন্তু কানাই কেন এমন পরিহাস করে! বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৫০

কংস দুধ বিক্রীর কর চাইলে রাধা সানন্দে তাকে কর দিতে রাজি। কিন্তু কৃষ্ণ কেন এমন পরিহাস করছে, বুঝতে পারছেন না। গীতটির প্রথম স্তবকে চমৎকার উপমা রয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ গোআরী : অভিযোগ। দাণের সুধী : শুল্কের খবর।

স. ৯॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

বৃদ্ধার কাছে রাধার বক্তব্য শুনে চতুর কৃষ্ণ সতৃষ্ণভাবে রাধাকে একথা বললেন।

১৬. রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণ।

বদনকমল তোর যবেঁহ দেখিলোঁ।
তবেঁ হৈতেঁ রাধা তোতে মন দিলোঁ॥
আওর দেখিলোঁ নাসা গরুড় সমান।
গিধিনীসদৃশ তোর দেখোঁ দুই কান॥ ১ ॥
তোর রূপ যৌবনে মোহিল দেব কান।
সব কলা সংপুনী তোঁ দেহ মধুপান॥ ধ্রু ॥

কুবঙ্গনয়ন জিনী তোহ্মাব নয়নে।
আধর ব[২৪/খ]ন্ধুলী গণ্ড মধুক সমানে॥
মাণিক জিণিআঁ তোর দশনেব পাঁতী।
কনয়া নিকষ তোর দেহেব কাঁতী॥ ২॥
তালফল জিণিআঁ তোহ্মার পযোভার।
মাঝদেশ দেখি সিংহমাঝাব আকাব॥

লোভেঁ নাভীতলে বসে তীন রূপ বলী।
উরু শোভে বিপরীত রামকদলী॥ ৩ ॥
থলকমল জিনী তোহ্মার চরণে।
রাজহংস জিনী তোহ্মার গমনে॥
ভোলে পড়ি গেল তাত নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪ ॥

যেদিন তোর বদনকমল দেখেছি, সেদিন থেকে রাধা, তোকে মন অর্পণ করেছি॥ তোর নাক দেখলাম গরুড়ের মত, আর দুটি কান গৃধিনী সদৃশ॥ ১ ॥ দেব কানাই তোর রূপ যৌবনে মোহিত হয়েছে। তুই ষোলকলা পূর্ণ করে (পূর্ণ যৌবনা হযে) আমায় মধু পান করতে দে॥ ধ্রু॥ তোব চোখ হরিণের চোখকে হার মানায়। সুরঙ্গ অধরের সৌন্দর্য বান্ধুলী ফুলেব মত (অর্থাৎ রক্তিম)। গণ্ডস্থলের কান্তি মধুক পুষ্পের সদৃশ॥ তোর দন্তপংক্তি মাণিককে হার মানায়। তোর দেহকান্তি কনককে পরাজিত করে॥ ২॥ তোর স্তনভার তাল ফলকে পরাজিত কবে। মধ্যদেশ (কটি) দেখছি, সিংহের কটির মত। লোভের কারণে নাভিতলে ত্রিবলী বসেছে (অর্থাৎ নাভি গভীর হওয়াতে উদরে মনোহর ত্রিবলী রেখা ফুটে উঠেছে। উরুতে যেন উল্‌টে বসানো বড়ো কলাগাছ শোভা পাচ্ছে॥ ৩॥ তোমার চরণদুটি স্থলপদ্মের সৌন্দর্যকে হার মানায়। তোমার গমন রাজহংসকে পরাজিত কবে॥ নন্দনন্দন তাই তো মোহে পড়ে গেছে। ৫১
বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৪॥

কৃষ্ণ রাধার দেহরূপ বর্ণনা করে তার মন জয় করতে চেষ্টা করছেন। ১৮ পংক্তিক পয়াবে গীতটি বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ গিধিনীসদৃশ : শকুন-সদৃশ (শকুনের কান খুব লম্বা)। কুরঙ্গনয়ন : হবিণেব চোখ (হবিণেব চোখ খুব চঞ্চল হয়)।

১৭. মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

কৃষ্ণ রাধার পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি।

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর।
প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর ॥ ১ ॥
যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতেঁ না পারে।
গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে ॥ ২ ॥
তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী সরূপেঁসি জাণ।
তোহ্মে মোর সব তীর্থ তোহ্মে পুণ্যস্থান ॥ ৩ ॥

এ বোল বুলিতেঁ কাহ্ন না বাসসি লাজ।
তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুণ দেবরাজ ॥ ৪ ॥
হইএ আহ্মে দেবরাজ তোহ্মে মোর রাণী।
মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী ॥ ৫ ॥
এ বোল বুলিতেঁ তোর ম[২৫/ক]ণে বড় সুখ।
পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক ॥ ৬ ॥

ভাল বোল বুলিল্লি তোঁ চন্দ্রাবলী রাণী।
আহ্মার মণের কথা কহিলেঁ আপুনী ॥ ৭ ॥
বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল।
জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল ॥ ৮ ॥
জাইবার বাসনা তোহ্মে ছাড়হ গোআলী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ। তোর রূপ দেখে আমার চিত্ত স্থির নেই, প্রাণ যেন ফেটে যাচ্ছে, বুক চিরে যাচ্ছে ॥ ১ ॥
রাধা। যার প্রাণ ফেটে যায়, বুকে ধরে রাখতে না পারে, সে যেন গলায় পাথর বেঁধে হ্রদে ডুবে মরে ॥ ২ ॥
কৃষ্ণ। তুমিই আমার গঙ্গা, বারানসী, সত্য কথা জেনে রাখ। তুমিই আমার সর্বতীর্থ, তুমিই আমার পুণ্যস্থান ॥ ৩ ॥
রাধা। কানাই, এ কথা বলতে তোমার লজ্জা করেনা? আমি তোমার মামী, এ কথা, দেবরাজ, তুমি শুনে রাখ ॥ ৪ ॥
কৃষ্ণ। আমি দেবরাজ, তুমি আমার রাণী, ভাগ্নে-মামীর সম্বন্ধ তুমি মিছাই পাতাচ্ছ ॥ ৫ ॥
রাধা। এমন কথা বলতে তোর মনে খুব সুখ হচ্ছে, যেন বুক ফুলিয়ে চোরের মত অপরের ঘরে ঢুকছ ॥ ৬ ॥
কৃষ্ণ। ওগো চন্দ্রাবলী রাণী, তুমি ভাল বলেছ, আমার মনের কথা তুমিই বলে দিলে ॥ ৭ ॥
রাধা। বিরহের দহনে কানাই তুমি অস্থির হচ্ছ, জ্বরগ্রস্তের যেমন অম্বলে রুচি হয় ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণ। গোয়ালিনী, তুমি যাবার বাসনা ত্যাগ কর। বাসলীর বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৯ ॥

৫২

খেলাচ্ছলে কৃষ্ণ রাধার কথা কাটাকাটি। নয়টি পয়ার দ্বিপংক্তি শ্লোক। ধ্রুবপদ নেই,—বোধহয়, লগনী বা সংলাপী গীত বলে। জ্বরগ্রস্তের অম্বলে রুচির উপমায় মৌলিকতা রয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ পাটাবুক : নির্ভীক (কঠিন বুক—এই অর্থে)। হাকল বিকল : আকুল-ব্যাকুল (অস্থির এই অর্থে)।

১৮. দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণের উক্তি রাধাকে।

মেদনি যোড়িলো হালে।
কৈলোঁ ব্রহ্মার দণ্ড যোঁআলে॥
যোআলী বান্ধিলোঁ বাসুকী দড়া।
গিরি করিলোঁ গোবালী মোথড়া॥ ১॥
জাইবার বাসনা তেজ গোআলী।
কাহ্ন মাহাদাণী তোরে ল বালী॥ ধ্রু॥

বৃন্দাবন মোর থানে।
বংশ বাজাওঁ গানে॥
না কর তোঁ মন আনে।
আহ্মে অসুরদলন কাহ্নে॥ ২॥
সুমেক আহ্মাক গঢ়ে।
তার শৃঙ্গে মোর মেঢে॥

নাম মোর বনমালী।
হেলেঁ দলিবোঁ কালী॥ ৩॥
গোকুলে গোজাতী।
দেহ আহ্মারে সুরতী॥
তেজহ জাইবার আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

আমি মেদিনীতে হাল যোজনা করলাম। ওগো গোয়ালিনী, বাসুকীকে বন্ধন রজ্জু করলাম। গিরিকে করলাম গোক বাঁধবার খুঁটি (মোথড়)॥ ১॥ গোয়ালিনী, যাবার আশা ত্যাগ কর। কানাই মহাদানী, আর তুই তো বালিকা॥ ধ্রু॥ বৃন্দাবন আমার স্থান। বংশী বাজিয়ে গান গাই॥ তুমি আমায় অন্য কিছু ভেবোনা। আমি অসুরদলনকারী কানাই॥ ২॥ সুমেরু আমার গড় (দুর্গ)। তার শৃঙ্গে আমার মণ্ডপ (মেঢ়ে)॥ আমার নাম বনমালী॥ অবহেলাভরে (অনায়াসে) কালীয়দমন করি॥ ৩॥ গোকুলের গোয়ালিনী, আমার সুরতি দাও। যাবার আশা ত্যাগ কর॥ বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৫৩

কৃষ্ণ রাধার কাছে তার অলৌকিক ক্ষমতার হিসাব দিচ্ছেন। গীতটি আঠারটি আটমাত্রা পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ যোড়িলোঁ : জুড়লাম। মোথড় : মোথরা, খুঁটি। গঢ়ে : দুর্গ। মেঢ়ে : পীঠ।

১৯. গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণের প্রতি রাধা।

এক ঠাই বাঢ়িলাহোঁ নান্দের ঘরে।
চণ্ডাল কাহ্নাঞিঁ এবেঁ বল করে॥
দিঠিত পড়িলে বাঘত হএ লাজ।
সোদর ভাগিনা হআঁ হেন তোর কাজ॥ ১॥
কাহ্নাঞিঁ লাজ নাহিঁ তোরে।
লাজ না বাসসি তোঁএঁ গোকুল কাহ্ন।
সোদর মাউলানীতে সাধ মাহাদান॥ ধ্রু॥

জীবার উপায় নাহিঁ বোল মাহাদানী।
বাছিআঁ পাইলি সোদর মাউলানী॥
পোএর মুখে পরবত টলে।
গুরু সাপে বেঢ়িলের আলপ কালে॥ ২॥
বারেঁ বারেঁ কাহ্ন মো দধি বিকে জাওঁ।
সমুচিত দান ঘাট তোর না ভাঙ্গাওঁ॥

কিসের কারণে তোঁ এবেঁ করসি বল।
বাপ মাএ গালি তোরেঁ দিবোঁর বিথর॥ ৩॥
পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার।
দেখ যত পাপ হএ কৈলেঁ পরদার॥
যত কিছু বোলোঁ মোএঁ সব পরমাণে।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

নন্দের ঘরে এক জায়গায় (আমরা) বড় হলাম। এখন চণ্ডাল কানাই আমার উপর বল করে॥ চোখে চোখ পড়লে বাঘও লজ্জা পায়। সহোদর ভাগ্নে হয়ে তোর এমন কাজ? ১॥ কানাই তোর লজ্জা নাই! গোকুলের কানাই, তুই সহোদর মামীর কাছে মহাদান চাইতে লজ্জা পাচ্ছিস না॥ ধ্রু॥ মহাদানী, শিশুর বাঁচার উপায় বলছনা। বেছে সহোদর মামীকে বার করলে! শিশুর ফুঁতে পাহাড় টলে! এত অল্প কালের মধ্যে তুই গুরু পাপে ডুবেছিস্॥ ২॥ কানাই, আমি বারবার দই বেচতে যাই। কখনো উচিত ঘাট-দান ভঙ্গ করিনি (অর্থাৎ না দিয়ে যাইনি)॥ এখন তুই কেন আমার উপর জোর করিস? তোর বাপ-মা তোকে বিস্তর গালি দেবে॥ ৩॥ পুরাণ-আগম-বেদ বিচার করে দেখ। দেখবে পরদার গমনেই যত পাপ ঘটে॥ যা কিছু বলছি, সবই সত্য প্রমাণিত। বাসলী সেবক বডু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৪॥

৫৪

পরদার গমন, বিশেষ করে গুরুজন মামীর প্রতি বলপ্রয়োগ যে গুরুতর পাপ, রাধা একথা কৃষ্ণকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। উনিশটি পয়ার পংক্তিতে, চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোক-সহ একটি ত্রিপংক্তিক ধ্রুব শ্লোকে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ পোয়ের মুখে : ছোটছেলের ফুৎকারে। গুরু সাপে···আলপ কালে : এত অল্প সময়ে বড় সাপে তোকে বেষ্টন করল।

২০. গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণ।

বাপ বসুল মোর নান্দোঘরে জাণী।
কমণ কারণে রাধা ঘোসসি মাউলানী॥
মাঅ দৈবকী মোর মামা কংসাসুর।
তোহ্মার সম্বন্ধ কথা[২৬/ক]আনেক দূর॥ ১ ॥
নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী।
রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী॥ ধ্রু॥

মাউলানী মাউলানী বোলসি তুগে।
মোর মহাপাতক পড়ু তোব মুণ্ডে॥
হেন যবেঁ রাধা বোলসি আর বার।
ভাগু ভাঁগিব তোর কাহ্নাঞিঁ গোআল॥ ২॥
কিকে তোঁ নাগরি বাধা উপেঁখসি সুখ।
মুখ তুলী চাহা মোব পালাউক দুখ॥

উন্নত পয়োধরেঁ ধরি মোরে চাপ।
পালাউ আহ্মার বিরহসন্তাপ॥ ৩ ॥
কে তোকে জানাইলে মাউলানী সম্বন্ধ।
দুঈ আখি খাউ পড়ুক তার কন্ধ॥
শালী সম্বন্ধে সম্বোধ নারায়ণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪ ॥

নন্দের ঘরে আমার বাপ বসুল (বসুদেব) সকলেই জানে। রাধা, তুই কি কারণে নিজেকে আমার মাউলানী (মামী) বলে ঘোষণা করিস? আমাব মা দৈবকী, মামা কংসাসুর। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেক দূরের॥ ১॥ রাধা, তুই মামী নোস্। দেব বনমালী এমন রঙ্গকথায় কৌতুক করলেন॥ ধ্রু॥ তুই মামী, মামী বলছিস কেন? তোর মাথায় আমার মহাপাতক (অভিশাপ) পড়ুক॥ বাধা, যদি আর কখনো এমন কথা বলিস, আমি গোপাল কানাই তোর ভাঁড় ভাঙব॥ ২॥ নাগরি রাধা, তুই সুখকে কেন উপেক্ষা করছিস? আমার দিকে মুখ তুলে চা, আমাব দুঃখ পালাক॥ তোর উন্নত পয়োধবে আমায় পীড়ন কর। আমার বিরহ সন্তাপ দূর হোক॥ ৩॥ তোকে কে মামীর সম্পর্ক জানাল? তার দু'চোখ খাক্, মুণ্ডপাত হোক। শালী সম্পর্ক ধরে আমায় সম্বোধন কর। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৫৫

কৃষ্ণ রাধাকে মামী বলে মানলেন না। শালী সম্পর্ক পাতাতে চাইলেন। ১৮টি পযাব পংক্তিতে গীতটি বচিত হয়েছে।

স. ১০॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধা ভয়ভয়াতুরা।
জগাদ জরতীং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিচ্চ মধুসূদনং॥

কৃষ্ণের কথা শুনে ভয়ব্যাকুলা রাধা জরতীকে কিছু এবং মধুসূদনকেও কিছু বললেন।

২১. রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

বড়াইয়ের প্রতি কৃষ্ণ।

মাউলানীর যৌবনে কাহ্নের মন।
বিধুমুখে বোলেঁ কাহ্নাঞি মধুর বচন॥
সম্বন্ধ না মানে কাহ্নাঞিঁ মোকে বোলে শালী।
লজ্জাদৃষ্টি হরিল ভাগিনা বনমালী॥ ১ ॥
কিনা[২৬/খ]বিধি আগ বড়ায়ি লেখিল কপালে।
ভাগিনা সুরতি মাগে দানের ছলে॥ ধ্রু॥

ভাগিনা সদৃশ গুরু নাহিঁক শয়াণে।
কিকে কাহ্নাঞিঁ বল করে এ কুঞ্জ ময়ালে॥
ভাগিনাকে দেখি বড়ায়ি দেবতা সদৃশে।
মোর কর্ম্মদোষে কাহ্নাঞিঁ হেন পড়িহাসে॥ ২॥
দানের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ বলুক বচন।
দান লৈতেঁ নাহিঁ মণ কিসকে যতন॥

ধামালী সহিত কাহ্নাঞিঁ বোলে তিখ বাণী।
হেনমতেঁ বিগুতিলে সোদর মাউলানী॥ ৩॥
দেহে বৈরি হৈল মোকে এ রূপ যৌবন।
কাহ্ন লজ্জা হরিল দেখিআঁ মোর তন॥
রতি লাগি বল করে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

মামীর যৌবনের প্রতি কানাইয়ের মন। চাঁদমুখে কানাই মধুর কথা বলে॥ সম্বন্ধ না মেনে সে আমাকে শালী বলছে। ভাগ্নে বনমালী লজ্জা দৃষ্টি হারাল (অর্থাৎ চোখের লজ্জাও ত্যাগ করল)॥ ১॥ ওগো বড়াই, বিধি আমার কপালে কি লিখল। দানের ছলে ভাগ্নে সুরতি প্রার্থনা করছে॥ ধ্রু॥ শয়নে, অর্থাৎ রতি মিলনে ভাগ্নের থেকে গুরু (জন) নেই। কেন কানাই এই মদনকুঞ্জে আমাকে বল করছে? বড়াই, ভাগ্নেকে আমি দেবতার মত দেখি। আমার কর্মদোষে কানাই এমন পরিহাস করে? ২॥ দানের প্রসঙ্গে কানাই যা বলবার বলুক। কিন্তু তার দান নিতে মন নেই, কি চায় সে? ধামালীর (অশ্লীল কৌতুক) সঙ্গে কানাই তীক্ষ্ণ (অপ্রিয় অর্থে) কথা বলে। এমনভাবে সোদর মামীকে উৎপীড়ন করে! ৩॥ এই রূপ যৌবন আমার দেহের শত্রু হল। কানাই আমার তন 'সৌন্দর্য) দেখে লজ্জা ত্যাগ করল॥ রতি (মিলনের) জন্যে নন্দ-নন্দন জোর করছে। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৫৩

কানাইয়ের ব্যবহারে রাধা বড়াইয়ের কাছে (কৃষ্ণের উপস্থিতিতেই) আক্ষেপ করছেন। ১৮ পংক্তিক পয়ারবন্ধে গীতটি রচিত হয়েছে।

স. ১১॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

জরতীর উদ্দেশে রাধার কথা শুনে চতুর কৃষ্ণ সতৃষ্ণভাবে রাধাকে এ-কথা বললেন।

২২. পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণ।

বারেঁ বারেঁ রাধা বোলসি আহ্মেত
তোর মাউলানী।
আহ্মার বৈরি কংস রাঅ তোক
মারিব সম্বন্ধ শুণী॥
আপনাক রাখি যে-কাজ করে
তাক বুলিএ সিআনী।
এহা জাণী না পরিহর রা[২৭/ক]ধা
আহ্মে দেব চক্রপাণী॥ ১॥
রাধা তোর তনু দরশনে।
নান্দের নন্দন ভোলে পড়িলা
বাহু ভিড়ি দেহ আলিঙ্গনে॥ ধ্রু॥

রসময় সকল শরীর তোর
ভইল নহুলী যৌবনে।
পাকিল শ্রীফল জিণিআঁ শোভে
তোর দুই তনে॥
তাক দেখি উনমত ভৈলোঁ
আন নাহিঁ পড়িহাসে।
কর আনুমতী নাগর কাহ্নাঞিঁ
জীউক ভার পরসে॥ ২॥
মিছাই রাধা পাতসি সম্বন্ধ
মিছাই করসি লাজে।
মন থীর কবি ধর মোর বোল
লাজে সে হারায়ি কাজে॥

আনেক সময় যৌবন যে নারী
আপণ শরীরে শাঁচে।
আতি সে আবুধি ভোগ পরিহরি
আপণে আপণা বঞ্চে॥ ৩॥
যাহার যৌবন নর উপভোগে
সেহি সে নাগরী ভালী।
ভ্রমর সঙ্গম পাইলে শোভএ
যেহ্ন বিকসিত মাল্লী॥
এহা পরিহরি নাগরি রাধা
আহ্মা না কর নিরাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

রাধা তুই বারবার বলিস্, আমি তোর মামী। আমার শত্রু রাজা কংস এই সম্বন্ধের কথা শুনলে তোকে মারবে। আপনাকে রক্ষা করে যে কাজ করে তাকে লোকে সেয়ানী (চতুর) বলে। এ-কথা জেনে রাধা, দেব চক্রপাণি, আমাকে পরিহার কোরোনা॥ ১॥ রাধা, তোর দেহ (সৌন্দর্য) দেখে নন্দ-নন্দন মোহাবিষ্ট

হয়েছে। বাহু প্রসারিত করে তাকে আলিঙ্গন দে॥ ধ্রু॥ নব যৌবনে তোর সারা শরীর রসময় (যৌবনবতী)॥ তোর দুই স্তনের শোভা পাকা শ্রীফলকে হারিয়ে দেয়। তাই দেখে আমি উন্মত্ত হয়েছি।—আর কিছু আমার চোখে পড়েনি। তুমি অনুমতি দাও, তাই স্পর্শ করে নাগর কানাই সঞ্জীবিত হোক॥ ২॥ রাধা, তুই মিছামিছি (মামী হিসাবে) সম্বন্ধ পাতাচ্ছিস, অকারণে লজ্জা করছিস। মন স্থির করে আমার কথা শোন। লজ্জা করলে আসল কাজ হারাবে॥ অনেক সময় যে নারী নিজ শরীরে যৌবন সঞ্চিত করে রাখে, সে অতি নির্বোধ, ভোগ পরিহার করে নিজেকেই বঞ্চিত করে॥ ৩॥ যে নারীর যৌবন নর (পুরুষ) উপভোগ করে সেই উত্তমা নাগরী। যেমন ভ্রমরের মিলনে বিকশিত মল্লিকা শোভাপ্রাপ্ত হয়॥ সুতরাং নাগরি রাধা আমাকে পরিহার করে নিরাশ কোরোনা। বাসলীচরণ মস্তকে বন্দনা করে এই গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥

৫৭

মিলন প্রত্যাশী কৃষ্ণের রাধার প্রতি অনুনয়॥ ৬॥৬॥৮]-মাত্রার লঘু ত্রিপদী ছন্দ॥ চতুষ্পংক্তিক চারটি শ্লোক। প্রথম শ্লোকের পর ১০॥৬॥৬॥১০]-মাত্রার দ্বিপংক্তিক ধ্রুব শ্লোক।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আন নাহিঁ পড়িহাসে : অন্য কোনও কিছুই চোখের সামনে প্রতিভাসিত হচ্ছেনা।

'ভ্রমর সঙ্গম···মাট্টী' লাইনটির উপমা চমৎকারিত্ব লক্ষ্মণীয়।

২৩. ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

কেহ্নে তোহ্মে মোরে বোল শালী।
সম্বন্ধ না মান ভাগিনা বনমালী॥
তোর বোল মো[২৭/খ]ত নাহিঁ সাজে।
আলপ বএসে খাইলি লাজে॥ ১॥
যদি গাঙ্গ উজান বহে
তভোহোঁ তোহ্মার বোল নহে॥ ধ্রু॥

নিজ সামী আছে মোর ঘরে।
তাহাকো না কর তোহ্মে ডরে॥
আতি বড় হৈলা আছিদর।
আপণা চিহ্নিআঁ জাহ ঘর॥ ২॥
সেসি নারী যে হএ সতী।
যাক উপভোগে নিজ পতী॥

রস নাহিঁ পরার পুরুষে।
যার উপভোগে কুল নাশে॥ ৩॥
সুঁঅরী আপণ কুল জাতী।
দূর কর পাপত মতী॥
ছাড়হ আহ্মার পতিআশেঁ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

তুমি কেন আমাকে শালী বল? তুমি ভাগ্নে বনমালী, সম্বন্ধ মানছ না॥ তোর কথা আমার প্রতি সাজেনা। এত অল্প বয়সে তুই লজ্জা খেয়েছিস॥ ১॥ যদি নদী উজানে (বিপরীতে) বয়ে যায়, তবু তোমার কথায় রাজি হব না॥ ধ্রু॥ ঘরে আমার নিজের স্বামী রয়েছে। তাকে তুমি ভয় করছ না॥ তুমি খুব নির্লজ্জ হয়েছ। পথ দেখে নিজের ঘরে ফিরে যাও॥ ২॥ যে নারীকে পতি উপভোগ করে, সেই সতী। পরপুরুষে রস নেই। তেমন উপভোগে কুলনাশ ঘটে॥ ৩॥ নিজের কুল-জাতি স্মরণ করে পাপমতি পরিত্যাগ কর॥ আমার পতিত্বের আশা ছাড়॥ বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৫৮

রাধা মামী ভাগ্নের সম্পর্ক উল্লেখ করে এবং পরদার গমনে পাপ একথা বলে কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছেন। ১০ মাত্রক ১৮ পংক্তির গীত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আছিদর : (সংস্কৃত ছিদ্বর) চপলমতি, নির্লজ্জ।

স. ১২॥ সতীত্বং তব বিজ্ঞাতং রাধিকে বদ মাধিকং।
অধুনা মম দানস্য গণন্যায়াং মনঃ কুরু॥

রাধা, তোমার সতীত্ব আমার জানা আছে ; আর বেশি বোলো না। এখন আমার প্রাপ্য দানের হিসাবে মন দাও।

২৪. কোড়ারাগঃ॥ দণ্ডকঃ॥

কৃষ্ণের উক্তি : রাধাকে।

হাথে খড়ী করী বোলোঁ মো কাহ্ন।
আইস ল রাধা লেখা করি দান॥ ১॥
আষ্ঠ হাথ কলেবর তোর।
দুই কোটি দান তাহাত মোর॥ ২॥
মাথাত কুসুমমাল রচনে।
এহাত আষ্মার লক্ষক দানে॥ ৩॥
চামর জিণিআঁ চিকুর তোরে।
এহার দান দুই লাখ মোরে॥ ৪॥
সিসের সিন্দূর ভুবন মোহে।
এহার দান তিন লক্ষ হএ॥ ৫॥
নি[২৮/ক]র্ম্মল শশি তোর মুখ দেখোঁ।
এহার দান চারি লাখ লেখোঁ॥ ৬॥
নীল উতপল তোর নয়নে।
এহাত মোর পাঞ্চ লাখ দানে॥ ৭॥
গরুড় সমান তোহোর নাশা।
এহাত ছয় লক্ষ দানের আশা॥ ৮॥
শ্রবণ কুণ্ডল শোভএ তোরে।
এহার দান সাত লক্ষ মোরে॥ ৯॥
মাণিক জিণিআঁ দশন শোহে।
এহার দান আঠ লাখ নহে॥ ১০॥
বিম্বফলতুল তোর আধরে।
নব লক্ষ দান তাত আষ্মারে॥ ১১॥
কণ্ঠদেশ তোর কম্বু সমানে।
দশ লক্ষ হএ এহাত দাণে॥ ১২॥
বাহু মৃণাল কমল করে।
এগার লক্ষ দান তাহারে॥ ১৩॥
নখপাঁতি তোর চন্দ্রিকা জিণে।
বার লক্ষ হএ এহার দানে॥ ১৪॥
শ্রীফলযুগল তোহোর তনে।
এহার দান তের লক্ষ ধনে॥ ১৫॥
ত্রিবলি মাঝা বাএ হালে তোরে।
চৌদ লক্ষ দান এহাত মোরে॥ ১৬॥
উরু তোর রামকদলী সমানে।
পঞ্চদশ লক্ষ এহার দানে॥ ১৭॥
পদযুগ থলকমল আকারে।
[২৮/খ]ষোল লক্ষ দান তাহাত আষ্মারে॥ ১৮॥
হেম পাট জিণি তোহোর জঘনে।
চৌষঠি লাখ তাত মোর দানে॥ ১৯॥
বিণি দান দিআঁ নাহিঁ গমনে।
বোলে দামোদর সত্য বচনে॥ ২০॥
মাথাএ বন্দিআঁ বাসলীপাএ।
আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ ২১॥

আমি কানাই হাতে খড়ি নিয়ে বলছি, ওগো রাধা, এস দানের হিসাব করি॥ ১॥ অর্ধ চতুর্থ অর্থাৎ সাড়ে তিন হাত তোর দেহ। তার জন্যে আমার দান
দুই কোটি॥ ২॥ মাথায় যে কুসুমমালা রচিত হয়েছে এর জন্যে আমার দান একলক্ষ॥ ৩॥ চামর থেকে সুন্দর তোর কেশ। এর জন্যে আমার দান দুই
লাখ॥ ৪॥ ভুবনমোহন তোর সিঁথির সিঁদুর। এর জন্যে দান হল তিন লাখ॥ ৫॥ তোর মুখ নির্মল চাঁদের সমান। এর জন্যে চার লাখ দান লিখলাম॥ ৬॥
তোর নয়নদুটি নীল পদ্মসম। এর জন্যে আমার দান পাঁচ লাখ॥ ৭॥ গরুড়ের মত তোর নাক। এতে আমি ছয় লাখ দান আশা করি॥ ৮॥ তোর কানে
কুণ্ডল শোভা পাচ্ছে। এর জন্যে আমার প্রাপ্য সাত লাখ॥ ৯॥ মাণিক জিনে তোর দন্তশোভা। এর দান কি আট লাখ নয়? ১০॥ তোর অধর বিম্বফলের
তুল্য। তার জন্যে আমার দান নয় লক্ষ॥ ১১॥ তোর কণ্ঠদেশ শঙ্খের সমান। এর জন্যে দান দশ লক্ষ॥ ১২॥ তোর বাহু যেন মৃণাল, হাত দুটি হল কমল॥
তার জন্যে দান এগার লক্ষ॥ ১৩॥ তোর নখপংক্তি চাঁদকে পরাজিত করে। তার জন্যে দান হল, বারো লক্ষ॥ ১৪॥ তোর স্তন যেন যুগল শ্রীফল। এর
দান তেরো লক্ষ॥ ১৫॥ বাম দিকে বাঁকা তোর কোমরের ত্রিবলী। এর জন্যে আমার দান চোদ্দ লক্ষ॥ ১৬॥ তোর উরু রামকদলীর সমান। তার দান
পনের লক্ষ॥ ১৭॥ পাদুটি স্থলকমলের আকৃতি। তার জন্যে আমার দান ষোল লক্ষ॥ ১৮॥ তোর জঘন হেমপাটকে পরাজিত করে। তার দান চৌষট্টি
লাখ॥ ১৯॥ দান না দিয়ে যেতে পারবে না। দামোদর সত্যি কথা বলছে॥ ২০॥ বাসলীর পদ মস্তকে বন্দনা করে এই গীত অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস
৫৯
গাইলেন॥ ২১॥

কৃষ্ণ রাধার দেহ সৌন্দর্যকে শুল্কের অঙ্কে পরিমাপ করে, দান আদায়ের ছলে সৌন্দর্যস্তুতি করছে। অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। দশমাত্রক ৪২ পংক্তিতে ২১টি শ্লোক। ধ্রুবপদ নেই।—এত দীর্ঘ গীত ইতিপূর্বে কবি আর লেখেননি।

২৫. কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা কৃষ্ণকে তিরস্কারের ছলে।

কিসের দান কাহ্নাঞিঁ কিসের ঘাট।
কিসের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ আগোলসি বাট।
মিছা খড়ি পাড় কাহ্নাঞিঁ কপট নাটে।
কংশে শুনিলেঁ পড়ি যাইবেঁ টাটে॥ ১॥
কি মোর ঝগড় ভৈল মথুরার পথে।
পাঁজী পুথী তোহ্মার চিরিবোঁ বাম হাথে॥ ধ্রু॥

বাখোআল কাহ্নাঞিঁ তোতে হেন বোল সাজে।
বড়ার বহুআরী আহ্মে পাইএ বড় লাজে॥
এ সব চরিতেঁ তো নাসিলি দুঈ লোকে।
কমণ মুগধেঁ বাটে দানী কৈলে তোকে॥ ২॥
মিছে কেহ্নে চক্র কাহ্নাঞিঁ করহ বাখান।
কথাঁহো নাহিঁ শুণী দেহত বসে দান॥

ঘৃত ঘোল দধি দুধ পসারত জাএ।
এহাতে সি দান লইতেঁ তোহ্মার জুআএ[২৯/ক]॥ ৩॥
আইহন বীর তিন লোকেঁ ভালে জাণী।
তোহ্মে কি না চিহ্ন আহ্মে তাহার রাণী॥
কি না লাভ লোভেঁ কাহ্নাঞিঁ না চিহ্ন এখন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

কানাই তুমি কিসের দান অথবা ঘাটের কথা বলছ? কি জন্যে আমার পথ আটকাচ্ছ? কানাই তুমি কপট খেলায় মিথ্যামিথ্যি খড়ি পাতছ (হিসাব করছ)। কংস শুনলে বিপদে পড়ে যাবে॥ ১॥ আমাব কি ঝঞ্ঝাট হল মথুরার পথে। আমি বাঁ হাত দিয়ে তোমার পাঁজি পুথি ছিঁড়ে ফেলব॥ ধ্রু॥ রাখাল কানাই তোর (মুখে) এমন কথা সাজেনা। সম্ভ্রান্ত বংশের বধূ হয়ে আমি খুব লজ্জা পেলাম॥ এই চরিত্রের জন্যে তুই দুই লোকই নষ্ট করলি॥ কোন মূর্খ তোকে পথে দানী করল॥ ২॥ মিছামিছি, কানাই, কেন কূটকৌশল (চক্র) ব্যাখ্যা কর। কোথাও তো শুনিনি যে দেহেতে দান বসে॥ ঘৃত-ঘোল-দধি-দুধ-এ-সব পসার সবাই নিয়ে যায়। এ-সবে তুমি দান ধার্য করতে পার॥ ৩॥ ত্রিলোকে সকলে বীর আইহনকে জানে। তুমি কি আমায় তার রানী হিসাবে চেন না? না, লাভের লোভে কানাই এখন চিনতে চাইছ না? বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গান গাইলেন॥ ৪॥ ৬০

রাধা এখানে একটু তিরস্কারের ভাষায় কৃষ্ণকে ভয় দেখাচ্ছেন। ১৮ পংক্তিক পয়ারে গীতটি বচিত। দ্বিতীয় দ্বি-পংক্তিক শ্লোকটি ধ্রুবপদ।

২৬. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণের স্তুতি, অনুনয়।

শরত উদিত চান্দ বদনকমল।
খঞ্জন জিণিআঁ তোর নয়নযুগল ॥
আধরে বন্ধুলীরাগ শোভএ সুন্দরী।
হেন রূপেঁ কাহ্নাইকে কেহ্নে পরিহরী ॥ ১ ॥
আলিঙ্গন দিআঁ যাহা সুণ ল সুন্দরী।
তোহ্মাতে মজিল চিত ধরিতেঁ না পারী ॥ ধ্রু ॥

শ্রবণে শোভএ তোর রতন কুণ্ডল।
কুচযুগ শোভে যেহ্ন শ্রীফলযুগল ॥
তথিত উপর শোভে হার মঞ্জরী।
তা দেখিআঁ প্রাণ রাধা ধরিতেঁ না পারী ॥ ২ ॥
যশোদার পোঅ আহ্মে নামে গোবিন্দ।
তোর রূপ দেখিআঁ চখুতে নাইসে নিন্দ ॥

কাঞ্চুলী ঘুচাআঁ রাধা দেহ মোরে কোল।
তোর দুই তনে লাগু রসের হিল্লোল ॥ ৩ ॥
আহ্মা সমে নেহ রাধা বড় পুণ্যে পাইএ।
আহ্মা সমে যোগ সত্যে সুরপুর জাইএ ॥
এহাক জাণীআঁ রাধা পুর মোর[২৯/খ]আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

তোর বদনকমল শরৎকালে উদিত চাঁদস্বরূপ। তোর নয়নদুটি খঞ্জনকে হার মানায়। সুন্দরী অধরে তোর বাঁধুলি ফুলের (রক্তাভা) শোভা। এমন রূপ সত্ত্বেও তুই কানাইকে কেন এড়াতে চাইছিস? ১ ॥ সুন্দরী শোন, (আমায়) আলিঙ্গন দিয়ে যা। আমার চিত্ত তোর রূপে মুগ্ধ।—আমি ধরে রাখতে (অর্থাৎ বশে রাখতে) পারছি না ॥ ধ্রু ॥ তোর কর্ণে রত্ন-কুণ্ডল শোভিত। স্তনযুগল যেন শ্রীফলের শোভা ধারণ করেছে। তার উপর হারমঞ্জরী শোভা পাচ্ছে। তা দেখে, ওগো রাধা, আমি প্রাণ ধরতে পারছি না ॥ ২ ॥ যশোদার পুত্র, আমার নাম গোবিন্দ। তোর রূপ দেখে চোখে ঘুম আসছে না ॥ কাঁচুলি খুলে রাধা, আমায় আলিঙ্গন দাও। তোর দুই স্তনে যেন রসের হিল্লোল বইছে ॥ ৩ ॥ অনেক পুণ্যে রাধা, আমার সঙ্গে প্রেম হয়। আমার সঙ্গে যোগ হলে (মিলন ঘটলে) সত্যসত্যই সুরপুরে গতি হয় ॥ এ-কথা জেনে রাধা আমার আশা পূর্ণ কর। বাসলীশিরে বন্দনা করে, চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৬১

কৃষ্ণ রাধার রূপের স্তুতি করে বোঝাতে চাইছেন, অনেক পুণ্য থাকলে তাব সঙ্গে প্রেম হয়। এবং এই প্রেমমিলনে সুরপুবে (স্বর্গে) গতি হয়। ১৮ পংক্তিক পয়ারবন্ধে গীতটি রচিত।

২৭. ধানুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধার কৃষ্ণের প্রতি অনুনয়।

প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাণ্ডার।
হৃদয়ে কাচুলী গজমুকুতার হার॥
এহা আভরণ কাহ্নাঞিঁ সব মোর নে।
বেরি এক কাহ্নাঞিঁ মোক ঘর জাইতেঁ দে॥ ১॥
না জাণোঁ সুরতি কাহ্নাঞিঁ না ধারোঁ মোঁ দান।
মিছাই কাহ্নাঞিঁ মোর লইতেঁ পরাণ॥ ধ্রু॥

এগার বরিষে কাহ্নাঞিঁ বার নাহিঁ পুরে।
আহ্মা দুখ দিতেঁ কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে হেন ফুরে॥
এক বার ছাড়ী দুই বার নাহিঁ মরী।
রাজা কংসাসুরে মোএঁ করিবোঁ গোহারী॥ ২॥

শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ এড়িআঁ।
দান সাধ কেহ্নে কাহ্নাঞিঁ পথত বসিআঁ॥
বারেক এড়িআঁ দেহ জাওঁ মোএঁ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৩॥

আমার প্রথম যৌবন অপ্রস্ফুটিত (মুদিত) মধু ভাণ্ডার। বুকে কাঁচুলি, গজমুক্তার হার। আমার এই সব আভরণ, কানাই, তুই নিয়ে নে। একবার আমায় কানাই, ঘরে যেতে দে॥ ১॥ কানাই, আমি সুরতি কি তা জানি না, কোনও দানও ধারিনা। মিছামিছি, কানাই, তুই আমার প্রাণ নিতে চাইছিস॥ ধ্রু॥ কানাই, আমার বয়স এগার। বারো এখনও হয়নি। আমাকে দুঃখ দিতে, কানাই, কেন তুই উদয় হয়েছিস॥ দেখ, কেউ একবার ছাড়া, দুবার মরেনা। রাজা কংসাসুরের কাছে সব নালিশ করব॥ ২॥ শঙ্খ-চক্র-গদা-শারঙ্গ ছেড়ে, কানাই তুমি পথে বসে দান সাধছ কেন? একবার ছেড়ে দাও, আমি ঘরে যাই॥ বাসলীবর প্রাপ্ত বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৩॥

৬২

গীতটি (ধ্রুবপদ-সহ) ১৪টি পয়ার পংক্তিতে, তিনটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকে রচিত।

২৮. ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণ।

মুখ তোর আল রাধা বিকচ কমলে।
নয়ন তোর নীল উতপলে॥
মাণিক জিণিআঁ তোর দশনের যুতী।
সিন্দুরে লোটাইল যেহ্ন গজ[৩০/ক]মুতী॥ ১॥
সুন্দরি রাধা ল তোহ্মাতে মণ গেল।
হের প্রাণ ধরণ না জাএ॥ ধ্রু॥

দুঈ কুচ তোর রাধা শম্ভুব আকাব।
তথি চিত্ত মজিল আহ্মার॥
তা দেখিআঁ সব খন না পাওঁ সোআথ।
অনুমতি কর দেওঁ হাথ॥ ২॥
সিংহ জিণী তোব আতি মাঝা খিনী।
দুঈ উরু রামকল জিণী॥

চরণ থলকমল মন্থর গমনে।
নেত বসন পরিধানে॥ ৩॥
কনক নিকস সম তনুকান্তি লীলা।
দেখি ভোল গেল নান্দোবালা॥
দাণ সাধিএ রতি পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো রাধা, তোর মুখ যেন প্রস্ফুটিত পদ্ম। তোব নয়ন যেন নীলপদ্ম। তোর দাঁতের জ্যোতি মাণিককে হারিয়ে দেয়। (কপালের) সিঁদুরে যেন গজমুক্তা লুণ্ঠিত হচ্ছে॥ ১॥ সুন্দরী রাধা, তোমার প্রতি আমার মন গেল (আকৃষ্ট হলাম)। দেখ, প্রাণ ধারণ করতে পারছি না॥ ধ্রু॥ তোর স্তন দুটি শম্ভুর আকৃতি। তাতেই আমার চিত্ত মজেছে॥ তা দেখে (স্তনদ্বয় দেখে) সর্বদা অস্বস্তি বোধ করছি। আমাকে হাত দিতে অনুমতি দাও॥ ২॥ তোর মধ্যদেশ সিংহের কটি থেকেও সরু। উরুদুটি রামকদলীকে পরাজিত করে॥ চরণ স্থলকমল সদৃশ। চলন মন্থর। পরিধানে পট্টবসন॥ ৩॥ দেহকান্তি যেন নিকষ স্বর্ণদ্যুতির লীলা। দেখে নন্দনন্দন মুগ্ধ হল॥ রতি যেন পতির কাছে দান সাধছে (মিলন প্রার্থনা করছে)। এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥ ৬৩

কৃষ্ণ রাধার রূপ বর্ণনাছলে স্তুতি করছেন। মিশ্র পংক্তিক ছন্দ। ৮॥৬।-মাত্রক পয়ারের সঙ্গে ১০-মাত্রক পংক্তির মিশ্রণ। ধ্রুবশ্লোক-সহ ১৮টি পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ দুই কুচ শম্ভুর আকার : কবি বোধহয় শিবের বুকের শুভ্রতা বোঝাচ্ছেন এখানে। রামকল : বামকদলী অর্থে ব্যবহৃত। 'দ' বর্ণটি উহ্য রয়েছে।

২৯. রামগিরীরাগঃ ॥ আটতালা ॥

কৃষ্ণের প্রতি রাধা।

এত কাল জাইএ আহ্মে মথুরাব হাটে।
কভোঁ না দেখিল কাহ্নাঞিঁ দানী এহা বাটে॥
এবেঁ বাঁটে বাটোআড় হৈলা কাহ্নাঞিঁ।
পাপ বুলিতেঁ তোর মুখে লাজ নাহিঁ॥ ১॥
ছাড়হ নিলজ কাহ্নাঞিঁ হেন পাপ বাণী।
আহ্মে শিশুমতী রতিকথাহো না জাণী॥ ধ্রু॥

মোর রূপ দেখি নহ বিকল মুবারী।
পবধন দেখিলেঁ কি পাএ ভিখাবী॥
উনমত সদৃশ কেহ্নে বোলহ বচন।
এহা বুঝি নিবাবিআঁ থাক নিজ মন॥ ২॥
পথত লই[৩০/খ]লি যবেঁ দান আধিকাব।
তবেঁ কেহ্নে তোতে হেন মদনবিকার॥

তিল এক মোর মনে নাহিঁ রতিরঙ্গ।
আহ্মা ছাড়ী আন নারী কর তোহ্মে সঙ্গ॥ ৩॥
এত বড় কেহ্নে কাহ্নাঞিঁ দেহ মোরে দুখ।
মুখ তুলী না দেখোঁ আর তোর মুখ॥
এভোঁ পরিহর কাহ্নাঞিঁ আহ্মার আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

এতকাল এ-পথে মথুরার হাটে যাই, কখনোতো, কানাই, পথে দানী (শুল্ক আদায়কারী) দেখিনি॥ এখন পথে, কানাই বাটোয়ার (পথরোধ কারী) হয়েছিস। পাপ কথা বলতে তোর লজ্জা হচ্ছে না॥ ১॥ নির্লজ্জ কানাই, এমন পাপকথা ছাড়। আমি শিশুমতি (বালিকা), রতিকথা জানিনা॥ ধ্রু॥ মুরারী, আমার রূপ দেখে বিকল হয়ো না। পরের ধন দেখলেই কি ভিখারী তা পায়? কেন উন্মত্তের মত কথা বলছ? এ-কথা বুঝে (পরের দ্রব্য পাওয়া যায়না-একথা বুঝে) মনকে নিবৃত্ত রাখ॥ ২॥ তুই যখন পথের দান (শুল্ক আদায়ের) অধিকার নিয়েছিস, তখন তোর এমন মদনবিকার কেন? আমার মনে এক তিলও রতিরঙ্গ আকাঙ্ক্ষা নেই। আমায় ছেড়ে তুমি অন্য নারীব সঙ্গ অনুসন্ধান কর॥ ৩॥ কানাই, তুমি আমাকে কেন এত বড় দুঃখ দিচ্ছ। মুখ তুলে আর কখনো তোর দিকে তাকাবোনা॥ কানাই, এখন তুমি আমার আশা পরিত্যাগ কর। বাসলীশির বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৬৪

রাধা কৃষ্ণকে তিবস্কার কবছেন। ১৮টি পযার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

৩০. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধাকে কৃষ্ণ।

ঘৃত দধি দুধেঁ পসার সাজিআঁ
মথুরাক যাসি বিকে।
সহজেঁ রূপসী নব যুবতী
লাস বেশ তোর কিকে॥
হেন রূপ দেখি চখু আড় করে
পশুআ তোর গোআলা।
আছ নর লোক দেব লোক তোষে
মুনিমন হএ ভোলা॥ ১॥
রাধা মুখ তুলী চাহা রঙ্গে।
নাগর কাহ্নাঞিঁ পথে বিরোধে
কি করিব তোর খঙ্গে॥ ধ্রু॥

কপোলযুগলে শোভএ তোর
বিচিত্র মণি কুণ্ডলে।
সংপুন্ন চান্দের দুঈ পাশে যেহ্ন
উইল সুরুজ মণ্ডলে॥
সুনিআঁ সরস আমিআঁ আধিক
তোর মধুর বচনে।
নান্দের নন্দন ভোলে পড়িলা
বাহু ভিড়ি দেহ আলিঙ্গনে॥ ২॥
পরিধান তো[৩১/ক]র সুরঙ্গ পাটোল
ধিরে যাসি বাটে।
আর আদভুত দেখোঁ চন্দ্রাবলী
সিন্দূর সুর ললাটে॥

নিতি নিতি যাসি দধি দুধ বিকে
পএর বাজে নূপুরে।
আজি পড়িলা কাহ্নের হাথে
লাস বেশ করোঁ চুরে॥ ৩॥
বার বৎসরের তোঁএঁ সি বালী
বিচিত্র কাঞ্চুলী শোভে।
গিএ তোর মুকুতার হার
তা দেখি কাহ্নাঞিঁর লোভে॥
ছাড়িল রাধা তোর দধির দাণ
দেহ চুম্ব আলিঙ্গনে।
অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল
দেবী বাসলীচরণে॥ ৪॥

ঘৃত-দুধি-দুধে পসার সাজিয়ে মথুরায় বিক্রয় করতে চলেছিস। তুই তো এমনিতেই সুন্দরী। আবার লাসবেশ (অঙ্গসজ্জা) করেছিস কেন? এমন রূপ দেখে যে চোখের আড়াল করে সেই গোয়ালা মূর্খ। নরলোক থাক, দেবলোকেও তোকে তোষে। মুনির মন বিভোল হয়॥ ১॥ রাধা, রঙ্গে (সানন্দে) মুখ তুলে চাও। নাগর কানাই পথে বিরোধ করছে, তোর ক্রোধ কি করবে?॥ ধ্রু॥ তোর দুই গালে বিচিত্র মণিকুণ্ডল শোভিত। পূর্ণচাঁদের দু'পাশে যেন সূর্যমণ্ডল উদিত হল॥ তোর অমিয়-অধিক মধুর বচন শুনে নন্দ-নন্দন ধাঁধায় পড়েছে। দু'হাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন দে॥ ২॥ তোর পরিধানে রঙ্গীন পট্টবস্ত্র (রেশমী কাপড়), ধীরে ধীরে পথ দিয়ে চলেছিস। আর কি অদ্ভুত দেখি, চন্দ্রাবলী, যেন সূর্যের ললাটে সিঁদুর লিপ্ত হয়েছে॥ রোজ রোজ দধি-দুধ বেচতে যাস্, পায়ের নূপুর বাজে। আজ কানাইয়ের হাতে পড়েছিস। তোর লাসবেশ (অঙ্গসজ্জা) চূর্ণ করব॥ ৩॥ তুই বারো বছরের বালিকা, (বুকে) বিচিত্র কাঁচুলি শোভিত। গলায় তোর মুক্তাহার। তাই দেখে কানাইয়ের লোভ হল॥ রাধা, তোর দই-এর দান ছেড়ে দিচ্ছি, আমাকে চুম্বন আলিঙ্গন দে। দেবী বাসলীব চরণে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৬৫

রাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুনয়। রাধা নিজেকে এগার বৎসরের বালিকা বললেও, কৃষ্ণ তাকে বারো বছরের যুবতী বলে গণ্য করছেন। ৬॥৬॥৮॥-মাত্রক ত্রিপদী ছন্দে আঠারো পংক্তিতে গীতটি রচিত।

স. ১৩॥ নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ্ জরতীমিদং॥

কৃষ্ণের কথা শুনে সতী রাধা কম্পিত দেহে জরতীকে বললেন॥

৩১. কোড়ারাগঃ॥ যতিঃ॥

বড়াই-এর প্রতি রাধা।

লুনীর পুতলী যেহ্ন লো বড়ায়ি ল
রৌদে দাণ্ডায়িলেঁ মিলাওঁ।
কেমনে কাহ্নের বোল পালিবোঁ
মোয়ে পরাণে ডরাওঁ॥ ১॥
হরি হরি নিদ্ধয়া বিধি কি লেখিল
কিকে আইলো বড়ায়ি গো॥ ধ্রু॥

নেত পাটোল না পিন্ধিবোঁ
না পিন্ধিবোঁ সিসত সিন্দুর।
বাহের বলয়া না পিন্ধিবোঁ
না পিন্ধিবোঁ পএর নূপুর॥ ২॥
ঘরত বাহির নহোঁ বড়ায়ি গো
সামীর বড়ই[৩১/খ] দুলালী।

নির্দয় কাহ্নাঞিঁর হাথে পড়িলোঁ
মোএঁ আবালী গোআলী॥ ৩॥
সাত পাঁচ সখি শুণী বড়ায়ি গো
হাসে রাধার বচনে।
গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে
দেবী বাসলীগণে॥ ৪॥

ওগো বড়াই, আমি তো ননীর পুতুলের মত, রোদে দাঁড়ালে গলে যাই। কানাইয়ের কথা কেমন করে পালন করব, আমি প্রাণে ভয় পাচ্ছি॥ ১॥ হায়, হায়, বিধি আমার ভাগ্যে কি লিখল, কেন (কানাই) এল?—ওগো বড়াই। ধ্রু॥ রেশমী বস্ত্র পরব না, কপালে সিঁদুর দেব না। বাহুতে বলয় পরব না, পায়ে নূপুর পরব না॥ ২॥ বড়াই গো, ঘর থেকে আর বার হব না, আমি স্বামীর (খুবই আদরের) দুলালী। আমি বালিকা গোয়ালিনী, নির্দয় কানাইয়ের হাতে পড়লাম॥ ৩॥ (কবি বলছেন) সখি বড়াই রাধার পাঁচ-সাত (আবোল-তাবোল) কথা শুনে হাসে। দেবী বাসলীর সেবক অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত ৬৬
গাইলেন॥ ৪॥

বড়াইয়ের কাছে রাধার আক্ষেপোক্তি। শুনে বড়াই কৌতুকবোধে হাসে। ৬॥৬॥৮ I-মাত্রব ত্রিপদী। আট পংক্তি-সহ, একটি ধ্রুব পংক্তি। মোট নয় পংক্তি।

দুরূহ শব্দার্থ॥ কিকে আইল : কেন এল (কানাই)। নেত পাটল : রেশমী বস্ত্র।

স. ১৪॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

জরতীকে বলা রাধার এই কথা শুনে চতুর কৃষ্ণ সতৃষ্ণভাবে রাধাকে এই বললেন।

৩২. পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ দণ্ডকঃ॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণ।

বোল এক বোলোঁ রাধা সুণ আহ্মারে।
খণ্ড কোপ ভয় দেহ শৃঙ্গারে॥ ১॥
নীল কুটিল শোভে চিকুরে।
প্রভাত আদিত শিথে সিন্দূরে॥ ২॥
ভ্রূহি কামধনু নয়ন বাণে।
নাসিকা গালিক যন্ত্র সমানে॥ ৩॥
মুখকমল আতি শোভা করে।
বন্ধুলী জিণিআঁ আধর তোরে॥ ৪॥
মাণিক জিনিআঁ দশন তোরে।
তা দেখি দাড়িমফল বিদরে॥ ৫॥
কম্বু সম তোর শোভএ গলে।
কুচযুগ রাধা যোড় শ্রীফলে॥ ৬॥
বাহু মৃণাল কর উতপলে।
আঙ্গুলী চম্পককলিকাজালে॥ ৭॥
সিংহমধ্য সম মধ্যে শোভে ত্রিবলী।
উরুযুগ শোভে রামকদলী॥ ৮॥
রাতা উতপল তোর দুঈ চরণে।
রাজহংস[৩২/ক]জিণী তোর গমনে॥ ৯॥
হেম রূপ তোহ্মার যৌবনে।
নিফল করহ কমণ কারণে॥ ১০॥
সরস হাসিআঁ বোল বচন।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ১১॥

রাধা, তোমাকে একটি কথা বলছি, শোনো। রাগ-ভয় ত্যাগ করে আমাকে আলিঙ্গন দাও॥ ১॥ নীল ঘন চুল শোভা পাচ্ছে। প্রভাত সূর্যের মত সিঁথিতে সিঁদুর॥ ২॥ ভ্রূ দুটি কামধনু, কটাক্ষ বাণস্বরূপ। নাসিকা যেন নলযন্ত্র॥ ৩॥ মুখকমল চমৎকার শোভা এনেছে। অধর বাঁধুলী পুষ্পকে পরাজিত করে॥ ৪॥ তোর দন্ত মাণিক্যকে পরাজিত করে। তা দেখে (লজ্জায়) দাড়িম ফল ফেটে যায়॥ ৫॥ তোর গলার শোভা শঙ্খের সমান। স্তনযুগল যেন জোড়া শ্রীফল॥ ৬॥ বাহু দুটি যেন মৃণাল, হাত পদ্মসম। আঙুল যেন চাঁপা কুঁড়ির জালি॥ ৭॥ সিংহের মতো কটিদেশ, তাতে ত্রিবলী শোভিত। উরুদুটি যেন রামকদলী॥ ৮॥ তোর চরণদুটি যেন রক্তবর্ণ পদ্ম। তোর গমন রাজহাঁসকে পরাজিত করে॥ ৯॥ এমন তোমার রূপ যৌবন কেন নিস্ফল করছ? ১০॥ সরস হাসির সঙ্গে কথা বল। বাসলীসেবক চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ১১॥ ৬৭

রাধার মন গলাতে কৃষ্ণের স্তুতি। ধ্রুবপদ নেই। একাবলী (৬॥৫) ছন্দ। ১১টি শ্লোক, ২২টি পংক্তি॥

দুরূহ শব্দার্থ॥ নাসিকা গালিক যন্ত্র : যুদ্ধে ব্যবহৃত নলযন্ত্র বা বন্দুকের কথা বলা হয়েছে মনে হয়।

স. ১৫ ॥ নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

কৃষ্ণের কথা শুনে সতী রাধিকা কম্পিতদেহে জরতীকে এই কথা বললেন।

৩৩. গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধা বড়াইকে।

সব গোপ যার মান ধরে।
সে কেহ্নে পরার নারী হরে ॥
নিজ পতি আছে মোর ঘরে।
তার হাথে কাহ্নাঞিঁ পাছে মরে ॥ ১ ॥
নিষধ নিষধ বনমালী।
পাছে মোরে না দিহলি গালী ॥ ধ্রু ॥

যে বচন বুইলে চক্রপাণী।
সে বচন কানে নাহিঁ শুণী ॥
তিন লোক খাআঁ মাহাদাণী।
সম্বন্ধ না মানে মাউলানী ॥ ২ ॥
ঘৃত দুধে সজাআঁ পসার।
বিকি জাইএ যমুনার পার ॥

হেন হএ বড়ার বেভারে।
মাউলানীক পাইল বাণিজারে ॥ ৩ ॥
কার পান চুন নাহিঁ খাওঁ।
কাহারো পাস নাহিঁ জাওঁ ॥
এড়ু কাহ্নাঞিঁ মোর পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

সব গোপী যার সম্মান করে, সে কেন পরনারী হরণ করে ॥ আমার ঘরে নিজের পতি রয়েছে। এখন কানাই না তার হাতে প্রাণ দেয় ॥ ১ ॥ বনমালীকে তুমি নিষেধ কর। পাছে আমায় গালি দিও না ॥ ধ্রু ॥ চক্রপানী যে কথা বলল, সে কথা কানেও শুনতে চাইনা ॥ ত্রিলোকের সর্বনাশ করতে কানাই মহাদানী সেজেছে। মামী সম্পর্ক মানতে চায়না ॥ ২ ॥ ঘৃত-দুধে পসার সাজিয়ে যমুনার পারে বিক্রয় করতে যাচ্ছি। বড়োর এমন ব্যবহার, মামীকে পণ্য বিক্রয়কারিণী রূপে ধরল ॥ ৩ ॥ কারও পান-চুণ খাইনা, কারও পাশে যাই না ॥ কানাই আমার পতিত্বের আশা ত্যাগ করুক। বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন ॥ ৪ ॥

৬৮

কৃষ্ণকে উদ্দেশ করে রাধা বড়াইকে বলছেন, কৃষ্ণ তার সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করুক। ১০ মাত্রক ১৮ পংক্তির গীত ॥

দুরূহ শব্দার্থ ॥ মাউলানীক পাইল বাণিজারে : মামীকে বাণিজ্যকারিণী রূপে কৃষ্ণ ধরল।

স. ১৬॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ[৩২/খ] সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

জরতীর প্রতি রাধার এই কথা শুনে চতুর সতৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধিকাকে বললেন।

৩৪. কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণ।

সুণ ল সুন্দরি রাধা বচন আহ্মার।
নহুলী যৌবনে দেহ সরস শৃঙ্গার॥
তোহ্মার যৌবন রাধা কৃপিণের ধন।
পোটলি বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন॥ ১॥
বিলাহ যৌবন রাধা ল মোর বোল শুণ।
যাবত যৌবনে রাধা নাহিঁ লাগে ঘুণ॥ ধ্রু॥

আম্বু জাম্বু মুকুলিল ভরে নোআঁইল ডাল।
নহুলী যৌবন রাখিবি কত কাল॥
কোণ বিশ্বকর্ম্মে নির্ম্মিল দুঈ তন।
আছু যুবজনের বৃদ্ধের জাএ মন॥ ২॥
হেন স যৌবন রাধা সব আলপাউ।
যৌবন গড়িলেঁ তোর তনু হৈবে লাউ॥

তোহ্মার যৌবন রাধে পাণির ফোটা।
চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে খোঁটা॥ ৩॥
এ তীন ভুবনে রাধা তোহ্মা কৈলোঁ সার।
মনে পরিভাবি দেহ সরস শৃঙ্গার॥
নহুলী যৌবনে রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

ওগো সুন্দরী রাধা, আমার কথা শোন। এই নব যৌবনে আমাকে সরস শৃঙ্গার দাও। তোমার যৌবন যেন কৃপণের ধন। পোট্‌লা বেঁধে নব যৌবনকে রেখে দিয়েছ! ১॥ রাধা, আমার কথা শোনো, যৌবন বিলিয়ে দাও, যতদিন না যৌবনে ঘুণ ধরে॥ ধ্রু॥ আম-জাম মুকুলিত হলে ডাল নমিত হয়, তুই নব যৌবনকে কতদিন ধরে রাখবি॥ কোন্ বিশ্বকর্মা তোর স্তনদুটি গড়েছে। যুবজনের তো কথা নেই, বৃদ্ধেরই মন চায়॥ ২॥ এমন যৌবন, রাধা, অল্পায়ু হয়। যৌবন গড়িয়ে গেলে তোর দেহ লাউ (অর্থাৎ খোলসমাত্র) হবে॥ রাধা, তোমার যৌবন তো জলবিন্দু মাত্র। চিরকাল রইবে না। তোমার অপযশ (আক্ষেপ) থেকে যাবে॥ ৩॥ এই ত্রিভুবনে, রাধা, তোমাকে সার করেছি। একথা মনে রেখে আমায় সরস শৃঙ্গার (কাম-মিলন) দাও॥ এই নব যৌবনে, রাধা আমায় আলিঙ্গন দাও। বড়ু চণ্ডীদাস, বাসলীসেবক, এই গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৬৯

কৃষ্ণ রাধাকে শৃঙ্গার মিলনে রাজি করাতে চেষ্টা করছেন। ধ্রুবপদ সহ, মোট ১৮টি পযার পংক্তিতে গীতটি বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ তনু হৈবে লাউ : দেহের বস চলে যাবে, খোসা-সর্বস্ব হয়ে যাবে। খোঁটা : গঞ্জনা। অর্থাৎ সকলে তখন তোমায় খোঁটা দেবে, কথা শোনাবে।

৩৫. মালবরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

দুরুবার কংসে নরপতী।
এহা জাণী ছাড়হ বিমতী॥
যবেঁ তোরে মারিহে পরাণে।
তবেঁ তোক রাখিব কোণ জনে॥ ১ ॥
ছাড়[৩৩/ক]হ আহ্মার থান।
আবিচারে হারায়িবি পরাণ॥ ধ্রু॥

হইএ আইহন গোআলী।
যবেঁ বল করে বনমালী॥
রাজা আগেঁ করিবোঁ গোহারী।
তবেঁ তোক লআঁ যাবোঁ ধরী॥ ২ ॥
হআঁ কাহ্নু বড়ার পো।
ভাল কাম না করসি তোঁ॥

মতিমোষে মোকে কর বল।
ভুজিবি তোঁ লিখিত ফল॥ ৩ ॥
না শুণিলি পুরাণ কথা।
না জাণসি ধরমবেবথা॥
দান সাহ পরনারী আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

নরপতি কংস অত্যন্ত দুর্বার। এ-কথা জেনে তুমি কুমতি ছাড়॥ যখন তোকে প্রাণে মারবে, তখন কে রক্ষা করবে? ॥ ১ ॥ আমার কাছ থেকে সরে যাও।
বিনা বিচারেই প্রাণ হারাবে॥ ধ্রু॥ আমি আইহনের গোয়ালিনী। বনমালী বল করে রাজার কাছে এমন অভিযোগ গেলে তোকে তখন ধরে নিয়ে যাবে॥ ২ ॥
বড় বংশের ছেলে হয়ে তুই কানাই, ভাল কাজ করছিস না। বুদ্ধিভ্রংশে আমার উপর বল করছিস। এর লিখিত ফল ভোগ করবি॥ ৩ ॥ শাস্ত্রকথা শুনছিস
না। ধর্মের বিধি জানছিস না। পর নারীর কাছে দান সাধছিস্॥ বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥ ৭০

রাধা ভয় দেখিয়ে কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করতে চাইছেন। দশ মাত্রক ১৮ পংক্তিতে (ধ্রুবপদ সহ) গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ মতিমোষে : বুদ্ধিভ্রংশের জন্যে। ভুজিবি : ভুঞ্জিবি, ভোগ করিবি। দান সাহ : দান সাধিস্।

৩৬. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণ।

পরাশর নামে ঋষি আছিলা বিশাল।
তীন ভুবনে জানী তপস্যা যাহার ॥
জলমাঝে মীনকন্যা করিল গমন।
তাত উপজিলা বেদব্যাস তপোধন ॥ ১ ॥
তোহ্মার বচন রাধা সবই আতত।
পরদারে পাপ নাহি মুনীর সমত ॥ ধ্রু ॥

পাঞ্চ পাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী।
পাঞ্চ পতী যার ভৈল সব লোকেঁ জাণী ॥
রম্ভা আদি বেশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে।
হেন সব কন্যা কেহ্নে সুরপুরে বসে ॥ ২ ॥
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা হরে শিরে ধরে।
হেন গঙ্গা রমিল শান্তন নাম নবে ॥

[৩৩/খ]নারীর সম্ভোগে রাধা যদি পাপ বসে।
এ তীন ভুবনেঁ কেহ্নে সে গঙ্গা পরসে ॥ ৩ ॥
নিজ পর নারী দোষ নাহিক সংসারে।
যত সতীপণ সব মিছ্ছ জান তারে ॥
এহা জাণী একমনে পুর মোর আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পরাশর নামে এক বিখ্যাত ঋষি ছিলেন। ত্রিভুবন তার তপস্যার কথা জানে। জলের মধ্যে তিনি মীনকন্যার সঙ্গে মিলিত হন, তাতেই তপোধন বেদব্যাসের জন্ম হয় ॥ ১ ॥ রাধা, তোমার কথা সবই কল্পিত। পরদারে পাপ নেই সেটা মুনিরাই বলেছেন ॥ ধ্রু ॥ যে কুন্তী পঞ্চ পাণ্ডবের জননী তার পঞ্চ পতির কথা সর্বলোকে জানে ॥ রম্ভা আদি বেশ্যাদের দেবতারা রমণ করেন। এমন সব কন্যারা কেমন করে সুরপুরে বাস করে? ২ ॥ ত্রিপথগামিনী গঙ্গা যাকে শিব মাথায় রাখেন, সেই গঙ্গা শান্তনু নামক নরকে রমণ করলেন ॥ সম্ভোগে যদি নারীর পাপ স্পর্শে তবে ত্রিভুবন কেন গঙ্গার স্পর্শে পবিত্র হয়? ৩ ॥ এ সংসারে নারীর নিজ পর কোনো দোষ নেই। যত সতীপনা সব মিথ্যা বলে জানবে ॥ এ-সব কথা জেনে একমনে আমার আশা পূরণ কর। বাসলীশিরে বন্দনা করে ৭১
এই গীত চণ্ডীদাস গাইলেন ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ এখানে হিন্দু পুরাণ কথার উল্লেখ করে রাধাকে বোঝাতে চাইছেন যে পরদার গমনে কোনো পাপ হয় না। আঠারোটি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ আতত : কল্পনাপ্রসূত। ত্রিদশে : দেবতাগণেব মধ্যে।

স. ১৭ // কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥

কৃষ্ণের কথা শুনে কৃশতনু সতী রাধিকা কাঁপতে কাঁপতে জরতীকে বললেন॥

৩৭. রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥

বড়াইকে রাধা।

শুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে।
আদ্যাপিহো অপযশ তার পরচরে॥
কপটে আহল্যাক রমিল সুরবরে।
সহস্রেক যোনি ভৈল তার কলেবরে॥ ১॥
হেন অদভূত কথা শুণ ল বড়ায়ি।
পরদারে পাপ নাহিঁ বোলন্তি কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥

সুন্দ উপসুন্দ আছিলা দুঈ ভাই।
তিলোত্তমা হেতু দুঈ মরিলা এক ঠাই॥
সুম্ভ নিসুম্ভ দুঈ আসুর আছিলা।
পার্ব্বতীর কারণে দুঈ জন মৈলা॥ ২॥
চৌদ চৌ যুগ আয়ু লঙ্কার রাবণ।
তেহোঁ সে মজিআঁ গেল শীতার কারণ॥

এহা জাণী কাহ্নাঞিঁক নিষিধ বড়ায়ি।
[৩৪/ক]কেহ্নে হেন মিছ কথা কহে মোর ঠাই॥৩॥
বোলহ বড়ায়ি কাহ্ন মনে পরিভাউ।
আপণে আপণা চিহ্নিআঁ ঘর জাউ॥
আহ্মা সনে হেন তেজু পরিহাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

গুরুপত্নী তারাকে চন্দ্র হরণ করেছিল। এখনো তার অপযশ প্রচারিত॥ সুরবর ইন্দ্র কপটভাবে অহল্যাকে রমণ করে, তাঁর ফলে তার দেহে সহস্র যোনির সৃষ্টি হয়॥ ১॥ ওগো বড়াই, একি অদ্ভুত কথা শুনছি। কানাই বলছে, পরদারে পাপ নেই॥ ধ্রু॥ সুন্দ উপসুন্দ নামে দুই ভাই ছিল। তিলোত্তমার জন্যে (তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষায়) দুজনেই এক জায়গায় প্রাণ দিল। শুম্ভ নিশুম্ভ দুই অসুর ছিল। পার্বতীর জন্যে দু'জনেই মরেছিল॥ ২॥ চার চোদ্দ অর্থাৎ ছাপ্পান্ন যুগ আয়ু ছিল লঙ্কার রাজা রাবণের, সীতার কারণে তবু সে মজল (প্রাণ দিতে বাধ্য হল)॥ বড়ায়ি, এ-সব কথা জেনে, কানাইকে নিবৃত্ত কর। সে কেন আমাকে মিথ্যাকথা বলছে? ৩॥ বড়াই, কানাইকে মনে ভেবে দেখতে বল। নিজেকে চিনে (অর্থাৎ নিজের বংশ পরিচয় বুঝে) সে ঘরে ফিরে যাক॥ আমার সঙ্গে পরিহাস (ঠাট্টা) ত্যাগ করুক। বাসলীশিরে বন্দনা করে, চণ্ডীদাস এ-গান গাইলেন॥ ৪॥ ৭২

রাধাও কৃষ্ণকে উদ্দেশ করে বড়াইকে কিছু পুরাণ কথা শুনিয়ে পরদার গমনের পাপ সম্পর্কে অবহিত করালেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ পরিভাউ : ভেবে দেখুক।

স. ১৮॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

জরতির উদ্দেশে রাধার কথা শুনে চতুর, সতৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধাকে একথা বললেন।

৩৮. মালবরাগঃ॥ যতিঃ॥ দণ্ডকঃ॥

কৃষ্ণ রাধাকে। রূপ বর্ণনা।

নীল জলদ সম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা॥ ১॥
শিশত শোভএ তোর কামসিন্দুর।
প্রভাত সমএ যেন উয়্বি গেল সূর॥ ২॥
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা॥ ৩॥
নাসা তিলফুল তোর আতী আনুপামা।
গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা॥ ৪॥

নয়নযুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে।
ঈসত কটাক্ষে মোহে মুনিমনে॥ ৫॥
বিম্বফল জিনী তোর আধরের কলা।
মাণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলা॥ ৬॥
কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোকযুগলা।
বাহু মৃণাল কর রাতা উতপলা॥ ৭॥
কনকচম্প[৩৪/খ]ক সম শোভে কলেববা।
মাঝা দেখি সিংহ গেলা পর্ব্বতকুহরা॥ ৮॥

নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপামা।
উরুযুগ রামকদলীতরুসমা॥ ৯॥
মন্থর গমনে যাসি ভাঁগিবার ডরে।
তা দেখিআঁ বনবাস লৈল করীবরে॥ ১০॥
অমরপুরত নাহিঁ হএ হেন রামা।
বিধি কৈল জঙ্গমে কনকপ্রতিমা॥ ১১॥
দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিল তোহ্মারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ১২॥

নীল জলদের মতো কুন্তল রাশি। তাতে চম্পকমালা ব্যক্ত বিজলির মতো শোভা পাচ্ছে॥ ১॥ সিঁথিতে তোর কামসিঁদুর (কামচিহ্ন স্বরূপ সিঁদুর রেখা), যেন প্রভাতকালে উদিত সূর্য॥ ২॥ নব চন্দ্রকলার মতো কপালে তিলক। সুন্দর কর্ণদ্বয় কুণ্ডলমণ্ডিত॥ ৩॥ অতি সুন্দর তিলফুল যেন তোর নাসিকা। গণ্ডস্থল কমলদলের মতো শোভিত॥ ৪॥ চোখ দুটি খঞ্জনের মতো শোভা পাচ্ছে। তার সামান্য কটাক্ষে মুনির মনও মোহগ্রস্ত হয়॥ ৫॥ তোর অধরের সৌন্দর্য বিম্বফলকে পরাজিত করে। তোর উজ্জ্বল দন্তপংক্তি মাণিককে (সৌন্দর্যে) হারিয়ে দেয়॥ ৬॥ কণ্ঠ শঙ্খের মত এবং স্তনদ্বয় যেন চক্রবাক মিথুন॥ বাহু দুটি যেন মৃণাল, হস্তদ্বয় রক্তিম পদ্মের ন্যায়॥ ৭॥ তোর দেহে যেন স্বর্ণচাঁপা শোভা পাচ্ছে। কোমরের সৌন্দর্য দেখে সিংহ পর্বতের কন্দরে (গুহায়)

পালাল॥ ৮॥ তোর নাভি-দেশের সঙ্গে প্রয়াগের (গভীরতার) উপমা দেওয়া যায়। আর উরুদ্বয় রামকদলী তরুর সমান॥ ৯॥ পাছে (যৌবনের) ভারে ভেঙে পড়িস তাই ধীর গতিতে চলেছিস। তা দেখে করিবর (লজ্জায়) বনবাসে গেল॥ ১০॥ অমরপুরীতেও এমন সুন্দরী নেই। বিধি যেন একটি জীবন্ত কনক প্রতিমা গড়েছেন॥ ১১॥ দেব-অসুরে মিলে যেন সমুদ্র মন্থন করে তোমায় পেয়েছে। বাসলীর কৃপায় বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ১২॥

৭৩

গীতটিতে রাধারূপ বর্ণনার কবিত্ব ও চমৎকারিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। বারোটি দ্বিপংক্তিক পয়ার শ্লোকে, ২৪ পংক্তিতে গীতটি রচিত। ধ্রুব শ্লোক রাখেননি।

দুরূহ শব্দার্থ॥ কামসিন্দুর : কাম উদ্রেককারী সিঁথির সিঁদুর। উয়িগেল সূর : সূর্য উদিত হল। কোকযুগলা : চক্রবাক মিথুন (কামের ইঙ্গিতবহ)। পর্বতকুহরা : পাহাড়ের গুহাতে।

৩৯. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ (কোনো তালের উল্লেখ নেই)।

রাধার প্রতি কৃষ্ণ।

ষোল কলা সংপূন্ন চন্দ্রবদন।
বেকত আমৃত তোর মধুর বচন॥
কাঁচ কনয়া যেহ্ন দেহের বরণ।
কণ্ঠ কম্বু মণিগণ শোভএ দশন॥ ১॥
সুন্দরি রাধা স্ব সরূপ বোল মোরে।
দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে॥ ধ্রু॥

কুণ্ডলে আদিত্য যেহ্ন রবির সংঘাত।
গজরাজগতি পরিমল পারিজাত॥
সুরজনে মোহে পুরজনে নাহিঁ রাখ।
কালকুট বিষহরি জাগল কটাক্ষ॥ ২॥
সুররাজগজকুম্ভ কুচযুগল।
তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল॥

অমূল মণি নূপুর বাজের গমনে।
তাক সুণী[৩৫/ক] মোহো পাএ এ তীন ভুবনে॥ ৩॥
সকলগুণসংপুণী রাধা চন্দ্রাবলী।
তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী॥
রস হাস পরিহাসে তোষহ কাহ্নাঞিঁ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী আয়ী॥ ৪॥

তোর চন্দ্রবদনে ষোল কলা পূর্ণ হয়েছে। তোর মধুর বচনে অমৃত ঝরছে॥ তোর দেহবর্ণ যেন কাঁচা সোনা। কণ্ঠ শঙ্খের ন্যায়, দন্তপংক্তি যেন মণি শোভা॥ ১॥ সুন্দরি রাধা, আমায় সত্যি বল, দেবাসুর মহামন্থনে তোকে পেয়েছে কি? ধ্রু॥ কুণ্ডলে সূর্য প্রতিফলিত যেন অনেক রবির সংঘর্ষ ঘটেছে। তোর গতি গজরাজের মত। দেহে পারিজাতের সুগন্ধ॥ সুরলোকে পুরজনকে তুমি স্থির থাকতে দাও না। তোর কটাক্ষতে কালকূট বিষহরির (জ্বেবল)॥ ২॥ স্তনদ্বয় যেন সুররাজ গজকুম্ভ (স্বর্গের গজশুভ্র কুম্ভের মত?)। নাভি যেন তেলানী (ছোট কলসী?)—গভীর। তোর লাবণ্য যেন (কলসীভরা) জল॥ তোর চলনে অমূল্য মণিখচিত নূপুর বাজে। তাই শুনে ত্রিভুবন মোহগ্রস্ত হয়॥ ৩॥ রাধা চন্দ্রাবলী, তোর মধ্যে সবগুণ সম্পূর্ণ॥ বনমালী তোর রূপ-যৌবনে মোহিত হয়েছে। রস-হাসি পরিহাসে কানাইকে তোষণ কর॥ মাতা বাসলীর সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৭৪

কৃষ্ণ স্তুতি করে রাধার মন নরম করতে চেষ্টা করছেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে (একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবপদ সহ, চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকে) গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ কাঁচ কনয়া : কাঁচা সোনা। সুররাজগজকুম্ভ : স্বর্গের গজের মতো শুভ্র কুম্ভ (রাধার স্তনযুগল)। তেলানী গভীর নাভি : রাধার নাভিদেশ যেন গভীর কলসী (ছোট)। আয়ী : আর্য্যা-মাতা এই অর্থে।

৪০. আহেররাগঃ ॥ লঘুশেখর ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

জীবার আন্তরে কাহ্নাঞিঁ হৈলা মাহাদানী।
দান ছাড়ী পরনারী কিসক বাখানী॥
সকল বেভার তোর দেখি বিপরীতে।
কোণ গুরু শিখাইল হেনক চরিতে॥ ১ ॥
ছাড়হ বিবুধি কাহ্নাঞিঁ সুণ মোর বোল।
দধি দুধ নঠ মোর আর ঘৃত ঘোল॥ ধ্রু॥

কালী তোর মুখে দিল যশোদাএঁ তনে।
আজি দানী হআঁ মোরে মাঙ্গ মাহাদাণে॥
হেন আলাগন কথা শুণী কোণ রাজে।
তোহ্মার মুখত কাহ্নাঞিঁ নাহিঁ কিছু লাজে॥ ২ ॥
এ বার বরিষ মোর তের নাহিঁ পুরে।
এহা দেখি রসত মন কর দূরে॥

রূপস শরীর মোর কিছু নাহিঁ কাজ।
কেতকী কুসুম যেন ধুলীএঁ সাজ॥ ৩ ॥
গোআল জাতী আহ্মে জাইএ দধি বিকে।
কাজ বিণি কাহ্নাঞিঁ রহাঅসি কিকে॥
ঘুচাহ কচা[৩৫/খ]ল কাহ্নাঞিঁ তেজ মোর আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

জীবিকার কারণে কানাই তুমি মহাদানী হয়েছ। তাহলে, দান ছেড়ে পর নারীর সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করছ কেন? তোর সব ব্যাপারই দেখছি বিপরীত। কোন গুরুর কাছে এমন আচরণ শিখেছ? ১ ॥ ওগো বিপরীত বুদ্ধি কানাই, আমার কথা শোন। দৈ, দুধ, ঘৃত, ঘোল সব আমার নষ্ট হল॥ ধ্রু॥ কাল তোকে যশোদা স্তন্যদান করেছেন, আজ দানী হয়ে তুমি আমার কাছে মহাদান চাইছ॥ এমন অসংলগ্ন কথা কোন্ রাজ্যে শোনা যায়? কানাই, তোমার মুখে কোনো কথায় লজ্জা নাই (কোনো কথা বলতে লজ্জা পাও না)॥ ২॥ আমার বয়স বারো, তেরো পোরেনি। এই দেখে মন থেকে রসাকাঙ্ক্ষা দূর কর॥ আমার এই রূপসী দেহ কোনো কাজের নয়। যেমন কেতকী ফুল ধূলিমলিন॥ ৩॥ আমি জাতে গোয়ালিনী, দৈ বিক্রয় করতে যাই। অকারণে কানাই, আমায় কেন আটকাচ্ছিস? কচাল (অকারণ কথা কাটাকাটি) বন্ধ কর, আমার আশা পরিত্যাগ কর। বাসলীশির বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৭৫

রাধা কৃষ্ণকে তিরস্কার করে নিবৃত্ত করতে চাইছেন। এখানে লক্ষণীয় রাধার নিজের মুখেই বয়সের স্বীকৃতি তেরো অপূর্ণ বারো। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ জীবার : জীবিকার। আলাগন : অসংলগ্ন।

৪১. রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধাকে কৃষ্ণ।

আল রাধা
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি তোএঁ দেব মুরারী মোএঁ
তোর মোর উচিত সে নেহা।
আল রাধা
তোহ্মাতে মজিল মন ভালে জাণে দেবাগণ
ইথে কিছু নাহিঁক সন্দেহা ॥ ১ ॥
আল রাধা
না পরিহর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
সবকলাসংপুনী তোঁ রাহী ॥ ধ্রু ॥

তোর নাম চন্দ্রাবলী মোর নাম বনমালী
তোর মোর শোভএ মীলনে।
কাহ্নাঞিঁ পাইবি বড় পুণে এহা পরিভাব মনে
কেহ্নে তেজ হাথের রতনে ॥ ২ ॥
কদমতলের থিতী তোর মোর হৈব রতী
এহা ভালেঁ জাণে দেবলোকে।

এবেঁ তোহ্মে আকারণে তেজ মোর বচনে
পাছে পাইবেঁ বিরহ শোকে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে পদুমিনী জাতী তোহ্মার আইহন পতি
নপুংসক সেহো কংস দাসে।
নহে তোর পতি যোগ আহ্মা সমে ভুঞ্জ ভোগ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ওগো রাধা, তুই সর্বাঙ্গ সুন্দর, আমি মুরারী। তোর আমার প্রেম হওয়া উচিত। ওগো রাধা, তোমার প্রতি আমার মন মজেছে, দেবতারা একথা ভালই জানেন। এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই ॥ ১ ॥ ওগো রাধা, তুই সর্বকলাপূর্ণা রাই, সুন্দর কানাইকে পরিত্যাগ কোরোনা ॥ ধ্রু ॥ তোর নাম চন্দ্রাবলী, আমার নাম বনমালী। তোর ও আমার মিলন শোভন বা স্বাভাবিক। বড় পুণ্যে কানাইকে পাবি, একথা ভেবে দেখ। হাতের রতন কেন ত্যাগ করবি? ২ ॥ কদমতলাতে তোর আমার রতি মিলন হবে একথা সব দেবলোক ভাল জানে। এখন তুমি অকারণে আমার কথা ত্যাগ করছ,—অর্থাৎ শুনছ না, পরে এর জন্যে বিরহ শোক ভোগ করবে ॥ ৩ ॥ তুমি জাতিতে পদ্মিনী, তোমার পতি আইহন তো নপুসংক, সে আবার কংসের দাস। তোর পতিযোগ নেই (অর্থাৎ সফল পতিপ্রাপ্তি ভাগ্যে নেই)। আমার সঙ্গে প্রেমরতি ভোগ কর। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৭৬

কৃষ্ণ আবার রাধাকে বোঝাচ্ছেন। তোমার পতি আয়ান নপুংসক, সুতরাং আমাকে উপভোগ করা তোমার কর্তব্য। 'আলরাধা' ধুয়াটি ১ম শ্লোকে দুবার এবং ধ্রুবপদে একবার ব্যবহৃত হয়েছে। গীতটি ৮টি ৮॥ ৮॥ ১০ ।-মাত্রক ত্রিপদী বন্ধে চারটি শ্লোকে রচিত। ১ম শ্লোকের পর ৬॥৬ ।-পংক্তিক দুই পংক্তিতে ধ্রুবপদ ব্যবহৃত হয়েছে।

৪২. গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কৃষ্ণকে রাধা।

রাজা বড় খরতর নাহিঁ শুণ কথা।
লঘু[৩৬/ক] নটক পাইলে কাটে তার মাথা॥
গোচরিআঁ ফল করাইবোঁ জেন জাণী।
তোহ্মোত ভাগিনা কাহ্ন আহ্মোত মাউলানী॥ ১॥
আহ্মো নাগরি গোআলী বড়ায়ি চৌহালিনী।
কেহে না চিহ্নসি আহ্মা আইহনের রাণী॥ ধ্রু॥

হাথে তুলী লৈল কাহ্নাঞিঁ সুবণ্ণের বাঁশী।
আহ্মাক দেখিআঁ তোহ্মো আধিক রূপসী॥
দেখিতেঁ সি পাইএ কাহ্নাঞিঁ ভক্ষিতেঁ না পাই।
লাভে কিল বাড়ী খাই বান্ধিল জাই॥ ২॥

এভোঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ না কর বেআজ।
দধি লআঁ যাইবোঁ মোঞেঁ মথুরার রাজ॥
আপণা চিনহ কাহ্নাঞিঁ ছাড় মোর আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

রাজা খুব রাগী, কোনো কথা শোনে না। লঘু আচরণ (নটক) দেখলে তার মাথা কেটে নেয়॥ তার গোচরে এনে এর প্রতিফল দেব॥ তুমি তো সম্পর্কে ভাগ্নে, আমি তোমার মামী॥ ১॥ আমি তো নাগরি (নগরবাসী) গোয়ালিনী, বড়াই সর্বদা আনন্দময়ী। আমাকে কেন আইহনের রানী বলে চিনতে পারছিস না॥ ধ্রু॥ কানাই তুই হাতে সুবর্ণের বাঁশী তুলে নিলি। আমাকে তুই বেশি রূপসী দেখছিস॥ কানাই তুই দেখতে পাবি, ভক্ষণ করতে পাবিনা॥ লাভের মধ্যে কিল খাবি, বাড়ি (দন্তাঘাত) খাবি আর বেঁধে নিয়ে যাবে॥ ২॥ সুন্দর কানাই, অতএব ছল-চাতুরি কোরোনা। আমি দৈ নিয়ে যাব মথুরা রাজের কাছে॥ নিজেকে চিনে নাও, কানাই, আমার আশা ত্যাগ কর। বাসলীশির বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৭৭

রাধা কৃষ্ণকে কংসের শাসনের ভয় দেখিয়ে মুক্তি চাইছেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ লঘু নটক : হাল্কা দুষ্ট আচরণ। নাগরি : নগর বাসিনী (বিদুষী এই অর্থে)। লাভে কিল বাড়ী খাই বান্ধিল জাই : লাভের মধ্যে কিল, লাঠির আঘাত খাবে, বেঁধে নিয়ে যাবে। আপন চিনহ : নিজের বংশগৌরব মনে রাখ।

স. ১৯ ॥ বিলেশয়বিষদ্বিষদ্বিষমরাগ রাগাবলী
শিখিজ্বলিতমানসো নিসরসো বশোযেস্মিতে।
ততো বিতত রাধিকেঽধরশুধাং শুয়ী কৃতৌ
কৃতিসুখে সুখে মম সুখিতরবধষিণী॥

সর্পবিষ থেকেও বিষম প্রেমাগ্নিতে আমার মন জ্বলছে (তৃষ্ণায়), শুষ্ক হচ্ছে। আমি তোমার বশ হলাম। ওগো রাধা, অতএব অধরসুধা দান কর। আশ্রিতের সুখে সুখী হও, ওগো মহৎ সুখেতর (অর্থাৎ দুঃখ) নাশকারিণি।

৪৩. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লগনী ॥

কৃষ্ণ ও রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি।

কর্পূরবাসিত রাধা খাআর তাম্বুল।
টুটুক কাম আনল দেহ্ চুম কোল॥ ১ ॥
কোণ পুরাণে কাহ্ন হেন[৩৬/খ] শুনিলী কাহিণী।
তোহ্মো ভাগিনা কাহ্নাঞি আহ্মো ত মাউলানী॥ ২ ॥
মাউলানী মাউলানী রাধা ঘোসসি তুণ্ডে।
মোর পাঁচশরতাপ পড়ু তোর মুণ্ডে॥ ৩ ॥
কথাঁ না বসসি কাহ্নাঞিঁ কথাঁ তোর ঘর।
মোর কংস নৃপতীক না করহ ডর॥ ৪ ॥

কি করিতেঁ পারে তোর সে না কংস রাঅ।
দৈবকীনন্দন কাহ্ন কাখো না ডরাঅ॥ ৫ ॥
আহ্মাকে বল কৈলেঁ তোর নাহিঁ কিছু ফল।
মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকল॥ ৬ ॥
ভাণ্ড ভাঁগিবোঁ রাধা খাইবোঁ তোর দধী।
আঞ্চলে ধরিবোঁ মোর না জাণসি শুধী॥ ৭ ॥

আঞ্চলত না ধরহ শুনহ অবুধ।
সমুচিত ফল পাইবেঁ নঠ হৈলেঁ দুধ॥ ৮ ॥
ভুজযুগে বান্ধী রাধা দশনদংশনে।
মোর সমুচিত ফল কর রুষ্ট মণে॥ ৯ ॥
নাগরালী তেজ কাহ্নাঞিঁ নেবারহ মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ। রাধা, তুমি কর্পূর সুবাসিত তাম্বুল খাও। আমার কামানল ঘুচুক, চুম্বন-আলিঙ্গন দাও॥ ১ ॥
রাধা। কানাই, তুই কোন্ পুরাণে এমন কাহিনী শুনেছিস। তুই ভাগ্নে, আমি তোর মামী (এটা ভুলছিস কেন?)॥ ২ ॥
কৃষ্ণ। বার বার মুখে মাতুলানী বলছিস। আমার পঞ্চশরের বিষ তোর মাথায় পড়ুক॥ ৩ ॥

রাধা। কানাই, কোথায় তোর বাস, যে আমার কংস নৃপতিকে ভয় করিসনা? ৪ ॥
কৃষ্ণ। তোর কংসরাজা কি করতে পারে? দৈবকী নন্দন কানু কাউকে ভয় করে না॥ ৫ ॥
রাধা। আমার উপর বল করলে তোর কোনও ফল হবেনা। বানরের হাতে ঝুনা নারকেলের মত (অর্থাৎ ভেঙে খাবার ক্ষমতা হবেনা)॥ ৬॥
কৃষ্ণ। ভাঁড় ভেঙে, রাধা, তোর দৈ খাব। তোর আঁচল ধরব। আমার শুদ্ধির প্রয়োজন নেই॥ ৭ ॥
রাধা। ওগো নির্বোধ, আমার আঁচল ধোরোনা। দুধ নষ্ট করলে তার সমুচিত ফল পাবে॥ ৮॥
কৃষ্ণ। রাধা, তোকে দু'বাহু-বন্ধনে বেঁধে অধর দংশন করব। তুমি রুষ্ট মনে আমাকে সমুচিত শাস্তি দাও॥ ৯॥
রাধা। কৃষ্ণ তুমি নাগরালি তেজ নিবারণ কর।
বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ১০॥ ৭৮

কৃষ্ণের শারীরিক বল-প্রয়োগের শঙ্কায় রাধা তাকে নিবৃত্ত করছেন। দশটি শ্লোকে, ২০টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ খাআর : খাও। পাঁচ শরতাপ : কামের পঞ্চশরের অভিশাপ। মাকড়ের হাথে যেন ঝুনা নারীকেল'—প্রচলিত প্রবাদ বচন : বানর যেমন ঝুনা নারকেল ভেঙে শাঁস খেতে পারেনা, তেমনি তুমি আমার যৌবন ভোগ করতে পারবে না।

স. ২০॥ মুধা রাধা বাধাং জরতি কুরুতে প্রাণপুরুষং
রোষা দোষ রোষব্যসনরসিকস্যাপি মম কিম্।
সুধাসারাধারস্তন[৩৭/ক] কনককুম্ভপ্রণয়িনং
রশাবেশাদেশা জনয়তি যথা মাং কুরু তথা॥

কৃষ্ণ বড়াইকে বলছেন, জরতি, মুগ্ধা রাধা বৃথা পরুষ কথা বলছে। আমি ওর রোষ-ব্যসনের রসিক। ওতে আমার কি হবে? এখন রসাবেশ ভরে রাধা যাতে আমায় তার সুধা-সারাধার স্তনকনককুম্ভের প্রণয়ী রূপে গ্রহণ করে, তুই তাই কর।

৪৪. পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

কৃষ্ণ বড়াইকে, রাধার রূপবর্ণনা ছলে।

মুখ কমলে আতি শোভা করে
খঞ্জননয়ন দুঈ।
ভ্রুহি কাল শাপ যুগল তাহাত
শোভএ নিচল হোই॥
আন যদি দেখে রাজপদ পাএ
নানা উপভোগে নহে।
আছু রাজপদ দুর বড়ায়ি
জীবন মোর সন্দেহে॥ ১॥
হাথ যোড় করিআঁ ভকতি করোঁ
জীউ দান দেহ বড়ায়ি।
বোল রাধারে মানু সুরতী
তবেঁসি জীএ কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥

মাণিক জিনিআঁ দশনদুতী
গীএ সাতেসরী হাবে।
কর কমল বাহু মৃণাল
হেমঘট পয়োভারে॥
নাভী তার নদ ঘাট ত্রিবলী
ঘন জঘন পুলিনে।
উচিত তাহাতে কলহংস সম
রএ কনক রসনে॥ ২॥
রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন
বোমাবলী কিরিপানে।
আতি আদভুত বিণি ঘাএ হাণী
বিকল কৈল পরাণে॥

ভিতবে অনঙ্গ আনল জলে
বাহিরে কোহো নাহিঁ জাণে।
এহাত আহ্মার নাহিঁক নিস্তার
কহিলোঁ তোর চরণে॥ ৩॥
উরুযুগ শোভে রামকদ[৩৭/খ]লী
থলকমল চরণে।
রাজহংস জিণিআঁ আতি
রাধার মন্থর গমনে॥
পৃথিবীত আহ্মে আবতার কৈল
তার সুরতীর আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

রাধার মুখকমলে খঞ্জননয়ন দুটি অপূর্ব শোভা সৃষ্টি করেছে। ভ্রূ-দুটি যেন তাতে কৃষ্ণসর্প নিশ্চলভাবে শোভা পাচ্ছে॥ অন্যে এরূপ দেখলে রাজপদ লাভ করে, নানা কিছু উপভোগ করে॥ বড়ায়ি, রাজপদতো দূরের কথা, আমার জীবনই সংশয়॥ ১॥ বড়াই, হাত জোড় করে তোকে ভক্তি করছি, আমাকে জীবন দান কর। রাধাকে সুরতি মানতে বল, তবে কানাই বেঁচে উঠবে॥ ধ্রু॥ রাধার দশনদ্যুতি (দন্তশোভা) মাণিককে পরাজিত করে। গলায় ওর সপ্তকণ্ঠী হার। হাত দুটি পদ্মের ন্যায়, বাহু দুটি মৃণাল-সদৃশ। স্তনদ্বয় হেমঘট। নাভী যেন নদীর মতো, ত্রিবলী তার ঘাট বিশেষ। ঘন (গুরুভার) নিতম্ব হল নদীতীর। এখন কলহংসের মতো তাতে স্বর্ণমেখলা (রাধার) ভাল মানাবে॥ ২॥ রাধার নিতম্বের বেড় যেন ঢাল, রোমাবলী (নাভির কাছে যৌবনের রোমরেখা) কৃপাণ। একি অদ্ভুত, বিনা আঘাতেই আমার প্রাণ বিকল করল॥ ভিতরে কামানল জ্বলছে, বাইরে কেউ জানতে পারছে না। এই অনল থেকে আমার নিস্তার নেই। তোর চরণে নিবেদন করছি॥ ৩॥ উরুদুটি শোভা পাচ্ছে, যেন রামকদলী, চরণদুটি স্থলকমল। রাধার মন্থর গমন রাজহংসকে পরাজিত করে॥ আমি তার সুরতির আশায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলাম। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৭৯

বড়াইকে সামনে রেখে কৃষ্ণের কবিত্বপূর্ণ রাধাস্তুতি। ৬॥ ৬॥ ৮ I-মাত্রক ত্রিপদী ছন্দে ১৮টি পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বসন : মেখলা। মণ্ডল আড়ন : গোলাকৃতি ঢাল। কিরিপান : কৃপাণ।

স. ২১॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
অযাধিভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং॥

জরতীর মুখে কৃষ্ণের উক্তি শুনে মনঃপীড়ার প্রাবল্যে রাধা তাকে একথা বললেন।

৪৫. রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥

রাধা বড়াইকে।

কাহ্নাঞিঁর বোল সুণী তোহ্মার মুখে।
হৃদয় কাম্পএ মোর আতি বড় দুখে॥
এহা পথে যদি কাহ্নাঞিঁ লৈল মাহাদাণ।
দান এড়ি কেহ্নে করে রূপের বাখান॥ ১॥
আতিবড় দুষ্ট হৃদয় বনমালী।
তোহ্মাখো বড়ায়ি মোঁয়ি হের পুটাঞ্জলী॥ ধ্রু॥

কাহ্নাঞিঁর বোলে কেহ্নে পাতসি কানে।
কেহ্নে বা তাহার বোল কহ মোর থানে॥
তোহ্মা নিয়োজিল সাসুড়ী আহ্মা রাখিবারে।
তাহাত উচিত হএ হেনসি বেভারে॥ ২॥
রাখোআল কাহ্নাঞিঁ সে বড় আছিদর।
তাহার বোলত কেহ্নে তোহ্মার আদর॥

তোহ্মাত আছএ যবেঁ রতি পতিআস।
আপণেই চল তবেঁ কাহ্নাঞিঁর পাশ॥ ৩॥
এভোঁহো[৩৮/ক]চিন্তহ যবেঁ আহ্মার হিত।
কাহ্নের বচনে তবেঁ না দিহ চীত॥
মৌন করিআঁ দুহেঁ থাকি এক পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

তোমার মুখে কানাইয়ের উক্তি শুনে অতি দুঃখে আমার হৃদয় কাঁপছে॥ যদি কানাই এ-পথের মহাদানের ভার নিল তবে দান ছেড়ে আমার রূপ ব্যাখ্যা করে কেন? ১॥ বনমালী অতি বড় দুষ্ট হৃদয়। তোমাকেও বড়াই আমি হাত জোড় করি॥ ধ্রু॥ কানাইয়ের কথায় কেন কান দাও? কেনই বা তার কথা (কুপ্রস্তাব) আমাকে বল?॥ শাশুড়ি আমাকে রক্ষা করবার জন্যে তোমাকে নিযুক্ত করেছেন। সেক্ষেত্রে তোমার এমন ব্যবহার করা উচিত নয়॥ ২॥ রাখাল কানাই সে অতি দুষ্ট। তার কথায় কেন এত গুরুত্ব দাও? তোমার নিজের যদি রতিপতিকে পাবার ইচ্ছা জাগে, নিজেই কানাইয়ের কাছে চলে যাও॥ ৩॥ আর যদি আমার হিত চিন্তা কর, কানুর কথায় মন দিও না॥ এই বলে দুজন মৌন হয়ে একপাশে সরে রইলেন। বাসলীর শির বন্দনা করে চণ্ডীদাস এই ৮০
গীত গাইলেন॥ ৪॥

রাধা বড়াইকে কৃষ্ণের দৌত্য করার জন্যে তিরস্কার করছেন। গীতটি ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ পুটাঞ্জলী : হাত জোড় করে। আছিদর : ধূর্ত, দুষ্টমতি।

স. ২২॥ ইত্যুক্তা রাধিকা মৌনমাস্থায় চিরমেকতঃ।
চকার বসতিং নম্রবদনা বৃদ্ধয়া সহ॥
অথ পঞ্চশরক্ষুণ্ণমনাঃ কৃষ্ণো মুনিব্রতং।
রাধয়াঙ্গীকৃতং মত্বা রভসাদিদমাহ তাং॥

এই বলে রাধিকা মৌন অবস্থায় অবনতবদনে বৃদ্ধার সঙ্গে অনেকক্ষণ একান্তে বসে রইলেন। অতঃপর পঞ্চশর-ক্ষুণ্ণমনা (কামক্লিষ্ট) কৃষ্ণ, মৌনব্রতী রাধা অঙ্গীকার করেছেন (রাজি হয়েছেন) মনে করে, উল্লসিত হয়ে তাকে বললেন।

৪৬. কোড়ারাগঃ॥ একতালী॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণ।

হংস রএ সরোঅরে শুআহো পাঞ্জরে
কুয়িলী সে নন্দনবনে।
একেঁ একেঁ সখিজন সম্ভাক বোলাইলোঁ
না পাইলোঁ তোহ্মার বচনে॥ ১॥
বালি যাইবে ল আহ্মা উপেখিআঁ।
এড়িতে না ফুরে মন যৌবন দেখিআঁ॥ ধ্রু॥
সোনার কটুআ দুটি মাণিকে পুরাআঁ।
নেত বসন তাত ওহাড়ন দিআঁ॥
আহ্মা ভাণ্ডী লআঁ যাহ আমূল ভাণ্ডার।
কাঞ্চুলী ঘুচাআঁ লৈবোঁ তাহার বিচার॥ ২॥
সংপুন পুনমীচাঁদ তোহ্মার বদন।
কাঞ্চ হলদি যেন তোহ্মার বরণ॥
আকাইলেক কেশ তোর মুঠি এক মাঝা।
তোর রূপেঁ মোহো গেলা ত্রিদশের রাজা॥ ৩॥
তোর মুখে দেখি রাধা[৩৮/খ] খাণিএক হাস।
দেখোঁ দশনের যুতী চন্দ্র পরকাশ॥
ছাড়হ বিমতী রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

হংস সরোবরে থাকে, শুকপাখি পিঞ্জরে, কোকিল নন্দনবনে। একে একে সবাইকে ডাকলাম (এবং সাড়া পেলাম)। শুধু তোমার সাড়া পেলাম না॥ ১॥ ওগো বালিকা, আমাকে উপেক্ষা করবে? তোমার যৌবন দেখে ত্যাগ করতে মন চায়না॥ ধ্রু॥ সোনার কৌটা দুটি মাণিকে পূর্ণ করে, তার ওপর রেশমী বসন ঢাকা দিয়ে, আমাকে প্রতারিত করে ওই অমূল্য ভাণ্ডার নিয়ে যাচ্ছ। কাঁচুলি ঘুচিয়ে আমি তার বিচার করব॥ ২॥ তোমার বদন পূর্ণচন্দ্র সম। তোমার দেহবর্ণ কাঁচা সোনার মতন॥ তোমার কেশ আলুলায়িত, কটিদেশ এক মুঠিতে ধরা যায় (এত সরু)। ত্রিভুবনের রাজাও তোর রূপে মোহগ্রস্ত হয়॥ ৩॥ তোর মুখে, রাধা, দেখছি একটুখানি হাসি। দন্ত জ্যোতিতে যেন চাঁদ প্রকাশিত॥ রাধা তুমি বিমতি (অসম্মতি) ছেড়ে, আমায় আলিঙ্গন দাও। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৮১

রাধা মৌন রয়েছেন দেখে তার সম্মতি রয়েছে ভেবে নিয়ে কৃষ্ণ মিলিত হবার জন্যে অনুনয় করছেন। গীতটি ১৮ পংক্তিক পয়ারে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আকাইলেক : আলুলায়িত। বিমতী : অসম্মতি।

৪৭. মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

রাধা ও কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

আরে ভৈরবপতনে গাঅ গড়াহলি গিআঁ।
গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসি বান্ধিআঁ ॥
হেন যদি কর কাহ্নাঞিঁ আহ্মার বচনে।
তবেঁ তোর হএ পাপ সাগরে মোচনে ॥ ১ ॥
বিচারিআঁ চাহ কাহ্নাঞিঁ আগম পুরাণে।
কত পাপ হএ কৈলেঁ পরদার মনে ॥ ধ্রু ॥
তোর দুই উরু রাধা ভৈরবপতনে।
নিকটে থাকিতেঁ দূর জাইবোঁ কি কারণে ॥
তোর দুঈ কুচ কুম্ভ বান্ধি নিজ গলে।
বোল রাধা পৈসোঁ মো লাবণ্যগঙ্গাজলে ॥ ২ ॥
সুন সুবদনী রাধা আইহনের রাণী।
পাপের খণ্ডনবুধী আহ্মে ভালে জাণী ॥ ধ্রু ॥
কিছু না বুঝসি কাহ্নাঞিঁ ধরম বেবথা।
আন বুলিতেঁ আন পাতসি কথা ॥
বুঝিল কাহ্নাঞিঁ বুঝিল তোহ্মার মন।
তোহ্মা হেন পৃথিবীত নাহিঁক টেটন ॥ ৩ ॥
বিরোধ না কর কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘর।
বিহাণ আইলাহোঁ ভৈল তিঅজ পহর ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার বচন রাধা সুন পরমান।
বিণি রতি পাই [৩৯/ক]লেঁ তোক না এড়িবে কাহ্ন ॥
এআ জাণী বৈশ রাধা আহ্মার পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥
আহ্মাব পাশক রাধা আইস সত্ববে।
নহেত বান্ধিআঁ থুইবোঁ দানেব আন্তরে ॥ ধ্রু ॥

রাধা। ভৈরব পত্তনের দুর্গম গড়ে গিয়ে, গলায় কলসী বেঁধে গঙ্গাজলে প্রবেশ কব (প্রাণ বিসর্জন কর)। এমন যদি কর, কানাই, আমার কথা শোন, একমাত্র সাগরে তোমার এ-পাপ মোচন হতে পারে ॥ ১ ॥ কানাই, তুমি আগম পুরাণ বিচার কবে দেখ, পরদারের কথা মনে এলে কত পাপ হয় ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণ। রাধা, তোর দুটি উরু আমার ভৈরব পত্তন। কাছে থাকতে দূরে যাব কেন? তোর দুটি কুচকুম্ভ গলায় বেঁধে, রাধা তুমি যদি বল, আমি লাবণ্য গঙ্গাজলে প্রবেশ করি ॥ ২ ॥ আইহনের রাণী, সুবদনী বাধা, শোন, পাপ খণ্ডনের বুদ্ধি আমি ভাল জানি ॥ ধ্রু ॥

রাধা। কানাই, তুই ধর্মের ব্যবস্থা কিছুই বুঝিস না। এক কথা বলতে তুই অন্য কথা পাড়িস ॥ কানাই, তোমাব মন ভালোই বুঝেছি। পৃথিবীতে তোমার মত টেটন (ধূর্ত) আর নেই ॥ ৩ ॥ কানাই, বিরোধ কোরো না, আমায় ঘরে যেতে দাও। সকালে এসেছি, এখন তিন প্রহর বেলা হল ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণ। রাধা, আমার সত্যি কথা শোন। রতি না পেলে কানু তোমায ছাড়বে না ॥ এ-কথা জেনে আমার পাশে এসে বস। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ রাধা, সত্বর তুমি আমার পাশে এস, নইলে দানের জন্যে (শুল্ক আদায়ের জন্যে) তোমাকে বেঁধে রাখব ॥ ধ্রু ॥

৮-২

নাট্য-সংলাপী এ-গীতে চারটি দ্বিপংক্তিক (মোট ৮ পংক্তি) পয়ারে রচিত ধ্রুব পদ রয়েছে। তাছাড়া মূল গীতটি ১৬টি পযার পংক্তিতে, চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকে রচিত হয়েছে। এখানে কৃষ্ণ রাধাকে ভয় দেখিয়ে রতি মিলনে বাধ্য কবতে চাইছেন। বাধাও কিছুটা কঠিন ভাষায় তিরস্কার করছেন।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ ভৈরবপতনে গাঅ : ভৈরবপত্তন গড়ে (হিমালয়ের গাড়োষাল অঞ্চলে গঙ্গোত্রী প্রদেশ)। টেটন : দুষ্ট, ধূর্ত।

৪৮. মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

রাধা ও কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

এত বড় রাজা ভৈল ধনের কাতর।
পথে মাহাদাণী থুইল হেন আছিদর॥ ১ ॥
কাহারো আধিন নহে দেব বনমালী।
আপণে সুণ ল বোল রাধা ল গোআলী॥ ২ ॥
মোর দধি ঘৃতে কেহ্নে তোহ্মে মাহাদাণী।
তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞিঁ আহ্মেত মাউলানী॥ ৩ ॥
বাটে হাটে ঘাটে কাহ্নাঞিঁর দান বটে।
ভাণ্ড মাথে ষোল পন কড়াহো নাহিঁ টুটে॥ ৪ ॥

সবেঁ ষোল পোণ দেহ দধির পসারে।
মিছাই ঝগড় কর কাহ্নাঞিঁ গোআরে॥ ৫ ॥
পুরুব জনমে কৈল জলধি মন্থানে।
তোহ্মে লক্ষ্মী রাধা এবেঁ আহ্মে হরি কাহ্নে॥৬॥
সকল পুরুবকথা মিছা কহ তোহ্মে।
কথাঁ কাহ্ন হরি তোহ্মে কথা লক্ষ্মী আহ্মে॥ ৭ ॥

তোহ্মেত না জাণ রাধা আহ্মার মায়া।
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালে আহ্মার এক কায়া[৩৯/খ]॥ ৮ ॥
রাখোআল হআঁ বোল জগতনিবাস।
সুণিআঁ করিব তোরেঁ লোক উপহাস॥ ৯ ॥
বিণি দান পাইলেঁ আজি না এড়িবোঁ তোরে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ১০ ॥

রাধা। এতবড় রাজা (কংস) ধনের জন্যে এত কাতর হল যে এমন একজন ধূর্তকে (আছিদর) মহাদানী নিযুক্ত করল! ১ ॥
কৃষ্ণ। দেব বনমালী কারও অধীন নয়। গোয়ালিনী রাধা, আমার কথা শোন॥ ২ ॥
রাধা। আমার দৈ-ঘৃতে তুমি কেন মহাদানী হবে? তুমি তো আমার ভাগ্নে, আমি তোমার মামী॥ ৩ ॥
কৃষ্ণ। বাটে হাটে ঘাটে—সর্বত্রই কানাইয়ের দান-অধিকার। মাথায় ভাঁড় থাকলে ষোলপণ, এক কড়িও কম নয়॥ ৪ ॥
রাধা। সব মিলিয়ে দৈ-এর পসারে ষোল পণ নাও। কানাই, তুমি মিছাই গোয়ারের (মূর্খের) মত ঝগড়া করছ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণ। পূর্বজন্মে আমি সমুদ্র মন্থন করেছি। তুমি ছিলে লক্ষ্মী, এখন রাধা। আমি হরি ছিলাম, কানু হয়েছি॥ ৬ ॥
রাধা। আমাকে তুমি যে পূর্বকথা বলছ, সবই মিথ্যা। কোথায় তুমি হরি, কোথায় বা আমি লক্ষ্মী! ৭ ॥
কৃষ্ণ। রাধা, তুমি তো আমার মায়া জান না। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সর্বত্রই আমার মায়া বিরাজিত॥ ৮ ॥
রাধা। রাখাল হয়ে তুমি জগৎ-নিবাসের কথা বলছ। লোকে শুনে তোমায় উপহাস করবে॥ ৯ ॥
কৃষ্ণ। আজ দান না পেলে তোকে ছাড়বনা। বাসলীবরে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ১০ ॥ ৮৩

কথা কাটাকাটির মধ্যে রাধা নরম হয়ে সব পসারের জন্যে ১৬ পণ দিতে চান, কৃষ্ণ অবশ্য রতি-মিলন ছাড়া অন্য শুল্ক চাননা। ২০টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে। ধ্রুবপদ রাখেননি।

৪৯. মল্লাররাগঃ ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণের প্রতি রাধা।

ঘৃত দধি নঁঠ কইলি আরেরে কাহ্নাঞিঁ ল
আম্বল কৈলী ঘোল দহী।
কি আরে কাহ্ন।
পুবের সুরুজ পশ্চিমে আথ জাএ ল।
এড়ি জাএ গোআলিনী সহী ॥ ১ ॥
জাইবার না দিলি মথুরার হাটে ল।
দানছলে রোন্ধসি বাটে ॥ ধ্রু ॥

গোপীজন সঙ্গে আহ্মে ছন্দে বুলিলোঁ ল।
বিকো জাওঁ মথুরার হাট।
মো কেহ্নে জাণিবোঁ কাহ্নাঞিঁ পথে মাহাদাণী ল
কাল ভৈল যমুনার বাট ॥ ২ ॥
ধর্ম্মের কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে ধর্ম্মে মাহাদাণী ল
ধর্ম্ম ছাড়ী কেহ্নে হেন কবী।

চারি পাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল
নিজ মাঁসে জগতের বৈরী ॥ ৩ ॥
সর সলি লাগে মোর কানের কুণ্ডল ল
বৈরি ভৈল পরিধান বাস।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ওগো কানাই, আমার ঘৃত-দধি নষ্ট করলি, ঘোল-দৈ টকে গেল। কি আর বলব কানাই। এখন পুবের সূর্য পশ্চিমে অস্ত যেতে বসেছে। সখী গোয়ালিনীরা আমায় ছেড়ে চলে গেল ॥ ১ ॥ মথুরার হাটে আমায় যেতে দিলি না। দানের ছলনায় পথ আটকে রাখলি ॥ ধ্রু ॥ গোপীদের সঙ্গে গল্প করতে করতে আমি স্বচ্ছন্দে মথুরার হাটে (পসার) বেচতে যাচ্ছিলাম। কি করে আমি জানবো যে কানাই পথে মহাদানী সেজে বসে আছে। যমুনার পথে যাওয়া আমার কাল হল ॥ ২ ॥ কানাই, তুমি তো ধার্মিক, ধর্মের মহাদানী। ধর্ম ছেড়ে কেন এমন কাজ করছ? আমি চতুর্দিকে চেয়ে দেখছি, মনে হচ্ছে, যেন নিজ দেহমাংসে (হরিণের মত) জগতের শত্রু হয়েছি ॥ ৩ ॥ আমার কানের কুণ্ডল সরসলি বা তীরের খোঁচার মত লাগছে। পরিধানের বসনও আমার শত্রু হল ॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৮৪

কৃষ্ণের জন্য রাধার পসার নষ্ট হল। সারাদিন যমুনাঘাটে আটকা রইলেন। সেজন্যে আক্ষেপ করছেন। ছন্দ মিশ্র ধরনের। প্রতি শ্লোকের প্রথম লাইনটি ৮॥৬।-মাত্রার পয়ার। পরের লাইনটি ৮টি বা ১০ মাত্রক একপদী॥ মোট ১৮টি পংক্তি, চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোক-সহ একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবপদ।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আম্বল : অম্ল (টকে যাওয়া—এই অর্থে)। ছন্দে : স্বচ্ছন্দে (স্বাভাবিকভাবে)। সরসলি লাগে মোর কানের কুণ্ডল : কানের অলঙ্কার কুণ্ডল শরের খোঁচার মত লাগছে।

৫০. মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ রাধার প্রতি।

পাএর মগর [৪০/ক] খাড়ু মাথে ঘোড়া চুলে।
চাঁচরী খেলাওঁ মোএঁ যমুনার কূলে ॥
খেড়ী খেলাইএ আহ্মে নান্দের ঘরে।
নিন্দ না জাএ কংস রাঅ মোর ডরে ॥ ১ ॥
কিকে রাধা আজি তোহ্মে মথুরাক জাইবে।
সুরত সংভোগে রাধা বৃন্দাবন পাইবেঁ ॥ ধ্রু ॥

কণআ সদৃশ রাধা তোহ্মার গাঅ।
হংসগমনে রাধা বাঢ়াসি পাঅ ॥
আতি কঠিন কুচ তোর মাঝা খিনী দেহা।
হেন রূপ যৌবনে না পাতসি নেহা ॥ ২ ॥
না কর সুন্দরি রাধা আন জঞ্জাল।
আমিআঁ বরিষে তোর নয়ন বিশাল ॥

খোঁপাত লুলয়ে তোর দোলঙ্গের মাল।
এতেকেঁ ভুঞ্জিতেঁ রতি তোর এহি কাল ॥ ৩ ॥
বিম্বফল জিণী তোর আধরের কান্তী।
মুকুতাসদৃশ তোর দশনের যুতী ॥
তোহোর যৌবনে মোর মজি গেল মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

পায়ে মকর-খাড়ু, মাথায় দীর্ঘ কেশ (ঘোড়াচুল)। আমি চাঁচর (ক্রীড়া বিশেষ) খেলা করি, যমুনার তীরে ॥ নন্দের ঘরে আমি খেড়ি (ক্রীড়া বিশেষ) খেলি। তাতেই আমার ভয়ে কংসের ঘুম হয়না ॥ ১ ॥ রাধা, আজ কেন তুমি মথুরায় যাবে? রতি সম্ভোগে তুমি বৃন্দাবন পাবে (অর্থাৎ বৃন্দাবন বাসের সুখ পাবে) ॥ ধ্রু ॥ রাধা, তোমার দেহ স্বর্ণবরণ। তুই হংস গমনে (মন্থর গমনে) পদক্ষেপ করিস ॥ তোর স্তনদ্বয় দৃঢ়, কটিদেশ ক্ষীণ। এমন রূপ যৌবন সত্ত্বেও প্রেম করিস না ॥ ২ ॥ সুন্দরি রাধা, অন্য ঝামেলা করিস না। তোর বিশাল নয়নে অমৃত বর্ষিত হচ্ছে ॥ তোর খোঁপায় দোলন চাঁপার মালা। রতি ভোগের এই তো তোর সময় ॥ ৩ ॥ তোর অধরকান্তি বিম্বফলকে হার মানায়। তোর দাঁতের জ্যোতি (শোভা) মুক্তার মত ॥ তোর এই যৌবনে আমার মন মজেছে। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৮৫

কৃষ্ণ রাধার রূপবর্ণনা করে তার মন পাবার চেষ্টা করছেন। ১৮ পংক্তিক পয়ারে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ মগর খাড়ু : মকরমুখী খাড়ু (পায়ের মল), ঘোড়া চুল : ঘোড়ার লেজের মত দীর্ঘ চুল। চাঁচরী : খেলা বিশেষ। খেড়ী : খেলা বিশেষ। দোলঙ্গের মাল : দোলনচাঁপার মালা।

স. ২৩॥ নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥

কৃষ্ণের কথা শুনে ব্যথিতা, কৃষ্ণাঙ্গী (ভয়হেতু কৃষ্ণাঙ্গী) রাধা কাঁপতে কাঁপতে বড়াইকে বললেন।

৫১. ভাঠিআলীরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

রাধা বড়াইকে : কবির বর্ণনায়।

ঘৃত দধি দুধেঁ পসার সজাআঁ
পিন্ধিলোঁ পাটের সাড়ী।
[৪০/খ]খোম্পাত উপর গুজরে ভ্রমর
তাহাত কাহ্নের ধাড়ী॥ ১॥ ধ্রু॥
কান্দে গোআলিনী পাগলি হআঁ
কি লআঁ জাইবোঁ ঘরে।
দধির পসারে কাহ্ন মাহাদাণী
কংসক না করে ডরে॥ ধ্রু॥
কদম তলাত বসিআঁ কাহ্নাঞিঁ
নাকে মুখে বাঁশী বাএ।
দধি খাএ কাহ্নাঞিঁ আব ভাণ্ড ভাঁগে
বলে আলিঙ্গন চাহে॥ ২॥
নাকড়ি তলাত বসিআঁ কাহ্নাঞিঁ
বলে কাটী খাএ খীরে।
জখন দেখোঁ মো কাল কাহ্নাঞিঁ
ডরেঁ চিত নহে থীরে॥ ৩॥
পাপে মন দিআঁ নটক কাহ্নাঞিঁ
গোকুল কুল বিনাশে।
বাসলীচরণ শিবে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ঘৃত দধি-দুধে পসার সাজিয়ে পাটের (পট্টবস্ত্র) সাড়ী পরলাম। খোপাব উপর ভ্রমব গুঞ্জবণ করছে। তাব ওপর কানাই-এর উৎপাত॥ ১॥ রাধা গোয়ালিনী পাগল হয়ে কাঁদছেন, আমি কি নিয়ে ঘরে ফিরব? দধির পসারে কানাই মহাদানী হয়েছে। কংসকে সে ভয় করছে না॥ ধ্রু॥ কদমতলায় বসে নাকে মুখে বাঁশী বাজাচ্ছে। দধি খেয়ে ভাঁড় ভেঙেছে, জোর করে আলিঙ্গন চাইছে॥ ২॥ অশ্বত্থ তলায় (নাকড়ি) বসে কানাই জোর করে ক্ষীর কেড়ে খেয়েছে। যখনই কাল (যম-সদৃশ) কানাইকে দেখেছি আমার চিত্ত ভয়ে অস্থির হয়েছে॥ ৩॥ পাপে মন দিয়ে দুষ্ট কানাই গোকুলের কুল বিনাশ করছে। বাসলীচরণ বন্দনা ৮৬
করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

কবির জবানীতে রাধাব দুর্দশার বর্ণনা। ৬॥ ৬॥ ৮]-মাত্রক ত্রিপদী, ১০ পংক্তিক গীত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ধাড়ী : উৎপাত। নাকড়ি : শ্বেত অশ্বত্থ গাছ।

স. ২৪॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

জরতী প্রতিপাদিত রাধার কথা শুনে চতুর, সতৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধিকাকে বললেন।

৫২. পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল
না ছান্দো না বান্ধো গাই।
ছান্দের দড়ী সবই হারাইলোঁ
বাছুর উদ্দেশ নাহিঁ॥ ১॥

সব খন গোঠ উদাওঁ বুলে
তোর ভাবেঁ কাহ্নাঞিঁ।
কেহো বোলে মার কেহো বোলে ধর
যার বাড়ী জাএ গাই॥ ধ্রু॥

রাধে ল ... ...
... ...

রাধা, তোর বিরহে চিত্ত ব্যাকুল। গাই বাঁধা-ছাঁদাও করছি না। বাঁধবার দড়ি সব হারিয়ে ফেলেছি, গোবৎসের হদিস পাচ্ছি না॥ ১॥ সবসময় গো যূথ (গরুর পাল) কোথায় উধাও হচ্ছে (উচ্ছৃঙ্খলভাবে ঘুরছে), কানাই তোর ভাবে (মগ্ন) রয়েছে। গাইগুলি যাদের বাড়িতে ঢুকছে তাঁদের কেউ বলছে, মার, কেউবা বলছে, ধর॥ ধ্রু॥ ওগো রাধা··· ৮৭

[এরপর ৪১/ক ও ৪১/খ পাতাটি পাওয়া যায়নি]

কৃষ্ণ এখানে রাধা-প্রেম-বিভোরতায় গো-পালকে ঠিকমতো দেখাশুনা করতে পারছেন না, এই অসহায়তার কথা বলছেন। ৬॥ ৬॥ ৮ I-মাত্রক লঘু ত্রিপদী ছন্দ। মাত্র ১ম শ্লোক এবং ধ্রুব শ্লোকটি পাওয়া গেছে।

৫৩. … … … …

… … … … … …
[৪২/ক] বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৩॥ ৮৮

গীতটির শেষ ভণিতা লাইনটি (তৃতীয় শ্লোক) মাত্র মিলেছে ৪২/ক পাতায়।

স. ২৫॥ নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥

কৃষ্ণের কথা শুনে কৃশাঙ্গী সতী রাধা দুঃখিত চিত্তে কম্পিত দেহে জরতীকে বললেন।

৫৪. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বড়াইকে রাধা।

পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ।
যথাঁ সে কাহ্নাঞিঁর মুখ দেখিতেঁ না পাওঁ॥
হেন মন করে বিষ খাআঁ মরি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥ ১॥
সরূপেঁ মরিবোঁ তবেঁ শুণহ বড়ায়ি।
পন্থে বল করে যবেঁ আবাল কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥

দধি খাএ ভাণ্ড ভাঁগে দুধে দেয়ি পাণী।
সম্বন্ধ না মানে সে ভাগিনা মাউলানী॥
তিন লোক খাআঁ বোলে আহ্মার গোআলী।
জগজনে বোলে সে ভাগিনা বনমালী॥ ২॥
শিশু হেন দেখি কাহ্ন বড় কাজ করে।
এড় এড় বুলিতেঁ আধিকেঁ করে ধরে॥

তার বোল বুলিতেঁ সব গাঅ বিষ জ্বলে।
নান্দো যশোদার পোঅ পন্থে বল করে॥ ৩॥
আতিবড় দুরুজন বাটত কাহ্ন।
বার বরিষের মোকেঁ মাঁগে মাহাদান॥
দাণ ঘাটের কাহ্ন এড়ু পতিআশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

বড়াই, আমি তো জাতে পাখি নই যে যেখানে কানাই-এর মুখ দেখতে হবেনা সেখানে উড়ে চলে যাব। এমন মনে হয় যে বিষ খেয়ে মরে যাই। নতুবা মেদিনী বিদীর্ণ হোক তার মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করি॥ ১॥ বড়াই, সত্য বলছি, পথে আবার যদি বালক কৃষ্ণ বলপ্রয়োগ করে আমি মৃত্যু বরণ করব॥ ধ্রু॥ সে দৈ খায়, ভাঁড় ভাঙে, দুধে জল ঢেলে দেয়, আমাদের ভাগ্নে মামীর সম্বন্ধ মানেনা॥ ত্রিলোক খেয়ে (অর্থাৎ ত্রি-সংসারকে অগ্রাহ্য করে) আমাকে গোয়ালিনী বলে। অথচ জগৎজন বলে, (জানে এই অর্থে) বনমালী হল আমার ভাগ্নে॥ ২॥ কানাই শিশু, কিন্তু বড়োর মত কাজ করে। ছেড়ে দাও বলতে বলতে আরও বেশি জড়িয়ে ধরে॥ তার কথা বলতে আমার সমস্ত গা জ্বলে যায়। নন্দ-যশোদার পুত্র আমাকে পথে বলপ্রয়োগ করে॥ ৩॥ কানাই অতিবড় দুর্জন, পথ আটকে আমার কাছে বার বছরের দান চায়॥ ঘাটের দানী কানাই, আমার পতিত্বের আশা ত্যাগ করুক। বাসলী শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৮৯

বড়াই-এর কাছে রাধার আক্ষেপোক্তি। কানাইকে বলপ্রয়োগ থেকে নিবৃত্ত করতে অনুরোধ। ১৮ পংক্তির পয়ারে গীতটি রচিত হয়েছে।

৫৫. কহ্নুরাগ[৪২/খ]ঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

কৃষ্ণ-রাধার সংলাপ।

সুন ল সুন্দরী রাধা পন্থত কৈলোঁ বিরোধা
তোক বৈরী আবাল গোপালে।
মোঞঁ গদা হাথে ধরোঁ আজি দাপ চুরু করোঁ
দেহ দান না কর কচালে ॥ ১ ॥
আহ্মে আইহন গোআলী সব গুণেঁ আগলী
শিশু মুখেঁ পরবত টালী।
তোরে বোলোঁ বনমালী বাপেঁ মাঞঁ দিবোঁ গালী
পন্থ ছাড় ভৈল এত বেলী ॥ ২ ॥
আহ্মা শিশু না দেখিহ সুণ ল সুন্দরি রাধা
আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশ্বরে।
সুন্দরি সরূপেঁ শুন বজর কত পবমান
তার ঘাএঁ পরবত চুরে ॥ ৩ ॥

হাথে মৌহাবী বাঁশী গোআল গোঠ বাসখি
পন্থে বসী সাহ মাহাদানে।
কতেক কবসি দাপ সহিতেঁ নাবিবি চাপ
বিলম্ব করহ কি কাবণে ॥ ৪ ॥
পামরী ছোবি নারী হুআঁ বড় আহ্নিরী
আসহন বোলহ সকলে।
তোর ভাল রিত নহে কে তোহোর হেন সহে
দান লৈবোঁ ধরিআঁ আঞ্চলে ॥ ৫ ॥
বাজা বড দুরুবার আইহন খুরের ধাব
কিকে কাহ্নাঞিঁ করহ কচালে।
ঘবত বুলিবোঁ যবেঁ লঘুতা পাইবেঁ তবেঁ
পাছে দো[৪৩/ক]ষ না দিহ আহ্মাবে ॥ ৬ ॥

সুণ রাহি সুন্দরি মারোঁ যবেঁ নহ তিরী
বাটে দান তোহ্মার না ছাড়োঁ
তোর রাজা কংসাসুর তার দাপ করোঁ চুব
আন কোন বিব সমেঁ ভিড়োঁ ॥ ৭ ॥
ঝগড় না কর পথে যোড় হাথ করি বোলোঁ
সমুচিত নেহ মোর দানে।
তোর পরসাদেঁ জাওঁ আন পাণী নাহিঁ খাওঁ
সাঁঝ ভৈল আইলোঁ বিহানে ॥ ৮ ॥
না লইবোঁ তোর দান মোর বোল পরমান
দেহ মোরে কুচের পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ। ওগো সুন্দরী রাধা, শোন, তুই পথে বিরোধ করে, বালগোপালকে শত্রু করছিস। আমি গদা হাতে ধরে তোর দর্প আজ চূর্ণ করব। আর কচাল (তর্ক) না করে আমায় দেহ দান কর ॥ ১ ॥

রাধা। আমি আইহনের গোয়ালিনী, সর্বগুণে শ্রেষ্ঠা। তুই শিশুমুখে পর্বত টলছিস্ (ছোটমুখে অসম্ভব কথা বলছিস)। বনমালী তোকে বলছি, এ-কাজ করলে বাপ-মা গালি দেবে। এত বেলা হল, পথ ছেড়ে দে ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ। আমাকে শিশু দেখো না, সুন্দরি রাধা শোন, আমি কলির ত্রিদশ (ত্রিশ কোটি) ঈশ্বর। সুন্দরি, সত্য কথা শোন, বজ্রের কত শক্তি জান, তার আঘাতে আমি পর্বত চূর্ণ করি ॥ ৩ ॥

রাধা। তোর হাতে মধুকরী বাঁশী, গোঠে গোপাল রাখিস, পথে বসে মহাদান চাস্। যতই দর্প করিস, (রাজার) চাপ সহ্য করতে পারবি না। অকারণে কেন দেরি করাচ্ছিস? ৪ ॥

কৃষ্ণ। পামরী, ছেনালি ভ্রষ্টা নারী, কপটমতি হয়ে সবাইকে কটুকথা বলিস। তোর স্বভাব ভাল নয়। তোর এত কে সইবে? অঞ্চল ধরে জোর করে দান আদায় করব॥ ৫ ॥

রাধা। রাজা খুব দুর্বার। আইহনও খুরধার। কানাই, তুমি কেন কচাল (কথা কাটাকাটি) করছ? যখন ঘরে গিয়ে বলে দেব তখন শাস্তি পাবে, আমায় দোষ দিতে পারবে না॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ। রাই সুন্দরী, শোন। স্ত্রীলোক নাহলে তোমায় মেরে ফেলতাম। পথের দান ছাড়তে পারবো না। তোর রাজা কংসাসুর, তার দর্প চূর্ণ করব। আর কোন্ বীরের সঙ্গে লড়ব? ৭ ॥

রাধা। পথে ঝগড়া কোরো না। জোড়হাতে বলছি, যা উচিত দান তাই নাও। তোর প্রসাদে (অনুগ্রহে) ঘরে যেতে চাই। সারাদিনে অন্য কোনো অন্নজল খাইনি। সেই সকালে এসেছি, এখন সন্ধ্যা হয়ে এল॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ। না, তোর দান নেবোনা, সত্যি কথা বলছি, আমাকে স্তনের কাছে যেতে দাও। শিরে বাসলীচরণ বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৯ ॥

৯০

রাধা কৃষ্ণের কথা কাটাকাটি। কৃষ্ণ রাধার বক্ষ স্পর্শ করতে চান। ১৮টি ৮॥ ৮॥ ১০ ।-মাত্রাব দীর্ঘ ত্রিপদী পংক্তিতে গীতটি রচিত। ধ্রুবপদ রাখেননি।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সহে : সংগ্রহ কর। পামরী : পাপিষ্ঠা। ছেনারি : কুলটা। আসহন : অসহনীয়।

৫৬. কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

* *রাধা কৃষ্ণকে।*

উনমত নহ কাহ্নাঞি মন কর থীর।
মোর পাশ নাহিঁ আএ আইহন বীর॥
বলেঁ চুম যদি দিবেঁ দশনের ঘাত।
তবেঁ কোণ ছলেঁ ঘর জাইবোঁ গোপীনাথ॥ ১ ॥
প্রণাম করিআঁ বোলোঁ দেব গদাধর।
একবার দয়া করী আহ্মা পরিহর॥ ধ্রু ॥

কেহ্নে হেন কহ হআঁ গোআল জাতী।
পরনারীকে কেহ্নে করহ আরতী॥
নান্দ গোপ সুণিলেঁ হৈবের কোণ গতী।
মণে পরিভাবি কাহ্নাঞি তেজহ বিমতী[৪৩/খ]॥ ২॥
দানের আন্তরে কাহ্নাঞি নেহ মুতীমহার।
নাহিঁ যাবোঁ কাহ্নাঞি মথুরাক আরবার॥

ঘৃত দুধ নঠ মোর সকল পসার।
সাসুড়ী ননন্দ মোর আতি দুরুবার॥ ৩ ॥
প্রথম বএঁসে মোঁ রাধিকা গোআলী।
না জানোঁ সুরতি ভাব সুণ বনমালী॥
এড়হ বাগড় কাহ্নাঞি জাইতেঁ দেহ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪ ॥

কানাই তুমি উন্মত্ত হয়োনা, আইহন বীর (আমার স্বামী) এখনো আমার পাশে আসেনি (আমায় উপগত হয়নি)। গোপীনাথ, যদি তুমি জোর করে চুম্বন দাও, দশনের আঘাত দাও, আমি কি করে ঘরে যাব? ১ ॥ দেব গদাধর, তোমাকে প্রণাম করে বলছি, একবার দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও ॥ ধ্রু ॥ গোয়ালা জাতি হয়ে কেন এমন বল? পরনারীকে কেন আরতি (বা প্রেম) করবে? গোপ নন্দ শুনলে তোমার কি গতি হবে? -একথা ভেবে এই বিমতী (কুমতি) ত্যাগ কর॥ ২॥ দানের জন্য আমার মুক্তাহার নাও। কানাই (এই প্রতিজ্ঞা করছি) আর কখনও মথুরায় যাব না॥ আমার ঘৃত-দুধ, সব পসার নষ্ট হল। আমার শাশুড়ী ননদ খুবই দুর্জন॥ ৩॥ বনমালী শোন, আমার এখন প্রথম বয়স। আমি সুরতির কিছু বুঝিনা॥ বাধা দিও না, কানাই, আমায় ঘরে যেতে দাও। বাসলী বরপ্রাপ্ত বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৪ ॥ ৯১

রাধা কৃষ্ণের কাছে অনুনয় করছেন। সে যেন দান হিসাবে মুক্তার হার নিয়ে তাকে এবাব মুক্তি দেয়। ১৮টি পয়াব পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বাগড় : বাধা। আরতী : অভিলাষ।

৫৭. ধানুষীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

ত্রিদশের নাথ আহ্মে কাহ্নাঞিঁ। ল॥ আল রাধে॥
খোজিলেঁ আহ্মা পাইবেঁ নাহিঁ॥
বড় আশে আইলোঁ তোর ঠাই।
পাইল নিধি কে না বিহড়ায়ি॥ ১॥
বারেক রাখহ জীবনে।
তোরে দিবোঁ আমুল রতনে॥ ধ্রু॥

যাবত যৌবন কালে।
তাবত সরস শৃঙ্গারে॥
এবেঁ মোর মনে হউ সুখ।
বিকসু কমল তোর মুখ॥ ২॥
চাহ মোরে আড় করী দীঠে।
কোণ দোষেঁ দিআঁ যাহ পীঠে॥

এবেঁ দৈব কাহ্নু গদাধরে।
কামসাগরে কর পারে॥ ৩॥
কেলি করি জাই বৃন্দাবনে।
দেহ মোরে সরস বচনে॥
কাহ্নাঞিঁক না কর নিরাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডী[৪৪/ক]দাসে॥ ৪॥

ওগো রাধা, আমি ত্রিদশের নাথ কানাই। খুঁজলেও আমায় পাবে না। বড় আশা নিয়ে তোর কাছে এসেছি। পাওয়া নিধি কে হাতছাড়া করে? ১॥ একবার আমার জীবন রক্ষা কর। তোকে অমূল্য রত্ন দেব॥ ধ্রু॥ যতদিন যৌবন রয়েছে, ততদিনই সরস শৃঙ্গারের সময়॥ এখন আমার সুখ হোক। তোর কমল-আনন বিকশিত হোক॥ ২॥ তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাও। কি দোষে আমার দিকে পিঠ করে রয়েছ॥ এখন দেব কানাই গদাধরকে কাম সাগর পার কর॥ ৩॥ কাম ক্রীড়া করে বৃন্দাবনে ফিরে যাব। আমার সঙ্গে সরস বচনে কথা বল॥ কানাইকে নিরাশ কোরো না। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৯২

কৃষ্ণ রাধার কাছে রতি ভিক্ষা ছলে নিজেকে ত্রিদশ-নাথ বলে পরিচয় দিচ্ছেন। ১০ মাত্রক ১৮ পংক্তিতে গীতটি রচিত। তার মধ্যে ৫-৬ পংক্তি ধ্রুবপদ।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বিহড়াই : হাতছাড়া করে। আড় করি দীঠে : তির্যক দৃষ্টিতে চাওয়া।

৫৮. গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ জয়জয় ॥

রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

কে বোলে গদাধর কে বোলে কাহ্ন।
বাটে বাটোআড়ী করী সাহে মাহাদাণ ॥ ১ ॥
আহ্মা না চিহ্নসি তোঁএ মুগধী গোআলী।
শঙ্খ চক্র আহ্মে গদা শারঙ্গ ধরী ॥ ২ ॥
রাখোঁআল কাহ্নাঞিঁ বোলসি দেব হরী।
না জাণো কংস সুণিলেঁ এহাএ মরী ॥ ৩ ॥
প্রাণে মারিবোঁ কংসাসুর মোঁএঁ হেলে।
দান লইবোঁ তোক মো ধরিবোঁ বলে ॥ ৪ ॥
ষোল শত গোআলিনী জাইএ বিকে হাটে।
মাগু কিলেঁ কিলাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে ॥ ৫ ॥
ছাওআল না দেখ মোরেঁ মাথে ঘোড়া চুলে।
মুণ্ডে মুণ্ডে ডুসাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা হেলে ॥ ৬ ॥
তোহ্মার বিবত কাহ্নাঞিঁ তিরীর উপর।
এতেকেঁ পাইল তোহ্মে মহত্ব বিথর ॥ ৭ ॥
তেজ আল জঞ্জাল রাধা দেহ মোরে দান।
বিণী দানে না এড়িব আজি তোহ্মা কাহ্ন ॥ ৮ ॥
পথ বিরোধ না কর নান্দের নন্দন।
দয়া কর মোরে হের ধবোঁ চরণ ॥ ৯ ॥
সুবতি মানিআঁ রাধা জাহা [৪৪/খ] নিজ ঘব।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১০ ॥

রাধা। কে তোকে গদাধর বলে? কে তোকে কানাই বলে? পথে বাটোয়ারী (লুটপাট) করিস, মহাদান (শুল্ক) সংগ্রহ করিস ॥ ১ ॥
কৃষ্ণ। মুগ্ধা গোয়ালিনী, তুই আমাকে চিনিস না। আমি শঙ্খ-চক্র-গদা-শারঙ্গ (বিষ্ণু ধনু) ধাবী ॥ ২ ॥
রাধা। রাখোয়াল কানাই নিজেকে দেব হবি বলছ। জানিনা, একথা কংস শুনলে তুমি মারা পড়বে কি না ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণ। আমি অনায়াসে কংসাসুরকে প্রাণে মারব। দানরূপে তোকে জোব কবে ধবে আনব ॥ ৪ ॥
রাধা। আমরা ষোলশত গোয়ালিনী হাটে (দুগ্ধদ্রব্য) বিক্রী করতে যাই। তোকে পথে মেয়েলী কিলে (মুষ্টিপ্রহারে) মেরে ফেলব ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণ। আমাকে ছোটছেলে ভেবো না। মাথায় গোষ্ঠচূড়া (ঘোড়াচুল) রয়েছে। তোদেব মাথায় মাথায় ঢুসিযে (ঠোকাঠুকি করে) অনায়াসে তোদের মেবে ফেলব ॥ ৬ ॥
রাধা। কানাই, তোমার যত বীরত্ব স্ত্রীলোকের উপব। এতেই তুমি খুব মহত্ব (বীরত্ব) দেখাতে পার ॥ ৭ ॥
কৃষ্ণ। রাধা, আজে বাজে কথা ছাড়। আমার দান দাও। আজ কানু তোমাকে দান না নিয়ে ছাড়বে না ॥ ৮ ॥
রাধা। নন্দনন্দন, তুমি পথে বিরোধ কোরোনা। তোমার পায়ে ধরছি, আমাকে দয়া কর ॥ ৯ ॥
কৃষ্ণ। সুরতি মেনে নিয়ে রাধা নিজ ঘরে ফিরে যাও ॥
বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে এই গীত গাইলেন ॥ ১০ ॥

৯৩

রাধা কৃষ্ণকে পথের বাটপাড় বলে তিরস্কার করছেন। কৃষ্ণ নিজেকে শঙ্খ-চক্র-গদা-ধনুর্ধারী ভগবান রূপে জাহির করছেন। রাধা তার পায়ে পড়ে মুক্তি চাইছেন। কৃষ্ণ রতিদান ছাড়া ছাড়বেন না জানাচ্ছেন। দশটি দ্বিপংক্তিক পয়ার শ্লোকে, বিশ পংক্তিতে গীতটি রচিত। ধ্রুবপদ নেই।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ বাটোয়ারী : লুঠপাট। শারঙ্গ : বিষ্ণুধনু। ঘোড়াচুল : গোষ্ঠচূড়া। মুঁণ্ডে মুঁণ্ডে ডুসাআঁ : মাথায় মাথায় ঢুসাঢুসি বা ঠোকাঠুকি করে।

স. ২৬॥ নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥

কৃষ্ণের কথা শুনে কৃশাঙ্গী রাধা কম্পিততনুতে জরতীকে বললেন।

৫৯. ধানুষীরাগঃ॥ রূপকং॥

বড়াইকে রাধা।

সাসুড়ী ননন্দ মোর ঘরে দুরুবারে।
কোণ ছলেঁ জাইবোঁ ঘরে নহোঁ সতন্তরে॥
শ্রীফলসদৃশ কুচ সেহো মোর বৈরী।
বোলহ বড়ায়ি এবেঁ কোণ বুধী করী॥ ১॥
প্রাণ লআঁ খেড়া ভৈল আগ হে বড়ায়ি।
সামীর নিজ ধন খোজন্তি কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥
হার কাঙ্কন মোর কাঞ্চুলীতে দেএ টান।
হেনক হোছল মারে লএ পরাণ॥
চুম্বন দিবারেঁ চাহে বদনকমলে।
আলিঙ্গন চাহে কাহ্নাঞিঁ বিরহের জরে॥ ২॥
কাহাকে বুলিএ রতী না জাণো বড়ায়ি।
হেন বিপরীত কথা কহন্তি কাহ্নাঞিঁ॥
মোএঁ শিশুমতী বড়ায়ি করোঁ কোণ বুধী।
শুণিআঁ বা কি বুলিবে সামী গুণনিধী॥ ৩॥
অমূল রতন মানে ধরে মোর হাথে।
মাঙ্গে সুরতি দান সান দেই মাথে॥
নিষধ নিষধ বড়ায়ি শ্রীমধুসূদন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বসলীগণ॥ ৪॥

আমার ঘরে দুর্জন শাশুড়ি-ননদ রয়েছে। আমি তো স্বাধীন নই। কোন ছলে (রতিচিহ্ন নিয়ে) ঘরে যাব? শ্রীফলের মতো আমার স্তন সেও শত্রু হল। বড়াই বল, এখন কি বুদ্ধি করব? ১॥ প্রাণ নিয়ে খেলা বড়াই এখন সামনে এসেছে (অর্থাৎ প্রাণ সংশয় হয়েছে)। কানাই এখন স্বামীর প্রাপ্য ধন চাইছে॥ ধ্রু॥ হার, কাঁকন এবং কাঁচুলি ধরে টানাটানি করছে। এখন প্রাণ হেঁচকাটানে বার করে নিতে চায়॥ বদনকমলে চুম্বন দিতে চায়। বিরহের জ্বরে আমায় আলিঙ্গন করতে চাইছে॥ ২॥ বড়াই, কাকে রতি বলে আমি জানিনা। কানাই এমন বিপরীত কথা বলছে আমায়॥ বড়াই, আমি তো ছেলেমানুষ (শিশুমতী), তুমি কোনও বুদ্ধি কর। আমার গুণনিধী স্বামী এসব কথা শুনে কি বলবে? ৩॥ অমূল্য রত্ন জেনে, কানাই আমার হাত ধরে। মাথায় হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে সুরতি প্রার্থনা করে॥ বড়াই, তুমি শ্রীমধুসূদনকে নিবৃত্ত কর। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৯৪

বড়াই-এর কাছে রাধার অনুনয়, বড়াই যেন বুঝিয়ে কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করে। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ হোছাল : হেঁচ্‌কা টান। সানদেই মাথে : মাথায় হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে।

স. ২৭॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ [৪৫/ক] চতুরঃ কৃষ্ণ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

জরতীর মাধ্যমে রাধার কথা শুনে চতুর সতৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধাকে এ-কথা বললেন।

৬০. রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

দেবের দেব আহ্মে শ্রীবনমালী।
দুখেঁ গেল চিরকাল সুণ ল গোআলী॥
এবেঁ সুখ ভুঞ্জিতেঁ মোর গেল মন।
পালাউ জরমদুখ দেহ আলিঙ্গন॥ ১॥
না চিহ্নিলি আল রাধা না শুণিলি বাত।
গোকুলত মাহাদানী শ্রীজগন্নাথ॥ ধ্রু॥

শঙ্খ চক্র গদা আহ্মে শাবঙ্গ ধবী।
আহ্মা না চিহ্নসি বাধা মুগধী গোআলী॥
কোপেঁ শচীপতি যবেঁ ববিষএ বাবী।
গোকুল রাখিল আহ্মে করে গিবী ববী॥ ২॥
শম্ভু সম বান্ধি খোঁপা পাটোল পহ্রিআঁ।
বিকে যাসি গোআলিনী লাস কবিআঁ॥

বিধিএঁ গঢ়িল রাধা তোব দুঈ তন।
তা দেখিআঁ ভোলে পডিলা জনার্দ্দন॥ ৩॥
বারে বারে গোআলিনী দধি বিকে যাহা।
দান ভাঙ্গিআঁ মোর নিতেই পালাহা॥
ছাড়িব দান রাধা দেহ আলিঙ্গন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

শোনো গোয়ালিনী, আমি দেবাদিদেব শ্রীবনমালী। অথচ সারা জীবন আমার দুঃখে কাটল। এখন সুখ ভোগ কবতে মন চাইছে। জন্মদুঃখ পলায়ন করুক। আমাকে আলিঙ্গন দাও॥ ১॥ ওগো বাধা, গোকুলের মহাদানী শ্রীজগন্নাথকে চিনলি না, তার কথা শুনলি না॥ ধ্রু॥ আমি শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনুক (শারঙ্গ) ধারী। মুগ্ধ গোয়ালিনী রাধা, আমায চিনতে পারলি না॥ শচীপতি ইন্দ্র যখন রেগে বারিবর্ষণ করেছিলেন, আমিই করে গিরি ধারণ কবে গোকুলকে রক্ষা করলাম॥ ২॥ শম্ভু আকারের খোঁপা মাথায় বেঁধে, পট্টবস্ত্র পবিধান করে, গোয়ালিনী রাধা, তুই বেশবিন্যাস করে কোথায় যাচ্ছিস? রাধা, বিধি সযত্নে তোর স্তনদুটি গড়েছেন। তা দেখে জনার্দন ভোলে পড়েছেন (মোহিত হয়েছেন)॥ ৩॥ গোয়ালিনী, তুই বারবাব আমার দান ভেঙে (শুল্ক না দিয়ে) দধি বিক্রয় করে পালিয়ে যাস॥ তোর দান (প্রাপ্য শুল্ক) ছেড়ে দেব, আমাকে আলিঙ্গন দিয়ে যা। বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীসেবক এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৯৫

কৃষ্ণ রাধাকে তার শ্রীজগন্নাথ রূপ বোঝাতে চেষ্টা করছেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ শচীপতি : ইন্দ্র। শম্ভুসম বাঁধিখোপা : বিশাল খোপা বেঁধে। পাটোল : পট্টবস্ত্র। লাস : লাস্যময় বেশ।

স. ২৮॥ নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানবপুর্বল্লী জগাদ জরতীমিদং॥

কৃষ্ণের কথা শুনে অধিমতী শ্রীরাধা লতার মত কাঁপতে কাঁপতে জরতীকে এ-কথা বললেন।

৬১. ভাঠিআলীরাগঃ॥ রূপকং॥

রাধার আক্ষেপোক্তি : কৃষ্ণের উদ্দেশে : বড়াইকে।

আন[৪৫/খ]ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো।
কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো॥
কানড়ি খোঁপা বড়ায়ি মোর দুঈ তন।
যা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ করন্তি যতন॥ ১॥
কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।
আপণার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী॥ ধ্রু॥

আলকে তিলক বড়ায়ি কাজল নয়নে।
এহা দেখি বেআকুল নান্দের নন্দনে॥
আর না পিন্ধিবোঁ বড়ায়ি সুরঙ্গ পাটোল।
এহা দেখি মাঁগে কাহ্নাঞিঁ বিরহের কোল॥ ২॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সিশের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর॥

ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সাতেসরী হার।
যা দেখিআঁ মাঙ্গে কাহ্নাঞিঁ নিবিড় শৃঙ্গার॥ ৩॥
হেন মন করে বড়ায়ি দহে পৈসী মরী।
পরার পুরুষ সমেঁ ধামালী না করী॥
ধামালী বুলিতেঁ কাহ্নে না দিহলি আস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

বড়াই, তুমি নাপিতের লোক ডেকে আনো। বড়াই, আমি কানড়ী খোঁপা সহ মাথা মোড়াব॥ আমার স্তন দুটি শ্রীফল সদৃশ। তা দেখে কানাই এত যত্ন (লোভ) করছে॥ ১॥ ওগো বিধাতা, তুমি নারীকে নির্মাণ করে একি করলে? হরিণী আপন মাংসের জন্যে জগতের শত্রু হয়! ধ্রু॥ চূর্ণকুন্তল, তিলক এবং নয়নের কাজল দেখে নন্দনন্দন ব্যাকুল হয়েছে॥ বড়াই, আমি আর রঙীন পট্টবস্ত্র পরব না। এই (বেশবাস) দেখে কানাই বিরহের মিলন প্রার্থনা করছে॥ ২॥ বড়াই, আমি সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলব। হাতে বলয় ও শঙ্খচুড় ভেঙে ফেলব॥ সাতনলী হার ছিঁড়ে ফেলব—এ সব দেখে কানাই নিবিড় শৃঙ্গার চাইছে॥ ৩॥ বড়াই, এমন মনে হচ্ছে যে দিঘীতে ডুবে মরি। পরপুরুষের সঙ্গে কখনো ধামালী (প্রেমক্রীড়া) করিনা আমি॥ ধামালীর কথা বলাতে কানাইকে আমি কোনও আশা দিইনি। বাসলীশির বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৯৬

রাধা নিজের দেহ সৌন্দর্য এবং বেশবিন্যাসকে ধিক্কার দিচ্ছেন। মাথা মুড়িয়ে, সব অলঙ্কার, বেশবাস নষ্ট করে ফেলবার সংকল্প ব্যক্ত করছেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আলকে : চূর্ণ কুন্তলে। পৈসী : প্রবেশ করে। ধামালী : অশ্লীল নাচ-গান, এখানে প্রেম ক্রীড়া এই অর্থে ব্যবহৃত।

স. ২৯॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

বড়াই-এর উদ্দেশে রাধার কথা শুনে চতুর, সতৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধিকাকে বললেন।

৬২. পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ লগনী॥

কৃষ্ণ ও রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি।

নিতি নি[৪৬/ক]তি রাধা যাসি বিকে।
মোর মাহাদান ভাঙ্গাসি কিকে॥ ১॥
নিলজ বড় গোকুলের কাহ্ন।
কোণ বিতে তোর মাহাদান॥ ২॥
ঘৃত দধি দুধ তোর পসার।
মাহাদান কিকে ভাঁগ আম্মার॥ ৩॥
বিথর কালে বিথর শুনী।
ঘৃত দধি দুধে বসে মাহাদানী॥ ৪॥
পুছিআঁ চাহা বলভদ্র ভাই।
মোর মাহাদান তোম্মার ঠাই॥ ৫॥
কিবা পুছিবোঁ মোএঁ বলভদর।
তোহ্মাথো আধিক সে আছিদর॥ ৬॥
বড়ার ঝি তোর ভাল নহে মতী।
আজি করোঁ তোর পঞ্চ সঙ্গতী॥ ৭॥
এ লোক ও লোক সে জন খাএ।
সেহি এহা পথে মাহাদাণী বোলাএ॥ ৮॥
বার বরিষের আম্মার দান।
বান্ধিআঁ তোম্মার লইবোঁ পরাণ॥ ৯॥
কাহাক দেখাহ এ কাঠদাপে।
বান্ধিতেঁ না পারে তোম্মার বাপে॥ ১০॥
সুন্দরি রাধা মোর বোল শুন।
ছাড়িব দান দেহ আলিঙ্গন॥ ১১॥
না জাণো কাহ্নাঞিঁ সুরতি আশে।
কেহ্নে করহ হেন আভিহাসে॥ ১২॥
গোআল জাতী আতি পণ্ডিআঁ।
[৪৬/খ]পুরুষে আধিক তিরী আণ্ডিআ॥ ১৩॥
রাধাক রাখিল কাহ্নাঞিঁ।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলী আই॥ ১৪॥

কৃষ্ণ। রাধা রোজ রোজ (দুধ দৈ) বিক্রয় করতে যাস্। আমার দান কোথায় ভাঙ্গাস্ (খরচ করিস)॥ ১॥
রাধা। গোকুলের কানাই, তুই খুব নির্লজ্জ। কোন ভিত্তিতে তুই মহাদান চাচ্ছিস? ২॥
কৃষ্ণ। তোর ঘৃত-দধি-দুধের পসার। তার জন্যে আমার মহাদানের ভাগ কই? ৩॥
রাধা। বিস্তর কালে বিস্তর কথা শুন (কালে কালে কত শুনি)। ঘৃত-দধি-দুধেও মহাদানী বসছে॥ ৪॥

কৃষ্ণ। ভাই বলভদ্রকে জিজ্ঞাসা কর। তোমার কাছে মহাদান আমার প্রাপ্য ॥ ৫ ॥
রাধা। বলভদ্রকে কি জিজ্ঞাসা করব। সে তোমার থেকেও দুষ্ট ॥ ৬ ॥
কৃষ্ণ। বড়ঘরের কন্যা, তোর মতি ভাল নয়। আজ তোর পাঁচ অবস্থা (চরম দুর্দশা) করব ॥ ৭ ॥
রাধা। যে এখানে ওখানে খেয়ে বেড়ায়, সে এই পথে মহাদানী হয়ে বসেছে ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণ। আমার বার বছরের প্রাপ্য দান হিসাবে এবার তোমাকে বেঁধে প্রাণ নেব ॥ ৯ ॥
রাধা। কাকে তুমি এত কাঠ দাপ (বৃথা আস্ফালন) দেখাচ্ছ। তোমার বাপ এলেও আমায় বাঁধতে পারবেনা ॥ ১০ ॥
কৃষ্ণ। সুন্দরী রাধা, আমার কথা শোন। আমায় আলিঙ্গন দাও, দানের দাবি ছেড়ে দেব ॥ ১১ ॥
রাধা। কানাই, আমি সুরতির আশা কি তা জানিনা। কেন তুমি এমন অভিলাস করছ? ১২ ॥
কৃষ্ণ। গোয়ালা জাতি খুব পণ্ডিত (বুদ্ধিমান)। পুরুষদের থেকে স্ত্রীরা আরও একগুঁয়ে ॥ ১৩ ॥
রাধাকে কৃষ্ণ পথ আটকে রাখল। মাতা বাসলীর সেবক চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ১৪ ॥ ৯৭

কৃষ্ণ নরম-গরম কথা বলে রাধার মন নবম করতে চেষ্টা করছেন। ৬॥৫ ।-মাত্রার একাবলী ছন্দ। মোট ২৮ পংক্তির গীত। ধ্রুবপদ নেই।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ ভাণ্ডাসি : খরচ করিস। বিতে : কোন খাতে। পঞ্চসঙ্গতী : পাঁচ অবস্থা (চরম দুর্দশা)। আণ্ডিআ : একগুঁয়ে। আই : মাতা।

৬৩. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণের রাধা-রূপ স্তুতি।

বিচিত্র খোঁপার উপরেঁ রাধা
পুষ্প তোর শোভে মাথে।
কর্ণের কুণ্ডল রতনে উজল
তোর মুখ নিশানাথে॥
শিশের সিন্দুর সুরেখ শোভে
আর দশনের যুতী।
বন্ধুলী জিণিআঁ তোহ্মার আধর
গিএ শোভে গজমুতী॥ ১ ॥
রাধে দাণের কর সুসারে।
পালাইলেঁ দান এড়ান না জাএ
পাইলেঁ মূল আফারে॥ ধ্রু॥

বারেঁ বারেঁ যাহা দধি দুধ লআঁ
পালাইআঁ আন পথে।
দৈবযোগেঁ আসি এবাব রাধা
পড়িলা আহ্মার হাথে॥
এক বাবেঁ তোর সব দান লৈবোঁ
আর খাইবোঁ দধী।
আহ্মে জগন্নাথ ত্রিদশ ঈশর
তোহ্মে নাহিঁ জান সুধী॥ ২ ॥
বাহুযুগ তোব কনক মৃণাল
কুচ উলট কটোবে।
মুঠি এক মাঝা গরুঅ জঘন
তাতে বড় লোভ মোরে॥

উরুযুগ রাম- কদলী চরণ
থলকমল আকারে।
এক এক আঙ্গে লক্ষ লক্ষ দান
উচিত হএ আহ্মারে॥ ৩ ॥
এহা দান দিআঁ আ[৪৭/ক]পণ ইছাএ
চলহ মথুবা নগরে।
যবেঁ দান দিতেঁ না পারহ বাধা
শুন আহ্মার উত্তরে॥
ঈসত হাসিআঁ পাসত বসিআঁ
পুরহ আহ্মার আশে।
বাসলীচবণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

রাধা, তোর বিচিত্র খোঁপার উপর পুষ্প-শোভিত মস্তক। রত্নোজ্জ্বল কুণ্ডল তোব কানে। বদন নিশানাথ বা চাঁদের মত॥ সিঁথিতে সিঁদুর সুন্দর শোভা পাচ্ছে। তেমনি দশন উজ্জ্বলতা। তোর অধর বাঁধুলি ফুলের শোভাকে পরাজিত করছে। গলায় গজমোতিব হার॥ ১ ॥ রাধা, দানের সুব্যবস্থা কব। মূলে লাভ পেলে, পালিয়ে দান এড়ান যায় না॥ ধ্রু॥ দধি-দুধ নিয়ে বার বাব অন্যপথে পালিয়ে যাও। দৈবযোগে, রাধা, এবাব তুমি আমার হাতে পড়েছ॥ এবার সব দান আদায় করব, আর দৈ খেয়ে নেব॥ আমি যে ত্রিদশ-ঈশ্বর জগন্নাথ, বুদ্ধিমতী হয়েও একথা তুমি জাননা? ২ ॥ তোব বাহুদুটি কনক মৃণাল সদৃশ। কুচযুগ যেন উল্টো করে বসানো স্বর্ণ-কলস॥ কটিদেশ মুঠিতে ধরা যায়। জঘন গুরু। এর জন্যে আমার এত লোভ॥ উরু দুটি রামকদলী সদৃশ ; চরণ স্থলপদ্মের মতো। এক একটি অঙ্গের জন্য এক এক লক্ষ কড়ি পণ আমাকে তোর দেওয়া উচিত॥ ৩ ॥ এই দান দিয়ে নিজ ইচ্ছায় মথুরায় চলে যাও। আর যদি দান দিতে না পার, তবে আমার উত্তর শোন॥ মৃদু হেসে পাশে বসে আমার আশা পূর্ণ কর। বাসলীচরণ বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥ ৯৮

কৃষ্ণ রাধার দেহরূপ বর্ণনা করে কয়েক লক্ষ কড়ি দান হিসাবে দাবি কবছেন। দানে অপাবগ হলে বতি-মিলন চাইছেন। ৬॥ ৬॥ ৮ ।-মাত্রার লঘু ত্রিপদী ১৮ পংক্তির গীত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আফারে : আফা বা লাভ।

৬৪. রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণের প্রতি রাধা।

সাসু নিবধিল মোরে বালী ল বহু
দধি বিকে না জাইহ কালী।
উ বেলি না জাইহ মথুরার হাটে ল।
ভাণ্ড ভাঁগিব তোর কাহ্নে।
আল
দধি খাইব তোর আনে।
আল
রাজভাগিনা বল করিব তোরে বাটে॥ ১ ॥
আল
মোরে তেজ বনমালী।
সাসু দুরুবার ঘরে পাড়িব গালী॥ ধ্রু॥
মোএঁ আইহন বীরের গোআলী।
আল
বল না কর বনমালী
কংসে সুধি পাইলেঁ হইবেঁ তোহ্মে আপোষে।
মোএঁ কান্দিআঁ সাসু জাণায়িবোঁ।
তোর কাহ্নাঞিঁ নাম পেলাইবোঁ।
পাছেঁ বুলিবেঁ আবালী রাধার দোষে॥ ২॥
কাল হাণ্ডির ভাত না খাওঁ।
কাল মেঘের ছায়া নাহিঁ জাওঁ।
কালি[৪৭/খ]নী রাতি মোঁ প্রদীপ জালিআঁ গোহাঁওঁ।
কাল গাইর ক্ষীর নাহিঁ খাওঁ।
কাল কাজল নয়নে না লওঁ।
কাল কাহ্নাঞিঁ তোক বড় ডরাওঁ॥ ৩॥
আঠ চারি বরিষের বালা।
তোর মাথে শোভে ঘোড়া চুলা।
এহা বুঝী তেজহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার পাশে।
তেজ মিছ্য মাহাদানে।
ঘর যাহা নিজ মানে।
বাসলী বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

শাশুড়ি নিষেধ করে বলল, ওগো বালিকা বধু, কাল দৈ বেচতে যেও না।—ও বেলায় মথুরার হাটে যেওনা। কানাই তোর ভাঁড় ভাঙবে এবং অপরে তোর দই খাবে। আর রাজ ভাগ্নে পথে তোর উপর বলপ্রয়োগ করবে॥ ১॥ ওগো বনমালী আমাকে ত্যাগ কর। ঘরে দুর্বার শাশুড়ি গাল পাড়বে॥ ধ্রু॥ আমি বীর আইহনের গোয়ালিনী॥ ওগো বনমালী, আমার উপর বলপ্রয়োগ কোরো না॥ কংস জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলে তোর শাস্তি হবে। আমি কেঁদে সব শাশুড়িকে জানাব। তোর কানাই নাম পালটে দেব। তখন বলবে, বালিকা রাধার দোষে এমন হল॥ ২॥ আর কখনো কাল হাড়ির ভাত খাবনা। কাল মেঘের ছায়ায় যাব না। কালিনী রাত্রি (আঁধার রাত) আমি প্রদীপ জ্বেলে পোহাব। কাল গরুর দুধ খাব না। চোখে কাল কাজল পরব না। কাল কানাই, তোকে খুব ভয় করি॥ ৩॥ আট-চার (বার) বছর বয়সের বালিকা আমি। তোর মাথায় গোষ্ঠ চূড়া (ঘোড়াচুল) শোভিত। এ-কথা বুঝে, কানাই, আমার সঙ্গ ত্যাগ কর। এই মিথ্যা মহাদানের দাবি ত্যাগ কর। নিজের মান নিয়ে ঘরে ফিরে যাও। বাসলীর বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৯৯

রাধা নরম-গরম কথায় কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছেন। মিশ্র ত্রিপদী (৮॥ ৮॥ ১০।) ও চৌপদী (৮॥ ৮॥ ৮॥ ৬।) ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো ৮॥ ৬॥ ১০। বা ৮॥ ৮॥ ৬।।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আনে : অপরে। সুধি পাইলে : জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলে। পেলাইবোঁ : ঘুচাব। ঘোড়াচুলে : গোষ্ঠচূড়া।

৬৫: রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

কাল আখরেঁ তীন ভুবন বিচার।
কাল মেঘের জলে জীএ সংসার ॥
কাল গাইর ক্ষীব লাগে বড় কাজে।
কাল রতন্নে হার শোভে দেবরাজে ॥ ১ ॥
আকারণে আল রাধা নিন্দসি কৃষ্ণ কালা।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর নান্দো যশোদার বালা ॥ ধ্রু ॥

কাল চিকুব শোভে মাথার উপরে।
কাল ভুরুহী শোভে বদনকমলে ॥
কাল ভ্রমরে কমলবন শোহে।
কাল কাজলে নারী জগজন মোহে ॥ ২ ॥
কাল লাঞ্ছন কোলে ধবে শশধবে।
কাল আলকপাঁতী শোভএ কপোলে ॥

কা[৪৮/ক]ল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী।
কাল সুন্দর দেহেঁ শোভে বনমালী ॥ ৩ ॥
কাল মেঘের পাশে শোভে পুঁনমির চন্দ।
এহা বুঝী না কর রাধা তোঁ মন মন্দ ॥
কাল কাহ্নের এবেঁ ধবহ বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

কালো অক্ষরেই ত্রিভুবনের বিচার হয়। কালো মেঘের জলেই সংসার বেঁচে আছে॥ কালো গরুর দুধই বড় কাজে (পবিত্র কাজে) লাগে। দেবরাজের (ইন্দ্রের) হারে কালো রত্নই শোভা পায় ॥ ১ ॥ রাধা, অকারণে তুই কৃষ্ণ কালার নিন্দা করিস। নন্দ যশোদার বালক সর্বাঙ্গ সুন্দর ॥ ধ্রু ॥ মাথার উপর কালো চুল শোভা পাচ্ছে। বদনকমলে কালো ভ্রু শোভিত। কালো ভ্রমরে কমলবন শোভা পায়। কালো কাজলে নারী জগতের লোককে মোহিত করে ॥ ২ ॥ কালো লাঞ্ছন (কলঙ্ক) চন্দ্র তার কোলে ধরে। নারীর গালে কালো চূর্ণকুন্তল শোভা পায়। গোয়ালিনী তোর নয়নে কালো উৎপল শোভা পাচ্ছে॥ ৩ ॥ কালো মেঘের পাশে পূর্ণিমা চাঁদ শোভা পায়।—একথা বুঝে, রাধা, মনকে বিমুখ কোরো না॥ এবার কালো কানাই-এর কথা শোন। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ১০০

কবিত্বপূর্ণ উপমায়, রূপবর্ণনায় কৃষ্ণ এ-জগতে কালোর গুণ ব্যাখ্যা কবলেন। শ্রেষ্ঠ উপমা দিলেন, কালো মেঘেব পাশে যেমন পূর্ণিমার চাঁদ, তেমনি কৃষ্ণের পাশে রাধা। গীতটি ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ কাল লাঞ্ছন : কৃষ্ণ কলঙ্ক। আলকপাঁতী : চূর্ণকুন্তল।

৬৬. দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

রাধা কৃষ্ণকে (জবাবের ছলে)

কাল কাহ্নাঞিঁ তোহ্মো আহ্মা না উপেখ।
কামে আন্ধল হআঁ বাট নাহিঁ দেখ ॥
কাল শরীর কাহ্নাঞিঁ কাল তোর মন।
দানছলেঁ বাটপাড় সর্ব্বখন ॥ ১ ॥
আবুধ ছাওয়াল কাহ্নাঞিঁ মাঙ্গসি দান।
আইহন আনাআঁ তোর লইবোঁ পরাণ ॥ ধ্রু ॥

কাঞ্চুলী ভাঁগসি মোর ছিণ্ডসি হার।
মিছাই লোড়সি কাহ্নাঞিঁ আহ্মাব পসার ॥
দধি দুধ ঘৃত খাইলি ভাঁগিলি ভাণ্ড।
গোআলকুলে কি তোহ্মো উপজিল সাণ্ড ॥ ২ ॥
ঘৃত দধি দুধ ঘোল ছাড়াআঁ মোর।
বিমুখ হয়িআঁ খলখলি হাস তোর ॥

তভোঁহো নিলজ কাহ্নাঞিঁ মাঙ্গসি দাণ।
তোর মোব হৈবে কাহ্নাঞিঁ বড়য়ি বাখান ॥ ৩ ॥
আপণা চিহ্নিআঁ কাহ্নাঞিঁ জাহা নিজ ঘর।
মিছাই [৪৮/খ] সাধহ দান হআঁ আছিদর ॥
পন্থ ছাড় কাহ্নাঞিঁ তেজ রতি আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কাল কানাই, তোমায় আমি উপেক্ষা করিনি। কর্মে অন্ধ হয়ে নিজে পথ দেখতে পাচ্ছনা ॥ কানাই, তোর দেহ কৃষ্ণ, মনটাও কালো। দানের ছলে সর্বখন বাটপাড়ি করছিস ॥ ১ ॥ বুদ্ধিহীন ছেলে কানাই দান মাগছিস। আইহনকে এনে তোর প্রাণ নেব ॥ ধ্রু ॥ আমার কাঁচুলি ছিঁড়েছিস এবং হার ছিনিয়ে নিয়েছিস। মিছামিছি আমার পসার লুঠ করেছিস। দধি-দুধ-ঘৃত খেলি, ভাঁড় ভাঙলি। গোয়ালাকুলে তুই কি যণ্ড (ষাঁড়) হয়ে জন্মালি? ২ ॥ আমার ঘৃত-দধি-দুধ ছড়িয়ে ফেলে, মুখ ফিরিয়ে খলখল করে হাসছিস ॥ তারপর আবার নির্লজ্জ কানাই, দান চাইছিস। কানাই, এতে তোর ও আমার খুব প্রশংসা হবে। ৩ ॥ কানাই, পথ চিনে নিজের ঘরে ফিরে যাও। তুমি কপট (আছিদর) হয়ে মিছাই দান সাধছ ॥ কানাই, পথ ছাড়, আমার রতির আশা ত্যাগ কর। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

রাধা কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছেন। ১৮ পংক্তিক পয়ার বন্ধে রচিত। ১০১

দুরূহ শব্দার্থ ॥ লোড়সি : লুঠ করিস। আছিদর : ধূর্ত বা কপট।

৬৭. ললিতরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

* *কৃষ্ণ ও রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি।*

শুণ ত সুন্দরী রাধা পাঞ্জীর বাখান।
ষোল শত কুতঘাটে মোর মাহাদান॥ ১ ॥
এবেঁ রাজা হৈল ধনের কাতর।
পথে মাহাদানী থুয়িল হেন আছিল॥ ২ ॥
আছিল নহোঁ রাধা এ মতীএঁ থীর।
এ তীন ভুবনে নাহিঁ আহ্মাক বীব॥ ৩ ॥

এ বোল বুলিতে কাহ্নাঞিঁ মুখে লাজ বাস।
এভোঁহো নাহিঁ ঘুচে তোর মুখে দুধবাস॥ ৪ ॥
ছাওআল নহোঁ রাধা আইহন গোসাঞিঁ।
না চিহ্নসি আহ্মা রাধা দেব কাহ্নাঞিঁ॥ ৫ ॥
ঘৃত দুধ লআঁ যাওঁ মথুরাব হাট।
খাণিএক ছাডিআঁ কাহ্নাঞিঁ মোব দেহ বাট॥ ৬ ॥

তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা ভৈলোঁ পাগল।
তেকারণে রাধা তোরে পন্থে কৈলোঁ বল॥ ৭ ॥
পাগল হয়িলা যবেঁ যাহ বেজঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ। সুন্দরি রাধা, পাঁজির (হিসাব-বিবরণী) ব্যাখ্যান শোনো। ষোলশত কুতঘাটে (খেয়া পারাপারেব ঘাটে) আমার মহাশুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা॥ ১ ॥
রাধা। রাজা বুঝি এবার ধনের জন্য কাতর হলেন? তাই পথে এমন ধূর্ত মহাদানী বসালেন? ২ ॥
কৃষ্ণ। রাধা, আমি ধূর্ত নই, স্থিরমতি। এই ত্রিভুবনে আমাব থেকে বেশি বীর কেউ নেই॥ ৩ ॥
রাধা। কানাই, এ-কথা বলতে তোর লজ্জা করে না? এখনো তোব মুখে দুধের গন্ধ যায়নি॥ ৪ ॥
কৃষ্ণ। রাধা, আমি ছাওয়াল নই, আইহনের প্রভু। রাধা, তুই আমায় চিনছিস না, আমি দেব কানাই॥ ৫ ॥
রাধা। আমি ঘৃত দুধ নিয়ে মথুরার হাটে যাচ্ছি। কানাই, আমায একটুখানি পথ ছেড়ে দাও॥ ৬ ॥
কৃষ্ণ। রাধা, তোমার জন্যে আমি পাগল হযেছি। সে জন্যেই পথে তোমার ওপর বলপ্রয়োগ করছি॥ ৭ ॥
রাধা। যদি পাগল হয়ে থাক তো বৈদ্যের ঘরে (চিকিৎসাব জন্য) যাও। বাসলীববে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৮ ॥ ১০২

কৃষ্ণ-রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি। বাধাব সুব অপেক্ষাকৃত নবম। ষোলটি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ এ মতীএঁ থীর : আমি মতিতে স্থিব। মুখে দুধবাস . মুখে এখনো দুধের গন্ধ, অর্থাৎ শৈশব কাটেনি। বেজঘর : বৈদ্যের বা চিকিৎসকেব ঘর।

৬৮. মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

পুতনার[৪৯/ক] প্রাণ লৈলোঁ আতি শিশুকালে।
সকট আসুর মোএঁ দলিলোঁ হেলে॥
জমল আর্জ্জুন রাধা দুই আসুর।
তাহারো পরাণ লআঁ নিলোঁ যমপুর॥ ১॥
গোআলিনী রাধা ল না বোল বীরদাপ।
এ তীন ভুবনে যানে আহ্মার প্রতাপ॥ ধ্রু॥

উনপঞ্চাস বাএ রাধা কৈল ঘন গড়।
সাত দিন নয় রাতি গোকুলত ঝড়॥
বরিষে মুষল ধারা পাণী পাথর।
গোকুল রাখিলোঁ করে ধরি গিরিবর॥ ২॥
হনুমান মাহাবীর হৈলা সারথী।
তবেঁ কৈলোঁ সেতুবন্ধ আহ্মে দাশরথী॥

মাইল ইন্দ্রজিত ভায়ি লক্ষ্মণে।
জয় জয় হুলাহুলী দিল দেবগণে॥ ৩॥
সুণ তোএঁ আল রাধা আহ্মার কাহিণী।
কাহ্ন মাহাবীর জগতে ভালেঁ জাণী॥
পাছে হারায়িবি কোলের নিধি কাহ্নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

অতি শিশুকালে আমি পুতনার প্রাণ নিয়েছি। শকট অসুরকে আমি অবহেলাভরে দলন করেছি। রাধা, যমল ও অর্জুন দুই অসুর ছিল, তাদেরও যমপুরে নিয়েছি ॥ ১ ॥ গোয়ালিনী রাধা, বোলো না, আমি অকারণে বীরদর্প করেছি। এই ত্রিভুবন আমার প্রতাপের কথা জানে ॥ ধ্রু ॥ রাধা, উনপঞ্চাশ বায়ুতে গড় (দুর্গ) যখন চেপে ধরেছিল। সাতদিন নয় রাত গোকুলে ঝড় চলেছিল ॥ মুষলধারে পানি ও পাথর বর্ষিত হয়েছিল। গিরিবরকে (গোবর্ধনকে) হাতে ধরে গোকুল রক্ষা করেছিলাম ॥ ২ ॥ হনুমান বীর আমার সারথী হয়েছিল, তবে আমি দাশরথী সেতুবন্ধ করেছিলাম ॥ ভাই লক্ষ্মণ যখন ইন্দ্রজিতকে মেরেছিল, দেবতারা জয়ধ্বনি দিয়েছিলেন ॥ ৩ ॥ ওগো রাধা, তুমি আমার কাহিনী শোন। জগত ভালো করেই জানে, কানাই একজন মহাবীর। এরপর কোলের নিধি কানাইকে তুই হারাবি। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ১০৩

কৃষ্ণের আত্মমহিমা কীর্তনের সাহায্যে রাধাকে বশ করার চেষ্টা। চারটি চতুষ্পংক্তিক পয়ার শ্লোকে এবং একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুব শ্লোকে মোট ১৮ লাইনে গীতটি সমাপ্ত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ বীরদাপে : বীরদর্পে। হুলাহুলি : উল্লাসধ্বনি।

স. ৩০॥ নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥

কৃষ্ণের কথা শুনে অধিমতী শ্রীরাধা সতী বেপমানতনু হয়ে বা কম্পিতদেহে জরতীকে এ-কথা বললেন।

৬৯. মাহারঠারাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধার আক্ষেপ ও ক্রন্দন। বড়াইয়ের প্রতি উক্তি।

কালিনীমাএ মোর নাম থুইল রাধা।
হাছি জিঠী কেহো তাত না[৪৯/খ] দিল বিরোধা॥
আহ্মো দুখমতী নারী আঠকপালী।
আসিআঁ পড়িআঁ গেলোঁ কাহ্নের ধামালী॥ ১॥
হরি হরি কিসকে চলিলোঁ বড়ায়ি মথুরা নগর।
আহ্মা দুখমতী লআঁ ভৈল আথান্তর॥ ধ্রু॥

দধি বিকে জাইএ বড়ায়ি বারহ বৎসর।
কোণোহো দানীর পোএঁ না দিল উত্তর॥
এবেঁ কাহ্নাঞিঁ ভৈল আতিবড় দুরুবার।
যাণাইবোঁ কংস যেন করএ বিচার॥ ২॥
গোআলার ঝি আহ্মো আতিশয় বালী।
মোর আশ ছাড়ুক নটক বনমালী॥

এক বেলি কাহ্ন মোর রাখুক সমান।
দয়া করী কাহ্ন মোরে দেউ জীউ দান॥ ৩॥
কাম্পিতেঁ কান্দিআঁ বোলোঁ তোহ্মার চরণে।
একবার আহ্মা প্রতি দয়া ধর মনে॥
নিবারহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার বচনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

কালিনী মা আমার নাম রাখল রাধা। তাতে হাঁচি বা টিক্‌টিকির ডাকের বাধা পড়ল না। আমি দুর্ভাগ্যবতী নারী, পোড়াকপালী। কানাইয়ের ধামালীতে (অশ্লীল খেলায়) পড়ে গেলাম॥ ১॥ হরি, হরি। বড়াই কেন আমরা মথুরার পথে এলাম! দুঃখী আমাকে নিয়ে তোমার এই সংকট দেখা দিল॥ ধ্রু॥ এই বারো বছর দৈ বিক্রী করতে যাতায়াত করছি, কোনো দানীর ছেলে কখনো প্রশ্ন করেনি॥ এখন কানাই অতি বড় দুর্বার হয়ে উঠল॥ কংসকে জানাব, সে যেন এর বিচার করে॥ ২॥ আমি গোয়ালার ঝি, অতিশয় বালিকা। নটক (দুষ্ট) বনমালী আমার আশা ত্যাগ করুক॥ অন্তত একবার কানাই আমার সম্মান রক্ষা করুক। দয়া করে কানাই আমার প্রাণ রক্ষা করুক (অর্থাৎ যেন আমার উপর অত্যাচার না করে)॥ ৩॥ তোমার চরণে ক্রন্দনরতা, কম্পিত দেহী আমি এই বলি, একবার তুমি আমার প্রতি দয়া কর॥ আমার কথায় কানাইকে নিবৃত্ত কর। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ১০৪

রাধা বড়াইকে অনুনয় করে দুষ্ট প্রকৃতি কানাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছে। গীতটি চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোক-সহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুব শ্লোকে ১৮ পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আধকপালী : খণ্ডকপালী (দুর্ভাগ্যবতী)। আথান্তর : অবস্থান্তর বা সংকট। নটক : দুষ্ট চরিত্র। কাম্পিতে কান্দিআঁ : কম্পিতদেহে কাঁদতে কাঁদতে।

স. ৩১ ॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

জরতীর প্রতি রাধার বচন শুনে চতুর কৃষ্ণ তৃষ্ণার্তভাবে রাধিকাকে এ-কথা বললেন।

৭০. দেশাগরাগঃ ॥ লগনী ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণ-রাধার সংলাপ।

আতি রূপসী পদুমিনী জাতী
দেখি থীর নহে মনে।
তোর বিরহে চি[৫০/ক]ত্ত বেআকুল
মোএঁ না জীবোঁ কেন্মনে॥ ১ ॥
হেনক বচন না বোল কাহ্নাঞিঁ
তোর বাপে নাহিঁ লাজ।
সোদর মাউলানীত ভোলে পড়িলাহা
দেখিআঁ রূপস কাজ॥ ২ ॥
মদনবাণে চিত্ত বেআকুল
কিবা ঘোসসি মামী মামী।
মিছা কাজে মোকে ভাণ্ডিতেঁ চাহ
সকলে জাণিএ আম্মী॥ ৩ ॥
ছাওআল কাহ্নাঞিঁ বোল না বুঝসি
বুঝিল তোহ্মার মতী।
মোঁ জে গোআলিনী আবালী রাধা
না জানো রঙ্গ সুরতী॥ ৪ ॥
আহ্মে সে কাহ্নাঞিঁ গোআল নাগর
তোহ্মার বার বরিষে।

নহলী যৌবন আতি শুশোভন
সুরতি দেহ হরিষে॥ ৫ ॥
প্রথম যৌবন মুদিত ভাণ্ডার
তাত না সাম্বাএ চুরী।
আহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী॥ ৬ ॥
আহ্মে সে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে চন্দ্রাবলী
মরণে তোহ্মা না ছাড়ী।
তোহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
আহ্মোহো ভাল গারুড়ী॥ ৭ ॥
নাগর কাহ্নাঞিঁ মোকে বিগুতে
আশেষ নেআঅ জুড়ী।
[৫০/খ]কোণ বিবুধি এহেন পথে
আনিলে দারুণী বুঢ়ী॥ ৮ ॥
নাগর দেখিআঁ দেহ আলিঙ্গন
কিকে কর আভিরোষে।
আহ্মার করমে তোহ্মাক আণিলে
বড়ায়ির কমণ দোষে॥ ৯ ॥

তপত দুধ নালে না পীএ
জুড়ায়িলেঁ সোআদ তাএ।
নহলী যৌবন কাঁচ শিরিফল
তাহাক কেহো নাহিঁ খাএ॥ ১০ ॥
যাত খিধা বসে নাগরি রাধা
কিবা তার কাঁচ পাকাএ।
যেমনে পাএ তেমনে খাএ
যা নাহিঁ খিধা পালাএ॥ ১১ ॥
দীঠি দীঠি চাহি বোলোঁ মো কাহ্নাঞিঁ
আহ্মাক এড়িতেঁ জুআএ।
সমুখ দীঠে পড়িলে বনত
ভুখিল বাঘ না খাএ॥ ১২ ॥
আহ্মার বচনে সুন্দরি রাধা
মনে কর হরিষে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণ। এত রূপসী, পদ্মিনী জাতি, তোকে দেখে আমার মন স্থির নেই। তোর বিরহে চিত্ত ব্যাকুল ; আমি আর কোনোমতেই বাঁচব না॥ ১॥
রাধা। কানাই, এমন কথা বলিস না, পিতৃবংশে লজ্জা দিচ্ছিস। নিজের মামীকে দেখে তার রূপের মোহে পড়েছিস॥ ২॥
কৃষ্ণ। তোর নয়ন বাণে আমার চিত্ত ব্যাকুল, কেন বারবার মামী-মামী ঘোষণা করছিস? আমাকে মিছা কাজে ভাড়াতে (ঠকাতে) চাস, আমি সব জানি॥ ৩॥
রাধা। কানাই তুই শিশু। কথা বুঝতে পারিস না। তোব দুর্মতি বুঝেছি। আমি গোয়ালিনী। বালিকা রাধা। সুরতির রঙ্গরস জানিনা॥ ৪॥
কৃষ্ণ। আমি সেই কানাই, গোপাল নাগর। তোর বয়স এখন বারো বছর। এই নব যৌবন অতি সুশোভন। আনন্দের সঙ্গে আমায় সুরতি দে॥ ৫॥
রাধা। আমার এই নব যৌবন যেন মোহরাঙ্কিত (বা সীল করা) ভাণ্ডার। এখানে ঢুকে চুরি করা চলেনা। আমার যৌবন কালসর্প, স্পর্শ করলে বা দংশন করলে নিশ্চিত মৃত্যু॥ ৬॥
কৃষ্ণ। আমি সেই কানাই, তুমি চন্দ্রাবলী, মরণ হলেও তোমায় ছাড়বনা। তোমার যৌবন যেমন কালসর্প, আমিও ভালো গারুড়ী (বা বিষ-বৈদ্য)॥ ৭॥
রাধা। নাগর কানাই আমায় পীড়ন করতে অশেষ তর্ক কলহ কবে। দারুণী বুড়ি, কোন দুর্বুদ্ধিতে আমায় এ-পথে আনল॥ ৮॥
কৃষ্ণ। নাগর দেখে আমায় আলিঙ্গন দাও। রাগ কবছ কেন? আমার সৌভাগ্য বা কর্মফলই তোমায় এখানে এনেছে। বড়াই কি দোষ করল? ৯॥
রাধা। গরম দুধ কেউ নল থেকে পান করেনা। ঠাণ্ডা হলে তার স্বাদ পাওয়া যায়। নব যৌবন কাঁচা বেল ফল সদৃশ। তাকে কেউ খায় না॥ ১০॥
কৃষ্ণ। নাগরি রাধা, যার ক্ষুধার উদ্রেক করে তাব কাছে কাঁচা বা পাকার কি পার্থক্য? সে যেমন পায়, তাই খায়, যাতে ক্ষুধা না পালায়॥ ১১॥
রাধা। কানাই, আমার চোখে চোখ রেখে বল, আমায় রেহাই দেওয়া উচিত কিনা। সামনের দিকে বনের পথ পড়লে ক্ষুধার্ত বাঘও (শিকার) খায় না॥ ১২॥
কবি। সুন্দরি রাধা, আমার কথা শোন। মনে আনন্দ ভোগ কর। বাসলী শিরে বন্দনা করে, বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ১৩॥ ১০৫

রাধা ও কৃষ্ণের তর্ক-বিতর্ক। কৃষ্ণ এখনি বাধাব সঙ্গম প্রার্থী, বাধা তাকে নিবৃত্ত করতে চায়। কবির পবামর্শ, বাধার পক্ষে কৃষ্ণ-মিলনের আনন্দ উপভোগই শ্রেয়। গীতটি ৬॥৬॥৮ I-মাত্রক লঘু ত্রিপদী ছন্দে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ মাউলানীত : মামীব। ছাওয়াল : অল্পবয়সী ছেলে। সম্বাএ : প্রবেশ করে। গারুড়ী : বিষ-বৈদ্য। বিগুতে : পীড়ন করতে। নেআন্ত : তর্ক-কলহ। আভিরোষে : রাগে। খিধা : ক্ষুধা। দীঠি দীঠি যাহি : চোখে চোখ রেখে।

৭১. ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণ-কর্তৃক রাধারূপের স্তুতি।

দেখা দেখি বড় মিঠ আর মিঠ হাস।
তেকারণে আল রাধা আইলোঁ তোর পাশ॥
আলিঙ্গন দেহ চিত্তে হউক সোআথ।
তোহ্মার কারণে আরতিল জগন্নাথ॥ ১ ॥
কিকে[৫১/ক] চাহিলেঁ রাধা আড় নয়নে।
আকুল পরাণ ভৈল তোর দরশনে॥ ধ্রু॥

আঞ্চল চঞ্চল তোর নয়ন খঞ্জনে।
আর্জ্জুনের বাণ জিণী তাহার সন্ধানে॥
যে বোল বোলসি রাধা তাহাক করিবোঁ।
আকাশের চান্দ চাহা তাক আণি দিবোঁ॥ ২ ॥
আধর বন্ধুলী তোর বদন কমলে।
মাঁণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলে॥

বারেক সুরতি মান না কর নিরাসে।
পাছে কৈলী না পাইবেঁ দেব হৃষীকেশে॥ ৩ ॥
এক মুখেঁ তোর রূপ কহিতেঁ না পারী।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি রাধা মোহিলী মুরারী॥
আলিঙ্গন দিআঁ তোষ নান্দের নন্দনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪ ॥

দেখতে মিষ্টি এবং হাসিও মিষ্টি। ওগো রাধা, সে কারণে তোর পাশে এলাম॥ আলিঙ্গন দিয়ে আমার মনে স্বস্তি এনে দে। জগন্নাথ তোর জন্যেই আরতি করছে॥ ১ ॥ রাধা, আড় নয়নে কেন আমার দিকে তাকালি, তোকে দেখে, তাই, আমার প্রাণ আকুল হল॥ ধ্রু॥ তোর নয়নাঞ্চল খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল। অর্জুনের বাণ যেন তার সন্ধান পেয়েছে॥ রাধা তুই যা বলবি তাই করব। যদি আকাশের চাঁদ চাস, তাই এনে দেব॥ ২ ॥ তোর অধর বন্ধুলী ফুলের ন্যায় (রক্তিম)। বদন কমল-সদৃশ। তোর দাঁতের উজ্জ্বলতা মাণিককে হার মানায়॥ একবার আমার সুরতি মেনে নাও, নিরাশ কোরোনা। পিছিয়ে গেলে আর হৃষিকেশকে পাবিনা॥ ৩ ॥ তোর রূপ একমুখে বর্ণনা করতে পারিনা। সর্বাঙ্গে সুন্দরী তুই মুরারীকে মোহিত করেছিস॥ এবারে আলিঙ্গন দিয়ে নন্দ-নন্দনকে তোষণ কর। বাসলী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥ ১০৬

কৃষ্ণ স্তুতি করে রাধার মন নরম করতে চাইছেন। গীতটি চারটি চতুষ্পংক্তি পয়ার পংক্তিতে, এবং সেই সঙ্গে একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে, ১৮ লাইনে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সোআথ : স্বস্তি। ‘অর্জুনের বাণ···সন্ধানে’ পংক্তিটির উপমা লক্ষণীয়।

স. ৩২ // কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

কৃষ্ণের কথা শুনে কৃশাঙ্গী, কম্পিত দেহী সতী রাধিকা জরতীকে বললেন।

৭২. বেলাবলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধা বড়াইকে।

দহে পৈসু বড়ায়ি তিরীর জীবন।
বৈরি হঞাঁ লাগিল এ রূপ যৌবন ॥
এহা দুখ বড়ায়ি গ সহিতেঁ না পারী।
আপণ গাএর মাঁসে হরিণি বিকলী ॥ ১ ॥
হরি হরি সুন [৫১/খ]বড়ায়ি মথুরা গমন নাহিঁ।
বৈরি হঞাঁ লাগিল এ কাল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥

কমণ আসুভ ক্ষণে বাঢ়ায়িলোঁ পা।
হাঁছী জিঠী তাত কেহো নাহিঁ দিল বাধা ॥
সোদর ভাগিনা বড়ায়ি মাঙ্গএ সুরতী।
দিবওঁ পরাণ মোঁ করিবোঁ আত্মঘাতী ॥ ২ ॥
সোনার চুপড়ী বড়ায়ি রুপার ঘড়ী।
নেত আঞ্চল সে দিআঁত ওহাড়ী ॥

নঠ হৈল ঘোল দুধ আর নঠ ঘী।
এড়ি জাএ মোক সব গোআলার ঝী ॥ ৩ ॥
কান্দিআঁ জাণায়িবোঁ কাঁশে।
পাছে কাহ্নাঞিঁ মোকে না দিহে দোষে ॥
বোলহ কাহ্নাঞিঁ এতোঁ তেজু মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

বড়াই, আমি দহ বা হ্রদে ডুবব, স্ত্রীলোকের জীবনে ধিক্। এই রূপযৌবন আমার শত্রু হল ॥ বড়াই, এত দুঃখ আর সইতে পারিনা। নিজের দেহের মাংসে হরিণ বিকল হয় ॥ ১ ॥ হায় হায়! শোনো বড়াই, আমার ভাগ্যে মথুরাতে যাওয়া নেই। এই কাল কানাই শত্রু হয়ে পিছনে লেগেছে ॥ ধ্রু ॥ কোন অশুভক্ষণে ঘরের বাইরে পা বাড়িয়েছি। হাঁচি-টিক্‌টিকি কোনো বাধা তো পাইনি! নিজের ভাগ্নে, বড়াই, আমার সুরতি প্রার্থনা করছে। আমি প্রাণ দেব, আত্মঘাতী হব ॥ ২ ॥ বড়াই, সোনার চুপড়ি, রূপার ঘড়া, তার ওপর রেশমী বস্ত্রের ঢাকনা দিয়েছি ॥ ঘোল-দুধ-ঘী সব নষ্ট হল। অন্য গোয়ালার ঝিরা আমায় ছেড়ে গেল ॥ ৩ ॥ কেঁদে কংসকে আমি জানাবো। তখন কানাই যেন আমায় দোষ না দেয় ॥ বড়াই, তুমি কানাইকে বল, সে আমার আশা এখন ত্যাগ করুক। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এই গান গাইলেন ॥ ৪ ॥

১০৭

রাধা বড়াইয়ের কাছে আক্ষেপোক্তি করছেন। বড়াই যেন কৃষ্ণকে প্রতিহত করেন সেই অনুরোধ জানাচ্ছেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ // বিকলী : ব্যাকুল বা বিকল। ওহাড়ী : আচ্ছাদন।

স. ৩৩॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

জরতীকে প্রতিপাদিত রাধার বচন শুনে চতুর, সতৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধাকে এ-কথা বললেন।

৭৩. কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণ-রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি।[১]

বেদ উদ্ধারিলোঁ ক্রীড়া সাগরজলে
নীলাএ আহ্মে মুরারী।
দৈত্য দলিলোঁ আসুর সংহারিলো
শঙ্খ চক্র গদা ধরী॥ ১॥
নটক কাহ্নাঞিঁ কপট মতী
কত না পাতসি মায়া।
তোহ্মার পরাণে বেদ উদ্ধারিল
সপত পা[৫২/ক]তাল গিআ॥ ২॥
রাম রূপেঁ রাবণ বধিলোঁ
লঙ্কা কইলোঁ ছারখার।
লক্ষ্মণ সহাএঁ সাধিলোঁ মান
সীতার কইলোঁ উদ্ধার॥ ৩॥
আকাশপ্রমান লঙ্কার গড়
তোহ্মার পরাণে তথাঁ জাই।
গরু বাখোআল গোঠে থাকহ
মিছা বোলহ দুঈ ভাই॥ ৪॥
আহ্মে যে কৃষ্ণ হরি বনমালী
কৌতুকেঁ রাখিলোঁ গাই।
মিছা না বোলোঁ আপণ বলেঁ
দান সাধোঁ দুঈ ভাই॥ ৫॥
আছিদর কাহ্নাঞিঁ বোল না বুঝসি
মুখত বজব বসে।
শুণিলেঁ কংস মরিআঁ জাইবি
আপণ করমদোষে॥ ৬॥
বরাহ রূপেঁ দান্তেব আগে
তোলী ধরিলোঁ মহী।
নরসিংহ রূপেঁ হিরণ্য বিদারিলোঁ
তোহ্মে না জাণহ বাহী॥ ৭॥
বুঝিল কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার বিবত
মিছা না করহ দাপে।
আছুক তোহোর কথা হেল কবিতেঁ
নারে তোর বাপে॥ ৮॥
অবুধ গোআলিনী বোল না বুঝসি
মোর না জাণসি কুল।
ক্ষত্রিয় কুলে জরম আহ্মার
বী[৫২/খ]র পিতা শ্রীবসুল॥ ৯॥
না কর জঞ্জাল যাওঁ মথুবা
ছাড়হঁ আহ্মাব আশে।
বাসলীচবণ শিবে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ১০॥

১. শিরোনামে রাগ, তাল ইত্যাদির পরিচয়ের পাশে কবি সম্ভবত 'লগনী' কথাটা লিখতে ভুলে গেছেন। কারণ উক্তি-প্রত্যুক্তির, কথা-কাটাকাটিব নাট্য-সংলাপের ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই তিনি 'লগনী' কথাটি ব্যবহার করেছেন। দশটি লঘু-ত্রিপদী শ্লোকে ২০ পংক্তিতে গীতটি রচিত। ধ্রুব-শ্লোক নেই।

কৃষ্ণ। আমি মুরারী বেদ উদ্ধার করেছি, সাগরজলে খেলা করেছি, লীলা করেছি। দৈত্য দলন করেছি, অসুর সংহার করেছি। আমিই শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারী॥ ১॥

রাধা। দুষ্ট কানাই, কপটমতি, কত মায়ার ফাঁদ পাতবি? তোমার শক্তিতে পাতাল থেকে বেদ উদ্ধার হল, (এত অসম্ভব কথা)॥ ২॥

কৃষ্ণ। আমি রামরূপে রাবণকে বধ করেছি, লঙ্কা ছারখার করেছি। লক্ষ্মণ সহায় হওয়াতে মান রক্ষা হল। সীতাকে উদ্ধার করলাম॥ ৩॥

রাধা। আকাশচুম্বী লঙ্কার গড়। তোমার কি ক্ষমতা যে সেখানে যাবে? তোমবা দুই ভাই গরুব রাখাল, গোষ্ঠে থাক, মিছ্ কথা কেন বলছ? ৪॥

কৃষ্ণ। আমিই কৃষ্ণ, হরি, বনমালী, খেলাচ্ছলে গরু চরাই। মিথ্যা বলছিনা, নিজেব শক্তিতেই দুই ভাই দান আদায় কবি॥ ৫॥

রাধা। দুষ্ট কানাই, কথা বুঝিস না। মুখে বড বড কথা। কংস শুনতে পেলে নিজ কর্মদোষে মাবা পড়বি॥ ৬॥

কৃষ্ণ। আমি বরাহরূপে দাঁতে পৃথিবীকে তুলে ধরেছিলাম। নরসিংহ রূপে হিবণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করেছি। রাধা, তুই এসব কথা জানিসনা॥ ৭॥

রাধা। কানাই, তোমার বীরত্ব বুঝেছি। আর মিথ্যা দর্প কোরোনা। তোর কথা থাক। এ-সব তোর বাপও কবতে পারবেনা॥ ৮॥

কৃষ্ণ। অবোধ গোয়ালিনী, আমার কথা বুঝিসনা, কুলের খবর জানিস না॥ ক্ষত্রিয়কুলে আমার জন্ম, বীব পিতার নাম শ্রীবসুল॥ ৯॥

রাধা। আর ঝঞ্ঝাট কোরোনা, মথুরায় যাব, আমার আশা ত্যাগ কর। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গান গাইলেন॥ ১০॥

১০৮

কৃষ্ণ-রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি। রাধা কৃষ্ণেব অলৌকিকত্ব মানতে চাননা।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আছিদর : অশ্রদ্ধেয়, কপট। বজর : ব্রজ (বড়ো কথা—এই অর্থে)।

৭৪. কোড়াদেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে
তথি মাঝে কাহ্নাঞিঁর থানে।
বোলে চালেঁ এড়ায়িতেঁ না পারিবি রাধা ল
দিআঁ যাহা সুরতী দাণে॥ ১ ॥
পথে মাহাদানী কাহ্নাঞিঁ আহ্মো।
কেহ্নে রাধা না দেহ দানে॥ ধ্রু॥

শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরোঁ
আহ্মো দেব শ্রীবনমালী।
সব কলা সংপুনী আইহনেব রাণী
নাম তোব বাধা চন্দ্রাবলী॥ ২ ॥
পুরুব কালতে তোর পতি চক্রপাণি
তো এবেঁ পাসরিলি কিকে।

তোহ্মার কারণে আহ্মো আবতার কৈল
দিআঁ যাহ আলিঙ্গন দানে॥ ৩ ॥
চন্দ্রবদনী রাধা সুন মোর বোল
তোত মোর আছে রতি আশে।
তোর দুই কুচ মাঝে মোর মন গেল ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

রাধা, যমুনার তীরে, কদমতলার মাঝে তুই কানাইয়ের স্থানে রয়েছিস। বোলচাল দিয়ে তুই, ওগো রাধা, আমায় এড়াতে পারবি না। সুতরাং সুরতি দান দিয়ে যা॥ ১ ॥ আমি কানাই পথে মহাদানী। রাধা তুই কি জন্যে দান দিচ্ছিস না॥ ধ্রু॥ শঙ্খ-চক্র-গদা-শারঙ্গ (বিষ্ণু ধনু) ধারী আমি দেব শ্রীবনমালী। সর্ব কলা পূর্ণা আইহনের রাণী তোর নাম রাধা চন্দ্রাবলী॥ ২ ॥ পূর্বকালে তোর পতি ছিল চক্রপাণি, তা এখন তাঁকে ভুলে গেলি কেমন করে? তোর জন্যেই আমি অবতার হলাম, এখন আমায় আলিঙ্গন দান দিয়ে যা॥ ৩ ॥ চন্দ্রবদনী রাধা আমার কথা শোন্। তোর সঙ্গে আমার রতির আশা (যোগ) রয়েছে। ১০৯
তোর দুটি স্তনের মধ্যে আমার মন প্রবেশ করেছে। এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ রাধাকে নিজের অবতারত্বের কথা স্মরণ করিয়ে, রতিমিলন চাইছেন। গীতটি মিশ্র পয়ার (৮॥৬ I) + দশমাত্রক পংক্তিতে রচিত। মোট ১৮টি পংক্তি রয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ শারঙ্গ : বিষ্ণুধনু। তোত মোর আছে রতি আশে : তোর সঙ্গে আমার রতির প্রত্যাশা বা যোগ রয়েছে।

৭৫. গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

আপণে বোল তো[৫৩/ক]ম্মে ত্রিদশের পতী।
তবেঁ কেহ্নে পরদারে মজে তোর মতী॥
গরু রাখি বুল তোহ্মো মাঝ বৃন্দাবনে।
এবেঁ পাপ কাজে লাগি সাহ মাহাদানে॥ ১॥
ছাড়হ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে পাপ বচনে।
আইহন শুণিলেঁ তোর লইব পরাণে॥ ধ্রু॥

ভূমি ছুইআঁ হাথ পরসওঁ দুঈ কানে।
এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ তোত না ভৈল গেআনে॥
আহ্মাকে না কর কাহ্নাঞিঁ আধিক যতনে।
কভোঁ না শুনিব আহ্মে তোহ্মার বচনে॥ ২॥
তোহ্মার বচন মোর না সাম্বাএ কানে।
তভোঁহো কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে কবহ যতনে॥

এহা বুঝী নিবারিআঁ পাপত মন।
বাহুড়ী আপণ ঘর করহ গমন॥ ৩॥
কিসক করহ কাহ্ন হেন পরবন্ধ।
তোর সমে আছে মোর নিয়ড় সম্বন্ধ॥
এহা জাণী ছাড় কাহ্নাঞিঁ আহ্মাব আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

কৃষ্ণ, তুমি নিজেকে ত্রিদশের পতি বলছ, তাহলে পরদারে তোর মন মজে? তুমি বল যে মাঝ বৃন্দাবনে তুমি গরু চরাও। তবে এখন কেন পাপ কাজে লেগে মহাদান চাও? ১॥ কানাই, তোমার পাপ বচন ত্যাগ কর। আইহন শুনলে তোর প্রাণ নেবে॥ ধ্রু॥ ভূমি স্পর্শ করে দুই কানে হাত স্পর্শ করেছ। তাতেও তোমার জ্ঞান হলনা? কানাই, আমাকে বেশি যত্ন কোরোনা। আমি কখনো তোমার কথা শুনবনা॥ ২॥ তোমার কথা আমার কানে প্রবেশ করছে না। তবু কেন, কানাই, এত চেষ্টা করছ? এ-কথা বুঝে পাপ মন নিবারণ কর। প্রত্যাবৃত্ত হয়ে নিজের ঘরে যাও॥ ৩॥ কিজন্যে এমন প্রবন্ধ (মনঃস্কামনা) করছ? তোর সঙ্গে আমার নিকট সম্পর্ক রয়েছে॥ একথা জেনে, কানাই, আমার আশা ত্যাগ কর। বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীশির বন্দনা করে এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

১১০

রাধা কৃষ্ণকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা কবছেন। ১৮ পংক্তিক পযাববন্ধে গীতটি রচিত॥ কৃষ্ণেব ভূমিস্পর্শ কবে দু'কান ধবাব কাহিনীটি পূর্বের কোনো গীতে পাওয়া যায়নি।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বাহুড়ী : প্রত্যাবৃত্ত হওয়া বা ফিরে যাওয়া। পরবন্ধ : প্রবন্ধ (মনে মনে বুদ্ধি আঁটা)।

৭৬. দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

খোঁপাত উপর তোর বউলমাল দেখী
সিসের সিন্দুর তোর লক্ষ দান লেখী॥
না[৫৩/খ]সা তিলফুল তোর জগজন মোহে।
কাজলের রেখা তোর লক্ষ দান নহে॥ ১॥
না জাহা না জাহা গোআলী ওলাহা পসারা।
আহ্মে মাহাদানী তোর লইব বিচারা॥ ধ্রু॥

ঘৃত দধি দুধ ঘোল তোহ্মার।
ভাণ্ড মাথে ষোল পোণ দান আহ্মার॥
এবেঁ সুন্দরি বাধে কবিবেঁ কী।
আর জাইতেঁ না পাইবেঁ গোআলাব ঝী॥ ২॥

কড়ী দিতেঁ না পারিবি মোর মাহাদানে।
এভোঁ দেহ আল রাধা আলিঙ্গন দানে॥
কিকে পরিহর রাধা শ্রীমধুসূদন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৩॥

তোর খোপাতে বকুলমালা দেখি। তোর সিঁথির সিঁদুরের জন্যে লক্ষ কুড়ি দান লিখছি। তোর নাকের তিলফুল জগতের লোককে মোহিত করে। (চোখের) কাজল রেখা লক্ষ মুদ্রা দানের চেয়েও বেশি॥ ১॥ ওগো গোয়ালিনী, যেওনা, যেওনা, পসার নামাও। আমি মহাদানী তোর বিচার করব॥ ধ্রু॥ তোমার ঘৃত-দধি-দুধ-ঘোল-সহ মাথায় যে ভাণ্ড তার জন্যে আমার দান ষোলপণ॥ এখন সুন্দরি রাধা, তুমি কি করবে? ওগো গোয়ালার ঝি, তুমি আর অগ্রসর হতে পারবে না॥ ২॥ আমার মহাদানের কড়ি যদি না দিতে পারিস, রাধা, আমাকে এবাবে আলিঙ্গন দে॥ রাধা, কেন তুমি শ্রীমধুসূদনকে এড়াতে চাও? বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৩॥

১১১

কৃষ্ণ পুনর্বার রাধার কাছে দান হিসাবে রতিমিলন দাবি কবছেন। চোদ্দটি পযাব পংক্তিতে (৫-৬ পংক্তি ধ্রুবপদ) গীতটি বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বউলমাল : বকুলমালা। ওলাহা : নামাও।

৭৭. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

দেহের দেবতা তোহ্মে জগতের নাথ।
বলে ধর আঞ্চলে খোঁপাত দেহ হাথ॥
কাঞ্চুলী ছিণ্ডিআঁ মোর বিদারহ তনে।
না জাণো নান্দের পোঅ হেন করে কেহ্নে॥ ১॥
অপরুব কথা মোঞেঁ কহিবোঁ কাহারে।
পঞ্চ সঙ্গতি কৈল কাহ্নাঞিঁ আহ্মারে॥ ধ্রু॥

বাহুর বলয়া মোর নিতেঁ চাহ হার।
বলে চুম্ব চাহ আর সরস শৃঙ্গার॥
ধর[৫৪/ক]ম লঙ্ঘিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাপে দিলি মন।
নিয়ড হইল তোর যমের করণ॥ ২॥
দধি খাই ভাণ্ড ভাঁগি দুধে দেহ পাণী।
সম্বন্ধ না মান কাহ্নাঞিঁ ভাগিনা মাউলানী॥

দুই লোক খাআঁ বোল আহ্মার গোআলী।
জগ জাণে আহ্মার ভাগিনা বনমালী॥ ৩॥
যবেঁ আহ্মে না দিব কাহ্নাঞিঁ তোরে ফল।
তবেঁ এহিমতেঁ পথে করিবি তোঁ বল॥
ঝাঁট গিআঁ আণাওঁ আইহন কংস রাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

তুমি দেহের দেবতা, জগতের নাথ। বলে আমার আঁচল ধরছ, খোপায় হাত দিচ্ছ। কাঁচুলি ছিঁড়ে স্তন বিদীর্ণ করছ॥ জানিনা, নন্দ-নন্দন কানাই কেন এমন করে॥ ১॥ এই অপূর্ব কথা কাকে বলব? কানাই আমার পঞ্চসঙ্গতি (পাঁচ অবস্থা, নানা দুর্গতি) কবল! ধ্রু॥ আমার বাহুর বলয় আর হার (কেড়ে নিতে) চায়; বলে চুম্বন দেয় এবং সরস শৃঙ্গার চায়॥ ধর্ম না মেনে, কানাই, পাপে মন দিলি! যমের কাছে যাওয়া তোর নিকটবর্তী হল॥ ২॥ ভাঁড় ভেঙে তুই দই খেয়েছিস। দুধে জল ঢেলে দিয়েছিস। কানাই, তুমি ভাগ্নে হয়ে, মামীব সম্পর্ক মান না॥ দুই লোক (বর্তমান ও ভবিষ্যত) খেয়ে আমাকে গোয়ালিনী সম্বোধন কর। জগতের সবাই জানে বনমালী আমার ভাগ্নে॥ ৩॥ যতক্ষণ তোকে প্রার্থিত ফল (অর্থাৎ রতিমিলন) না দেব, ততক্ষণ তুই পথে আমার উপর এমন বলপ্রয়োগ করবি? আমি সত্বর গিয়ে আইহন এবং কংসরাজকে নিয়ে আসব। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

১১২

এবারে রাধার অভিযোগ গুরুতর। কৃষ্ণ তাব ওপর বলপ্রযোগ করছে। সে সত্বর গিয়ে আইহনকে এবং কংসবাজকে ডেকে আনবে। আঠাবোটি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

৭৮. কহুরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥

কৃষ্ণ ও রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি।

আইস গোআলিনী বইস কদমের তলে
সব তত্ত্ব কহোঁ মোঁ তোহ্মারে।
কর কুলআঁ ঘাটে কাহ্ন মাহাদানী বাটে
কোণ বুধি কোণ পরকারে ॥ ১ ॥
সুণ তোঁ নিলজ্জ কাহ্ন কিসক সাধহ দান
কোন বিধু বথুর উপরে।
জীবারে নারহ যবেঁ হেনক করহ তবেঁ
ভিক্ষা মাঙ্গহ ঘরে ঘরে ॥ ২ ॥
আইহন সে জীএ কিকে হেন নারী পাঠাএ বিকে
গোপ জাতী ধনের কাত[৫৪/খ]রে।
যার ঘরে হেন নারী সে কেহ্নে ধন ভিখারী
তোহ্মা বাহ্মা দেউ মোর ঘরে ॥ ৩ ॥
হইএ আহ্মে গোপ জাতী পতি ছাড়ী নাহি গতী
ঘৃতে দুধেঁ সাজিএ পসারে।
তোহ্মে রাখোআল জনে কড়া চারী কড়ী ধনে
আপণাক জাণহ ঈশরে ॥ ৪ ॥
তোঁএ সে গোআল জায়া না বুঝসি মোর মায়া
আহ্মে ত্রিভুবনে আধিকারী।
আছি গোপরূপ ধরী আহ্মে যবেঁ মন করী
তোহ্মাতো কিণিতেঁ তবেঁ পারী ॥ ৫ ॥
যেবা হএ বড় জন তার নহে হেন মন
বুঝিলোঁ মো তোহ্মার বচনে।
পুণ্য থুইআঁ এক ভিতে পাপে মজাইআঁ চিত্তে
আতী ধনী হআঁ সাধ দানে ॥ ৬ ॥
সর্গ্গ মর্ত্য পাতালে মোর দান সর্ব্বকালে
তোর আশেঁ আছোঁ এহা পথে।
এভোঁ যবেঁ যৌবন রাখিবারে কর মন
বান্ধিআঁ থুইবোঁ দুঈ হাথে ॥ ৭ ॥
সুণহ মোর বচন নটন টেণ্টন কাহ্ন
কেহ্নে কর আপমানকে বাটে।
তোর কি বাড়িতে আছোঁ তোর কিবা ভাত খাওঁ
না মানসি কংস[৫৫/ক]রাঅ পাটে ॥ ৮ ॥
হইএ আহ্মে দামোদর মারিলোঁ আসুর বল
কত দাপ দেখাসসি মোরে।
মারিবোঁ কংস আসুর তোর দাপ করোঁ চুর
দেখোঁ কে বা পড়িঘাএ তোরে ॥ ৯ ॥
হঅ গরু রাখোআল বোল আকাশ পাতাল
তা সুণি কে বা পাতিআএ।
তোহ্মে বাটে মাহাদানী মোহোঁ আইহন রাণী
বল কৈলেঁ জাণায়িবোঁ রাজাএ ॥ ১০ ॥
রাধা হে তোর বলে ভাগু ভাঁগিআঁ সকল
দধি খাইবোঁ আপণ ইছাএ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ। গোয়ালিনী তুমি কদমতলে এসে বস। তোমাকে সব তত্ত্ব বুঝিয়ে বলছি। খেয়াঘাটে কেন কানাই মহাদানী হয়েছে, কেন পথে মহাদানী সেজেছে। (তুমি আমাকে এড়ানোর) কোন বুদ্ধি করবে? ১ ॥

রাধা। নির্লজ্জ কানাই, শোন, কোন বস্তুর উপর কিসের দান চাইছ? যদি বাঁচবার উপায় না পাও, তবে এটা কর, ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগ ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ। আইহন কি ভাবে বাঁচার উপায় করে? এমন (সুন্দরী) নারীকে (দুধ-দৈ) বিক্রী করতে পাঠায়। গোপজাতি হয়ে সে এতই অর্থের জন্যে কাতর? —যার ঘরে এমন নারী রয়েছে সে কেন ধনের ভিখারী? আমার ঘরে তোমাকে বাঁধা রাখুক না। ৩ ॥

রাধা। আমি জাতিতে গোপ, পতি ছাড়া কোনো গতি নেই। ঘৃত-দুধে পসাব সাজানো আমার কাজ। তুমিতো রাখাল, চার কড়ি ধনে নিজেকে ঈশ্বর ভাবছ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ। তুই তো গোআল জায়া, আমার মায়া বুঝবি না, আমি ত্রিভুবনেব অধিকারী। গোপাল রূপ ধরে রয়েছি, যদি ইচ্ছা করি তোকেও কিনতে পারি ॥ ৫ ॥

রাধা। যে বড়ো তার এমন মন হয় না। তোমার কথা আমি বুঝেছি। পুণ্য একদিকে সরিয়ে রেখে, মন পাপে সাজিয়ে এখন দানের সাহায্যে ধনী হবার সাধ ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সর্বত্র আমার দানে অধিকার। তোর আশায় এই পথে অপেক্ষা করছি। এখন যদি যৌবন রক্ষা করতে চাও, আমি দু'হাতে তা বেঁধে রাখবো ॥ ৭ ॥

রাধা। আমার কথা শোন, ওগো দুষ্ট, ঠেঁটা কানাই, পথে কেন অপমান করছ? তুমি কার বাড়িতে রয়েছ, কার ভাত খাচ্ছ (ভুলে যাচ্ছ কি?)। রাজা কংসের রাজ্যপাট মানছ না? ৮ ॥

কৃষ্ণ। আমি দামোদর হয়ে বলশালী অসুরকে মেরেছি, আমাকে তুই কত দর্প দেখাচ্ছিস্? কংসকে মারব, তোর দর্প চূর্ণ করব। দেখি, কে তোকে রক্ষা করে ॥ ৯ ॥

রাধা। গরুর রাখাল হয়ে, আবোল-তাবোল বকছ। সেকথা কে প্রত্যয় করবে? তুমি যেমন পথে মহাদানী, আমি তেমনি আইহনের রাণী, যদি বল কর, রাজাকে জানাব ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ। রাধা, জোর করে তোর সব ভাঁড় ভেঙে ইচ্ছামতো আমি দৈ খাব। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ১১ ॥

১১৩

রাধা ও কৃষ্ণের পরস্পরকে ভয় দেখানো। কৃষ্ণ জোর করবেন, ভয় দেখাচ্ছেন, রাধা তাকে স্বামী আইহন ও রাজা কংসেব শাসনেব কথা বলছেন। ৮ ॥ ৮ ॥ ১০]-মাত্রার ত্রিপদী, মাঝে মাঝে ছোট পংক্তি রয়েছে। মোট ২২টি পংক্তিতে, ১১টি শ্লোকে গীতটি বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ বিথু। বসন্তরঞ্জন-এর সংশোধিত পাঠ: বিধ (আইন বা বিধান—এই অর্থে)। বথু: বস্তু। নটক টেণ্টন: দুষ্ট-প্রবঞ্চক। পড়িঘাএ: রক্ষা করে। পতিআএ: প্রত্যয় করে, বিশ্বাস করে।

৭৯. ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

কাহ্নাঞিঁ তোর মান ধরে সকল ঋষি।
মাথে ঘোড়াচুল হাথে মনোহর বাঁশী॥
হেন কাহ্নাঞিঁ ভাণ্ড ভাঁগিআঁ খাইলে দহী।
কাতে নিবেদিবোঁ মোএঁ এথা কেহো নাহিঁ॥ ১॥
এখুনি বুলিবাঁ গিআঁ যশোদার থানে।
নিমাথি দেখিআঁ মোক বল করে কাহ্নে॥ ধ্রু॥

কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ কুচে দিতেঁ চাহ হাথে।
হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলে লাগে মাথে [৫৫/খ]॥
এবেঁ সে জাণিলোঁ কাহ্ন বাটোআড় তোহ্মে।
কংশ জাণায়িআঁ তোক কাটাযিব আহ্মে॥ ২॥
এত কাল আসি জাই করোঁ মো গোআলী।
কভোঁহো আহ্মারে কেহো না বুইল ধামালী॥

এবেঁ যশোদার পো মর বনমালী।
ধামালী বোলের পালাউক সলী॥ ৩॥
কি না ভর্আঁ গেল মোর মথুরাক জাইতেঁ।
ভাণ্ড ভাঁগি দধি খাইলে নান্দের পুতে॥
এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ মোক জাইতেঁ দেহ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥

কানাই সব ঋষিরা তোকে সম্মান করে। তোর মাথায় চূড়া, হাতে মোহন বাঁশি॥ এমন কানাই ভাঁড় ভেঙে দৈ খায়। এ-কথা কাকে বলব, এখানে এমন কেউ নেই॥ ১॥ এখুনি যশোদার কাছে গিয়ে বলব। অনাথা দেখে কানাই আমার উপর বল করে॥ ধ্রু॥ কাঁচুলি ভেঙে কুচে হাত দিতে চায়। এমন বুঝি যেন তোমরা আমার মাথা কাটতে লেগেছ॥ এখন জানলাম, কানাই তুমি বাটপাড়। কংসকে বলে আমি তোমার মাথা ফাটাব॥ ২॥ এতকাল গোয়ালিনীর কাজ করি, এ-পথে যাতায়াত করি। কখনো কেউ আমায় ধামালী (অশ্লীল কথা) বলেনি। এখন যশোদার পুত্র তুমি মরবে। ধামালী বলার আমার শল্য (ব্যথা) যাবে॥ ৩॥ মথুরায় যেতে গিয়ে আমার কি যে হয়ে গেল! ভাঁড় ভেঙে নন্দের ছেলে দৈ খেয়ে গেল॥ এখনও, কানাই, আমায় ঘরে যেতে দাও। বাসলীবরে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ১১৪

রাধার আক্ষেপোক্তি : কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে। ১৮ পংক্তিক পয়ারে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ নিমাথি : অসহায়া। হেন বুঝো তোমায় কাটিলে লাগে মাথে : বুঝে দেখ, তোমার মাথায় কাটলে ব্যথা লাগে। ধামালী : অশ্লীল কথা। সলী : শল্য (শরীরে শাল প্রবেশের বেদনা)।

৮০. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

রাধে দুপহর বেলে কদমের তলে
বলেঁ খাইলোঁ তোর দহী।
আহ্মার আন্তরে কোণ মন্তরে
না জাণোঁ কি দিলেঁ তরাহী॥
তেকারণে মোর চিত্ত বেআকুল
তোঁ ছাড়ী না জাণো আন।
আইস রাধা যাই বৃন্দাবন
রাখ গোকুলের কাহ্ন॥ ১॥
রাধা কি দিআঁ করায়িলি বাই।
তিরি হআঁ রাধা পুরুষ না মার
বারেক রাখহ কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥

ভোখে ভাত নাহিঁ খাওঁ রাধা[৫৬/ক]শোষে পাণী নাহিঁ পীওঁ
তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল।
তোব দরিশনে জীওঁ … … …
আহোনিশি মোর চিত্ত বেআকুল॥
বাপ নান্দ ঘোষ চাহিআঁ বুলে
ঘরক মন না জাএ।
মাঅ যশোদা কাঁন্দিআঁ বিকল
ঘরে সোআথ না পাএ॥ ২॥
তিরীর যৌবন রাতির সপন
যেহ্ন নদীকের বাণে।
আপণ পুনে উত্তম জনে
হাথে তুলিআঁ দেহ দানে॥

নানা তরুয়র যে ফল ফলে
আপণে তাক না ভখে।
সংসার আসার পর উপকার
করিলেঁ কি বীত থাকে॥ ৩॥
গোআল জাতী তোঁ ভর যুবতী
নিতি বিকে যাসি হাটে।
তোর রূপ দেখি সব জন মোহে
মঞ্জরে সুখান কাঠে॥
আহ্মো দামোদর বিরহে কাতর
তোর সুরতির আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

রাধা, দুপুর বেলায়, কদমতলায়, জোর করে তোর দৈ খেয়েছি। আমার অন্তরে, কোন মন্ত্রে জানিনা রাই, কি দিয়েছিলি॥ সেজন্যে আমার চিত্ত ব্যাকুল, তোকে ছাড়া আর কিছুই জানিনা। রাধা, এস, আমরা বৃন্দাবনে যাই, গোকুলের পথ কানাইয়ের জন্যে রাখ॥ ১॥ রাধা, তুই কি দিয়ে আমায় বাতিকগ্রস্ত করলি। স্ত্রীলোক হয়ে পুরুষকে মেরো না, কানাইকে একবার রক্ষা কর॥ ধ্রু॥ রাধা, আমি ক্ষিদেয় ভাত খাইনি, তৃষ্ণায় জল পান কবিনি। তোব বিরহে আমার চিত্ত ব্যাকুল॥ তোর দর্শনেই বেঁচে থাকি···অহর্নিশি আমার চিত্ত ব্যাকুল॥ বাপ নন্দঘোষ আমায় ডাকেন, কিন্তু ঘরে যেতে মন চায় না। মা যশোদা আমার জন্যে কেঁদে ব্যাকুল কিন্তু ঘরে কোনো স্বস্তি পাই না॥ ২॥ স্ত্রীলোকের যৌবন তো রাতের স্বপ্নের মত, নদীর বানের মত (ক্ষণস্থায়ী)। নিজের পুণ্যে উত্তম জনেব (কৃষ্ণের) হাতে দান তুলে দাও॥ নানা বৃক্ষে যে ফল ফলে বৃক্ষ নিজে তা খায়না। এই সংসার অসার, পরের উপকার করলে কীর্তি থেকে যায়॥ ৩॥ তুমি জাতিতে গোয়ালিনী, তায় পূর্ণ যুবতী, প্রতিদিন হাটে পসরা বিক্রী করতে যাও। তোর রূপ দেখে সবার মোহ জাগে, শুষ্ক কাঠেও মঞ্জরী দেখা দেয়॥ আমি দামোদর বিরহে কাতর, তোর সুরতির আশায় রয়েছি। বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে এই গীত গাইলেন॥ ৪॥ ১১৫

কৃষ্ণ রাধার সম্মতি পাবার চেষ্টা করছেন। ১৮টি ৬॥ ৬॥ ৮॥ I-মাত্রক ত্রিপদী পংক্তিতে রচিত। ২য় পংক্তি শেষে ছাড় রয়েছে। বসন্তরঞ্জন 'বাহী' (রাধা) পাঠ সংযোজন করেছেন। এখানে সেই পাঠ অনুসরণ করা হল।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বাই : বায়ুগ্রস্ত। কিরীত : কীর্তি। সুখান : শুষ্ক।

৮১. মালবশ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা বড়াইকে।

ধিক জাউ নারীর যৌবনে।
মোর দুঈ আখি ধারা শ্রাবণে॥
লোটাআঁ লোটাআঁ কান্দে রাহী॥
মোরে হাট জাইতেঁ না দিলে কা[৫৬/খা]হ্নাঞিঁ॥ ১॥
বুধি বোল দারুণী বড়ায়ি।
মোকে কাল হঞাঁ লাগিল কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥

কথা ছিল আছিদর কাহেু।
কেহ্নে মোর রূপ বাখানে॥
ধরি লআঁ জাএ কুঞ্জতলে।
আর সুরতি চাহে বলে॥ ২॥
বোলে ভোখে ভাত নাহিঁ খাওঁ।
আর শোষত পাণি নাহিঁ পীওঁ॥

বিরহে পোড়েক সব গাএ।
কাহ্ন নিলজ মামীক রতি চাহে॥ ৩॥
ঘৃত দুধেঁ সাজিলোঁ পসারা।
মোএঁ বিকে জাইতেঁ না পাইলোঁ মথুরা॥
এবেঁ মোরে রে বোল উপদেশে।
গাইল বডু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

নারীর যৌবনে ধিক। আমার দুই নয়নে শ্রাবণের ধারা বইছে॥ ধুলিতে লুটিয়ে রাধা কাঁদছেন। আমাকে কানাই হাটে যেতে দিল না॥ ১॥ দারুণী বড়াই আমাকে বুদ্ধি দাও। আমার যম হয়ে দেখা দিয়েছে কানাই॥ ধ্রু॥ ধূর্ত কানাই কোথায় ছিল? কেন আমার রূপের ব্যাখ্যা করে? কুঞ্জতলে ধরে নিয়ে, জোর করে সুরতি চায়॥ ২॥ বলে, ক্ষুধায় ভাত খায়নি। তৃষ্ণায় জল পান করেনি॥ বিরহে তার সর্বদেহ জ্বলছে। নির্লজ্জ কানাই, মামীর রতি চাইছে॥ ৩॥ ঘৃত-দুধে পসার সাজিয়েও আমি মথুরায় বিক্রী করতে যেতে পারলাম না॥ এখন (বড়াই) আমায় উপদেশ দাও। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

১১৬

বড়াই-এর কাছে রাধার আক্ষেপোক্তি। ১৮টি ১০-মাত্রক পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ দারুণী : দারুণ (এখানে বড়াইকে পাকা বুদ্ধি সম্পন্না বোঝাতে 'দারুণী' শব্দ ব্যবহৃত হযেছে)। আছিদর : ধূর্ত।

স. ৩৪ ॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

জরতীকে বলা রাধার কথা শুনে চতুর কৃষ্ণ সতৃষ্ণভাবে রাধাকে বললেন।

৮২. রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

বাসিত ফুলেঁ রাধা বান্ধসি কেশ।
আহ্মাত না পাত রাধা নাগরীবেশ॥
ভাণ্ড ভাঁগিআঁ তোর খাইবোঁ দহী।
পরিঘাউ আসি তোর আইহন কহী॥ ১ ॥
মোরে দাণ দিআঁ যাহা সুন্দরি রাধা।
নহে রূপ যৌবন থুইআঁ যাহা বান্ধা॥ ধ্রু ॥
লঙ্কার রাবণ বীর করিলোঁ[৫৭/ক] চুর।
হেলেঁ দলিবোঁ তোর রাজা কংসাসুর॥
শোণিতপুর গিআঁ বধিবোঁ বাণ।
যমুনার তীরে এবেঁ সাধোঁ মহাদাণ॥ ২ ॥
অসত্য না বোলোঁ বোলোঁ সত্য পরমান।
শতেক কুড়িএঁ রাধা নৈলোঁ মাহাদান॥
এহাত সুন্দরি রাধা না পাত ধান্ধা।
নহে রূপ যৌবন দিআঁ যাহা বান্ধা॥ ৩॥
নহুলী যৌবন হের তোর পরবেশ।
নেত বসন রাধা পিন্ধিলেঁ সুবেশ॥
ছাড়িল সকল দান বৈশ মোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

রাধা, তুই সুগন্ধি ফুল দিয়ে চুল বেঁধেছিস। নাগরীবেশে আমায় ছলনা করিস্ না। ভাঁড় ভেঙে তোর দৈ খাব। তোর আইহন কোথায় আছে। এসে ঠেকাক দেখি॥ ১ ॥ সুন্দরি রাধা, আমাকে দান দিয়ে যাও। নইলে, রূপ-যৌবন বাঁধা রেখে যাও ॥ ধ্রু ॥ লঙ্কার রাবণ রাজাকে আমি চূর্ণ করেছি। তোর রাজা কংসাসুরকে হেলায় দমন করব॥ শোণিত পুরে গিয়ে বাণ রাজাকে বধ করেছি। যমুনাতীরে এখন মহাদান নিতে হাজির হয়েছি॥ ২ ॥ অসত্য বলবনা, সত্য প্রমাণ দেব। শতদান সংগ্রহ করেও, রাধা, মহাদান (মোটা অঙ্কের কর) পেলাম না। আমার এ কথায়, সুন্দরি রাধা, সন্দেহ কোরো না। না হয়, তোমার রূপ-যৌবন বাঁধা রেখে যাও ॥ ৩॥ দেখ, নব যৌবনে তুমি প্রবেশ করেছ। রাধা, তুমি সুবেশ রেশমী বসন পরেছ॥ আমি সব দানের দাবি ছেড়ে দিচ্ছি। আমার পাশে ১১৭
এসে বস। বাসলীশিরে বন্দনা করে, চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ রাধার রূপের প্রশংসা এবং নিজের অসাধারণ দেবশক্তির কথা বলে রাধাকে রতিমিলনে রাজি করাতে চেষ্টা করছেন। ১৮ পংক্তিক পয়ারবন্ধে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ পাত : পাতাও, ছলনা কর। পরিঘাউ : প্রত্যাঘাত করুক। শোণিতপুর : কুমায়ুন প্রদেশের একটি রাজ্য। বাণ : বলি রাজার পুত্র, শোণিতপুরের রাজা। না পাত ধান্ধা : সংশয় রেখো না।

স. ৩৫ ॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

কৃষ্ণের কথা শুনে কৃশাঙ্গী, সতী রাধা দুঃখিত চিত্তে জরতীকে কম্পিত দেহে এ-কথা বললেন।

৮৩. মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বড়াইকে রাধা।

বসি থাকে কদমের তলে।
বল কর দাণের ছলে ॥
যবেঁ কাহ্নাঞিঁ করিবেক বলে।
ঝাঁপ দিবোঁ যমুনার জলে ॥ ১ ॥
বুলিহ আইহন ঘরে।
রাধা পড়িলী কাহ্নের বেঢ়ে ॥ ধ্রু ॥

তার মাঅ ননন্দ আহ্মার।
সকল ভুবনে পরচার ॥
আপণ খাআঁ বোলে ধামালী।
সম্বন্ধ না মানে বনমালী ॥ ২ ॥
বাহুর বলয়া লএ কাঢ়ী।
কানের হিরাধর কচী ॥

কা[৫৭/খ]ঞ্চুলী টানএ মোর গাএ।
কেহো এথাঁ নাহিক সহাএ ॥ ৩ ॥
শুন তোহ্মে আহ্মার বচনে।
জাণা গিআঁ গোয়াল আইহনে ॥
না দিবোঁ কাহ্নাঞিঁরে আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ কদমের তলায় বসে থাকে, দানের ছলে আমার উপর বল করে। এবার যখন কানাই বল করবে, আমি যমুনায় ঝাঁপ দেব ॥ ১ ॥ তুমি আইহনের ঘরে গিয়ে বোলো, রাধা কানাইয়ের বেষ্টনে বা খপ্পরে পড়েছে ॥ ধ্রু ॥ তার (কানাইয়ের) মা তো আমার ননদ। সারা জগতের লোক জানে ॥ নিজের মান খেয়ে আমায় অশ্লীল কথা বলে। বনমালী সম্বন্ধ মানতে চায় না ॥ ২ ॥ হাতের বলয় কেড়ে নেয়। কানের হীরাবসানো অলঙ্কার, গায়ের কাঁচুলি ধরে টানাটানি করে। কেউ এখানে সাহায্যকারী নেই ॥ ৩ ॥ বড়াই আমার কথা শোন। গোয়ালা আইহনকে গিয়ে সব জানাও ॥ কানাইকে আমি কোনো আশ্বাস দেব না। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ১১৮

বড়াইয়ের কাছে রাধার আক্ষেপোক্তি এবং আইহনের কাছে তাকে নালিশ জানাতে প্রেরণের চেষ্টা। ১০ মাত্রক ১৮ পংক্তিতে গীতটি রচিত।

স. ৩৬॥ রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

জরতীর উদ্দেশে বলা রাধার কথা শুনে চতুর কৃষ্ণ সতৃষ্ণভাবে রাধাকে এ-কথা বললেন।

৮৪. কোড়ারাগঃ॥ রূপকং॥ লগনী॥

কৃষ্ণ-রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি।

নিতি নিতি যাসি রাধা মথুরা নগরে।
তোর মাহাদান মোঁ সাধোঁ সকলে॥ ১॥
কে তোরে দিল দান কথাঁ তোর ঘরে।
সরূপেঁ কাহ্নাঞিঁ মোকে কহ ত উত্তরে॥ ২॥
থাকোঁ মো গোকুলে নান্দোযশোদার ঘরে।
মাহাদান সাধোঁ মোএ তোহ্মার আন্তরে॥ ৩॥
রাজা কংসোসুরে মোএঁ করিবোঁ গোহারী।
তোহ্মার জীবন তবেঁ নাহিঁক মুরারী॥ ৪॥
তোর কংস রাজা মোএঁ মারিবোঁ পরাণে।
যমুনার তীরে সাধিবোঁ মাহাদাণে॥ ৫॥
ভাগিনা হইআ কৈলী পাপত মতী।
আজি হৈবে তোহ্মার পাঁচ সঙ্গতী॥ ৬॥
তিরীকলা মোর থানে না পাত তোঁ রাহী।
বিণি কাহ্ন[৫৮/ক] সম্বোধেঁ গমন তোর নাহীঁ॥ ৭॥
কচাল না পাত তোহ্মে শুণ হে মুরারী।
নাহীঁ দান বধু জাএ মথুরা নগরী॥ ৮॥
কবপূর সম দধি দুধের পসার।
তাহাত দান রাধে বহুত আহ্মার॥ ৯॥
ঘোল দধি দুধ মোর মেলিলেক পাণী।
এবাহো ছাড়হ মোরে দেব চক্রপাণী॥ ১০॥
বিণি রতী দিআঁ তোর নাহিক গমন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ১১॥

কৃষ্ণ। রাধা, রোজ রোজ তুই মথুরা নগরে যাস। তোর মহাদান সব আমি চাইছি॥ ১॥
রাধা। কৃষ্ণ, তোকে কে দানের দায়িত্ব দিয়েছে, আমাকে সব বুঝিয়ে বল দেখি॥ ২॥
কৃষ্ণ। আমি গোকুলে নন্দ যশোদার ঘরে থাকি। তোমার কাছে সেজন্যে মহাদান চাইছি॥ ৩॥
রাধা। রাজা কংসাসুরের কাছে আমি অভিযোগ করব। তখন মুরারি, তোমার আর জীবন থাকবেনা॥ ৪॥
কৃষ্ণ। রাজা কংসকে আমি প্রাণে মেরে ফেলব। যমুনাতীরে আমি মহাদান সংগ্রহ করব॥ ৫॥
রাধা। ভাগ্নে হয়ে তুই পাপে মন দিয়েছিস। আজ তোর পঞ্চ সঙ্গতি (দুরবস্থা) হবে॥ ৬॥

কৃষ্ণ। স্ত্রীকলা (মেয়েলি ছলনা), রাই, আমার কাছে দেখিও না। কানাইকে সম্বোধন না করে (সন্তুষ্ট না করে) তোর কোথাও যাওয়া চলবে না॥ ৭ ॥
রাধা। শোনো মুরারি, অনর্থক কচাল (তর্কাতর্কি) কোরো না। দানবস্তু না দিয়েই আমি মথুরায় যাব॥ ৮ ॥
কৃষ্ণ। কর্পূরসম (সুগন্ধি) দৈ ও দুধের পসার। তার জন্যে, রাধা, আমার প্রাপ্য দান অনেক॥ ৯ ॥
রাধা। আমার ঘোল-দধি-দুধে জল ঢেলেছ। এখন, ওগো, দেব চক্রপাণী, আমায় ছেড়ে দাও॥ ১০ ॥
কৃষ্ণ। রতি না দিয়ে তোর যাওয়া হবেনা।
বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ১১ ॥ ১১৯

কৃষ্ণ রাধাকে রতিমিলন ছাড়া যেতে দেবেন না। রাধা তাতে রাজি নন। ২২টি পয়ার পংক্তিতে, ১১টি শ্লোকে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সাধিবোঁ : চাইব, সংগ্রহ করব। তিরীকলা : স্ত্রীলোকের ছলাকলা। না পাত : বিস্তার কোরোনা।

৮৫. শৌরীরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

বসিআঁ থাক কদমের তলে।
দান সাধসিঁ যমুনার কূলে॥
ষোল শত গোপী করসি বলে।
কংস শুণিলেঁ মরি জাইবি হেলে॥ ১ ॥
দানের কে তোঁ শুন মুরারী।
আইহন বীরের সে আহ্মে নারী॥ ধ্রু॥

মিছা পাতি দান করহ জংজাল।
আপণা না চিহ্নসি গো রাখোআল॥
আতি আছিদর নহ কাহ্নাঞিঁ।
ঝগড় তেজ আহ্মে হাটক জাই॥ ২ ॥
যবেঁ পথে মোরে করিবি বল।
তবেঁ হৈবে তোব মাথাব ফল॥

লোকে হৈবোঁ মোএঁ পুরুষবধী।
এভোঁহো তেজহ হেন নঠ বুধী॥ ৩ ॥
গুণী আগু পাছ আপণ মনে।
অনুমতি দে[৫৮/খ]হ মোর গমনে॥
আহ্মার দানের তোঁ এড় আশে।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

কদমের তলে বসে থাক, আর যমুনার কূলে দান সংগ্রহ কব " ষোলশত গোপীর ওপর বল কব। কংস শুনলে অবহেলা ভরে তোকে মারবে॥ ১ ॥ দানের ব্যাপারে, মুরারি, শোনো। আমি আইহন বীরের নারী॥ ধ্রু॥ মিছা দান ধরে ঝঞ্ঝাট করছ। ওগো বাখাল, নিজেকে চিনতে পারছ না॥ তুমি তো এত দুষ্ট নও। ঝগড়া ত্যাগ কর, আমি হাটে যাই॥ ২ ॥ যদি পথে আমার ওপর বল করিস, তাহলে তার ফল মাথায় বইতে হবে॥ লোকসমাজে আমায় পুরুষবধী নাম নিতে হবে। অতএব এই দুষ্টবুদ্ধি ত্যাগ কর॥ ৩ ॥ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা কর, আমাকে যাবার অনুমতি দাও॥ আমার কাছ থেকে দানের আশা ত্যাগ কর। বাসলীকে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥ ১২০

রাধা সাহস দেখিয়ে কৃষ্ণকে বধ করবার ভয় দেখাচ্ছেন, ১০-মাত্রক ১৮টি পংক্তিতে গীতটি বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ দানের কে তো শুন মুরারী : মুবারী, তুমি কাব দান চাইছ তা শোনো। তবে হৈবে তোর মাথার ফল : এর ফলে তোর মাথাটা যাবে (তুই মারা পড়বি)।

১. 'শৌরীরাগ' বলে কোনো রাগের উল্লেখ নেই, সম্ভবত কবি 'গৌরী' লিখতে শৌরী লিখেছেন। বসন্তরঞ্জন তাই মনে করেন।

৮৬. ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধাকে কৃষ্ণ।

তোহ্মার যৌবনে রাধা মোর গেল মনে।
আনেক চিন্তিআঁ লৈলোঁ এহা পথে দানে॥
বোল চালেঁ হাট জাইতেঁ চাহসি সুন্দরী।
এভেকে বুঝিএ তোহ্মারে বড় আছিদরী॥ ১॥
কিকে বোলসি রাধা মোর মিছা দানে।
আহ্মো বাটে মাহাদানী সব লোকেঁ জাণে॥ ধ্রু॥

না জানসি রাধা তোঁ আহ্মার মরম।
গোকুল রাখিল আহ্মো বুঝিআঁ ধরম॥
এবেঁ মো তোহ্মাক লাগী ভৈলোঁ মাহাদানী।
সরূপেঁ জাণহ আহ্মো দেব চক্রপাণী॥ ২॥
পুরুষ বধের যদি ভয় তোর মনে।
তবেঁ জীউ রাখ মোর একই চুম্বনে॥

এহাত সুন্দরি রাধা না কর তোঁ আন।
তোহ্মার করিব আহ্মো উচিত সমান॥ ৩॥
আহ্মার মজিল মন তোহ্মার যৌবনে।
অহোনিশি বেআকুল ভৈলোঁ তেকারণে॥
বিবুধি তেজিআঁ দেহ নিধুবনে আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

রাধা, তোমার যৌবনের প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হল। অনেক ভেবে এই পথে দানী হলাম॥ কথার ছলনায়, সুন্দরি, তুমি হাটে যেতে চাচ্ছ। এটুকু বুঝেছি তুমি খুবই দুষ্টু॥ ১॥ রাধা, তুই কি ভাবে বলিস আমার দান মিথ্যা। সবাই জানে আমি এ-পথের মহাদানী॥ ধ্রু॥ রাধা, তুই আমার মর্ম (স্বরূপ) জানিসনা। ধর্ম বুঝে আমি গোকুলকে রক্ষা করি॥ এখন তো তোমার জন্যে মহাদানী হয়েছি। তুমি আমার আসল রূপতো জান, আমি দেব চক্রপানি॥ ২॥ যদি তোর পুরুষ বধে ভয় থাকে, তবে একটি চুম্বনে আমায় বাঁচিয়ে রাখ॥ এ-প্রস্তাবে, রাধা, অন্যথা কোরোনা। আমিও তোমার উচিত সম্মান রাখব॥ ৩॥ তোমার যৌবনে আমার মন মজেছে। সে কারণে অহর্নিশি ব্যাকুল রয়েছি॥ দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করে নিধুবনের (অর্থাৎ রতি সম্ভোগের) আশা দাও। বাসলীশিরে বন্দনা করে এ-গীতে চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥ ১২১

কৃষ্ণ পুনর্বার রাধার কাছে রতি ভিক্ষা করছেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ নিধুবনে আশ : নিধুবন হল বৃন্দাবনের রাধা কৃষ্ণের কেলিকানন। এখানে অর্থ হল, রমণ-ক্রীড়া।

৮৭. বেলাবা[৫৯/কা]লীরাগঃ ॥ রূপকং ॥[১]

রাধা কৃষ্ণকে।

জিতে পরকার নাহীঁ বোল মাহাদানী।
লোক ধরম নাহিঁ শুণী ॥
ষোল্ল শত গোপীজন সন্ধাক তেজিআঁ।
সোদার মাউলানী পাইলী চাহিআঁ ॥ ১ ॥
মো কেহ্নে জাণিবোঁ কাহ্নাঞিঁ পথে মাহাদানী।
একবার দিআর মেলানী ॥ ধ্রু ॥

গরু রাখোআল তোহ্মে ধরম কারণে।
তবেঁ কেহ্নে পরদারে মণে ॥
সরূপে যবেঁ তোহ্মে দেব বনমালী।
তবেঁ কেহ্নে হেন কাম করী ॥ ২ ॥
নটক কাহ্নাঞিঁ তোর রাখোআল মতী।
বুঝিল তোহ্মার যেহেন জাতী ॥

সব সখিজন মোকে ছাড়ী কৈল গতী।
একসরী ভৈলোঁ নিমাথিতী ॥ ৩ ॥
এড়হ আহ্মারে কাহ্ন না কর কচাল।
হোর আইসে আইহন গোআল ॥
এহা জাণী ঝাঁট ঘুচ আহ্মার পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

জীবিকার সংস্থান নেই, নিজেকে মহাদানী বলছ। লোকধর্মে এমন শুনিনি ॥ ষোলশত গোপীর সবাইকে ছেড়ে সহোদর মামীকে খুঁজে পেয়েছ ॥ ১ ॥ আমি কি করে জানব যে কানাই পথে মহাদানী হয়ে বসে আছে, একবার দেখা হবার আশায় ॥ ধ্রু ॥ ধর্মের জন্যে তুমি গরুর রাখাল। তাহলে পরদারে মন কেন? স্বরূপে তুমি যখন দেব বনমালী, তবে কেন এমন কাম কর? ২ ॥ দুষ্টু কানাই, তোর রাখালের মতি। এতেই বুঝেছি তোমার জাতি কি ॥ সব সখি আমায় ছেড়ে চলে গেল। আমি একা অসহায়া হয়ে পড়লাম ॥ ৩ ॥ কানাই, আর কচকচি না করে আমায় ছেড়ে দাও। দেখ, গোপাল আইহন এসে পড়বে ॥ একথা বুঝে সত্বর আমার পাশ থেকে সরে যাও। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ১২২

রাধা কৃষ্ণকে আইহন এসে পড়তে পারে বলে ভয় দেখিয়েছেন। ১৮ পংক্তির গীত। ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬-পংক্তিগুলি ইচ্ছা করেই ছোট ১০ বা ১২ মাত্রক রেখেছেন।

---

১. এই গীতটি ছন্দ রক্ষার্থে বসন্তরঞ্জন অনেক স্থানে নতুন শব্দ যোগ করেছেন। এটা অনাবশ্যক মনে হয়। কবি ইচ্ছা করেই পয়ার পংক্তির সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ছোট পংক্তি বসিয়েছেন।

৮৮. রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

যমুনাত পার করী বাপ বসুলে।
মতিমোষেঁ আহ্মা থুইল গোআলার কুলে ॥
জরম ভৈল মোর দৈবকী উদরে।
নিন্দ না জাএ কংস আহ্মার ডরে ॥ ১ ॥
না কর আল রাধা মিছাএ[৫৯/খ] জংজাল।
কোণ সকতী আইসে আইহন গোআল ॥ ধ্রু ॥

দান খুজিতেঁ মোকে দেখাষসী সহী।
আত্তর বোলসি আহ্মাত বাকী নাহী ॥
আহ্মার আগুত রাধা না বোল মিছাএ।
আলিঙ্গন দিআঁ যাহা আপণ ইছাএ ॥ ২ ॥
দধি দুধ লআঁ যাহা মথুরাব হাট।
নান্দের নন্দন কৃষ্ণ এবেঁ লৈল বাট ॥

আহ্মার সমে রাধা তোএঁ না কর বাখান।
বার বরিষের মোর দেহ মাহাদান ॥ ৩ ॥
বারেঁ বারেঁ ভাঙ্গী বাধা গেলা মোর দাণে।
আঁচলে ধরিলোঁ হের যাইবি কেনমনে ॥
দান ছাড়ী এবেঁ চাহে আলিঙ্গন কাহ্নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

বাপ বসুল যমুনা পার করে, বুদ্ধির দোষে আমাকে গোয়ালার ঘরে রাখল ॥ দৈবকীর উদরে আমার জন্ম। আমার ভয়ে কংস ঘুমাতে পারেনা ॥ ১ ॥ রাধা, অহেতুক ঝঞ্ঝাট কোরোনা। আইহন গোপাল কোন শক্তিতে এখানে আসবে? দান চাইতে আমি সই দেখাচ্ছি। আর তুই বলছিস, কিছু পাওনা নেই? রাধা, আমার কাছে মিথ্যা বোলোনা। স্বেচ্ছায় আমাকে আলিঙ্গন দিয়ে যাও ॥ ২ ॥ দৈ-দুধ নিয়ে মথুরার হাটে যাও। এবার নন্দের নন্দন পথ রোধ করল ॥ রাধা, তুমি আমার সঙ্গে বাদানুবাদ কোরো না। আমায় বারো বছরের মহাদান (শুল্ক) দাও ॥ ৩ ॥ রাধা, তুমি বার বার আমার দান ফাঁকি দিয়ে গেছ। এবার তোমার আঁচল ধরে ফেলেছি। কেমন করে পালিয়ে যাবে? (কবির উক্তি) দান ছেড়ে কানাই এবার আলিঙ্গন চাইছে। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ১২৩

কৃষ্ণ এবার বলপ্রয়োগের উদ্দেশে রাধার অঞ্চল ধরে টানাটানি করছেন। তিনি যে বসুল-দেবকীর সন্তান, আদৌ সম্পর্কে রাধার ভাগ্নে নন সেকথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। গীতটি ১৮ পংক্তিক পয়ারে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ মোকে দেখাযসি সহী : আমি সই (সাক্ষ্যপ্রমাণ) দেখাচ্ছি। বাখান : বাদানুবাদ।

৮৯. দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধার আক্ষেপোক্তি।

ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।
আগেঁ সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বাবী
চলিলোঁ তাহার উচিত পাওঁ ফলে॥ ১ ॥
আঁচলে না ধর কাহ্নাঞিঁ (বাটে)।
এড় কাহ্নাঞিঁ যাইবোঁ মথুরার হাটে॥ ধ্রু ॥

হেব মথুরার হাটে লক্ষজন বহে[৬০/ক] বাটে
সব্দাক এড়িআঁ আহ্মাব লহ পরাণে।
বিহা না কর আপণে কিসকে রাখহ ধনে
আপনে না ভুঁজ পবাক না কব দানে॥ ২ ॥
ভাগিনা তোহ্মাক জাণী আহ্মে তোব মাউলানী
বল কবিতেঁ মেদনী উলটি জাএ।

তোহ্মেত গোআল জাতী ছাড়হ হেন বিমতী
ঘর গিআঁ সম্বন্ধ পুছ মাএ॥ ৩ ॥
আহ্মে আতিশয় বালী লবলীদল কোঁয়লী
এহা বুঝি তেজ কাহ্নাঞিঁ আহ্মাব পাশে।
মল্লিকাকলিকা পাশে ভ্রমব না পাএ রসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

ঘর থেকে বার হবার মুখে দেখলাম, তেলিনী তেল বেচতে চলেছে, শুষ্ক ডালে কালো কাক বসে আছে। নারীবা শূন্য ঘট নিয়ে যাচ্ছে। হাঁচি-টিকটিকির বারণ না মেনে চলার উচিত ফল পেলাম॥ ১ ॥ কানাই, পথে আমাব আঁচল ধোরোনা। কানাই আমায় ছেড়ে দাও, মথুরার হাটে যাব॥ ধ্রু ॥ দেখ, মথুরার পথে লক্ষ লোক যাচ্ছে। সবাইকে ছেড়ে তুমি আমার প্রাণ নিতে চাইছ॥ নিজে বিয়ে করনি, ধন রেখে কি করবে? নিজে ভোগ কবছ না, অন্যকেও দান করছ না॥ ২ ॥ তোমাকে আমি ভাগ্নে বলে জানি। আমি তোমার মামী। আমার উপর বল করলে পৃথিবী উলটে যাবে। তুমিতো জাতে গোয়ালা। এমন কুমতি ত্যাগ কর। ঘরে গিয়ে মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করে আমাদের সম্বন্ধ জেনে নাও॥ ৩ ॥ আমি অত্যন্ত বালিকা, নবনীদলের মত কোমলা। এ-কথা বুঝে, কানাই, আমার সঙ্গ ত্যাগ কর। মল্লিকা কুঁড়ির কাছে ভ্রমর রস পায় না। এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪ ॥ ১২৪

রাধা পুনর্বার নিজেব দুর্ভাগ্য জানিযে খেদোক্তি কবছেন। নিবৃত্ত কবতে চেষ্টা কবছেন কৃষ্ণকে। ৮॥ ৮॥ ৮॥ ৬।-মাত্রক চৌপদীব সঙ্গে ১০ বা ১২ মাত্রাব একপদী ব্যবহার করেছেন। মাঝে মাঝে ৮॥ ৮॥ ১০।-মাত্রক ত্রিপদী এনেছেন। পদান্ত ও পংক্তি-প্রান্তিক মিল বেখেছেন।

৯০. গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

তোর রূপ দেখি গদাধর।
মদনে বেধিল আন্তর ॥
তোর বস ভৈল বনমালী।
বিমতি ছাড়হ চন্দ্রাবলী ॥ ১ ॥
কেহ্নে দুখ ভাবহ মনে।
দেহ মোরে সরস বচনে ॥ ধ্রু ॥

এ তোর উন্নত যৌবনে।
নিফল কর অকারণে ॥
থিরমতী বুঝহ আপণে।
অনুচিত না বোল বচনে ॥ ২ ॥
তভোঁ নাহিঁ তেজোঁ তোহ্মারে।
যদি জাএ জীবন আহ্মারে ॥

তোহ্মাত মজিল মোর মণে।
নিবারিব কাহার পরাণে ॥ ৩ ॥
আঁচলে ধরিলোঁ রতি আশে।
কেহ্নে মোর ক[৬০/খ]র নিরাসে ॥
মনসুখে বৈশ মোর পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

তোর রূপ দেখে গদাধরের অন্তরে মদনের বাণ বিদ্ধ হয়েছে। বনমালী তোর বশ হল, চন্দ্রাবলী তুমি বিমতী বা অসম্মতি ছাড় ॥ ১ ॥ কেন মনে দুঃখ পাও। আমায় সরস বচনে সম্বোধন কর ॥ ধ্রু ॥ তোর এই উন্নত যৌবন অকারণে কেন নিষ্ফল কর? স্থিরমতি হয়ে বুঝে দেখ, অনুচিত কথা বোলো না ॥ ২ ॥ আমার জীবন গেলেও তোমাকে ছাড়ব না ॥ তোমার প্রতি আমার মন মজেছে, প্রাণকে নিবারণ করব বা ঠেকাবো কি করে? ৩ ॥ রতি মিলনের আশায় তোমার আঁচল ধরেছি। আমাকে নিরাশ করছ কেন? সুখী মনে আমার পাশে এসে বস। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ১২৫

কৃষ্ণ পুনর্বার রাধার কাছে রতিমিলন ভিক্ষা করছেন। ১৮টি ১০ মাত্রক সমিল পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে।

৯১. *কোড়ারাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ*[১] ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

আঁচলে না ধর কাহ্নু ডরেঁ কাঁপে গাঅ।
না জাণো শিশুমতী সুরতির ভায়॥
আপণা ছাওআল বুঝি বড়াই কাহ্নাঞিঁ।
কাঁচ ফল ভাঁগিলেঁ কিছু রস না পাই॥ ১॥
বারেক তেজ কাহ্নাঞিঁ ল জাইবোঁ মথুরা।
ফুলের নাঅ কাহ্নাঞিঁ নাহি সহে ভরা॥ ধ্রু॥

মালতী মল্লিকা কলিকাত নাহিঁ গন্ধ।
এহা জাণী তেজ কাহ্নাঞিঁ মোর অনুবন্ধ॥
তাবত রস নাহিঁ ডালিম ডাকরে।
ভাল মতেঁ যাবত নাহি পাকএ ভিতরে॥ ২॥
বোল এক বোলোঁ তোকে সুনহ অবুধ।
জুড়ায়িলেঁ সোআদ লাগে তপত দুধ॥

তপত দুধ কাহ্নাঞিঁ নালে না পীএ।
ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ দুঈ হাথে না খাইএ॥ ৩॥
কিছুই না জাণো মোএঁ আতিশয় বালী।
এবেঁ মোর আশা তেজ দেব বনমালী॥
ক্ষমা কর ঘর যাহা দেব গদাধর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥

কানাই, আমার আঁচল ধোরোনা। ভয়ে আমার গা কাঁপছে। আমি শিশুমতি, সুরতির রীতি জানি না। কানাই নিজেও তো ছোটছেলে (তাই অবুঝ)। কাঁচা ফল ভাঙলে কিছু রস মেলেনা॥ ১॥ কানাই, একবার আমায় ছেড়ে দাও। মথুরায় যাই। কানাই, ফুলের নৌকায় ভার সয়না॥ ধ্রু॥ মালতী, মল্লিকার কুঁড়িতে গন্ধ থাকেনা। এ-কথা জেনে, কানাই, আমার অনুবন্ধ বা আশা ত্যাগ কর॥ ডালিম বড়ো না হলে তাতে রস হয়না। যতক্ষণ তার ভিতরে ভাল ভাবে না পাকে (ততক্ষণ রস মেলেনা)॥ ২॥ ওগো, অবোধ, একটা কথা তোমায় বলি, তপ্ত দুধ ঠাণ্ডা হলে তার স্বাদ পাওয়া যায়॥ কানাই, তপ্ত দুধ নালে অর্থাৎ ঢকঢক করে খায় না। ক্ষুধার্ত হলে দুহাতে খেতে হয় না॥ ৩॥ আমি অত্যন্ত বালিকা। কিছুই জানি না। ওগো দেব বনমালী, আমার আশা ত্যাগ কর। দেব গদাধর, আমায় ক্ষমা কর, ঘরে ফিরে যাও। বাসলীবরে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥ ১২৬

গীতটিতে কিছু লিপি প্রমাদ রয়েছে। রাধা চমৎকার সব উপমা দিয়ে কানাইকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছেন। গীতটি ১৮ পংক্তিক সমিল পয়ারে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ভায় : ভাব বা রীতি। অনুবন্ধ : আশা। ডাকরে : ডাগর বা বড়। নালে না পীএ : ঢক্ঢক্ করে খায় না।

১. লিপিকর অন্যমনস্কভাবে পুথিতে অড়ুকঃ লিখেছেন। পূর্বে আরও একাধিক গীতে 'কুড়ুক্কঃ' তালের উল্লেখ রয়েছে।

৯২. [৬১/ক]রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥

কৃষ্ণ রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি।

সাবধান মনে রাধা সুন মোর বোল।
সরস হৃদয় করি দেহ চুম্ব কোল॥ ১ ॥
না বোল না বোল হেন দেব চক্রপাণী।
মোর কানে না সাম্বাএ তোর দুষ্ট বাণী॥ ২ ॥
কতোঁ রাধা নাহিঁ বোলোঁ মোঞেঁ পাপবাণী।
তোহ্মে নারী মোর নহ আইহনের রাণী॥ ৩ ॥

এ বোল তোহ্মার কাহ্নাঞিঁ সহিতেঁ না পারী।
কোণ কালত কাহ্নাঞিঁ আহ্মে তোর নারী॥ ৪ ॥
রামায়নকথা রাধা কহিল তোহ্মারে।
তভোঁহো মুগধী রাধা না চিহ্ন আহ্মাবে॥ ৫ ॥
কত মিছা বোলহ সুন্দর বনমালী।
তোর বোলে ভাণ্ডায়িলি নহে চন্দ্রাবলী॥ ৬ ॥

মুগধী গোআলী তোঁ না বুঝসি কাজ।
রতিরসেঁ তোষ মোরে পরিহরী লাজ॥ ৭ ॥
নাহিঁ জাণো রতিরস দেব দামোদর।
একবার দয়া করী আহ্মা পরিহর॥ ৮ ॥
জিঅতেঁ না এড়ে রাধা কাহ্নাঞিঁ তোর পাশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ। রাধা, সাবধানে আমার কথা শোন। প্রসন্ন মনে আমাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন দাও॥ ১ ॥
রাধা। দেব চক্রপানি, কখনো এমন কথা বোলো না। তোর দুষ্ট কথা আমার কানে ঢুকছে না॥ ২ ॥
কৃষ্ণ। রাধা, আমি কখনো পাপকথা বলিনা। তুমি আমার নারী, আইহনের নও॥ ৩ ॥
রাধা। কানাই, তোমার এমন কথা আমি সইতে পারিনা। কবে কানাই, আমি তোর নারী হলাম? ৪ ॥
কৃষ্ণ। রাধা, তোকে আমি রামায়ণকথা বলেছি। তবু মুগ্ধা রাধা, আমায় চিনতে পারছ না॥ ৫ ॥
রাধা। ওগো সুন্দর বনমালী, আর কত মিথ্যাকথা বলবে? তোর কথায় চন্দ্রাবলী প্রতারিত হবেনা॥ ৬ ॥
কৃষ্ণ। মুগ্ধা গোয়ালিনী, তুই কাজ বুঝিস না। লজ্জা পরিত্যাগ করে আমায় রতিরসে পরিতুষ্ট কর॥ ৭ ॥
রাধা। ওগো দেব দামোদর, আমি রতিরস জানিনা। দয়া করে একবার আমায় পরিত্যাগ কর॥ ৮ ॥
কৃষ্ণ। রাধা, জীবন থাকতে কানাই তোর সঙ্গ ছাড়বে না।
বাসলীর শিরে বন্দনা করে, চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৯ ॥

১২৭

পুনর্বার কৃষ্ণ ও রাধার বাদানুবাদ। কৃষ্ণ রতিমিলন চান, বাধা কৃষ্ণকে এড়াতে চান। ১৮টি পযাব পংক্তিতে, ৯টি শ্লোকে গীতটি, নাট্য সংলাপী ভঙ্গিতে রচিত।

স. ৩৭ ॥ [৬১/খ] কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

কৃষ্ণের কথা শুনে সতী অধিমতি রাধা কম্পিত দেহে জরতীকে এ-কথা বললেন।

৯৩. কোড়াদেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

বড়াইকে রাধা।

বোলেঁ প্রবোধিতেঁ সুন বড়ায়ি ল
বড় নটক কাহ্নাঞিঁ।
ঘরক জাইতেঁ মোর সুন বড়ায়ি ল
কিছু উপায় নাহীঁ ॥ ১ ॥
কাহ্নাঞিঁ বড় দুরুবার সুন বড়ায়ি ল
তোহ্মে কর প্রতিকার ॥ ধ্রু ॥

কাহ্নাঞিঁব হাথে পড়ী সুন বড়ায়ি ল
মোএঁ হাবাইলোঁ বুধী।
উদ্ধাব পাইএ যেন সুন বড়ায়ি ল
তোহ্মে চিন্ত সেহী বুধী ॥ ২ ॥
না জাণাইহ কাহ্নাঞিঁকে সুন বড়ায়ি ল
তবেঁ নহে মোর ডব।

সুনিলেঁ সে আস পাইব সুন বড়ায়ি ল
কাহ্ন বড় আছিদর ॥ ৩ ॥
যুগতী করিউ এবেঁ সুন বড়ায়ি ল
তোর মোর এক মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস সুন বড়ায়ি ল
বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

ওগো বড়াই শোন, কথায় প্রবোধ দিতে কানাই খুব চতুর। ওগো বড়াই শোন, ঘরে ফিরবার কোনো উপায় দেখছি না ॥ ১ ॥ ওগো বড়াই শোন, কানাই অত্যন্ত দুর্বার, তুমি কোনও প্রতিকার কব ॥ ধ্রু ॥ ওগো বড়াই শোন, কানাইয়ের হাতে পড়ে আমি বুদ্ধি হারালাম। ওগো বড়াই শোন, যাতে উদ্ধার পেতে পারি সেই বুদ্ধি তুমি চিন্তা কর ॥ ২ ॥ ওগো বড়াই শোন, কানাইকে (এই যুক্তির কথা) বোলোনা, তাহলে আমার ভয় থাকবে না ॥ শুনতে পেলে সে আশা পাবে, কানাই খুবই দুষ্ট প্রকৃতির, ওগো, বড়াই শোন ॥ ৩ ॥ শোন বড়াই, তুমি আমি একমন হযে (পালানোর উপায়) যুক্তি করি। ওগো বড়াই শোন, বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ১২৮

গীতটিতে 'সুন বড়াই ল' ধুয়া প্রতি পংক্তিব মাঝে দেওযা হয়েছে। এই ধুয়াটি বাদ দিলে পংক্তিগুলি ৮ ॥ ৮ ।-মাত্রক দ্বিপদী বন্ধে বচিত। রাধা এখানে বড়াইয়ের সঙ্গে গোপনে কৃষ্ণের হাত এড়িয়ে পালানোর বিষয়ে পরামর্শ করতে চাইছেন।

৯৪. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥

রাধা ও বড়াইয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

না জাইব আল রাধা মথুরা নগর।
বাটে দুরুবার কাহ্নাঞিঁ নান্দের সুন্দর ॥ ১ ॥
নিছন লইআঁ কাহ্নাঞিঁ থাকু এক বাটে।
আন[৬২/ক] পথে যাইব বিকে মথুরার হাটে ॥ ২ ॥
যে বাটে যাইবি হাট দধি ঘৃত লআঁ।
সবই কাহ্নাঞিঁ তোর খাইব তথা গিআঁ ॥ ৩ ॥
সেহো পথে যবেঁ কাহ্নাঞিঁ করে মোরে বল।
তোর মোর মেলিআঁ করিব তার ফল ॥ ৪ ॥
দধি দুধ খাইবেক ভাঁগিবেক ভাণ্ড।
হৃদের কাঞ্চুলী তোর করিবে খণ্ড খণ্ড ॥ ৫ ॥

কাহ্নাঞিঁ দেখিআঁ বড়ায়ি তোকে লাগে ডর।
মাণ্ডকিলে মারোঁ আজি যবেঁ করে বল ॥ ৬ ॥
এথাঁসি সুন্দরি রাধা কর কাঠদাপ।
তথাঁ গেলেঁ হইবি যেহ্ন বাদিআর সাপ ॥ ৭ ॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি মোতে ভৈল ভএ।
কি বুধি করিব এবেঁ বোলহ উপাএ ॥ ৮ ॥
দারুণ কাহ্নাঞিঁ দুরিত তার মন।
চল রাধা পথ এড়ি যাইউ বনে বন ॥ ৯ ॥
বনে যাইতেঁ বড়ায়ি কাহ্নাঞিঁ যবেঁ পাএ।
তবেঁ না করিব বড়ায়ি কমণ উপাএ ॥ ১০ ॥

দারুণ কাহ্নাঞিঁ যবে লাগ পাএ বনে।
অপণেহি তবেঁ রাধা দিবোঁ মাহাদানে ॥ ১১ ॥
ন[৬২/খ]টক কাহ্নাঞিঁ যবেঁ নাহি লএ দানে।
তবে কি করিব বড়ায়ি চিন্তহ আপণে ॥ ১২ ॥
যে বুধি এড়ায়িএ রাধা সে বুধি করিব।
ঘরে গেলেঁ ভাল মন্দ কিছু না কহিব ॥ ১৩ ॥
যতনে চিন্তিহ বড়ায়ি কিছু পরকার।
যেমতেঁ আহ্মার হএ এবার উদ্ধার ॥ ১৪ ॥
বিণি রতি পাইলেঁ কাহ্নাঞিঁ না এড়িব তোরে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১৫ ॥

বড়াই। ওগো রাধা, আমরা মথুরা নগরে যাব না। পথে দুর্বার কানাই, নন্দ-নন্দন ॥ ১ ॥
রাধা। কানাই তার বালাই (নিছন) নিয়ে একপথে থাকবে। আমরা অন্যপথে মথুরার হাটে যাব ॥ ২ ॥
বড়াই। তুই দধি-ঘৃত নিয়ে যে পথে হাটে যাবি, কানাই সেখানেই গিয়ে তোর সব পসার খেয়ে নেবে ॥ ৩ ॥
রাধা। সে পথেও কৃষ্ণ যদি আমার উপর বল করে, তুই আর আমি মিলে তার সমুচিত ফল দেব ॥ ৪ ॥
বড়াই। ভাড় ভেঙে দৈ-দুধ খাবে, তোর বুকের কাঁচুলি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে ॥ ৫ ॥
রাধা। বড়াই, কানাইকে দেখে তুই ভয় পাচ্ছিস্। আজ যদি সে জোর করতে আসে, মেয়েলি কিলে তাকে মারবো ॥ ৬ ॥
বড়াই। সুন্দরি রাধা, তুই এখানে বৃথা আস্ফালন করছিস। সেখানে গেলে বেদের সাপ (তেজশূন্য) হয়ে যাবি ॥ ৭ ॥
রাধা। বড়াই, তোমার কথায় আমার মনে ভয় হচ্ছে। কোন্ বুদ্ধি করব তার উপায় বল ॥ ৮ ॥

বড়াই। কানাই অত্যন্ত দুঃশীল, তার মন কলুষিত॥ রাধা চল, পথ এড়িয়ে আমরা বনের ভেতর দিয়ে যাই॥ ৯॥
রাধা। বনের পথে যেতে বড়াই, কানাই যদি হদিস পায়, তখন কি উপায় করব? ১০॥
বড়াই। দুষ্ট কানাই বনপথে যদি আমাদের (লাগ) সঙ্গ পায়, রাধা, তুই নিজেই তাকে মহাদান দিবি॥ ১১॥
রাধা। দুষ্ট কানাই যদি দান না নেয়, তখন কি করব, বড়াই তুমি চিন্তা কর॥ ১২॥
বড়াই। যে বুদ্ধিতে তাকে এড়ানো যায় রাধা, সেই বুদ্ধি করব। ঘরে গিয়ে ভালমন্দ কিছুই বলব না॥ ১৩॥
রাধা। বড়াই, সযত্নে কিছু উপায় চিন্তা কর। যাতে, এবার আমার উদ্ধার হতে পারে॥ ১৪॥
বড়াই। রতিমিলন না পেলে কানাই তোকে ছাড়বে না।
বাসলীবরে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ১৫॥

১২৯

রাধা কৃষ্ণের হাত থেকে মুক্তির পথ ভেবে বার করতে বড়াইকে অনুরোধ করছেন। বড়াই বলছেন, তোর সঙ্গে রতিমিলন ছাড়া কানাই তোকে ছেড়ে দেবেনা। ১৫টি শ্লোকে, ৩০টি সমিল পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ কাঠদাপ : আস্ফালন। দারুণ : দুঃশীল, অবাধ্য। দুরিত : দুষিত, কলুষিত। কিছু পরকার : কোনও প্রকার পথ।

৯৫. রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

বড়াইকে রাধা।

নাহিঁ পুরে কাহ্নাঞিঁর প্রথম যৌবন।
তবেঁ কেহ্নে রতি প্রতি এত বড় মন॥
এড়ায়িবারে কৈল বড়ায়ি এত পরকার।
এখোই না ধরে কাহ্নাঞিঁ উমত আকার॥ ১॥
আহ্মা সমে সুরতি কাহ্নের না জুআএ।
মাণিকে হিরাক বিন্ধে কে বা পাতিআএ॥ ধ্রু॥

তাহার হাথত নহে আহ্মার মরণ।
হেন কাজ করিতেঁ তাহার কেহ্নে মন॥
এখো না বুঝিএ বড়ায়ি কাহ্নের চারীত।
যত কথা কহে কাহ্নাঞিঁ সব বিপরীত॥ ২॥
পরাক না পুছে কাহ্নাঞিঁ না বুঝে [৬৩/ক] আপণে।
তাহাক উপায় নাহিঁ এ তীন ভুবনে॥

সব লোক বোলে তারে কাহ্ন শিশুমতী।
এখো জন নাহিঁ জাণে তার কাজ গতী॥ ৩॥
হেন পড়িহাসে বড়ায়ি[১] তোহ্মার কি মনে।
মোর প্রতি যোগ হএ নান্দের নন্দনে॥
মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী॥ ৪॥

কানাইয়ের এখনো প্রথম যৌবন পূর্ণ হয়নি। তবু কেন তার রতির প্রতি এত আকর্ষণ? বড়াই, আমি তাকে এড়াতে কত প্রকার চেষ্টা করলাম। কিন্তু উন্মত্ত প্রায় কানাই, কোনো কথা শোনেনা॥ ১॥ আমার সঙ্গে কৃষ্ণের সুরতি যুক্তিযুক্ত নয়। মাণিকের দ্বারা হীরাকে বিদ্ধ করার কথা কে স্বীকার করবে? ধ্রু॥ তার হাতে আমার মরণ যোগ নেই। এমন কাজ করতে তার মন হল কেন? বড়াই আমি কানাইয়ের চরিত্র একটুও বুঝিনা। সে যা কিছু বলে সবই বিপরীত কথা॥ ২॥ কানাই আপন পর বোঝেনা। ত্রিভুবনে তার হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই॥ সবাই বলে কানাই শিশুমতি। কেউই তার কর্মগতি জানে না॥ ৩॥ বড়াই, এই পরিহাসে তোমার কি মনে হয়? সত্যি কি নন্দনন্দনের সঙ্গে আমার যোগ সম্ভব? গজমুক্তা কখনো মর্কটের যোগ্য হয়না। বাসলীগতি বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ১৩০

রাধা বড়াইয়ের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। বড়াইকে সাক্ষ্য মানছেন। সত্যি কি শিশুমতি কৃষ্ণ তার প্রেমের যোগ্য? ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ এখোই : একটিও। হেন পড়িহাসে বড়াই : বড়াই এমন কি তোমার মনে হয়? মাকড় : মর্কট, বানর।

১. পুথিতে ভুলক্রমে 'কাহ্নাঞিঁ' লেখা হয়েছে।

স. ৩৮॥ রাধিকাবাচমাচম্য জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

জরতীকে বলা-রাধিকার কথা শুনে চতুর কৃষ্ণ সতৃষ্ণভাবে রাধাকে বললেন।

৯৬. দেশবরাড়ীরাগঃ॥ একতালী॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

অবুধ গোআল্লি না বুঝ মতিমোহে।
বিরহে বেআকুল কাহ্নাঞিঁ বেড়াএ বিছোহে॥
তোহ্মাত লাগিআঁ কাকুতি করে কাহ্ন।
তোহ্মার অন্তরে পথে সাধোঁ মাহাদান॥ ১॥
তোহ্মার আনুমতীএঁ মাণিকে হিরা বিন্ধে।
বিরহে বিকল কাহ্নাঞিঁ কাপড় না পিন্ধে॥ ধ্রু॥
তোহ্মাক চিন্তিআঁ কাহ্নাঞিঁ ভাত নাহি খাএ।
চারি পহর রাতি নিদ্রাহো না জাএ॥
আইস বোলোঁ গোআলিনী সুণ মোর বোল।
জিআঅ কাহ্ন[৬৩/খ]ঞিঁ রাধা দিআঁ চুম কোল॥ ২॥
কন্নের কুণ্ডল তোর মাণিক উজলে।
সিসের সিন্দুর ভুজবলএ উজলে॥
সফল করহ দেহা দেহ আনুমতী।
কথাঁ না দেখিলী রাধা নারী হএ সতী॥ ৩॥
কাহ্নাঞিঁর নেহা রাধা বড় পুনে পাইএ।
মইলেঁ মুকুতি কিবা সুরপুর জাইএ॥
এবোঁহো সুন্দরি রাধা পুর মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

অবোধ গোয়ালিনী, নির্বুদ্ধিতার জন্যে বুঝতে পারছ না। বিরহে ব্যাকুল কানাই বিক্ষুব্ধ হয়ে ঘুরে বেড়ায়॥ কানু তোমার জন্যে কাতর হয়। তোমার জন্যে সে পথে মহাদান সেধে বেড়ায়॥ ১॥ তোমার সম্মতির আশায় মাণিকে হীরা বিদ্ধ করে (অসম্ভব কাজ করে)॥ ধ্রু॥ তোমার চিন্তায় কানাই ভাত খায় না। চার প্রহর রাত ঘুমায় না॥ গোয়ালিনী, আমি বলছি, এসো, আমার কথা শোনো। রাধা, চুম্বন-আলিঙ্গন দিয়ে কানাইকে বাঁচিয়ে তোল॥ ২॥ কানের কুণ্ডলে তোর মাণিকের দীপ্তি। সিঁথির সিঁদুরে এবং বাহুর কঙ্কণে উজ্জ্বলতা॥ তোমার দেহকে সফল কর, আমায় (মিলনে) অনুমতি দাও। আমি কোথাও দেখিনি নারী সতী হয়॥ ৩॥ রাধা, কানাইয়ের প্রেম অতি পুণ্যে পাওয়া যায়। মৃত্যুর পর মুক্তি অথবা স্বর্গে গতি হয়॥ এ-সব বুঝে রাধা, আমার আশা পূরণ কর। বাসলীশিরে বন্দনাকারী চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ১৩১

কৃষ্ণ রাধাকে পুনর্বার অনুনয় করছেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

স. ৩৯॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥

অধিমতী সতী রাধা কৃষ্ণের কথা শুনে, কম্পিত দেহে জরতীকে এ-কথা বললেন।

৯৭. পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

রাধা বড়াইকে।

তোহ্মো যবেঁ বোল বড়ায়ি হেন সতন্তরে।
আহ্মার নিস্তার তবেঁ নাহিক দুন্তরে॥
সুণিলেঁ আইহন মোরে করিব আপোষ।
তোহ্মো এক ভিতে হৈবেঁ আহ্মা লৰ্ত্তা দোষ॥ ১॥
এবেঁসি জানিলোঁ তোর ভাল নহে মনে।
যবেঁ কাঢ়ায়িলি বাট দুসহ আরণে॥ ধ্রু॥

তোহ্মো বড়ায়ি বোলে চালে হআঁ যাবি পার।
আহ্মোত করিব তথাঁ কেমণ পরকার॥
বল করি ছিণ্ডিবেক সাতেসরী হার।
দেখিআঁ বা কি বুলিব[৬৪/ক] ঘরের গোআল॥ ২॥
আকারণে এহা পথে আণায়িলি মোরে।
মিছেঁ ছাচেঁ কাহ্নাঞিঁ ভাণ্ডআঁ যাই ঘরে॥

এবার ভাণ্ডআঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁক জাইএ।
আর বার তবেঁ বড়ায়ি মথুরা না জাইএ॥৩॥
তোঁ হেন বড়ায়ি ছিতে মোর হএ ডরে।
এ পুণি তোহ্মার লাজ বুঝহ অন্তরে॥
এহা জানি যেহি যোগ্য সেহি থীর কর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥

বড়াই, তুমি যখন এমন পৃথক (স্বেচ্ছাচারের) কথা বলছ তখন আর বিপদ থেকে আমার নিস্তার নেই॥ আইহন এ-কথা শুনলে আমায় প্রহার (আপোষ) করবে। তুমি তো একদিকে সরে যাবে, আমাকেই যত দোষভাগী হতে হবে॥ ১॥ এখন জানলাম, তোর মন ভাল নয়। সে জন্যেই দুর্গম অরণ্যের পথ বার করলি॥ ধ্রু॥ বড়াই, তুই তো বোলচাল দিয়ে পার পেয়ে যাবি। আমি তখন কি প্রকারে, মুক্তি পাব? জোর করে সাতেসরী হার কৃষ্ণ ছিঁড়বে। ঘরের গোপাল (আইহন) দেখে কি বলবে?॥ ২॥ অকারণে আমায় এ-পথে আনলি। মিছে ছলাকলায় কানাইকে ভাঁড়িয়ে এখন যদি ঘরে ফিরতে পারি, আর কখনো মথুরা যাবনা॥ ৩॥ বড়াই, তুই থাকতে আমার এই বিপদ হল। বুঝে দেখ, বারবার এ-তোমারই লজ্জার ব্যাপার। একথা বুঝে যা করার যোগ্য তা স্থির কর। বাসলীবরে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥ ১৩২

রাধা বিপদ বুঝে বড়াইকে তিরস্কার করছেন। বড়াই ইচ্ছা করে তাকে এই দুর্গম বনপথে নিয়ে এসেছে। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আপোষ : প্রহার। কাঢ়াইলি : বার করলি। দুসহ আরণে : দুর্গম অরণ্যে। ছিতে : থাকতে। পুণি : পুনঃপুনঃ, বারবার।

স. ৪০॥ মদীয়মানসোল্লাসি সাধুক্তং রাধিকে ত্বয়া।
অথ স্মরশুচঃ পাহি দুঃস্বনং সর্ব্ববর্ণনা॥

রাধিকা তুমি যে সাধু উক্তি করেছ তাতে আমার মন উল্লসিত হচ্ছে। এস, স্মরযাতনা থেকে আমায় উদ্ধার কর। এ-যাতনা সব ব্যক্ত করতে পারছি না।

৯৮. কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

কবির বর্ণনা এবং রাধার প্রতি কৃষ্ণ।

বনে বনে পালাইআঁ রাধা যবেঁ জাএ।
আগুছিআঁ বাটে তবেঁ কাহ্নাঞিঁ রহাএ॥
তাক দেখি বড়ায়ি পালটি অথবেথে।
অতিবড় ঠেন্টালি রহিলী মূল পথে॥ ১॥
একসরী রাধা দেখি কাহ্নাঞিঁ মনে গুণে।
পালিল বড়ায়ি মোর পূর্ব্ববচনে॥ ধ্রু॥

বড়ায়ি বড়ায়ি বুলি অঝর নয়নে।
কান্দএ একসরী রাধা মাঝ বনে॥
লোহ[৬৪/খ] মুছিআঁ কাহ্ন আপণ বসনে।
না করিহ ভয় রাধা বুলিল বচনে॥ ২॥
এবেঁ দেখ মোর মুখ তুলী দুয়ি আখী।
এহা ঘোর বনে রাধা কেহো নাহিঁ সাখী॥

তোহ্মার আহ্মার রাধা প্রথম যৌবন।
সুরত সংভোগে করী সফল জীবন॥ ৩॥
দূর করোঁ তোর হার ঘন পীন তনে।
আঅব সন্দেশ লওঁ বাহুর কঙ্কনে॥
এবেঁ রসমনে রাধা কর পরিহাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

রাধা যখন বনে বনে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, সামনের রাস্তায় কানাই গিয়ে অপেক্ষা করছেন॥ তাকে দেখে বড়াই ব্যস্তভাবে ফিরে, অতিবড় দুষ্টার বা কুচক্রীর মতো মূলপথে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল॥ ১॥ রাধাকে একলা দেখে কানাই মনে ভাবল, বড়াই আমার আগের কথা পালন করেছে॥ ধ্রু॥ রাধা বড়াই বড়াই বলে, মাঝ বনে একলা অঝোরে কাঁদতে লাগল॥ কানাই নিজের বসনে তার অশ্রু মুছিয়ে বলল, রাধা কোনো ভয় কোরো না॥ ২॥ রাধা, এখন মুখ তুলে, দুই চোখ তুলে দেখ, এই ঘোর বনে কেউ সাক্ষী নেই॥ রাধা, তোমার এবং আমার এই প্রথম যৌবন। এস, সুরত সংভোগে (রতি ক্রীড়ায়) জীবন সফল করি॥ ৩॥ নিবিড় উন্নত স্তনের উপর থেকে হার সরিয়ে দাও। আর তোমার হাতের কঙ্কণ উপহার স্বরূপ আমি গ্রহণ করি (অর্থাৎ কঙ্কণ অলঙ্কার খুলে আমাকে দাও)॥ এখন সরস মনে, রাধা, আমার সঙ্গে হাস্য পরিহাস কর। বাসলীশিরে বন্দনা করে এ-গীত চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥

১৩৩

বড়াই দুষ্টুমি করে পূর্বপরিকল্পনামতো রাধাকে বনে এনে একলা কানাইয়ের সামনে ছেড়ে দিয়ে নিজে বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কৃষ্ণ রাধাকে একলা পেয়ে রতি সম্ভোগে বাধ্য করতে চাইছেন। ১৮ পয়ার পংক্তিক গীত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আগুছিআঁ বাটে : সামনের পথে। ঠেন্টালি : ঠেঁটা, দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্না। লোহ : অশ্রু। সুরত সংভোগ : রতিক্রীড়া। আঅর সন্দেশ লওঁ : আর উপহার হিসেবে নেব।

৯৯. ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ[১] ॥

রাধা ও কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

হার মোর ছিণ্ডি নিলেঁ বাহের কঙ্কন।
না জাণো কাহ্নাঞিঁ তোর কত ধারোঁ ধন ॥ ১ ॥
মো কেহ্নে জাণিবোঁ এথাঁ হৈবোঁ একসরী।
এড় কাহ্নাঞিঁ যাইবোঁ ঘর মথুরা নগরী ॥ ২ ॥
ঘৃত দধি লআঁ যাহ মথুরার হাট।
বিণি সুরতিএঁ তেজি নাহিঁ দিবোঁ বাট ॥ ৩ ॥
মোর ভাগে দৈব কৈল তোহ্মা একসরী।
এবেঁ কাহ্নাঞিঁকে তোষ ভয় পরিহরী ॥ ৪ ॥
সামী মোর দুরুবার সাশুড়ী সশুর।
[৬৫/ক]এড় কাহ্নাঞিঁ যাইব দুর আস্ত জাএ সূর ॥ ৫ ॥
না কর বিলম্ব রাধা পরিহর ভয়।
দেহ আলিঙ্গন রাধা থাকু পরিচয় ॥ ৬ ॥
রাজা খরতর পাটে আতি দুরুবার।
তাক মোর বড় ভয় এড় একবার ॥ ৭ ॥
আহ্মাতে ভজিলেঁ তোর কাখো নাহিঁ ভর।
ত্রিভুবননাথ আহ্মে দেব গদাধর ॥ ৮ ॥
এবার তেজহ কাহ্নাঞিঁ নান্দের নন্দন।
দিনা কথো গেলেঁ তোর ধরিবোঁ বচন ॥ ৯ ॥
হাথে নিধী পাইলেঁ রাধা কে এড়িতেঁ পারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১০ ॥

রাধা। আমার হার ছিঁড়ে নিলে, বাহুর কঙ্কণ (কেড়ে নিলে)। কানাই, জানিনা তোর কত ধন আমি ধারী ॥ ১ ॥ আমি কি করে জানবো যে এখানে একলা হয়ে যাব। কানাই, আমায় ছেড়ে দাও, আমি মথুরা নগরীতে বা ঘরে ফিরে যাই ॥ ২ ॥
কৃষ্ণ। মথুরার হাটে ঘৃত-দধি নিয়ে যাচ্ছ। সুরতি না দিলে পথ ছেড়ে দেবনা ॥ ৩ ॥ আমার ভাগ্যবশে দৈব তোমায় একেশ্বরী (একলা) করেছে। এখন ভয় ত্যাগ করে কানাইকে তোষণ কর ॥ ৪ ॥
রাধা। আমার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি দুর্জন। কানাই, আমায় ছেড়ে দাও—অনেক দূরে যেতে হবে। দেখ, সূর্য অস্তে যাচ্ছে ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণ। রাধা, বিলম্ব না করে, ভয় ত্যাগ কর। আমাকে আলিঙ্গন দাও। (প্রেমের) পরিচয় থাকুক ॥ ৬ ॥
রাধা। রাজা খরতর (উগ্র)। রাজ্য শাসনে অতি দুর্বার। তাকে আমি খুব ভয় পাই। (অন্ততঃ) একবারের জন্য আমায় ছেড়ে দাও ॥ ৭ ॥
কৃষ্ণ। আমায় ভজনা করলে তোর কাউকে ভয় করতে হবে না। আমি ত্রিভুবনের নাথ, দেব গদাধর ॥ ৮ ॥
রাধা। ওগো নন্দ-নন্দন, কানাই, এবার ছেড়ে দাও। দিনকতক গেলে তোর কথা শুনব ॥ ৯ ॥
কৃষ্ণ। রাধা, হাতে নিধি পেলে কে ছাড়তে পারে?
বাসলীবরে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ১০ ॥ ১৩৪

কৃষ্ণ-রাধা উক্তি-প্রত্যুক্তি। রাধা এবারের জন্য মুক্তি চান। কয়েকদিন গেলে তিনি কৃষ্ণের কথা রাখবেন। কৃষ্ণ হাতের ধন ছাড়তে রাজি নন। ১০টি শ্লোকে, ২০ পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ একসরী : নিঃসঙ্গ, একা। আস্ত জাএ সূর : সূর্য অস্ত যায। পাটে : রাজ্য শাসনে।

১. লক্ষণীয়, রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি সত্ত্বেও গীতটি 'লগনী' বলে উল্লেখ করা হয়নি।

স. ৪১॥ অথ রাধা বনে বীক্ষ্য হরিমেকাকিনী পুরঃ।
সুচিরং চিন্তয়ামাস সলজ্জাভীরকৌতুকা॥

অতঃপর রাধা সলজ্জা, আভীর কৌতুকা (কৌতুকপ্রিয় গোয়ালিনী) ও একাকিনী অবস্থায় বনে হবিকে সামনে দেখে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন।

১০০. দেশবরাড়ীরাগঃ॥ আঠতালা॥

রাধার আক্ষেপোক্তি।

না দেখিল না শুনিল কোণ কুঞ্জবনে ছিল
যেহ্ন দেখোঁ বাটে বাটোআড॥ ধ্রু॥
এহি মথুরা নগরে যাওঁ বাবহ বৎসবে
কথাঁ কেহো না কৈল উত্তরে॥
বুঝিল কাহ্নের মন ভিড়ি চাহে আলিঙ্গন
মোরে বল করে নারায়ণ॥ ১॥

ছিণ্ডিআঁ[৬৫/খ] মুকুতাব হাব ভাঁগিবোঁ বলয়া আব
না ধরিআঁ কাহ্নেব বচনে॥
যাইবোঁ বাজদুআবে কংসে কবিবোঁ গোচবে
তবেঁ লোকেঁ দোষ দিব মোরে॥ ২॥

বাজা বড দুরুবাব আইহন খুবেব ধার
কেহ্নে কাহ্ন হেন পড়িহাসে।
বাসলীচবণ শিবে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৩॥

আগে দেখতে পাইনি, (কথা) শুনতে পাইনি। কোন কুঞ্জবনে (লুকিযে) ছিল? যেন হঠাৎ পথে বাটপাড় (পথদস্যু) দেখলাম॥ ধ্রু॥ এই মথুবানগরে বারো বছর যাচ্ছি, কোথাও কেউ কখনো সাড়া দেয়নি॥ কানাইয়েব মন বুঝেছি। সে জড়িয়ে ধরে (ভিড়ি) আলিঙ্গন দিতে চায়। —সে জন্যে নারায়ণ আমাব উপর বল করছে॥ ১॥ আমাব মুক্তাহার ছিঁড়ে, বলয় ভেঙে ফেলবো। কানাই-এর কথা কানে নেবনা॥ রাজদ্বাবে গিয়ে কংসেব গোচরে (এ-সবকথা) আনব। তখন তো লোকে আমাকে দোযারোপ করবে॥ ২॥ রাজা খুব দুর্বাব, আইহনও খুবধার (খুব কড়া), তবু কেন কানাই আমার সঙ্গে পরিহাস করে? বাসলীচরণ ১৩৫
শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৩॥

রাধা কৃষ্ণের আচরণে কি করবেন বুঝতে পারছেন না, কংসকে নালিশ কবলে লোকে বাধাকেই দোষাবোপ কববে।—ওদিকে আইহনও কড়া প্রকৃতিব লোক। এ-সব জেনেও কেন কানাই তার ওপর বলপ্রয়োগ করছে। সাততি দীর্ঘ ত্রিপদীতে (৮॥ ৮॥ ১০ ।) গীতটি বচিত। তাব মধ্যে প্রথমটি ধ্রুবপদ।

স. ৪২॥ ভয়ং কংসাভিমন্যুভ্যোম্মান্যবে মানসে কথং।
রাধিকে রসসন্দোহসাধিকে শৃণু মে বচঃ॥

ওগো রাধা, রস-সন্দেহ সাধিকে, আমার কথা শোন। কংস বা অভিমন্যুকে ভয় তোমার মন থেকে সরিয়ে দাও।

১০১. বসন্তরাগঃ॥ একতালী॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

দাতা বলি ছলিআঁ মো নিলোঁ পাতালে।
করে গিরি ধরিআঁ মো রাখিলোঁ গোকুলে॥
বেদ উদ্ধারিতেঁ কৈলোঁ মীন অবতার।
পাতাল গিআঁ তার করিলোঁ উদ্ধার॥ ১॥
যৌবনগরবেঁ রাধা না চিহ্নসি মোরে।
শ্রীধররূপেঁ হরিআঁ নিবোঁ তোবে॥ ধ্রু॥
তনুত বরাহরূপেঁ থাকি বনভাগে।
মেদনী ধবিল আহ্মে দশনের আগে॥
শ্রীরামরূপেঁ আহ্মে বধিল রাবণ।
আহ্মার আগত বীর নাহিঁ কোণ জন॥ ২॥
দূতা পা[৬৬/কাঠায়িআঁ আহ্মে নিব ত গোকুলে।
বাটত যাইতেঁ মো কবিবোঁ অলঞ্জালে॥
তোর রাজা কংসের মো করিবোঁ নিপাত।
কেহ্নে রাধা মনত গুণসি পাঁচ সাত॥ ৩॥
অসুরকুলদলন হরি মোর নাম।
এবেঁ তোর তরেঁ কৈল অবতার কাহ্ন॥
বসমনে তোষ রাধা নান্দেব নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

দাতা বলিরাজা আমাকে ছলনা করে পাতালে নিয়ে গিয়েছিল। অঙ্গুলির উপর গিবিকে ধারণ করে গোকুল রক্ষা করেছিলাম॥ মীন-অবতার হয়ে আমি পাতালে গিয়ে বেদ উদ্ধার করেছি॥ ১॥ রাধা, তুই যৌবনের গরবে আমায় চিনতে পারছিস না। শ্রীধররূপে আমি তোকে হরণ করেছিলাম॥ ধ্রু॥ বরাহের দেহ ধারণ করে আমি বনে থাকি। দণ্ডের অগ্রে আমি পৃথিবীকে ধারণ করেছি॥ শ্রীরামরূপে আমি রাবণকে বধ করেছি। আমার থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনো বীর নেই॥ ২॥ দূত পাঠিয়ে আমাকে গোকুলে নিয়ে যাবে? পথে যেতে আমি নানা উৎপাত করব॥ তোর কংসরাজাকে আমি নিপাত করব। রাধা, তুই কেন মনে পাঁচসাত ভাবছিস॥ ৩॥ আমাব নাম অসুরকুলদলন হরি। এবারে তোর জন্যেই কানাই অবতার রূপে এসেছি॥ সুতরাং সরসমনে নন্দ-নন্দনকে তোষণ কর। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

১৩৬

– কৃষ্ণ এখানে পূর্বপূর্ব জন্মের অলৌকিক কার্যাবলীব হিসাব দিচ্ছেন বাধাকে। রাধাব সঙ্গে মিলনেব জন্যই এবাবে তিনি কৃষ্ণ-অবতাব রূপে আবির্ভূত হযেছেন, সেকথা জানাচ্ছেন। গীতটি ১৮টি পয়ার পংক্তিতে, নয়টি শ্লোকে (তাব মধ্যে দ্বিতীয়টি ধ্রুবশ্লোক) বচিত।

১০২. গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

সুরত সংভোগেঁ তোর না পুরিবে আহা।
আপণার মনত আপণে গুণি চাহা॥
অরতী বাধিত হুআঁ পাপ করিবেঁ।
জরমক তরেঁ কুলে কলঙ্ক থুইবেঁ॥ ১॥
কাহ্ন মনে পরিভায়।
আহ্মা সমে যোগ নহে সুরতী॥ ধ্রু॥

উচিত কমলে ভোগ কবএ ভ্রমরে।
আহ্মাব মুকুলে নাহিঁ পাএ মধুভরে॥
ইঞ্চলা খাআঁ কাহ্ন বাব পাড়িবে।
আঘোব পাপেঁ তোএঁ গায় বেআপিবেঁ॥ ২॥
পবদারসুরতী কবির্তে না জুআএ।
ভাতের ভোখ কাহ্নাঞিঁ ফলেঁ না পালাএ॥

একবাব ব[৬৬/খ]তীএঁ মদন বাঢ়ে চিতে।
প্রজল আনল কাহ্নাঞিঁ না নিবাএ ঘৃতে॥ ৩॥
মনে পড়িভায় কাহ্নাঞিঁ আহ্মার বচন।
তোর প্রতি যোগ নহে আহ্মার যৌবন॥
আগ পাছ করি কাজ কর মাহাজন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

সুরত্ত-সংভোগে তোর আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হবেনা। নিজের মনে নিজে হিসাব করে দেখ॥ কাম-পীড়িত হয়ে পাপ করবে। সারা জীবনের জন্যে কলঙ্ক রাখবে॥ ১॥ কানু মনে ভেবে দেখ। আমার সঙ্গে তোমার সুরতির যোগ নেই॥ ধ্রু॥ ভ্রমর উপযুক্ত কমলে ভোগ করে (মধুপান করে)। আমার মুকুলে মধু পাবে না॥ কানাই, ইঁচলা (চুনা জাতীয় মৎস্য বিশেষ) খেয়ে কেন ব্রত ভাঙবে। ঘোর পাপ তোর দেহে ব্যাপ্ত হবে॥ ২॥ পরদারে সুরতি করা যোগ্য নয়। কানাই, ভাতের ক্ষুধা ফলে দূর হয় না॥ একবার রতিতে মনে মদন বৃদ্ধি পায়। কানাই, জ্বলন্ত আগুন ঘৃতে নির্বাপিত হয়না॥ ৩॥ কানাই, আমার কথা মনে ভেবে দেখ। আমার যৌবনে তোর যোগ নেই। মহাজন অগ্রপশ্চাত ঠিক করে কাজ করে। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

১৩৭

রাধা পুনর্বার কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছেন, যে তার সঙ্গে সুবতি কৃষ্ণেব যোগ্য নয়। লক্ষণীয, ধ্রুবশ্লোকটি (৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি) মাত্রা গণনায় ছোটমাপের। বাকী ১৬ পংক্তি পয়ারবন্ধে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ অরতী বাধিত : বতি পীড়িত। পরিভায় : ভেবে দেখ। ইঞ্চলা . ইচা বা চুনা জাতীয় মাছ।

স. ৪৩॥ তক্রবিক্রয়নবৃদ্ধয়া ধিয়া
বঞ্চিতা পরিচয়েসি মামকে।
রাধিকেঽস্মি ননু গোপশাবকঃ
কংসবংশদবদাবপাকঃ ॥

তক্র (ঘোল) বেচতে বেচতে তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তুমি আমার পরিচয় বঞ্চিতা হয়েছ। রাধিকা, আমি কংসরূপ দাবাগ্নি-প্রশমনকারী গোপসন্তান।

১০৩. গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ-রাধার বাদানুবাদ।

ছাওআল না দেখিহ মোরে রাধা ল
আল জাণওঁ রতি সকল।
তোহ্মে অনুমতী রাধা দেহ
হের ধরিলোঁ আঁচল॥ ১॥
বল না কর মোরে কাহ্নাই ল
আল বচন আহ্মার শুণ।
দেব ধরম কি সহিব তোরে
এহাত হৃদয়ে গুণ॥ ২॥
তবেঁসি ধরমের ভয় রাধা ল
আল যদি মোএঁ হরোঁ পরনারী।
অপণ অঙ্গের লখিমী হইআঁ
তোহ্মে না চিহ্নসি অনন্ত মুরারী॥ ৩॥
পুরুব জরমে কাহ্নাঞিঁ
আছিলোঁ বা তোর নারী।
ইহ জরমে কে বা পাতিআএ
অপণে বুঝহ মুরা[৬৭/ক]রী॥ ৪॥
ছার তিরী বামা জাতী রাধে ল
আল তোহ্মাতে কর পরতয়।
আহ্মাত আধিক কোণ দেহ আছে
কারে করসি তোঁ ভয়॥ ৫॥
ঘরত নিজ পতী আছে কাহ্নাঞিঁ ল
আল ভাগিনা শুন বনমালী।
তীন লোক খাআঁ তোহ্মার জরম
কাহারে বোলসি ধামালী॥ ৬॥
হসিত বদন কর রাধা ল
আল ধরিলোঁ তোর আঁচল।
হংস সরোবর পাইলেঁ অবসই
হরিএঁ ভুঞ্জে কমল॥ ৭॥
হইবেক তোর মোর সুরতী কাহ্নাঞিঁ ল
আল দুইহাঁর হউক কুশল।
সুরতি রসত সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
আরতী কিছু নাহিঁ ফল॥ ৮॥
বিলম্ব করিতেঁ নারোঁ রাধা ল
আল বচুন আহ্মার ধর।
বিজন বনত তোহ্মা দেখিআঁ
হাণিল কুসুমশর॥ ৯॥
তোহ্মার চরিত্র দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ ল
মোর মুখত না আইসে বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ ল
দেবী বাসলীগণ॥ ১০॥

কৃষ্ণ। ওগো রাধা, আমায় ছাওয়াল বা ছোটছেলে ভেবোনা। আমি রতির সব কিছু জানি। রাধা, আমায় অনুমতি দাও, দেখ, তোমার আঁচল ধরেছি॥ ১॥

রাধা। ওগো কানাই, আমার উপর বল কোরোনা। আমার কথা শোন। তুমি নিজের হৃদয়ে বিচার কর, (এ কাজ করলে) তোর দেবধর্মে কি সইবে? ২॥

কৃষ্ণ। ওগো রাধা, যদি আমি পরনারী হরণ করি তখন ধর্মের ভয়ের কথা ওঠে। আমি নিজ অঙ্গের লক্ষ্মীকে নিচ্ছি। আমি অনন্ত মুরারী, তুই চিনতে পারছিস না॥ ৩॥

রাধা। ওগো কানাই, না হয় পূর্বজন্মে তোর নারী ছিলাম, এ-জন্মে কে সেকথা প্রত্যয় করবে। মুরারী, নিজেই একথা ভেবে দেখ॥ ৪॥

কৃষ্ণ। ওগো রাধা, তুচ্ছ স্ত্রী জাতি এমনিতে প্রতিকূল আচরণকারিণী। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। আমার চেয়ে অধিক কেউ আছে কি? তুই কাকে ভয় করিস? ৫॥

রাধা। ওগো কানাই, ঘরে আমার নিজের পতি রয়েছে। ভাগ্নে বনমালী, একথা শোন। ত্রিলোকের মাথা খেয়ে তোমার জন্ম। কাকে ধামালি বলছিস্ (অশ্লীল প্রস্তাব দিচ্ছিস)॥ ৬॥

কৃষ্ণ। ওগো রাধা, আমি তোর আঁচল ধরছি, মুখে হাসি ফুটিয়ে তোল। সরোবর পেলে হংস অবশ্যই কমল হরণ করে ভোগ করে॥ ৭॥

রাধা। ওগো কানাই, যখন আমাদের পরস্পরের কুশল-বিনিময় হবে তখন সুরতি হবে। সুরতির রসই সুন্দর, অরতিতে কিছু ফল নেই॥ ৮॥

কৃষ্ণ। ওগো রাধা, আমার কথা শোন, আর বিলম্ব করতে পারছি না। এই বিজন বনে তোমায় দেখে কুসুমশরে আহত হলাম॥ ৯॥

রাধা। ওগো কানাই, তোমার চরিত্র দেখে আমার মুখে কথা আসছে না।

দেবী বাসলীকে শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ১০॥ ১৩৮

কৃষ্ণ ও রাধার কথা কাটাকাটি। অবশ্য 'লগনী' কথাটির উল্লেখ নেই। রাধা ল. কাহ্নাঞিঁ ল—ধুয়া বাদ দিলে ৬॥ ৬॥ ৮]-মাত্রক লঘু ত্রিপদীতে ১০টি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে গীতটি রচিত হয়েছে।

স. ৪৩॥ তক্রবিক্রয়নবৃদ্ধয়া ধিয়া
বঞ্চিতা পরিচয়েসি মামকে।
রাধিকেঽস্মি ননু গোপশাবকঃ
কংসবংশদবদাবপাকঃ॥

তক্র (ঘোল) বেচতে বেচতে তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তুমি আমার পরিচয় বঞ্চিতা হয়েছ। রাধিকা, আমি কংসরূপ দাবাগ্নি-প্রশমনকারী গোপসন্তান।

১০৩. গুজ্জরীরাগঃ॥ রূপকং॥

কৃষ্ণ-রাধার বাদানুবাদ।

ছাওআল না দেখিহ মোরে রাধা ল
আল জাণওঁ রতি সকল।
তোহ্মো অনুমতী রাধা দেহ
হেব ধরিলোঁ আঁচল॥ ১॥
বল না কর মোরে কাহ্নাই ল
আল বচন আহ্মার শুণ।
দেব ধরম কি সহিব তোরে
এহাত হৃদয়ে গুণ॥ ২॥
তবেঁসি ধরমের ভয় রাধা ল
আল যদি মোএঁ হরোঁ পরনারী।
অপণ অঙ্গের লখিমী হইআঁ
তোহ্মে না চিহ্নসি অনন্ত মুবারী॥ ৩॥
পুরুব জরমে কাহ্নাঞিঁ
আছিলোঁ বা তোর নারী।
ইহ জরমে কে বা পাতিআএ
অপণে বুঝহ মুরা[৬৭/ক]রী॥ ৪॥
ছার তিরী বামা জাতী রাধে ল
আল তোহ্মাতে কর পরতয়।
আহ্মাত আধিক কোণ দেহ আছে
কারে করসি তোঁ ভয়॥ ৫॥
ঘরত নিজ পতী আছে কাহ্নাঞিঁ ল
আল ভাগিনা শুন বনমালী।
তীন লোক খাআঁ তোহ্মার জরম
কাহাবে বোলসি ধামালী॥ ৬॥
হসিত বদন কব রাধা ল
আল ধরিলোঁ তোর আঁচল।
হংস সরোবর পাইলেঁ অবসই
হরিএঁ ভুঞ্জে কমল॥ ৭॥
হইবেক তোর মোর সুরতী কাহ্নাঞিঁ ল
আল দুইহাঁর হউক কুশল।
সুরতি রসত সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
আরতী কিছু নাহিঁ ফল॥ ৮॥
বিলম্ব করিতেঁ নারোঁ রাধা ল
আল বচু আহ্মার ধর।
বিজন বনত তোহ্মা দেখিআঁ
হানিল কুসুমশর॥ ৯॥
তোহ্মার চরিত্র দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ ল
মোর মুখত না আইসে বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ ল
দেবী বাসলীগণ॥ ১০॥

কৃষ্ণ। ওগো রাধা, আমায় ছাওয়াল বা ছোটছেলে ভেবোনা। আমি রতির সব কিছু জানি। রাধা, আমায় অনুমতি দাও, দেখ, তোমার আঁচল ধরেছি॥ ১ ॥

রাধা। ওগো কানাই, আমার উপর বল কোরোনা। আমার কথা শোন। তুমি নিজের হৃদয়ে বিচার কর, (ঐ কাজ করলে) তোর দেবধর্মে কি সইবে? ২ ॥

কৃষ্ণ। ওগো রাধা, যদি আমি পরনারী হরণ করি তখন ধর্মের ভয়ের কথা ওঠে। আমি নিজ অঙ্গের লক্ষ্মীকে নিচ্ছি। আমি অনন্ত মুরারী, তুই চিনতে পারছিস না॥ ৩ ॥

রাধা। ওগো কানাই, না হয় পূর্বজন্মে তোর নারী ছিলাম, এ-জন্মে কে সেকথা প্রত্যয় করবে। মুরারী, নিজেই একথা ভেবে দেখ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ। ওগো রাধা, তুচ্ছ স্ত্রী জাতি এমনিতে প্রতিকূল আচরণকারিণী। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। আমার চেয়ে অধিক কেউ আছে কি? তুই কাকে ভয় করিস? ৫ ॥

রাধা। ওগো কানাই, ঘরে আমার নিজের পতি রয়েছে। ভাগ্নে বনমালী, একথা শোন। ত্রিলোকের মাথা খেয়ে তোমার জন্ম। কাকে ধামালি বলছিস্ (অশ্লীল প্রস্তাব দিচ্ছিস)॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ। ওগো রাধা, আমি তোর আঁচল ধরছি, মুখে হাসি ফুটিয়ে তোল। সরোবর পেলে হংস অবশ্যই কমল হরণ করে ভোগ করে॥ ৭ ॥

রাধা। ওগো কানাই, যখন আমাদের পরস্পরের কুশল-বিনিময় হবে তখন সুরতি হবে। সুরতির রসই সুন্দর, অরতিতে কিছু ফল নেই॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ। ওগো রাধা, আমার কথা শোন, আর বিলম্ব করতে পারছি না। এই বিজন বনে তোমায় দেখে কুসুমশরে আহত হলাম॥ ৯ ॥

রাধা। ওগো কানাই, তোমার চরিত্র দেখে আমার মুখে কথা আসছে না।

দেবী বাসলীকে শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ১০ ॥ ১৩৮

কৃষ্ণ ও রাধার কথা কাটাকাটি। অবশ্য 'লগনী' কথাটির উল্লেখ নেই। বাধা ল, কাহ্নাঞিঁ ল—ধুয়া বাদ দিলে ৬॥ ৬॥ ৮ I-মাত্রক লঘু ত্রিপদীতে ১০টি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে গীতটি রচিত হয়েছে।

স. ৪৪॥ অথ রাধা বনে বীক্ষ্য হরিং চরিতুমীদৃশম্।।[৬৭/খ]
সুচিরং চিন্তয়ামাস জরতীম্প্রতি রোষতঃ॥

অনন্তর রাধা এমন চরিত্রের কৃষ্ণকে বনে দেখে, জরতীর প্রতি রোষবশতঃ অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন।

১০৪. পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের আচরণ ভেবে রাধার স্বগতোক্তি।

ছারে খারে জাউ মুগধী বড়ায়ি
অনল বুলাওঁ গাএ।
মাঝ পান্তরে বাট কাঢ়ায়িআঁ
গেলি আপণ ইছাএ॥
আইহনরাণী পরেঁ বিগুতে
সে কেমনে ধরএ বুকে।
তার নাতী কাহ্নাঞিঁ পথে বিরোধে
তাহার মনের সুখে॥ ১॥
জায়িবাক নান্দে মোরে বল করে
দুরুজন নান্দের পো।
হেন বাটে বাট কাঢ়ায়িল
দারুণী বড়ায়ি গো॥ ধ্রু॥

আঁচলে ধরে অনুবন্ধ করে
কোণ বুদ্ধি করোঁ এড়ায়িতেঁ।
খেড় আগুণী এক করিআঁ
বড়ায়ি গেলি এক ভিতে॥
দহি নঠ মোর ঘোল নঠ মোর
আইলোঁ বাট হারাআঁ।
কাহ্নাঞিঁর হাথে পাঞ্চ আবথা
বড়ায়ির মাথা খাআঁ॥ ২॥
ভর পান্তরে তিরী বধ করে
কাঞ্চুলী চিরিল টানে।
হিআ খণ্ড খণ্ড নখের ঘাএ
হিছোলেঁ লএ পরাণে॥

লঙ্গ মালতীএঁ খোঁপা ভরাআঁ
ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে।
যশোদার গরভে কাহ্ন উপজিল
না মানে গুরুজনে॥ ৩॥
সাসুড়ী ননন্দ খুরের [৬৮/ক]ধার
সামী বড় দুরুবার।
হেন গতি গাএঁ ঘরক জায়িবোঁ
কেমনে হুয়িবে নিস্তার॥
হেন পরিভাবি চাহিল রাধা
কাহ্নক আড় নয়নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ
দেবী বাসলীচরণে॥ ৪॥

মুগ্ধা বড়াই ছারে খারে যাক্ (নিপাত যাক্), গায়ে আগুন ধরিয়ে দিই। মাঝ প্রান্তরে পথ বেছে নিয়ে এখন নিজের ইচ্ছামত চলে গেল॥ আইহনের রাণীকে অপরে উৎপীড়ন বা বিমর্দন করলে সে কেমন করে বক্ষে নেবে। তারই নাতি কানাই পথে বাধা দেয়, নিজের মনসুখের জন্যে॥ ১॥ যাবার পথে দুর্জ্জন নন্দ-নন্দন আমার উপর বল প্রয়োগ করে। দারুণী বড়াই এমন পথে এনে ফেলল॥ ধ্রু॥ আমার আঁচল ধরে নানা অনুবন্ধ বা অভিলাষ করে। ওকে এড়াতে এখন কি বুদ্ধি করি! শুক্‌নো খড় আর আগুন এক জায়গায় এনে বড়াই একদিকে চলে গেল! দই, ঘোল সব নষ্ট আমার। পথ হারিয়ে এদিকে এলাম। কানাইয়ের হাতে আমার পাঁচ অবস্থা (দুর্দশা), বড়াইয়ের মাথা খাই॥ ২॥ গভীর প্রান্তরে (কানাই) স্ত্রী বধ করেছে, টেনে কাঁচুলি ছিঁড়ে ফেলল। নখের

আঘাতে বুক চিরে ফেলল এখন আচম্‌কা টানে প্রাণ বুঝি নেয়॥ লবঙ্গমালতীতে খোঁপা ভরে দিয়েছে, খুলে আবার বেঁধে দিয়েছে। যশোদার গর্বে (আদরে বা প্রশ্রয়ে) কানাই এমন হয়েছে, এখন গুরুজন মানেনা॥ ৩॥ শাশুড়ি, ননদ খুরধার (কথায় তীক্ষ্ণ), স্বামীও দুর্বার। এমন দেহগতি নিয়ে যদি ঘরে ফিরি তাহলে কিভাবে নিস্তার পাব? এই সব ভেবে রাধা আড় নয়নে কানাই-এর দিকে তাকালেন। দেবী বাসলীর চরণ বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

১৩৯

কৃষ্ণ রাধার যে দুরবস্থা করেছেন তাতে চিন্তিত হয়েছেন রাধা। কি করে এই বিধস্ত দেহে ঘরে ফিরবেন? ১৮টি ৬॥ ৬॥ ৮ ।-মাত্রক ত্রিপদীতে, চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোক-সহ একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবপদে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বিগুতে : বিমর্দিত করতে। অনুবন্ধ : অনুরোধ উপরোধ। খেড় : খড়। হিছোলেঁ : হেঁচকা টানে। উপজিল : এমন হল।

১০৫. কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণ রাধার প্রতি।

এ তোর আড় নয়নে আল পাঞ্জর বেধিল ঘুনে
পাঞ্জর বেধিআঁ বুকত লাগিল ঘুনে।
এবেঁ দেহ চুম্বদানে আর দেহ মধুপানে
আলিঙ্গন দিআঁ বারেক তোষহ মনে॥ ১॥
সুন সুবদনী রাধা নাএ।
যুবক কাহ্নের বারেক রাখহ পরাণে॥ ধ্রু॥

দেখিআঁ তোক রুপসী … … …
গোর শরীর মৃগী সম দুয়ি আখী॥
মহীমণ্ডলে উজলী মেঘে যেহ্ন বিজুলী
বদন সংপুন চান্দ সম তোর দেখী॥ ২॥
কনক কুম্ভ আকারে দুই তোর পয়োভারে
তাহাত উপর গজমুকুতার হারে।

যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে
তাক দেখি মোর পাঅ আগু নাহিঁ সরে॥ ৩॥
দেহার দেব মো হআঁ কলায়িলোঁ আসিআঁ
সুন্দরি নাগরী রাধা তোহ্মাক দেখিআঁ।
উত্ত[৬৮/খ]র দেহ হাসিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
বাসলী শিরে বন্দিআঁ॥ ৪॥

ওগো (রাধা) তোর আড় নয়নের চাহনিতে ঘুণপোকা পাঁজরে বিদ্ধ হল। —পাঁজর ভেদ করে বুকে প্রবেশ করল। এখন চুম্বনে এবং দেহ মধুপানে সম্মতি দাও। আলিঙ্গন দিয়ে আমার চিত্ত তোষণ কর॥ ১॥ ওগো সুবদনী রাধা, শোন। যুবক কানুর একবার প্রাণ রক্ষা কর। তোকে রূপসী দেখে…গৌরাঙ্গী, দুটি আঁখি হরিণের ন্যায়॥ মহীমণ্ডল উজ্জ্বল হয়েছে (দেহরূপে)। যেন মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের ঝলক। তোর বদন পূর্ণচাঁদের মত দেখি॥ ২॥ তোর দুই পয়োধর স্বর্ণ কমলের আকার, তার উপর গজমুক্তার হার যেন গঙ্গার ধারে সুমেরু শোভা পাচ্ছে। তাই দেখে আমার পা আর সামনের দিকে সরছে না॥ ১॥ আমি জগতের দেহধারীদের দেবতা হয়েও সুন্দরী নাগরী রাধা তোমায় দেখে, তোমার অনুগত হলাম। তুমি হেসে সাড়া দাও। বাসলীর শিরে বন্দনা করে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥ ১৪০

কৃষ্ণ রাধার মন জয় করতে চেষ্টা করছেন। ৮টি দীর্ঘ (কিছুটা অসমান) ত্রিপদী / চৌপদী পংক্তি-সহ দুটি একপদী দ্বিপদী (ধ্রুবপদ শ্লোক) পংক্তিতে গীতটি রচিত। দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম পংক্তি (লিপিকরের অসাবধানতায়) অসম্পূর্ণ।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ঘুনে : ঘুণ পোকায়। নাএ : কথার মাত্রা। কলায়িলোঁ : অনুগত হলাম।

১০৬. মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

যবেঁ জাওঁ আল কাহ্নাঞি মথুরার হাটে।
আহ্মাক নেহ্যালী তোহ্মে যাহা বাটে বাটে॥
তবেঁসি জানিল আহ্মে দৈবের ঘটন।
আহ্মা না ছাড়িব কভোঁ নান্দের নন্দন॥ ১॥
সুন্দর কাহ্নাঞি তবেঁ যাওঁ তোর কোল।
কভোঁ না লঙ্ঘিবভেঁ যবেঁ আহ্মার বোল॥ ধ্রু॥
মাথার মুকুট কাহ্নাঞি ভাঁগি জুণি জাএ।
যোড় হাথ করি কাহ্ন বোলোঁ তোব পাএ॥
ছিণ্ডি জুণি জাএ কাহ্নাঞি সাতেসরী হারে।
আর নঠ না করিহ সব আলঙ্কারে॥ ২॥
আতিশয় না চাপিহ আধর দাঁতে।
সখি সব দেখিআঁ বুলিব দন্তঘাতে॥
নখঘাত না দিহ মোর পয়োভারে।
আইহন দেখিলেঁ মোর নাহিঁক নিস্তারে॥ ৩॥
কোঁঅলী পাতলী বালী আহ্মে চন্দ্রাবলী।
ভএ কাম্পো যেহ্ন নব কদলীর বালী॥
আলিঙ্গন দিহ মোরে দয়া ধরী মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

ওগো কানাই, যখন আমি মথুরার হাটে যাই, তুমি আমাকে দেখতে দেখতে পথে পথে যাও॥ তখনই জেনেছি, এই দৈবের ঘটন। নন্দনন্দন আমাকে কখনো ছাড়বেনা॥ ১॥ সুন্দর কানাই, আমি তবেই তোমার কোলে যেতে পারি যদি কখনো আমার কথা লঙ্ঘন না কর॥ ধ্রু॥ কানাই, মাথার মুকুট যেন না ভেঙে যায়।—হাত জোড় করে তোর পায়ে এই নিবেদন করি॥ কানাই, আমার সপ্তকণ্ঠী হার যেন না ছিঁড়ে যায়। আর আমার সব অলঙ্কার নষ্ট কোরোনা॥ ২॥ আমার অধর তোমার দাঁতে অত্যধিক চেপো না। সব সখি দেখে বলবে (কি করে হল) এই দন্তঘাত॥ আমার পয়োভারে নখের আঘাত দিও না। আইহন দেখলে আমার নিস্তার থাকবে না॥ ৩॥ আমি কোমলা ক্ষীণা বালিকা চন্দ্রাবলী। যেন নতুন কলার চারার মতো ভয়ে কাঁপি॥ মনে দয়া ১৪১
রেখে আমায় আলিঙ্গন দিও। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

এতক্ষণে রাধা কৃষ্ণকে রতিদানে রাজি হলেন। তবে কয়েকটি সর্ত করে নিলেন। গীতটি ১৮টি পযাব পংক্তিতে, (চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোক এবং একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবপদের সমন্বয়ে) রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ জুণি : যেন না। নব কদলীর বালী : নতুন কলার চারা।

স. ৪৫ ॥ রা[৬৯/ক]ধিকানুমতিমাপ্য মাধবঃ সম্বরারিশরদুনমানসঃ।
অদ্ভুতক্রমমুদারবিক্রমো বন্ধুমেবমকরোদ্রপুক্রমং ॥

রাধার অনুমতি পেয়ে অদ্ভুত পরাক্রমশালী মদন-শরাহত মাধব প্রতিপক্ষের প্রতি এমন সুন্দরভাবে বিক্রম প্রকাশ করতে লাগলেন।

১০৭. রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার সঙ্গে রতিক্রীড়ার বর্ণনা : কবির ভাষায়।

আলিঙ্গন কৈল কাহ্নাঞিঁ নানা পরকার।
তখন ঘুচাইল কাঢ়ী হৃদয়ের হার ॥
ঘন তন জঘন মরদিল করে।
নানা পরকার কৈল রাধা নখঘাত ডরে ॥ ১ ॥
রাধার বচন পাঞাঁ হরষিত মনে।
কিশলয়শয়নে সুরতী কৈল কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥

চুম্বিল কপোল গল আধর নয়নে।
বদনে বদনে জুড়ি কৈল মধুপানে ॥
মতিভোলেঁ রাধিকার দশনরসনে।
বিসরী রাধার বোল চাপিল দশনে ॥ ২ ॥
নিতম্ব পরসি জঘনত দিল হাথ।
আতি উতরলমতী ভৈল জগন্নাথ ॥

চিরকাল ছিল যত মনোরথবন্ধে।
সকল সফল কৈল রতী অনুবন্ধে ॥ ৩ ॥
মনতোষ ভৈল কাহ্নাঞিঁ ছাড়ে ঘন শাসে।
কাঢ়ী লৈল আভরন পুন রতী আশে ॥
রতী আবশেষ ভৈল রাধার তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে[৬৯/খ]॥ ৪ ॥

কানাই নানা প্রকারে আলিঙ্গন করলেন এবং সেই সময় বুকের হার জোর করে খুলে নিলেন ॥ হাত দিয়ে নিবিড় ভাবে স্তন এবং জঘন মর্দন করলেন। রাধা নখের আঘাতের ভয়ে নানাভাবে (ঠেকাতে) চেষ্টা করলেন ॥ ১ ॥ রাধার অনুমতি পেয়ে আনন্দিত মনে কৃষ্ণ কিশলয় শয্যায় তার সঙ্গে সুরতি করলেন ॥ ধ্রু ॥ গণ্ডদেশ, কণ্ঠ, অধর এবং নয়নে চুম্বন করলেন। মুখে মুখ রেখে (অধর)মধু পান করলেন ॥ মতিভ্রমে রাধার অনুরোধ ভুলে দশনে এবং রসনায় (জিহ্বায়) কৃষ্ণ তার দশন চেপে ধরলেন ॥ ২ ॥ নিতম্ব স্পর্শ করে জঘনে হাত দিলেন। জগন্নাথ অত্যন্ত চঞ্চলমতি হলেন ॥ চিরকাল মনে যেসব আকাঙ্ক্ষা ছিল এবার রতিমিলন প্রসঙ্গে সব সফল করে নিলেন ॥ ৩ ॥ মনে তৃপ্তি হওয়াতে কানাই ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে লাগলেন। সব আভরণ (ভূষণ) কেড়ে নিলেন পুনর্বার রতি মিলনের আশায় ॥ রাধার ত্রাসের (ভয়-ব্যস্ততার) জন্যে রতি শেষ হল। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ১৪২

কবি এখানে কৃষ্ণ-কর্তৃক রাধার দেহ-সম্ভোগের চিত্র বর্ণনা করেছেন। গীতটি ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ দশনরসনে : দন্ত ও জিহ্বায়। উতরলমতী : চঞ্চলমতি। মনোরথবাহু : মনের আকাঙ্ক্ষায়। রতী অনুবন্ধে : রতি প্রসঙ্গে। তরাস : ভয়জনিত ব্যস্ততা।

১০৮. রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধার বড়াইয়ের কাছে আক্ষেপ। কৃষ্ণকে মাঝে মাঝে সম্বোধন।

প্রথমে কাড়িআঁ লৈল সাতেসরী হার।
কানের কুণ্ডল নিল মুকুট মাথার॥
আঅর কাড়িআঁ নিল গুণিআ গলার।
অলপ বএসে কৈল বড়ায়ি খাঁখার॥ ১॥
সব আভরণ কাড়ি নিলেঁ বলে।
বুধি বোল এবেঁ ঘর জায়িব কোণ ছলে॥ ধ্রু॥

হাথের বলয় নিলেঁ আঅর বাহুঠী।
কনককঙ্কন নিলেঁ আঅর অঙ্গুঠি॥
কনককিঙ্কিনী নিলেঁ পাএর নূপুর।
বচনসরস তোহ্মে হৃদয়নিঠুর॥ ২॥
শিরীষ কুসুম সম আহ্মে কোঁঅলী।
বড় দুখ পাইল আহ্মে কাড়িতেঁ পাসলী॥

অলঙ্কারহীন কৈল মোর সব দেহে।
বড় অনুচিত কৈল প্রথম সনেহে॥ ৩॥
আভরণগণ রাধা এড়িল তরাসে।
বাহুড়ী মেলিলী গিআঁ বড়ায়ির পাশে॥
রাধাকে দেখিআঁ বড়ায়ি মনে মনে হাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

প্রথমে কানাই আমার সপ্তকণ্ঠী হার কেড়ে নিল। তারপর কানের কুণ্ডল এবং মাথার মুকুট॥ আর কেড়ে নিল গলার সুতহার। এত অল্প বয়সে আমায় খুবই হেনস্তা করল॥ ১॥ জোর করে আমার সব অলঙ্কার কেড়ে নিল॥ এখন আমায় বুদ্ধি দে, কিভাবে ঘরে ফিরব? ধ্রু॥ (কৃষ্ণকে) হাতের বলয় এবং বাউটি (বাহুর গয়না) নিয়ে নিলে। সোনার কাঁকন এবং আংটি নিয়ে নিলে। কনককিঙ্কিনী এবং পায়ের নূপুর নিয়ে নিলে॥ সরস কথা বললেও তোমার (কৃষ্ণকে সম্বোধন) হৃদয় নিষ্ঠুর॥ ২॥ আমি শিরিষ কুসুমের মত কোমলা। পায়ের অলঙ্কার (পাসলী) কেড়ে নেবার সময় খুব কষ্ট পেলাম॥ আমার সর্বদেহ অলঙ্কারহীন করল। প্রথম প্রণয়েই অত্যন্ত অনুচিত কাজ করল কানাই॥ ৩॥ (কবির বর্ণনা) ভয়ে রাধা সব আভরণ খুলে দিল। ঘুরে বড়াইয়ের পাশে গিয়ে মিলিত হল॥ রাধাকে (এই অবস্থায়) দেখে বড়াই মনে মনে হাসতে লাগল। চণ্ডীদাস বাসলীর শিরে বন্দনা করে এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

১৪৩

কৃষ্ণ রাধাকে জোর করে নিরাভরণ করাতে রাধার আক্ষেপোক্তি—কখনো বড়াইকে, কখনো কৃষ্ণকে। ১৮ পংক্তিক পয়ারে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ গুণিআঁ : গলার সুতহার। খাঁখার : হেনস্থা। পাসলী : পায়ের অলঙ্কার। সনেহে : স্নেহে, প্রণয়ে। বাহুড়ী : ঘুরে, প্রত্যাবৃত্ত হয়ে।

১০৯. রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বড়াই কপটতার সঙ্গে রাধাকে ঠাট্টা করছেন।

ঈসত হাসিআঁ বড়ায়ি পুছিল রাধারে।
এত খন কথাঁ ছিলা এ[৭০/ক]ড়িআঁ আহ্মারে॥
সকল শরীর তোর দেখি বিপরীত।
ভাল না বুঝিএ তোর একোহি চরীত॥ ১॥
মিছ না বুলিহ মোরে পরাণনাতিনী।
আহ্মার থানত কহ সরূপ কাহিনী॥ ধ্রু॥

কে না কাঢ়ি নিলেঁ তোর সব আভরণ।
আসুখিনী হেন দেখি কমণ কারণ॥
আধর ছাড়িল তোর তাম্বুলের রাগ।
হেন বুঝোঁ বনে তোর কাহ্ন পাইল লাগ॥ ২॥

আয়াসিনী ভৈলা আজি তোহ্মে কি কারণে।
বুঝিতেঁ নারোঁ রাধা মোএঁ তোর মনে॥
তোহ্মার বিলম্ব দেখি পাইলোঁ বড় ডর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৩॥

একটু হেসে বড়াই রাধাকে জিজ্ঞাসা করল। আমাকে ছেড়ে এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোর সর্বাঙ্গ বিপরীত দেখছি। তোর চরিত্র আমার তো ভাল ঠেকছে না॥ ১॥ আমার প্রাণপ্রিয় নাতিনী আমাকে মিথ্যা বোলোনা। আমাকে স্বরূপ কথা (ঠিক কথা) খুলে বল॥ ধ্রু॥ কে তোর সব আভরণ কেড়ে নিল। তোকে কি কারণে অসুখী দেখছি? তোর ঠোঁটের তাম্বুল রাগ ছেড়ে গেছে। মনে হচ্ছে, বনে কানাই তোর নাগাল পেয়েছে॥ ২॥ কি কারণে তুমি আজ এত শ্রান্ত হয়েছ! রাধা, আমি তোর মনের কথা বুঝতে পারছি না। তোমার বিলম্ব দেখে মনে ভয় পাচ্ছিলাম। বাসলীবরে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৩॥
১৪৪

বড়াই প্রশ্নের ছলে রাধাকে ঠাট্টা করছে। কৃষ্ণমিলনের সব চিহ্ন সে রাধাব দেহে দেখতে পেয়ে ঘটনা বুঝে নিয়েছে। ১৪টি পয়ার-পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আয়াসিনী : শ্রান্ত।

১১০. কহুরাগঃ ॥ একতালী ॥

বড়াইকে রাধা।

ভাল ভৈল বড়ায়ি মোর ভৈল পরতেখ।
নিজ পতি বিহানে আবথা মোর দেখ॥
একসরী বনে ভয় পাইলোঁ আপারে।
এত দুখ দিআঁ বিধি নির্ম্মিল আম্মারে॥ ১॥
লয়িআঁ চল বড়ায়ি নিজ মোর দেশ।
সে কাহ্নাঞিঁ লাগি ভৈল পাঞ্জর শেষ॥ ধ্রু॥

আরতি লয়িআঁ কাহ্ন মাঝ বৃন্দাবনে[৭০/খ]।
সুরতি আন্তরে মোরে করিল যতনে॥
একসবী হআঁ দৃঢ় বান্ধিআঁ বসনে।
জীউত উপর উঠী নিবারিলোঁ কাহ্নে॥ ২॥
সেহি কোপে কাঢ়ি নিলে সব আভরণে।
আর বিগুতিল মোব সব দেহ কাহ্নে॥

কাহ্নাঞিঁ বুইল মোরে অনেক বিরূপ।
তোর থানে আকপট কহিলোঁ সরূপ॥ ৩॥
তোহ্মে আহ্মা এড়ি বড়ায়ি মাঝ বৃন্দাবনে।
কোণ কাজেঁ কথাঁ ছিলা তাক কে বা জাণে॥
বুঝিতেঁ না পারি বড়ায়ি তোহ্মার মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

বড়াই, তুমি আমাকে (বর্তমান অবস্থায়) দেখলে, ভাল হল। নিজ পতির অনুপস্থিতিতে আমার কি অবস্থা হয়েছে দেখ॥ একা হয়ে পড়াতে বনে খুব ভয় পেয়েছি। বিধি আমার কত দুঃখ দিয়ে নির্মাণ করেছেন॥ ১॥ বড়াই, আমাকে নিজদেশে নিয়ে চল। কানাইয়ের জন্যে আমার পাঁজর ভেঙে শেষ হয়েছে॥ ধ্রু॥ কানাই মাঝবৃন্দাবনে আমায় রতি আকাঙ্ক্ষায় নিয়ে গেল। আমার সুরতি লাভের জন্যে অনেক চেষ্টা করল॥ একা হয়েও আমি দৃঢ়ভাবে কোমরে কাপড় জড়িয়ে কানাইয়ের বুকের উপর উঠে তাকে নিবারণ করলাম॥ ২॥ সেই রাগে সে আমার সব আভরণ (অলঙ্কার) কেড়ে নিল। এবং সারাদেহ বিমর্দিত করল॥ কানাই আমায় অনেক বিরূপ কথা বলল॥ তোর কাছে সব কথা অকপটে বললাম॥ ৩॥ তুমি বড়াই, আমাকে ছেড়ে, মাঝ বৃন্দাবনে, কোথায় কি কাজে ছিলে তা কে জানে? বড়াই ; তোমার মনের ভাব বুঝতে পারিনা। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ১৪৫

রাধা বড়াইকে কানাইয়ের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করলেন। তবে তিনি যে কানাইকে রতি মিলনে সম্মতি দিয়েছিলেন সেকথা বললেন না, ববং কিভাবে কানাইকে ঠেকিয়ে দিয়েছেন এবং সেকারণে রেগে কানাই তার সব অলঙ্কার কেড়ে নিয়েছেন, সে কথা বললেন। গীতটি ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বিহানে : বিহনে, অনুপস্থিতিতে। আরতি : আর্তি, আকাঙ্ক্ষা। জীউত : বক্ষ।

১১১. গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বড়াই রাধাকে। অনুপস্থিত থাকবার কৈফিয়ৎ।

আতী বুঢ়ী না দেখোঁ নয়নে।
জায়িতেঁ নারোঁ ত্বরিত গমনে॥
পথ হারাইলোঁ বৃন্দাবনে।
তোহ্মাক তেজিলোঁ তেকারণে॥ ১॥
তোহ্মে মোরেঁ না করি রোষে।
একসরী ভৈলী দৈবদোষে॥ ধ্রু॥

তোহ্মে গেলা আহ্মার আগে।
দৈবযোগে কাহ্ন পায়িল লাগে॥
তোহ্মে দুখ না ভাবিহ মনে।
আপণা রাখিএ আপণে॥ ২॥
হের তোর চুম্বওঁ বদনে।
তো[৭১/ক]হ্মে মোর দুয়জ পরাণে॥

তোক পাআঁ জীলোঁ একবারে।
বিধি মোর করিল নিস্তারে॥ ৩॥
না দেখিআঁ তোর আভরণে।
যদি মোরেঁ পুছ আইহনে॥
তবেঁ কি বুলিব তার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

আমি অত্যন্ত বুড়ী হয়েছি। দ্রুত চলতে পারিনা॥ বৃন্দাবনে পথ হারালাম। সে জন্যেই তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল॥ ১॥ তুমি আমার উপর রাগ কোরোনা। দৈবদোষে একা হলে॥ ধ্রু॥ তুমি আমার আগে চলে গেলে। দৈবযোগে কানাই তোমার নাগাল পেল। তুমি মনে দুঃখ ভেব না (পেয়োনা)। আপনাকে আপনি রক্ষা করতে হয়॥ ২॥ এদিকে ফের, তোমার মুখে চুমু খাই। তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণ। তোকে পেয়ে প্রাণে বাঁচলাম। বিধি আমাকে নিস্তার (বিপদ থেকে উদ্ধার) করলেন॥ ৩॥ তোর অলঙ্কার না দেখে যদি আইহন আমায় জিজ্ঞাসা করে। তাকে কি বলব বল। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

১৪৬

বড়াই বুড়ী হয়েছেন এবং রাধার সঙ্গে সঙ্গে চলতে পারেননি বলে আত্মদোষ স্খালন করতে চাইলেন। এখন তার প্রশ্ন, আইহন রাধার অলঙ্কার খোয়া যাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে কি বলবেন। গীতটি ১০ মাত্রক পংক্তিক ১৮টি পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ দুয়জ : দ্বিতীয়।

১১২. দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যমুনার তীরে কদমের তলে
কাঞ্চুলী ভিজিআঁ গেল ঘামে।
হংসে যেহ্ন সরোবর বিগুতিল বড়ায়ি ল
তেহ্ন রাধা বিগুতিলে কাহ্নে ॥ ১ ॥
বুলিহ বুলিহ বড়ায়ি আইহনের ঘরে।
কাহ্নাঞিঁ রহাইল দানের ছলে ॥ ধ্রু ॥

হার কেয়ূর আর যত আভরণ সব
নিলে কাহ্নাঞিঁ মোর বলে।
যতেক যতেক তার আছিল মনের সন্তাপ
সুঝায়িল নিকুঞ্জতলে ॥ ২ ॥
বাহু মোর মোড়িআঁ বলয় সব ভাঁগিলেক
ভাঁগিলেক তনের আঞ্চলে।

শূন পান্তরে কাহ্নাঞিঁ লাগ পাইল
বলেঁ নিআঁ করিলেক কোলে ॥ ৩ ॥
আনেক প্রকারেঁ কাকুতী করিল
না দিলোঁ সুরতীর আশে।
এহি তত্ত্ব বুইলোঁ এবেঁ জাই নিজ ঘর
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধা বড়াইকে কৃষ্ণমিলনের ঘটনাটি নিজের মতো করে সাজিয়ে বর্ণনা করছেন। যমুনার তীরে, কদমতলায় ঘামে কাঁচুলি ভিজে গিয়েছিল। হাঁস যেমন করে সরোবরের জল বিমর্দিত করে সেইভাবে কানাই রাধাকে বিমর্দিত করল ॥ ১ ॥ বড়াই তুমি আইহনের ঘরে একথা বোলো। দানের ছলে কানাই আমাকে আটকাল ॥ ধ্রু ॥ কানাই বলে আমার হার, কেয়ূর (অঙ্গদ) এবং আরও যত আভরণ ছিল সব নিয়ে নিয়েছে। তাছাড়া, তার মনে আর যত সব সন্তাপ বা রাগ ছিল এই নিকুঞ্জতলে সব পরিশোধ করে নিয়েছে ॥ ২ ॥ বাহু মুড়িয়ে সব বলয় ভেঙেছে, স্তনাঞ্চল ছিন্ন করেছে। শূন্য প্রান্তরে কানাই আমার নাগাল পেয়ে বনে কোলে করেছে ॥ ৩ ॥ তবে অনেক প্রকার অনুনয় করলেও তাকে সুরতির আশ্বাস দিইনি ॥ এই তত্ত্ব তোকে বললাম, এখন চল নিজের ঘরে যাই ॥ বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ১৪৭

রাধা বড়াইকে বোঝালেন যে কানাই নানা অত্যাচার করলেও, তার দেহ বিমর্দিত করলেও, তিনি সুরতির আশ্বাস দেননি। ৬ ॥ ৬ ॥ ৮ বা ৮ । ৮ ॥ ১০ ।-মাত্রক ত্রিপদী, সঙ্গে ধ্রুবশ্লোকে ৮ ॥ ৬ । / ৬ ॥ ৫ ।-মাত্রক দ্বিপদী ব্যবহৃত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ কেয়ূর : অঙ্গদ বা বাজু। সুঝাইল : পরিশোধ করে নিল। বাহু মোর মোড়িআঁ : আমার বাহু মুচড়ে।

ইতি দানখণ্ডঃ[৭১/খ] সমাপ্ত ॥

অথ নৌকাখণ্ডঃ

স. ১॥ রাধিকাধিক বিশুদ্ধমানসা কামিকৃষ্ণকরতঃ কথঞ্চনঃ।
প্রাপ্য বুদ্ধিবিভবান্ময়া সহ ত্রাণমেণনয়নাগতা গৃহং॥
সাভিমন্যুজননীতি বৃদ্ধয়া ভাষিতং হৃদি নিধায় রাধিকাং।
বিক্রয়ায় দধিতক্রসর্প্পিয়াং গন্তুমেব মথুরাং ন্যবারয়ৎ॥
তন্নিশম্য জরতী স রাধিকা তক্রবিক্রয়নিষেধকর্ম্ম চ।
সংবিহায় মথুরাপুরীগতিং সা চিরস্য বসতৌ তদাবসৎ॥ ৩॥

অতি বিশুদ্ধ চিন্তা, মৃগনয়নী রাধা, কামী কৃষ্ণের হাত থেকে বুদ্ধিবলে কোনোমতে পরিত্রাণ পেয়ে, আমার সঙ্গে ঘরে ফিরেছে। অভিমন্যুজননী বৃদ্ধার এই কথা শুনে, দৈ-দুধ-ঘোল-ঘী ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্যে রাধাকে আর মথুরা যেতে নিষেধ করলেন। বৃদ্ধা আর রাধা সেই নিষেধবাক্য শুনে মথুরা যাওয়া বন্ধ করল এবং দীর্ঘকাল ঘরেই রইল।

স. ২॥ রাধারতিরসন্যস্তমনাঃ কৃষ্ণো মনাগপি।
গতিমাতন্য ন ক্বাপি জগাদ জরতীং চিরাৎ॥

রাধার রতিরসে ন্যস্তচিত্ত কৃষ্ণ কোনও মতে একটি সামান্য উপায় বার করে বৃদ্ধার (বড়াইয়ের) সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপ করলেন।

১. মালবরাগঃ॥ রূপকং॥ লগনী চিত্রকং॥

কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের পারস্পরিক আলাপ।

রাধাক না পাআঁ মোর বেআকুল মনে।
রাতি দিন নিন্দ না আইসে তাহার কারণে॥ ১॥
উনমত ভৈলোঁ বড়ায়ি রাধার বিরহে।
তার দরশন বিনি প্রাণ না রহে॥ ২॥
আইহনের রাণী রাধা বড় আহ্নিদরী।
বোলেঁ চালেঁ তোর থান আণিতেঁ না পারী॥ ৩॥
আপণেয়ি কিছু বোল বুদ্ধি পরকার।
সেহি[৭২/ক] মতেঁ করিবোঁ তোহ্মার উপকার॥ ৪॥

আহ্মা হেতু রাধিকারে বুলিহ কপটে।
দধি দুধ বিচি নিআঁ মথুরার হাটে॥ ৫॥
এবার তোহ্মাক লআঁ যাইব আন পথে।
তবেঁ না পড়িব রাধা কাহ্নাঞিঁর হাথে॥ ৬॥
তোহ্মার বচন মোর লাগিল হৃদয়ে।
উপসন্ন হৈল হের বরিষা সমএ॥ ৭॥

আহ্মে রাধা লআঁ যাইব মথুরার হাটে।
নাঅ লআঁ থাক তোহ্মে যমুনার ঘাটে॥ ৮॥
তোহ্মার বচনে আহ্মে হরষিত মনে।
নাঅ বান্ধিতেঁ গিআঁ করিউ যতনে॥ ৯॥
গাছ চাহিতেঁ আহ্মে জাইএ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ১০॥

কৃষ্ণ। রাধাকে না পেয়ে আমার মন ব্যাকুল। সে-কারণে রাত-দিন চোখে ঘুম আসেনা॥ ১॥ বড়াই, রাধার বিরহে আমি উন্মত্ত হয়েছি। তার দর্শন ছাড়া প্রাণ থাকবে না॥ ২॥

বড়াই। আইহনের রাণী অতি ধূর্ত। বোল-চাল দিয়ে অর্থাৎ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে তোমার কাছে আনা যাচ্ছে না॥ ৩॥ তুমি নিজেই কিছু বুদ্ধি দাও। সেইমতো তোমার উপকার করব॥ ৪॥

কৃষ্ণ। আমার জন্যে রাধাকে কপট কথা (মিথ্যা কথা) বোলো। বোলো, চল যাই, মথুরার হাটে দধি-দুধ বেচতে যাই॥ ৫॥ এবার তোমাকে অন্যপথে নিয়ে যাব। তাহলে, রাধা, তুমি কানাইয়ের হাতে পড়বে না॥ ৬॥

বড়াই। তোমার কথা আমার মনে ধরেছে। দেখ বর্ষাকাল এসে পড়ল॥ ৭॥ আমি রাধাকে মথুরার হাটে নিয়ে যাব। নৌকা নিয়ে তুমি যমুনার ঘাটে থেকো॥ ৮॥

কৃষ্ণ। তোমার কথায় আমি আনন্দিত মনে নৌকা প্রস্তুত করতে যত্ন করি ॥ ৯ ॥ আমি গাছের খোঁজে বৃন্দাবনে যাই। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ গীত গাইলেন ॥ ১০ ॥ ১৪৮

কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের মধ্যে পরামর্শ হল, কিভাবে এই বর্ষার সময়ে রাধাকে নিয়ে, মথুরায় দুধ-দৈ বিক্রীর উদ্দেশ্যে, যমুনার ঘাটে নিয়ে যাবেন। ২০টি পয়ার পঙ্‌ক্তিতে সংলাপের আঙ্গিকে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ উপসন্ন হৈল : উপস্থিত হল। নাঅ বান্ধিতে : নৌকা তৈরি করতে।

২. রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কবি কর্তৃক কৃষ্ণের নৌকা প্রস্তুতের বর্ণনা।

কাঠ কাটিল গিআঁ বিবিধ বিধানে।
শুভক্ষণ বুঝি কৈল দাণ্ডার পাতনে ॥ ১ ॥
চারি পাট চিরী নাঅ দিল যোখ মাপে।
তাত গুড়া যোড়ী দিল তৌলঝাঁপে ॥ ২ ॥
ঘলা পাড়ী সুরগুঠি দিল সব নাএ।
তবেঁ নাম্বায়িল লআঁ মাঝযমুনাএ ॥ ৩ ॥

নাঅ গঢ়ায়িল কাহ্নাঞিঁ গু[৭২/খ]ণিআঁ হৃদয়ে।
দুঈ ছাড়ী তীন জন জাত নাহিঁ জাএ ॥ ৪ ॥
হৃদয়ে ভাবিআঁ কাহ্নাঞিঁ যুগতি বিশেষে।
আর এক বড নাঅ গঢ়িল হরিষে ॥ ৫ ॥

জলের ভিতরে তাক থুয়িল ডুবায়িআঁ।
পাছে ঘাটের নিকট গেলা নাঅ লআঁ ॥ ৬ ॥
রাধার পন্থ নেহালিআঁ রহিলা কাহ্নাঞিঁ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী আই ॥ ৭ ॥

নানা বিধানমতো কৃষ্ণ কাঠ কাটল। শুভক্ষণ দেখে দাণ্ডা বা মাঝের দণ্ড-এর পত্তন করল ॥ ১ ॥ চারটি পাট চিরে নৌকার মাপমতো করল। তাতে 'গুড়া' বা সংযোজক কাঠ তুলা দণ্ডের মতো যোড় দিল ॥ ২ ॥ 'ঘলাপাড়ি' বা পাতলা পাট এবং শণের গুজি লাগাল সারা নৌকাতে। তারপর মাঝ যমুনায় নৌকা নামাল ॥ ৩ ॥ কানাই মনে মনে হিসাব করে নৌকা গড়াল। —যাতে দুই-এর বেশি তিনজন সে নৌকায় না উঠতে পারে ॥ ৪ ॥ কানাই মনে যুক্তি করে আনন্দের সঙ্গে আর একটি বড় নৌকা গড়ল ॥ ৫ ॥ সেটি জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখল। তারপর (ছোট) নৌকা নিয়ে ঘাটের কাছে গেল ॥ ৬ ॥ রাধার পথের দিকে তাকিয়ে কানাই অপেক্ষা করতে লাগল। মাতা বাসলীর বরে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন ॥ ৭ ॥ ১৪৯

এ গানটি কবির বর্ণনা। কৃষ্ণ কি ভাবে নৌকা গডলেন এবং ছোট বড়ো দুই মাপেব দুটি নৌকা তৈরি করলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। ১৪টি পয়ার পংক্তিতে, সাতটি শ্লোকে গীতটি রচিত। ধ্রুবশ্লোক রাখেননি।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ দাণ্ডা : মাঝের মূল দণ্ড। পাট : ছোট ছোট পাট বা ফলক। গুড়া : নৌকার জোড় সংযোজক। ঘলা পাড়ি : পাতলা পাড়ি বা যোড়ক কাঠ। সুরগুঠি : শণের গুজি।[১]

১. এখানে সেকালের নৌকা তৈরির নানা উপকরণের নাম পাওয়া যাচ্ছে।

স. ৩॥ মধুরাং মথুরাং নেতুং জরতী কপটে পটুঃ।
কৃষ্ণস্য বচসা প্রাহ শীঘ্রং রাধামিদং বচঃ॥

মধুরা রাধাকে মথুরায় নিয়ে যাবার জন্যে কপটতায় পটু জরতী কৃষ্ণের কথায়ে শীঘ্র তাকে এ-কথা বলল।

৩. দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

বড়াই রাধাকে।

যে বোল তোরে বোলোঁ মোঞঁ রাধা ল
তাত না করিহ আন।
অহিত না বোলোঁ মোঞঁ রাধা ল
এহা সরূপেঁসি জাণ॥ ১॥
চিরদিন মথুরাক না জাহা ল
কেহ্নে নঠ কর দহী॥ ধ্রু॥

গোআলজরম আহ্মে শুণ
দধি দুধে উতপতী।
এবেঁ তাক উপেখহ কেহ্নে
তোর ভৈল কি কুমতী॥ ২॥
আনাহ সকল সখিজন
মেলী কবিউ যুগতী।

তবেঁ মথুরাক জাইএ
সহ্মেহ্আঁ একমতী॥ ৩॥
পসার সাজিউ দধি দুধে
সেসি জীবার উপাএ।
বাসলীচরণ শি[৭৩/ক]রে বন্দী রাধা ল
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

ওগো রাধা, তোকে আমি যা বলি তার অন্যথা করিস না। ওগো রাধা, আমি তোর পক্ষে অহিতকর কথা বলব না, এ-কথা নিশ্চয় জানবি॥ ১॥ চিরদিন মথুরায় না গিয়ে কেন দধি নষ্ট করছিস॥ ধ্রু॥ শোন্, আমাদের গোয়ালাকুলে জন্ম, দধি-দুধেই আমাদের উৎপত্তি। এখন তাঁকেই উপেক্ষা করছিস্, তোর কি কুমতি হল? ২॥ যুক্তি-পরামর্শ করে সব সখিকে ডেকে আনো। তারপর সবাই একমতি হয়ে মথুরায় যাও॥ ৩॥ দধি-দুধে পসার সাজাও, সেটাই জীবিকার উপায়। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ১৫০

কৃষ্ণের সাথে পরামর্শ করে বড়াই রাধাকে পুনর্বার দুধ-দৈ বিক্রী করতে মথুরায় যাবার জন্য অনুবোধ করল। গোয়ালার ঘরেব বউ। জাত ব্যবসা ছাড়লে চলবে কি করে। 'রাধা ল' ধুয়াটি বাদ দিলে কবি ৮।: ৮ I-মাত্রক দ্বিপদী ৯টি পংক্তিতে গীতটি রচনা করেছেন। এব মধ্যে তৃতীয় পংক্তিটি ধ্রুব শ্লোক।

৪. শৌরীরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥

বড়াইকে রাধা।

আর যার জাইতেঁ মথুরার হাটে।
লাগ পাইল কাহ্নঞিঁ যেহেন খাঁটে॥
দধি দুধ খাআঁ মোর ভাঁগিলেক ভাণ্ডে।
খন্দ নঠ করে যেহ্ন উদাওঁ সাণ্ডে॥ ১ ॥
হেন বা বুলিহ আহ্মার থানে।
বাটে দুরুজন পাইব কাহ্নে॥ ধ্রু॥

ঘোল দুধে মোব দিলেক পাণী।
আর দুরাখর বুইলেক বাণী॥
কাঞ্চুলী ভাঁগিল আহ্মাব।
আকুল কইলে কুন্তলভার॥ ২॥
হার নিল মোর ভাঁগি বলয়া।
কুণ্ডল নিলেক আঅব বলয়া॥

যেহেন চরিত দেখিলোঁ তারে।
তোব প্রসাদেঁ আর জীলোঁ একবারে॥ ৩॥
কেহেন চরিত বডায়ি তোরে।
মথুরা যাইবাক বোলসি মোরে॥
তার নামে মোক লাগিল তবাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

সেবারে মথুরার হাটে যাবার সময় কানাই পথে দস্যুর মতো নাগাল পেয়েছিল॥ দধি-দুধ খেয়ে ভাঁড় ভেঙেছিল। যেমন উদ্দাম ষাঁড় শস্যক্ষেত্র নষ্ট করে॥ ১ ॥ এমন কথা আমার কাছে বোলোনা। পথে দুর্জন কানাইকে পাব॥ ধ্রু॥ সেবার আমার ঘোল-দুধে জল ঢেলে দেয়। আর অশ্লীল কথা বলে॥ আমার কাঁচুলি ছিঁড়ে দেয়। চুল এলোমেলো করে॥ ২॥ আমার হার এবং বলয় ছিনিয়ে নিল। কুণ্ডল এবং বলয় নিল॥ তার যে চরিত তখন দেখেছি। নেহাত তোর প্রসাদে সেবারে বেঁচে গেছি॥ ৩॥ বড়াই, তোর কেমন চরিত্র? আবার আমায় মথুরায় যেতে বলিস্? তার নাম শুনে আমার ভয় লাগছে। বাসলী শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥ ১৫১

রাধা বড়াইকে তিরস্কারের ভঙ্গিতে গতবারে কৃষ্ণ কি হেনস্তা করেছেন তা স্মরণ করিয়ে দিলেন। ৬॥৫ বা ৬॥৬]-মাত্রক পংক্তি। ১৮ পংক্তিতে চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোক-সহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুব শ্লোকে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ খাঁটে : দস্যুতে। উদাওঁ সাণ্ডে : উন্মত্ত ষাঁড়ে। দুরাখর · অশ্লীল।

১. বসন্তরঞ্জন সংশোধন করে 'গৌরীরাগ' পাঠ দিয়েছেন।

৫. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ লগনী ॥

বড়াই ও রাধার কথোপকথন।

কুবুধি তেজিআঁ চল মথুরার হাটে।
এথার তোহ্মারে আহ্মে নিব আন বাটে॥ ১॥
[৭৩/খ]কোণ বাটে আহ্মা লআঁ জাইবেঁ ল বড়ায়ি।
সরূপ করিআঁ তোহ্মে কহ মোর ঠায়ি॥ ২॥
যমুনার ঘাট জায়িতেঁ আছে পথ দুই।
সে পথে না জায়িব যাত দাণী কাহ্নাঞিঁ॥ ৩॥
ভরিল যমুনাত কেমনে হইব পার।
সরূপ করিআঁ কহ তার পরকার॥ ৪॥
এবেঁ রাজা যমুনাত পাতিআছে নাএ।
তাত পার হআঁ লোক সুখেঁ হাট জাএ॥ ৫॥
ও কুলত গেলেঁ যদি লাগ পাএ কাহ্নে।
তবেঁ তার হাথে এড়ায়িব কেনমনে॥ ৬॥
ও কুলে কভোঁ রাধা না দেখিল কাহ্নে।
তথাঁ তার আধিকার নাহিঁ মাহাদানে॥ ৭॥
হাট জাইতেঁ নিষধিল সাসুড়ী আইহনে।
তার আনুমতী বিণি জাইব কেনমনে॥ ৮॥
ভাল বুইলেঁ রাধা লাগিল মোর মনে।
আইস জাই তোর সামী সাসুড়ীর থানে॥ ৯॥
তবেঁ তার থান গিআ বুইল সত্বরে।
কি কারণে দধি দুধ নঠ কর ঘরে॥ ১০॥
হেনক কুমতীএঁ হয়িবেঁ ভিখারী।
বুঝি রাধিকা পাঠাহ মথুরা[৭৪/ক] নগরী॥ ১১॥
হেনমতেঁ নানা পরকার করিআঁ।
বুঢ়ি দিল রাধিকারে আনুমতী লআঁ॥ ১২॥
আনুমতী লআঁ রাধা চলিলী হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ১৩॥

বড়াই। (রাধা) কুবুদ্ধি ত্যাগ করে মথুরার হাটে চল। এবার তোমাকে আমি অন্য পথে নিয়ে যাব॥ ১॥
রাধা। ওগো বড়াই, তুমি কোন পথে আমায় নিয়ে যাবে তার সঠিক কথা আমাকে বল॥ ২॥
বড়াই। যমুনার ঘাটে যেতে দুটি পথ আছে। যে পথে কানাই দানী সে পথে যাবনা॥ ৩॥
রাধা। ভরা যমুনা। কিভাবে পার হব তুমি তার পথ বলে দাও॥ ৪॥
বড়াই। এখন রাজা (কংস) যমুনায় নৌকা পেড়েছে। সেই নৌকায় লোকে সুখে যাতায়াত করে॥ ৫॥
রাধা। ও কূলে পৌছালে যদি কানাই নাগাল পায় তখন কি ভাবে তার হাত এড়াব॥ ৬॥
বড়াই। রাধা, ও-কূলে কানাইকে কখনও দেখিনি। সেখানে তার মহাদানের অধিকার নেই॥ ৭॥
রাধা। হাটে যেতে শাশুড়ি এবং আইহন নিষেধ করেছেন। তাঁদের অনুমতি ছাড়া কি ভাবে যাব॥ ৮॥
বড়াই। রাধা, তুমি ভাল বলেছ, আমারও একথা মনে হয়েছে। চল, তোমার শাশুড়ি-স্বামীর কাছে যাই॥ ৯॥

তখন তাদের কাছে গিয়ে সত্বর (বড়াই) বলল, ঘরে কেন দুধ-দৈ নষ্ট করছ? ১০॥ এমন কুমতি হলে তো ভিখারী হয়ে যাবে।—একথা বুঝে রাধাকে মথুরা নগরীতে পাঠাও॥ ১১॥ এইভাবে নানা প্রকারে বুঝিয়ে বুড়ী (বড়াই) রাধিকার (মথুরা যাবার) অনুমতি নিয়ে নিল॥ ১২॥ এবারে অনুমতি পেয়ে আনন্দিত মনে রাধা চললেন। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ১৩॥

১৫২

প্রথমাংশে বড়াই ও রাধার পরামর্শ। তারপর রাধার শাশুড়ি-স্বামীর কাছে গিয়ে বড়াইয়ের অনুমতি গ্রহণ। ১৩টি শ্লোকে, ২৬টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

৬. গুজ্জরীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কবির বর্ণনা।

সোনার চুপড়ী রাধা রুপার ঘড়ী।
নেতের আঞ্চল তাত দিআঁ ওহাড়ী॥
সুন্ধি কেতকী সম সাজাইআঁ দহী।
আনাইআঁ থানাইল সব গোআলিনী সহী॥ ১॥
চলিলী গোআলার ঝী দধি বিকে জাএ।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি রাধা কে না বাহুড়াএ॥ ধ্রু॥

শেষ পহর রাতী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।
তভোঁহো চিআইতে আজী না লাগিল গাএ॥
দধি বিকে জা আজি মথুরার রাজ।
তবেঁ পুইহে কেহ্নে এতেক বেআজ॥ ২॥
ঘৃত দধি দুধে সাজিআঁ মিলচুকা।
সোবন বাহুঠী পহ্নী রুপসী রাধিকা॥

চলিতেঁ চঞ্চল বাজে পাএর নূপুর।
দধি বিকে জাএ রাধা মথুরাপুর।
সাসুড়ী সা[৭৪/খ]মির থানে আনুমতী পাআঁ।
আতি উল্লসিতমতী সব সখি লআঁ।
যুগতি করিআঁ তবেঁ করিল গমন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

রাধা সোনার চুপড়ীতে রুপার ঘড়া নিয়ে তার ওপর রেশমী কাপড় ঢেকে, সুগন্ধি কেতকীর মতো দৈ সাজিয়ে, সখী গোয়ালিনীদের সব জানিয়ে এল॥ ১॥ গোয়ালার ঝিরা দৈ বেচতে চলল এবারে। সর্বাঙ্গে সুন্দরী রাধাকে কে এবার পথে আটকায়? ধ্রু॥ শেষ রাত, কোকিল ডাকছে, তবু রাধার ঘুম ভাঙছেনা॥ মথুরা রাজ্যে দৈ বেচতে যাবি, তবু কেন এত বেলা শুয়ে রয়েছিস? ২॥ ঘৃত-দৈ-দুধে সাজিয়ে সবাই মিলেছে। রুপসী রাধা সোনার বাউটি পরেছে॥ চলতে পায়ের নূপুর বাজছে, দধি বেচতে রাধা মথুরাপুরীতে চলেছেন॥ ৩॥ শাশুড়ি-স্বামীর কাছে অনুমতি পেয়ে অতি উল্লসিত মনে সব সখিদের নিয়ে, যুক্তি ১৫৩
করে গমন করলেন। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

শাশুড়ি-স্বামীর অনুমতি নিয়ে রাধা সুসজ্জা করে, সখীদের সঙ্গে মথুরাব পথে দুধ দৈ বেচতে চললেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বাহুড়ায় : নিবৃত্ত করে, আটকায়। কুয়িলী : কোকিল। চিআইতে : জাগতে। না লাগিল গাএ : গা করছে না। বেআজ : বিলম্ব। মিলচুকা : মিলেজুলে। সোবন : স্বর্ণ।

৭. রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কবির বিবৃতি।

আগু জাএ বড়ায়ি হাথত করী লড়ী।
পাছে গোআলিনী নৈল দধির চুপড়ী॥
ধিরে ধিরে যাএ বড়ায়ি যমুনার ঘাটে।
যাত কাহ্ন মাহাদানী তেজিআঁ সে বাটে॥ ১॥
সব গোআলিনী যাএ বড়ায়ির সঙ্গে।
লাস হাস পরিহাস করি নানা রঙ্গে॥ ধ্রু॥

ষোল শত গোপীজন করি কোলাহল।
জায়িতেঁ হরষিত মণে গায়িতেঁ মঙ্গল॥
বড়ায়ির মুখ চাহি সব সখি গোআলিনী।
মথুরা লড়িলী বড়ায়ি হআঁ আগুআনী॥ ২॥
কথো খনে গিআঁ যমুনার ঘাট পাইল।
সব্বোই যমুনাঘাটে পসার নাম্বায়িল॥

সব্বাএিঁ যুগতি করি পুছিল বড়ায়ি।
পার কর মথুরাক ঘাটোআল কহী॥ ৩॥
বুলিতেঁ লাগিলী বড়ায়ি সুন ল নাতিনী।
হোর আছে ঘাটোআল লআঁ নাঅখানী॥
ডাক দেহ চন্দ্রাবলী চিত্তের হরিষে।
[৭৫/ক]বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

হাতে লাঠি নিয়ে বড়াই আগে যাচ্ছে। গোয়ালিনীরা দধির চুপড়ী নিয়ে পিছন পিছন যাচ্ছে॥ বড়াই ধীরে ধীরে যমুনার ঘাটের দিকে যায়। যে পথে মহাদানী কানাই রয়েছে সেটা ত্যাগ করে যায়॥ ১॥ বড়াইয়ের সঙ্গে সব গোয়ালিনী যায়। বেশ-বিলাস করে নানা ভঙ্গিতে হাসি-পরিহাস করতে করতে তারা চলেছে ॥ ধ্রু॥ ষোলশত গোপিণী কল-কোলাহল করতে করতে, হরষিত মনে আনন্দ-মঙ্গল গীত গাইতে গাইতে চলেছে॥ বড়াইয়ের নির্দেশ মত সব গোয়ালিনী সখি মথুরার পথে এগিয়ে চলল॥ ২॥ খানিকক্ষণ যাবার পর যমুনার ঘাট পেল। সবাই যমুনাঘাটে পসার নামাল॥ সবাই যুক্তি করে বড়াই-কে জিজ্ঞাসা করল, মথুরার ঘাটে পার করার ঘাটোয়াল বা পাটনী কোথায়? ৩॥ বড়াই বলতে লাগল, ওগো নাতিনীরা শোন, ওই দেখ, একটি নৌকা নিয়ে ওখানে একজন পাটনী রয়েছে॥ ওগো চন্দ্রাবলী, খুশিমনে ওকে ডাক দাও। বাসলীর শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

১৫৪

বড়াই গোয়ালিনীদের যমুনার ঘাটে—যেখানে কানাই মহাদানী নন—সেখানে নিয়ে হাজির করলেন। কিন্তু সেখানে নৌকা বা পাটনী নেই। দূরে এক পাটনী রয়েছেন। বড়াইয়ের কথায় রাধা তাকে ডাক দিলেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ: মুখ চাহি : নির্দেশ মতো। লড়িলী : চলিল। ঘাটোয়াল : পাটনী।

৮. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ত্রনীড়া ॥

কবির বিবৃতি।

দধির চুপড়ী যমুনার তীরে থুয়িআঁ।
ডাক পাড়ে গোআলিনী চারি পাস চাহিআঁ॥
বিহাণ আইলাহোঁ এথাঁ বেলা আপার।
কত খনে যাইব আহ্মে মথুরার পার॥ ১॥
ঘাটের ঘাটিআল কহি গেল সে।
দধির চুপড়ী মোর পার করি দে॥ ধ্রু॥

নাএর আন্তরে গেলী চন্দাবলী রাহী।
তার পাছে আর যত গোআলিনী সহী॥
কথো দূর গিআঁ দেখিএ একখানী নাএ।
সত্বর হয়িআঁ রাহী তাব পাস যাএ॥ ২॥
তার থান গিআঁ বোলে রাধা গোআলিনী।
কেহ্নমনে পার হয়িব ছোট নাঅখানী॥

একেঁ একেঁ পার হআঁ যাইব মথুরা।
সহ্মাই চঢ়িলেঁ নাঅ না সহিব ভরা॥ ৩॥
শুন ঘাটিআল নাঅ চাপায়িআঁ ঘাটে।
সহ্মা পার কর যাইউ মথুরার হাটে॥
রাধার বচন শুণী ঘাটিআল হাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

যমুনার তীরে দধির চুপড়ি নামিয়ে রেখে গোয়ালিনীরা চারিদিকে তাকিয়ে ডাক পাড়ল॥ সেই সকালে এসেছি, এখন অনেক বেলা হল। যমুনার ওপারে আমরা কতক্ষণে যাব? ১॥ ঘাটের ঘাটিয়াল (পাটনী) কোথায় গেল? আমাদের দৈ-এর চুপড়ি পার করে দে॥ ধ্রু॥ নৌকার সন্ধানে রাধা চন্দ্রাবলী চললেন। তার পিছনে সখি গোয়ালিনীরা চললেন॥ কিছুদূর গিয়ে একটি নৌকা দেখতে পেলেন। রাধা তাড়াতাড়ি তার কাছে গেলেন॥ ২॥ তার কাছে গিয়ে গোয়ালিনী রাধা বললেন, এত ছোট নৌকাতে কিভাবে পার হব? এক এক করে পার হয়ে মথুরায় যাব। সবাই চড়লে নৌকায় অত ভার সইবে না॥ ৩॥ ওগো ঘাটিয়াল শোন, নৌকা ঘাটে লাগাও, সবাইকে পার কব, আমরা মথুরার হাটে যাব॥ রাধার কথা শুনে ঘাটিয়াল হাসছে। বাসলী শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস ১৫৫
এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

বড়াইয়ের কৌশলে রাধা অপর গোয়ালিনীগণসহ যে ঘাটে ছোট নৌকা নিয়ে কানাই অপেক্ষা কবছেন সেখানে হাজির হয়ে—একে একে সবাইকে পার করতে বললেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আন্তরে : সন্ধানে। ঘাটিয়াল : পাটনী।

৯. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীণ্ণক লগনী ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কানাই ও রাধার কথোপকথন। প্রয়োজনমতো কবির বর্ণনা।

বোলেন্ত কাহ্নাঞিঁ নাঅ কূলত চাপাআঁ।
[৭৫/খ]আইস সব গোআলিনী নাএ চড়সিআঁ ॥ ১ ॥
যমুনা দেখিআঁ মনে ডরায়িলী রাহী।
বুইল পার কর আগু মোর সব সহী ॥ ২ ॥
পাঞ্চ গুটী পাট নাঅ গঢ়ন আহ্মার।
একেঁ একেঁ সব সখি করি তোর পার ॥ ৩ ॥
দধি দুধ লআঁ যাব মথুরা নগর।
সাবধানে সব সখি ঝাঁট পার কর ॥ ৪ ॥

রাধার বচনে কাহ্নাঞিঁ হরষিত মনে।
ঝাঁট পার করায়িল সব সখিগণে ॥ ৫ ॥
সঙ্গে বড়ায়ি করী বোলে গোআলিনী।
ঝাঁট পার কর বড়ায়ি খর বড় পাণী ॥ ৬ ॥
তীন ভরা না সহে নাখানী আহ্মার।
কেনমনে বড়ায়ি লআঁ রাধা হৈবেঁ পার ॥ ৭ ॥

এ বচন শুণী রাধা মন কৈল সার।
বুইল ঘাটিআল আগু বড়ায়ি কর পার ॥ ৮ ॥
নাঅত চড়িল যবেঁ একলী বড়ায়ি।
মনের উল্লাসে পার করিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ৯ ॥
পাছে পার হয়িতেঁ রাধিকারে বড় ডর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১০ ॥

নৌকা কূলে এনে কানাই বলেন, ওগো সব গোয়ালিনী, তোমরা এসে নৌকায় চড় ॥ ১ ॥ যমুনা দেখে রাধা ভয় পেলেন। বললেন, আগে আমার সখীদের সব পার কর ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ। পাঁচ খণ্ড কাঠে আমার নৌকা গড়া হয়েছে। তোর সব সখিকে একে একে পার করব ॥ ৩ ॥

রাধা। দুধ-দৈ নিয়ে মথুরা নগরে যাব। সাবধানে সত্বর সব সখীকে পার কর ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ তখন রাধার কথায়, আনন্দিত মনে সব সখিকে সত্বর পার করাল ॥ ৫ ॥ গোয়ালিনী (রাধা) তখন বড়াইকে সঙ্গে নিয়ে বলল, সত্বর বড়াইকে পার কর। নদীতে তীব্র স্রোত ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ। আমার নৌকায় তিনজনের ভার সইবেনা। কিভাবে আমি বড়াই ও রাধাকে নিয়ে পার হব? ৭ ॥

একথা শুনে রাধা মনে মনে আসল কথা বুঝে বলল, ঘাটিয়াল, তুমি আগে বড়াইকেই পার কর ॥ ৮ ॥ নৌকায় যখন একা বড়াই চড়ল, মনের আনন্দে কানাই তাকে পার করল ॥ ৯ ॥ সবার পিছে পার হতে রাধার মনে খুব ভয়। বাসলীবরে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ১০ ॥ ১৫৬

কানাই দুই জনের বেশি ভার সয়না এমন ছোট নৌকায রাধার নির্দেশমত একে একে সখিদের পার করলেন। শেষে বড়াইসহ নিজে উঠতে চাইলেন। কানাই ভয় দিলেন, নৌকায় এত ভার সইবেনা, বাধ্য হয়ে, আগে বড়াইকেই ওপারে পাঠালেন। এবারে একা রাধাকে নৌকায় চড়তে হবে, বড় ভয়। কখনো কবির বিবৃতিতে, কখনো রাধা কৃষ্ণের সংলাপে, ২০টি পয়ার পংক্তিতে, ১০টি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে গীতটি রচিত হয়েছে।

স. ৪॥ যমুনানীরপূরস্য তরৌ ভরনিরীক্ষণাৎ।
রাধে পুরুদরব্যগ্রা ভব মা[৭৬/ক] কুরু মে বচঃ॥

রাধে, যমুনার জলপ্রবাহ নায়ে ভর করেছে। তুমি ভয় পেয়োনা। আমার কথা শোন।

১৮. দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

ঘাটে মাহাদানী ল
কাহ্নাঞি তোহ্মার কারণে।
পার হঅ নাএ রাধা ল
সুঝি মোর মাহাদানে॥ ১॥

নাএ চড় রাধা ল
নাএ না কর ডর।
আহ্মে কাণ্ডারী শ্রীগদাধর॥ ধ্রু॥
সব্বা পার কৈলোঁ রাধা তোহ্মার আশে।
হাসিআঁ বৈস রাধা আহ্মার পাশে॥ ২॥

তোহ্মার আন্তরে রাধা পাতিলোঁ না।
কাহ্নাঞি প্রবোধিআঁ হাটক যা॥ ৩॥
মথুরা যাইবাক রাধা কি তোর আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ঘাটে মহাদানী হয়েছি তোমার জন্যে। ওগো রাধা, আমার মহাদান শোধ করে এই নায়ে পার হও॥ ১॥ রাধা, নায়ে চড়, ভয় পেয়োনা। আমি শ্রীগদাধর কাণ্ডারী॥ ধ্রু॥ তোমার আশাতেই রাধা, সবাইকে পার করলাম। হেসে, রাধা, আমার পাশে এসে বস॥ ২॥ রাধা, তোমার জন্যেই নৌকা পেতেছি। কানাইকে প্রবোধ দিয়া (তুষ্ট করে) হাটে যা॥ ৩॥ রাধা, তোর মথুরায় যাবার আশা (পূর্ণ হবে)। বাসলীর শির বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

১৫৭

কানাই সোজাসুজি জানালেন, রাধার জন্যেই তিনি যমুনার ঘাটে নৌকা এনেছেন। তাকে তুষ্ট করে রাধা মথুরায় যেতে পাবেন। ৮টি পয়ার পংক্তি-সহ, ধ্রুব শ্লোকে অপেক্ষাকৃত কম মাত্রা রেখে এই সংক্ষিপ্ত গীতটি রচনা করেছেন।

স. ৫॥ নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধা দরভয়াতুরা।
বিললাপ চ সা কিঞ্চিদূচে চ মধুসূদনং॥

কৃষ্ণের কথা শুনে ভয়বিহ্বলা রাধা বিলাপ করতে লাগলেন এবং মধুসূদনকে এ-কথা বললেন।

১১. কোড়ারাগঃ॥ রূপকং॥

রাধার আক্ষেপোক্তি এবং কৃষ্ণকে পার করে দিতে অনুনয়।

মোএঁ যবেঁ জাণো কাহ্নাঞিঁ ঘাটে মাহাদানী।
বাড়ায়িক ছাড়ী কেহ্নে হৈবোঁ একাকিনী॥
কেহ্নে সব সখিজন আগু কৈলোঁ পার।
কাল হআঁ গেল মোরে যৌবনভার॥ ১॥
কি ভৈল কি ভৈল বিধি যমুনার ঘাটে।
কেহ্নে মন কৈলোঁ জাইতেঁ মথুরার হাটে॥ ধ্রু॥

আবথা করিল মোর যে জগন্নাথে।
পুনরপি প[৭৬/খ]ড়িলাহোঁ তাহার হাথে॥
এহা পথে আসি মোএঁ হারায়িলোঁ বুধী।
আনাথী গোআলী মোক রক্ষা করু বিধী॥ ২॥
পুরুব জরমে কৈল করমের ফলে।
জরম লভিল আহ্মে গোআলার কুলে॥

তেঁসি দধি বিকে জায়িতেঁ মথুরার হাটে।
দুরুজন কাহ্নাঞিঁ সুন এবেঁ পাড়ে বাটে॥ ৩॥
কর যোড়ী বোলোঁ এবেঁ শুন দামোদর।
জাইবোঁ বড়ায়ির সঙ্গে ঝাঁট পার কর॥
এড়ি যাএ মোকে কাহ্নাঞিঁ সব সখিজন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

আমি যদি জানতাম কানাই ঘাটে মহাদানী রয়েছে তবে কেন বড়াইকে ছেড়ে একা আসব?[১]॥ কেন সব সখিদের আগে পার করালাম। আমার যৌবন তারই কাল হল॥ ১॥ যমুনার ঘাটে কি হল? যমুনার ঘাটে যেতে কেন মন হল? ধ্রু॥ যে জগন্নাথ আমার অত দুরবস্থা করেছিল আবার তারই হাতে পড়লাম॥ এ-পথে এসে আমি বুদ্ধিহারা হয়েছি। ওগো বিধী, আমি অনাথা গোয়ালিনী। আমায় রক্ষা কর॥ ২॥ পূর্বজন্মের কোনো কর্মের ফলে আমি গোয়ালা কুলে জন্ম নিয়েছি। তাই দৈ বেচতে মথুরার হাটে যাই। এখন শুনি, দুর্জন কানাই পথে দস্যুবৃত্তি করে॥ ৩॥ ওগো দামোদর, হাত জোড় করে বলছি, শোনো, বড়াই-এর সঙ্গে আমি যাব, সত্বর পার কর॥ দেখ, সব সখি আমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

১৫৮

রাধা নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য আক্ষেপ করছেন এবং কানাইকে অনুনয় করছেন, তাকে সত্বর পার করে দিতে। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ পাড়ে : বাটপাড়, দস্যু।

---

১. এখানে রাধার কথায় একটু অসঙ্গতি লক্ষণীয়। নৌকার মাঝি যে স্বয়ং কৃষ্ণ সেটা কি তিনি কথা বলার সময় জানেননি?

১২. বেলাবলীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

পাঞ্চ পাটে নাথানী আহ্মার।
আপণেই ধরিলোঁ কাঁঢ়ার॥
ভরা দিআঁ দধির পসার।
যাইতেঁ চাহ যমুনার পার॥ ১॥
হের সুন বচন আহ্মার।
বিণি কড়ীএঁ না করোঁ মো পার॥ ধ্রু॥
তোর বোলেঁ সব সখিজনে।
পার কইলোঁ হআঁ সাবধানে॥
যবেঁ তোহ্মা করিবোঁ মো পার।
বান্ধ দেহ সাতেসরী হার॥ ২॥
দেখিআঁ তোহ্মার মুখচান্দে।
যমুনাত পাতিলোঁ মো ফান্দে॥
এবেঁ বোল সরস বচনে।
ত[৭৭/ক]বেঁ পার করিবোঁ এখণে॥ ৩॥
তোহ্মাত মজিল মোর মনে।
ভিড়ি দেহ আলিঙ্গন দানে॥
তাত মোর বড় পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

পাঁচ পাটে আমার নৌকাটি তৈরি। আমি তার হাল ধরেছি॥ দৈ-এর পসার ভরে তুমি যমুনার ওপারে যেতে চাও॥ ১॥ এদিকে তাকাও, আমার কথা শোন। কড়ি বিনা আমি পার করব না॥ ধ্রু॥ তোর কথায় সব সখিদের সাবধানে পার করলাম॥ এখন যখন তোমায় পার করব, আমার কাছে সপ্তকণ্ঠী হার বান্ধা দাও॥ ২॥ তোমার মুখচাঁদ দেখেই তো যমুনায় এই (পারাপারের) ফাঁদ পেতেছি॥ এখন আমায় সরস কথা বল। তবেই তোমায় পার করব॥ ৩॥ তোমার প্রতি আমার মন মজেছে। কাছে এসে আলিঙ্গন দাও॥ আমার সেটাই বড়ো প্রত্যাশা। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ১৫৯

কৃষ্ণ সোজাসুজি বলছেন, রাধার সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশায় নৌকার হাল-মাঝি হয়ে যমুনায় নৌকা এনেছেন। গীতটি ১৮টি দশমাত্রক পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ পতিআশে : প্রত্যাশায়।

১৩. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥[১]

কৃষ্ণ ও রাধার কথা-কাটাকাটি।

নাঅ বাহিআঁ যমুনাজল বিশাল এ।
সরস বচন করি মান শৃঙ্গার
বচন আহ্মার পাল এ॥ ১॥
ঘাটে ঘাটিআল তেজ নাগরাল
কিসক করহ কচালে।
পার কর মোর দধির পসার
মথুরা যাইব সকালে॥ ২॥
পুন্য নদী কূলে পাপ ঘোসসী
এ তোর কমণ আচার এ।
পরার তিরীক করসি পরিহাস
না জাণ ধর্ম্ম বিচার এ॥ ৩॥

মদন বাণে দেহ বিদগ্ধ
কি মোর নদী কূল য়ে।
পাপ পুন্য রাধা দুই না মানিআঁ
ধরিবোঁ তোহ্মাক বলে॥ ৪॥
ধরিবি বলে মরিবোঁ হেলে
ঝাঁপ দিআঁ যমুনাএ য়ে।
বাত বরুণ সুরুজ সাখি
এ বধ দিবোঁ তোহ্মায়ে এ॥ ৫॥
কেলি করিতেঁ পরি- হাস মরণ ইছসি
এ তোর কমণ বেভার এ।

উচিত দান ঘাট দেহ ল রাধা
করিবোঁ যমুনাত পার এ॥ ৬॥
এতে[৭৭/খ]ক সখিজন পার কইলোঁ
কৌড়ী নীলেঁ তাহার য়ে।
আহ্মাব থানত দান চাহসি
নিলজ বাপ তোহ্মার এ॥ ৭॥
সভার বন্ধক রাখিলোঁ তোহ্মাক
পুরহ আহ্মার আস এ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস এ॥ ৮॥

কৃষ্ণ। এই বিশাল যমুনাজলে নৌকা বেয়ে যাচ্ছি। তুমি সরস কথায় শৃঙ্গার মেনে নাও, আমার কথা পালন কর॥ ১॥
রাধা। ওগো ঘাটের মাঝি, নাগরালি (রসিকতা) ত্যাগ কর। কেন কচাল বা ঝগড়া করছ? আমার দৈ-এর পসার পার কর, সকাল সকাল মথুরা যাব॥ ২॥
এই পুণ্য নদীতীরে তুই পাপের কথা বলছিস ; তোর এ-কেমন আচরণ? পরের স্ত্রীকে পরিহাস করছিস, ধর্ম-বিচার জানিস না॥ ৩॥
কৃষ্ণ। মদনবাণে আমার দেহ বিদগ্ধ হচ্ছে, নদীকূল (পুণ্য) তো কি হয়েছে? পাপ-পুণ্য কিছু না মেনে তোকে বলে ধরব (আলিঙ্গন করব) আমি॥ ৪॥
রাধা। তুই যদি জোর করে আমায় ধরিস, আমি যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে অনায়াসে মরব। বায়ু, বরুণ ও সূর্য সাক্ষী রইবে, এ-বধের দায় তোর ওপর বর্তাবে॥ ৫॥
কৃষ্ণ। কেলি করবার পরিহাস কথায় তুই মরতে চাস, এ-তোর কেমন ব্যবহার। রাধা, উচিত ঘাটের দান দে, তবে তোকে পার করব॥ ৬॥
রাধা। এতজন সখীকে পার করলে, কড়ি নিলে না তার জন্যে। আর আমার কাছে দান চাচ্ছিস। কোন নির্লজ্জ বাপের ছেলে তুই? ৭॥
কৃষ্ণ। ওদের সকলের (দানের) জন্যে তোকে বন্ধক রেখেছি, এবাব আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর।
বাসলীচরণ বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৮॥ ১৬০

কৃষ্ণ নৌকায় উঠে রাধার উপর বল করবার ভয় দেখাচ্ছেন। রাধা জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেবেন বলছেন। গীতটি ৬॥ ৬॥ ৮ ।-মাত্রক ত্রিপদীছন্দে রচিত।

১. লক্ষণীয় এ-গীতটি কৃষ্ণ ও রাধার পারস্পরিক কথা-কাটাকাটি, কিন্তু কবি বা অনুলেখক 'লগনী' কথাটি শিরোনামে লিখতে ভুলে গেছেন। লগনীতে ধ্রুবশ্লোক থাকেনা। —এখানেও নেই।

১৪. দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণকে রাধা।

প্রথম যৌবন সামী গেলা তুলে ধরী।
মুদিত ভাণ্ডারে কাহ্নাঞিঁ না সাম্বাএ চুরী॥
ধরম দেখিআঁ কর যমুনাত পার।
তোহ্মা প্রতি যোগ নহে যৌবন আহ্মার॥ ১ ॥
পথে বল না কর নিলজ বনমালী।
মো কিছু না জাণো শিশু আবালী গোআলী॥ ধ্রু॥

ঘৃত দধি দুধ মোব ঘোলের পসার।
সব নঠ হএ কাহ্নাঞিঁ ঝাঁট কর পাব॥
নাহিঁ চিহ্ন আহ্মা তোহ্মে আইহনের বাণী।
কালি ছিলা রাখোআল আজি মাহাদাণী॥ ২॥
ও কুলে মথুবা মাঝে যমুনার নদী।
ও আবিতেঁ পার হআঁ বিকণিবোঁ দধী॥

ঘাটের ঘাটিআল মোরে ঝাঁট কর পার।
তোর মায় যশোদায় ননন্দ আহ্মাব॥ ৩॥
তোহ্মে ত ভাগিনা আহ্মে [৭৮/ক] তোহ্মার মাউলানী।
পাপ বচন কেহ্নে বোল চক্রপাণী॥
এড়িআঁ বিবুধি তোহ্মে থীর কর মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

স্বামী আমার প্রথম যৌবন তৌল বা পরিমাপ করেছেন। কানাই, মুদিত বা বন্ধ ভাণ্ডারে চুরি চলেনা॥ ধর্ম দেখে যমুনা পার কর। আমার যৌবন তোমার (ভোগের) যোগ্য নয়॥ ১॥ নির্লজ্জ বনমালী, পথে (আমার উপর) বলপ্রয়োগ কোরোনা। আমি শিশু, গোপবালিকা, কিছু (রতিক্রীড়ার) জানি না॥ ধ্রু॥ আমার ঘৃত দুধ দৈ-এর পসার সব নষ্ট হতে চলেছে। কানাই, শীঘ্র পার কর॥ আমি আইহনের রাণী, আমাকে তুমি চেন না? কাল তুমি রাখাল ছিলে, আজ মহাদানী হয়ে বসেছ॥ ২॥ ও পারে মথুরা, মাঝে যমুনা নদী। ওই তীরে পার হয়ে দৈ বিক্রয় করব॥ ওগো ঘাটের পাটনী (ঘাটিয়াল) আমায় সত্বর পার কর। তোর মা যশোদা আমার ননদ॥ ৩॥ তুমি তো ভাগ্নে, আমি তোমার মামী। চক্রপাণি, কেন পাপ কথা বলছ॥ দুর্বুদ্ধি ছাড়, মন স্থির কর। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ১৬১

রাধা-কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছেন। ১৮টি পযার পংক্তিতে গীতটি বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আবালী : বালিকা। ও আঁরিতে · ওই তীবেতে। বিবুধি দুর্বুদ্ধি।

১৫. রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

অদভূত লাগে তোর সুণিআঁ বচন।
কিসের মুদিত রাধা তোহ্মার যৌবন॥
পুরুবে তোহ্মাক আহ্মে পাআঁ বৃন্দাবনে।
রতি উপভোগ কৈল বিসরিলেঁ কেহ্নে॥ ১॥
মো কিছু না জাণো কেহ্নে বোলসি গোআলী।
বড়ায়ি ভালে জানে তোর প্রিয় বনমালী॥ ধ্রু॥

ঘৃত দধি দুধ তোর করিবোঁ পার।
সব আভরণগণ দিবোঁ মো তোহ্মার॥
সব জন জাণিলেক তোর মোর মেলা।
এবেঁ কেহ্নে শশিমুখী কর মোরে হেলা॥ ২॥
না বোল সম্বন্ধ রাধা আহ্মার আগে।
রতির উপসন্ন আহ্মো তোর ভাগে॥

ঘাটে ঘাটিআল আহ্মো তোহ্মার কারণে।
কিসেরে বঞ্চহ রাধা প্রথম যৌবনে॥ ৩॥
নাএ চড়সিআঁ রাধা তেজিআঁ কুমতী।
মাঝ যমুনাত হউ তোর মোর রতী॥
চির[৭৮/খ]কাল আছো এথাঁ তোর পতিআশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

তোর কথা শুনে অদ্ভুত লাগে। তোর যৌবন মুদিত হল কিভাবে? পূর্বে বৃন্দাবনে তোমাকে পেয়ে যে রতি উপভোগ করেছি, তা বিস্মৃত হলে কি ভাবে? ১॥ আমি কিছুই বুঝছি না কেন নিজেকে গোয়ালিনী বলছিস। বড়াই ভাল জানে যে তোর প্রিয় (প্রকৃত প্রেমিক) হল বনমালী॥ ধ্রু॥ তোর ঘৃত দুধ দৈ পার করব। তোমার সব অলঙ্কারও (ফেরৎ) দেব॥ তোর আমার (প্রেমের) খেলা সবাই জানে। ওগো, শশিমুখী এখন কেন আমায় অবহেলা করছ? ২॥ রাধা আমার সামনে আর সম্বন্ধের কথা বোলোনা। আমি তোর সঙ্গে রতিভোগের ভাগ্য নিয়েই এসেছি॥ তোমার কারণেই আমি ঘাটে পাটনী হয়ে এসেছি। রাধা, তুমি প্রথম যৌবন কেন বঞ্চনা করছ॥ ৩॥ কুমতি ত্যাগ করে নৌকায় এসে চড়। মাঝ যমুনায় তোর আমার রতি মিলন ঘটুক॥ আমি চিরকাল তোর প্রত্যাশায় রয়েছি। বাসলীশির বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

১৬২

কৃষ্ণ রাধাকে বোঝাচ্ছেন, উভয়ের সৃষ্টিই পরস্পরের রতি-উপভোগের জন্য। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ মুদিত : মোহরঙ্কিত। রতি উপসন্ন আহ্মো তোর ভাগে : আমি তোর ভাগ্যে রতি সম্ভোগের জন্যে আবির্ভূত। পতিআসে : প্রত্যাশায়।

১৬. দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণের প্রতি রাধা।

কি মোর ঝগড় পাত যমুনার ঘাটে।
জাইবোঁ ঝাট মথুরার হাটে॥
মতি খাআঁ মোরে তোএঁ করসি ধামালী।
বাপেঁ মাএঁ দিবোঁ তোরে গালী॥ ১॥
নিলজ কাহ্নাঞিঁ তোর বাপে নাহিঁ লাজ।
মাউলানীক বোলহ হেন কাজ॥ ধ্রু॥

গরু রাখি তোর কাহ্ন গেলির জরমে।
তেঁসি তোর এ সব করমে॥
এবেঁ যমুনার ঘাটে ভৈলা মাহাদাণী।
দান ছলেঁ বোল পাপ বাণী॥ ২॥
সব সখিজন মোব করি তোহ্মে পাবে।
বলে ধরিবাক চাহ মোবে॥

তিরীবধ দিবোঁ মোএঁ তোহ্মাতে উপরে।
ঝাঁপ দিআঁ যমুনার জলে॥ ৩॥
পাপ তেজ কাহ্ন মোক কর পার।
এথাঁ আছে সংহতী আহ্মার॥
আর না বুলিহ কাহ্নাঞিঁ হেন পরিহাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

এই যমুনার ঘাটে কি আমার সঙ্গে ঝগড়া পাতিয়েছ? আমি সত্বর মথুরার হাটে যাব॥ বুদ্ধি হারিয়ে আমার সঙ্গে ধামালী (অশ্লীলতা) করছ। এ-কথা জানলে বাপ-মা তোকে গাল দেবে॥ ১॥ নির্লজ্জ কানাই, তোর বাপের কথা ভেবে লজ্জা হয় না? মামীকে এমন কাজ করতে বলিস? ধ্রু॥ কানাই, গরু রেখে তোর জীবন কাটল। সে জন্যে তোর এমন কর্ম॥ এখন যমুনার ঘাটে মহাদানী হয়েছ। দানের ছলে পাপ কথা বলছ॥ ২॥ আমার সব সখীকে তুমি পার করেছ, এখন বলে আমাকে ধরে রাখতে চাও॥ আমি তোমাকে স্ত্রী বধের দোষ দেব।—যমুনার জলে ঝাঁপ দেব॥ ৩॥ পাপ ত্যাগ করে কানাই, আমাকে পার কর। এখানেই আমার সংহতি (মৃত্যু? মিলন?) রয়েছে॥ কানাই, আর এমন পরিহাসের কথা বোলোনা। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

১৬৩

রাধা কৃষ্ণকে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার ভয় দেখাচ্ছেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ তেসি : সে কারণে। সংহতী : মিলন, সংহার। ঠিক কোন্ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ধরা গেলনা।

১৭. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ চিত্রক লগনী ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণ-রাধার বাগযুদ্ধ।

মনত হরিষ কর [৭৯/ক]ঈষত হাসিআঁ।
আপণ ইছাএ রাধা নাএ চড়সিআঁ॥
মাঝ নাওত রাধা ওলাহ পসার।
পার কইলেঁ কৌড়ী লইব তোহ্মার॥ ১॥
আহ্মার বচন রাধা না করহ আন।
আপণে কাণ্টার ধরিল দেব কাহ্ন॥ ধ্রু॥
আঠ হাথ নাজখানী তোর পাঁচ পাটে।
আনেক যতনে আনি চাপাইল ঘাটে॥
থিরেঁ থিরেঁ কাহ্নাঞিঁ মোর আইলোঁ নিকটে।
নিহুড়িআঁ চাহোঁ পাণি লইছে মোকটে॥ ২॥

ডরে মোর কাহ্নাঞিঁ শরীর কাম্পএ।
সাধ নাহিঁ পার হয়িতেঁ হেন ভাঙ্গা নাএ॥ ধ্রু॥
আবুধ গোআলিনী না বুঝসি কাজ।
এহি নাএ পার করোঁ সকল রাজ॥
পসার গাম্বাআঁ থোহ ডহরার মাঝে।
পাণি ফুটি সিঞ্চ তোহ্মে না করিহ লাজে॥ ৩॥
বাহিআঁ নিবোঁ নাঅ উভ কেরোআলে।
নিমিষেক নহিবেক চাপায়িবোঁ কূলে॥ ধ্রু॥
নটক কাহ্নাঞিঁ সুন মোর সত্য বাণী।
পসার গাম্বাইতেঁ নাএ নাহিঁ ঠায়িখানী॥

যমুনার ঢেউ দেখী হালএ পরাণী।
কার বাপেঁ সিঞ্চিবেক আ[৭৯/খ]ধ নাঅ পাণী॥ ৪॥
ঘাটে ঘাটিআল হআঁ হেন তোর কাজ।
ভাঙ্গা নাএ পার হৈতেঁ না বাসসি লাজ॥ ধ্রু॥
মুগধী গোআলিনী কাজ না বুঝসি।
কোণহোঁ জরমেঁ নাএ পার নাহিঁ হসি॥
নাঅ পাতিল আহ্মে তোহ্মার কারণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৫॥
ঘরক যাহ রাধা যদি না হইবেঁ পার।
দানের আন্তরে দেহ সরস শৃঙ্গার॥ ধ্রু॥

কৃষ্ণ। খুশি মনে, একটু হেসে, রাধা, স্বেচ্ছায় নৌকায় চড় এসে॥ নৌকার মাঝে তোমার পসার নামিয়ে রাখ। পার করার পর তোমার কড়ি নেব॥ ১॥ রাধা, আমার কথার অন্যথা কোরো না। দেব কৃষ্ণ তোমার কর্ণধার হয়েছে॥ ধ্রু॥

রাধা। তোর সাড়ে তিন হাত নৌকাখানি পঞ্চ পাটে তৈরি। অনেক যত্নে এনে ঘাটে লাগালি॥ (স্বগতোক্তি) ধীরে ধীরে কানাই আমার কাছে এল। নিচু হয়ে দেখি, জল প্রায় কানায় কানায় ভরে আছে॥ ২॥ কানাই, ভয়ে আমার সারা দেহ কাঁপছে। এই ভাঙা নৌকায় পার হতে আমার সাধ নেই॥ ধ্রু॥

কৃষ্ণ। অবুঝ গোয়ালিনী, তুই কাজ বুঝিস না। এই নৌকায় আমি সব রাজাদেরও পার (কৃষ্ণ যে পাবের কাণ্ডারী) করি॥ পসরা নৌকার খোলে নামিয়ে রাখ। লজ্জা না করে নায়ের জলটুকু (পানিফুটি) সেঁচন কর॥ ৩॥ দুই দাঁড়ে নৌকা বেয়ে নিয়ে যাব। নিমেষ না যেতে কূলে পৌঁছে দেব॥ ধ্রু॥

রাধা। দুষ্ট কানাই, আমার সত্যকথা শোনো। পসার নামিয়ে রাখব, নৌকায় এমন জায়গা নেই। যমুনার ঢেউ দেখে প্রাণ কাঁপে (হালয়ে)। এই আধা নৌকা জল কার বাপ সেঁচবে? ৪॥ ঘাটে ঘাটিয়াল হয়ে তোর এমন কাজ। ভাঙা নৌকায় পার করতে লজ্জা পাস না? ধ্রু॥

কৃষ্ণ। মুগ্ধা গোয়ালিনী, কাজ বুঝিস না। কোনো জন্মে নৌকায় পার হোসনি? তোর জন্যেই আমি নৌকা পাতলাম। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৫॥ রাধা, যদি পার না হতে চাস তো ঘরে ফিরে যা। দানের পবিবর্তে সরস শৃঙ্গার দে (আমাকে)॥ ধ্রু॥ ১৬৪

কৃষ্ণ ইচ্ছা করে রাধাকে বিপদে ফেলবার জন্যে ভাঙা নৌকা নিয়ে এসেছেন। রাধা সে নৌকায় চাপতে ভয় পাচ্ছেন, কৃষ্ণ অভয় দিচ্ছেন এবং দানের পরিবর্তে শৃঙ্গাব প্রার্থনা করছেন। গীতটি ৩০টি পয়ার পংক্তিতে বচিত। আঙ্গিক-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ৫টি ধ্রুবশ্লোক বযেছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ কাণ্টার : কর্ণধার। আহুঠ হাথ : সাড়ে তিন হাত। নিহুড়িযা . নিচু হযে। মোকটে · মুকটিতে, কানায কানায। ডহরার · নৌকার খোলে। পানিফুটি : জলের ফোঁটা (অল্পজল-এই অর্থে)। নিমিষেক নহিবেক . নিমেষ যাবে না।

১৮. শৌরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

আনেক যতনে নাঅ গঢ়িলেঁ।
জীবার আন্তরে ঘাটে পাতিলেঁ॥
যমুনার জলে লৈলেঁ আধিকার।
সকল লোকেরেঁ করসি পার॥ ১ ॥
কেহ্নে বোলহ মোরে মিছা বচন।
নাঅ পাতিলী আহ্মার কারণ॥ ধ্রু ॥

সব্ধা কইলেঁ পার আপণ মনে।
আহ্মার বেলে বোলহ হেন কেহ্নে॥
শকত আছিল নাঅ এখনে।
এখনে ভাঁগিল সে না কেহ্নমনে॥ ২ ॥
বুঝিতেঁ নারোঁ মো তোহ্মার মনে।
অন্তর হালএ তোর বচনে॥

সরূপ কহ যবেঁ কহ বনমালী।
তবেঁ তোর নাএ চড়ে গোআলী॥ ৩ ॥
ভাল নাঅ নাহিঁ য[৮০/ক]বেঁ তোহ্মার।
তবেঁ কেহ্নে লৈলেঁ এ আধিকার॥
কিছু লাজ নাহিঁ তোহোর বদনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪ ॥

তুমি অনেক যত্নে নৌকা গড়লে। জীবিকার জন্যে ঘাটে নামালে॥ যমুনার জলে (পারাপারের) অধিকার নিলে। সব লোককে পার করছ॥ ১ ॥ কেন মিথ্যা বল যে নৌকা নামিয়েছ আমার জন্যে॥ ধ্রু॥ সবাইকে নিজমনে পার করলে। আমার বেলায় এমন বলছ কেন? এতক্ষণ তোমার নৌকা শক্ত ছিল। এখন কিভাবে সেটা ভাঙল? ২॥ তোমার মন বুঝতে পারলাম না। তোর কথায় অন্তর কাঁপে॥ বনমালী, আমায় ঠিক কথা বল। তবে তোমার নৌকায় গোয়ালিনী চড়বে॥ ৩॥ তোমার নৌকা যখন ভাল নয়, তাহলে এই (পারাপারের) অধিকার কেন নিলে? তোর মুখে কোনো লজ্জা নেই। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস ১৬৫
এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

রাধা-কৃষ্ণকে তিরস্কার করছেন। ৬॥৬]-মাত্রক দীর্ঘ একাবলীতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ হালএ : কম্পিত হয়।

১৯. দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ কর্তৃক রাধা স্তুতি।

মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।
তহিত নক্ষত্রগণ গজমতীহার॥
তাত তিখ নখরেখ চান্দের আকার।
দেখিআঁ সরস চিত্ত মজিল আহ্মার॥ ১ ॥
দেখিআঁ রূপ যৌবন তোহ্মার।
যমুনাজলে লৈল আধিকার॥ ধ্রু ॥

ষোল শত গোপী মাঝেঁ তোহ্মে আগুআন।
ষোল শত কুতঘাটে মোর মাহাদান॥
শুন সুন্দরি মোর বোল পরমান।
হএ নহে তত্ব রাধা লোকমুখেঁ জাণ॥ ২ ॥
শুন ল সুন্দরি রাধা পাঞ্জীর বিচার।
হের দধি ঘৃত দুধ ঘোলের পসার॥

ভাণ্ড মাথে ষোল পন দান আহ্মার।
বাহুর বলয় নিবোঁ সাতেসরী হার॥ ৩॥
নিজ হিত চন্দ্রাবলী মনে পরিভায়।
তোর বস ভৈল ত্রিভুবনের রাঅ॥
সুন্দর কাহ্নক রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪ ॥

গগন-সদৃশ কুচযুগের মাঝে মৃগমদ (বিলেপিত)। গজমতি হার তার ওপর নক্ষত্রগণের মতো, তার ওপর তীক্ষ্ণ নখরেখা চাঁদের শোভা (চন্দ্রকলঙ্ক) এনেছে। তা দেখে আমি বিমুগ্ধ হলাম॥ ১ ॥ তোমার রূপ-যৌবন দেখেই তো যমুনাজলে (ঘাটোয়ালের) অধিকার নিলাম॥ ধ্রু॥ ষোলশত গোপীর মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। ষোলশত কুতঘাটে (শুল্ক আদায়ের ঘাটে) আমার মহাদানের (শুল্ক আদায়ের) অধিকার॥ সুন্দরি, আমার কথা সত্য জেনো, যদি না বিশ্বাস কর লোকমুখে এই তত্ত্ব জেনে নাও॥ ২ ॥ ওগো, সুন্দরি রাধা, পঞ্জিকার বিচার শোনো, তোমার দধি-ঘৃত-দুধ ঘোলের পসার দেখ॥ প্রতি ভাণ্ডের জন্যে আমার দান ষোলপণ করে। তোমার বাহুর বলয় এবং সপ্তকণ্ঠি হার আমি নিয়ে নেব॥ ৩॥ চন্দ্রাবলী, নিজ হিত মনে বিচার করে দেখ। ত্রিভুবনের রাজা তোর বশ হল॥ রাধা, সুন্দর কানুকে তুমি আলিঙ্গন দাও॥ বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥ ১৬৬

কৃষ্ণ রাধাকে বুঝিয়ে মিলনে রাজি করতে চেষ্টা করছেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ পরিভায় : বিচার করে দেখ।

২০, রামগিরীরা॥৮০/খ॥গঃ॥ আটতালা॥

রাধা কৃষ্ণকে।

বসসি তোঁ আরে কাহ্ন সজনসমাজে॥
শুনিআঁ কি বুলিব তোহ্মারে সব রাজে॥
পাপ পুণ্যের কাহ্ন করহ বিচার।
কোমণ পুরাণে কাহ্নাঞি আছে পরদার॥ ১॥
বুঝিল বুঝিল কাহ্নাঞি চরিত তোহ্মার।
নির্মল শরীরে কেহ্নে কর পরদার॥ ধ্রু॥

ক্ষত্রিয় মারিআঁ তোহ্মে নিক্ষত্রি কইলেঁ।
আপণার মুখে তোহ্মে আপণে কহিলেঁ॥
ঘাটে দানী হআঁ তোএঁ করসি সংঘট।
তিরীত উপর এবেঁ তোর মুনিষট॥ ২॥

আহ্মার আইহন বীর ময়মত হাথী।
দোষ পাইলেঁ নাকেঁ কানে করে সাথী॥
তাহাক না মানি মোরে গেল তোর মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৩॥

কানাই তুই তো সজন সমাজে বাস করিস। একথা শুনলে অন্য রাজপুরুষরা তোকে কি বলবে? কানাই, তুমি পাপ-পুণ্যের বিচার করে দেখ। কানাই, কোন পুরাণে পরদারের কথা আছে॥ ১॥ কানাই, তোমার চরিত্র বুঝলাম। তোমার নির্মল শরীরে কেন পরদার (অবৈধ রতি-মিলন) কর॥ ধ্রু॥ ক্ষত্রিয়কে মেরে তুমি নিক্ষত্রি উপাধি পেয়েছ। —একথা নিজের মুখেই তুমি বলেছ॥ এখন ঘাটে দানী সেজে বিবাদ করছ। স্ত্রীলোকের উপর তোর শঠের মতো ব্যবহার॥ ২॥ আমার আইহন বীর মদমত্ত হাতীর সদৃশ। কারও দোষ পেলে নাক-কান ধরে শাস্তি দেয়॥ তাকে না মেনে (ভয় না করে) আমার দিকে ১৬৭
তোর মন গেল। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৩॥

রাধা কৃষ্ণকে ভয় দেখিয়ে, বুঝিয়ে অন্যায় কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছেন। ১৪টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সংঘট : বিবাদ, সংঘর্ষণ। তিরীত : স্ত্রীলোকের উপর। মুনিষট : শঠ মুনিব মতো আচরণ। ময়মত হাথী : মদমত্ত হাতী। সাথী : শাস্তি।

২১. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীর্ণ ॥ লগনী ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণ ও রাধার কথা-কাটাকাটি। মাঝে মাঝে কবির বিবৃতি।

বচনেক বোলোঁ শুন চন্দ্রাবলী রাণী।
যাবত পবনে ঢেউ নাহি বান্ধে পাণী॥ ১॥
তাবত তোহ্মাক পার করোঁ না বাহিআঁ।
দধির পসার নাএ চড়াহ আসিআঁ॥ ২॥
[৮১/ক]আহ্মাক ছাড়িআঁ পার সব সখি গেলা।
হাট উখুড়িবে প্রচুর ভৈল বেলা॥ ৩॥
হেন গুণী মনত চড়িলী রাধা নাএ।
দধির চুপড়ী রাধা থুইল ডহরাএ॥ ৪॥
না জাণিআঁ তত্ত্ব চড়িতেঁ বুইলোঁ নাএ।
হেন ভাঙ্গা নাএ চড়িতে না জুআএ॥ ৫॥
এভোঁহো সুন্দরি রাধা মনে কর সার।
ও পার জাইবেঁ কিবা থাকিবেঁ এ পার॥ ৬॥
ঝাঝর নাঅ মাঝত লএ পাণী।
হেন নাঅ তোহ্মার বচনে চক্রপাণী॥ ৭॥

একলী চড়িলোঁ আর নাম্বায়িলোঁ পসার।
আতি সাবধানে কাহ্নাঞিঁ কর মোরে পার॥ ৮॥
আহ্মার বচন শুন আইহনের রাণী।
বুম্বুকে উথলে জল ঝাঁট মার পাণী॥ ৯॥
সত্বর হআঁ রাহি থাক মাঝ নাএ।
এখনে কবিবোঁ পার নাহিঁ কিছু ভএ॥ ১০॥
মাঝ যমুনাত বড় বাত ভআঁ গেল।
পর্ব্বত সমান ঢেউ নাঅত লাগিল॥ ১১॥
বাহা বাহা করি তবেঁ রাধিকা ফুকরে।
বারেক কর মোর [৮১/খ]পরাণ উদ্ধারে॥ ১২॥
আকাস পরসি যবেঁ ঢেউ আইসে।
রাধার বদন চাহাঁ কাহ্নাঞিঁ হাসে॥ ১৩॥
কি বুধি করিবেঁ রাধা কোণ পরকার।
মাঝ যমুনাত নাঅ না চলে আহ্মার॥ ১৪॥

না জাণো দিশ বিদিশ লাগে বড় ডরে।
তিরীবধ দিবোঁ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার উপরে॥ ১৫॥
দশনেত তৃন করি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
যেই চাহ সেহি দিবোঁ কর. মোরে পারে॥ ১৬॥
সাবধান হআঁ মো বোল শুন রাহী।
তোহ্মে আহ্মে আছি এথাঁ আর কেহো নাহীঁ॥ ১৭॥
দুন্তরে তারিবোঁ তোক না করিহ ডর।
সরস শৃঙ্গার দেহ নাএর ভিতর॥ ১৮॥
ধারেঁ ঝরেঁ রাধিকার নয়নের পাণী।
আধিক করুণা করে চন্দ্রাবলী রাণী॥ ১৯॥
কাহ্নের বচনে রাধা পড়িলী তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ২০॥

কৃষ্ণ। ওগো চন্দ্রাবলী রাণী, আমার একটি কথা শোন। যতক্ষণ বাতাসের ঢেউ এসে জলকে না বাঁধে (অর্থাৎ তরঙ্গ না ওঠে)॥ ১॥ ততক্ষণ নৌকা বেয়ে তোমায় পার করব। দৈ-এর পসার নিয়ে নৌকায় এসে চড়॥ ২॥

রাধা। আমাকে ফেলে সব সখি পার হয়ে গেল। এখন তো প্রচুর বেলা হল। হাট উঠে যাবে॥ ৩॥ এই কথা মনে ভেবে রাধা নৌকায় গিয়ে চড়ল। দধির চুপড়ী নৌকার খোলে রাখল॥ ৪॥

রাধা। তত্ত্ব না জেনে (অর্থাৎ কি ঘটতে পারে না বুঝে) আমায় নৌকায় চড়তে বলল। এমন ভাঙা নৌকায় চড়তে মন সায় দেয় না॥ ৫॥

কৃষ্ণ। ওগো, সুন্দরি রাধা, এখনো মনে স্থির কর, ওপারে যাবে, না এপারে থাকবে॥ ৬॥

রাধা। নৌকার মাঝে ঝরঝর করে জল উঠছে। চক্রপাণি, তোমার কথায় এমন নৌকায় চড়লাম॥ ৭॥ একা চড়লাম, আর পসার নামিয়ে রাখলাম। কানাই, অতি সাবধানে আমায় পার কর॥ ৮॥

কৃষ্ণ। ওগো আইহনের রাণী, আমার কথা শোন। দেখ, ঝলকে ঝলকে জল উঠছে। শীঘ্র জল ছেঁচে ফেল॥ ৯॥ সাবধান হযে রাধা, নৌকার ঠিক মাঝখানে বসে থাক। এখনি পার করব, ভয় নেই॥ ১০॥

মাঝ যমুনায় খুব বাতাস উঠল। পর্বত সমান (উঁচু) ঢেউ এসে নৌকায় লাগল॥ ১১॥ রাধা তখন চিৎকার করে বলছে, বেয়ে চল, (শীঘ্র) বেয়ে চল। এবারকার মত আমায় প্রাণে উদ্ধার কর॥ ১২॥ আকাশ প্রমাণ যখন ঢেউ আসে, রাধার মুখের দিকে চেয়ে কানাই হাসে॥ ১৩॥

কৃষ্ণ। রাধা, এখন কোন প্রকারের বুদ্ধি করবে। মাঝ যমুনায় আমার নৌকা আর তো চলছে না॥ ১৪॥

রাধা। দিক্ বিদিক্ বুঝতে পারছি না। বড় ভয় লাগছে। কানাই, তোমার উপব স্ত্রীলোক বধের দোষ দেব॥ ১৫॥ দাঁতে তৃণ নিয়ে তোমায় বলছি, যা চাইবে তাই দেব, আমায় পার করে দাও॥ ১৬॥

কৃষ্ণ। রাধা, আমি আস্তে আস্তে (সাবধানে) বলছি, শোন। এখানে এখন তুমি আর আমি ছাড়া কেউ নেই॥ ১৭॥ দ্রুত তোমায় পার করে দেব, ভয় পেও না, এই নৌকার মধ্যে আমায় সরস শৃঙ্গার দাও॥ ১৮॥

রাধার চোখে ধারায় জল ঝরছে। চন্দ্রাবলী রাণী খুব বিলাপ করতে থাকে॥ ১৯॥ কানাইযের কথায় রাধা খুব ভয়ের মধ্যে পড়ল। বাসলীশির বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ২০॥ ১৬৮

কৃষ্ণ রাধাকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে শৃঙ্গারে রাজী করালেন। এখন তিনি এই নৌকায এখনি শৃঙ্গাব দাবি কবছেন। বাধা আকুল নয়নে প্রমাদ গুণছেন। ২০টি দ্বিপংক্তিক পয়ার শ্লোকে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ হাট উখুড়িবে : হাট ভেঙে যাবে। ভইরাএ : নৌকাব খোলে। বুম্বুকে · বুক্ বুক্ শব্দে অর্থাৎ ঝলকে ঝলকে। সত্বর : সতর্ক। বাহা বাহা : বেয়ে চল্ বেয়ে চল্। করুণা : বিলাপ।

স. ৬॥ অথ রাধে পুরে পয়ঃ পুরোভবকৃতে দরে।
কুরু প্রাণপরিত্রাণকারণং বচনং মম॥

রাধা, জলোচ্ছ্বাসের কারণে যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে, তা থেকে একমাত্র পরিত্রাণের জন্যে তুমি আমার কথা শোন।

২২. রামগিরীরাগঃ॥ আঠতালা॥

রাধাকে কৃষ্ণ।

নাঅ খে[৮২/ক]আইলোঁ রাধা না পাইলোঁ কূল।
যমুনাক মান রাধা ফুল সিন্দুর॥
বাতকোঁঅরক মান সাতেসরী হার।
কাহ্নাঞিকে মান রাধা সরস শৃঙ্গার॥ ১॥
পাঞ্চ পাটের নাঅ মত্থায়িল বাএ।
নিষধিতেঁ আল রাধা চটিলা নাএ॥ ধ্রু॥

তোব দৈবদোষে বাধা বহে হেন বাএ।
এ কূল ও কূল দুঈহো নাহিঁ চলে নাএ॥
নাঅ বাহিতেঁ মোএঁ হবিলোঁ শকতী।
নাঅত চটিলা বাধা আপণ কুমতী॥ ২॥
তোব রূপ যৌবনে মোহিত জগতনাথ।
নাঅ বাহিতেঁ নাহিঁ চলে দুঈ হাথ॥

অবল হৈলোঁ তোব সখি করি পাবে।
অধর আমিআঁ দেহ বল হউ মোরে॥ ৩॥
ভুজে ভিডি আলিঙ্গন দেহ একবার।
চিত্তেব হরিষে কাহ্নাঞিঁ করু তোবে পার॥
বিমতী তেজিআঁ মোব ধর এ বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

নৌকা পাড়ি দিলাম, রাধা, তবু কূল পেলাম না। রাধা, যমুনার কাছে ফুল সিঁদুর মানত কর॥ বায়ুপুত্রকে (হনুমানকে) সপ্তকণ্ঠী হার মানত কব। রাধা, কানাইকে সরস শৃঙ্গার মানত কর॥ ১॥ পাঁচ পাটের নৌকা বাতাসে মথিত হল। ওগো রাধা, তোমায নিষেধ করা সত্ত্বেও নৌকায় চড়লে॥ ধ্রু॥ তোরই দৈব দোষে, রাধা, এত বাতাস বইছে। এ-কূল ও-কূল কোনোদিকেই নৌকা চলছে না॥ আমি নৌকা বাইবাব শক্তি হাবিয়েছি। নিজের কুমতিতে, রাধা, নৌকায় চেপেছিস॥ ২॥ জগন্নাথ তোব রূপ-যৌবনে মোহিত। নৌকা বাইতে তাব হাত দুটি আর চলছে না॥ তোর সখিদের পার করতে সব বল হারালাম। তোর অধর সুধা দিয়ে দে, দেহে বল আসুক॥ ৩॥ বাহু প্রসারিত কবে একবার আলিঙ্গন দাও। মনের আনন্দে কানাই তোকে পার করে দেবে। কুমতি ১৬৯
ত্যাগ করে আমার কথা শোন। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

কৃষ্ণ রাধাকে যমুনার জলোচ্ছ্বাসে নৌকা ডুবে যাবাব ভয দেখাচ্ছেন। যমুনাকে, পবনপুত্র হনুমানকে এবং কানাইকে সন্তুষ্ট কবতে বলছেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ মত্থায়িল : মথিত বা বিক্ষুব্ধ হল।

২৩. ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ।

রাধা কৃষ্ণকে।

মনগমনে চলে নাখানী তোহ্মার।
আপণে কাহ্নাঞিঁ তাত ভৈলা কাণ্ডার ॥
নাঅত চড়িলোঁ কাহ্ন তোর সত্য বোলে।
[৮২/খ]মাঝযমুনাত তোহ্মো না করিহ বলে ॥ ১ ॥
পার কর নারায়ন বড়ায়ির সঙ্গে জাইবোঁ।
যমুনাত পার হয়িলেঁ আলিঙ্গন দিবোঁ ॥ ধ্রু ॥

সাত ঘটি গেল হএ দুঅজ পহর।
গোঠে হৈতেঁ আসিবে গোআল মোর ঘর ॥
ঘরে না দেখিআঁ বড় খঙ্গায়িবে মোরে।
দয়া ধরম কি না বসে তোহ্মারে ॥ ২ ॥
গোসাঞিঁ সোঁঅরি কাহ্নাঞিঁ ঝাঁট বাহ নাএ।
মাঝযমুনাত বহে খর বড় বাএ ॥

যমুনার জলে টলবল করে নাএ।
চমকী চমকী উঠি মোর প্রাণ জাএ ॥ ৩ ॥
ষোল শত গোপী মোর রহি চাহে বাটে।
মোহোর করমে নাএ ভাঁগিল পাটে ॥
একবার রাখ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মন্দ গমনে তোমার নৌকাখানি চলছে। কানাই, তুমি নিজে তার কাণ্ডারী হয়েছ॥ কানাই, তোর সত্য বোলে (তুই সত্য করে বলাতে) নৌকায় চাপলাম। এখন মাঝ যমুনায় আমার উপর বল করিস না॥ ১॥ ওগো নারায়ণ, পার কর। বড়াইয়ের সঙ্গে আমাকে যেতে হবে। যমুনা পার হলে তোমাকে আলিঙ্গন দেব॥ ধ্রু॥ সাতঘটি অর্থাৎ পনের দণ্ড হয়ে গেল, এখন দ্বিপ্রহর।, আমার গোয়াল (আইহন) গোষ্ঠ থেকে এখন ঘরে ফিরবে॥ আমাকে ঘরে না দেখলে খেঁকাবে (তর্জন করবে)। তোমার মনে কি দয়া ধর্ম নেই॥ ২॥ গোসাঁইকে স্মরণ করে কানাই, সত্বর নৌকা বেয়ে চল। মাঝ যমুনায় খর বাতাস বইছে॥ যমুনার জলে নৌকা টলমল করছে। ভয়ে চমকে চমকে উঠে আমার প্রাণ যায়॥ ৩॥ ষোলশত গোপী আমার পথ চেয়ে রয়েছে। আমারই কর্মদোষে নৌকার পাট ভাঙল। কানাই, একবার আমার জীবন রক্ষা কর। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ১৭০

কৃষ্ণের কাছে রাধার অনুনয়, সে যেন পার করে দেয়। ওপারে নিরাপদে পৌঁছে সে আলিঙ্গন দেবে। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ মনগমনে : মন্দগমনে। সাত ঘটি : সাত মুহূর্ত, অর্থাৎ ১৫ দণ্ড। খঙ্গাইবে : খেঁইখেঁই করবে, বকাঝকা করবে। টলবল : টলমল।

২৪. গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

আতি বড় গরুঅ তোহ্মার পয়োভার।
তাহার দুঅজ আর গজমুতীহার ॥
সংসারের মাঝেঁ রাধা দুলহ জীবন।
হার পেলাহ পাতল হউ তন॥ ১ ॥
খর সোঁত পাণী রাধা বড বহে বাএ।
এহাতে ধরহ রাধা আহ্মাব উপাএ ॥ ধ্রু ॥

আয়র গরুঅ তোব নিতম্ব জঘন।
[৮৩/ক]তাহাত বান্ধিল রাধা কনক বসন ॥
বান্ধন খসাআঁ বাধা পেলা আভবণ।
সংশয় বেলাতে তবেঁ কিসকে যতন ॥ ২ ॥
গাঅ বেটিল তোব দীঘল বসনে।
তীন ভাগ চিরী তাক পেলাহ এখনে ॥

আঅব পেলাহ রাধা দধির পসাবা।
কিছু পাতল হউ মোর নাঅভরা ॥ ৩ ॥
পাঞ্চ পাটের নাঅ গাতর ভরা।
হৃদের কাঞ্চুলী বাধা যমুনাত পেলা ॥
তবেঁ সুখেঁ পাব হৈবেঁ এহি ভাঙ্গা নাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

তোমার স্তনভার অত্যন্ত বেশি। তার দ্বিগুণ ভার গজমুক্তার হারেব ॥ রাধা, এ-সংসারে জীবন সবচেয়ে দুর্লভ। হাব ফেলে দাও। স্তন হালকা হোক ॥ ১ ॥ খর স্রোত, রাধা, বড় বেশি বাতাস বইছে। রাধা, এ-অবস্থায় আমার উপাযের কথা ভাব ॥ ধ্রু ॥ একে তোর নিতম্ব জঘন গুরুভাব। তার উপর রাধা, তুই বসন বা মেখলা বেঁধেছিস ॥ বাঁধন খসিয়ে সব অলঙ্কার ফেলে দাও। (প্রাণ) সংশযের বেলাতে এ সবেব যত্ন বা মায়া কিসের ॥ ২ ॥ তোর গায়ে দীর্ঘ বসন বেষ্টিত। তার তিনভাগ ছিঁড়ে এখন ফেলে দাও ॥ রাধা, আব দৈ-এব পসার ফেলে দাও। আমার নৌকাব ভার কিছু পাতলা হোক ॥ ৩ ॥ পাঁচ পাটের নৌকা তোর দেহভারেই ভরা। রাধা, বুকের কাঁচুলি যমুনায় ফেলে দে ॥ তাহলে এই ভাঙা নৌকা সুখে পার হবে। বাসলীশির বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ১৭১

কৃষ্ণ কৌশলে রাধাব অঙ্গেব বসন ভূষণ খুলে ফেলছেন। বাধা প্রাণভযে কৃষ্ণ যা বলছেন তাই শুনছেন। ১৮টি পযাব পংক্তিতে গীতটি বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ বসন : মেখলা, কটিভূষণ।

স. ৭॥ কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য রাধা দরভয়াতুরা।
তত্যাজ যমুনানীরে ভূষণং বসনন্তনোঃ॥

কৃষ্ণের কথা শুনে ভীষণ ভয়াতুরা রাধা অঙ্গের বসন-ভূষণ যমুনার জলে পরিত্যাগ করলেন।

২৫. ভাঠিআলীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥ দণ্ডকঃ॥

কবির বর্ণনা।

যবেঁ রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ।
হেহে লহে।
তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্ন বাহে নাএ॥
হেহে লহে লহে॥ ১॥
আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ।
অধ নদী গেলেঁ পুণি বহে খর বাএ॥ ২॥
রাধাএঁ বুলিল কাহ্ন ঝাঁটি বাহি যা।
ঢেউ দেখি মোর হালে সব গা॥ ৩॥
দুতরত পার কর একবার কাহ্ন।
পার হৈলেঁ তোর বোল না করিবোঁ আন॥ ৪॥
[৮৩/খ] নাঅ টলবলাএ আধিকে দামোদব।
দুগুন বাঢ়িল রাধিকার মণে ডর॥ ৫॥
কাহ্নের মনত ভৈল মদনবিকার।
ছল করি টালিলেক রাধার পসার॥ ৬॥
তখন ছড়ায়িল ঘৃত দধি ঘোল।
ডর পায়ি রাধা কাহ্নাঞির মাঙ্গে কোল॥ ৭॥
কোলে কর কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি জুনী জাণে।
বড়ায়ি জাণিলে জাণে কংস আইহনে॥ ৮॥
এ বোল সুণিআঁ কাহ্নাঞিঁ মনের হরিষে।
নাঅ ডুবায়িআঁ রাধা কোলে করি ভাষে॥ ৯॥
আলিঙ্গন পাইল কাহ্নাঞিঁ রাধার তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ১০॥

রাধা যখন তার দেহ (বসন-ভূষণ ফেলে দিয়ে) পাতলা করলেন। তখন 'হেইঁও হেইঁও' বলে কানাই নৌকা বাইতে লাগলেন। (—'হে হে লহে লহে'—শ্রম লাঘবের ধ্বনি-সহ)॥ ১॥ আকাশের তারার মত নৌকা ছুটে চলল। অর্ধেক নদী পার হবার পর আবার খর বাতাস বইতে লাগল॥ ২॥ রাধা বললেন, কানাই দ্রুত নৌকা বেয়ে যা। ঢেউ দেখে আমার গাঁ কাঁপছে॥ ৩॥ কানাই, দ্রুত আমায় পার করে দাও। পার হবার পর তোর কথার অন্যথা করব না॥ ৪॥ দামোদর আরও বেশি নৌকা টলমল করাতে লাগল। রাধার মনে দ্বিগুণ ভয় বাড়লো॥ ৫॥ কানাইয়ের মনে মদন বিকার (কামতৃষ্ণা) হল। ছলনা করে রাধার পসারে টান দিলেন॥ ৬॥ তখন ঘৃত-দধি-ঘোল ছড়িয়ে পড়ল। রাধা ভয় পেয়ে কানাইয়ের কোলে আশ্রয় চাইলেন॥ ৭॥ কানাই, আমায় কোলে নাও, বড়াই যেন না জানতে পারে। বড়াই জানলে, কংস এবং আইহন জেনে যাবে॥ ৮॥ এ-কথা শুনে কানাই মনের সুখে নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে রাধাকে কোলে নিয়ে ভাসতে লাগল॥ ৯॥ রাধার ত্রাসের জন্যে কানাই তার আলিঙ্গন পেল। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ১০॥

১৭২

কৃষ্ণ রাধাকে নৌকাডুবির ভয় দেখিয়ে যমুনার জলে আলিঙ্গন দিতে বাধ্য করলেন। দশটি দ্বিপংক্তিক পয়ার শ্লোকে, কুড়ি লাইনে গীতটি রচিত। কবি ধ্রুবপদ রাখেননি।

দুরূহ শব্দার্থ॥ হে হে লহে লহে : মাঝিদের শ্রম-লাঘব-জনিত ধ্বনি। হালে : কম্পিত হয়। পাতল কৈল : হাল্কা করল। জুনী : যেন না।

২৬. কোড়ারাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

দধি দুধ নঠ কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ ল
মোর ডুবায়িলেঁ পসার।
বলে জলে কোলে কৈলে কাহ্নাঞিঁ ল
কৈলেঁ বড়ই খাঁখার॥ ১॥
সব সখি দেখে মোর কাহ্নাঞিঁ ল
না তুলিহ জলের উপর॥ ধ্রু॥

যত ছিল মনে তোর কাহ্নাঞিঁ ল
চির কাল মনোরথ।
তাহাব কারণে কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ ল
মোব মরণের পথ॥ ২॥
যে কর সে কর তুঞিঁ
মোরে জলেব ভিতব।

হোব সব সখিজন
দেখে তাক মোর ডর॥ ৩॥
|৮৪/ক|কিবা সুখ পাইলেঁ তোম্মো
এহা জলের ভিতর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
দেবী বাসলীবর॥ ৪॥

ওগো কানাই, আমার দৈ-দুধ নষ্ট করলে, আমার পসার ডুবিয়ে দিলে। ওগো কানাই, জোর করে আমায় আলিঙ্গন করলে, খুবই খাঁখার (বা অপযশের কাজ) করলে॥ ১॥ সব সখি দেখছে, ওগো কানাই, আমায় জলের উপর তুলো না॥ ধ্রু॥ চিরকাল তোর যত মনস্কামনা ছিল, তার জন্যে আমার মরণের পথ করে দিলে॥ ২॥ আমাকে যা কর বীর তুমি জলের ভিতরেই কব। দেখ, সব সখীবা দেখছে, তাতে আমি খুব ভয় পাচ্ছি॥ ৩॥ এই জলের ভিতর ১৭৩
(রতিমিলনে) তুমি কি সুখ পেলে। দেবী বাসলীর ববে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥

কৃষ্ণ জোর করে রাধার সঙ্গে জলের মধ্যেই মিলিত হলেন। তাতে বাধা ভয় পাচ্ছেন। পাছে সখীবা দেখে ফেলেন। কাহ্নাঞিঁ ল—ধুযাটি বাদ দিলে নয়টি পযাব পংক্তিতে গীতটি রচিত। তার মধ্যে তৃতীয় পংক্তিটি ধ্রুবশ্লোক।

স. ৮॥ রাধিকাবাচমাচম্য রসাবেশবশো হরিঃ।
পয়োন্তরগতামেতাং চিরমেবমধারয়ৎ॥

রাধার কথা শুনে হরি জলের মধ্যে নিমগ্ন রাধাকে রসাবেশবশে বহুক্ষণ ধরে রাখলেন।

২৭. রামগিরীরাগঃ॥ আঠতালা॥

কবির বর্ণনা।

দৃঢ় ভুজযুগে ধরি কৈল আলিঙ্গনে।
রাধার বদনে কাহ্নাঞিঁ কইল চুম্বনে॥
কুচ কনককমলকোরক আকার।
ঘন ঘন মরদিল কাহ্নাঞিঁ রাধার॥ ১॥
তখন পাইল কাহ্নাঞিঁ যতেক হরিষে।
তাহাক বুলিতেঁ নারী সকল বএসে॥ ধ্রু॥

নাগর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ কৈল নখঘাত।
তখণে গুণিল রাধা মনে পাঞ্চ সাত॥
রাধার মনত তবেঁ জাগিল মদন।
উরস্থলে কৈল রাধা দৃঢ় আলিঙ্গন॥ ২॥
ধীরেঁ ধীরেঁ পরসিআঁ রাধার জঘন।
সরূপেঁ সফল কাহ্নাঞিঁ মানিল জীবন॥

রাধার নিতম্বে কাহ্নাঞিঁ দিল ঘন নখে।
চমকি করিল রাধা আতি রতিসুখে॥ ৩॥
জলের কারণে ভৈল বিলম্ব সুরতী।
তাতে জগন্নাথ পাইল আধিক পিরিতী॥
তবেঁ বাধিকাক[৮৪/খ] কৈল যমুনার পারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ৪॥

দৃঢ় বাহুযুগলে কানাই (রাধাকে) আলিঙ্গন করল। রাধার মুখচুম্বন করল॥ স্বর্ণকমলেব কুঁড়ির আকার রাধার স্তন কানাই বারবার মর্দন করল॥ ১॥ তখন কৃষ্ণ যে আনন্দ লাভ করল, সারাজীবনেও তার বর্ণনা সম্ভব নয়॥ ধ্রু॥ নাগব সুন্দর কানাই, নখের আঁচড় কাটল। তখন রাধা মনে পাঁচ সাত অগ্র-পশ্চাৎ (এর ভালোমন্দ ফলাফল) গণনা করল॥ রাধাব মনের কাম জাগ্রত হল। উরুস্থানে বাধা দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করল॥ ২॥ রাধার জঘন (নিতম্বের সম্মুখভাগ) ধীরে ধীরে স্পর্শ করে কানাই তার জীবন ঠিকভাবে সফল হয়েছে বলে গণ্য করল॥ রাধার নিতম্বে কানাই ঘন নখরেখা দিল। রাধা তখন অত্যন্ত রতিমিলনের সুখে চমকে উঠল॥ ৩॥ জলের মধ্যে বলে সুরতিতে বিলম্ব হল। তাতে জগন্নাথ আরও বেশি সুখ পেল॥ তখন রাধাকে যমুনা পার করে দিল। বাসলীবরে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥

১৭৪

এ-গীতে কবি রাধা-কৃষ্ণের যমুনার জলের মধ্যে রতিমিলন বর্ণনা করেছেন। গীতটি ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

স. ৯॥ অধুনা যমুনামধ্যে কৃষ্ণেন কৃতদূষণাং।
বিলোক্য জরত রাধামিদং বচনমাদধে॥

যমুনা মধ্যে কৃষ্ণদ্বারা কৃতদুষণা (রতিসঙ্গম কৃতা) রাধাকে দেখে জরতী রাধাকে এ-কথা বলল।

২৮. রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥

বড়াই রাধাকে।

খদিরকুসুমমালা আউলাইল চিকুরে।
হৃদয়ের মাঝে তোর কেহ্নে নাহিঁ হারে॥ ১॥
তোক দেখি নাতিনী মো পাইলোঁ উম্নালে।
বড় ভাগে হৈলা পার যমুনার জলে॥ ধ্রু॥
ভাঁগিল বলয় তোর নাহিঁক বসনে।
হেন বুঝোঁ জলে তোর বিগুতিল কাহ্নে॥ ২॥
কুচে নখরেখ তোর নিরস আধরে।
সব বিপরিত দেখোঁ দেহভারে॥ ৩॥
সরূপ বচন কহ আহ্মার থানে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

খয়ের কুসুমমালা আলুলায়িত চুলে। বুকের মাঝে হার কেন নেই? ১॥ তোকে দেখে নাত্নী আমার মনে ক্ষোভ হচ্ছে॥ তুই যে যমুনার জল পার হতে পেরেছিস এই খুব ভাগ্য॥ ধ্রু॥ তোর বলয় ভেঙেছে, পরনে বসন নেই। মনে হচ্ছে, কানাই জলের মধ্যে তোর উপর অত্যাচার করেছে॥ ২॥ তোর কুচে নখরেখা, অধর শুষ্ক॥ দেহে সব কিছু বিপরীত দেখছি॥ ৩॥ আমার কাছে সঠিক কথা বল। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥
১৭৫

বড়াই রাধাকে দেখে কৃষ্ণের হাতে তার দুরবস্থা বুঝতে পারল। দশটি পয়ার দ্বিপদী পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ উম্নালে : ক্ষোভ, শঙ্কা। বিগুতিল : অত্যাচার করল।

২৯. কহ্নগুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধার বড়াই···কে কৈফিয়ৎ।

তোক ছাড়ী বড়ায়ি কেমনে জায়িবোঁ ঘর।
হেন চিন্তি চড়িলোঁ মো নাএর উপর॥
কথো দূর খেআইলে নাঅ চক্রপাণী।
ঝাঝর নাঅ নৈল চারি পাসে পাণী॥ ১॥
বড়ায়ি বড় ভয় পাইলোঁ যমুনার জলে।
পার কৈল মোকে ভালে কাহ্নাঞিঁ গোআলে॥ ধ্রু॥

[৮৫/ক]গাতভরা রাধা পেলা আভরণে।
পাণিফুটি মার আহ্মাক বুইল কাহ্নে॥
আচম্বিত খরতর বাহিলেক বাঅ।
মাঝ যমুনাত ডুবিআঁ গেল নাঅ॥ ২॥
ডুবিআঁ মরিতোঁ যবেঁ না থাকিত কাহ্নে।
আহ্মা লআঁ সান্তরিআঁ রাখিল পরাণে॥

এবার কাহ্নাঞিঁ বড় কৈল উপকার।
জরমেঁ সুঝিতেঁ নারোঁ এ গুন তাহার॥ ৩॥
আঅর বড়ায়ি মোর উপজিল ডরে।
পসার ডুবিল মোর জলের ভিতরে॥
কোণ পরকারেঁ আজি জাইবোঁ নিজ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ৪॥

বড়াই তোকে ছেড়ে কি করে ঘরে ফিরে যাব, এই ভেবে নৌকায় চাপলাম॥ চক্রপাণী কিছুদূর পর্যন্ত নৌকা পাড়ি দিল। ঝর্ঝর নৌকা তার চারদিকে জল॥ ১॥ বড়াই, আমি যমুনার জলে বড় ভয় পেলাম। ভাগ্য ভাল, আমায় গোয়ালা কানাই পার করল॥ ধ্রু॥ কানাই আমায় বলল, তোর গা ভরা গয়না ফেলে দে এবং নৌকার জল ছেঁচে ফেল॥ হঠাৎ প্রখর বাতাস বইতে সুরু করল। মাঝ যমুনায় নৌকা ডুবে গেল॥ ২॥ কানাই না থাকলে আমি ডুবে মরতাম। আমাকে নিয়ে সাঁতার দিয়ে প্রাণ রক্ষা করল॥ এবার কানাই আমার বিশেষ উপকার করেছে। এ-জন্মে তার এই ঋণ শোধ করতে পারব না॥ ৩॥ আর, বড়াই, আমার এখন খুব ভয় হচ্ছে। সব পসার আমার জলে ডুবে গেছে॥ আজ কিভাবে আমি ঘরে ফিরব। বাসলী বরে বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৪॥

১৭৬

রাধা এবারে কৃষ্ণের দোষ ঢেকে তাঁর দ্বারাই যে এ-যাত্রা প্রাণে বেঁচেছেন সেটাই বড়াইকে বললেন এবং সব পসার জলে ডুবে যাওয়াতে খালি হাতে কিভাবে ঘরে ফিরবেন সেই দুশ্চিন্তার কথা জানালেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ খেআইলে : পাড়ি দিল, ক্ষেপ দিল। পাণিফুটি মার : নৌকায় প্রবেশ করা জল ছেঁচে ফেল। আঅর : অপর, এখন।

৩০. কোড়ারাগঃ ॥ প্রকীর্ন্ন লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কবির বিবৃতি।

রাধার বচন শুণীআঁ বড়ায়ি
 বুলিল সব সখিজনে।
ডুবিল রাধার সকল পসার
 ঘর জাইবে কেমনে ॥ ১ ॥
সকল সখিএঁ যুগতী করিআঁ
 মণত করিল সার।
আপণ আপণ দধি দুধ দিআঁ
 রাধার কৈল পসার ॥ ২ ॥
বড়ায়ি রাধা আর সখিগণ
 চলিল মথুরা পুরে।
ঘৃত দধি দুধ ঘোল বিচিআঁ
 জাই[৮৫/খ]তেঁ মন কৈল ঘরে ॥ ৩ ॥

বড়ায়ি রাধা আর সখিগণ
 মেলিআঁ কতহো খনে।
যমুনা নদীর ঘাটত গিআঁ
 নাঅ চাহিলান্ত কাহ্নে ॥ ৪ ॥
জলতে গুপতে বাখিআঁ ছিল
 আর বড় নাঅ কাহ্নে।
তাহাত চড়াআঁ একই বারে
 পাব কৈল গোপীগণে ॥ ৫ ॥
আঞ্জলী বান্ধিআঁ সম্ভাবে কাহ্নাঞিঁ
 বুইল বিনয়বচনে।
হেলা না ছাড়িহ আম্মাক প্রতি
 খণ্ডী সব দোষ গুণে ॥ ৬ ॥

হেন শুণিআঁ বুইল রাধা
 কাহ্নের চরণ ধরী।
পুরুবেঁ নিলেঁ মোর আলঙ্কার যত
 কিছুই না দেহ মুরারী ॥ ৭ ॥
সদয় হৃদয় হআঁ কাহ্নাঞিঁ
 দিল রাধার আভরণ।
সব সখিজনে ঘরক গেলা
 হআঁ হরষিত মন ॥ ৮ ॥
আপণ ঘরক গেলা কাহ্নাঞিঁ
 বন্দিআঁ বড়ায়ির পাএ।
বাসলীচরণ শিবে বন্দিআঁ
 বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৯ ॥

রাধার বক্তব্য বড়াই শুনে সখীদের সব জানাল। রাধার সব পসার ডুবে গেছে ও ঘরে যাবে কি ভাবে ॥ ১ ॥ সখীরা সবাই যুক্তি করে মনে মনে স্থির করল, নিজ নিজ দৈ-দুধ থেকে রাধার পসার তৈরি করে দিল ॥ ২ ॥ তখন বড়াই, রাধা এবং অন্য সখীরা মথুরায় চলল। ঘৃত-দধি-দুধ বিক্রী করে ঘরে ফেরার কথা চিন্তা করল ॥ ৩ ॥ বড়াই, রাধা এবং অন্য সখীরা মিলিত হয়ে কিছুক্ষণ পবে যমুনা নদীব ঘাটে পৌছে কানাই-এর কাছে নৌকা চাইল ॥ ৪ ॥ কানাই জলের মধ্যে গুপ্তভাবে বড় নৌকাখানি লুকিয়ে রেখেছিল। তাতে চড়িয়ে একবারেই গোপীদের সবাইকে পাব করল ॥ ৫ ॥ অঞ্জলি বেঁধে (করজোড়ে) সবাইকে কানাই বিনয় বচন বলল। আমার প্রতি অবহেলা দেখিও না, সমস্ত দোষগুণ খণ্ডন করে (মাপ করে) দিও ॥ ৬ ॥ এ-কথা শুনে কানাইয়ের চরণ ছুঁয়ে রাধা বলল, পূর্বে আমার যেসব অলঙ্কার নিয়েছ তাব কিছুই কি ফেরৎ দেবে না? ৭ ॥ কানাই সদয় হৃদয় হয়ে রাধার অলঙ্কার ফিরিয়ে দিল। তখন আনন্দিত মনে সব সখি মিলে ঘরে ফিরে গেল ॥ ৮ ॥ কানাই বড়াইয়ের পদ বন্দনা করে নিজের ঘরে ফিরে গেল। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৯ ॥ ১৭৭

সখীরা বড়াইয়ের কথায় আবাব রাধার পসাব, নিজ নিজ ভাগ থেকে সাজিয়ে দিলেন। ঘৃত-দুধ-দৈ মথুরার হাটে বিক্রী কবে, তারা ফিরে এল যমুনা ঘাটে। কানাই এবারে হৃষ্টমনে বড় নৌকায় সবাইকে এক সঙ্গে পার করে দিলেন। কৃষ্ণ রাধার অনুনয়ে, তাঁর অলঙ্কারও ফিরিয়ে দিলেন। ৬ ॥ ৬ ॥ ৮]-মাত্রক ত্রিপদী ১৮টি পংক্তিতে (নয়টি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে) গীতটি রচিত হয়েছে।

স. ১০॥ বৃদ্ধয়া সহিতা রাধা গেহং গত্বাভিমন্যবে।
জগাদ যমুনাপারগমনাযোগ্যতাশতং॥ ১॥
ততোভিমন্যুনা মোহো[৮৬/ক]নিষিদ্ধা মথুরাগতৌ।
চক্রে প্রাবৃষি তক্রাদিবিক্রয়ং গৃহ এব সা॥ ২॥

বৃদ্ধার সহিত রাধা ঘরে ফিরে যমুনা পার হয়ে গমনের শত বাধার কথা ব্যক্ত করলেন॥ ১॥ তাতে অভিমন্যু মোহগ্রস্থ হয়ে রাধাকে মথুরা যেতে নিষেধ করাতে, রাধা গৃহে বসেই তক্রাদি (ঘৃত-ঘোল-দৈ-দুধ ইত্যাদি) বিক্রয় করতে লাগলেন॥ ২॥

ইতি নৌকাখণ্ডঃ সমাপ্ত॥

অথ ভারখণ্ডঃ

স. ১ ॥ অথ রাধারসাবেশবশীকৃতমনা হরিঃ।
পুনস্তল্লাভলোভেন জগাদ জরতীঞ্চিরাৎ॥

অতঃপর রাধারসাবেশে বশীকৃতচিত্ত হরি রাধাকে পুনর্বার লাভের আশায় বৃদ্ধার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন।

১. মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ চিত্রক লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কৃষ্ণ ও বড়াই-এর উক্তি-প্রত্যুক্তি।

চিব দিন নাহিঁ রাধিকাব দরশনে।
তেকারণে বড়ায়ি থীর নহে মনে॥ ১ ॥
চিন্তিতেঁ দুগুণ ভৈল হৃদয়ে মদনে।
এবেঁ তাক আণী মোব বাখহ জীবনে॥ ২ ॥
যতন করিআঁ তাক রাখে আইহনে।
তার মাঅ রাধিকারে চাহে খনে খনে॥ ৩ ॥
এতেকেঁ তাহাক আহ্মে আণিতেঁ না পারী।
আপণে উপাঅ মোক বোল তোহ্মে হরী॥ ৪ ॥

উপস্থিত ভৈল বডাযি শবত সমএ।
তড পথেঁ এবেঁ লোক মথুবাক জাএ॥ ৫ ॥
এবেঁ তথাঁ কাহ্নাঞিঁব নাহিঁ আধিকাব।
হেন বুলী বাধা নেহ যমুনাব পাব॥ ৬ ॥
বাধিকাবে নিব আহ্মে যমুনাব পাব।
এথাঁ কবিবোঁ কাহ্নু[৮৬/খ]কোণ পবকাব॥ ৭ ॥
সরূপ কবিআঁ কাহ্নু কহ মোব থানে।
তবেঁ বাধিকাবে আণো হবষিত মনে॥ ৮ ॥

যমুনাব পথে আহ্মে ভাব সজাইআঁ।
থাকিব পথের মাঝে মজুবিআ হআঁ॥ ৯ ॥
বাধিকাবে বুলিহ বিবিধ পবকাব।
সে যেহ্ন আহ্মাক বহাএ দধিভাব॥ ১০ ॥
ভাল বুইলেঁ কাহ্নাঞিঁ চল তোহ্মে ঝাঁটে।
আহ্মে বাধা লআঁ যাইউ মথুরাব হাটে॥ ১১ ॥
এহি পবকারেঁ তোব পুবিব আশে।
বাসলী শিবে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ১২ ॥

কৃষ্ণ। দীর্ঘদিন রাধার দর্শন পাইনি বড়াই, সে কারণে আমার মন স্থিব নেই॥ ১ ॥ সে কথা চিন্তা করে হৃদযে মদনেব প্রভাব দ্বিগুণ হল। এখন তাকে এনে আমার জীবন রক্ষা কর॥ ২ ॥

বড়াই। আইহন তাকে যত্নে (সাবধানে) রাখে। তাব মা-ও রাধাকে প্রতিক্ষণে কাছে বাখে॥ ৩ ॥ সেজন্যে আমি তাকে আনতে পারি না। হরি, তুমিই এখন আমায় উপায় বলে দাও॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ। বড়াই, এখন শরৎ কাল এসে পড়ল। এখন লোকে হাঁটাপথে মথুরায় যায়॥ ৫ ॥ এখন সেখানে কানাইয়ের কোনো অধিকার নেই, একথা বলে রাধাকে যমুনাতীরে নিয়ে এস॥ ৬ ॥

বড়াই। কানাই, রাধাকে আমি যমুনার তীরে আনব। তুমি তখন কি ব্যবস্থা করবে? ৭॥ কানাই, সব কথা (তোমার অভিসন্ধি) আমায় বল, তাহলে খুশি মনে রাধাকে নিয়ে আসতে পারি॥ ৮॥

কৃষ্ণ। যমুনার পথে ভারী সেজে, মজুরিয়া হয়ে পথের মাঝে (অপেক্ষা করে) থাকব॥ ৯॥ রাধাকে তুমি নানাভাবে বোঝাবে, সে যেন আমাকে দিয়ে দধিভার বহায়॥ ১০॥

বড়াই। কানাই, তুমি ভাল বলেছ। সত্বর চল। আমি রাধাকে নিয়ে মথুরার হাটে যাই॥ ১১॥ এই ভাবে তোর আশা পূর্ণ করব।
চণ্ডীদাস বাসলীর শিরে বন্দনা করে এই গীত গাইলেন॥ ১২॥ ১৭৮

কৃষ্ণ বড়াই-এর সঙ্গে পরামর্শ করে রাধাকে স্থলপথে মথুরায় নেবার ছলনায়, নিজে ভাবী সেজে তাকে ধরবেন বলে স্থির করলেন। ১২টি পয়ার শ্লোকে, ২৪ পংক্তিতে গীতটি রচিত। কোনো ধ্রুবশ্লোক নেই।

দুরূহ শব্দার্থ॥ তড়পথে : স্থলপথে।

স. ২॥ জরতীবাচমাচম্য মাধবো বিহিতত্বরঃ।
ভারদণ্ডাদিসামগ্রীরচনাযোগচক্রমে॥

জরতীর কথা শুনে মাধব যথাবিহিত ভার দণ্ড ইত্যাদি সামগ্রী নির্মাণ করতে প্রস্তুত হলেন।

২. কোড়ারাগঃ॥ ক্রীড়া॥

কবির বর্ণনা।

মাঝ বৃন্দাবন গিআঁ কাহ্নাঞিঁ গোআল।
চামড়ু গাছের বাছি কাটিলেক ডাল॥
দুঈ পাশেঁ ছুচ করী মাঝেঁ পুষ্ট করী।
বাঁহুক সজ্জাএ ভাল দেব মুরারী॥ ১॥
রাধার কারণে কাহ্নাঞিঁ আল বেধিল মদন।
ভার সজ্জ করিবারে করিলান্ত মন॥ ধ্রু॥

সুচাঁছে চাঁছিল ভার দুঈ মুঠী।
দুঈ পাশে নিরমি[৮৭/ক]ল শুশোভন গুঠী॥
ঝাঁওএঁ ঘসিআঁ তাক করিল চিকণ।
বাঁহুক সংপুণ্ন হয়িল আতী শুশোভন॥ ২॥
নালিচা কাটিআঁ কাহ্নাঞিঁ মাঝজলে থুইল।
বার প্রহর হয়িলেঁ তাহাক তুলিল॥

সুখায়িআঁ বাছিআঁ পাট করিল সুসর।
চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর॥ ৩॥
সুদৃঢ় বন্ধনে কৈল দুয়ি শিকিআ।
তলত গাঁথিল তার দুগুটি বেগুআ॥
বাঁহুক যোড়িআঁ গেলা যমুনার পারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ৪॥

মাঝ বৃন্দাবনে গিয়ে গোপাল কানাই বেছে চামড় গাছের ডাল কাটলেন॥ দুই দিক সরু করে, মাঝখানে পুষ্ট রাখলেন। দেব মুরারী এই ভাবে বাঁক সাজালেন॥ ১॥ কানাই রাধার জন্য কামনার্ত (মদনাহত) বোধ করে ভার তৈরি কবতে মনস্থ করলেন॥ ধ্রু॥ ভারের দুই মুঠি সুন্দরভাবে চাছলেন। দু'পাশে সুশোভন গুঠি (ধরবার জায়গা) নির্মাণ করলেন। ঝামায় ঘসে তাকে মসৃণ (চিকণ) করলেন। এইভাবে সুদৃশ্য বাঁক তৈরি সম্পূর্ণ হল॥ ২॥ কানাই এবারে পাট কেটে মাঝজলে (ডুবিয়ে) রাখলেন। বারো প্রহর পরে তুলে আনলেন॥ পাট শুকিয়ে, বেছে সুবিন্যস্ত করলেন। তারপর দামোদর চারগুণ দড়ি পাকালেন॥ ৩॥ শক্ত বাঁধনে দুটি শিকা তৈরি করলেন। তার তলে দুগুটি বিড়া গাঁথলেন। এইভাবে বাঁক তৈরি কবে যমুনার পারে গেলেন। বাসলীবরে ১৭৯
বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

কবি এখানে কানাই কর্তৃক ভার বহনের বাঁক তৈরির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। গীতটি ১৮টি পয়ার পংক্তিতে, ধ্রুবপদ সহ চারটি চতুষ্পংক্তিক স্তবকে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ চামড় : শক্ত গাছ বিশেষ। বাঁহুক : ভার বহনের বাঁক। ঝাওএঁ : ঝামাতে। নালিচা : পাট। সুসর : সুবিন্যস্ত। শিকিয়া : শিকা। বেগুআ : বিড়া।

স. ৩॥ অথাভিমন্যুজননী জরতী রজনীক্ষয়ে।
ইদমাহ কৃতচ্ছদ্ম পদ্মনাভহিতাশয়া॥

এরপর রজনী অবসানে পদ্মনাভের হিত-আশায় জরতী অভিমন্যু জননীকে গিয়ে ছদ্মভাবে একথা বলল।

৩. দেশবরাড়ীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

বড়াই আইহন জননীর প্রতি।

আনেক প্রকারেঁ মোএঁ বুইলোঁ রাধারে।
দধি দুধ লআঁ জায়িতেঁ মথুরা নগরে॥
হাটক না জাএ মোক বোলে ধিকবাণী।
রাজার কোঁঅরী ভৈলী আইহনের রাণী॥ ১॥
দেখ আইহনের মা রাধার চরিতে।
গোআলের কাম ছাড়ী করে বিপরীতে॥ ধ্রু॥

গোআলের কুলে রাধা জরম[৮৭/খ] লভিআঁ।
দধি বিকে না জাএ থাকএ বসিআঁ॥
বিধি না লিখিত তাব কপালের ভাতে।
সতেঁ আইহনমাঅ কহিলোঁ তোহ্মাতে॥ ২॥
দিনে দিনে সঞ্চিত ভৈল বিথর দহী।
ডাক দেওঁ মোএঁ সব গোআলিনী সহী॥

আপণে বহুক বোল হাট জায়িতেঁ তোহ্মে।
এক বারেঁ সব্দা লআঁ জাইব আহ্মে॥ ৩॥
এ বচন মনে ভাবি আইহনের মা।
রাধিকারে বুইল বড়ায়ির সঙ্গে যা॥
ঘরক থাকিতেঁ চাহ কিসের আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

আমি রাধাকে অনেক প্রকারে বললাম, সে যেন দধি-দুধ নিয়ে মথুরা নগরে যায়॥ হাটে না গিয়ে সে আমাকে তিরস্কার বাণী বলল। সে রাজকুমারী, আইহনের রাণী হয়েছে॥ ১॥ ওগো আইহনের মা রাধার চরিত দেখ। গোয়ালার কাজ ছেড়ে বিপরীত কাজ করতে চায়॥ ধ্রু॥ রাধা গোয়ালার কুলে জন্মে দৈ বেচতে না গিয়ে বসে আছে॥ (এর ফলে) বিধি তার কপালে ভাত জোটাবে না। ওগো আইহনের মা, তোমায় ঠিক কথা বললাম॥ ২॥ দিনে দিনে অনেক দৈ জমে গেল। আমি সব গোয়ালিনী সখীদের ডাক দিচ্ছি॥ তুমি বউকে হাটে যেতে বল। আমি সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে যাব॥ ৩॥ এ কথা মনে ভেবে আইহনের মা রাধাকে বললেন, বড়াইয়ের সঙ্গে যা॥ কিসের আশায় ঘরে থাকতে চাস? বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৪॥
১৮০

বড়াই আইহনের মাকে দিয়ে রাধাকে মথুরায় দুধ-দৈ বেচতে যেতে নির্দেশ দেওয়ালেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবপদ সহ, চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকে গীতটি রচিত।

স. ৪॥ অথাভিমন্যুজননীদত্তং ভূরি পয়ো দধি।
আদায় জরতীমাহ রাধা দরভয়াতুরা॥

অতঃপর অভিমন্যু জননীর দেওয়া ভূরি পরিণাম পয়োদধি নিযে রাধা বিশেষ ভয়াতুরা হয়ে জরতীকে বললেন।

৪. গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

কবির বিবৃতি।

সব সখিজন মেলি বড়ায়ির ঠায়ি।
বিনয় করিআঁ বোলে চন্দ্রাবলী রাহী॥
সেমনে লইআঁ যাহা যমুনার পার।
যেহ্ন লাগ না পাএ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার॥ ১॥
সাসুড়ীর বোল সুনি ডরায়িলী রাহী।
পসার সজাআঁ লৈল ঘৃত ঘোল দহী॥ ধ্রু॥

দধি বিকে মথুরা নগরী জাএ[৮৮/ক] রাধা।
এবাব পন্থত কেহো না কৈল বাধা॥
হরিষেঁ পাইল রাধা যমুনাব পার।
আতি বড় শ্রম পাআঁ নাম্বায়িল পসার॥ ২॥
সাবধানে সুন বড়ায়ি বচন আহ্মার।
বহিতেঁ না পাবোঁ এহা গরুঅ পসাব॥

শবতে সমএ রৌদ সহিতেঁ না পাবী।
এতোঁ বড় দূব আছে মথুরা নগরী॥ ৩॥
এক মজুরিআঁ আন বহু দধিভাব।
দুঈ ভাগ কবি লউ আহ্মাব পসাব॥
তবেঁসি চলিতেঁ পাবোঁ মথুবা নগর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥

চন্দ্রাবলী রাধা সব সখীজনের সঙ্গে মিলে বড়াই-এর কাছে গিয়ে বিনয় কবে বলল, সেইভাবে যমুনার পারে নিয়ে চল যাতে কানাই আমার নাগাল না পায়॥ ১॥ শাশুড়ির কথা শুনে রাধা ভয় পেল এবং ঘৃত ঘোল দৈ-এর পসার সাজিযে নিল॥ ধ্রু॥ রাধা দৈ বেচতে মথুরা নগরীতে যায়। এবার পথে কোনো বাধা পেল না॥ আনন্দেই যমুনার পাড়ে পৌঁছাল। খুব পরিশ্রম বোধ কবায় পসার নামাল॥ ২॥ বড়াই, সাবধানে আমার কথা শোন। এই গুরুভার আমি আর বইতে পারছি না॥ শরতের সময়ে রোদ সইতে পারছি না। এখনো মথুরা নগরী অনেক দূরে রয়েছে॥ ৩॥ দধিভার বইবার জন্যে এক মজুরিয়া নিয়ে এস। আমার পসার সে দু'ভাগ করে (বাঁকের দুই দিকে) নিক॥ তাহলেই মথুরা নগরে যেতে পারব॥ বাসলীবরে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ১৮-১

রাধা ক্লান্ত হয়ে, দুধ-দৈ-এর ভার বয়ে নেবাব জন্যে বড়াইকে মজুরিয়া খোঁজ করে আনতে বললেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি বচিত হয়েছে।

৫. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ চিত্রক প্রকীর্ণ্ণ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

রাধা ও বড়াই-এর উক্তি-প্রত্যুক্তি। মাঝে কবির বিবৃতি।

যবেঁ হাট জায়িতেঁ নাহিঁ তোহ্মার শকতী।
উচিত মজুরী দিতেঁ কর আনুমতী॥ ১॥
মজুরিআ বুলিআঁ আপণে দেহ ডাক ।
এখনে মজুরিআ আসি মেলিব তোহ্মাক॥ ২॥
বড়ায়ির ঠায়ি রাধা বুলিল বচনে।
দধি দুধ বিচী কৌড়ী দিবোঁ তোর থানে॥ ৩॥

কথো দূর পথ গিআঁ রাধিকা আপণে।
মজুরিআ বুলী ডাক দিল ঘন ঘনে॥ ৪॥
আন রূপ ধরি ভার লআঁ ততিখনে।
... ...
[ইহার পর [৮৮/খ] এর পৃষ্ঠা নাই]

... ...
[৮৯/ক]তোরে লআঁ জাইতেঁ নাহিঁ পারি॥ ১৫॥
এহা বুঝী বাহুড়িআঁ চল নিজ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ১৬॥

বড়াই। তোমার যখন হাটে (ভার নিয়ে) যাবার শক্তি নাই, উচিত মজুরি (ভার ও রাধা বহনের জন্য) দিতে অনুমতি দাও॥ ১॥ 'মজুরিয়া' বলে ডাক দাও। এখনি মজুরিয়া এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হবে॥ ২॥ তখন রাধা বড়াইকে বলল, দধি-দুধ বেচে তোকে কড়ি দেব॥ ৩॥ কিছু দূর পথ গিয়ে রাধা 'মজুরিয়া' বলে ঘন ঘন ডাক দিল॥ ৪॥ অন্যরূপ ধরে ভার লয়ে ততক্ষণে··· [৮৮।খ পৃষ্ঠাটি নেই]
তোকে নিয়ে যেতে পারব না (সম্ভবত রাধার উক্তি কৃষ্ণের প্রতি)॥ ১৫॥ এই বুঝে নিজ ঘরে ফিরে চল। বাসলীবরে বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ১৬॥

১৮২

হারিয়ে যাওয়া পৃষ্ঠাটিতে সম্ভবত রাধা ও মজুরিয়া-বেশী কৃষ্ণের কথাবার্তা রয়েছে। কারণ পরের পদটিতে আবার রাধার প্রতি কৃষ্ণের কথা রয়েছে। গীতটি দীর্ঘ ছিল। ১৬টি পয়ার দ্বিপংক্তিক শ্লোকে, ৩২ লাইনে রচিত হয়েছিল।

৬. কহ্নুগুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

সঙ্গে যাইউ রাধাএ দূরে দূরে।
বাহুর বলয়াঁ দিবোঁ পএর নূপুরে॥
পাসরিলেঁ যে তোর করিলোঁ উপকাব।
ভরিল যমুনাত তোহ্মাক কৈলোঁ পার॥ ১ ॥
সঙ্গে লইআঁ যা।
গোআলার ঝি রাধা ল॥ ধ্রু॥

সঙ্গে জাইউ রাধা আহ্মে আর তোহ্মে।
দধিদুধভার তোর না বহিব আহ্মে॥
দধি দুধ বিচি রাধা করিবেহেঁ কী।
কাজ না বুঝ কেহ্নে গোআলার ঝী॥ ২॥
সঙ্গে জাইতেঁ রাধা না করিহ ডর।
সোই মথুরা পুরী আহ্মার ঘর॥

মথুরা পুরের মাঝেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণী।
ভোঁখে ভাত দিবোঁ তোরে পিআসত পাণী॥ ৩॥
আহ্মে সঙ্গে জাইতেঁ রাধা না করি শঙ্কা।
জলধিত সেতু বান্ধি জিণিলোঁ মো লঙ্কা॥
এবেঁ তোর সঙ্গে জাইতেঁ চাহোঁ রতি আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদা[৮৯/খ]সে॥ ৪॥

রাধা, দূরে দূরে তোর সঙ্গে যাব (অনুমতি দে)। বিনিময়ে হাতের বলয় এবং পায়ের নূপুর দেব॥ তোর যেসব উপকার করেছি তা ভুলে গেলি। ভরা যমুনায় তোকে পার করেছি॥ ১॥ ওগো গোয়ালার ঝি রাধা, আমায় সঙ্গে নিয়ে যা॥ ধ্রু॥ রাধা সঙ্গে যাব, আমি আর তুমি। (তবে,) তোর দধি দুধের ভার আমি বইব না॥ রাধা, দধি দুধ বেচে তুই কি করবি। ওগো গোয়ালার ঝি, কাজ বুঝতে পারিস না কেন? ২॥ রাধা, সঙ্গে যেতে ভয় পেয়ো না। সেই মথুরা পুরীতে আমার ঘর॥ মথুরা পুরীর ভিতর আমি ভালো জানি। তোকে ক্ষুধার অন্ন এবং পিপাসার জল দেব॥ ৩॥ রাধা, আমার সঙ্গে যেতে ভয় পেয়ো না। জলধিতে (সমুদ্রে) সেতু বেঁধে আমি লঙ্কা জয় করেছি॥ এখন রতি-আশায় তোব সঙ্গে যেতে চাই। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস ১৮৩
এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

কৃষ্ণ রতিমিলনের আশায় রাধার সঙ্গে যেতে চান, কিন্তু তাব দুধ-দৈ-এর ভার বইতে রাজি নন। ধ্রুবপদটি ছোট। বাকি ১৬ পংক্তি পয়ার বন্ধে, চতুষ্পংক্তিক স্তবকে রচিত।

৭. মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণকে রাধা।

আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি।
সাপের মুখেতে কেহ্নে আঙ্গুল দেসী॥
চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বুল তিতা।
আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা॥ ১॥
লাজ নাহিঁ কাহ্নাঞিঁ বদনে তোহোর।
পাছে আসিতেঁ কেহ্নে চাহসি মোর॥ ধ্রু॥

মজুরিআ হআঁ কেহ্নে এত বড় রঙ্গ।
অলপ হআঁ চাহ বড়ার সঙ্গ॥
হাথেঁ হাথেঁ চাহা কাহ্নাঞিঁ আকাশের চান্দ।
লোক উপহাসেরেঁ করসি তোএঁ ছান্দ॥ ২॥
উত্তম জাতী তোহ্মো নান্দের বালা।
পুরুষ হআঁ তোহ্মো জাণ এতেক কলা॥

সকল লোকের মাঝে না বাসসি লাজ।
না বহসি ভার বোলসি আন কাজ॥ ৩॥
মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারিকল।
আহ্মাক দেখিআ তেহ্ন না হঅ বিকল॥
সঙ্গে আসিবে যবেঁ লঅ দধিভারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ৪॥

কানাই, তুই আয়ু থাকতেও মরণ চাইছিস। সাপের মুখে কেন আঙুল দিচ্ছিস॥ যেমন চুন বিনা পান তিতা। তেমনি অল্প বয়সে বিরহের চিন্তা॥ ১॥ কানাই, তোর মুখে লজ্জা নেই। আমার পিছু পিছু কেন আসতে চাস্? ধ্রু॥ মজুরিয়া হয়ে এত রঙ্গ কিসের? অল্প (ছোট) হয়ে বড়োর সঙ্গ চাস্॥ কানাই, তুই হাতে হাতে আকাশের চাঁদ চাইছিস। লোক-উপহাসের জন্যে এমন ছন্দ (ছল) করছিস॥ ২॥ নন্দের পুত্র, তোর উত্তম কুলে জন্ম। পুরুষ হয়ে তুমি এত ছলাকলা শিখেছ॥ সব লোকজনের মধ্যে লজ্জা পাস না। ভার বহন না করে, অন্য কাজের কথা বলিস্॥ ৩॥ এ যেন বানরের হাতে ঝুনা নারকেল। আমাকে দেখে তেমনি বিকল হোস না॥ সঙ্গে যদি আসতে চাও, তবে দৈ-এর ভার (স্কন্ধে) লও। বাসলীবরে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

১৮৪

কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি। কৃষ্ণ যদি সঙ্গ নিতে চান তবে তাকে ভার বইতে হবে। রাধার এই নির্দেশ। গীতটিব পাঠ অনেক স্থলেই অস্পষ্ট বা নষ্ট হয়েছে। সেক্ষেত্রে বসন্তরঞ্জনের অনুমিত পাঠ নেওয়া হল। ধ্রুবশ্লোকসহ, ১৮টি পয়ার পংক্তিতে, চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকে গীতটি রচিত।

৮. বরাড়ীরাগঃ ॥ কানড়ারাগ ॥[১] রূপকং ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

ব্রহ্মা বেদ হরিবেক ইন্দ্রে হরিব পাণী।
সজ্জনসমাজেঁ হরিব সত্য বাণী॥
কপিলা হরি[১০/কাব ক্ষীর সস্য বসুমতী।
ঋষি তপ হরিবেক পণ্ডিত সুমতী॥ ১॥
না বোল না বোল রাধা হেনস বচন।
কৃষ্ণেঁ ভার বহিলেঁ মজিব ত্রিভুবন॥ ধ্রু॥

কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ঠ হআঁ দুঠমনে।
প্রবল হৈআঁ সূদ্রেঁ লংঘিব ব্রাহ্মণে॥
পুত্রেঁ বাপ লংঘিব শিষ্য গুরুজনে।
পুণ্য লংঘিব জনে হআঁ পাপমনে॥ ২॥
সেবকেঁ লংঘিব প্রভু নারী নিজ পতী।
আপণা মজায়িব ব্রত লংঘিআঁ সতী॥

শরণ জনের লোকেঁ লংঘিব পরাণ।
দাতাএঁ লংঘিব আপণেয়ি দিআঁ দান॥ ৩॥
সব বিপরীত হৈব রাধা তোহ্মার কাজে।
আর রুঠ হয়িব তোরে ত্রিদশসমাজে॥
না বহাঅ ভার রাধা পুর মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

ব্রহ্মা বেদ হরণ করবেন, ইন্দ্র জল হরণ করবেন। সজ্জনসমাজে সত্য বাণী হরণ করবে॥ কপিলা দুধ হরণ করবে, বসুমতী শস্যহরণ করবেন। ঋষি তপ হরণ করবেন, পণ্ডিত সুমতি হরণ করবেন॥ ১॥ রাধা, এমন কথা কখনো বোলো না। কৃষ্ণকে দিয়ে ভার বহন করালে ত্রিভুবন মজবে॥ ধ্রু॥ দুষ্টমনা হয়ে তখন কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে লঙ্ঘন করবে। শূদ্র প্রবল হয়ে ব্রাহ্মণকে লঙ্ঘন করবে। পুত্র পিতাকে, শিষ্য গুরুকে লঙ্ঘন করবে। লোকে পাপমন হয়ে পুণ্যকে লঙ্ঘন করবে॥ ২॥ সেবক প্রভুকে, নারী পতিকে লঙ্ঘন করবে। সতী (নারী) ব্রত লঙ্ঘন করে নিজেকে মজাবে॥ লোকে শরণাগতের প্রাণ নেবে। দান দিয়ে দাতা সে দান লঙ্ঘন করবে (ফিরিয়ে নেবে)॥ ৩॥ রাধা, তোমার কাজে সব কিছু বিপরীত হয়ে যাবে। আর ত্রিদশ সমাজ (দেবতাগণ) রুষ্ট হবেন॥ রাধা, আমাকে দিয়ে ভার বহন না করিয়ে, আমার আশা পূর্ণ কর॥ বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ১৮৫

কবি এখানে কৃষ্ণের বক্তব্য হিসাবে স্বর্গ ও মর্তের স্বাভাবিক নিয়মরীতিগুলির উল্লেখ করেছেন। ভগবান কৃষ্ণকে দিয়ে ভার বহালে পৃথিবীর নিয়মরীতি সব নষ্ট হয়ে যাবে।— কৃষ্ণ রাধাকে এ-কথা বোঝাচ্ছেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকসহ, চারটি ১চতুষ্পংক্তিক স্তবকে গীতটি রচিত হয়েছে।

১. তোলা পাঠে লিপিকর 'কানড়ারাগ' লিখেছেন, সম্ভবত উভয় রাগেই গীতটি গাওয়া যেতে পারে, সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন? —না, 'বরাড়ীরাগ' কথাটি কেটে দিতে ভুলে গেছেন?

৯. দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

আহ্মার বচন শুন নান্দের নন্দন।
ভার এড়িতেঁ তোহ্মে চাহ আকারণ॥
মজুরি সহিআঁ তোক আণিলোঁ মো ভারী।
বিণি ভার বহিলেঁ এড়িতেঁ তোক নারী॥ ১॥
লঅ ভার কাহ্ন তোহ্মে না ক[৯০/খ]র বিমতী।
তবেঁ সুখেঁ লআঁ যাইবোঁ তোহ্মাক সংহতী॥ ধ্রু॥

তোহ্মে ভার বহিলেঁ মজিব তিন লোক।
এহা সুণী তোহ্মাক হাসিব সব লোক॥
আপণার বড়ায়ি আপণে নাহিঁ কহী।
লঅ ভার কাহ্নাঞিঁ বিকণী হাটে দহী॥ ২॥
সকল গোআল জাঁতী দধিভার বহে।
তাহাত কাহারো লাজ কথাঁহো ত নহে॥

তোহ্মে কেহ্নে ভার বহিতেঁ করহ বিমতী।
হেন বুঝোঁ তোহ্মে নহ গোআল জাতী॥ ৩॥
মনে পরিভাবি কাহ্নাঞিঁ কান্ধে কর ভার।
হাট জায়িতেঁ হএ মোর বিলম্ব আপার॥
মোর সঙ্গে আইস ঝাঁট মথুরা নগর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥

নন্দনন্দন আমার কথা শোন। অকারণে তুমি ভার বহনকে এড়াতে চাইছ॥ মজুরি স্বীকার করে তুই ভারী হয়ে এসেছিস। এখন ভার বহন না করলে কোন্ নারী তোকে ছেড়ে দেবে? ১॥ কানাই, ভার তুলে নাও, অমত কোরো না, তবেই তোমাকে সুখে সঙ্গে নিয়ে যাব॥ ধ্রু॥ তুমি ভার বহন করলে ত্রিলোক মজবে, —একথা শুনলে সব লোকে হাসবে॥ নিজের বড়াই নিজে করতে নেই। কানাই ভার (স্কন্ধে) তুলে নাও, হাটে দৈ বিক্রয় করব॥ ২॥ গোয়ালা জাতির সকলেই দৈ-এর ভার বহন করে। তাতে কারো কোথাও তো লজ্জা হয় না॥ তুমি কেন ভার বইতে অমত করছ। তাহলে কি বুঝবো যে তুমি জাতে গোয়ালা নও? ৩॥ একথা মনে ভেবে কানাই, ভার স্কন্ধে তুলে নাও। হাটে যেতে আমার অনেক বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে॥ আমার সঙ্গে সত্বর মথুরা ১৮৬
নগরে চল। বাসলীবরে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

রাধা কৃষ্ণকে ভার না বইয়ে ছাড়বেন না। যুক্তি দিয়ে তাকে রাজি করাতে চাইছেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোক সহ, চারটি চতুষ্পংক্তিক স্তবকে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বিকণী : বিক্রয় করি।

১০. দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

তীন ভুবনে রাধা আহ্মো আধিকারী।
বাছিআঁ সে পালি রাধা আহ্মাক ভাবী॥
ভার গরুঅ নহে গরুঅ বড় লাজ।
কেমনে জায়িব রাধা সজনসমাজ॥ ১॥
না বোল না বোল রাধা হেনস উত্তর।
কোণ লাজেঁ ভার বহিবে গদাধর॥ ধ্রু॥
সকট ভাঁগিল আহ্মো শুনিআছ তোহ্মে।
জমল[৯১/ক] আর্জ্জুন তরু উপাড়িল আহ্মে॥
কংস বধিবারেঁ মোএঁ কৈলোঁ আবতাব।
এবেঁ কি বহিব আহ্মো তোব দধিভার॥ ২॥
দধি দুধ বিচি তোর বিপরীত মতী।
তেঁসি না চিহ্নসি আহ্মা দেব আধিপতী॥
গোআলার ঝি তোহ্মো বড় আছিদরী।
তেকারণে ভার বহায়িতেঁ চাহা হরী॥ ৩॥
যৌবনগরবেঁ বোল এ সব উত্তর।
তাহাক শুনিতেঁ কোপ উপজে অন্তর॥
এভোঁহো অযোগ্য বোল রাধা পরিহর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥

রাধা, আমি ত্রিভুবনের অধিকারী। বেছে, তুমি রাধা, আমাকে ভারী ধরলে? ভার তেমন গুরু নয়। কিন্তু (ভার বহনের) লজ্জাই গুরু। (এরপর) রাধা, আমি সৃজন সমাজে কি করে যাব? ১॥ রাধা, তুমি এমন কথা বোলো না। গদাধর কোন্ লজ্জায় ভার বহন করবে? ধ্রু॥ অসুর শকটকে যে আমি বধ করেছি, তুমি তা শুনেছ। যমল ও অর্জুন দুই অসুরকে (তরুকে) আমি উপড়ে ফেলেছি (বধ করেছি)॥ কংসকে বধ করবার উদ্দেশ্যে আমি অবতাররূপে এসেছি। এখন আমি কি তোর দৈ-এর ভার বহন করব? ২॥ দৈ-দুধ বিক্রী করে তোর মতিভ্রম ঘটেছে। সে জন্যেই আমি যে দেবাধিপতি তা চিনছিস্ না॥ গোয়ালার ঝি তুই অত্যন্ত বুদ্ধিহীনা। সেজন্যেই হরিকে দিয়ে ভার বহন করাতে চাইছিস্॥ ৩॥ যৌবনের গরবে (আমায়) এ-সব কথা বলছিস্। এ-সব শুনে আমার মনে ক্রোধ জাগছে॥ এখনও এমন চপল বা অন্যায় বাক্য পরিহার কর। বাসলীবরে এই গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥

১৮৭

কৃষ্ণ রাধার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। রাধা কেন ত্রিভুবনের অধিশ্বরকে দিয়ে ভার বহন কবাতে চান? ১৮টি পয়াব পংক্তিতে, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকসহ, চারটি চতুষ্পংক্তিক স্তবকে গীতটি রচিত হয়েছে।

১১. শৌরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

প্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে।
কত খনে জায়িব আহ্মে মথুরার হাটে ॥
ঘৃত দুধ নঠ হএ আম্বল দহী।
সংহতী এড়িআঁ জাএ গোআলিনী সহী ॥ ১ ॥
লইবেঁ না লইবেঁ ভার সুন্দর মুরারী।
না বহিতেঁ ভার যবেঁ ধরোঁ আন ভারী ॥ ধ্রু০ ॥

ষোল শত সখিজন সঙ্গে গেলা আগ।
তোর বোলেঁ তা সমার না লইলোঁ লাগ ॥
বোলহ উপায় কাহ্নাঞি কি বুধি করিবোঁ।
জাকে দুধ যোগাওঁ তারে কি বুলিবোঁ ॥ ২ ॥
[৯১/খ]সব সখি গেলেঁ কাহ্নাঞিঁ হৈবোঁ একসরী।
লোক দেখিলেঁ তবেঁ আহ্মে লাজেঁ মরী ॥

তোহ্মার মুখত কাহ্নাঞিঁ কিছু নাহি লাজ।
ফুরাআঁ না দেহ তোহ্মে তৈসি একো কাজ ॥ ৩ ॥
হার বিচিব আহ্মে ধরিব আন ভারী।
বসিআঁ থাক তোহ্মে সুন্দর মুরারী ॥
বাহুড়িআঁ চল কাহ্নাঞিঁ নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

যমুনার ঘাটেই একপ্রহর বেলা হয়ে গেল। মথুরার হাটে কতক্ষণে পৌছব॥ ঘৃত-দুধ নষ্ট হল, দৈ টক হয়ে গেল। সখী গোয়ালিনীরা সঙ্গ ছেড়ে চলে গেল ॥ ১ ॥ ওগো সুন্দর মুরারী, ভার নেবে কি নেবে না? যদি না বইবে তো আমি অন্য ভারী আনি ॥ ধ্রু০ ॥ ষোলশত সখি সবাই আগে চলে গেল। তোর কথায় তাদের সঙ্গ নিলাম না ॥ কানাই, এখন বল, কি বুদ্ধি করব?—যাকে দুধ যোগান দিই, তাকে কি বলব? ২ ॥ সব সখি চলে গেলে আমি একা হয়ে যাব। (এ অবস্থায়) লোক দেখলে লজ্জায় মরব॥ কানাই, তোমার মুখেতে কোনও লজ্জা নেই। ফুরণ (বা চুক্তি) করে তুমি একটি কাজও (ঠিকমতো) করোনা ॥ ৩ ॥ হার বেচে আমি অন্য ভারী ধরব। সুন্দর মুরারী, তুমি এখানে বসে থাক॥ নইলে ওগো নন্দনন্দন, তুমি ঘরে ফিরে যাও। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

রাধা কৃষ্ণের উপর বিরক্ত হয়ে অন্য ভারী নিয়োগ করবেন বলে ভয় দেখাচ্ছেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকসহ, চারটি চতুষ্পংক্তিক স্তবকে গীতটি রচিত হয়েছে।

১৮৮

দুরূহ শব্দার্থ ॥ আম্বল দহী : দৈ টকে গেল। ফুরাআঁ : ফুরণ বা চুক্তি করে। বাহুড়িআ : ফিরে বা প্রত্যাবর্তন করে।

১২. রামগিরীরাগঃ ॥ প্রকীর্ণ্ণ ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥

রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি। মাঝে মাঝে কবির বর্ণনা।

বচনেক বোলোঁ সুন রাধা গোআলী।
দধিভার লঞাঁ জাউ তোর বনমালী॥ ১॥
দধিভার লঅ তোহ্মে শুন বনমালী।
নহোঁ তোর যোগ মোএঁ আবালী গোআলী॥ ২॥
দধিভার লইব আহ্মে এবা কোন কাজ।
দেবেরে দেব হআঁ পাইব বড় লাজ॥ ৩॥
লাজ করিলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িবেঁ কাজ।
পাছে দোষ আহ্মারে না দিহ দেবরাজ॥ ৪॥
ভাল বুইলেঁ রাধা মোর চিত্তে পড়িহাসে।
ভার বহোঁ সুখেঁ যবেঁ দেহ রতি আশে॥ ৫॥

ঝাঁট ভার[৯২/ক] লঅ কাহ্নাঞিঁ দৃঢ় করী দড়ী।
দধি নঠ হৈলেঁ লৈবোঁ তিন গুণ কৌড়ী॥ ৬॥
আশেষ কপটেঁ তোর পুরীল মতী।
এহি পাপেঁ হৈল তোর নপুংসক পতী॥ ৭॥
না জানো কপট কাহ্নাঞিঁ আহ্মো শুদ্ধমতী।
পাপসাগরে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে সে কুমতী॥ ৮॥
না বহিবোঁ তোর ভার দেহ মোর দানে।
বিণি দানে নিব তোহ্মা কাহার পরাণে॥ ৯॥

মিছা অলঞ্জাল তেজ বহ দধিভার।
মনসুখ ভৈলেঁ বোল ধরিবোঁ তোহ্মার॥ ১০॥
এ বোল সুনিআঁ কাহ্নাঞিঁ মনের উল্লাসে।
ভার লএ উলটিআঁ চন্দ্রাবলী হাসে॥ ১১॥
ভার সম কর দধি যেহ্ন নাহিঁ টলে।
দধি নঠ হৈলেঁ মারিবোঁ মাগুকিলে॥ ১২॥
ভার সজী করি লৈল নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ১৩॥

কৃষ্ণ। ওগো রাধা গোয়ালিনী, একটা কথা বলছি, শোনো। বনমালী তোর দধিভার নিয়ে যেতে পারে॥ ১॥
রাধা। শোনো বনমালী, তুমি দধিভার লও। আমি গোপ বালিকা ; তোমার সঙ্গে মিলনের আমার যোগ নেই॥ ২॥
কৃষ্ণ। দধিভার নেব, এটা এমন (কঠিন) কাজ নয়। কিন্তু দেবাদিদেব হয়ে (এ-কাজ করলে) খুব লজ্জা পাব॥ ৩॥
রাধা। কানাই, লজ্জা করলে কাজ হারাবে। ওগো দেবরাজ, পরে আমাকে দোষ দিয়োনা॥ ৪॥
কৃষ্ণ। রাধা, তুমি ভাল বলেছ। (তোমার কথা) আমার মনে লেগেছে (প্রতিভাসিত হয়েছে)। সুখেই ভার বইব যদি রতি (মিলনের) আশা দাও॥ ৫॥
রাধা। কানাই, চট্‌পট্ দড়ি শক্ত করে ভার (কাঁধে তুলে) নাও। দৈ নষ্ট হলে কিন্তু তিনগুণ কড়ি (ফেরৎ) দিতে হবে॥ ৬॥
কৃষ্ণ। এত কপটতায় তোর ইচ্ছা পূর্ণ হল। এই (কপটতার) পাপে তোর পতি নপুংসক হয়েছে॥ ৭॥
রাধা। কানাই, আমি শুদ্ধমতি। কোনো কপটতা জানি না। এই পাপের সাগরে তুমিই কুচিন্তা কর॥ ৮॥
কৃষ্ণ। আমার দান (প্রাপ্য মজুরি) দিয়ে দাও। তোমার ভার আমি বইব না। বিনা মজুরিতে তোমার ভার নিতে কার পরাণ চাইবে (অর্থাৎ কেউই ভার বইবে না)॥ ৯॥

রাধা। মিছা উৎপাত (ঝঞ্ঝাট) ত্যাগ কর। দৈ-এর ভার বহন কর। মন খুশি হলে তোমার কথা শুনব॥ ১০॥
একথা শুনে কানাই মনের আনন্দে ভার (কাঁধে) তুলে নেয়। দেখে চন্দ্রাবলী মুখ টিপে হাসে॥ ১১॥
রাধা। ভার সমান কর। যেন দৈ টলে না পড়ে। দৈ নষ্ট হলে মেয়েলি কিলে তোমায় মারব॥ ১২॥
ভার সাজিয়ে সমান করে নিলেন নন্দনন্দন। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ১৩॥ ১৮৯

রাধা কৃষ্ণের প্রতি নরম হয়েছেন। ভার বইলে তার প্রস্তাব মেনে নেবেন অর্থাৎ রতি মিলনে সম্মত হবেন জানালেন। কৃষ্ণ এবারে খুশিমনে ভার কাঁধে তুলে নিলেন। ২৬টি পয়ার পংক্তিতে, ১৩টি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে সংলাপ-প্রধান গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ চিত্ত পড়িহাসে : মনে প্রতিভাসিত হয়, মনে মনে পরিহাস করে। উলটিআঁ : মুখ টিপে (হাসে)।

১৩. মাহারঠারাগঃ ॥ দ্রুতমান ॥ একতালী ॥

কবির উক্তি।

চামড় কাঠের বাঁহুক যোড়িআঁ
তেরছ কৈল সীকা।
আগেঁ বড়ায়ি জাএ পাছে ভার বহে কাহ্ন
মাঝে রাধিকা জাএ বিকা ॥ ১ ॥
লড়িলা জনার্দন কান্ধে ল[৯২/খ]আঁ ভার
দধি বিকে মথুরার রাজে।
দেখি সব দেবাগন খলখলি হাসে ল
ভাবে পাপে মজিলা দেবরাজে ॥ ধ্রু ॥

সোনার ভাণ্ডে দধি দুধ সজাইআঁ
রূপার ভাণ্ডে সজাইল ঘী।
সে ভার দেব বনমালী বহে ল
উলসিলী গোআলার ঝী ॥ ২ ॥
ভার লআঁ জায়িতেঁ পসার টলিআঁ গেল
ছড়ায়িল কিছু দুধ দহী।

সোনার রূপার ভাণ্ড তেরছ হৈল ল
দেখি বুকে ঘাঅ দিল রাহী ॥ ৩ ॥
লাজ পাআঁ কাহ্নাঞি ভার এড়িআঁ মিল
দেখি সব সখিগণ হাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

চামড় কাঠের বাহুতে জুড়ে শিকা তির্যক (বাঁকা) করল। আগে বড়াই যাচ্ছে। পিছে কানাই ভার বহন করে চলেছেন। মাঝে বিক্রয়কারিণী রাধা যাচ্ছেন ॥ ১ ॥ কাঁধে ভার নিয়ে জনার্দন চললেন। মথুরার রাজা দধি বিক্রয় করতে যাচ্ছেন। তাই দেখে দেবগণ খলখল করে হাসছেন। দেবরাজ (এবারে) পাপে মজলেন ॥ ধ্রু ॥ সোনার ভাঁড়ে দৈ-দুধ সাজিয়ে রূপার ভাঁড়ে ঘী সাজালেন। সেই ভার দেব বনমালী বইছেন দেখে গোয়ালার ঝি (রাধা) উল্লসিত হলেন ॥ ২ ॥ ভার নিয়ে যেতে পসার একটু টলে গেল এবং কিছু দুধ-দৈ ছড়িয়ে পড়ল। সোনা-রূপার ভাঁড় তেরছা (তির্যক) হল দেখে রাধা (নিজের) বুকে আঘাত করলেন ॥ ৩ ॥ (তখন) কানাই লজ্জা পেয়ে ভার ঠিক করে নিলেন। দেখে সব সখীরা হাসল। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

১৯০

শেষ পর্যন্ত রতি মিলনের আশ্বাস পেয়ে কৃষ্ণ রাধার দুধ-দৈ-ঘৃতের ভাঁড় বহন করলেন। ভাবী মথুরারাজের এই দুর্দশায় দেবতারা হাসতে লাগলেন। রাধাও উল্লসিত হলেন। ৮॥ ৮॥ ১০॥ I-মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদীতে গীতটি রচিত হয়েছে। মোট দশ পংক্তি, তার মধ্যে ৩য়-৪র্থ পংক্তিতে ধ্রুবশ্লোক। বাকি চারটি হল দ্বিপংক্তিক শ্লোক।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ সীকা : শিকা (মাল বহনের জন্য দড়িতে তৈরি ঝুলন্ত আধার)। বিকা : বিক্রয়কারিণী। ভারে এড়িআঁ মিল : ভার সোজা করে নিল।

স. ৫॥ বচসো ভরণাবৃদ্ধে তবায়ন্তাবিকঃ কুতঃ।
ইদানীং নন্নাশিতস্তেন দধ্যাদি করবাম কিং॥

হে বৃদ্ধা, তোমার কথার ভাবে এমন (ভবিষ্যৎ) সম্ভাবনা কি করে অনুমান করি? তিনি দধি ইত্যাদি নষ্ট করলেন, এখন কি করি? অর্থাৎ বড়াই-এর কথামত কানাইকে ভারী ঠিক করে, দুধ-দৈ কিছু নষ্ট হওয়াতে রাধা বড়াইকে অনুযোগ করছেন। ভার বহনে কৃষ্ণের আনাড়িপনা প্রকাশ পাচ্ছে।

১৪. রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

বড়াইকে রাধা।

মো যবেঁ জাণিবোঁ কাহ্নাঞিঁ পেলাইব ভার।
তবেঁ কেহ্নে দিবোঁ তারে গরুঅ পসার॥
বহুমূল পসার করিআঁ ছারখার।
পাঞ্চ দুগতি কাহ্ন করিল আহ্মার॥ ১॥
এহে কি লআঁ জাইবোঁ হাট আগ হে বড়ায়ি।
অখণ্ড পসার নঠ করিল কাহ্না[৯৩/ক]ঞিঁ॥ ধ্রু॥

বিথর করী সজাইলোঁ ঘৃত ঘোল দহী।
বাধা নাহিঁ দিল কেহো গোআলিনী সহী॥
কি বুধি করিবোঁ বড়ায়ি কোণ পরকার।
কেহ্নমতেঁ সজ হউ দধির পসার॥ ২॥
আপণে যাচিআঁ কাহ্নাঞিঁ নৈল দধিভার।
তাহাত লাগিআঁ ভারী না ধরিলোঁ আর॥

এবেঁ সজ করু কাহ্ন আপণে পসার।
আপণা চিহ্নিআঁ ভার লউ আর বার॥ ৩॥
যেই দধি দুধ ঘৃত ভাণ্ডত আছএ।
পসার সাজিতেঁ তেএঁ কাহ্নক জুআএ॥
আপণে বুঝাহ বড়ায়ি নান্দের নন্দনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

কানাই পসার ফেলে দেবে জানলে, তাকে এত গুরুভার কি বইতে দিতাম॥ বহুমূল্যের পসার ছারখার করে, কানাই আমার পাঁচ দুর্গতি করল॥ ১॥ এখন বড়াই, আমি কি নিয়ে হাটে যাব? কানাই আমার অখণ্ড (নিখুঁতভাবে সজ্জিত) পসার নষ্ট করল॥ ধ্রু॥ যত্ন করে ঘৃত ঘোল দৈ সাজিয়েছিলাম গোয়ালিনী সখিরা পথে কেউ বাধাও সৃষ্টি করেনি॥ বড়াই, এখন আমি কি ভাবে কি বুদ্ধি করব? —যাতে কোনোমতে দৈ-এর পসার আবার সাজান যায়॥ ২॥ কানাই নিজে যেচে দৈ-এর ভার নিল। সে জন্যে অন্য কোনো ভারী ধরলাম না॥ এবার কানাই নিজেই পসার সাজিয়ে দিক। নিজেই চিনে আবার ভার বহন করুক॥ ৩॥ যে দৈ-দুধ-ঘৃত ভাঁড়ে রয়েছে তাই দিয়ে কানাই-এর এবার পসার সাজান উচিত॥ বড়াই, তুমি একথা নন্দনন্দনকে বুঝাও। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ১৯১

রাধা বড়াইকে বলছেন সে যেন কানাইকে দিয়ে অবশিষ্ট দুধ-দৈ-ঘৃত দিয়ে পুনর্বার পসার সাজিয়ে দেয়। নইলে রাধা কি নিয়ে হাটে যাবেন? ১৮টি পযার পংক্তিতে, একটি দ্বিপংক্তিক শ্লোক-সহ, চারটি চতুষ্পংক্তিক স্তবকে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ অখণ্ড পসার : নিখুঁতভাবে সজ্জিত পসার। বিথর করী : যত্ন করে।

স. ৬॥ রাধিকাবচসা ভারবহনায় পুনঃ পুনঃ।
জরতীপ্রেরিতঃ প্রাহ রুষিতো মধুসূদনঃ॥

রাধার কথায় জরতী কর্তৃক.পুনঃ পুনঃ ভার বহনে অনুরুদ্ধ হয়ে রুষ্ট মধুসূদন বললেন।

১৫. ভাঠীআলীরাগঃ॥ যতিঃ॥

কৃষ্ণ বড়াইকে।

আমার বচন বোল রাধা চন্দ্রাবলী।
আর ভার না বহিব দেব বনমালী॥
মায়া পাতী কৈল মোর বড় অপমান।
কিছু কাজ নাহিঁ মোর দেউ মাহাদান॥ ১॥
এড়িল বড়ায়ি হের দধির পসার।
আর শির তুলী মুখ না দেখিব তার॥
[ইহার পর [৯৩/খ] এর পৃষ্ঠা নাই]

রাধা চন্দ্রাবলীকে আমার কথা বল। দেব বনমালী আর ভার বইবে না॥ মায়ার ফাঁদ পেতে (রাধা) আমার খুব অপমান করল। যখন তার কোনো কাজ নেই তো আমার মহাদান দিয়ে দিক॥ ১॥ বড়াই দেখ, আমি এই দধির পসার ত্যাগ করলাম। আর মাথা উঁচু করে তার মুখ দেখব না॥···[এরপর ৯৩/খ পৃষ্ঠা নেই]। ১৯২

এটি পয়ার পংক্তিবন্ধে রচিত হয়েছিল।

১৬. প্রথমাংশ, ২ লাইন সম্পূর্ণ ও তৃতীয় পংক্তির প্রায় সবটুকু নেই।

বড়াইকে রাধা।

[১৪/ক] ... ... ভার।
নঠ করী সকল পসার॥ ধ্রু॥
যত নঠ কৈল মোর ঘৃত দধি ঘোল।
তারে কেহ্নে না বোলহ বোল॥
ততেকেঁ সুঝাল গেল মোর মাহাদাণে।
সরূপেঁ কহিলোঁ তোর থানে॥ ২॥

ভাল ভারী আণিলেহেঁ সংসারে বাছিআঁ।
হাথ দিতেঁ লিহে কলিআঁ॥
কোহ্নো রাজে না দেখিল হেন দুঠ ভারী।
যাক বোল দিবাক না পারী॥ ৩॥

এবোঁহো আপণ চিহ্নি জাউ নিজ ঘর।
হেন ভারী দেখি লাগে ডর॥
বোল কাহ্নাঞিঁরে তেজু মোর আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

...ভার। আমার সব প্রসার নষ্ট করল॥ ধ্রু॥ আমার ঘৃত-দধি-ঘোল যত নষ্ট করল, তার জন্যে তাকে কিছু বলছ না কেন? তাতেই তো আমার (কাছে প্রাপ্য) মহাদান শোধ হয়ে গেল। তোকে সোজা কথা বলে দিলাম॥ ২॥ সংসারে বেছে ভাল ভারী এনেছ। হাত দিতে কালি লাগে (স্পর্শ করলে কলঙ্ক রটে)। কোনো রাজ্যে এমন দুষ্ট ভারী দেখিনি যাকে কথায় পেরে ওঠা দায়॥ ৩॥ এবার পথ চিনে সে নিজের ঘরে ফিরে যাক। এমন ভারী দেখলেও ভয় লাগে॥ কানাইকে বলে দাও, সে আমার আশা ত্যাগ করুক। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ১৯৩

রাধা কৃষ্ণের কথার প্রত্যুত্তরে বড়াইকে বললেন, এমন দুষ্ট ভাবী কেন দিয়েছ। যে পসার সে নষ্ট করেছে তাতেই তার মহাদান (ভারীর প্রাপ্য) শোধ হয়ে গেছে। এবার সে আমার রতিমিলনের আশা ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাক। গীতটির ছন্দ বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। প্রতি দ্বিপংক্তিক শ্লোকের প্রথম পংক্তি পয়ার, দ্বিতীয় পংক্তি দশমাত্রক একপদী। ধ্রুবপদে দুটি লাইন সম্ভবত দশমাত্রক ছিল।

দুরূহ শব্দার্থ॥ হাথ দিতেঁ লিহে কলিআঁ : হাত দিলে কলঙ্ক বা ময়লা লাগে।

স. ৭ // নিশম্য রাধিকাবাক্যং বৃদ্ধয়াং সমুদীরিতং।
সতৃষ্ণমবদৎ কৃষ্ণো রাধিকাং রসসাধিকাং॥

বৃদ্ধার মারফৎ রাধার কথা শুনে কৃষ্ণ রসসাধিকা রাধিকাকে সতৃষ্ণভাবে বললেন।

১৭. রামগিরীরাগঃ ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥

উচিত লইবোঁ তাত নাহিঁ বাধা।
ভার কান্ধে কৈলোঁ তোর রূপ দেখি রাধা॥ ১॥
দাণ চাহ মোঁরে আর কহ পাপকথা।
হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলেঁ লাগে মাথা॥ ২॥
তোহ্মাক লাগিআঁ যবেঁ যাএ পরাণে।
তভোঁ তো[৯৪/খ]র সঙ্গ রাধা নাহী ছাড়ে কাহ্নে॥ ৩॥

মজুরিআঁ হআঁ হেন না বোল কাহ্নাঞি।
হাথ বাঢ়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পাই॥ ৪॥
তোহ্মার বোল মোর নাহিঁ লাগে মনে।
হাথ বাঢ়ায়িলেঁ চান্দ পাইলোঁ বৃন্দাবনে॥ ৫॥
পুরুব কালের পাতে না রুইহ মূলে।
এবেঁ দোষ পাইলেঁ রাজা দেএ তিরীশূলে॥ ৬॥

পরাণে মারিবোঁ তোর কংস নরপতী।
দাণ দেহ ভারে থাকি মানহ সুরতী॥ ৭॥
তোহ্মা ভারী নাহিঁ কিছু মোর কাজ।
আন ভারী বেহারিব জাইব মথুরার রাজ॥ ৮॥
আকারণে বাধা মোর না কর নিরাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৯॥

কৃষ্ণ। উচিত মূল্য নেব তাতে বাধা নেই। রাধা, তোর রূপ দেখি ভার কাঁধে নিলাম॥ ১॥
রাধা। আমার কাছে দান চাও, আবার পাপকথা? মনে বুঝি, তোমার মুণ্ড কাটা প্রয়োজন॥ ২॥
কৃষ্ণ। তোমার জন্যে আমার প্রাণ যায়। তবু, রাধা, কানু তোমার সঙ্গ ছাড়েনা॥ ৩॥
রাধা। কানাই, তুমি মজুরিয়া হয়ে এমন কথা বোলো না। হাত বাড়ালেই কি চাঁদের নাগাল পাওয়া যায়॥ ৪॥
কৃষ্ণ। তোমার কথা আমার মনে ধরছে না। হাত বাড়িয়েই তো বৃন্দাবনে চাঁদ পেলাম॥ ৫॥
রাধা। পূর্বকালের হিসাবে (পাতে) মূল্য নিরূপণ কোরো না। এখন দোষ পেলেই রাজা ত্রিশূলে দেয়॥ ৬॥
কৃষ্ণ। তোর কংস নরপতিকে প্রাণে মারব। ভারীকে দান দাও। তোমার সুরতি কামনা করছি॥ ৭॥
রাধা। তোমাকে ভারী নিয়ে আমার কোনও কাজ নেই। অন্য ভারী নিযুক্ত করে মথুরা রাজের দেশে যাব॥ ৮॥
কৃষ্ণ। রাধা, অকারণে আমাকে নিরাশ কোরো না।
বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৯॥

১৯৪

কৃষ্ণ ও রাধার পারস্পরিক উক্তি প্রত্যুক্তি। কৃষ্ণ ভার বহনের মূল্য স্বরূপ রাধার রতি দাবি করছেন। রাধা অন্য ভারী নিযুক্ত করবেন বলে ভয় দেখাচ্ছেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত। ধ্রুবপদ নেই।

দুরূহ শব্দার্থ॥ পুরুব কালের পাতে না রুইহ মূলে : পূর্বকালের হিসাবে মূল্য স্থির কোরো না। ভারী বেহারিব : ভারী নিযুক্ত করব।

১৮. মাহারঠারাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধাকে কৃষ্ণ।

দেখিআঁ তোহ্মার রূপ বিদরিতেঁ চাহে বুক
সংসারত তোহ্মা কৈলোঁ সারে।
এ তোর যৌবনভার কৃষ্ণ ভুঞ্জু কথোকাল
দূর জাউ মদন আনলে॥ ১॥
বহিবোঁ দধির ভার তেজিবোঁ দাণ তোহ্মার
... ...
প্রাণ রাধা ল।
তোতে ভোল গেল দেবরাজে[৯৫/ক]॥ ধ্রু॥

সুন বৃন্দাবন কথাঁ যে ফল পাইলেঁ তথাঁ
সে ফল এথাহোঁ দিবোঁ তোরে।
ফুটিল কমল ফুল চিন্তিআঁ মন আকুল
খাট পাড় যমুনার তীরে॥ ২॥
তোঁ দেখি হারায়িলোঁ মতী দেহ তোহ্মে আনুমতী
দিবোঁ তোরে নানা আভরণে।

এ তোর রূপ যৌবন তাহাত মজিল মন
এবেঁ দেহ আলিঙ্গন দাণে॥ ৩॥
তোহ্মে রাধা চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব বনমালী
আহ্মা পরিহর আকারণে।
আহ্মার পুরহ আশ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
বন্দিআঁ বাসলীচরণে॥ ৪॥

তোমার রূপ দেখে (আমার) বুক বিদীর্ণ হতে চায়। সংসারে তোমাকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছে। কতকাল ধরে কৃষ্ণ তোর যৌবন ভোগ করছে।—আমার মদনানল দূর হোক॥ ১॥ আমি দৈ-এর ভার বইব, তোমার কাছে প্রাপ্য দান ছেড়ে দেব।...

ওগো, আমার প্রাণস্বরূপ রাধা, দেবরাজ তোমার (রূপে) মুগ্ধ হল॥ ধ্রু॥ বৃন্দাবনের কথা মনে কর। সেখানে যে ফল পেয়েছ, সে ফল এখানেও আমি তোমায় দেব। কমলফুল ফুটেছে,—একথা ভেবে মন আকুল হয়েছে। যমুনার তীরে খাট (শয্যা) পাত॥ ২॥ তোকে দেখে মতিহারা হলাম। এখন আমায় অনুমতি দাও। তোমায় নানা আভরণে সাজিয়ে দেব। তোর এই রূপ যৌবনে মন মজেছে। এখন আলিঙ্গন দাও॥ ৩॥ তুমি রাধা চন্দ্রাবলী। আমি দেব বনমালী। —অকারণে আমাকে পরিহার করছ। (এখন) আমার আশা পূর্ণ কর। বাসলী চরণ বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

১৯৫

কৃষ্ণ রাধার ভার বইতে রাজি হলেন। বিনিময়ে যমুনাতীরে খাট-শয্যা পেতে রাধার সঙ্গে রতি-মিলন চান। ৮॥ ৮॥ ১০ ।-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে গীতটি রচিত।

১৯. ভাঠিআলীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণের প্রতি রাধা।

নিষধিতেঁ কাহ্নাঞিঁ দধি দুধের ভার
আপণ ইছাএ লৈবেঁ।
পরার নারী আকাশের চান্দ
তাহাক কেমনে পাইবেঁ॥ ১ ॥
লড়হ না কেহে নিলজ কাহ্নাঞিঁ
এড়িআঁ দধির ভারে।
ঘৃত দুধ দধি নঠ না কর
জাওঁ মথুরা নগরে॥ ধ্রু॥

আহ্মাব বচন শুণ কাহ্নাঞিঁ
না লইহ দধির ভাবে।
কভোঁ না মানিবোঁ সুরতী তোরে
আপণে নিবোঁ পসাবে॥ ২ ॥
দাণ আধিকার নাহিক তোহ্মা[৯৫/খ]র
কিকে মরিষহ দাণে।

বড়ই নিলজ নান্দের নন্দন
ঘর জাহা নিজ মানে॥ ৩ ॥
কথাঁ না দেখিল বাঁওন হাথে
তালতরুফল পাএ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪ ॥

কানাই, আমি নিষেধ করলেও, দৈ-দুধের ভার নিজের ইচ্ছাতে নিয়েছ। পরের নারী তো আকাশের চাঁদ। তাকে কি করে পাবে? ১ ॥ নির্লজ্জ কানাই দৈ-দুধের ভার রেখে সরছ না কেন? ঘৃত-দুধ-দৈ নষ্ট কোরো না। তুমি মথুরা নগরে ফিরে যাও॥ ধ্রু॥ কানাই আমার কথা শোন, দৈ-এর ভার নিয়ো না। আমি বরং নিজেই পসার নেব, তবু তোর সুরতি কখনো মানব না॥ ২॥ তোমার তো দান গ্রহণের অধিকার নেই, তবু কেন দান ছেড়ে দেবার কথা বলছ? নন্দ-নন্দন তুমি খুবই নির্লজ্জ। নিজ সম্মান নিয়ে ঘর ফিরে যাও॥ ৩॥ কোথাও দেখিনি, বামন হাতে তালগাছের নাগাল পায়। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥ ১৯৬

রাধা কৃষ্ণকে তিরস্কার ছলে বলছেন, তুমি স্বেচ্ছায় ভার বহন কবতে এসেছ। বিনিময়ে আমাব সঙ্গে রতি মিলনের আশা কোরো না। তুমি পসার নামিয়ে রেখে ঘরে ফিরে যাও। বরং আমি আমার পসার বয়ে নিয়ে যাব। ৬॥ ৬॥ ৮ ॥-মাত্রার লঘু ত্রিপদী ছন্দে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ লড়হ না কেহে : সরছ না কেন? কিকে মরিষহ দাণে : কি কবে দান ছেড়ে দিচ্ছ?

স. ৮॥ রাধাবচনমাচম্য বিরসং মায়য়া হরিঃ।
বিধায় দুর্ব্বহং ভারং জগাদ জরতীমিদং॥

রাধার এই কথাতে হরি কপট বিরসতা দেখিয়ে দুর্বহ ভার তুলে নিয়ে বললেন।

২০. কেদাররাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বড়াই-এর প্রতি কৃষ্ণ।

কেহ্নে মোরে বোলে রাধা নিঠুর বচনে।
কোণ আপরাধ কৈল শ্রীমধুসূদনে॥
দুগুণ গরুঅ ভৈল দেখহ পসার।
বহিতেঁ না পারিব রাধা তুলী চাহ ভার॥ ১॥
আগু হউ রাধা পাছেঁ লইউ আহ্মে ভার।
তোহ্মে গুরুজন বড়ায়ি আগু জাঅ তার॥ ধ্রু॥

নিতম্ব জঘন ঘন পীন তনভার।
দেহে তুলী দিল বিধি যৌবন তাহার॥
শরত সময় হের রবির সন্তাপে।
এ পসার নিতেঁ নারে রাধিকার বাপে॥ ২॥
আর মজুরিআ সব গেলা লআঁ ভার।
আহ্মা ছাড়ী ভার নিতেঁ নাহিঁ পরকার॥

মোরে বচনেক বুলু রাধিকা আপণে।
দধিভার লই আহ্মে হর[৯৬/ক]ষিত মণে॥ ৩॥
যে বোল বুলিব রাধা সে বোল করিবোঁ।
ভার বহিআঁক তার মথুরাক নিবোঁ॥
ইঙ্গিতেঁহে দেউ রাধা সুরতীর আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

রাধা আমাকে কেন নিষ্ঠুর বচন বলছে। শ্রীমধুসূদন কোন অপরাধ করেছে? দেখ পসার দ্বিগুণ ভারী হয়েছে। রাধা একবার তুলে দেখুক, বয়ে নিতে পারবে না। এত ভারী আমি নিতে পারব না॥ ১॥ রাধা সামনে থাক। পিছনে আমি ভার নিয়ে যাচ্ছি। বড়ায়ি, তুমি তো গুরুজন, তারও আগে যাও॥ ধ্রু॥ রাধার নিতম্ব, ঘন জঘন এবং পীন (উন্নত) স্তনভার। বিধি তার (রাধার) দেহে নিজের যৌবন ভার তুলে দিয়েছেন। এখন শরৎ কাল, তীব্র রোদের তাপ। রাধার বাবারও এই (ভারী) পসার নেবার সাধ্য নেই॥ ২॥ অন্য মজুরিয়ারা ভার নিয়ে সবাই চলে গেল। এখন আমি ছাড়া ভার নেবার আর লোক নেই॥ রাধা আমাকে একবার কথা দিক। আমি খুশি মনে দধিভার নিয়ে নেব॥ ৩॥ রাধা যা বলবে আমি তাই শুনব। তার ভার বয়ে নিয়ে মথুরায় যাব॥ রাধা, ইঙ্গিতে আমায় সুরতির আশা দিক। চণ্ডীদাস বাসলী শিরে বন্দনা করে এই গীত গাইলেন॥ ৪॥ ১৯৭

কৃষ্ণ রাধার কাছ থেকে সুরতির আশ্বাস পেলে খুশিমনে তার দুধ-দৈ-এর গুরুভার মথুরায় পৌঁছে দেবেন, সেটা বড়াইকে জানিয়ে দিলেন। গীতটি ১৮টি পয়ার পংক্তিতে, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোক সহ, চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকে রচিত।

স. ৯॥ নিপীয় কৃষ্ণবচনং জরত্যা প্রতিপাদিতং।
প্রাহ রাধা পরিহাসরসালসমনা হরিং॥

জরতীর মুখে কৃষ্ণের কথা শুনে পরিহাস-রস-অলসমনা রাধা হরিকে বললেন।

২১. দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

আহ্মার বড়ায়ি পথে চলিতেঁ না পারে।
ওহার পসার কাহ্ন তুলী দেহ ভারে॥
বোলেঁ চালেঁ না পাইএ পরার রমণী।
তেকারণে বোলোঁ মোএঁ তোক হেন বাণী॥ ১॥
লঅ দধিভার তোহ্মে মথুরাক যাই।
আসিতেঁ তোহ্মাক রতি দিবোঁ মো কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥

ষোল শত গোপীগণ সবে গেলা আগ।
মোতেঁ লাগি বড়ায়ি তার না লৈলেক লাগ॥
মোত বড় দযা লাগে বড়ায়ি দেখিআঁ।
চলিতেঁ না পারে কাখে চুপড়ী করিআঁ॥ ২॥
বড়ায়ির সঙ্গে যাইবোঁ মথুরা নগরে।
আতী বুঢ়ী সেহো ঝাঁট চলিতেঁ না পারে॥

তাহার চুপড়ী যবেঁ না দিবেঁ ভারে।
তবেঁ কে[৯৬/খ]নমতেঁ তোএঁ পাইবেঁ শৃঙ্গারে॥ ৩॥
আহ্মাতে লুবধ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার মণে।
তেকারণে আইলা তোহ্মে আহ্মার গহনে॥
এবেঁ ভার লঅ ঝাঁট শ্রীমধুসূদন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

আমার বড়াই (বড় মা) পথ চলতে পারে না। কানাই ওঁর পসার (তোমার কাঁধে) তুলে নাও॥ বোলে-চালে পর নারীকে না পেয়ে, সে কারণে আমাকে এমন কথা বলছ॥ ১॥ তুমি দৈ-এর ভার (স্কন্ধে) তুলে নাও, (চল) মথুরায় যাই। কানাই, আসবার পথে তোমাকে রতি দেব॥ ধ্রু॥ ষোলশত গোপী সবাই আগে চলে গেল। আমার জন্যে বড়াই তাদের সঙ্গে গেল না॥ বড়াইকে দেখে আমার খুব দয়া হচ্ছে। কাঁধে চুপড়ি নিয়ে সে চলতে পারছে না॥ ২॥ বড়াইয়ের সঙ্গে মথুরা নগরে যাব। অত্যন্ত বুড়ী হয়েছে তাই দ্রুত চলতে পারে না॥ তার চুপড়ির ভার যদি না নেবে, তাহলে কি ভাবে আমার শৃঙ্গার পাবে? ৩॥ কানাই, আমার প্রতি তোমার মন লুব্ধ। সে জন্যে আমার পথে তুমি এসেছ॥ শ্রীমধুসূদন, এবার সত্বর ভার (কাঁধে) তুলে নাও। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ১৯৮

রাধা কৃষ্ণকে বললেন, বৃদ্ধা বড়াই তার চুপড়ি বইতে পারছে না। সেটাও কাঁধে তুলে নাও। তাহলে ফেরার পথে আমার শৃঙ্গার মিলন পাবে। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোক সহ, চতুষ্পংক্তিক চারটি শ্লোকে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আহ্মার গহনে : আমার সঙ্গ নিয়ে।

২২. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

রাধা ও কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

ভার বহিব তাত না করিবোঁ মো আনে।
বড়ায়ি সাখিএঁ বোল সত্য বচনে॥ ১॥
কোণ কাজে লাগি আহ্মে সত্য করিব।
ভার বহিলেঁ তোর বচন ধরিব॥ ২॥
মোর লোভ হয়িল তোর দেখি পয়োভার।
সেসি কারণে আহ্মে বহিব তোর ভার॥ ৩॥
লোভ হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ আরতী না করী।
গোপত কাজত কাহ্নাঞিঁ ছয় আখি বারী॥ ৪॥
পুনমীর চান্দ রাধা বদন তোহোর।
তাত মজি গেল মোর নয়নচকোর॥ ৫॥
তোহ্মার চরিত্র আহ্মে বুঝিতেঁ না পারী।
কথা না আছিলাহা হেন আছিদর ভারী॥ ৬॥
আহ্মার চরিত্র তোহ্মে জাণহ সকল।
এবেঁ ঝাঁট কর রাধা যৌবন সফল॥ ৭॥
ভার[৯৭/ক] না বহিলেঁ মো না মানো সুরতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী॥ ৮॥

কৃষ্ণ। ভার বইব। তার অন্যথা করব না। বড়াইকে সাক্ষী রেখে সত্য কথা বল॥ ১॥
রাধা। কোন কাজের জন্যে আমি সত্য করব? ভার বহন করলে তোর কথা রাখব॥ ২॥
কৃষ্ণ। তোর পয়োভার দেখে আমার লোভ হল। সেই কারণে তোর ভার বহন করব॥ ৩॥
রাধা। কানাই, লোভ হলে এত আরতি করতে নাই। কানাই, গোপন করে কখনো ছয় চোখ করতে নাই। (অর্থাৎ তৃতীয় কেউ যেন দেখতে না পায়)॥ ৪॥
কৃষ্ণ। রাধা, তোর বদন যেন পূর্ণিমার চাঁদ। তাতেই আমার নয়ন-চকোর মুগ্ধ হল॥ ৫॥
রাধা। তোমার চরিত্র আমি বুঝতে পারি না। যে কথা ছিল না, তার ছল করছ॥ ৬॥
কৃষ্ণ। আমার চরিত্র তো সব ভাল জান। এবার সত্বর তোমার যৌবন সফল কর (আমাকে রতি সঙ্গমে অনুমতি দাও)॥ ৭॥
রাধা। ভার না বইলে তোমার সুরতি মানব না।
বাসলীগতি বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৮॥ ১৯৯

রাধা এখানে অনেক নরম হয়েছেন। ভার বইলে রতিমিলনে তিনি রাজি আছেন বলে দিলেন। ৮টি শ্লোকে, ১৬টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আছিলাহো : ছিল। আছিদর : দুষ্ট।

২৩. মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণ। কবির বর্ণনা।

বিধাতাএঁ হেন মোর লিখিল কপালে।
কলঙ্ক থুয়িল জাঅ চন্দ্র দিবাকরে॥
তোহ্মার কারণে রাধা হৈলোঁ আবতার।
সুখেঁ রাজ করে কংস আহ্মে বহী ভার॥ ১॥
আগেঁ আগেঁ বড়ায়ি জাউ মাঝেঁ জায় রাহী।
পাছেঁ ভার লআঁ জাউ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥

তোর বোলেঁ ভার বহে রাধা বনমালী।
আজী লাজক দিআঁ তিলাঞ্জলী॥
হেন কাম কৈল রাধা তোহ্মার কারণে।
সুদৃঢ় থাকিএ এহো তোহ্মার মণে॥ ২॥
দধিভার লআঁ আহ্মে জাইব বাটে বাটে।
মোর পাণে চাহে যত লোক জাএ হাটে॥

কি কৈলেঁ কি কৈলেঁ রাধা বড় পায়িলোঁ লাজ।
ভার বহায় কি কারণে দেবরাজ॥ ৩॥
মথুরা নিকটে নাম্বায়িআঁ দধিভার।
কাহ্নাঞিঁ বুইল চাহী বদন রাধার॥
ভার বহিল এবেঁ দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

বিধাতা আমার কপালে এই লিখেছেন। চন্দ্র দিবাকরকে কলঙ্ক যুক্ত করল। রাধা, তোমার কারণে আমি (কৃষ্ণ) অবতার হলাম। কংস সুখে রাজ্য ভোগ করে, আমি ভার বহন করি॥ ১॥ (কবির উক্তি) আগে আগে বড়াই চলেছে, মাঝে রাধা। পিছনে ভার লয়ে চলেছেন সুন্দর কানাই॥ ধ্রু॥

কৃষ্ণ। রাধা, তোর কথাতে আমি বনমালী আজ লজ্জাকে তিলাঞ্জলী দিয়ে ভার বহন করছি॥ রাধা, তোমার কারণে আমি এমন কাজ করলাম। একথা যেন সুদৃঢ় ভাবে তোমার মনে থাকে॥ ২॥ দধিভার নিয়ে আমি পথে পথে যাব। যত লোক হাটে যাচ্ছে, সবাই আমার দিকে তাকিয়ে দেখবে॥ রাধা, এ তুমি কি করলে। আমি খুবই লজ্জা পাচ্ছি। (লোকে ভাবছে) দেবরাজকে কেন রাধা ভার বহাচ্ছে॥ ৩॥

কবির উক্তি : মথুরার কাছে এসে কানাই, দধিভার নামিয়ে রাধার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ভার বইলাম, এবার আলিঙ্গন দাও। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

২০০

কৃষ্ণ রতি-আলিঙ্গনের লোভে লজ্জা সত্ত্বেও রাধার দুধ-দৈ-এর ভার বহন করলেন। এবং মথুরার কাছাকাছি এসে ভার নামিয়ে রতি আলিঙ্গন দাবি করলেন। চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোক-সহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে, মোট ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ লাজক দিআ তিলাঞ্জলী : লজ্জা বিসর্জন দিয়ে। সুদৃঢ় থাকিএ এহো তোহ্মার মণে : তোমার একথা যেন ভাল মনে থাকে।

২৪. বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

কবির বর্ণনা। সেইসঙ্গে কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি।

যতন করিআঁ[৯৭/খ] রাধা বুয়িলেঁ বারেঁ বার।
এড়িলেঁহে কেহ্নে কাহ্নাঞিঁ লঅ দধিভার ॥
সাবধানে লঅ যেহ্ন না ছাড়াএ ঘোল।
বাটতে জায়িতেঁ তোরে দিবোঁ চুম কোল ॥ ১ ॥
এহা বুলী চৌহালিনী গোআলিনী গো।
ভার বহায়িলে নান্দো যশোদার পো ॥ ধ্রু ॥

দধিভার নৈল কাহ্নাঞিঁ লোক উপহাসে।
বিমুখ হৈআঁ সব সখিগণ বৈশে ॥
হাসে দেবগণ দেখি রাধার চরীত।
কৃষ্ণক বহায়িল ভার কৈলে আনুচিত ॥ ২ ॥
ভার লআঁ জাএ কাহ্নাঞিঁ মথুরার হাটে।
রাধাক বুইল নারদ বসিআঁ বাটে ॥

বড়ার বহু হৈআঁ হেন কর কাজ।
ভার বহায়িলেঁ রাধা কৃষ্ণ দেবরাজ ॥ ৩ ॥
দধিভার লআঁ কাহ্নু মথুরাক জাএ।
উলটি উলটি রাধা কাহ্নু পাণে চাহে ॥
তখন কটাক্ষ দেএ কাহ্নাঞিঁ কিছু হাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধা যত্নভরে (ধৈর্য সহকারে) বারবার বললেন, কানাই, দধিভার কেন নামালে? আবার তুলে নাও। সাবধানে লও, যেন ঘোল ছড়িয়ে না পড়ে। পথে (ফিরে) যেতে, তোমায় চুম্বনালিঙ্গন দেব ॥ ১ ॥ এ কথা বলে আনন্দময়ী গোয়ালিনী নন্দ-যশোদার ছেলেকে দিয়ে ভার বহাল ॥ ধ্রু ॥ কানাই দধিভার (কাঁধে) তুলে নিল, দেখে লোক হাসাহাসি করে। সখিরা সবাই মুখ ঘুরিয়ে থাকে ॥ রাধার চরিত্র দেখে দেবতারাও হাসছেন। কৃষ্ণকে দিয়ে ভার বইয়ে (রাধা) অনুচিত কাজ করছেন ॥ ২ ॥ ভার বয়ে নিয়ে কানাই মথুরার হাটে যায়।-একথা (দেবতাদের মন্তব্য) পথে বসে নারদ রাধাকে বলছেন। বড় ঘরের বৌ হয়ে তুমি এমন কাজ করলে। দেবরাজ কৃষ্ণকে দিয়ে ভার বহালে? ৩ ॥ কানাই দধিভার নিয়ে মথুরার পথে যায়। রাধা ফিরে ফিরে কানাইয়ের দিকে তাকায় ॥ তখন কানাইও কটাক্ষ করে একটু হাসে ॥ বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ২০১

রাধা কৃষ্ণকে দিয়ে ভার বইয়ে অন্যায় করছেন একথা দেবতারা বলছেন, নারদ সে কথা পথে রাধাকে জানিয়ে দিলেন। এটিও চতুষ্পংক্তিক চারটি শ্লোকসহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে, মোট ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ চৌহালিনী : আনন্দময়ী।

অথ ভারখণ্ডঃ

স. ১০॥ কালক্ষেপাসহঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং।
সলজ্জানয়নাকাঙ্ক্ষাপ্রকাশনমভাষত॥

বিলম্বকাতর সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ সলজ্জ নয়নে মনোভাব ব্যক্ত করে রাধাকে একথা বললেন।

২৫. কোড়ারাগঃ॥ একতালী॥

মথুরা নগর বড় সজ্জনসমাজ

... ...

[*এরপর ৯৮/ক পৃষ্ঠা নেই*]

২০২

২৬. [গীতটির প্রথম শ্লোক নেই। দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম বাক্যটিও পাওয়া যায়নি।]

রাধা কৃষ্ণকে।

[১৮/খ]বিফল নহিব মোর বোল।
আসিতেঁ তোহ্মাক দিবোঁ কোল॥
বহ ভার না কর তোঁ লাজ।
লাজেঁ সি হারায়িএ কাজ॥ ২॥

ঝাঁট কাহ্ন লঅ দধিভার।
এ নহে কলঙ্ক তোহ্মার॥
দধি দুধ বহএ গোআলে।
তাহাত কে কি বুলিতেঁ পারে॥ ৩॥

তোর মোর উভয় সমতী।
আসিবার বেলেঁ দিবোঁ রতী॥
লঅ ভার মনের হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

তোমার কথা বিফল যাবে না। ফেরার পথে তোমাকে আলিঙ্গন দেব॥ লজ্জা না করে ভার বহন কর। লজ্জা করলে কাজ নষ্ট হয়॥ ২॥ কানাই, তাড়াতাড়ি দধিভার তুলে নাও। এতে তোমার কলঙ্ক হবে না॥ গোয়ালা তো দৈ-দুধ বহন করে। তাতে কে কি বলতে পারে? ৩॥ তোর এবং আমার দুজনেরই যখন সম্মতি রয়েছে, ফেরার বেলায় রতি আলিঙ্গন দেব॥ মনের আনন্দে ভার তুলে নাও। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২০৩

কৃষ্ণ সম্ভবত পুনর্বার ভার নামিয়ে রেখেছেন। রাধা তাঁকে ভার কাঁধে তুলে নিতে বলছেন। গোয়ালার ছেলে, দুধ-দৈ বহন করবে তাতে লজ্জা কিসের? তাছাড়া, দুজনেই যখন রাজি, ফেরার পথে রাধা রতি আলিঙ্গন দেবেন।

২৭. মালবরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ লগনী ॥

রাধা কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

কি বহিব ভার তোর বোলে নাহি ভাষ।
লোকতে আহ্মার করাইলেঁ উপহাস ॥ ১ ॥
লোক কেহেঁ উপহাস করিব তোহ্মারে।
কোণ গোআল সে নাহি বহে ভারে ॥ ২ ॥
ভার বহায়িলেঁ রাধা নানা পরবন্ধে।
বড় দুখ পাইলোঁ ঘাঅ ভৈল মোর কান্ধে ॥ ৩ ॥

বিণি দুখেঁ সুখ নাহি কথাঁহো কাহ্নাঞিঁ।
হএ নহে পুছ তোহ্মে আপণ বড়ায়ি ॥ ৪ ॥
কি পুছিব বড়ায়ি রাধা আহ্মে সব জাণী।
না দেখিল তোহ্মা হেন কথাহোঁ চউহালিণী ॥ ৫ ॥
না বোল না বোল কাহ্নাঞিঁ হে[৯৯/ক]ন রুখ বাণী।
আসিতেঁ পুরিবোঁ আশ তোর চক্রপাণী ॥ ৬ ॥

আমৃতের ধারেঁ তোঁ সিঞ্চিলি মোর মন।
সরূপেঁ কি হৈব রাধা তোর এ বচন ॥ ৭ ॥
সরূপ কহিলোঁ কাহ্ন লঅ দধিভারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ। আমি কি ভার বইব। তোর কথায় কোনো সামঞ্জস্য নেই। লোকের মাঝে আমায় উপহসিত করলে ॥ ১ ॥
রাধা। লোকে কেন তোমায় উপহাস করবে? এমন কোন গোয়ালা আছে যে ভার বয় না? ২ ॥
কৃষ্ণ। রাধা, তুমি নানা ছলে আমাকে দিয়ে ভার বহালে। আমি খুব দুঃখ পেলাম। আমার কাঁধে ঘা হয়েছে ॥ ৩ ॥
রাধা। কানাই, দুঃখ বিনা সুখ কোথাও নাই। বিশ্বাস না হলে তোমার আপন বড়াইকে জিজ্ঞাসা কর ॥ ৪ ॥
কৃষ্ণ। রাধা, বড়াইকে কি জিজ্ঞাসা করব? আমি সব জানি। তোমার মত চতুর আমি দেখিনি ॥ ৫ ॥
রাধা। কানাই, এমন রুক্ষ কথা বোলো না, বোলো না। আসবার পথে চক্রপাণী তোর আশা পূর্ণ করব ॥ ৬ ॥
কৃষ্ণ। অমৃতধারায় আমার মন সিঞ্চিত করলি। রাধা, তোর কথা সত্য হবে তো? ৭ ॥
রাধা। আমি সত্য কথাই বলেছি। কানাই দধিভার তুলে নাও।
বাসলীবরে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন ॥ ৮ ॥ ২০৪

কৃষ্ণের মনে সংশয়, রাধা কথা রাখবেন কিনা। রাধা কৃষ্ণকে আশ্বস্ত করলেন যে ফেরার পথে অবশ্যই কথা রাখবেন। আটটি পয়ার শ্লোকে, উক্তি প্রত্যুক্তিতে গীতটি রচিত। কোনো ধ্রুবপদ নেই।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ নানা পরবন্ধে : নানা ছলনায়। চউহালিনী : চতুরা।

স. ১১॥ রাঁধিকাবাচমাচম্য প্রমোদভরমন্থরঃ।
ভারমাদায় চতুরো রাধামনুযযৌ হরিঃ॥

রাধিকার কথা শুনে প্রমোদমন্থর চতুর হরি ভার নিয়ে রাধার অনুগমন করলেন।

২৮. ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কবির বর্ণনা।

আল কাহ্নাঞিঁ সুণীএ বচন রাধাবে
কান্ধে তুলী লৈল দধিভারে॥ ল্‌॥
আগু করী রাধা চন্দ্রাবলী।
পাছেঁ চলি জাএ বনমালী॥ ল॥ ১॥
আল কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ির নয়ন নেবারী॥
পরিহাস করিল মুরারী॥ ধ্রু॥

হেনমতেঁ চলী ধীরে ধীরে।
গেলা কাহ্নাঞিঁ মথুরা নগরে॥
মনমথেঁ বিকল শরীরে।
যে করাএ রাধা সেহি করে॥ ২॥
হাটে নাম্বাইল দধিভার।
বিকী ভৈল সকল পসার॥

রাধার বুঝী গোকুলগতী।
কৃষ্ণ ভৈলা বেআকুলমতী॥ ৩॥
সুন ভার[৯৯/খ]পেলাইআঁ হাটে।
রাধা সঙ্গে জাএ বাটে বাটে॥
রতী আশেঁ না ছাড়এ পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো, কানাই রাধার বচন শুনে দৈ-ভার কাঁধে তুলে নিল॥ সামনে রাধা চন্দ্রাবলীকে রেখে, পিছনে বনমালী চললেন॥ ১॥ ওগো, কানাই বড়াইয়ের চোখের আড়ালে (রাধার সঙ্গে) পরিহাস করল॥ ধ্রু॥ এই ভাবে ধীরে ধীরে চলে কানাই মথুরা নগরে পৌঁছাল॥ কামে তার শরীর বিবশ। রাধা যা করায় সে তাই করে॥ ২॥ হাটে দধিভার নামাল। সব পসার বিক্রয় করল॥ রাধা গোকুলের পথ ধরছেন বুঝে কৃষ্ণ ব্যাকুলমতি হলেন॥ ৩॥ শূন্য ভার হাটে ফেলে, রাধার সঙ্গ ধরে পথ ধরে চললেন॥ রতি আশায় সঙ্গ ছাড়ছেন না। এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥ ২০৫

কৃষ্ণকে দিয়ে রাধার ভার বহন সমাপ্ত হল। হাটে সব পসার বেচে এবাব ঘরে ফেবার পালা। ১০ মাত্রা পংক্তিব ১৮ পংক্তিতে গীতটি রচিত। চতুষ্পংক্তিক চারটি শ্লোকসহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোক রয়েছে। ১ম শ্লোকেব এবং ধ্রুবশ্লোকেব সূচনায় 'আল কাহ্নাঞিঁ' ধুয়া যোগ করা হয়েছে।

ইতি ভারখণ্ডঃ সমাপ্ত॥

অথ ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ডঃ

১. রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কবির বর্ণনা। বড়াইকে ও সখিদের রাধার সম্বোধন।

এহে।
দধি দুধ ঘৃত ঘোল বিকণিআঁ রঙ্গে।
পথ মেলি জাএ রাধা বড়ায়ির সঙ্গে॥
হরষিত মনে জাএ চন্দ্রাবলী ঘর।
কাহ্নাঞিকে বিড়ম্বিআঁ মথুরা নগর॥ ১॥
শরতের রৌদেঁ রাধা বড়য়ি বিকলী।
বাটে এক তরুতলে খাণিএক বসিলী॥ ধ্রু॥

বিনয় বুইল বাধা বড়ায়ির পাএ।
দেখ সব সখিগণ আহ্মা এড়ি যাএ॥
না জাণো কি বোলে তথা আইহনেব মাএ।
সকল ঠায়িত মোর তোহ্মোঁসি সহাএ॥ ২॥
সখি সম্বোধিআঁ কিছু বুইল চন্দ্রাবলী।
তোহ্মার বিদিত মোএঁ যেহেন কোঁঅলী॥

রৌদ পাড়িআঁ আহ্মে জাইব ঘর।
বুলিহ সাসুডী থানে এ সব উত্তর॥ ৩॥
আয়াস খণ্ডিল কিছু শীতল পবনে।
চারি পাশ[১০০/ক]চাহে রাধা তরল নয়নে॥
দেখিল কোপিল কাহ্নাঞিঁ রহিলছে পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

এই। দৈ-দুধ-ঘী-ঘোল আনন্দের সঙ্গে বিক্রয় করে, পথ ধরে রাধা বড়াইয়ের সঙ্গে চললেন॥ চন্দ্রাবলী আনন্দিত মনে ঘরে যাচ্ছেন। মথুরায় কানাইকে বিড়ম্বিত করেছেন॥ ১॥ শরতের রোদে রাধা খুব বিকল হলেন। পথে এক গাছতলায় কিছুক্ষণ বসলেন॥ ধ্রু॥ বিনয়ের সঙ্গে বড়াইয়ের পাদ বন্দনা করে বললেন, দেখ, সব সখীরা আমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছে॥ জানিনা গিয়ে আইহনের মাকে কি বলবে। সব কিছুতে তুমি আমার একমাত্র সহায়॥ ২॥ চন্দ্রাবলী সখীদেরও সম্বোধন করে বললেন, আমি যে কেমন কোমলাঙ্গী তোমরা জানো॥ রোদ পড়লে আমি ঘরে ফিরব। শাশুড়ীকে এ-সব কথা বোলো॥ ৩॥ স্নিগ্ধ বাতাসে কিছুটা ক্লান্তি গেল। রাধা তখন তরল নয়নে (কৌতূহলী চোখে) চারদিকে দেখতে লাগলেন॥ দেখলেন রাগী চোখে কানাই পাশে রয়েছেন। বাসলীশির বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২০৬

রাধা কৃষ্ণকে দিয়ে ভার বইয়ে এবারে তার প্রতি কপট উপেক্ষা দেখাচ্ছেন। কৃষ্ণ তাতে রেগে যাচ্ছেন। শ্রান্ত বাধা বড়াইকে বলে এক গাছতলায় বিশ্রাম নিচ্ছেন। চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকসহ, একটি দ্বি-পংক্তিক ধ্রুবপদে, মোট ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বিড়ম্বিআঁ : বিব্রত করে। কোঁঅলী : কোমলাঙ্গী। আয়াস : ক্লান্তি।

স. ১॥ অথ রাধারসালাভপরিদুনমনা হরিঃ।
সুপৌরুষপুরস্কারং খরাখরমুবাচ তাং॥

অতঃপর রাধার রসলাভে বঞ্চিত ব্যথিত হরি পৌরুষের সঙ্গে খরাখর তাকে দু'কথা শুনিয়ে দিলেন।

২. শ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধাকে কৃষ্ণ।

দেবের দেবরাজ আহ্মে বনমালী।
কত না ভাণ্ডসি মোরে আবালী গোআলী॥
ত্রিদশগণে রাধা মোকে ধরে মাথে।
হেনয়ি দেবকে কেহ্নে পেলাঅসি হাথে॥ ১॥
সুরতি মাণিআঁ মোক বহায়িলেঁ ভার।
লোকমুখে বড় মোর করায়িলেঁ খাঁখার॥ ধ্রু॥

তীন ভুবনে রাধা আহ্মে আধিকারী।
নানা রূপ ধরী আহ্মে আসুর সংহারী॥
সে দেব হয়িআঁ মোক বিবুধি লাগিল।
তোহ্মার বচনে রাধা ভার বহিল॥ ২॥
হলী বনমালী আহ্মে এ দুয়ি ভাই।
দৈবকী উদরে আহ্মে লভিল ঠাই॥

অবতার কৈল আহ্মে তোর রতি আশে।
তোহ্মে কেহ্নে-কর এবেঁ আহ্মাক নিরাসে॥ ৩॥
এভোঁ গোআলিনী ধর আহ্মার বচনে।
পাছেঁ কৈলি না পাইবেঁ নান্দের নন্দনে॥
না পরিহর মোরে দেহ আ[১০০/খ]লিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

আমি দেবতাদেরও রাজা। তুই বালিকা গোয়ালিনী কত আমাকে প্রতারণা করবি? রাধা, ত্রিদশের লোকে আমায় মাথায় করে রাখে। এমন দেবতাকে কেন হাতে *ঠেলে* ফেলিস? ১॥ সুরতি মেনে আমায় দিয়ে ভার বহালে। সব লোকজনের মুখে আমার এত হেনস্থা করলে॥ ধ্রু॥ রাধা, আমি ত্রিভুবনের অধিকারী। নানা রূপ ধরে আমি অসুর সংহার করি॥ এমন দেবতা হয়েও আমার বুদ্ধিভ্রংশ হল। রাধা, তোমার কথাতে ভার বইলাম॥ ২॥ হলধর এবং বনমালী আমরা দুই ভাই। দৈবকীর উদরে স্থান পেয়েছিলাম॥ তোর রতির আশায় কৃষ্ণ-অবতার হয়ে এলাম। এখন কেন তুমি আমায় নিরাশ করছ? ৩॥ ওগো গোয়ালিনী, এখন আমার কথা শোনো। পিছিয়ে গেলে আর নন্দ-নন্দনকে পাবে না। আমায় না এড়িয়ে, আলিঙ্গন দাও। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৪॥

২০৭

কৃষ্ণ রাধাকে তিরস্কার করছেন। এখন আলিঙ্গন না দিলে পরে আপশোষ করতে হবে বলে ভয় দেখাচ্ছেন। চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকসহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে গীতটি. ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আবালী : বালিকা। বিবুধি : নির্বুদ্ধিতা।

৩. মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

উচিত বচন শুন মুরারী।
ভার বহিলেঁ নেহ মজুরী॥
আন কাম আহ্মে করিতেঁ নারী।
এবার থাকহ্ মন নেবারী॥ ১ ॥
বিবুধি তেজহ সুন্দর কাহ্ন।
বারেক রাখহ মোর সমান॥ ধ্রু॥

দেখ সখি সব আহ্মাব জাএ।
সবেঁ কহিব আইহনেব মাএ॥
তবেঁ করিবোঁ মো কমণ উপাএ।
তেঁসি ঝাঁট ঘব জাইতেঁ জুআএ॥ ২॥
কপট না বোলোঁ তোহ্মার থানে।
আপণে গুণিআঁ দেখহ মনে॥

যেহেন সম্ভেদ হএ যখনে।
তাব যোগ কাম কবী তখনে॥ ৩॥
এড় দামোদর জাওঁ মো ঘরে।
আন্তর হালএ সামীর ডরে॥
এখনে আরতী ফল না ধরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ৪॥

মুরারী, উচিত কথা শোন। ভার বয়েছ, মজুরী নাও॥ অন্য কোনো কাজ আমি করতে পারব না। এবার মন সংযত করে থাক॥ ১॥ সুন্দর কানাই দুর্বুদ্ধি ত্যাগ কর। একবার আমার সম্মান রাখ॥ ধ্রু॥ দেখ, আমার সব সখি চলে যাচ্ছে। সবাই আইহনের মাকে বলে দেবে॥ তখন আমি কি উপায় করব? তাই, সত্বর ঘরে ফেরা উচিত হবে॥ ২॥ তোমাকে মিথ্যা বলছি না। নিজেব মনে হিসাব করে দেখ। যেমন অবস্থা যখন হয় তখন তার যোগ্য কাজ করি॥ ৩॥ দামোদর আমাকে ত্যাগ কর, আমি ঘরে যাই। স্বামীব ভযে অন্তব কাঁপছে। এখন আর্তিতে ফল হবে না। বাসলীবরে এ-গীত চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥ ২০৮

রাধা এখন কপটতার সঙ্গে কৃষ্ণকে খেলাতে চাইছেন। বলছেন, ভাব বয়েছ, মজুবী নাও। আমাকে ঘবে ফিবতে দাও। সখীবা গিযে শাশুডীকে বলে দিলে আমার বিপদ ঘটবে। ৬॥৫]-মাত্রক একাবলী ছন্দে, চতুষ্পংক্তিক চাবটি শ্লোকসহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ মন নেবারী : মন সংযত করে। বিবুধি : দুর্বুদ্ধি। জুআএ : যোগ্য হয। সম্ভেদ : অবস্থা। হালএ : কম্পিত হয়। আরতী : আর্তি, আকুলতা।

স. ২॥ অধুনা ন বিধাতব্যং যদি রাধে মনোহিতং।
তদা বহুবিধং দানং দীয়তাং মা বিলম্ব্যতাং॥

রাধে, যদি তুমি এখুনি আমার মনোহিত না করবে তো অবিলম্বে বহুবিধ দান দাও।

৪. দেশাগরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ দণ্ডকঃ॥ লগনী॥

রাধা ও কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

হাটে দান দেহ এ বাটে বহী।
ঠেঠা দানে কেহ্নে বিচিবেঁ দ[১০১/ক]হী॥ ১॥
কি না ঝগড় হআঁ গেল মোরে।
মিছা দান চাহী কচাল করে॥ ২॥
আর দাণের নাহিক কাজে।
দধি দুধের দিআঁ যা বাজে॥ ৩॥
এবেঁসি দধি দুধে দাণ সুণী।
কথাঁ ছিলা হেন নীলজ দাণী॥ ৪॥
আহ্মার দাণ আতি পরচুর।
দাণ নিআঁ করোঁ ভাবনচুর॥ ৫॥
ভিন দাণ দিবোঁ এ ঘোল দহী।
ভিন কি দিবোঁর এ বাট বহী॥ ৬॥
লিখন পাটা পাঞ্জী পবমাণে।
লেখা কবহ ভিন ভিন দাণে॥ ৭॥
ঝগড না কব নাগব কাহ্ন।
বাটে বেভার লঅ মোর দাণ॥ ৮॥
হাট বাট দান লিখন নেহ।
যে দাণ দিবেঁ সে দাণ দেহ॥ ৯॥
মিছাই কাহ্নাঞিঁ ঘুসসি দানে।
পছে দুখ দেসি নারিক কেহ্নে॥ ১০॥
ভাণ্ড মাথে মোর শতেক দাণে।
এহা দিআঁ রাখ আপণ মাণে॥ ১১॥
ঝগড় না কর তোঁ এহা বাটে।
লাভেঁ মুলেঁ বিত্ত দানকে নাঁটে॥ ১২॥
সুরতি দেহ তোকে নাহিঁ হবোঁ।
দাণ লওঁ তাক শপথ করোঁ॥ ১৩॥
ছত্র ধর কাহ্নাঞিঁ [১০১/খ] দিবোঁ সুরতী।
নহে মনে পবিহার আরতী॥ ১৪॥
দাণ বিণী আজি কাহ্ন না জাএ।
বাসলীবরেঁ চণ্ডীদাস গাএ॥ ১৫॥

কৃষ্ণ। হাটের দান দাও। পথে যে বহন করেছি তাব দান দাও। নিন্দিত দানে কেন দৈ বেচবে? (অর্থাৎ দান না দিয়ে কেন হাটে দৈ বেচবে?)॥ ১॥
রাধা। কি আমার সঙ্গে ঝগড়া কর। মিথ্যা দান চেয়ে কচকচি করছ? ২॥
কৃষ্ণ। আর দানে কাজ নেই। দৈ-দুধেব বাড়তি কর দিয়ে যা॥ ৩॥
রাধা। এখন দধি-দুধের দানের কথা শুনছি। নির্লজ্জ দানী, এমন কথা কি ছিল? ৪॥
কৃষ্ণ। আমার প্রাপ্য দান প্রচুর। দান নিয়ে এমন নাগরীপনা ত্যাগ কর॥ ৫॥
রাধা। এই ঘোল দৈ-এর জন্যে ভিন্ন দান দিতে হবে? পথে ভার বহনের জন্যে ভিন্ন দান দিতে হবে? ৬॥

কৃষ্ণ। লেখা-পঞ্জী তৈরি কর। ভিন্ন ভিন্ন দানের লেখাপড়া কর॥ ৭॥
রাধা। নাগর কানাই, ঝগড়া কোরো না। পথে ভার বহনে আমার দান নাও॥ ৮॥
কৃষ্ণ। হাটের বাটের দান লেখাপড়া কর। তারপর যে দান দেবার তাই দাও॥ ৯॥
রাধা। কানাই, মিছামিছি দান ঘোষণা করছ। পথে নারীকে কেন দুঃখ দিচ্ছ? ১০॥
কৃষ্ণ। ভাঁড় মাথায় করার জন্য শতেক দান আমার প্রাপ্য। সেটা দিয়ে নিজের মান রক্ষা কর॥ ১১॥
রাধা। পথে ঝগড়া কোরো না। লাভে মূলে যা পেয়েছি, তাতে তোমাব দাবির দান সংকুলান হবে না॥ ১২॥
কৃষ্ণ। সুরতি দাও। তোমাকে হরণ করব না (বল করব না)। শপথ করছি, যদি দান গ্রহণ করি (অর্থাৎ দান দাবি করব না।) ১৩॥
রাধা। কানাই, (আমার মাথায়) ছত্র ধর। তোমাকে সুরতি দেব। নইলে আমার আরতি (প্রেম) পরিহার কর॥ ১৪॥
দান বিনা আজ কানাই যাবে না। বাসলীবরে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ১৫॥ ২০৯

রাধা তার প্রতিশ্রুতি রাখছেন না। বলছেন, আমাব মাথায ছত্র ধরো, নইলে বতি দেব না। কৃষ্ণ এতে বিরূপ হযে যাচ্ছেন। একাবলী (৬॥৫) ছন্দে, ১৫টি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে, মোট ৩০ লাইনে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ঠেঠা : নিন্দিত। বাজে : বৃদ্ধি কবে। ভাবনচুব : নাগরীপনা। লিখন পাটা · লেখাপডা কবা দলিল। লাভেঁ মূলেঁ বিত্ত দানকে নাঁটে : লাভে মূলে পাওয়া অর্থে দাবি করা দান সংকুলান হবে না। নাহি হরোঁ : হরণ কবব না বা বল কবব না।

স. ৩॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তম্বী জগাদ জরতীমিদং॥

কৃষ্ণের কথা শুনে ব্যথিত হৃদয়ে রাধা কাঁপতে কাঁপতে বড়াইকে এ-কথা বললেন।

৫. আহেররাগঃ॥ একতালী॥

রাধা কৃষ্ণের উদ্দেশে বড়াইকে বলছেন।

হাটের বাটের দাণ চাহে ভীনে ভীনে।
মিছা পাঞ্জী মেলি বোলে লিখন প্রমাণে॥
ভাণ্ড মাথেঁ চাহে মোরে ষোল পণ দাণ।
মিছাই ঝগড় পাতে আছিদর কাহ্ন॥ ১॥
আতি আদভুত বড়ায়ি কাহ্নের কাহিণী।
খনে মজুরিআ হএ খনে মাহাদাণী॥

যে কিছু মাণিলোঁ মোএঁ কাহ্নাঞিঁর থানে।
ভার বহিলে মোর তাহার কারণে॥
দধিভার না বহিল কাহ্ন ভালমণে।
এবেঁ তার বোল আহ্মে পালিব কেমনে॥ ২॥
নিষধিতেঁ কান্ধে করি লৈল দধিভার।
পসার টালিআঁ দধি ছাড়ায়িল আহ্মার॥

সব ঠাঁয়ি আপচয় কৈল মোর হরী।
দাণ চাহিতেঁ লাজ না বাসে মুরারী॥ ৩॥
দধি দুধ ছাড়ায়িলেঁ তার কড়ী দেউ।
যে হএ মজু[১০২/ক]রি তার তাহাকেহো নেউ॥
বোলহ কাহ্নেরে তেজু পাপবচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

কৃষ্ণ হাটের বাটের দান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চাইছে। মিথ্যা পাঁজী বার করে লিখন প্রমাণের কথা বলছে॥ মাথার ভাণ্ড নেবার জন্যে আমার কাছে ষোল পণ দাবি করে দুষ্ট কৃষ্ণ মিথ্যা ঝগড়া বাধাচ্ছে॥ ১॥ বড়াই, কৃষ্ণের কাহিনী বড় অদ্ভুত। কখনো সে মজুর হচ্ছে, কখনো বা মহাদানী সাজছে॥ ধ্রু॥ কৃষ্ণ আমার ভার বহন করবে এই শর্তে তার যা কিছু দাবি মেনে নিয়েছি॥ কৃষ্ণ ভাল মনে দধিভার বহন করল না। এখন তার কথা আমি মেনে নেব কেমন করে? ২॥ বারণ করা সত্ত্বেও দধিভার কাঁধে তুলে নিল। পসার টলে আমার দধি ছড়িয়ে পড়ল॥ সব দিকেই হরি অপচয় করল। এখন দান চাইতে মুরারী লজ্জা পাচ্ছে না॥ ৩॥ যে দুধ-দৈ ছড়িয়েছে তার দাম দিক। তার প্রাপ্য মজুরি যা হবে তা নিয়ে নিক॥ কানাইকে বল, সে পাপ বচন ত্যাগ করুক। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

২১০

রাধা উলটে কৃষ্ণকে দোষারোপ করছেন। কৃষ্ণ তার দৈ, বারণ সত্ত্বেও কাঁধে তুলে নিয়ে ছড়িয়ে অপচয় করেছেন। সেই অপচয়ের ক্ষতি পূরণ করে, প্রাপ্য মজুরি নিয়ে নিক। চতুষ্পংক্তিক চারটি শ্লোক-সহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবপদে, মোট আঠারোটি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে।

স. ৪ // রাধিকায়া বচঃ শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

জরতীর মুখে রাধার কথা শুনে সতৃষ্ণ, সুচতুর কৃষ্ণ রাধাকে এ-কথা বললেন।

৬: দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

শ্রীকৃষ্ণের রাধারূপ বর্ণনা।

লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।
বদন কমল শোভে আলক ভষল॥
নেত্র উতপল তোর নাসা নাল দণ্ড।
গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড॥ ১॥
সুন্দরি রাধা ল সরোঅবময়ী।
দুসহ বিরহজরে জরিলা কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥

হাস কুমুদ তোব দশন কেশব।
ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত আধাব॥
বাহু তোর মৃণাল কব বাতা উতপল।
অপুরুব কুচ চক্রবাক যুগল॥ ২॥
ঈষত ফুটিত পদ্ম তোব নাভি থানে।
কনকরচিত তোর ত্রিবলী সোপানে॥

গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিদ্যমানে।
আরপিল হেম পাট শোভেব জঘনে॥ ৩॥
গরুঅ উরু নাল পদ হেম কমল।
তাত সুললিত রএ নূপুব ভষল॥
[১০২/খ]তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ জরহরণ উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

তোর লাবণ্য জল সদৃশ। কেশ শৈবালের ন্যায়। মুখপদ্মে অলক ভ্রমর শোভা পাচ্ছে। তোব চোখ উৎপলের মতো, নাসিকা নলাকার দণ্ডের মতো। গাল দুটিতে অভগ্ন মহুয়া ফুলের শোভা॥ ১॥ ওগো সুন্দরি রাধা, সরোবরের সৌন্দর্যময়ী। কানাই দুঃসহ বিরহজ্বরে জরজর হল॥ ধ্রু॥ তোর হাসি যেন কুমুদফুল, আর দশন কেশর-সদৃশ। যেন আঁধার ঘোচানো প্রস্ফুটিত বাঁধুলি ফুল॥ তোর বাহু মৃণালের মতো, হাত রক্ত পদ্মের ন্যায়। অপূর্ব কুচ যে যুগল চক্রবাক॥ ২॥ তোর নাভিস্থানে যেন ঈষৎ প্রস্ফুটিত পদ্ম। তোর ত্রিবলী যেন স্বর্ণনির্মিত সোপান॥ গুরুভার নিতম্বে যেন প্রশস্ত শিলাপট স্থাপিত। আর জঘনে যেন স্বর্ণপাট বসানো রয়েছে॥ ৩॥ গুরু উরু কলাগাছের কাণ্ডের ন্যায়, পদদ্বয় স্বর্ণকমল সদৃশ। তাতে ভ্রমর সুললিত নূপুরেব তাল তুলছে॥ তোমাকে ছেড়ে বিরহজ্বর ঘোচানোর কোনো উপায় নেই। বাসলীর শির বন্দনা করে এ-গীত চণ্ডীদাস গাইছেন॥ ৪॥ ২১১

রাধারূপবর্ণনার, বিশেষ করে উপমা ব্যবহারেব দিক থেকে এটি একটি উৎকৃষ্ট পদ। কবি প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গেব সৌন্দর্যের উপমা দিয়েছেন। গীতটি চতুষ্পংক্তিক চারটি শ্লোক-সহ একটি দ্বি-পংক্তিক ধ্রুবপদে, মোট ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত। প্রয়োজনে, শব্দেব মাত্রাব প্রসারণ ও সংকোচন ঘটিয়েছেন।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সিহাল : শৈবাল। ভষল : ভ্রমব। নাল দণ্ড : নলাকার দণ্ড। মধুক অখণ্ড : না ছেঁড়া মহুয়া ফুল। সরো অরময়ী : সরোবরের মতো সুন্দর। জরিলা : জর্জরিত হল। রাতা উতপল : রক্তপদ্ম। হেমপাট : স্বর্ণপাট (কনক)। নাল : কলাগাছের কাণ্ড। জরহরণ উপাএ : বিরহজ্বর ঘোচানোর উপায়।

স. ৫ ॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধা সরসমানসা
জগাদ জরতীমেব নিজাভিমতমাদরাৎ ॥

কৃষ্ণের কথা শুনে সরসমনা রাধা নিজের অভিমত সাদরে জরতীকে জানালেন।

৭. ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

রাধা বড়াইকে।

অনেক যতন করে মোরে চক্রপাণী।
কত না বুলিবোঁ তারে পরিহারবাণী॥
আপণ মাথার ছত্র ধরু মোব মাথে।
তবেঁ মো শৃঙ্গার বড়ায়ি দিবোঁ জগন্নাথে॥ ১ ॥
আপণে বোলহ বড়ায়ি দেব গদাধরে।
ছত্র ধরিলেঁ বোল ধরিবোঁ তাহারে॥ ধ্রু ॥

ঘৃত দধি দুধ বড়ায়ি সাজিআঁ পসাব।
দধি বিকণী লআঁ হাটে মথুরার॥
দুই পহর হৈল নগর বিশালে।
পরাণ বিকল হএ রবিকরজালে॥ ২ ॥
বডয়ী কোঁঅলী মোএঁ বৌদ পববলে।
তেকাবণে দেহ মোর ঘামে তোলবলে॥

আন্তর পোড়এ মোর আর সব গাএ।
সত্যেঁ বড়ায়ি চলিতেঁ নারো এখো পাএ॥ ৩ ॥
ভালমতেঁ বুঝাইআঁ আহ্মার বচনে।
বোলহ বড়ায়ি তোহ্মে শ্রীমধুসূদনে॥
ছত্র ধরি [১০৩/ক] আইসু কাহ্নাঞিঁ দিবোঁ আলিঙ্গণে।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪ ॥

চক্রপাণী আমাকে অনেক যত্ন করে। তারে আর কত এড়ানোর কথা বলব॥ নিজের মাথার ছত্র আমার মাথায় ধরুক। তাহলে জগন্নাথকে শৃঙ্গার দেব॥ ১ ॥ বড়াই, তুমি নিজে গদাধরকে বল। ছত্র ধবলে তার কথা শুনব॥ ধ্রু॥ বড়াই, ঘৃত দুধ দৈ-এব পসার সাজিয়ে, মথুরার হাটে নিয়ে বিক্রী করলাম॥ বিশাল নগরে বেলা দ্বিপ্রহর (বিক্রী করতে করতে) হয়ে গেল॥ রোদের জ্বালায় প্রাণ বিকল হল॥ ২॥ প্রবল রোদে আমি খুবই কাতর হলাম। সে কারণে আমার দেহ ঘামে আপ্লুত॥ আমার অন্তর এবং সব দেহ (রোদে) পুড়ছে। সত্যি বড়াই, আমি আর এক পাও চলতে পাবছি না॥ ৩॥ আমার কথা ভাল করে তুমি বড়াই শ্রীমধুসূদনকে বুঝিয়ে বল॥ কানাই (আমার মাথায়) ছত্র ধবে আসুক, আমি আলিঙ্গন দেব। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥

২১২

রাধা বড়াইয়ের মারফৎ কৃষ্ণকে বলছেন। তিনি প্রবল বোদে খুব ক্লান্ত। যদি তিনি মাথায় ছত্র ধবেন তাহলে শৃঙ্গাব আলিঙ্গন দেবেন। গীতটি ১৮টি পযাব পংক্তিতে, চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোক-সহ একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ পরবলে : প্রবল। তোলবলে : আপ্লুত। এখো পাএ : এক পাও।

অথ ভাবখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ডঃ

স. ৬॥ নিপীয় রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা।
জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনং॥

বচনপণ্ডিত জরতী রাধার কথা শুনে দ্রুতগতিতে গিয়ে মধুসূদনকে সে কথা বললেন।

৮. গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বড়াই কৃষ্ণকে (রাধার দূতী হিসাবে)।

সুন্দর কাহ্নাঞিঁ তোর সুণিআঁ কাকুতি।
সদয়হৃদয় ভৈল রাধিকা যুবতী॥
তোর ভাগেঁ দিল রাধা রতি আনুমতী।
হরিষ করিআঁ তার মাথে ধর ছাতী॥ ১॥
আলপ কাম কৈলেঁ হৈব বড় কাজ।
এহাত না করিহ কাহ্ন মণে কিছু লাজ॥ ধ্রু॥

এবার সরূপ করি মোরে বুইল রাধা।
এহাত আঅর মণে না চিন্তিহ বাধা॥
ছাতী ধরিআঁ যাহা রাধিকার মাথে।
কথো দূর গেলেঁ রতি পাইবেঁ জগন্নাথে॥ ২॥
রৌদেঁ বিকলী রাধা চলিতেঁ না পারে।
এখনে করিতেঁ যোগ্য তার উপকারে॥

ছাতী ধরিআঁ তার তোষিআঁ মনে।
আপণার সুখেঁ তাক নেহ কুঞ্জবনে॥ ৩॥
আহ্মার বচন তোহ্মে না করিহ আন।
আপণে সকল বুঝ নাগর কাহ্নু॥
ঝাঁট করী রাধার মাথা[১০৩/খ]ত ধর ছাতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী॥ ৪॥

সুন্দর কানাই, তোর কাকুতি শুনে যুবতী রাধিকা সদয় হৃদয় হয়েছে॥ তোকে সে রতিদানে সম্মত হয়েছে। এখন হৃষ্টমনে তার মাথায় ছত্র ধর॥ ১॥ অল্প কাজে তুমি বড় কাজ পাচ্ছ। এতে কানাই মনে কোনো লজ্জা পেয়ো না॥ ধ্রু॥ এবারে রাধা সত্য করে আমায় বলেছে, এতে আর কোনো বাধা ঘটবে ভেবো না॥ রাধার মাথায় ছাতা ধরে যাও। কিছুদুর গেলেই জগন্নাথ তুমি রতি পাবে॥ ২॥ রাধা রৌদ্রে বিকল হয়ে চলতে পারছে না। এখন তার উপকার করা তোমার যোগ্য কাজ হবে॥ ছত্র ধরে তাকে তুষ্ট করে নিজ সুখের জন্যে তাকে কুঞ্জবনে নিয়ে যাও॥ ৩॥ আমার কথার তুমি অন্যথা কোরো না। বুদ্ধিমান কানাই, তুমি তো নিজেই সব বুঝতে পারো॥ সত্বর গিয়ে রাধার মাথায় ছত্র ধর। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

২১৩

বড়াই এবারে রাধার পক্ষ নিয়ে কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছেন, লজ্জা ত্যাগ করে তুমি দ্রুত রাধার মাথায় ছত্র ধরে তাকে কুঞ্জবনে নিযে যাও। সে অবশ্যই এবার তোমাকে রতি মিলন দেবে। গীতটি চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোক-সহ একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবপদে, মোট ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

স. ৭॥ রাধিকাবচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

রাধিকা কর্তৃক জরতীর মুখে একথা শুনে চতুর কৃষ্ণ সতৃষ্ণভাবে রাধিকাকে বললেন।

৯. পাহাড়ীআরাগঃ॥ একতালী॥ লগনী দণ্ডকঃ॥

কৃষ্ণ-রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি।

আহ্মা ছাতী ধরাইআঁ কি সাধিবেঁ মান।
সহিতেঁ না পারিবোঁ এত বড় আপমান॥ ১॥
যদি সুরতীকে তোর আছে পতিআশ।
ছাতী কেহ্নে না ধর আসী মোর পাশ॥ ২॥
বিমতী তেজহ রাধা দেহ শৃঙ্গারে।
আহ্মা ভাণ্ডিবারে কেহ্নে পাত পরকারে॥ ৩॥

তোহ্মে কি না জাণ তীন ভুবন বিচার।
কোণ বেদ পুরাণে আছএ পরদার॥ ৪॥
কিবা বেদ শাস্ত্র আহ্মা কিবা পুণ্য পাপ।
সহিতেঁ না পারী আহ্মে বিরহের তাপ॥ ৫॥
এতেক আরতী আছে পরে কেহ্নে মাগী।
বিহা করিতেঁ না জুআএ হঅ তোহ্মে যোগী॥ ৬॥

আহ্মে হরী আহ্মে হর আহ্মে মহাযোগী।
কর যোড় করি রতি ভিক্ষা তোক মাগী॥ ৭॥
দেখিআঁ সাধুর ধন চোর পুড়ী মরে।
... ...

কৃষ্ণ। আমাকে দিয়ে ছাতা ধরিয়ে কি রাধার মান ভাঙাবে? আমি এতবড় অপমান সইতে পারব না॥ ১॥
রাধা। যদি সুরতিতে তোমার প্রত্যাশা আছে, আমার পাশে এসে কেন ছাতা ধরছ না? ২॥
কৃষ্ণ। রাধা, দুর্মতি ত্যাগ করে আমায় শৃঙ্গার দাও। আমাকে ভাঁড়াবার জন্যে এত প্রকার (কৌশল) করছ কেন? ৩॥
রাধা। ত্রিভুবনের বিকার তুমি কি জান না? বল, কোন বেদ-পুরাণে পরদারের কথা আছে? ৪॥
কৃষ্ণ। আমার কাছে আবার বেদ শাস্ত্র বা পাপ-পুণ্য কি? আমি আর বিরহের তাপ সহ্য করতে পারছি না॥ ৫॥
রাধা। যদি এতই আকাঙ্ক্ষা, তবে পরের কাছে কেন ভিক্ষা করছ? যোগী সেজে বসে রয়েছ। বিয়ে করার ক্ষমতা নেই? ৬॥
কৃষ্ণ। আমি হরি, আমিই হর, আমি মহাযোগী। হাত জোড় করে তোর কাছে রতি ভিক্ষা করছি॥ ৭॥
রাধা। সাধুর ধন দেখে চোর পুড়ে মরে।..

২১৪

[এরপর ১০৪/ক—১১১/খ সংখ্যক পাতা পাওয়া যায়নি।]

রাধা ও কৃষ্ণের কথা-কাটাকাটি। মনে হয় এর পর উভয়ের রতি মিলন ঘটেছিল। —সে অংশটি পাওয়া যায়নি। গীত সংলাপ পয়ার দ্বিপংক্তিক শ্লোকে রচিত হয়েছে।

ইতি ছত্রখণ্ডঃ সমাপ্ত॥

১. *কৃষ্ণ বড়াইকে। কবির বিবৃতি।*

...   ...
[১১২/ক] . .. ঝী সকলে॥
এথাঁ আণ সন্ধো আন্ধো দেখী।
আমৃতেঁ সিঞ্চউ দুই আখী॥ ২॥

তাব সব বিটপ আণিআঁ।
তাব মাঝেঁ রাধাক দেখিআঁ॥
বুয়িল বডায়ি সত্বব বচনে।
জল লআঁ জাইবোঁ বিজনে॥ ৩॥

আইহনেব মাএব আদেশে।
জল লআঁ রাধা গেলি পাশে॥
তা দেখি বড়ায়িব হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

বুঝিয়ে সবাইকে এখানে আন, আমি দেখি। আমার দুই আঁখিতে অমৃত বর্ষিত হোক॥ ২॥ তখন বড়াই সব সখীকে এনে তাড়াতাড়ি বলল, আমি জল নিতে নির্জনে (রাধার কাছে) যাব॥ ৩॥ আইহনের মায়ের আদেশে জল নিয়ে রাধা (বড়াইযের) পাশে গেল॥ তা দেখে বড়াই আনন্দিত হল। বড়ু চণ্ডীদাস ২১৫
(এ-গীত) গাইলেন॥ ৪॥

গীতটির প্রথমাংশ পাওয়া যায়নি। এখানে দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণেব অনুবোধে বড়াই বাধাব সঙ্গে আবাব যোগাযোগ কবছেন। গীতটি দশমাত্রক পংক্তিবন্ধে, সম্ভবত ১৮টি পংক্তিতে রচিত হয়েছিল। গীতটিতে জয়দেবেব গীতগোবিন্দেব 'অহমিহ নিবসামি' (৫ম সর্গ) গীতেব প্রভাব বযেছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বিটপ : সখী।

২. কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

বড়াই রাধাকে।

এবেঁ মলয় পবন ধীরেঁ বহে। ল।
মনমথক জাগাএ॥ ল॥
সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ। ল।
ফুটি বিরহিহৃদয়েঁ॥ ল॥ ১॥
তোর দরশন বিণি রাধা ল
বড় বিকল কাহ্নাঞিঁ ল।
তোর বিরহদহনে॥ ধ্রু॥

ঘর তেজি ঘোর বনে বসে কাহ্নাঞিঁ ল
সুতে ধরণীশয়নে।
আহোনিশি তোর নাম সোঁঅরে ল
আতি বড়ই যতনে॥ ২॥

এবেঁ সত্বর গমন করি রাধা ল
পুর কাহ্নাঞিঁর আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৩॥

এখন মলয় পবন ধীরে বইছে। মন্মথকে (কাম-আকাঙ্ক্ষাকে) জাগ্রত করছে॥ সুগন্ধি কুসুম বিকশিত হয়েছে। বিরহী হৃদয় প্রস্ফুটিত হচ্ছে॥ ১॥ রাধা, তোর দর্শন না পেয়ে কানাই খুবই বিকল হয়ে পড়েছে। —তোর বিরহ দহনে (কাতর হয়ে পড়েছে)॥ ধ্রু॥ ঘর ত্যাগ করে কানাই ঘোর বনে ধরণী শয্যায় শুয়ে রয়েছে। দিন রাত যত্নভরে শুধু তোর নাম স্মরণ করছে॥ ২॥ রাধা, তুমি এখন সত্বর গিয়ে কানাইয়ের কামনা পূরণ কর। বাসলীচরণ মস্তকে বন্দনা করে, বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন। ৩॥

২১৬

বড়াই রাধাকে জানালেন, বিরহী কৃষ্ণ বনে মৃত্তিকা শয্যায় বিবহ যাপন কবছেন। তুমি সত্বব গিযে তাব কামনা পূরণ কর। গীতটি আঁটমাত্রা পংক্তির পূর্বে অতিপর্ব এবং শেষে 'ল'-ধুয়া যুক্ত হয়েছে।

৩. মালবরাগঃ ॥ রূপ[১১২/খ]কং ॥ বিচিত্র লগনী ॥ দশুকঃ ॥

বড়াই ও রাধার কথোপকথন।

তোহ্মা না দেখিআঁ রাধা বিকল কাহ্নাঞিঁ।
এবেঁ আহ্মাক পাঠায়িল তোর ঠাই ॥ ১ ॥
তোহ্মাক বুয়িল কাহ্নাঞিঁ বিনয়বচনে।
বৃন্দাবনে আসি মোরে দেউ দরশনে ॥ ২ ॥
আহ্মার সাসুড়ী বড়ায়ি বড় খরতর।
সব খন রাখে মোরে ঘরের ভিতর ॥ ৩ ॥
কেমনে জায়িবোঁ বড়ায়ি তার বৃন্দাবনে।
মনত গুণিআঁ বোল উপায় আপণে ॥ ৪ ॥
ব্রত ছল করি ফুল তুলিবাক তরেঁ।
বৃন্দাবন যাসি তোক কিছু নাহিঁ ডরে ॥ ৫ ॥
সখি সব সঙ্গে করি চলিহলি রাধা।
তবেঁ আইহনের মাএ না কবিব বাধা ॥ ৬ ॥
ব্রতের মরম আইহনের মাএ জাণে।
প্রবোধিতেঁ নাবিবোঁ তাক এ সব বচনে ॥ ৭ ॥
আহ্মার হৃদয়ে বড়ায়ি আছে উপাএ।
সেসি প্রকারে বৃন্দাবনগতি হএ ॥ ৮ ॥
রাধার বদন চুম্বী বুইল বড়ায়ি।
আপণে উপায তোহ্মে কর মোর ঠায়ি ॥ ৯ ॥
তাহাক করিব আহ্মে বড়য়ি যতনে।
সুখেঁ ল[১১৩/ক]আঁ যাইব তোক বৃন্দাবনে ॥ ১০ ॥
মোর সব সখির সাসুড়ি থান গিআঁ।
হেন বোল তা সমাক কিছু ভরছিআঁ ॥ ১১ ॥
বিকি নহে আইহনের মাএর কারণে।
তাক ভরছিলেঁ বহু ঝি দহী বিকণে ॥ ১২ ॥
ভাল বুয়িলেঁ রাধা তোর গমন উপাএ।
এখনে হেনক কাম করিতেঁ জুআএ ॥ ১৩ ॥
এগ্নি গিআঁ সাধোঁ কাম তোর উপদেশে।
বাসলী শিরে ধরী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥

বড়াই। রাধা, তোমাকে না দেখে কানাই বিকল হয়ে এখন আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে ॥ ১ ॥ কানাই, বিনয় করে তোমায় বলল, বৃন্দাবনে গিয়ে তাকে একবার দর্শন দাও ॥ ২ ॥

রাধা। আমার শাশুড়ি খুবই উগ্র। আমাকে সব সময় ঘরের ভিতর রাখে ॥ ৩ ॥ বড়াই, আমি বৃন্দাবনে তার কাছে কি করে যাব? তুমি মনে ভেবে আমাকে উপায় বলে দাও ॥ ৪ ॥

বড়াই। যদি ব্রতের ছল করে ফুল তুলতে বৃন্দাবনে যাস তাহলে কোনো ভয় থাকবে না ॥ ৫ ॥ রাধা, তুই যদি সব সখীদের সঙ্গে নিয়ে যাস্ তাহলে আইহনের মা কোনো বাধা দেবে না ॥ ৬ ॥

রাধা। ব্রতের মর্ম আইহনের মা জানে। এ-সব কথা বলে তাকে প্রবোধ দেওয়া যাবে না ॥ ৭ ॥ বড়াই, আমার মনে অন্য এক উপায় রয়েছে।—যাতে বৃন্দাবন যাবার পথ হতে পারে ॥ ৮ ॥ বড়াই তখন রাধার বদনে চুম্বন করে বলল, সেই উপায় আমায় তুমি বলে দাও ॥ ৯ ॥ আমি সেই উপায় অবলম্বনে যত্ন করব। তোকে সুখে আমি বৃন্দাবনে নিয়ে যাব ॥ ১০ ॥

২১৭

রাধা। আমার সব সখীদের শাশুড়ীদের কাছে গিয়ে বল, তাদের ভর্ৎসনা করে বল॥ ১১॥ তাদের (দুধ-দৈ) বিক্রয় বন্ধ হয়েছে আইহনের মায়ের কারণে তারা যেন গিয়ে তাকে ভর্ৎসনা করে॥ ১২॥

বড়াই। রাধা, তোমার (বৃন্দাবনে) যাবার ভালো উপায় বলেছ। এখন এই কাজ করতে আমার মনে সায় পাচ্ছি॥ ১৩॥ তোর উপদেশে এখন গিয়ে এই কাজ সাধন করব॥

বাসলীশির বন্দনা করে চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ১৪॥

বড়াইকে রাধা উপায় বলে দিচ্ছেন কি ভাবে আইহনের মায়ের থেকে তাব বৃন্দাবনে যাবার অনুমতি মিলতে পারে। বাধাও বিরহী কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে উৎসুক। ১৪টি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে, ২৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত। ধ্রুবশ্লোক নেই।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ভরছিআঁ : ভর্ৎসনা করে। ভরছিলেঁ : ভর্ৎসনা কবলে।

স. ১॥ অথাভিমন্যুজননীং জরতীলপিতানুগাঃ।
রোষাবেশবশাদাপ্যস্তদুচুর্ব্বচনাশুগৈঃ॥

অতঃপর জরতীর বাক্যানুসারে গোপীদের শাশুড়ীগণ অভিমন্যু জননীকে রোষাবেশপূর্ণ দুর্বচনে জর্জরিত করতে লাগলেন।

৪. গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

রাধার শাশুড়ীর প্রতি অন্য গোপী শাশুড়ীদের তিরস্কৃত উক্তি। আইহনজননীর প্রত্যুক্তি। এবং রাধাকে দুধ বিক্রয়ে পাঠাতে সম্মতি।

গোপকুল নঠ হএ তোহ্মার কারণে।
কুবুধি কত উপজে তোহ্মার মণে॥
আপণা সদৃশ কেহ্নে দেখ সব নারী।
এ কালের বহু সব নহে সতন্তরী॥ ১॥
ষোল সহস্র গোপী রাধা সঙ্গে যাএ।
তভোঁ তোর মণের সংশয় না পালাএ॥ ধ্রু॥

তোর কুবচন সব গোপীজন কহে।
তাক সুণী ঘরের বাহির কেহো নহে॥
দধি[১১৩/খ] দুধ ঘৃত ঘোল হাটে না বিকাএ।
এবেঁ গোআলার গেল জীবন উপাএ॥ ২॥
তোহ্মে এবেঁ গোআলত ভৈলা বড জাতী।
আজি হৈতেঁ আহ্মার হৈলাহোঁ একমতী॥

আপণ আপণ বহু হাটক পাঠায়িব।
তোহ্মার ঘরত অন্ন পাণি না খাইব॥ ৩॥
এ বোল সুণিআঁ ডরে আইহনের মাএ।
প্রণাম করিআঁ বুইল তা সভার পাএ॥
কালি হৈতেঁ যাইবে রাধা মথুরা নগর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥

রাধার শাশুড়ীকে অপর শাশুড়ীবৃন্দ। তোমার জন্যে গোপকুল নষ্ট হতে চলল। তোমার মনে যত কুবুদ্ধি জাগে॥ সব নারীকে নিজের মত ভাব কেন? এ-কালের বৌরা স্বতন্তরী (স্বেচ্ছাচারী) নয়॥ ১॥ ষোল শত গোপী রাধার সঙ্গে যায়, তবু তোর মন থেকে সন্দেহ যায় না॥ ধ্রু॥ সব গোপী তোর কুবচন বলে। তাই শুনে কেউ ঘরের বাইরে যায় না॥ দধি দুধ ঘৃত ঘোল হাটে বিক্রী হয় না। গোয়ালাদের এবার জীবিকার উপায় নষ্ট হতে চলল॥ ২॥ তুমি এখন গোয়ালাদের মধ্যে বড় জাতি হয়েছ। আজ থেকে আমরা সব একমত হলাম॥ নিজ নিজ বৌকে হাটে পাঠাব। তোমার ঘরে আমরা ভাত জল খাব না (অর্থাৎ তোমাকে একঘরে করব)॥ ৩॥

কবির উক্তি : এ-কথা শুনে আইহনের মা ভয় পেয়ে, তাদের সবার পায়ে প্রণাম করে বলল, কাল থেকে রাধা মথুরা নগরে যাবে। বাসলীবরে এই গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥

২১৮

রাধার বুদ্ধি শুনে বড়াই গিয়ে অন্য গোপীদের শাশুড়ীদের মাধ্যমে রাধার শাশুড়ীকে তিরস্কৃত করালো। একঘরে হবার ভয়ে আইহন জননী রাধাকে মথুরায়, অন্য গোপীদের সঙ্গে দৈ-দুধ বিক্রী করতে পাঠাতে রাজি হল। চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকসহ একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোক সমন্বয়ে, মোট ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সতন্তরী : স্বাধীনা, স্বেচ্ছাচারী।

স. ২॥ অবসরমধিগম্য সম্যগেতং
সরভসমার্ত্তিভরাদুপেত্য রাধাং।
হরিচরিত বিশেষমুল্লিখন্তী
ব্যথিতমনোজবশাং রসেন বৃদ্ধা॥

এই অবসরে বৃদ্ধা (বড়াই) দ্রুত ব্যগ্রভাবে রাধার কাছে এসে হরির চরিত্র বিশেষ উল্লেখ করে (প্রশংসা করে) রাধাকে মনোবেদনায় বিদ্ধ করল॥

৫. দেশবরাড়ীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

বড়াই রাধাকে।

তোর রতি আশোআশেঁ গেলা আভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোহ্মার শঙ্কেতবেণু বাজাএ যতনে॥ ১॥
কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে।
তোহ্মাক চিন্তিতেঁ আছে নান্দের নন্দনে॥ ধ্রু॥
তো[১১৪/ক]র তনুগত রেণু চলিল পবনে।
তাহাকো করএ কাহ্ন আতি বহুমানে॥

পাখি বসিতেঁ তরুপাতচলনে।
তোহ্মার গতি শঙ্কিআঁ রচয়ে শয়নে॥ ২॥
চাহে দশ দিশ কাহ্ন চকিত নয়নে।
কত খনে আইসে রাধা এহি করী মণে॥
তেজহ সুন্দরি রাধা মুখর মঞ্জীর।
সত্বরেঁ চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির॥ ৩॥
কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে।
শোভে মেঘমালে যেহেন তড়িতে॥

গলিত বসন হীন রসন জঘনে।
আপণে আরোপ গিআঁ পল্লবশয়নে॥ ৪॥
মানী বড় ভৈল কাহ্নাঞিঁ শেষ রজনী।
তার পুর মনোরথ মোর বোল সুণী॥
এবেঁ আয়ুগত রাধা বিলম্ব গমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৫॥

তোর রতির আশায়, সব শরীরে মনোহর বেশ ধারণ পূর্বক (কৃষ্ণ) অভিসারে গিয়েছে॥ রাধা, তুমি গমনে বিলম্ব কোরো না। (শোন), তোমার সঙ্কেতবেণু সযত্নে বাজাচ্ছে॥ ১॥ কালিন্দী তীরে মন্দ মন্দ বাতাস বইছে। নন্দনন্দন তোমার কথাই চিন্তা করছে॥ ধ্রু॥ বাতাসে তোর দেহরেণু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কানাই বহুমানে (বিশেষ সমাদরে) গ্রহণ করছে॥ পাখি বসাতে গাছের পাতা নড়লে, (কানাই) তোমার গতি ভেবে শঙ্কিতভাবে শয্যা রচনা করছে॥ ২॥ চকিত দৃষ্টিতে কানাই দশদিকে চাইছে। রাধা কতক্ষণে আসবে চিন্তা করছে॥ রাধা, এই শব্দকারী (মুখর) মঞ্জীর ত্যাগ করে, সত্বর এই ঘন অন্ধকার কুঞ্জে যাও॥

৩॥ কৃষ্ণের বুকে রাধা বিপরীত রতিতে আসীনা হও, যেন মেঘমালার বুকে বিদ্যুৎ শোভিত হোক। স্খলিতা বসনহীনা, জঘনদেশ মেখলামুক্তা হয়ে রাধা পল্লবশয়নে গিয়ে আরোহণ কর॥ ৪ ॥ রজনী শেষ হয়ে আসছে বলে কৃষ্ণ খুব অভিমান করেছে। আমার কথা শুনে তুমি তার মনোরথ পূরণ কর॥ রাধা, ২১৯
এখন যেতে বিলম্ব করা অযৌক্তিক হবে। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৫ ॥

এ-গীতটি জয়দেবের গীতগোবিন্দের সুপরিচিত 'রতি সুখ সারে গতমভিসারে' গীতের সুললিত ভাবানুবাদ। পাঁচটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকসহ একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে মোট ২২টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ রসন : মেখলা। আযুগত : অযৌক্তিক।

স. ৩॥ অথাভিমন্যুজননী যানায় মথুরাং প্রতি।
আদিদেশ তরো রাধা রসালসমনা যযৌ॥

অতঃপর অভিমন্যুজননী (রাধাকে) মথুরায় যেতে অনুমতি দিলেন। এবং রসালসমনা রাধা গমন করলেন।

৬. কহ্নগুঞ্জরীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কবির বর্ণনা ও গোপীদের উদ্দেশ্যে বড়াই।

প্রভাত সময় ভৈল সব সখিজনে।
একচিত্ত যুগতী করিল সাবধানে॥
দধি দুধ ঘৃত ঘোল [১১৪/খ] সাজিআঁ পসারা।
রাধা সঙ্গে চলি জাই হাট মথুরা॥ ১॥
রাধা চলি জাএ ল চিত্তের হরিষে।
... ...
চলি জাএ গোআলিনী হাস পরিহাসে।
আইহনের মাএর পাইআঁ আদেশে॥ ল॥ ধ্রু॥

রাধিকা লয়িল সঙ্গে সব সখীজন।
মাথাত পসার লআঁ করিল গমন॥
... ...
ডাক দিআঁ আনায়িল বড়ায়ি করি সঙ্গে॥ ২॥
তখনে হাসিআঁ বুয়িল সম্ভাক বড়ায়ি।
এবেঁসি নাতিনী সব মণে সুখ পাই॥

নানা ফুল ফুটিলছে মাঝবৃন্দাবনে।
তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে॥ ৩॥
এহা সুণী সম্ভে ভৈলা উল্লসিতমন।
বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি জাইতেঁ বৃন্দাবন॥
সম্ভাত্রিঁ চলিলা বড় মনের হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

প্রভাত হলে সব সখী সাবধানে একসঙ্গে যুক্তি করল॥ দৈ-দুধ-ঘৃত-ঘোলের পসার সাজিয়ে, রাধাকে সঙ্গে নিয়ে মথুরার হাটের উদ্দেশ্যে চলল॥ ১॥ রাধা মনের আনন্দে চলল। ···গোয়ালিনীরা আইহনের মায়ের আদেশ পেয়ে হাস্য পরিহাস করতে করতে চলল॥ ধ্রু॥ সখীরা সকলে রাধাকে সঙ্গে নিয়ে, মাথায় পসার নিয়ে চলল। ···ডাক দিয়ে বড়াইকেও সঙ্গে করে আনল॥ ২॥ তখন হেসে বড়াই সবাইকে বলল, ওগো নাতিনীরা, এখন আমি মনে খুব সুখ পাচ্ছি॥ মাঝ বৃন্দাবনে নানা ফুল ফুটেছে। সেগুলি পরিধান করে তোমরা গমন কর॥ ৩॥ একথা শুনে সবাই উল্লসিত হল। বড়াই এবার বৃন্দাবনের দিক থেকে পথ নির্দেশ করল॥ সবাই মনের আনন্দে পথ চলল। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২২০

রাধাকে সঙ্গে নিয়ে, বড়াইকে পথ প্রদর্শক রূপে সামনে রেখে, সখীরা এবার বৃন্দাবনের দিক থেকে মথুরা হাটে যাবার পথ ধরল। গীতটির মাঝে দুটি পংক্তি নেই মনে হয়। একটি চতুষ্পংক্তিক ধ্রুবপদে, অন্যটি দ্বিতীয় চতুষ্পংক্তিক স্তবকে। মোট ১৮টি পয়ার পংক্তি পাওয়া গেছে।

৭. ধানুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কবির বর্ণনা। বড়াই-এর গোপীদের প্রতি বক্তব্য।

পথে জায়িতেঁ কথা কহে সুবুধী বড়ায়ি।
এবেঁ সুচরিত ভৈল সুন্দর কাহ্নাঞিঁ॥
বাটদাণ হাটদান আর ঘাটদানে।
সব আধিকার তেজি বসে বৃন্দাবনে॥ ১ ॥
এবেঁ সব লোকের সে করে উপকার।
[১১৫/ক]ধরম দেখিআঁ সে তেজিল পরদার॥ ধ্রু॥

কাহাকো না বোলে কাহ্নাঞিঁ এখো খরবাণী।
তাহার চরিত্র এবেঁ আহ্মে ভালেঁ জাণী॥
হাটুআ লোকেরেঁ তোষে দিআঁ ফুল ফলে।
আগু বাঢ়ায়িআঁ থোএ যমুনার কূলে॥ ২ ॥
বড়ই সুন্দর এবেঁ দেখি দামোদর।
তাক না করিহ তোহ্মে সব কিছু ডর॥

তাহাক দেখিলেঁ মোর বোলে পায়িবেঁ সাখী।
লাভে তাক দেখিআঁ জুড়ায়িবে দুই আখী॥ ৩ ॥
এ সব কথা কহে বড়ায়ি মনের উল্লাসে।
সহ্মে মেলিলা গিআঁ বৃন্দাবন পাশে॥
বৃন্দাবনের ফুলে সব্বার হৈল আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪ ॥

পথে যেতে যেতে সুবুধী বড়াই বলতে লাগল। সুন্দর কানাই এখন সুচরিত হয়েছে॥ সে বাটদান, হাটদান ও ঘাটদান—সব অধিকার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়ে বসেছে॥ ১ ॥ এখন সে সকলের উপকার করে। ধর্ম রক্ষার্থে সে পরদ্বার গমন ত্যাগ করেছে॥ ধ্রু॥ কানাই কাউকে আর কটুবাক্য বলে না। তার এই চরিত্র (সংশোধনের কথা) আমি ভালো জানি॥ হাটুয়া লোকদের ফুল-ফল দিয়ে তোষণ করে। আগ বাড়িয়ে যমুনার কূল পর্যন্ত নিয়ে যায়॥ ২ ॥ এখন দামোদরকে খুবই ভালো দেখি। তোমরা তাকে কোনো ভয় কোরো না॥ তাকে দেখলে আমার কথার সত্যতা পাবে। উপরি লাভ হিসাবে, তাকে দেখলে (তোমাদের) দু'চোখ জুড়িয়ে যাবে॥ ৩ ॥ মনের আনন্দে বড়াই এ-সব কথা বলে চলল। সবাই মিলে বৃন্দাবনের পাশে মিলিত হল। বৃন্দাবনের ফুলের প্রতি সবার লোভ হল। বাসলীর শির বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥ ২২১

বড়াই এখানে কৃষ্ণের স্তুতি করে সখীদের মন জয় করতে চাইছেন। তাছাড়া, কৃষ্ণ কর্তৃক ফল ফুলে সুসজ্জিত বৃন্দাবনের প্রতি প্রলুব্ধ করছেন। গীতটি চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকসহ একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবপদে, —মোট ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ হাটুআ লোকেরেঁ : হাটের পথে যাত্রাকারী লোকদেব।

স. ৪॥ অথ বৃন্দাবনাদেত্য রভসান্মধুসূদনঃ।
সখীজনবৃতাং রাধামিদমাহ মনোহরং॥

অতঃপর উল্লসিত মধুসূদন বৃন্দাবন থেকে বেরিয়ে সখীপরিবৃতা রাধাকে এই মনোহর বাক্য বললেন।

৮. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

আল রাধে।
একেঁ একেঁ ঋতুগণে বিলাস কৈল আপণে
কুসুমিত সব তরু[১১৫/খ]গণে।
তীন ভুবন মাঝেঁ কথাঁহো না দেখিলেঁ
দৈব নিয়োজন হেন থানে॥
ফুটিল গুলাল মাহ্লী মালতী মাধবী লতা
লবঙ্গ দোলঙ্গ নেআলী।
শেবতী কনক যূথী সুথী কনক কেতকী
পারলি দুলালী॥ ১॥

আল রাধে।
সরস কর মন সত্বরে কর গমন
দেখি আসি মোর বৃন্দাবনে।
দিবস রআনী এথাঁ একোহি না জাণী
নাহিঁ লাগে রবির কিরণে॥ ধ্রু॥
আসুই আসাঢ়িআ ভূমিচম্পক চম্পক
গন্ধটগর বনমাহ্লী।
নাগেশর কেশর আর তিনিশ শিরিষ
বহুল মহুল সেআলী॥
সিঅলি কুসুম্ভ ওড় রেবতী রাঙ্গনাগর
ধাতকী আমুলিআ করবীরে।
আশোক কিংশুক চুআঁ চিতা খঞ্জী
কাঞ্চন বন্ধুলী মন্দারে॥ ২॥

কুজা কুটুজ কদম্ব বাসক কেন্দু কুন্দ
ধুথুর মথুর সিন্ধুবারে।
রবি লোধ ছাতীঅন ভান্টি দুধিআকন
[১১৬/ক]কসাল পিআল ডগরে॥
মালতী মধুকর বাড়িআল সৈনাহুল
কালকাসুন্দা আসনে।
গম্ভারী গন্ধপিপ্পলী ভাঁটি ঘাটাপারলী
পিপলী কাপাসি আসনে॥ ৩॥
ছোলঙ্গ নাগরঙ্গ কামরঙ্গ আম্বু লেম্বু ডালিম্ব
জাম্বু জাম্বীর আম্বড়া।
চেরু বিরুঅ ফেরুস জলপায়ি থেকর
চালিতা তেন্তলি সাতকড়া॥
আঁওলা কমলা পাণি- আল লবলী বদরী
বোহারী করঞ্জকরণে।
আম্ব ডালিম্ব ডৌহাকু কুড়ুম চালনী আঁব
হিঙ্গী পিআল টাভাগণে॥ ৪॥
গুআ নারিকেল কঠোআল তাল
কদলক পিণ্ডখাজুর শ্রীফলে।
খিরী খাজুর বনকেন্দু মহুকুত আর
যত তরু মিষ্ট ফলে॥
সুগন্ধ চন্দন ঘন রকত চন্দন বন
অগথ কপিত্থ সুন্দরী।
খদির পিণ্ডার বর দেবদারু আগরু
নবধব সুগন্ধেসরী॥ ৫॥

মহুল কাসিমল সরল ভালা ভিলোল
চাম্ভলী সুকল লোচনে।
তেজপাত ভো[১১৬/খ]জপাত চাম্পাত্রী চাকলি
আতভড়ি আতজিআ আপূত বণে॥
পাকড়ী নাকড়ী বন সোনাকড়ী
সাহড় আঁকোড় কুহয় বহড়া।
কাঠ লাড়িকা সাজে ঝড়য়ি আড়য়ি রাজে
আর্জুন গর্জ্জুন হরিড়া॥ ৬॥
আকোরল জিঙ্গালরু দ্রাক্ষা সুদর্শন
মাহাসুন্ধী বাজবারণে।
জয়ন্তী বিষকরঞ্জ তমাল হেন্তালপুঞ্জ
পদ্মকাষ্ঠ আর ছাঞিঁয়ণে॥
লতা আম্ব কুশিআর পাকিল দ্রাক্ষা আপার
লতা জাম্বু শোভে চারি পাশে।
খরমুজা কাঙ্কড়ী বাঙ্গী আমৃত কাঙ্কড়ী
পেঁহুটী সাভর সোআশে॥ ৭॥
কুসুমসমূহমধু পিআ মধুমত্ত মধুকর
নিকরে মধুর ঝঙ্কারে।
কুসুমিত লতাকুঞ্জে বেঢ়িল বিবিধ গুঞ্জে
মনমথ করে ঝঙ্কারে॥
বহে সুশীতল বাএ কোকিল পঞ্চম গাএ
রএ আর নানা পক্ষিগণে।
সুণে মৃগকুল বসে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে
বন্দিআঁ বাসলীচরণে॥ ৮॥

ওগো রাধা, ঋতুগণ একে একে কুসুমিত সব তরুগণের সঙ্গে বিলাস করল। এই তিন ভুবনে কোথাও এত দৈব নিয়োজন (এত সমারোহ) দেখবে না॥ গুলাল (আবীররঙা ফুল বিশেষ), মল্লিকা, মালতী, মাধবী, লবঙ্গ, দোলঙ্গ (দুলাল চাঁপা), নেআলী (নবমল্লিকা) ফুটেছে। শেবতী, কনক যূথী, সুথী (সেবতীর প্রকার বিশেষ), কনক কেতকী, পারলি (পাটলী), দুলালী ফুটেছে॥ ১॥ ওগো রাধা, মন সরস করে সত্বর এসে আমার বৃন্দাবন দেখ। এখানে দিন ও রাতে পার্থক্য জানবে না। কোথাও রবির কিরণ প্রবেশ করে না॥ ধ্রু॥ আষাঢ়ের আসুই (পুষ্পবিশেষ), ভুইচাঁপা, চাঁপা, গন্ধটগর, বনমল্লিকা, নাগেশ্বর, কেশর, তিনিশ পুষ্প, শিরিষ, বকুল, মউল, শেফালী, শিউলি, ওড় পুষ্প, রেবতী, রঙ্গন, ধাইফুল, আমুলিয়া, করবী, অশোক, কিংশুক, তিলফুল (চুয়া), খঞ্চী (লতাপুষ্প বিশেষ), কাঞ্চন, বাঁধুলী, মন্দার (মাদার)॥ ২॥ কুব্জা (কুব্জক), কুটজ (কুর্চি), কদম, বাসক, কেন্দু (গাব), কুন্দ, ধুতরা, মথুর, সিন্ধুবার (নিসিন্দা), রবি (লাল আকন্দ), লোধ, ছাতিম, ভাঁটিফুল, দুধি আকন্দ (শ্বেত আকন্দ), কসাল পিয়াল, টগর॥ মালতী, মধুকর (ভৃঙ্গরাজ), বাড়িআল (বেড়েল্যা), সৈনাহুল (শঙ্খাহুলী), কালকাসুন্দা, গম্ভারী, গন্ধ-পিপুল, ভাঁটি, ঘাট পারুল, পিপুল, কাপাস॥ ৩॥ ছোলঙ্গ (বাতাবি ফুল), নাগরঙ্গ (নারঙ্গ-কমলার ফুল), কামরাঙা, আম, লেবু, ডালিম, জাম্বু, জাম্বীর, আমড়া, চৈরু, বেরু, সফেরু (পেয়ারা), জল্‌পাই, থেকর (থৈকল), চাল্‌তে, তেঁতুল, সাতকড়া (কমলাজাতীয় ফল), আঁওলা (আমলা ফল), কমলা, পাণিআল, লবনী (নোয়াল ফল?), বদরী (ফুল), বোহারী, করঞ্জ (করমচা)। আম, ডালিম, ডেঁও (ডৌহাকু), কুড়ুম, চালনী, আঁব, হিঞ্চী, পিয়াল, টাভা॥ ৪॥ গুয়া (সুপুরী), নারকেল, কাঁঠাল, তাল, কলা, পিণ্ডখেজুর, বেল (শ্রীফল), খিরী খেজুর, বনকেন্দু, মহুকুত (মধুর রসপূর্ণ ফল), এবং আরও সব মিষ্ট ফলসমূহ॥ সুগন্ধ ঘন চন্দন, রক্ত চন্দনের বন, অগথ (অগস্ত, বা বক), কপিথ (কৎবেল?)। সুন্দরী (সুন্দবি বৃক্ষ), খয়ের পিণ্ড, বর (বটগাছ?), দেবদারু, অগরু (সুগন্ধি বৃক্ষ), নতুন শুভ্র সুগন্ধেশ্বরী॥ ৫॥ মহুল, কাসিমল, সরল ভল্ল বৃক্ষ, ভিলোল (লোধ্র), চাম্ভলী (চম্পাকলি), সুফল লোচন (মহাশ্রাবণিকা?)। তেজপাতা, ভোজপাতা (ভুর্জপত্র), চাম্পাতী, চাকলি, আতভড়ি, জিয়াপূত॥ পাকড়ী নাকড়ী (পাকুড় জাতীয় গাছ)। বন সোনাকড়ী (বন অতসী), সেওড়া (সাহড়), আঁকোড়, কুহর (অর্জুন গাছ?) বয়ড়া, হরিতকী (হর্তুকী)॥ ৬॥ আকোরল (আখরোট), জিঙ্গারল, দ্রাক্ষা (আঙুর), মহাসুন্ধী, বাজবাবণ (চতরমণি)। জয়ন্তী, বিষকরঞ্জ, তমাল, হেন্তাল, পদ্মকাষ্ঠ, ছাতিয়নে (ছাতিম)॥ লতাঅম্বে (লতানো আমগাছ), কুশিয়ার (আঁখ বিশেষ), পাকা আঙুর লতা, জাম্বু (বাতাবি) চারদিকে শোভিত। খরমুজা, কাঁকড়ি, বাঙ্গী (ফুটি), আম্রাত কাকড়ী (আমড়া?), পেহটি, সাডর (তিল), সোয়াশে (শসা)॥ ৭॥ কুসুমের মধু পান করে মধুমত মৌমাছিরা মধুর ঝঙ্কার করছে। কুসুমিত লতাকুঞ্জে বেষ্টিত লতাতে মন্মথ (কোকিল) ঝঙ্কার করছে। সুশীতল বাতাস বইছে। কোকিল পঞ্চম সুরে গান করছে। আরও নানা পক্ষীগণ রব করছে। মৃগকুল বসে শুনছে। বাসলীচরণ বন্দনা করে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৮॥

২২২

কবি এখানে কৃষ্ণের মুখে বৃন্দাবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিবিধ ফুল, ফল ও বৃক্ষের বর্ণনা দিয়েছেন। সব ফুল-ফলেব বর্তমান নাম জানা সম্ভব নয। যথাসম্ভব উল্লেখ করা গেল। এই দীর্ঘ আটটি চতুষ্পংক্তিক স্তবক-সহ একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবপদ সমন্বিত গীতটি ৬৪টি ৮॥৮॥১০ I-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদী পংক্তিতে রচিত। দুরূহ শব্দগুলির আধুনিক নাম যথাসম্ভব অনুবাদ অংশে দেওয়া হল।

৯. রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কবির বর্ণনা।

বৃন্দাবনকথা শুনী [১১৭/ক] বড়ায়ির মুখে।
গোআল যুবতী সব পাইল বড় সুখে॥
সব্বাক লয়িআঁ রাধা করিআঁ যুগতী।
বৃন্দাবন দেখিবারে হৈলা একমতী॥ ১॥
রাধা সব সখি সমে করিল গমনে।
তখণ সব্বার মণে বেধিল মদনে॥ ধ্রু॥

আতি বড় পাইল রাধা মনত হরিষে।
বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি বৃন্দাবন দিশে॥
আগু কবী বড়ায়িক চন্দ্রাবলী জাএ।
চিত্তের হরিষে সব গোপী গীত গাএ॥ ২॥
বৃন্দাবন জাএ রাধা রস পরিহাসে।
আড় নয়নে দেখে কাহ্নাঞিক পাশে॥

খসাআঁ বান্ধিল পুণী কুন্তলভার।
সঘন ছাড়িল রাধা হাষী আপার॥ ৩॥
চুম্বন করিল রাধা সখির বদনে।
ভাল গীত গাএ বুলী পড়িল মদনে॥
হেনমতেঁ গেলী রাধা মাঝবৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

বড়াই-এর মুখে বৃন্দাবন কথা শুনে গোয়ালিনী যুবতীরা বিশেষ সুখ পেল॥ রাধা সকলকে নিয়ে যুক্তি করে বৃন্দাবন দেখতে এক মত হল॥ ১॥ রাধা সব সখীদের নিয়ে গমন করল। তখন মদন সকলের মনে তীব বিদ্ধ করলেন॥ ধ্রু॥ রাধা মনে বিশেষ আনন্দ বোধ করল। বড়াই বৃন্দাবনের পথ ধরল॥ বড়াইকে সামনে নিয়ে চন্দ্রাবলী চলেছে। মনের আনন্দে সব গোপী গীত গাইছে॥ ২॥ রস-পরিহাসে রাধা বৃন্দাবনে চলেছে। আড় নয়নে পাশে কানাইকে দেখছে॥ তার চুল খসিয়ে আবার বেঁধে নিচ্ছে। রাধা সঘনে দীর্ঘ হাই তুলছে॥ ৩॥ রাধা সখীর মুখে চুম্বন করল। ভাল গীতের বুলি মদন তার মুখে এনে দিলেন॥ এইভাবে রাধা (প্রেমোম্মত্তভাবে) মাঝ বৃন্দাবনে পৌছলেন। বাসলীগণ সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

২২৩

মদনের কৌশলে রাধা প্রেমোম্মত্ত হযে গান করতে করতে সখীগণ পরিবৃত হয়ে মাঝ বৃন্দাবনে এলেন। গীতটি চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকসহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোক সমন্বয়ে ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

স. ৫ ॥ অশরীররসাবেশবশাম্বীক্ষ্য রসালসঃ।
সাকৃতং মাধবঃ প্রাহ [১১৭/খ] রাধিকামিদমীরাং ॥

রাধাকে কাম-রসাবেশে আবিষ্ট দেখে, রসালস মাধব তাকে আদরের সঙ্গে ডেকে বললেন।

১০. রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণের উক্তি, রাধাকে।

হের চন্দ্রাবলী রাধা মাঝবৃন্দাবনে।
কুসুমসমূহে শোভে সব তরুগণে ॥
তাত সুললিত শুণী ভ্রমরের বোল।
আছুক মানুষ দেবলোক পড়ে ভোল ॥ ১ ॥
রাধা তোর মোর দেখি মাঝবৃন্দাবনে।
আজি সে সফল হউ নবীন যৌবনে ॥ ধ্রু ॥

শপথ করিআঁ রাধা বোলোঁ এ বচনে।
তোহ্মার আন্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে ॥
এক ঠাঁয়ি থুয়িআঁ রাধা মাথার পসার।
ফুল পহু ফল খাঅ ত্রিভুবনে সার ॥ ২ ॥
এহ্য বনে আদভুত আছে থানে থানে।
আহ্মা ছাড়ী তাক আন কেহো নাহিঁ জাণে ॥

তোহ্মাক দেখাওঁ লআঁ কর আণুমতী।
তথাঁক না লইহ লোক কেহো সংহতী ॥ ৩ ॥
সকল শরীর মাঝেঁ তোহ্মে যেন সার।
তেহ্ন সব বন মাঝেঁ এ বন আহ্মার ॥
এহাত উচিত হএ তোহ্মার বিলাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

চন্দ্রাবলী রাধা, মাঝ বৃন্দাবনে গিয়ে দেখ, সব তরু কেমন কুসুমে শোভিত ॥ সেখান থেকে ভ্রমরের সুললিত সুর শোনা যাচ্ছে। মানুষ তো ছার, দেবতারাও মোহিত হয় ॥ ১ ॥ রাধা, তোর এবং আমার এই মাঝ বৃন্দাবনে মিলন। আমাদের নবীন যৌবন সফল হোক ॥ ধ্রু ॥ রাধা, শপথ করে বলছি, তোর জন্যেই এই বৃন্দাবন তৈরি করেছি ॥ রাধা, মাথার পসার একপাশে রেখে, ফুল পাড়ো, ফল খাও,—এগুলি ত্রিভুবনের সার বস্তু ॥ ২ ॥ এই বনে স্থানে স্থানে সব অদ্ভুত জায়গা রয়েছে, আমি ছাড়া কেউ তার খবর জানে না ॥ অনুমতি কর, তোমাকে নিয়ে দেখাই। তবে অন্য কাউকে কিন্তু সঙ্গে নিয়ো না ॥ ৩ ॥ সকল শরীরের মধ্যে যেমন তুমি শ্রেষ্ঠ, তেমনি সব বনের মধ্যে আমার এই বন (শ্রেষ্ঠ) ॥ এই স্থান তোমার বিলাসের যোগ্য। বাসলীশিরে বন্দনা করে এ-গীত চণ্ডীদাস গাইলেন ॥ ৪ ॥ ২২৪

কৃষ্ণ রাধাকে এই অপূর্ব বৃন্দাবনে রমণ-বিলাসের জন্যে রাধাকে প্রলুব্ধ করছেন। চতুষ্পংক্তিক চারটি শ্লোকসহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোক সমন্বয়ে, ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ আছুক মানুষ : মানুষ তো ছার। পহু : পাড়।

১১. গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা কৃষ্ণের প্রতি।

তোর সঙ্গে জাইব মাঝ বনে।
আর সংহতী এড়িব কেমনে॥
যত দেখ মোর সখি[১১৮/ক] গণে।
কাহারো ভাল নহে মণে॥ ল কাহ্নাঞিঃ॥ ১॥
তেহ্ন কর উপায় আপণে।
ভাল বোলে যেহ্ন সখিগনে॥ ধ্রু॥

ফুলেঁ ফলেঁ বৃন্দাবন শোভে।
তা দেখি সব্বাতেয়ি লোভে॥
কেহো না এড়িবে তোর লাগে।
সব্বে হয়িব তোর আগে॥ ২॥
সামী সাসু দুইহো খরতর।
আর খল সকল নগর॥

সব তোর মোর দোষ চাহে।
তেঁসি মোর মন থীর নহে॥ ৩॥
মোর মনে হেন পড়িহাসে।
ফুল ফলের দিআঁ আশে॥
সখিগণ নেহ চারি পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

তোর সঙ্গে মাঝ বনে যে যাব, অন্য সখীদের সংহতী (সঙ্গ) এড়াব কি ভাবে? আমার যত সখীকে দেখছ, কারও মন ভাল নয়॥ ওগো কানাই॥ ১॥ এমন উপায় কর, যাতে সখিরা ভাল বলে॥ ধ্রু॥ বৃন্দাবনে ফুল ফলের শোভা। সবারই তা দেখবার লোভ॥ কেউ তোর সঙ্গ ছাড়বে না। সবাই তোর আগে রইবে॥ ২॥ স্বামী এবং শাশুড়ী দুজনেই প্রখর (দজ্জাল এই অর্থে)। আর নগরের অন্য লোকেও দুষ্ট॥ সবাই তোর ও আমার দোষ ধরতে চায়। সেকারণে আমার মন স্থির নেই॥ ৩॥ আমার মনে এই জাগছে (পরিহাসে), ফুল-ফলের লোভ দেখিয়ে সখিদের অন্যপাশে নিয়ে যাও। বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত ২২৫
গাইলেন॥ ৪॥

রাধা, সখীদের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে কৃষ্ণকে বুদ্ধি দিলেন। ১০ মাত্রক ১৮ পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সব্বাতেয়ি : সবেতেই। পড়িহাসে : ভাবনা জাগছে।

১২. দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ রাধাকে। শেষে কবির বর্ণনা।

রাধা ল।
আপণে কহিল মোর মনের কথা।
সুণিআঁ খণ্ডিল সব বেথা॥
ষোল সহস্র তোর সখিগণ।
সব্বার তোষিব আহ্মে মন॥ ১॥
রাধা ল।
করিআঁ বিবিধ তনু আহ্মে দেবরাজে।
বিলসিবোঁ গোপীসমাজে॥ ধ্রু॥

চির সময় সঞ্চিত উ ভয় তোর মণে।
খণ্ডায়িবোঁ আজি ভালমণে॥
একেঁ একেঁ রাধা যত গোপীগণ দেখী।
আজি সে করায়িবোঁ তোর সখী॥ ২॥
কেহো কাহাকো যেন না করে উ[১১৮/খ]পহাস।
তেহ্নমতেঁ করিব বিলাস॥

তা সব্বার হৃদয় হরিআঁ নিল আহ্মে।
পাছে জনী রোষ কর তোহ্মে॥ ৩॥
এ বোল বুলিআঁ কাহ্নাঞিঁ মণের উল্লাসে।
গেলা সব গোপীগণ পাশে॥
সব্বাক বুইল কাহ্নাঞিঁ রতি পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো রাধা, তুমি নিজেই আমার মনের কথা বললে। শুনে সব ব্যথা দূর হল॥ তোর যে ষোলশত সখী, আমি সকলের মন তোষণ করব॥ ১॥ ওগো রাধা, আমি দেবরাজ বিবিধ দেহ ধারণ করে গোপীসমাজে বিলাস করব॥ ধ্রু॥ তোর মনে চিরদিন যে ভয় রয়েছে আজ তা ভালোভাবে খণ্ডন করব॥ রাধা, যত গোপীজনকে দেখছি, একে একে সবাইকে তোর সখী করব॥ ২॥ কেউ যেন কাউকে উপহাস করতে না পারে, —সেইভাবে বিলাস করব॥ তাদের সবার হৃদয় আমি হরণ করে নিলাম। পাছে যাতে না তুমি রাগ কর॥ ৩॥ এ কথা বলে কানাই মনের উল্লাসে সব সখীর পাশে গেল॥ সবাইকেই কানাই রতি প্রত্যাশার কথা বলল। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

২২৬

কৃষ্ণ রাধাকে আশ্বাস দিলেন, তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করে ১৬ শত গোপীকেই রতি মিলন দেবেন। গীতটিতে পয়ার ও দশমাত্রক পংক্তি সাজিয়ে ছন্দ-বৈচিত্র্য এনেছেন কবি। একটু শিথিল উচ্চারণে ৮॥ ৬॥ ৪॥ ৬॥ ।-মাত্রার দুটি পংক্তিতে মোট নয়টি শ্লোকে গীতটি রচিত। তৃতীয় শ্লোকটি ধ্রুবপদ।

১৩. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ প্রকীর্ণক ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কৃষ্ণ ও গোপীদের কথোপকথন। কবির বর্ণনা।

সুণ গোপীগণ আহ্মার বচন
আভয় দিলোঁ মো আপণে।
নিজ মন সুখে ফুল তুলী লআঁ
যাহ যাহার যেনমণে॥ ১॥
চির জীঅ কাহ্নাঞিঁ ফুলের নন্দন
আহ্মারে দিলেঁ আভএ।
যেন জাতী তোহ্মে যেহ্ন লোক তাহার
উচিত হেন হুএ॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥ ২॥
এ বোল শুণিআঁ তখণে কাহ্নাঞিঁ
খণেক মনে বিমরিষে।
আজি হয়িব মোর কাজের সিধী
পূরী চির আভিলাসে॥ ৩॥
কাহ্নের বদন আতি সুশোভন
দেখিআঁ যুবতীগণে।
দৈব নিয়োজন মদন বাণে
বিকলি ভৈল পরাণে॥ ৪॥

এক তরুণীকে দেখায়িল কাহ্নাঞিঁ
হোর ফুল আতি উচে।
[১১৯/ক] তাক লাগি কর তুলিলেক গোপী
কাহ্নাঞিঁ ধরিল কুচে॥ ৫॥
আয়র গোপী বুয়িল কাহ্নাঞিঁ
ফুল আছে দূর ডালে।
কেমনে পায়িবোঁ এ ফুল কাহ্নাঞিঁ
উপায় বোল সকালে॥ ৬॥
তাহাক তুলিআঁ ধরিল কাহ্নাঞিঁ
সে ফুল তোলএ আপণে।
তুলিতেঁ নাম্বায়িতেঁ পায়িল আলিঙ্গন
কাহ্নাঞিঁ বিনি যতনে॥ ৭॥
আয়র গোপী ফুল তুলিবাক
লাগিল কাঁটাল বনে।
গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক
না দেখিল একো জনে॥ ৮॥

সে বনের মাঝেঁ দেব দামোদর
মিলিল দৈব ঘটনে।
পায়িল গোপী আপণ মনে
চুম্বিল তার বদনে॥ ৯॥
পবনে চলিল গাছের পাত
তাত ভয়মনী হুলে।
কেহো গোপীগণ চঞ্চল নয়ন
ধরিল তাহার গলে॥ ১০॥
হের ভাল ফুল হোর ভাল ফল
বুলিআঁ দেব মুরারী।
দূরক নিআঁ পুরিআঁ কোলে
কৈল গোপী নারী॥ ১১॥
হেনমনে বনে হরিল কাহ্নাঞিঁ
সকল গোপীর মণে।
অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল
দেবী বাসলীগণে॥ ১২॥

কৃষ্ণ। গোপীগণ, আমার কথা শোনো। আমি তোমাদের অভয় দিচ্ছি। নিজের মনোসুখে, যার যেমন ইচ্ছা ফুল তুলে নাও॥ ১॥

গোপী। ফুলের নন্দন কানাই তুমি চিরজীবি হও। —আমাদের তুমি অভয় দিলে। যেমন বংশের যেমন লোক তুমি। এটাই উচিত কাজ হল॥ ওগো কানাই॥ ২॥

একথা শুনে কানাই ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করে, আজ আমার কার্যসিদ্ধি হবে, চির অভিলাষ পূর্ণ হবে॥ ৩॥ অতি সুশোভন কানাই-এর মুখ দেখে

যুবতীগণ, দৈব নিয়োজিত মদনবাণে পরাণে বিকল হল॥ ৪॥ এক তরুণীকে কানাই অনেক উঁচুতে ফুল দেখালো। সে ফুল নিতে হাত উঁচু করলে কানাই তার কুচ বা স্তন ধরলেন॥ ৫॥ আর এক গোপী বলল, ফুল অনেক উঁচু ডালে রয়েছে। কানাই, বলে দাও, কি করে এ ফুলের নাগাল পাব॥ ৬॥ কানাই অঙ্কে তুলে ধরল যাতে সে নিজেই ফুল তুলতে পারে। তাকে উপরে তুলতে ও নামাতে কানাই বিনা পরিশ্রমে আলিঙ্গন দিতে পারল॥ ৭॥ আর এক গোপী ঝাঁটাল (ঘণ্টা পারুল) বনে ফুল তুলছিল। গাছের পাতায় সে ঢাকা পড়াতে কেউ দেখতে পেল না॥ ৮॥ দেব দামোদর সেই বনে নির্জনে দৈবাৎ প্রবেশ করে তার সঙ্গে মিলিত হল। গোপী দামোদরকে পেয়ে তার বদন চুম্বন করল॥ ৯॥ গাছের পাতা বাতাসে সরে যাচ্ছে, তাতে ভয়ত্রস্ত হয়ে কোনো গোপী চঞ্চল নয়নে তার গলা জড়িয়ে ধরল॥ ১০॥ 'দেখ, ভালো ফুল, দেখো ভালো ফল' বলে দেব মুরারী, দূরে নিয়ে কোনো গোপ নারীকে কোলে করল॥ ১১॥ এইভাবে কানাই সব গোপীর মন হরণ করল। অনন্ত নামের বড়ু চণ্ডীদাস, দেবী বাসলীর বরে এ-গীত গাইলেন॥ ১২॥ ২২৭

কৃষ্ণ কি ভাবে নানা ছলনায় ষোলশত গোপীর মন জয় করলেন এ-গীতে তার বর্ণনা রয়েছে। গীতটি ৬॥ ৬॥ ৮ ।-মাত্রার লঘু-ত্রিপদী, দ্বিপংক্তিক বারোটি শ্লোকে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ঝাঁটাল · ঘণ্টা পারুল ফুল। ভয়মনী : ত্রস্তমনা।

১৪. বসন্তরা[১১৯/খ]গঃ ॥ একতালী ॥

কবির বর্ণনা। গোপীগণ কৃষ্ণকে।

লাজ ভয় তেজিআঁ সকল গোপীগণে।
মিলিআঁ বুইল গিআঁ গোবিন্দচরণে॥
আহ্মা না হেলিহ গোসাঞিঁ আনের বচনে।
আজি হৈতেঁ আহ্মে সভে তোহ্মার শরণে॥ ১॥
তোহ্মে দেব বনমালী নান্দের নন্দন।
আজি হৈতেঁ গোপীর হৃদয়চন্দন॥ ধ্রু॥

আহ্মার ধরহ আর এক বচন।
কতো খন দেখি গোসাঞিঁ তোর বৃন্দাবন॥
এড়িতেঁ না ফুরে মন এখো খনে।
কমন আন্তরে তোহ্মে হরিলেহেঁ মনে॥ ২॥
বুঝিবারে নাবিল তোহ্মারে জগন্নাথ।
পাত পাতিআঁ কেহ্নে নাহিঁ দেহ ভাত॥

আসত নিফল দুখ সহন না জাএ।
ত্রিভুবনজনমন গোচর তোহ্মাএ॥ ৩॥
এ বচন শুণী উল্লসিত ভৈল কাহ্ন।
আমৃতেঁ সিঞ্চিল আপণার দুঈ কান॥
গোপীগণমন তোষিবারে কৈল মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

লাজ-ভয় ত্যাগ করে গোপীরা সকলে মিলে গোবিন্দ চরণে গিয়ে বলল॥ অন্যের কথায় আমাকে, ওগো গোসাই, অবহেলা কোরো না। আজ থেকে আমরা সবাই তোমার শরণ নিলাম॥ ১॥ ওগো নন্দ নন্দন, তুমি দেব বনমালী। আজ থেকে তুমি গোপীদের হৃদয়চন্দন স্বরূপ॥ ধ্রু॥ আমাদের একটি কথা শোন। কতক্ষণ ধরে তোমার বৃন্দাবন (মুগ্ধ দৃষ্টিতে) দেখছি॥ মুহূর্তের জন্যেও (এই পরিবেশ) ত্যাগ করতে মন চায় না। কোন অন্তরে তুমি আমাদের মন হরণ করে নিলে॥ ২॥ জগন্নাথ, তোমাকে বুঝতে পারি না। পাত পেতে ভাত দিচ্ছ না কেন॥ আশা নিষ্ফলের দুঃখ সহ্য করা যায় না। ত্রিভুবনজনের মন সব তো তোমার গোচর॥ ৩॥ এ-কথা শুনে কানাই উল্লসিত হল। তার দুই কানে যেন অমৃত সিঞ্চিত হল॥ তখন গোপীদের সকলের মন তোষণের কথা ভাবলো। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২২৮

গোপীরা কৃষ্ণের অলৌকিক বৃন্দাবন দর্শনে তার প্রতি আত্মসমর্পিতা হলেন। কৃষ্ণও তাদেব মনতুষ্টিব কথা ভাবলেন। চারটি চতুষ্পংক্তিক স্তবকের সঙ্গে একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোক সহযোগে, মোট ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি বচিত হয়েছে। 'পাত পেতে কেন ভাত দিলে না'—এই সুপ্রযুক্ত উপমাটি লক্ষণীয়।

১৫. কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কবির বর্ণনা।

বুঝিআঁ গোপীর মনে।
আল।
খণেক গুণিল কাহ্নে।
[১২০/ক]ষোল সহস্র গোপী তোষিবোঁ কেমনে॥
আনেক হয়িআঁ তখনে।
বিলসিল গোপীগণে।
যাহারে রমএ সেসি দেখে কাহ্নে॥ ১॥
আল।
সব গোপীজন জাণে।
মোঁএ সে পায়িলোঁ এ বনে শ্রীমধুসূদনে॥ ধ্রু॥

ফুটিল কুসুম পুঞ্জে।
সরস ভ্রমর গুঞ্জে।
এক এক নারি লআঁ এক এক কুঞ্জে॥
চির মনোরথ পুবী।
রসময় মন করী।
বৃন্দাবন মাঝে রতি ভুঞ্জিল মুরাবী॥ ২॥
একেঁ একেঁ গোপীজনে।
সন্মো জাণিল আপণে।
রাধাতে আধিক কাহ্ন মণে॥

কাহ্নঞিঁ তাহাক জাণী।
কিছু না বুয়িল বাণী।
রাধা চন্দ্রাবলী মণে কৈল চক্রপাণী॥ ৩॥
সংহরী সকল দেহে।
গোপী এড়ি কুঞ্জগেহে।
বিকল গোবিন্দ মুবারী রাধার নেহে॥
গেলা রাধিকাব পাশে।
সুরতি রসের আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

গোপীদের মন বুঝে কানাই একটুক্ষণ ভাবলো, ষোল সহস্র গোপীকে আমি কি ভাবে তোষণ করব॥ তখন অনেক রূপ ধরে, গোপীদের সঙ্গে বিলাস করল। যাকে রমণ করে সেই কানাইকে দেখতে পায়॥ ১॥ আহা। সব গোপী জানল, আমি এ-বনে শ্রী মধুসূদনকে পেলাম॥ ধ্রু॥ কুঞ্জে ফুল ফুটল। ভ্রমর সরস গুঞ্জন করল। কানাই এক এক কুঞ্জে এক এক গোপনারী নিয়ে (বিলাস করল)। মনেব চির আকাঙ্ক্ষা পূবণ করে, রসময় মন করে, বৃন্দাবনের মাঝে হরি রতি ভোগ করল॥ ২॥ এক এক করে সব গোপীজন কানাইকে আপন বলে জানল। কানাই রাধার তুলনায় তাকে বেশি ভালবাসে, মনে জানল। কানাই তাদের মনের কথা জেনে কিছু বলল না। চক্রপাণী রাধা চন্দ্রাবলীকে মনে মনে স্মরণ করল॥ ৩॥ তারপর সব দেহ সংহরণ করে, গোপীদের কুঞ্জগৃহে রেখে, রাধার প্রেমে গোবিন্দ মুরারী সম্মোহিত হল॥ তখন রাধার পাশে গেল, সুরভি রসের আশায়। এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥ ২২৯

এখানে কৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমলীলা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ ষোলসহস্র গোপীব প্রত্যেকের কাছে নিজ মূর্তিতে গিয়ে রমণ কবল। তারপর এই লীলা সংবরণ করে রাধার কাছে ফিরে এল। গীতটি চারটি ৮॥ ৮॥ ৮॥ ৬ I-মাত্রক চৌপদী শ্লোকের সঙ্গে একটি ৮॥ ৮॥ ৬ I-মাত্রক ত্রিপদী ধ্রুবশ্লোক সমন্বয়ে, নয়টি পংক্তিতে রচিত হয়েছে॥

স. ৬॥ নিন্দন্ত্যঃ সুপ্রশংসন্ত্যঃ পরাং দামোদরপ্রিয়াম্।
প্রাপর্গোপপ্রিয়াঃ ক্ষোভং পরং কৃষ্ণে পরস্পরম্॥

গোপবধূরা পরস্পরের নিন্দা করতে করতে এবং দামোদর প্রিয়ার প্রশংসা করতে করতে কৃষ্ণের বিষয়ে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

১৬. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

গোপীগণের আক্ষেপক্তি। কবির বর্ণনা।

আহ্য।
কে না[১২০/খ] সুতীর্থে তপ কৈল ভাগ্যমতী।
কে নারী কাহ্নের সঙ্গে করে সুরতী॥
কাহ্ন বিনী আভাগিনী গোপযুবতী।
দেখে সব্বো নিকুঞ্জে গোবিন্দ গেলা কতী॥ ১॥
হরি হরি।
সুন্দর সে গীত গাঞাঁ বাঞাঁ করতালী।
দেখ পাঅচিহ্ন কথা গেলা বনমালী॥ ধ্রু॥
কে না কুশক্ষেত্রে বিধিবর্তে কৈল দান।
কাহার ফলিল পুষ্কর পুন্য সিনান॥
কাহাকে মিলিল আজি অষ্ট মহাসিধী।
কারেঁ হাথেঁ হাথেঁ নিঞাঁ বিধি দিল নিধী॥ ২॥
কে নাঁ কেদারশির পরসিল করে।
কে না তপ তপিল বদরী বটেশ্বরে॥
কে গাঅ তেজিল গঙ্গাসঙ্গত সাগরে॥
যা লঞাঁ কুঞ্জে কুঞ্জে বুলে গদাধরে॥ ৩॥
হেনমতে বিলপিলা সকল যুবতী।
লাগ না পাইআঁ দেব আধিপতী॥
রোষিলি রাধিকা দিল খর বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

আহা। কে সেই ভাগ্যবতী সুতীর্থে তপ করল? কে সেই নারী যে কানাইয়ের সঙ্গে সুরতি করতে পারল॥ আমরা গোপযুবতীরা কানাই বিহনে অভাগিনী হলাম। দেখ আমরা সকলে নিকুঞ্জে রয়েছি, গোবিন্দ কোথায় গেল॥ ১॥ হরি হরি। সুন্দর গীত গেয়ে করতাল বাজাও। পদচিহ্ন দেখে, কানাই কোথায় গেল খোঁজ কর॥ ধ্রু॥ কে কুশক্ষেত্রে (গঙ্গাবতার ক্ষেত্রে) বিধিমতে দান করল। কার বা পুষ্কর তীর্থে পুণ্যস্নানের সুফল পেল॥ কার আজ অষ্ট মহাসিদ্ধি লাভ হল। কাকে হাতে হাতে নিয়ে বিধি নিধি বা দৈব সম্পদ দান করল॥ ২॥ কে বা হাত দিয়ে কেদার (মহাদেবের) শির স্পর্শ করল। কে বা বদরিকাশ্রমে অথবা বটেশ্বরে (কাশ্মীরস্থিত লিঙ্গতীর্থে) তপ-তপস্যা করল॥ কে বা গঙ্গা-মোহানার সাগরে দেহ ত্যাগ করল। যাকে নিয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে গদাধর মিলিত হল॥ ৩॥ এই ভাবে সব যুবতী দেব অধিপতির নাগাল না পেয়ে বিলাপ করতে লাগল॥ রুষ্টা রাধাও তার প্রতি কটু বচন প্রয়োগ করল। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

২৩০

কৃষ্ণ গোপীদের কুঞ্জ থেকে অন্তর্হিত হলে তারা বিলাপ করতে লাগল। ওদিকে রাধার কাছে যেতে বিলম্ব হওয়াতে রাধাও কটু কথা শোনালেন। চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকসহ একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে, মোট ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বাঞাঁ : বাজিয়ে। করতালী : 'করতাল' বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। কুশক্ষেত্র : গঙ্গাবতরণ ক্ষেত্র। পুষ্কর : তীর্থবিশেষ। অষ্ট মহাসিদ্ধি : অনিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবশায়িত্ব। কেদারশির : কেদার, হিমালয়াস্থিত কেদারের মহাদেব শির। বদরী বটেশ্বর : বদরিকাশ্রম এবং কাশ্মীরের লিঙ্গতীর্থ। গঙ্গাসঙ্গত সাগরে : গঙ্গার সাগরমিলন মোহানায়।

১৭. ভাঠিআলীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কবির বর্ণনা ও রাধার কৃষ্ণের প্রতি অনুযোগ।

রাঙ্কে যেন ভাত পাআঁ না এড়ে
নিধনে নিধী।
তেন গোপীগণ এড়িতেঁ কাহ্নাঞিঁ
হারায়িল সকল বুধী॥
একেঁ চাহিলেঁ আরেঁ পায়িলেঁ
আপণ ম[১২১/ক]ণের সুখে।
সব গোপী নারী মিলিআঁ এবেঁ
কি রঞ্জসি মোর মুখে॥ ১॥
ভাল উপদেশ দিলোঁ মো তোরে
আপণার মতিমোষে।
এখণে তাহার ফল ভুঞ্জোঁ মোঞেঁ
আপণে আপণ দোষে॥ ধ্রু॥

এখন্ আম্মার থানক আইলাহা
মুখে তোর নাহিঁ লাজে।
পুণী সেই গোপী- গণ পাস যাহা
তোম্মো মোর নাহিঁ কাজে॥
যে পরপুরুষ সমে নেহ করে
তার হএ হেন গতী।
দৈব দোষে কাহ্ন তোম্মাত ভজিলোঁ
বধিলোঁ আপণ পতী॥ ২॥
যেহেন বাহির তেহেন ভিতর
সরূপেঁ জাণিলোঁ তোরে।
কপট সাগর হৃদয় তোম্মার
নাছিল মোর গোচরে॥

এবেঁ ভালমতেঁ তোম্মাক জাণিলোঁ
নিবারিলোঁ মো হৃদয়ে।
টেটন নটক লোক সমে নেহ
কোহ্নো কালে ভাল নহে॥ ৩॥
শপথ করিআঁ বুইলোঁ মো তোরে
না জায়িবোঁ তোহ্মোর পাশে।
তোম্মার চরিত্র দেখিআঁ কাহ্নাঞি
কে নাহিঁ উপহাসে॥
এ বোল সুণিআঁ কাহ্নের মনে
ভৈল বড় তরাসে॥
রাধা সম্বোধিআঁ বুলিল বচন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে[১২১/খ]॥ ৪॥

দরিদ্র যেমন ভাত পেলে, নির্ধন যেমন ধন পেলে হাতছাড়া করতে চায় না, তেমনি গোপীরা কৃষ্ণকে হারিয়ে, সব বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল॥ রাধা বলছেন, এক চাইতে, অন্য পেলাম আপন মনের সুখে। সব গোপী নারীর সঙ্গে মিলিত হয়ে এখন কি আনন্দ বস্তু দেবে আমার মুখে? ১॥ আমি তোকে ভাল উপদেশ দিলাম, আমার বুদ্ধির দোষে। এখন নিজ দোষে তার ফল ভোগ করছি॥ ধ্রু॥ এখন আমার কাছে এসেছিস, তোর মুখে লজ্জা নেই। তুই ফের সেই গোপীদের কাছে যা, আমার তোকে দিয়ে কোনো কাজ নেই॥ যে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করে তার এমনই গতি হয়। দৈব দোষে কানাই আমি আপন পতিকে বঞ্চনা করে তোমাকে ভজনা করলাম॥ ২॥ যেমন বাইরেটা তেমনি ভেতরটা। তোর স্বরূপ জানতে পারলাম॥ আমার জানা ছিলনা, তোমার হৃদয় সাগরের ছলনা মাত্র॥ এবার ভালভাবেই তোমায় জানলাম, আমার হৃদয়কে নিবারিত করলাম। ধূর্ত (টেটন) ও শঠ (নটক) লোকের সঙ্গে প্রেম কখনো ভালো নয়॥ ৩॥ আমি শপথ করে বলছি তোকে, তোর পাশে যাব না। তোর চরিত্র দেখে, কানাই, কে না উপহাস করবে? একথা শুনে কানাইয়ের মনে বড় ভয় হল। রাধাকে সম্বোধন করে বলল। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৩১

গোপীদের সঙ্গে রতি মিলনে কৃষ্ণের প্রতি রাধা বিশেষ রুষ্ট হওয়াতে, কৃষ্ণ ভীত হলেন। গীতটি ৬॥ ৬॥ ৮ ।-মাত্রার লঘু ত্রিপদীতে, চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকসহ, একটি দ্বিপদীতে, মোট ১৮ পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ টেটন : ধূর্ত। নটক : শঠ।

১৮. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণের রাধার প্রতি উক্তি।

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ
দশনরুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে ॥
তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ
আধর আমিআঁ লোভে।
পরতেখ তোর নয়নচকোর
যুগল নিশ্চল শোভে ॥ ১ ॥
মদনবাণে দগধ ভৈলোঁ
তোর আকারণ মাণে।
বদনকমল- মধুপান দিআঁ
রাখহ মোর পরাণে ॥ ধ্রু ॥

যবেঁ সত্যেঁ কোপ করিলেঁ
তবেঁ মোরে হান নয়নবাণে।
দৃঢ় ভুজযুগেঁ বন্ধন করিআঁ
অধর দংশ দশনে ॥
তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষন
তোহ্মে সে মোহোর জীবনে।
এহা বুঝি রাধা মোরে দয়া কর
বুলি তেঁ আতি যতনে ॥ ২ ॥
তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন
ধরে কোকনদ রূপে।
মদনবাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁ
হএ তোর আনুরূপে ॥

এ তোর কুচ শোভে মণিমাল
জঘনে নাদ করউ রসনে।
বোল হৃদয়ত করোঁ মো তোহোর
থলকমল চরণে ॥ ৩ ॥
মদন গরল খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণপল্লব আরো[১২২/ক]প রাধা
মোর মাথার উপরে ॥
পালাউ আহ্মার মদনবিকার
সত্বরেঁ করহ আদেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

তুমি যদি কিছু কথা বল, তোমার দশনরুচি, হে রাধা, আমার ভয়রূপ অহঙ্কার দূর করে। তোমার বদন পূর্ণচাঁদ স্বরূপ। তার অধরামৃতের লোভে আমার নয়নচকোর-যুগল নিশ্চলভাবে প্রতীক্ষা করছে॥ ১ ॥ তোর অকারণ মানে আমি মদনবাণে দগ্ধ হলাম। তোর বদন কমলের মধু পান করিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা কর ॥ ধ্রু ॥ যদি সত্যই কোপ করে থাক, তবে আমাকে মদনবাণে বিদ্ধ কর। দৃঢ়ভাবে বাহু আলিঙ্গনে বেঁধে অধরদ্বারা দংশন কর। তুমিই আমার রত্নভূষণ, তুমিই আমার জীবন। রাধা, এ কথা বুঝে আমাকে দয়া কর। একথা অতি যত্নে তোমায় বলছি॥ ২ ॥ তোমার মলিন নয়ন, নলিন অর্থাৎ রক্তপদ্ম স্বরূপ। এখন মদনবাণে কৃষ্ণকে রঞ্জিত করলে তোর পক্ষে সঠিক কাজ হবে॥ তোর স্তনে মণিমালা শোভিত ; জঘনে কটিভূষণ (রসন) বাজছে। যদি বল, তোমার স্থলকমল সদৃশ চরণ হৃদয়ে ধারণ করি ॥ ৩ ॥ রাধা, স্মরগরলখণ্ডক তোমার পদযুগল আমার মাথায় রাখ॥ আমার মদনবিকার দূর হোক,—তুমি সত্বর সেই আদেশ কর। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥

২৩২

গীতটি জয়দেবের সুবিখ্যাত 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' ( ) গীতটির ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে মানিনী রাধার মান ভঞ্জন করছেন। গীতটি ৬॥ ৬॥ ৮]-মাত্রক লঘু ত্রিপদী ছন্দে, ১৮টি পংক্তিতে, —চারটি চতুষ্পংক্তিক স্তবকসহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ কোকনদ : রক্ত পদ্ম। রসন : কটি ভূষণ। জঘন : নিতম্বের উপরিভাগ (মুখ্যত স্ত্রীলোকের)।

স. ৭ ॥ অবধীর্য্য কাকুমিতি রাধিকয়াভিদধে ন কিঞ্চন সরোষতয়া।
অথ স ত্রপাভরমনা বিহিতং প্রতিঘং মুরজিৎ কৃতবানেব ॥

ক্রোধবশতঃ রাধা শ্রীকৃষ্ণের বাক্য কাকুক্তি (বক্রোক্তি) মনে করে কোনো উত্তর দিলেন না। তখন সলজ্জ কৃষ্ণ ক্রোধপরবশ হয়ে বিহিত ব্যবস্থা করলেন।

১৯. মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দশুকঃ ॥

কৃষ্ণ বড়াইকে (রাধাকে লক্ষ্য করে)।

লক্ষকের বৃন্দাবন মোর ফুলবাড়ী।
নিবধিতেঁ কেহ্নে রাধা কৈল ফুলধাড়ী॥ বড়ায়ি॥ ১॥
হাথে বাঁশী করি গেণ্ডু খেলাওঁ গোকুলে।
দেখোঁ বৃন্দাবন পসি কে বা ফুল তোলে॥ ২॥
ফুল ফল তুলি লৈল ডাল ভাঙ্গী রঙ্গে।
ষোল সহস্র গোপীজন করী সঙ্গে॥ ৩॥
মোর বনতরুডালেঁ সজায়িআঁ আঙ্কুড়ী।
ফুল তুলি লৈল রাধা ভাঙ্গিআঁ পাখুড়ী॥ ৪॥
লবঙ্গ দোলঙ্গ খোঁপা বান্ধিআঁ উল্লাসে।
গুলাল মালতীমালে করিল বিলাসে॥ ৫॥
যৌবন গরবেঁ রাধা কিছু নাহিঁ জাণে।
মোর বৃন্দাবন পসী মোক নাহিঁ চিহ্নে॥ ৬॥
[১২২/খ] বৃন্দাবন দেখি মোব পোড়এ আন্তর।
তোহ্মা দেখী রাধার না করোঁ আথান্তর॥ ৭॥
যত বা ফুল ফল নিল তার দেন্ত কৌড়ী।
নহে বা বান্ধিআঁ রাখিবোঁ দৃঢ় দৌড়ী॥ ৮॥
এভোঁহো সুন্দরি রাধা ধরু মোর বোল।
কৌড়ীব আন্তরেঁ মোরে দেউ চুম্ব কোল॥ ৯॥
আকারণে বোলে রাধা মোরে আনুখর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ১০॥

লক্ষ কড়ি মূল্যের আমার এই বৃন্দাবন ফুলবাড়ি। নিষেধ করা সত্ত্বেও কেন রাধা ফুলধারা বর্ষণ করল (অপর্যাপ্ত ফুল ছিঁড়ল)॥ ওগো বড়াই॥ ১॥ আমি বাঁশী হাতে নিয়ে গোকুলে গেণ্ডু (কন্দুক) খেলছিলাম। এসে দেখলাম, বৃন্দাবনে এসে কে ফুল তুলছে॥ ২॥ ফুল ফল তুলে নিল। রঙ্গভরে ডাল ভাঙল। ষোল সহস্র গোপী সঙ্গে নিয়ে এসেছে॥ ৩॥ আমার বনতরুর ডালে আঁকশি লাগিয়ে রাধা কুঁড়ি ভেঙে, ফুল তুলে নিল॥ ৪॥ লবঙ্গ ও দুলাল চাঁপা (দোলঙ্গ) ফুল উল্লাসের সঙ্গে খোঁপায় পরে, গুলাল (বাবুই তুলসী) ও মালতীর মালা পরে বিলাস করল॥ ৫॥ যৌবনের অহঙ্কারে রাধা কিছুই জানতে চায় না। আমার বৃন্দাবনে প্রবেশ করে আমাকেই চেনে না॥ ৬॥ বৃন্দাবনের এই দশা দেখে আমার মন পুড়ছে। তোমাকে সঙ্গে দেখে রাধার অন্য অবস্থা (দুরবস্থা) ঘটাইনি॥ ৭॥ যত ফল ফুল নিয়েছে তার দাম হিসাবে কড়ি গুণে দিক। না হলে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখব॥ ৮॥ এখনো সুন্দরী রাধা আমার কথা রাখুক। কড়ির পরিবর্তে আমাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন দিক॥ ৯॥ অকারণে রাধা আমাকে দুর্বাক্য বলছে। বাসলীবরে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ১০॥ ২৩৩

কৃষ্ণ এবারে রাধার বিরুদ্ধে বৃন্দাবন নষ্ট করার অভিযোগ তুললেন। গীতটি ১০টি দ্বিপংক্তিক পয়ার শ্লোকে রচিত। কোনো ধ্রুবশ্লোক নেই।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ লক্ষক : লক্ষ মুদ্রা। ফুলবাড়ী : ফুলে সজ্জিত বাড়ি। ফুলধাড়ী : ফুল বর্ষণ করল। গেণ্ডু : কন্দুক খেলা। আঙ্কুড়ী : আঁকশি। পাখুড়ী : পাবড়ী বা কুঁড়ি। দেওঁ : দিক। দৌড়ী : দড়ি বা রজ্জু। আনুখর : দুর্বাক্য।

স. ৮॥ নিশম্য কৃষ্ণবচনং মহারোষবতী সতী।
জরতী রাধিকামাধিমতীমিতি ততোঽবদৎ॥

অনন্তর কৃষ্ণের বচন শুনে মহারোষবতী সতী জরতী মানিনী রাধা একথা বললেন।

২০. রামগিরীরাগঃ॥ আঠতালা॥

বড়াই রাধাকে।

আনেক যতন করি নান্দের নন্দন।
আহ্মা হাথেঁ আনায়িল তোহ্মা বৃন্দাবন॥
আসিতেঁ তোহ্মাক দেখী হরষিত মন।
আগু গেলা দেখায়িতেঁ তোহ্মাক তরুগণ॥ ১॥
এহে।
এবেঁ মোক বোলে কাহ্নাঞিঁ সব বিপরীত।
হেন বুঝোঁ রাধা তোঁ করিলি কুচরীত॥ ধ্রু॥

তার বৃন্দাবনক আয়িলাহোঁ চিরকালে।
তুলী নৈল নানা ফুল ভাঙ্গি নৈল ডালে॥
জত আপ[১২৩/ক]রাধ কৈল জাণহ আপণে।
তার বোল না ধরিলেঁ মরসিব কেহ্নে॥ ২॥
তোহ্মার চরিত্র রাধা না বুঝিএ ভাল।
কাহ্নাঞিঁকে ভাণ্ডিতেঁ পারিবেঁ কত কাল॥

আনুরোধ এড়ায়িতেঁ নারিবি তাহার।
বুঝিআঁ রাখহ রাধা মোর উপকার॥ ৩॥
যত ফুল ফল নিলেঁ তার চাহে কৌড়ী।
না দিলেঁ বান্ধিআঁ থুয়িতেঁ সজ কৈল দড়ী॥
বান্ধিআঁ রাখিলেঁ বলে হৈব জাতী নাশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

নন্দনন্দন অনেক যত্ন করে আমাকে দিয়ে তোমাকে বৃন্দাবনে আনালো। তুমি আসাতে তার খুশি মন দেখলাম। এগিয়ে এসে তোমাকে গাছপালা দেখালো॥ ১॥ আহা এখন কানাই আমাকে সব বিপরীত বলছে। আমার মনে হচ্ছে, রাধা তুই কিছু খারাপ ব্যবহার করেছিস॥ ধ্রু॥ তার বৃন্দাবনে এতকালে এলাম। নানা ফুল তুলে ডাল ভেঙে নিলি॥ আর কত অপরাধ করেছিস, তুই সব জানিস। এখন তার কথা না শুনলে সে ছাড়বে কেন? ২॥ রাধা, তোমার চরিত্র আমি ভাল বুঝতে পারিনা। কানাইকে কতদিন ভাঁড়াতে (ছলনা করতে) পারবে॥ তার অনুরোধ এড়াতে পারবিনা। রাধা একথা বুঝে আমার কথা রাখো॥ তুমি যত ফল ফুল নিলে সে তার দাম চাইছে। না দিলে বেঁধে রাখবার জন্যে দড়ি তৈরি করে রেখেছে॥ বলে যদি বেঁধে রাখে তবে তো জাতি নষ্ট হবে। বাসলীর শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৩৪

বড়াই রাধার এই অহেতুক মানে খুব বিরক্ত হয়ে তাকে কৃষ্ণের কথা শুনতে অনুরোধ করল। গীতটি চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকসহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোক সমন্বয়ে, ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আয়িলাহোঁ : আসলাম। মরসিব : ছাড়বে। সজ কৈল দড়ী : দড়ী প্রস্তুত করল।

২১. কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

বড়াইকে রাধা।

সব্বারে বুন্নিলোঁ বড়ায়ি সজাইআঁ আঙ্কুড়ী।
বৃন্দাবনে ফুল পাত না ভাঙ্গে পাখুড়ী॥
কৃষ্ণে দেখিলেঁ বড়ায়ি পারিবেক গালী।
আঞ্চলে ধরিব আর বুলিব ধামালী॥ ১॥
তবেঁ বোল ফুল তোল বড়ায়ি।
যা নাহিঁ আইসে কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥

ফুল তুলিহ বড়ায়ি চাম্পা নাগেশ্বর।
গাছ না ভাঙ্গিহ ফল না লৈহ বিথর॥
কৃষ্ণ দেখিলেঁ বড়ায়ি লয়িবেক কর।
সুণিআঁ সাসুড়ী যায়ি[১২৩/খ]তেঁ না দিব ঘর॥ ২॥
আতি না তুলিহ বড়ায়ি গুলাল মালতী।
কনক যূথিকা মাহ্লী লবঙ্গ সেয়তী॥

কৃষ্ণ যবেঁ দেখিবেক গাছ পাতেঁ পাতেঁ।
তবেঁ কাহাকেহো ঘর না দিবে যাইতেঁ॥ ৩॥
এবেঁ ফল ধরিলেক আহ্মার বচনে।
আসিআঁ বিরোধিল মথুরা গমনে।
এবেঁ মোর থানে নাহিঁ তাহাক উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

বড়াই, আঁকশি সাজিয়ে সবাইকে বললাম, বৃন্দাবনে ফুল পেড়োনা বা পাখুড়ি (নবপল্লব) ভেঙ্গো না॥ বড়াই, কৃষ্ণ দেখলে গালি পাড়বে। আঁচল ধরবে এবং অশ্লীল কথা (ধামালী) বলবে॥ ১॥ বড়াই, ওদের বললাম, যেখানে কানাই আসে না সেখান থেকে ফুল তোলো॥ ধ্রু॥ বড়াই, ওদের বললাম, চাঁপা নাগেশ্বর ফুল তোলো, গাছ ভেঙ্গো না, ফল বেশি নিয়ো না॥ বড়াই, কৃষ্ণ দেখলে কর চাইবে। সেকথা শুনলে শাশুড়ি ঘরে ঢুকতে দেবে না॥ ২॥ বড়াই, ওদের বললাম, গুলাল (বাবুই তুলসী), মালতী বা কনক যূথিকা, মল্লিকা, লবঙ্গফুল, শ্বেত গোলাপ (সেয়তী) বেশি তুলো না॥ কৃষ্ণ যখন পাতি পাতি করে গাছ দেখবে, কাউকেই তখন আর ঘরে যেতে দেবে না॥ ৩॥ এখন আমার কথা ফলে গেল। আমাদের মথুরায় যেতে বাধা দিচ্ছে॥ এখন (তাকে নিরস্ত করার) কোনো উপায় আমার জানা নেই। বাসলী শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৩৫

রাধা বড়াইকে বোঝাচ্ছে, সে সখীদের ফুল-ফল তোলার ব্যাপারে সাবধান করেছিল। তারা কথা শোনেনি। বাধা কি করবে? গীতটি চতুষ্পংক্তিক চারটি শ্লোকসহ, একটি দ্বিপংক্তিক (দশমাত্রক) ধ্রুবশ্লোকে, মোট ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ মাহ্লী : মল্লিকা। সেয়তী : শ্বেত গোলাপ। গুলাল : বাবুই তুলসী। পাঁতে পাঁতে : পাতি পাতি করে।

স. ৯॥ অস্মিন্নবসরে রাধাং মাধবঃ প্রাহ সত্বরং।
পেশলাপেশলং পুষ্পবাণবাণজ্বরাতুরঃ॥

এই অবসরে মাধব সত্বর পুষ্পবাণ জ্বরাতুর রাধাকে কড়া কড়া কিছু কথা শুনিয়ে দিলেন।

২২. পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

তোঁএঁ না গুণসি মনে।
আল করিবোঁ যতনে।
নিজ ধন দিআঁ সুন্দরী রাধা নির্ম্মায়িলোঁ এ বৃন্দাবনে॥
আনেক ফুল তুলিলেঁ।
আল বহুত ফল খায়িলেঁ।
আর অনুচিত কৈলেঁ রাধা ডাল ভাঙ্গিআঁ পেলায়িলে॥ ১॥
রাধা কৈল বৃন্দাবন নাশে।
সে ফুল তুলিআঁ নিলেঁ যাহার যোজন বাসে॥ ধ্রু॥
যূথী কেশর সেঅথী।
মাধবীলতা মালতী।
সকল ফুল লআঁ [১২৪/ক] রাধা তোহ্মে না থুয়িলেঁ কতী॥
তোহ্মে আইহন গোআলী।
আহ্মে দেব বনমালী।
আল সব ফুল সজাআঁ শয়ন তোর মোর করী কেলী॥ ২॥
যবেঁ সে ফুল না দিবেঁ।
তবেঁ সমুচিত ফল পাইবেঁ।
চোরবাদেঁ তোহ্মা বান্ধিআঁ থুয়িবোঁ কেমণে ঘর জাইবেঁ॥
এভোঁ সুন মোর বোল।
দেহ মোরে চুম কোল।
অভিনব তোর রূপ যৌবন দেখিআঁ পড়িলোঁ ভোলে॥ ৩॥
কেহ্নে হেন কাম কৈলে।
সব ফুল ফল লৈলে।
বৃন্দাবন মাঝে পসিআঁ রাধা সব তরু শুন কৈলেঁ॥
দেখিআঁ পোড়ে হৃদয়ে।
যেন মোর প্রাণ জাএ।
কাহাকে কহিবোঁ কে না পাতিআএ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

তুই মনে গণনা করিস না। আমি যত্ন করে নিজধনে, ওগো সুন্দরী রাধা, এই বৃন্দাবন নির্মাণ করলাম॥ তোমরা অনেক ফুল তুলেছ, অনেক ফল খেয়েছ। আর রাধা, তোমরা ডাল ভেঙে ফেলে অনুচিত কাজ করেছ॥ ১॥ রাধা, তোমরা বৃন্দাবন নষ্ট করেছ। যে ফুল তুলেছ, এক যোজন পর্যন্ত তার সুগন্ধ ছড়ায়॥ ধ্রু॥ যূথী, কেশর, সেঁউতি, মাধবীলতা, মালতী, রাধা, তোমরা সবরকম ফুল নিয়ে, কিছুই অবশিষ্ট রাখোনি॥ তুমি আইহনের গোয়ালী। আমি

দেব বনমালী। বিভিন্ন ফুল শয্যা সাজিয়ে তোর আমার কেলী করব॥ ২॥ সেই ফুল না দিতে পারলে তাব সমুচিত ফল পাবে। চোর অপবাদে তোমাকে বেঁধে রাখবো। তখন কি ভাবে ঘরে যাবে॥ এখনো আমার কথা শোনো। আমাকে চুম্বন আলিঙ্গন দাও। তোর অপূর্ব রূপ-যৌবন দেখে আমি ধাঁধায় (ভোলে) পড়েছি॥ ৩॥ রাধা, তুমি সব ফুল-ফল নিযেছ। বৃন্দাবনে প্রবেশ কবে, রাধা, সব তক শূন্য করলে॥ দেখে আমার মন (দুঃখে) পোড়ে। যেন
প্রাণ যায়! কাকে একথা বলব, কে বিশ্বাস করবে? —এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইছেন॥ ৪॥ ২৩৬

কৃষ্ণ তার বৃন্দাবনের ফল-ফুল তোলাব জন্যে বাধাকে দোষী কবে, বিনিময়ে বতিমিলন দাবি কবছেন। ৮॥ ৮॥ ১২॥ ৮ I-মাত্রক দীর্ঘ চৌপদী ছন্দে গীতটি চাবটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকসহ, ১০॥ ৮॥ ৮ I-মাত্রক একটি ধ্রুব পংক্তিক শ্লোকে, মোট, নযটি পংক্তিতে বচিত॥

২৩. কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

মো নাহি নাশি তোর বৃন্দাবনে।
সুণ ল সুন্দর কাহ্নাঞিঁ॥
পথিক লোক তাক উপভোগে ল
তাত মোর দোষ নাহিঁ॥ ১॥
মিছা দোষ মোরে না দিহ কাহ্নাঞিঁ ল
মো জাওঁ রাজপথে॥ ধ্রু॥

মো যবেঁ জাণিতোঁ হেন করিবেঁ তো ল
[১২৪/খ] তবেঁ নাসিতোঁ এ বাটে।
নাহিঁ যাইতোঁ দধি দুধ বিকণিতেঁ ল
কাহ্নাঞিঁ মথুরার হাটে॥ ২॥
না জাণো কি তোর মণে রোষ আছে ল
মোর দোষ তেকারণে।

তোহ্মাক হেন বুলিতেঁ না জুআএ
তোহ্মে নান্দের নন্দনে॥ ৩॥
এহা পথেঁ আরবার নাহিঁ জাইবোঁ ল
দেহে যা জীউ বসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

শোনো সুন্দর কানাই, তোর বৃন্দাবন আমি নষ্ট করিনি। পথিক লোকে যদি তাকে উপভোগ করে তাতে আমার কোনো দোষ নেই॥ ১॥ ওগো কানাই, মিছে আমার দোষ দিয়োনা, আমি তো রাজপথ ধরে যাচ্ছিলাম॥ ধ্রু॥ আমি যদি জানতাম তুমি এমন করবে, তবে এ-পথে আসতাম না। ওগো কানাই, তাহলে আমি মথুরার হাটে দৈ-দুধ বেচতে যেতাম না॥ ২॥ জানিনা, তোর মনে কি রাগ আছে, সে জন্যে আমায় দোষ দিচ্ছিস। তোমার এমন কথা বলতে মন চায় না, তুমি যে নন্দের নন্দন॥ ৩॥ এ-পথে আর যাব না গো, দেহে যতক্ষণ জীবন রয়েছে। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥

২৩৭

কৃষ্ণের অনুযোগের জবাবে রাধা জানালেন, তিনি কৃষ্ণের বৃন্দাবন নষ্ট করেননি। অকারণে কৃষ্ণ তাকে দোষারোপ করছেন। গীতটি ৮॥৪॥৮॥-যতিভাগে, চারটি দ্বিপংক্তিক শ্লোকসহ, একটি ধ্রুব-পংক্তি সহযোগে, মোট নয় পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ দেহে যা জীউ বসে : দেহে যতক্ষণ জীবন রয়েছে।

২৪. গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

যদি যাসি রাধা তোএঁ এ রাজপথে।
মোর বৃন্দাবন কেহ্নে আইলা অথবেথে॥
যাতি আজি নষ্ট ভৈল আঅর সেয়তী।
এত পুষ্প নঠ কৈলেঁ কাহার যুগতী॥ ১॥
রাধে ল আল কি ফুরিল মণে।
কেহ্নে ভাঁগিল রাধা মোর বৃন্দাবনে॥ ধ্রু॥

লবঙ্গ মালতী রাধা ভাঙ্গিলে আপাব।
দনা মকআ ভাঙ্গিলে দুলালেব ডাল॥
দুতাব বোলে ভাঙ্গসি বৃন্দাবন।
নাহিঁ জাণো নাবী তোব কেহ্নেন মন॥ ২॥
মাহ্লী কুন্দ ভাঁগিলেঁ তোঁ আযব নেআলী।
মাধবীলতা ভাঁগিলেঁ আঅব পাবলী॥

বৃন্দাবন ভাঁ[১২৫/ক]গি মোব কবিলেঁ বিকল।
পায়িবেঁ আহ্মার থানে উচিত ফল॥ ৩॥
যবেঁ তিরীবধে নাহী থাকে ডর।
তবেঁ আজি মারিআঁ পাঠাওঁ যমঘব॥
মোঞিঁ সে জাণো মোব যেন কবে মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

রাধা, তুই যদি রাজপথেই যাস তবে আমার এই বৃন্দাবনে তড়িঘড়ি বা আস্তেব্যস্তে কেন এলি? জাতী এবং সেবন্তী নষ্ট হল। কাব পবামর্শে বা যুক্তিতে এত পুষ্প নষ্ট করলে? ১॥ ওগো রাধা, তোমার মনে কি (বুদ্ধির) স্ফুবণ হল। কেন আমার বৃন্দাবন ভেঙে নষ্ট করলে? ধ্রু॥ রাধা, তুমি লবঙ্গ, মালতী অজস্র ভাঙলে। দনা (পুষ্প বিশেষ), মরুয়া (গন্ধতুলসী) এবং দুলালের ডাল ভেঙেছ॥ কোন দূতীব পরামর্শে বৃন্দাবন ভাঙলে? ওগো নারী, জানিনা কেন তোর এমন দুর্বুদ্ধি হল॥ ২॥ মল্লিকা (মাহ্লী), কুন্দ এবং নবমল্লিকা (নেআলী) ভাঙলে। মাধবীলতা এবং পারুল ভাঙলে॥ আমার বৃন্দাবন ভেঙে বিকল করলে। আমার কাছে তার উচিত ফল পাবে॥ ৩॥ যদি স্ত্রীবধের ভয় না থাকত তবে আজ তোকে মেরে যমঘবে পাঠাতাম॥ আমিই জানি আমার মনে কি (দুঃখ) হচ্ছে॥ বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীতি গাইলেন॥ ৪॥ ২৩৮

কৃষ্ণ তার বৃন্দাবন নষ্ট কবার জন্য রাধাকেই দোষী কবছে। গীতটি চাবটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকসহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোক সমন্বয়ে, মোট ১৮টি পযার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ অথবেথে : আস্তেব্যস্তে (তড়িঘড়ি)। যাতি : জাতী পুষ্প। সেয়তী : সেবন্তী (পুষ্পবিশেষ)। দনা : পুষ্পবিশেষ। মরুআ : গন্ধ তুলসী। মাহ্লী : মল্লিকা। নেআলী : নবমল্লিকা। পারলী : পারুল।

২৫. রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

তোহ্মার বচন কাহ্নাঞিঁ ধরিআঁ মণে।
সব সখি লআঁ আইলোঁ তোর বৃন্দাবনে॥
সব ফুল তুলী লৈল তোহ্মার আদেশে।
এবেঁ কেহ্নে তুলি দেহ মোরে চুরী দোষে॥ ১॥
না বোল না বোল মিছ্যা দেব চক্রপাণী।
তোমার বদনে কেহ্নে আইসে হেন বাণী॥ ধ্রু॥

ফুল ফল কাহ্নাঞিঁ কিছু নাহি হাথে।
এবেঁ ফুল কথাঁ পায়িবোঁ জগন্নাথে॥
গুটি চারি ফুল হের আছে মোর হাথে।
তাক নেহ তোর মনের সোআথে॥ ২॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝিআরী।
ফুল চুরী বাদ আহ্মে সহিতেঁ না পারী॥

না দেখিল না শুণিল বোলহ উত্তর।
তোহ্মাতে আধিক আর নাহিঁক নাগর॥ ৩॥
মিছ্যা কেহ্নে বো[১২৫/খ]ল এবেঁ সুন্দর মুরারী।
তোর ফুল তুলী লৈল সব গোপনারী॥
ছাড়হ নিলজ কাহ্ন কপট বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

কানাই তোমার কথা বিশ্বাস করে, সব সখীদের নিয়ে তোমার বৃন্দাবনে এলাম॥ তোমার আদেশেই সবাই ফুল তুলল। এখন আমার উপর কেন চুরির দোষ আরোপ করছ? ১॥ দেব চক্রপানী মিছ্যা কথা কখনো বোলো না। তোমার মুখে কি করে এমন কথা এল? ধ্রু॥ কানাই, দেখ আমার হাতে ফুল ফল কিছুই নেই। ওগো জগন্নাথ, এখন ফুল আমি কোথায় পাব? দেখ, মাত্র গোটা চারেক ফুল আমার হাতে রয়েছে। যদি মনে শান্তি পাও তো সেগুলি নাও॥ ২॥ আমি বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের বউ। ফুল চুরির অপবাদ আমি সহ্য করতে পারি না॥ না দেখে, না শুনে তুমি যেমন ইচ্ছা বলছ। তোমার চেয়ে বড় নাগর (চতুর অর্থে) কেউ নেই॥ ৩॥ সুন্দর মুরারী, কেন মিছ্যা কথা বলছ? গোপনারীরা তোর সব ফুল তুলে নিয়েছে॥ নির্লজ্জ কানাই, এই কপট বচন ত্যাগ কর। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৪॥

২৩৯

রাধা কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছেন, ফুল ফল তিনি নেননি। কৃষ্ণের কথাতেই সে সব গোপনারীরা নিয়েছেন। চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকসহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে, মোট ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ মনের সোআথে : মনের শান্তিতে।

স. ১০॥ বৃন্দাবনীয়প্রসবপ্রকণ্ঠপ্তাং
পশ্যামি রাধে ভবতীং পুরস্তাৎ।
বিশ্রাণয় ত্বং কুসুমান্ববায়ে
বামেথবা মোদবিধায়ি দেহং॥

রাধে, তোমাকে আমার সম্মুখে বৃন্দাবন কুসুমে পরিশোভিত দেখছি। ওগো, কুসুম বংশসম্ভূতে সুন্দরী, তোমার আমোদদায়িনী দেহ আমাকে দান কর।

২৬. পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ দণ্ডকঃ॥

কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার রূপের স্তুতি।

তমাল কুসুম চিকুরগণে।
নীল কুরুবক তোর নয়নে॥ ১॥
সুপুট নাসা তিলফুলে।
দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে॥ ২॥
আধর সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে।
কর্ণযুগ তোর এ বগাহুলে॥ ৩॥
মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে।
সুস্তরী কুসুম তোর বসনে॥ ৪॥
ভুজযুগ হেমযূথিকামালে।
আশোকতবক করযুগলে॥ ৫॥
মুকুলিত থলকমল তনে।
বোমরাজী তাত আতয়ীগণে॥ ৬॥
গভীর নাভী নাগেশর ফুলে।
কনক কেতকী জংঘযুগলে॥ ৭॥
চরণকমল থলকমলে।
আঙ্গুলী চম্পককলিকা [১২৬/ক] জালে॥ ৮॥
নখরনিকর দেখি গুলালে।
শিরীষ কুসুম তনু সকলে॥ ৯॥
কনক চম্পক কুসুমপান্তী।
তোহ্মার সকল শরীরকান্তী॥ ১০॥
নেআলী সেআলী মাহ্লী বিকসে।
তোহ্মার মধুর ঈষত হাসে॥ ১১॥
দেখোঁ মো তোর ফুলশরীরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ১২॥

তোমার চুল তমাল কুসুম সদৃশ। নয়ন তোর যেন নীল কুরুবক॥ ১॥ সুপুষ্ট নাসা যেন তিলফুল। তোর গণ্ডযুগলে মহুল ফুল দেখছি॥ ২॥ অধর রঙীন বাঁধুলী সদৃশ। কর্ণযুগল তোর যেন বকফুল॥ ৩॥ তোর দশন যেন মুকুলিত কুন্দ। তোর বসন হল কস্তুরী কুসুম-সদৃশ॥ ৪॥ ভুজযুগ যেন স্বর্ণ যূথিকার মালা। হাত দুটি যেন অশোক গুচ্ছ॥ ৫॥ স্তনযুগল মুকুলিত স্থলপদ্ম। রোমরাজি তার (আতয়ীগণ) পাপড়ি সদৃশ (?)॥ ৬॥ গভীব নাভিদেশ যেন নাগেশ্বর ফুল। জঘন যুগল কনক কেতকী সদৃশ॥ ৭॥ চরণদুটি যেন স্থলকমল। আঙুলগুলি যেন চাঁপাকলির জালিকা॥ ৮॥ নখগুলিতে যেন গুলাল (রক্তিম তুলসী) দেখছি। সারা দেহ যেন শিরীষ ফুল॥ ৯॥ শরীরের লাবণ্য যেন কনকচাঁপা॥ ১০॥ নবমল্লিকা, শেফালি, মল্লিকা যেন (সারা দেহে) বিকশিত, তোমার ঈষৎ মধুর হাসিতে॥ ১১॥ আমি তোর ফুল শরীরই দেখছি। বাসলীবরে এ-গীত চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ১২॥

২৪০

কৃষ্ণ রাধার সর্বশরীরে নানা ফুলের শোভা প্রত্যক্ষ করছেন। একাবলী (৬।৫) ছন্দে, ১২টি দ্বিপংক্তিক স্তবকে (ধ্রুবশ্লোক নেই), মোট ২৪ পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বগাহুলে : বকফুল। খস্তুরী . কস্তুরী। গুলাল : রক্তিম তুলসী। নেআলী : নবমল্লিকা। সেআলী : শেফালী। মাহ্লী : মল্লিকা।

২৭. দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণের প্রতি রাধা।

কাহ্নাঞিঁ ল
সকল পুরুষ মাঝেঁ তোহ্মে বড় নাগর
তোহ্মারে কে দিবেক উত্তর।
ছাড়হ অলগ্জাল না কর কচাল
এড় যাওঁ মথুরা নগর ॥ ১ ॥
কাহ্নাঞিঁ ল
বুঝিল বুঝিল তোহ্মার মতী।
সম দেখ সকল যুবতী ॥ ধ্রু ॥

কিবা না করিল আহ্মে তোহ্মার এক বচনে
লাজে দিআঁ তিলাঞ্জলী।
নিজ পতি না চাহিলোঁ তোহ্মাক উপেখিলোঁ
সহিলোঁ সাসুননন্দগালী ॥ ২ ॥
বিষম পুরুষ জাতী কঠিন হৃদয় আতী
তাক নাহিঁ কিছু পরকার।

ছার তিরী যরম শিরীষ কুসুম মন
বড় মানে তিল উ[১২৬/খ]পকার ॥ ৩ ॥
তোহ্মার নেহ সকল কমলিনীদলজল
চঞ্চল দুষ্কিহেঁ পড়িহাসে।
এড়হ আহ্মার আশে চলি জাহা নিজ বাসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ওগো কানাই। সব পুরুষের মধ্যে তুমি সব চেয়ে বড় নাগর (বিদগ্ধ)। তোমার কথার কে উত্তর দেবে? এসব উৎপাত ছাড়, কচাল (বিবাদ) ছেড়ে দাও। আমরা মথুরা নগরে যাই ॥ ১ ॥ ওগো কানাই, তোমার মতিগতি বুঝেছি। সব যুবতীকে সমান দেখ ॥ ধ্রু ॥ তোমার এককথায় লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমি কি না করেছি। তোমার জন্যে নিজ পতিকে চাইনি, উপেক্ষা করেছি, শাশুড়ী ননদের গালি সহ্য করেছি ॥ ২ ॥ পুরুষজাতি অতি বিষম, অত্যন্ত কঠিন। তাকে দিয়ে কোনও প্রকার উপকার নাই। এই স্ত্রীজন্ম ছার, এদের মন শিরিষ ফুলের মত কোমল, সামান্য উপকারকেও বড় বলে গণ্য করে ॥ ৩ ॥ তোমার প্রেম কমলিনী দলে জলের মতো, চঞ্চল, সব কিছুকে পরিহাস করে। আমার আশা ত্যাগ কর, নিজের ঘরে ফিরে যাও। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ২৪১

রাধা কৃষ্ণের প্রেমের নিষ্ঠায় বিশ্বাসী নন বলে অভিমানের উক্তি করছেন। মূল গীতটি ৮ ॥ ৮ ॥ ১০ ।-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে, চারটি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে রচিত। ধ্রুবশ্লোকটি ১০ ॥ ১০ ॥ ।-মাত্রক দুই পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ অলগ্জাল : উৎপাত। কচাল : অহেতুক বিবাদ।

২৮. কহ্নরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণ।

তোহ্মাতে মজিল মোর মনে ল।
আল হের সুন প্রাণ রাধা ল।
কেহ্নে বোল নিঠুর বচনে॥
হের মোর বৃন্দাবনে ল।
আল হের সুন প্রাণ রাধা ল।
নিফল করহ কি কারণে॥ ১॥
নানা ফুলে বুলে ভ্রমরে।
আল হের সুন প্রাণ রাধা ল।
তভোঁ কি মালতী পাসরে॥ ধ্রু॥

এ তোর নব যৌবনে ল
আহোনিশি জাগে মোব মণে।
তাহাত তোহ্মা বমণে ল।
খেতি করে আহ্মাব পবাণে॥ ২॥
মন ঝুরে তোব নামে ল
সংসাবত তোহ্মা কৈলোঁ সাবে।

তোর বোলেঁ গোপীগণে ল।
তুষিআঁ তেজিলোঁ পরকারে॥ ৩॥
তোতে মন না বিচলে ল।
বোল মোরে বৈশোঁ তোর পাশে॥
খণ্ডুক আহ্মাব দুখ হউক মন সুখ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো তোমার প্রতি আমার মন মজেছে। ওগো প্রাণের রাধা শোন, কেন আমাকে নিষ্ঠুর কথা বলছ? আমার বৃন্দাবনের দিকে তাকিয়ে দেখ। ওগো প্রাণের রাধা শোন, কেন আমাকে নিষ্ফল করছ॥ ১॥ ভ্রমর নানা ফুলে বসে। ওগো প্রাণের রাধা শোন, তবু সে কি মালতীকে ভুলতে পারে? ধ্রু॥ আমার মনে দিবানিশি তোর নব যৌবনের কথা জাগে। তাতে আমার প্রাণ তোমাকে রমণ রূপ কর্ষণ কবতে আগ্রহী হয়॥ ২॥ তোর নামে আমার মনে অশ্রু ঝরে, সংসারে তোমাকেই সার করেছি। তোর কথাতেই তো গোপীদের তোষণ করে তাদের ত্যাগ করে এলাম॥ ৩॥ তোর মন যেন বিচলিত না হয়। বলতো তোমার পাশে গিয়ে বসি। আমার দুঃখ দূর হোক, মনে সুখ আসুক। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৪২

কৃষ্ণ রাধাকে রমণে অনুমতি দিতে অনুনয় করছেন। গীতটির ছন্দ-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। প্রথম ১০॥ ৮॥ ১০ I-মাত্রক চতুষ্পংক্তিক শ্লোকে সুরু করে, পরে, ধ্রুবশ্লোকেব পরবর্তী দ্বিতীয় শ্লোক থেকে ৮॥ ১০ I-দ্বিপংক্তিক চারটি শ্লোকে, মোট ১২ পংক্তিতে শেষ করা হযেছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ খেতি : কর্ষণ। বিচলে : বিচলিত হয়।

স. ১১॥ কৃষ্ণস্য প্রে[১২৭/কা]মবচসা রাধা সাদরমানসা।
বশাভবাদসাবাশু কুসুমাসুগসঙ্গতা॥

অনুরাগিনী রাধা কুসুমবাণে বিদ্ধ হয়ে, অতি সত্বর কৃষ্ণের প্রেমবাক্যের বশীভূত হলেন।

২৯. ভাঠিআলীরাগঃ॥ রূপকং॥

রাধা কৃষ্ণকে।

তিরীর সভাব মণে করে।
প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল।
তাত রোষ না কর নাগরে॥
এ তোহ্মার বচনে।
প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল।
সব কোপ খণ্ডিল এখনে॥ এআ॥ ১॥
আল হের॥
এহি জাগে তোহ্মার চরণে॥

প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল
আহ্মা সম না করিহ আনে॥ ধ্রু॥
তোহ্মার আহ্মার দুঈ মণে।
এক করী গাছিল মদনে॥
তার আনুরূপ বৃন্দাবনে।
তোর বোল না করিব আনে॥ ২॥
বিধি কৈল তোর মোর নেহে।
একই পরাণ এক দেহে॥

সে নেহ তিঅজ নাহিঁ সহে।
সে পুণি আহ্মার দোষ নহে॥ ৩॥
কে বুলিতেঁ পারে তোর গুণে।
একেঁ একেঁ বসে মোর মনে॥
এবেঁ আসি বৈশ মোর পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো, প্রাণ কানাই, স্ত্রীলোকের স্বভাব মনে রেখে তার প্রতি রাগ রেখো না॥ ওগো প্রাণ কানাই তোমার কথায় এখন সব রাগ দূর হল॥ ১॥ আর শোনো, তোমার চরণে এই প্রার্থনা, অন্যের সঙ্গে আমায় সমান করে দেখো না॥ ধ্রু॥ মদন তোমার ও আমার দুটি হৃদয়কে এক করে গেঁথে দিল॥ আর এই মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বৃন্দাবনে, তোর কথার অন্যথা করব না॥ ২॥ বিধাতা তোর ও আমার এক প্রাণ এক দেহে অখণ্ড প্রেম সৃষ্টি করলেন॥ সে প্রেম ত্যাগ করলে এটা প্রাণে সইবে না। —সে প্রেম অপরের সহ্য না হলে, সেটা আমার দোষ নয়॥ ৩॥ তোর (অশেষ) গুণের কথা কে বলতে পারে? সব একে একে আমার মনে পড়ছে॥ এখন আমি তোর পাশে বসব॥ বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৪৩

রাধা এবারে কৃষ্ণের কাছে আত্ম-সমর্পণ করলেন। ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ১০॥ ১০ ।-দিয়ে সুরু। মাঝে মাঝে 'প্রাণ কাহ্নাই ল'—আখর। দ্বিতীয় শ্লোক থেকে চারটি দশমাত্রক পংক্তিক শ্লোক। —মোট ১৮টি পংক্তিতে গীতটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

৩০. দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কবির বর্ণনা।

যত মনোরথ ছিল তাহাক সফল কৈল
নানাবিধি দিআঁ আলিঙ্গনে ॥
রাধার তন পঁরসে [১২৭/খ] যেহ্ন আমৃতকলসে
সিনায়িল শ্রীমধুসূদনে ॥ নাএ ॥ ১ ॥
রসে ম্বরিআঁ মণে।
কাহ্ন কৈল কেলি বৃন্দাবনে ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥

বদনে বদন কৈল
উচিতেঁ আমৃতেঁ বৃষ্টি ভৈল।
দিল নয়ন নয়নে রস বসে ঘন ঘনে
কমলে খঞ্জন সংযোজিল ॥ ২ ॥
যোতী রসন বসনে দুই কিশলয় যেহ্নে
দামোদরেঁ মধু পান কৈল।

নানা থানক চুম্বীল আধরে আধর দিল
বিম্ব পোআলেঁ এক ভৈল ॥ ৩ ॥
পরসিল ঘন ঘন রাধার জঘন
কৈল মনমথ পরিতোষে।
দুইহো মনের উল্লাসে করিল বনবিলাসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

যত প্রকার মনোবাসনা ছিল, নানাবিধ আলিঙ্গনেব মাধ্যমে সবই সফল কবল। বাধাব স্তনেব স্পর্শে যেন অমৃত কলসে শ্রীমধুসূদন স্নান করলেন ॥ ১ ॥ রসে মন আলোড়িত করে, কানু বৃন্দাবনে কেলি করল ॥ ধ্রু ॥ বদনে বদন মিলিত কবল। ·· যেন উচিত অমৃত বর্ষিত হল। নয়নে নয়ন মিলিত হল যেন রসাবেশে ঘনঘন কমলে খঞ্জন মিলিত হল ॥ ২ ॥ বসনে কাঞ্চীতে (অথবা জিহ্বায় জিহ্বায়) যুক্ত হযে যেন দুটি কিশলয দামোদবে মধু পান করল। নানা স্থানে চুম্বন করল। অধরে অধব মিলিত করল। বিম্বে ও প্রবালে (প্রতিবিম্বে?) এক হযে গেল ॥ ৩ ॥ রাধার জঘন ঘনঘন স্পর্শ কবল, মন্মথকে পরিতুষ্ট করল। দু'জনায় মনের উল্লাসে বনবিলাস করল। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ২৪৪

কবি এখানে রাধা-কৃষ্ণের রতিক্রীড়া সংক্ষেপে বর্ণনা কবেছেন। চাবটি ৮ ॥ ৮ ॥ ১০ ।-মাত্রক দ্বিপংক্তিক শ্লোকসহ, ৮ ॥ ১০ ।-মাত্রক ধ্রুবশ্লোকে, মোট ৮টি দীর্ঘ ত্রিপদীসহ একটি ৮ ॥ ১০ ।-একপদীতে গীতটি বচিত। দ্বিতীয় স্তবকেব দ্বিতীয় পদটি অস্পষ্ট থাকায পাঠ কবা যাযনি।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ ম্বরিআঁ : মথিত বা আলোড়িত করে। যোতী রসন বসনে : জিহ্বায় জিহ্বা মিলিত করে (অথবা বসনে কাঞ্চীতে মিলিত হয়ে)। পোআলে : প্রবালে। বিম্ব পোআলে : বিম্বে-প্রতিবিম্বে।

ইতি বৃন্দাবনখণ্ডঃ সমাপ্ত ॥

অথ যমুনান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ডঃ

১. মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

কবির বর্ণনা।

গোপীগণমন তোষিল দেব চক্রপাণী।
মথুরা নগর যাইতেঁ দিলান্ত মেলানী॥ ১॥
তখন শুনিল কিছু মণে দামোদর।
বিলাস করিলোঁ মোএঁ বনের ভিতর॥ ২॥
জল[১২৮/ক] কেলি করিবারেঁ কাহ্নু কৈল মন।
খণে এক গুণিল হৃদয়ে জনার্দ্দন॥ ৩॥
বৃন্দাবন মাঝে যমুনা নদী বহে।
তাহাত গম্ভীর আছএ কালীদহে॥ ৪॥
কালীয় নাম নাগ তাহাত বসে।
জলে মাছ কূলে গাছ মৈল তার বিষে॥ ৫॥
কোহ্নো জন্তু তাত না করএ জল পান।
তাহাত আধিক নাহিঁ বিজন থান॥ ৬॥

কালী দলিআঁ জল করিআঁ নির্ম্মল।
তাহাত করিবোঁ জলকেলি সকল॥ ৭॥
হেন মনে চিন্তি গেলা দেব দামোদর।
কালীয়দহের কূল কদমের তল॥ ৮॥
কদম্বতরুত চড়ী দহে দিল ঝাঁপ।
দেখি রাখোআল ডরেঁ উঠি গেল কাঁপ॥ ৯॥
কোপিল কালীয় নাগ লআঁ পরিবারে।
দশনে দংশিল সব কাহ্নের শরীরে॥ ১০॥
তিলেঁ তিলেঁ নাগকুলেঁ দংশিল কাহ্নাঞিঁ।
হাথ পাঅ গল জড়ী রাখিল তথাঞিঁ॥ ১১॥

তখন বিষের জালে দগধ পরাণ।
আচেতন হয়িআঁ রহিলা দেব কাহ্ন॥ ১২॥
হেনই সম্ভেদে সব গোপযুবতী।
বৃন্দাবন দিআঁ[১২৮/খ] মথুরাক কৈল গতী॥ ১৩॥
বিকল দেখিআঁ তথাঁ রাখোআলগণে।
পুছিল তোহ্মারা কেহে তরাসিল মণে॥ ১৪॥
সব গোপ রাখোআল গোপীগণ থানে।
বুইল কালীদহে ঝাঁপ দিল দেব কাহ্নে॥ ১৫॥
এহা সুণী সব গোপী পাইল তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ১৬॥

চক্রপাণী গোপীগণের মন তুষ্ট করল। তারপর মথুরা যেতে তাদের বিদায় দিল॥ ১॥ তারপর দামোদর মনে চিন্তা করল, শুধু বনের মধ্যেই বিলাস করলাম॥ ২॥ কানুর তখন জলকেলি করতে ইচ্ছা হল। জনার্দন ক্ষণকাল মনে ভাবল॥ ৩॥ বৃন্দাবনের মাঝে যমুনা নদী বয়ে চলেছে। তারমধ্যে কালীদহ বলে এক গভীর দহ রয়েছে॥ ৪॥ সেখানে কালীয় নাগ বাস করে। তার বিষে জলে মাছ এবং কূলে গাছ সব মরে যায়॥ ৫॥ কোনো জন্তু তার জল পান করে না। এর থেকে অধিক নির্জন স্থান কোথাও নেই॥ ৬॥ কালীদহের জল নির্মল করে, তাতে সবাই জলকেলি করব॥ ৭॥ একথা চিন্তা করে দেব দামোদর কালীদহের কূলে কদমের তলায় গেল॥ ৮॥ কদমগাছে চড়ে দহে ঝাঁপ দিল। দেখে রাখাল বালকেরা ভয়ে কেঁপে উঠল॥ ৯॥ তখন কালীয় নাগ সপরিবারে কুপিত হল। কানুর সর্ব শরীর দংশন করল॥ ১০॥ কানাইকে নাগকুলে দংশন করল। হাত-পা-গলায় জড়িয়ে থাকল॥ ১১॥ তখন বিষের

জ্বালায় কানুর প্রাণ দগ্ধ হল। দেব কানাই অচেতন হয়ে পড়ে রইল॥ ১২॥ এই সময়ে সব গোপযুবতী বৃন্দাবন থেকে মথুরায় যাচ্ছিল॥ ১৩॥ সেখানে (পথে) রাখালদের হতবিহ্বল দেখে, জিজ্ঞাসা করল, তোমরা সন্ত্রস্ত হয়েছ কেন? ১৪॥ গোপ বালকরা গোপীদের বলল, দেব কানাই কালীদহে ঝাঁপ দিয়েছে॥ ১৫॥ এ কথা শুনে সব গোপী সন্ত্রস্ত হল। বাসলীশিরে বন্দনা করে এ-গীত চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ১৬॥ ২৪৫

কবি কৃষ্ণের কালীয় হ্রদে ঝাঁপ দিয়ে, সর্প বিষে অচৈতন্য হওয়ার কথা বর্ণনা করলেন। ১৬ শ্লোকে ৩২টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে। কবি ধ্রুবপদ রাখেননি।

স. ১॥ গোপালকুলতঃ শ্রুত্বা নিমগ্নং কালিয়ে হ্রদে।
মাধবং রাধিকা খেদাদ্বিললাপ নিরন্তরং॥

রাখালদের কাছে মাধবের কালীয় হ্রদে নিমজ্জিত হবার কথা শুনে রাধা নিরন্তর খেদ বিলাপ করতে লাগল।

২. শৌরীরাগঃ॥ রূপকং॥

রাধার বিলাপ।

আজি জখনে মোঁ বাঢ়ায়িলোঁ পাএ।
পাছেঁ ডাক দিল কালিনীমাএ॥
তার ফলেঁ মোর পরাণপতী।
মোক ছাড়ী কাহ্নাঞিঁ গেলা কতী॥ ১॥
বাহুড় এ কাহ্নরূপ মুরারী।
তোঁ লাগি বিকলী রাধা গোআলী॥ ধ্রু॥

সামল কোমল দেহ তোহ্মার।
কেমনে সহিবেঁ বিষের জাল॥
ধিক ছুক কাহ্নাঞিঁ সে কালীনাগে।
আহ্মা না দংশিল তোহ্মার আগে॥ ২॥
সহ্মাত বড় যাক তোহ্মার নেহা।
যা সমে তোহ্মার একয়ি দেহা॥

হেন চন্দ্রাবলী করে কা[১২৯/ক]কুতী।
কি কারণে কাহ্ন না দেহ সম্মতী॥ ৩॥
দাঁতে তৃণ করি যাচোঁ কাহ্নাঞিঁ।
কপট ছাড়ী আয়িস মোর ঠাই॥
ভকতীদাসিক তেজহ কেহ্নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

আজ যখন আমি পা বাড়ালাম। কালিনীমা পিছন থেকে ডাক দিল। তারই ফলে, আমার পরাণপতি কানাই আমাকে ছেড়ে কোথায় গেল॥ ১॥ ওগো, কানাই-রূপ মুরারী, ফিরে এস। গোয়ালিনী রাধা তোর জন্যে বিকল হয়েছে॥ ধ্রু॥ তোমার দেহ শ্যামল ও কোমল। বিষের জ্বালা কি করে সহ্য করবে? ওগো কানাই, সে কালীনাগকে ধিক। সে তোমার আগে আমাকে কেন দংশন করল না॥ ২॥ তোমার প্রেম আমার সব থেকে বড়ো গর্বের বিষয়। যার সঙ্গে তোমার এক বা অভিন্ন দেহ॥ সেই চন্দ্রাবলী কাকুতি করছে। ওগো কানাই, কেন সম্মতি দিচ্ছ না? ৩॥ দাঁতে তৃণ করে, ওগো কানাই প্রার্থনা করছি। কপটতা বা ছলনা ত্যাগ করে আমার কাছে এস॥ এই ভক্তদাসীকে কেন ত্যাগ করছ। বাসলীসেবক চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ৪॥ ২৪৬

রাধা কৃষ্ণের এই দুরবস্থা জেনে তাকে ফিরে পাবার জন্যে বিলাপ করছেন। গীতটি দু-পংক্তির ধ্রুবশ্লোকসহ, চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকে, মোট ১৮টি ৬॥ ৫ I-মাত্রক একাবলী ছন্দে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বাহুড় : ফিরে এসে। ভকতী দাসিক : ভক্তদাসীকে।

৩. ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধার বিলাপ ও কবির বর্ণনা।

জাহাত লাগিআঁ নিজ পতি না চাহীল।
লোক ধরম ভয় কিছু না মানিল॥
হেন কাহ্ন মৈলা কালীদহে ঝাঁপ দিআঁ।
গোপযুবতী সব আনাথ করিআঁ॥ ১॥
হৃদয়ত ঘাঅ দিআঁ রাধা গোআলিনী।
করএ করুণা বিনায়িআঁ চক্রপাণী॥ ধ্রু॥

কভোঁ না লঙ্ঘিব আব তোহ্মার বচন।
উঠ উঠ জলে হৈতেঁ নান্দেব নন্দন॥
কি করিব ধন জন জীবন ঘরে।
কাহ্ন তোহ্মা বিণি সব নিফল মোবে॥ ২॥
হা হা নিদয় বিধি কেহ্নে হেন কৈল।
কোঁয়ল কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে বিষজালেঁ মায়িল॥

দেখিতেঁ রাপায়িল সব গোপীর পরাণে।
ত্রিভুবনে সুন্দর নাগব বর কাহ্নে॥ ৩॥
বাধা এক রাখোআল পাঠাআঁ সত্ব[১২৯/খ]রে।
বারতা জাণায়িল নন্দ যশোদাব ঘরে॥
সুণিআঁ নন্দ যশোদা ভৈলা আচেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

যার জন্যে নিজের পতিকে চাইনি। লোকধর্ম ভয় কিছু মানিনি। সেই কানাই কালীদহে ঝাঁপ দিয়ে মরল। সব গোপযুবতীকে অনাথ করল॥ ১॥ গোয়ালিনী রাধা বুকে আঘাত করে সুর করে বলে, ওগো চক্রপাণী আমায় করুণা কর॥ ধ্রু॥ আর কখনো তোমার কথা অমান্য করব না। ওগো নন্দ নন্দন জল থেকে উঠে এস॥ ধ্রু॥ আমি ধন-জন-জীবন ঘর নিয়ে কি করব। ওগো কানাই, তুমি বিনে আমার জীবন যে নিষ্ফল॥ ২॥ হায় হায়! নিষ্ঠুর বিধাতা কেন এমন করল। কোমল কানাইকে কেন বিষজ্বালায় মারল? ত্রিভুবনে সুন্দর শ্রেষ্ঠ নাগর কানুকে দেখবার আকাঙ্ক্ষায় সব গোপীর পরাণ উৎসুক হল॥ ৩॥ রাধা তখন এক রাখালকে নন্দ যশোদার ঘরে পাঠিয়ে খবর জানাল॥ (এ খবর) শুনে নন্দ যশোদা অচেতন হয়ে পড়ল। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

২৪৭

কৃষ্ণ কালীদহে ঝাঁপ দিয়েছেন জেনে রাধা এবং অন্য গোপীরা বিলাপ করতে লাগল। খবর শুনে যশোদা নন্দও অচেতন হযে পড়লেন। গীতটি চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোক-সহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোক সহযোগে, ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ কোঁয়ল : কোমল। রাপাইল : আকাঙ্ক্ষায় উৎসুক হল।

৪. দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কবির বর্ণনা।

সকল গোআলকুল লআঁ ততিখনে।
নন্দ যশোদা ধায়িআঁ আইল সেই থানে॥
দেখিল কালীদহে পসিলা নারায়ণ।
নান্দ যশোদা মিলি জুড়িল কান্দন॥ ১॥
কেহ্নে হেন কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ মোর আদিবসে।
তোহ্মো লাগি ভৈল আজি শুন দশ দিশে॥ ধ্রু॥

লোটাআঁ লোটাআঁ দুঈহো কান্দে একবারে।
কেহ্নে শুন কৈলেঁ মোর সকল সংসারে॥
খাণিএক উঠ দেখোঁ পুতা তোর মুখ।
আহ্মা দুখ দিআঁ পুতা কত পাইবেঁ সুখ॥ ২॥
সকল গোআল কান্দে মাথে দিআঁ হাথে।
কেহ্নে আহ্মা মারি যাহা দেব জগন্নাথে॥

উঠিআঁ বোলহ কে বা কৈল কোণ দোষে।
দহত পসিলা কাহ্নাঞিঁ কাহার রোষে॥ ৩॥
বলভদ্র খাণিএক গুণিলান্ত মণে।
মো[১৩০/ক]হো পায়িল কাহ্নাঞিঁ বিসরী আপণে॥
পুরুব জাণায়িআঁ আহ্মো করায়িউ চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

তৎক্ষণে সব গোয়ালাকুলকে নিয়ে নন্দ-যশোদা সেখানে ছুটে এল। দেখল, নারায়ণ-কালীদহে প্রবেশ করল। নন্দ-যশোদা মিলে সবাই কাঁদতে শুরু করল॥ আমাদের কুক্ষণ বশত কানাই কেন এমন কাজ করলে। তোমার অভাবে আজ দশদিক শূন্য হয়ে গেল॥ ধ্রু॥ দুজনায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, কাঁদছে। আমার সব সংসার কেন এমন করে শূন্য করে দিলে। ওগো পুত্র, একবার উঠে আমাদের মুখ দেখ। আমাদের দুঃখ দিয়ে, ওগো পুত্র, তুমি কত সুখ পাবে॥ ২॥ সব গোপাল মাথায় হাত দিয়ে কাঁদছে। ওগো জগন্নাথ, কেন আমাদের সকলকে মেরে রেখেছ? উঠে এসে বল, আমাদের কে কি দোষ করেছি, কার প্রতি রোষ বশে কানাই, তুমি দহে প্রবেশ করেছ॥ ৩॥ বলভদ্র মনে মনে একবার গণনা করে দেখলেন। কানাই নিশ্চয়ই মোহবশে আত্মবিস্মৃত হয়েছে। তার পূর্ব কথা জানিয়ে চেতন সম্পাদন করব। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

২৪৮

নন্দ-যশোদা এবং সমগ্র গোপকুল কালীদহের তীরে এসে বিলাপ করতে লাগল। বলরামও এসে কানাই-এর এই অবস্থা শুনে সে মোহবশে আত্মবিস্মৃত হয়েছে মনে করল এবং তার পূর্বকথা স্মরণ করিয়ে চেতন সম্পাদন করবে স্থির করল। গীতটি চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকসহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোক সহযোগে, ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আদিবসে : কুক্ষণহেতু। পুতা : পুত্র।

৫. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

বলভদ্রের উক্তি।

আহা।
তোহ্মে জল তোহ্মে থল তোহ্মে বন গিরী।
স্বগ্গ মর্ত্ত্য পাতাল তোহ্মে দেব হরী ॥
তোহ্মে সূর্য্যা তোহ্মে চান্দ তোহ্মে দিকপাল।
লীলাতনু ধরি এবেঁ হয়িলাহা গোআল ॥ ১ ॥
আপণা না চিহ্ন কেহ্নে এবেঁ বনমালী।
জগত সংহর তোহ্মে কোণ ছার কালী ॥ ধ্রু ॥
মীনরূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলেঁ।
কমঠশরীরে তোহ্মে ধরণী ধরিলেঁ ॥
মাহাকোল রূপেঁ দন্তে মেদনী তুলিলে।
নরহরি রূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারিলেঁ ॥ ২ ॥
বামন রূপেঁ তোহ্মে বলিক ছলিলেঁ।
পরশুরাম রূপেঁ ক্ষত্রিয় নাশ কৈলেঁ ॥
শ্রীরাম রূপেঁ তোহ্মে বধিলেঁ রাবণ।
বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন ॥ ৩ ॥
কলকী রূপেতেঁ তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্টজন।
এবেঁ উপজিলা কং[১৩০/খ]শ বধের কারণ ॥
হেন সুনিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাইল চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

তুমি জল, তুমি স্থল, তুমি বন, তুমিই গিরী। ওগো দেব হরি, তুমিই স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ॥ তুমি সূর্য, তুমি চাঁদ, তুমিই দিকপাল। এখন লীলাতনু ধরে গোপাল হয়েছ॥ ১ ॥ ওগো বনমালী, তুমি নিজেকে কেন চিনতে পারছ না। তুমি তো জগত সংহার কর, কালীনাগ তো কোন ছার ॥ ধ্রু ॥ তুমি মীনরূপ ধরে জল থেকে বেদ উদ্ধার করেছ। কূর্ম (কচ্ছপ) শরীরে ধরণীকে ধাবণ করেছ॥ বরাহ রূপে মেদিনী বিদীর্ণ করেছ। তুমিই নরহরি রূপে হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করেছ॥ ২ ॥ বামনরূপ ধরে তুমি দৈত্য বলীকে ছলনা করেছ। পরশুরাম রূপে ক্ষত্রিয়কুল নাশ করেছ॥ শ্রীরামরূপে তুমি রাবণকে বধ করেছ। বুদ্ধের রূপ ধরে তুমি নিরঞ্জনের চিন্তা করেছ॥ ৩ ॥ কল্কী অবতার রূপে তুমি দুষ্টজনকে দমন করেছ। এখন কংসকে বধের উদ্দেশ্যে জন্ম নিয়েছ॥ বলভদ্রের এসব কথা শুনে কানাই চেতন লাভ করল। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ২৪৯

বলরাম কৃষ্ণের পূর্ব পূর্ব জন্মের অলৌকিক কীর্তিসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে এবারে তার চেতনা ফিরে এল। চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকসহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকের সমন্বয়ে, মোট ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ কমঠ : কূর্ম বা কচ্ছপ। মাহাকোল : বরাহ। বলিক : দৈত্যপতি বলিকে।

৬. ধানুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কবির বর্ণনা।

উঠিল সত্বরেঁ নারায়ণ।
বাহু ফাল করিআঁ তখন ॥
যেন তৃন যাএ চণ্ড বাতে।
নাগবন্ধ গেলা তেহ্নমতেঁ ॥ ১ ॥
কালীয় দলিল দামোদর। আল।
যমুনাজলের ভিতর ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥

চড়িলা কালীয়নাগশীরে।
গরুড়বাহন মাহাবীরে ॥
আতি ভরেঁ বদনে তাহার।
বাহিরাএ শোণিতের ধার ॥ ২ ॥
কালীয় নাগের মাহাফনে।
দামোদর জুড়িল নাচনে ॥

এক এক চরণের ঘাএ।
কালীয় নাগের প্রাণ জাএ ॥ ৩ ॥
সামীর মরণকাল জাণী।
তার নেহে বিকলি সাপিনী ॥
ভকতীএঁ কাহ্নাঞিঁর পাএ।
তুতী কৈল চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

নারায়ণ তখন বাহু প্রসারিত করে সত্বর উঠে পড়লেন ॥ যেমন প্রচণ্ড হাওয়ায় তৃণ উড়ে যায়, তেমনি নাগবন্ধন টুটে গেল ॥ ১ ॥ দামোদর যমুনাজলের ভিতর কালীয় নাগকে দলিত করলেন ॥ ওগো কানাই ॥ ধ্রু ॥ গরুড়বাহন মহাবীর কালীয়নাগের শিরে চড়লেন। তখন অত্যন্ত চাপে তার মুখ থেকে রক্তের ধারা বেয়ে পড়ল ॥ ২ ॥ দামোদর কালীয় নাগের মহাফণায় নৃত্য আরম্ভ করলেন ॥ তার এক এক পদাঘাতে কালীয়নাগের প্রাণ প্রায় যায় ॥ ৩ ॥ স্বামীর মরণকাল ঘনিয়ে এসেছে জেনে সাপিনী তার প্রেমে বিকল হয়ে পড়ল ॥ ভক্তিভরে কানাইয়ের পায়ে স্তুতি করল। চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

২৫০

কবি এখানে কৃষ্ণের কালীয়নাগ দমনের বর্ণনা দিয়েছেন। গীতটি দশমাত্রক ১৮টি পংক্তিতে, চারটি চতুষ্পংক্তিক স্তবকসহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে রচিত হয়েছে।

৭. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কালীয়নাগ পত্নীর কৃষ্ণস্তুতি।

ত্রিভুবননাথ তোহ্মো হরী।
প্রভু হয়িআঁ হেন নাহি কবী ॥ ধ্রু কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
জগত না সহে তোহ্মার [১৩১/ক] দাপ। আল।
কোন ছার কালীয় সাপ ॥ ২ ॥
তোহ্মো নিরমিল ত্রিভুবনে।
জল থল জীব জন্তুগণে ॥ ৩ ॥
সাপেবে কবিআঁ বিষ দাণে।
এবেঁ কেহ্নে হবহ পবাণে ॥ ৪ ॥
সামী মোব সেবক তোহ্মাব।
তোহ্মে এথাঁ দিলেঁ আধিকাব ॥ ৫ ॥
মূড় সাপ জলেব ভিতবে।
না জাণিআঁ দংশিল তোহ্মাবে ॥ ৬ ॥
বারেক মোবে দযা কব।
সামী দান দেহ দামোদব ॥ ৭ ॥
সুনিআঁ কাহ্নাঞিঁব ভৈল তোষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥

হরি, তুমি ত্রিভুবন নাথ। আমাদেব প্রভু হয়ে এমন কোবো না ॥ ওগো কানাই ॥ ১ ॥ তোমাব প্রতাপ জগত সহ্য কবতে পারে না। ওগো, কালীয সাপ তো কোন ছার ॥ ২ ॥ তুমি ত্রিভুবন নির্মাণ করেছ। জল স্থল জীব জন্তুগণে (সৃষ্টি কবেছ) ॥ ৩ ॥ সাপকে তুমিই বিষ দান কবেছ। এখন কেন তার প্রাণ হরণ করছ ॥ ৪ ॥ আমার স্বামী তোমার সেবক। এখানে (বাস কবতে) তুমিই তাকে অধিকাব দিযেছ ॥ ৫ ॥ মূর্খ সাপ জলের ভিতব না জেনে তোমায় দংশন করেছে ॥ ৬ ॥ একবারটি আমায দযা কব। ওগো দামোদব, আমাব স্বামীকে ফিবিযে দাও ॥ ৭ ॥ একথা শুনে কানাই তুষ্ট হল। এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন ॥ ৮ ॥

২৫১

কালীয়নাগের দুববস্থা দেখে তাঁব পত্নী কৃষ্ণেব স্তব করে তাকে তুষ্ট কবল ॥ গীতটি আটটি শ্লোকে, ১৬টি দশমাত্রক পংক্তিতে বচিত। ধ্রুবশ্লোক রাখেননি কবি।

৮. রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কৃষ্ণ ও কালীয়নাগের কথোপকথন। সঙ্গে কবির বিবৃতি।

সদয় হৃদয় হঞাঁ বুইল দামোদরে।
সাঁকাল চল তোহ্মে দক্ষিণ সাগরে॥
তথাঁ সুখে থাক গিআঁ আহ্মার বচনে।
যমুনার বাস তেজি নির্ভয় মণে॥ ১॥
এহে।
আণেক কাকুতী কৈল কালীর নাগিনী।
সুণিআঁ কৃষ্ণের হের দয়াযুত বাণী॥ ধ্রু॥

কৃষ্ণের আদেশ শুণী কালীয় নাগে।
প্রণাম করিআঁ বুইল কাহ্নাঞিঁর আগে॥
সাগরে রহিতেঁ আজ্ঞা ভৈল মোর ভাগে।
ত[১৩১/খ]থাঁ গরুড়ের ভয় মোক বড় লাগে॥ ২॥
হেন সুণী কৃষ্ণ বুইল তোহ্মার মাথাতে।
কালীয় রহিব চিহ্ন মোর পদঘাতে॥

এহা দেখি গরুড় না খায়িব তোহ্মারে।
সকল সময় সুখেঁ বসহ সাগরে॥ ৩॥
কাহ্নের আদেশ হেন পাআঁ নাগ কালী।
সাগরক গেলা সব পরিজনে মেলী॥
জল হৈতেঁ হরিষেঁ উঠিলা জনার্দ্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

দামোদর তখন সদয় হয়ে বলল, সত্বর তুমি দক্ষিণ সাগরে চলে যাও॥ আমার নির্দেশে যমুনার বাস ত্যাগ করে সেখানে নির্ভয়ে সুখে গিয়ে বাস কর॥ ১॥ আহা, কালী-নাগিনী অনেক মিনতি করল। তা শুনে কৃষ্ণ দয়াযুক্ত বাণী বলল॥ ধ্রু॥ কালীয় নাগ কৃষ্ণের আদেশ শুনে, কানাইকে প্রণাম করে বলল॥ আমার উপর সাগরে গিয়ে বাস করতে নির্দেশ হল। সেখানে যে আমার গরুড়ের জন্যে ভয় লাগে॥ ২॥ শুনে কৃষ্ণ বলল, আমার পদাঘাতে তোমার মাথায় যে চিহ্ন রয়েছে, তা দেখে গরুড় আর তোমায় খেতে আসবে না। তুমি সবসময়েই সাগরে সুখে বাস করবে॥ ৩॥ কালীয়নাগ কৃষ্ণের এই আদেশ পেয়ে, স-পরিজন সাগরে চলে গেল॥ এবার খুশিমনে জনার্দন জল থেকে উঠে এলেন। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৫২

কালীয় নাগকে দমন করে, দক্ষিণসাগরে (সুন্দরবন অঞ্চলে?) সপরিবারে পাঠিয়ে দিয়ে, তুষ্ট কানাই তীরে উঠে এলেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে, ৪+২+৪+৪+৪ স্তবকসজ্জায় গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সাঁকাল : ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় সোন্‌কান অথবা সত্বর।

৯. **গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥**

কবির বর্ণনা।

কাহ্নাঞিঁক দেখি যত গোপ গোপীগণে।
হরিষেঁ হয়িলা তবেঁ সজল নয়নে॥
কেহো দৃঢ় ভুজযুগেঁ কৈল আলিঙ্গন।
কেহো ঘন ঘন তার চুম্বিল বদন॥ ১॥
হরষিত ভৈল সব যুবতীসমাজে।
কালীয় সাপের মুখে জিলা দেবরাজে॥ ধ্রু॥

ততিখনে যশোদার দেব দামোদরে।
তনে হৈতেঁ ঝরিআঁ পড়িল ক্ষীরধারে॥
বুইল দশ দিশ শুন্য ভৈল মোরে।
চিরকাল জীউ পুত্র মোর গদাধরে॥ ২॥
নেহেঁ তবেঁ আ[১৩২/ক]কুলী রাধিকা ততিখনে।
নিমেষরহিত বঙ্ক সরস নয়নে॥

দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির সমএ।
সকল লোকের মাঝেঁ তেজি লাজ ভএ॥ ৩॥
কাহ্নাঞিঁ দেখিআঁ আর যত গোপীগণে।
সম্মো আলিঙ্গন কৈল আপণ আপণে॥
হাসছলেঁ কৈল মনহরিষ বিকাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

কানাইকে দেখে যত সজল নয়না গোপ-গোপী আনন্দিত হল॥ কেউ বা দৃঢ়ভাবে তাকে আলিঙ্গন করল। কেউ বা বারবার তার মুখ চুম্বন করল॥ ১॥ যুবতীরা সকলে খুব আনন্দিত হল। দেবরাজ কালীয় নাগের মুখ থেকে বেঁচে এসেছে॥ ধ্রু॥ ততক্ষণে দেব দামোদরের মাতা যশোদার স্তন থেকে দুধ ঝরে পড়তে লাগল (স্নেহবশে)॥ বলল, আমার দশদিক শূন্য হয়ে গিয়েছিল। আমার পুত্র গদাধর চিরকাল বেঁচে থাকুক॥ ২॥ প্রেমাকুলা রাধা নিমেষহারা সরস দৃষ্টিতে দীর্ঘ সময় (কানাইয়ের দিকে) তাকিয়ে রইল॥ সব লোকের মধ্যে লজ্জা ভয় ত্যাগ করে দীর্ঘসময় ধরে কানাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল॥ ৩॥ আর সব গোপীরা কানুকে দেখে পরস্পর (আনন্দে) আলিঙ্গন করতে লাগল॥ হাসির ছলে মনের আনন্দ প্রকাশ করল। চণ্ডীদাস বাসলীশিরে বন্দনা করে এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

২৫৩

কৃষ্ণের কালীয়নাগ দমনের পর তীরে উঠে আসাতে সমগ্র গোপ-গোপী সমাজে, বিশেষ করে নন্দ যশোদার মনে যে আনন্দ প্রকাশ পেল কবি তা বর্ণনা করেছেন। গীতটি ১৮টি পয়ার পংক্তিতে (৪+২+৪+৪+৪) রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ জিনা : বেঁচে ফিরল।

১০. শৌরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কবির বর্ণনা। কৃষ্ণের উক্তি।

নন্দ যশোদার ধরী চরণে।
প্রণাম করিল মধুসূদনে॥
আয়র দেখিল নেহনযনে।
চারি পাশেঁ ছিলা যে গোপীগণে॥ ১॥
সম্ভাক তোষিল বিনয় করী।
থলত আসিআঁ দেব মুরারী॥ ধ্রু॥

দেখি দামোদর রাধাক পাশে।
খণেক করিল ঈষত হাসে॥
আর যত ছিল গোপকুমার।
উচিত সমান কৈল সম্ভার॥ ২॥
কর যোড কবী বুলিল কাহ্নে।
মোর ধরিবেহেঁ এক বচনে॥

এহার পাণী খায়িতেঁ সব জনে।
এ কারণে কৈলোঁ কা[১৩২/খ]লী দমনে॥ ৩॥
পাইআঁ আনুমতী সম্ভার থানে।
দহে ঘাট কৈল কাহ্ন তখনে॥
কৃষ্ণ লআঁ সঙ্গে চলিলা ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥

মধুসূদন নন্দ যশোদার চরণ ধরে প্রণাম করল। আর প্রেমের দৃষ্টিতে চারপাশের গোপীদের দিকে তাকাল॥ ১॥ স্থলে এসে দেব মুরারী সবাইকে বিনয় বাক্যে তোষণ করল॥ ধ্রু॥ রাধাকে পাশে দেখে দামোদর ক্ষণেকেব জন্য ঈষৎ হাস্য করলেন॥ আর যত গোপকুমার উপস্থিত ছিল সকলকে উপযুক্ত সম্মান করলেন॥ ২॥ তারপর করজোড় করে কানাই বললেন, আমার একটি কথা শোন॥ যাতে এই দহের জল সকলে পান করতে পারে সে জন্যে কালীয় নাগকে দমন করলাম॥ ৩॥ সকলের সম্মতি পেয়ে তখন কানাই কালীদহে ঘাট তৈবি করলেন॥ তখন কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে সকলে ঘরে ফিরল। বাসলীবরে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥ ২৫৪

কৃষ্ণ তীরে উঠে এসে নন্দ যশোদাকে প্রণাম কবলেন। অন্য সকলকে যথাযথ সম্ভাষণ কবলেন। জানালেন, যাতে সকলে এই দহেব জল পান করতে পারে সে জন্যে এই কালীয় নাগকে দমন করে স্থানান্তরিত করলেন। ৬॥৫ I-মাত্রক একাবলী ছন্দে ৪+২+৪+৪+৪ স্তবক বিন্যাসে গীতটি বচিত হয়েছে।

ইতি যমুনাখণ্ডান্তর্গত কালীয়দমনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥

অথ যমুনান্তর্গত বস্ত্রহরণখণ্ডঃ[1]

স. ১॥ রাধিকালাভলোভেন ভেজে স যমুনাতটং।
সা চ রাধাপি সংচিন্ত্য সখীরম্বুপরা যযৌ॥

রাধাকে পাবার লোভে তিনি যমুনাতট আশ্রয় করলেন। এবং রাধাও সখীদের স্মরণ করে জল আনতে চললেন।

১. পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

রাধার উক্তি ও কবির বর্ণনা।

যাই যমুনার পাণিকে আইস
সখি মোর সঙ্গে।
যমুনা জলে কুম্ভ ভরিআঁ
আসিব এ বড় রঙ্গে॥
হেন বুলী রাধা কলসী লআঁ
জাএ গজগড়ি ছন্দে।
আলকেঁ শোভে বদন তাহার
যেহেন কলঙ্ক চান্দে॥ ১॥
আল।
পাইল রাধা কালীদহ কুল
লইআঁ সখি সমাজে।
ঘাটত ভেটিল নান্দের পো
কাজ না বুয়িল লাজে॥ ধ্রু॥

হাসিতেঁ খেলিতেঁ গোপ নারীগণ
লাগিলা যমুনাতীরে।
কাহ্নাঞিঁর মুখ কমল দেখিআঁ
কেহো না ভরিল নীরে॥
কেহো না পারিল করেঁ ধরিতেঁ
খসিল[১৩৩/ক] দেহ বসনে।
ওহার এহার মুখ চাহে সব
কাহ্নো থির নহে মনে॥ ২॥
তখন নয়ন নিমেষ না কৈল
দেখি প্রিয় বনমালী।
সকল গোআল যুবতী রহিলা
যেহ্ন কনক পুতলী॥

এখো পাঅ কেহো চলিতেঁ নারে
বুলিতেঁ নারে বচনে।
কাহ্নাঞিঁ নাম পৃথিবীর চান্দ
তাহাত লাগিল মনে॥ ৩॥
আনেক যতন করিআঁ রাধা
গেলি কাহ্নের সংমুখে।
বুইল কাহ্নাঞিঁরে খাণিএক ঘুচ
সখি পাণি নেউ সুখে॥
পরিহাস রসেঁ দেব দামোদর
যেহ্ন নাহিঁ পরিচএ।
তেহ্নমতেঁ বুয়িল রাধাক উত্তর
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

১. পুঁথিতে এই শিরোনাম লেখা নেই। কিন্তু সঙ্গততর বোধে, অমিত্রসূদনের অনুসরণে এই শিরোনাম দেওয়া হল।

যমুনায় জল আনতে যাই, সখিরা আমার সঙ্গে এস। আমরা যমুনার জলে কলস ভরে আনব, খুব রঙ্গ হবে॥ একথা বলে রাধা গজগতি ছন্দে কলসী নিয়ে চললেন। চাঁদের কলঙ্কের ন্যায় তার বদনে অলক শোভা পেতে লাগল॥ ১॥ সখীদের নিয়ে যেতে যেতে রাধা কালীদহের কূলে হাজির হল। ঘাটে নন্দের নন্দনের সঙ্গে দেখা হল। লজ্জায় তার কাজের কথা বলা হল না॥ ধ্রু॥ হাসতে হাসতে গোপ নারীরা যমুনাতীরে পৌঁছল। কানাইয়ের মুখকমল দেখে কারও আর জল ভরা হল না॥ তাদের দেহবসন খসে পড়ছে, কেউ হাত দিয়ে ধরে রাখতে পারল না। পরস্পর এ-ওর দিকে চাইতে লাগল। কারও মন স্থির নয়॥ ২॥ প্রিয় বনমালীকে দেখে তাদের চোখে পলক পড়ছে না। সব গোপযুবতী যেন কনক পুতলীর ন্যায় স্থির হয়ে রইল॥ কেউ এক পা চলতে পারে না, কথা বলতে পারে না। কানাই নামে এই পার্থিব চাঁদ তাদের মন নিবিষ্ট রাখল॥ ৩॥ অনেক চেষ্টায় রাধা কানাইয়ের সামনে গেল। বলল, কানাই গো, একটু সরো, সখিরা সুখে জল ভরে নিক॥ দেব দামোদর যেন (রাধার সঙ্গে) পরিচয় নেই এমন পরিহাস করে রাধার কথার উত্তর দিল।— বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

২৫৫

যমুনার কালীদহে রাধা সখীগণকে নিয়ে এলেন এবং কৃষ্ণকে দেখে আনন্দে সকলে নির্বাক হলেন। রাধা কৃষ্ণকে ঘাট থেকে সরতে বলল,—যাতে, গোপীরা জল ভরতে পারে। কৃষ্ণ যেন পরিচয় নেই এমন ভঙ্গিতে রাধার সঙ্গে রহস্যালাপ সুরু করল। ৬॥ ৬॥ ৮-1 মাত্রক লঘু ত্রিপদী ছন্দে, ৪+২+৪+৪+৪—চতুষ্পংক্তিক স্তবকবন্ধে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ গজগড়ি : গজগতি। খাণি এক ঘুচ : একটু সরে যাও।

২. কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কৃষ্ণ ও রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি।

কাহার বহু তোঁ কাহার রাণী।
কেহ্নে যমুনাত তোলসি পাণী॥ ১॥
বড়ার বহু মো বড়ার ঝী।
আহ্মে পাণি তুলী তোহ্মাত কী॥ ২॥
কাখের কলস নাম্বাঅ তোহ্মে।
কথা চারি পাঁচ কহিব আহ্মে॥ ৩॥
যার কান্ধ বসে দোষর মাথা।
সেসি আহ্মা সমে কহিবে কথা॥ [১৩৩/খ]৪॥
তাম্বুল নেহ আইহনের রাণী।
তোর বচনে জীএ চক্রপাণী॥ ৫॥
তাম্বুল দিআঁ মোরে কি বোলসী।
খুদ বড়সিএঁ রুহী বান্ধসী॥ ৬॥
এহ্য যমুনাত মো অধিকারী।
আহ্মার বচন সুণ সুন্দরী॥ ৭॥
তোর মোর আর বচন নাহীঁ।
বুঝিল তোহ্মার মতী কাহ্নাঞিঁ॥ ৮॥
সুদ্ধ সুবন্নের মোর কিঙ্কিনী।
এহা নেহ মোর ধরহ বাণী॥ ৯॥
গোআলিনী আহ্মে নহোঁ নাচুনী।
মোর কাজ নাহিঁ তোর কিঙ্কিনী॥ ১০॥
হের যোল হাথ মোর পাটোল।
এহা নেহ মোর ধরহ বোল॥ ১১॥
সুদ্ধ সুবন্নের মোহোর বাঁশী।
এহা নেহ রাধা পাসত বসী॥ ১২॥
তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটোঁ।
তাক হাথে করী দুধ না আউটোঁ॥ ১৩॥
তোর পাটোলের সুণ কথা।
সে মোহোর ঘৃত ভাণ্ডের নাথা॥ ১৪॥
মাথার মুকুট জলে রতনে।
এহা নেহ রাধা রাখহ সমানে॥ ১৫॥
বাহিরেঁ ভিতরেঁ তোঁ কাহ্ন কাল।
মুকুট ধুয়িআঁ আছুকিতেঁ ভাল॥ ১৬॥
ডালিম সদৃশ [১৩৪/ক] স্তন তোহ্মারে।
তাহাত মজিল মন আহ্মারে॥ ১৭॥
মাহাকাল ফল আহ্মার স্তনে।
দেখিতেঁ ভাল ভখিতেঁ মরণে॥ ১৮॥
রাধার নিঠুর সুণিআঁ বাণী।
মনত ভয় পাইল চক্রপাণী॥ ১৯॥
রস রাখে রাধা না দিল আশে।
বাসলী বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে॥ ২০॥

কৃষ্ণ। তুমি কার বৌ, কার রাণী। যমুনা থেকে জল তুলছ কেন? ১॥
রাধা। আমি বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের বৌ। আমি জল তুলছি, তাতে তোমার কি? ২॥
কৃষ্ণ। তুমি কাঁখের কলসী নামাও। আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই॥ ৩॥
রাধা। যার কাঁধে দ্বিতীয় মাথা আছে, (একমাত্র) সে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারে॥ ৪॥
কৃষ্ণ। আইহনের রাণী, তাম্বুল গ্রহণ কর। তোর বচনে চক্রপাণী জীবন ফিরে পাক॥ ৫॥

রাধা। তাম্বুল দিয়ে কি বলতে চাও। ক্ষুদ্র বঁড়শিতে রুই গাঁথতে চাও? ৬॥
কৃষ্ণ। এই যমুনার আমিই অধিকারী। সুন্দরী আমার কথা শোনো॥ ৭॥
রাধা। তোর সঙ্গে আমার আর কোনো কথা নেই। কানাই, তোমার মতি আমি বুঝেছি॥ ৮॥
কৃষ্ণ। বিশুদ্ধ সোনার আমার কিঙ্কিনী নাও। আমার কথা শোন॥ ৯॥
রাধা। আমি গোয়ালিনী, নাচুনী নই। তোর কিঙ্কিনীতে আমার প্রয়োজন নেই॥ ১০॥
কৃষ্ণ। দেখ, ষোলহাত (লম্বা) আমার পট্টবস্ত্র। এটি নাও, আমার কথা শোন॥ ১১॥
আমার বাঁশী শুদ্ধ সোনায় তৈরি। আমার পাশে বসে এটি হাতে নাও॥ ১২॥
রাধা। তোর বাঁশী আমি ভাত ঘাঁটতে নিই না। দুধ নাড়তেও ওটা হাতে করি না॥ ১৩॥
আর তোর পট্টবস্ত্রের কথা শোন। সে হবে আমার ঘৃত ভাণ্ডের ন্যাতা॥ ১৪॥
কৃষ্ণ। মাথার মুকুটে যে রত্ন দীপ্তি পাচ্ছে, সেটা গ্রহণ করে আমার সম্মান রাখ॥ ১৫॥
রাধা। কানাই, তোর বাইরে ও ভিতরে সমান কালো। মুকুট ধোয়া জল ছিঁটিয়ে দিলে ভাল হবে॥ ১৬॥
কৃষ্ণ। তোমার স্তন ডালিমের মত। তাতে আমার মন মজেছে॥ ১৭॥
রাধা। আমার স্তন মাকাল ফলের মত। দেখতে ভাল, খেলে মরণ॥ ১৮॥

কবির বক্তব্য : রাধার নিষ্ঠুর কথা শুনে চক্রপাণী মনে মনে ভয় পেল॥ ১৯॥ রাধা কথায় রস রাখলেও (কৃষ্ণকে) কোনো আশা দিল না। বাসলীর বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ২০॥

২৫৬

কৃষ্ণ রাধার রঙ্গরস পূর্ণ উক্তি প্রত্যুক্তি বর্ণিত হয়েছে। পরস্পরের অনুরাগ প্রকাশ পেলেও রাধা রতিমিলনের আশ্বাস দিলেন না। দীর্ঘ গীতটি বিশটি ৬॥৫ I-মাত্রক একাবলী ছন্দে, দ্বিপংক্তিক শ্লোকে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ পাটোল : পট্টবস্ত্র। আছকিতেঁ : জল ছিটাতে।

৩. দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণ।

বাহু তুলিলেঁ কেঁশ বন্ধন ছলে।
ঘন ঘন বিকাশিলেঁ বদন কমলে॥
আঙ্গভঙ্গ কৈলেঁ কেহ্নে মোর বিদ্যমানে।
এবেঁ আলিঙ্গন দিআঁ রাখহ পরাণে॥ ১॥
কিসকে ঘুচায়িলে রাধা নেতের আঞ্চল।
দেখায়িলেঁ কুচভার করায়িলেঁ বিকল॥ ধ্রু॥

যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে।
তরল করিলেঁ কেহ্নে নয়নযুগলে॥
আধ মুখ ঢাকিলেঁ সরুঅ বসনে।
তেকারণে রাধা ধরিতেঁ নাবোঁ মনে॥ ২॥
যমুনা নদীর রাধা তুলিতেঁ পাণী।
কেহ্নে ধীরেঁ ধীরেঁ বুইলেঁ মধুরসবাণী॥

তোহ্মার কারণে রা[১৩৪/খ]ধা রাখোঁ মো গোকুল।
তোহ্মো জাণ কাজের আহ্মার আদিমূল॥ ৩॥
বাতল হয়িলোঁ মো তোহ্মার দোষে।
তোরে করিতেঁ জুআএ মোর পরিতোষে॥
যমুনার তীরে থাকোঁ তোর পতিআশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

তুমি কেশ বন্ধনের ছলে বাহু তুললে। বারবার মুখচন্দ্র বিকশিত করলে॥ আমার সামনে কেন অঙ্গভঙ্গি করলে। এখন আলিঙ্গন দিয়ে আমার প্রাণ রাখ॥ ১॥ রাধা, কেন তুমি বুকের আঁচল সরিয়ে স্তনযুগল দেখিয়ে আমায় বিকল করলে॥ ধ্রু॥ রাধা, তুমি যমুনাকূলে, কদমতলায় কেন নয়নযুগল তরল করলে॥ আর সূক্ষ্ম বসনে মুখ ঢাকলে। সে জন্যেই তো মন সংযত রাখতে পারছি না॥ ২॥ রাধা, তুমি যমুনায় জল ভরতে ভরতে কেন ধীরে ধীরে মধুর ভাষায় কথা বললে। রাধা, তোমার জন্যেই আমি গোকুল রেখেছি। আমার সর্ব কাজের আদি উৎস তুমি॥ ৩॥ তোমার দোষেই আমি বাতুল (পাগল) হয়েছি। সুতরাং আমাকে পরিতুষ্ট করা তোমার যোগ্য কাজ হবে॥ যমুনাতীরে আমি তোমার আশায় অপেক্ষা করি। বাসলীশিরে বন্দনা করে এ-গীত চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥

২৫৭

কৃষ্ণ রাধাকে বলছেন, নানা ছলাকলায় তুমি আমায় প্রলুব্ধ করেছ। এখন আমায় পরিতুষ্ট করা তোমার কর্তব্য। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪ স্তবক বন্ধে পয়ার ছন্দে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বাতল : বাতুল বা পাগল। পতিআশে : প্রত্যাশায়।

৪. রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণের কাছে রাধার কৈফিয়ৎ।

আউলাইল কুন্তল মোর সত্বর গমনে।
করযুগ তুলী তার করিলোঁ বন্ধনে॥
শ্রমের কারণে হাভী হৈল ঘন ঘনে।
গাঅ মোড়িএ কাহ্নাঞিঁ আলস্য কারণে॥ ১॥
তোহ্মা দেখি যদি মোর বিচলিল মনে।
তবেঁ মোরে জীতেঁ না জুআএ এখনে॥ ধ্রু॥

পবনে চলিল মোর হৃদয়বসনে।
দৈবযোগেঁ তাত তোর পড়িল নয়নে॥
লাজ ভএঁ ভৈল মোর তরল নয়নে।
সত্বরেঁ ঢাকিলোঁ মুখ দেহের বসনে॥ ২॥
যমুনা নদীর আহ্মো তুলিল পাণী।
এহো দোষ নহে যেন বুয়িলোঁ খর বাণী॥

জীবার আন্তরে কাহ্নাঞিঁ রাখহ গোকুল।
পাপ পাম[১৩৫/ক]র তোর জাণোঁ আদিমূল॥ ৩॥
আপদ পাএ যাক না চিহ্নে আপণা।
এহা জাণী তেজ কাহ্নাঞিঁ নাগরপণা॥
পাগল হৈলা কাহ্নাঞিঁ নিজ মতিমোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

দ্রুত চলতে গিয়ে চুল এলোমেলো হয়েছে। হাত তুলে তা বাঁধলাম॥ শ্রান্তির জন্যে ঘন ঘন হাই উঠেছে। আর, কানাই, আলসেমির জন্যে গা মোড়া দিয়েছি॥ ১॥ তোমায় দেখে যদি আমার মন বিচলিত হত তবে এতক্ষণ বেঁচে থাকতাম না॥ ধ্রু॥ বাতাসে আমার বুকের বসন উড়ে গিয়েছিল। দৈবাৎ তোমার সেদিকে চোখ পড়েছে। লজ্জা এবং ভয়ে আমার চাহনি চপল হয়েছিল। দেহের বসনে দ্রুত মুখ ঢেকেছিলাম॥ ২॥ যমুনা নদী থেকে আমি জল তুলেছি। —সেটা এমন কিছু দোষের নয় যে কটু কথা বলবে॥ নিজের প্রাণের তাগিদে, কানাই, গোকুল রক্ষা করেছ। ওগো দুষ্ট পাপী, তোর আদ্যন্ত সব আমি জানি॥ ৩॥ যাকে আপদ ভর করে সে নিজেকে চিনতে পারে না। এ-কথা বুঝে, কানাই, নাগরপনা (চতুরপনা) ত্যাগ কর॥ কানাই, নিজের বুদ্ধির দোষে তুমি পাগল হয়েছ। বাসলী শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৫৮

রাধার হাবভাবের প্রতি কৃষ্ণ ঈঙ্গিত করাতে বাধা কিছু কৈফিয়ৎ দিয়ে কৃষ্ণকে প্রলুব্ধ করার বিষয়ে তার দোষ কাটাতে চাইল এবং কৃষ্ণকেই দুষ্টমনা বলে অভিযোগ তুলল। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪ পংক্তিক স্তবক-ভাগে, পয়ারবন্ধে রচিত।

স. ২॥ নিপীয় পরুষম্বাচ রাধায়া মধুসূদনঃ।
বিধুরোঽভিদধৌ বৃদ্ধাং মাধুরীমদিদং বচঃ॥

*রাধার এই পরুষ বচন শুনে ব্যাকুল মধুসূদন বৃদ্ধাকে এই মধুর বাক্য বললেন।

৫. পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

বড়াইকে কৃষ্ণ।

রাধা স্নমে নেহা ভৈল তোহ্মার বিদিত।
তবে কেহ্নে রাধা বোলে মোরে বিপরীত॥
মোএঁ নাহিঁ করোঁ তার ঠাঁয়ি কিছু দোষে।
না জাণোঁ নিঠুর রাধা বোলে কোণ রোষে॥ ১॥
আহা।
বোলহ রাধারে মোর পরাণ বড়ায়ি।
সরস বচন দিআঁ জিআঅ কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥

মনত গুণিলোঁ বড়ায়ি মোর বড় ভাগ।
সব গোপী মেলি কৈল মোতে আনুরাগ॥
হেনই সম্ভেদে রাধা হআঁ সব আগে।
বিলস বুইল রাধা আহ্মার ভাগে॥ ২॥
কান পাতিআঁ মোর সুণ এক বাণী।
[১৩৫/খ]আপণার সুখেঁ নেউ যমুনার পাণী॥

আছু আন কাম তাক না করোঁ যতনে।
দুলভ হয়িল তার সরস বচনে॥ ৩॥
আপণেই জাণ বড়ায়ি আহ্মার হৃদয়ে।
রাধিকার নাম সুণী যেহেন ঝুরএ॥
যমুনার তীরে থাকোঁ তার পতিআশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

রাধার সঙ্গে আমার প্রেম তুমি ভাল জান। তবে রাধা কেন বিপরীত কথা বলে॥ তার কাছে আমি তো কোনো দোষ করিনি। জানিনা, কোন রাগে রাধা আমায় নিষ্ঠুর কথা বলে॥ ১॥ আহা, প্রাণের বড়াই, রাধাকে বল, সে যেন সরস কথায় কানাইকে বাঁচিয়ে তোলে॥ ধ্রু॥ বড়াই, মনে ভেবে দেখলাম, আমার এটা অনেক ভাগ্য। গোপীরা সবাই মিলে আমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করল॥ এই অবস্থায় রাধা সবার আগে আমার দুর্ভাগ্য যে এমন বিরস কথা বলল॥ ২॥ কান পেতে আমার একটি কথা শোন। আপন সুখে যমুনার জল নিয়ে নাও। আর কোনো কাজে আমার মন নেই। তার সরস কথা আমার কাছে দুর্লভ হয়ে উঠেছে (অর্থাৎ রাধার সরস কথা লাভ ছাড়া আর কোনো কিছুতেই আমার মন নেই।) ৩॥ বড়াই, তুমি তো আমার হৃদয়ের কথা জান। রাধার নাম শুনে আমার মন কাঁদে॥ তার প্রত্যাশায় যমুনার তীরে (অপেক্ষা করে) থাকি। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

২৫৯

কৃষ্ণ বড়াইকে সাক্ষ্য হিসাবে সামনে রেখে, রাধার প্রতি তার অনুরাগ সম্পর্কে নানা কথা বলতে লাগল। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪—অর্থাৎ ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সম্ভেদে : অবস্থায়। বিলস বুইল : বিরসকথা বলল। আছু : আর। ঝুরএ : অশ্রুপাত হয়।

স. ৩॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা বৃদ্ধা বচনপণ্ডিতা।
রাধামভিদধে বৃত্তং স্মারয়ন্তী পুরাভয়ং॥

কৃষ্ণের কথা শুনে বচনপণ্ডিত বৃদ্ধা পূর্বের ভয়ের কাহিনী রাধাকে স্মরণ করিয়ে দিল।

৬. গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

বড়াই রাধাকে।

কভোঁ না কইল কাহ্নাঞিঁ তোর কিছু দোষে।
আকারণে কেহ্নে রাধা কৈলেঁ তারে রোষে॥
তোত লাগি কোণ কাম না করিল কাহ্নে।
এবেঁ রাধা কেহ্নে কর তার আপমাণে॥ ১॥
আহ্মার বচন শুন রাধা চন্দ্রাবলী।
সরস বচন দিআঁ তোষ বনমালী॥ ধ্রু॥

কোহ্নো গোপী না বুইল তারে খর বাণী।
তোহ্মে কেহ্নে তাহাত হয়িলা আগুআনী॥
তেকারণে আসুখিল হৈল চক্রপাণী[১৩৬/ক]।
আনেক বুইল মোরে আভিমানবাণী॥ ২॥
জাণিলোঁ রাধা তোত কিছু নাহিঁ বুধী।
হেনই মিলন হাথে কনক নিধী॥

যে বচন বোলে কাহ্ন তাত পাত কান।
এতেকেই মণে পরিতোষ পাএ কাহ্ন॥ ৩॥
আহ্মার বচনে রাধা না করিহ হেলা।
যৌবনসাগরে তোর কাহ্নাঞিঁ ভেলা॥
না পরিহর রাধা কাহ্নের বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

কানাই কখনো তোর কোনো দোষের কথা বলেনি। তবু রাধা, অকারণে কেন তার প্রতি রুষ্ট হচ্ছিস॥ তোর জন্যে কানাই কোন্ কাজ না করেছে? এখন রাধা, কেন তার অপমান করছ॥ ১॥ ওগো রাধা চন্দ্রাবলী, আমার কথা শোন। সরস কথার সাহায্যে বনমালীকে তুষ্ট কর॥ ধ্রু॥ কোনো গোপী তাকে কটু কথা বলেনি। তুমি কেন আগ বাড়িয়ে তা করলে॥ সে কারণে চক্রপাণী অসুখী হল। আমার কাছে অনেক অভিমানের কথা বলল॥ ২॥ জানলাম, রাধা, তোর কোনো বুদ্ধি নেই। এমন মিলন তো হাতে সোনার নিধি পাওয়ার মতো। কানাই যে কথা বলছে তাতে কান দাও। তাতেই কানাই মনে পরিতোষ লাভ করবে॥ ৩॥ রাধা, আমার কথায় অবহেলা কোরো না। তোর যৌবনসাগরে কানাই একমাত্র ভেলা॥ রাধা, তুমি কানাইয়ের কথার অবাধ্য হয়ো না। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৬০

বড়াই রাধাকে বোঝাচ্ছেন, যাতে সে কানুর কথায় মত দেয়। কারণ তার যৌবন সাগরে কানাই-ই একমাত্র ভেলা স্বরূপ। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪ চতুষ্পংক্তিক স্তবক ভাগে পয়ার বন্ধে রচিত।

৭. ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধা বড়াইকে এবং বড়াই রাধাকে।

আল বড়ায়ি।
গোপী মেলী যমুনার তীরে।
আইলাহোঁ নিবারেঁ এহা নীরে॥ ল॥
প্রথম তেঁ করিল বিরোধা।
হেন না জানিল বোলে রাধা॥ ১॥
নাহিঁ চিহ্ন তোহ্মে চক্রপাণী।
তেঁসি মোরে বোল হেন বাণী॥ ধ্রুং॥

কাজ পড়িলেঁ দুষ্ট কাহ্নে।
ইষ্ট মিত্র কাহো নাহিঁ চিহ্নে॥
হেন দুরুজন সে কাহ্নাঞিঁ।
মামী মাউসী তার ঠায়ি নাহীঁ॥ ২॥
নাহিঁ বারে লোক সমাজে।
নাহিঁ তা[১৩৬/খ]র দুযি চৌখে লাজে॥

যেহ্ন তেহ্ন লএ নিজ কাজে।
হেন সে আজল দেবরাজে॥ ৩॥
বড় দুষ্টমতী সে জে কাহ্ন।
আহ্মা ছাড়ী নাহিঁ জাণে আন॥
তাহাক না দিহ রস আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো বড়াই।

গোপীরা মিলে যমুনাতীরে এলাম। সে এসে জল নিতে বাধা দেয়॥ প্রথমেই বিরোধ করল। বুঝতে পারিনি এমন কথা বলে বাধা দেবে॥ ১॥ চক্রপাণী তোমায় চিনতে চায়নি। সে জন্যে এমন কথা বলেছে॥ ধ্রুং॥ কাজ পড়লে দুষ্ট কানাই, ইষ্ট-মিত্র কাউকে চিনতে চায় না॥ কানাই এমন দুর্জন যে মামী মাসী কাউকে রেহাই দিতে চায় না বা গণ্য করতে চায় না॥ ২॥ লোকসমাজেও নিবৃত্ত হয় না। তার দু'চোখে লজ্জা নেই॥ যেন তেন প্রকারে নিজের কাজ হাসিল করতে চায়। দেবরাজ এমনই ন্যাকা॥ ৩॥ কানাই যে অত্যন্ত দুষ্টমতী। আমাকে ছাড়া সে আর কিছু জানে না॥ তাকে কোনো রসের (অর্থাৎ আমার সঙ্গে মিলনের) আশ্বাস দিয়ো না। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৬১

রাধা কৃষ্ণের সম্পর্কে বড়াইয়ের কাছে দোষারোপ করল। এবং মিলনের আশ্বাস দিতে বারণ করল। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪—পংক্তিক স্তবকবিন্যাসে, দশ মাত্রক পংক্তিসজ্জায় রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আজল : বোকা বা ন্যাকা।

স. ৪॥ রাধাবচনমাচম্য জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ কাতরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং॥

জরতীর উদ্দেশ্যে রাধার বচন শুনে কাতর কৃষ্ণ সতৃষ্ণভাবে রাধাকে একথা বললেন।

৮. মালবরাগঃ॥ রূপকং॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

রাধা ল।
তোর মোর সুদৃঢ় নেহা ল।
ভৈল একই পরাণ একই দেহা॥
ল রাধা।
কিছু নাহিঁ করোঁ আপরাধ।
তভোঁ কোপ তোর এ বড় ধান্ধা॥ ১॥
না বোল না বোল রুখ বাণী।
তোর যৌবনের বস চক্রপাণী॥ ধ্রু॥

আহ্মো তোর প্রিয় বনমালী।
তারে না বুঝিলেঁ চন্দ্রাবলী॥
সুণ সুণ রাধা চন্দ্রাবলী।
এবেঁ মোর দৈব বড় বলী॥ ২॥
যে কারণে যমুনার জলে।
সুদ্ধ কৈল তাক জাণহ সকলে॥

বুঝ ভাবী আপণ আন্তরে।
আজি কর এহা জল সফলে॥ ৩॥
[১৩৭/ক]আধিকার জাণায়িলোঁ রাধা।
তোকে মরমেঁ না কৈলোঁ বিরোধা॥
কান পাত করলোঁ মো উত্তরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ৪॥

ওগো রাধা, তোর ও আমার প্রেম সুদৃঢ়। আমরা এক দেহ এক প্রাণ॥ ওগো রাধা, আমি কোনো অপরাধ করলাম না তবু রাগ করছ। এ বড় রহস্য! ১॥ আমায় রুক্ষ কথা বোলো না, বোলো না। চক্রপাণী তোর যৌবনের বশীভূত॥ ধ্রু॥ আমি তোর প্রিয় বনমালী। সে কথা চন্দ্রাবলী তুমি বুঝছ না॥ ওগো রাধা চন্দ্রাবলী শোন, শোন। এখন আমার দৈব বড়ই বলবান॥ ২॥ যমুনার জল কেন শুদ্ধ করলাম, তা সকলেই জান॥ নিজের অন্তরে ভেবে দেখ, আজ সেই জলকে সফল কর॥ ৩॥ রাধা, আমি নিজের অধিকার মাত্র জানালাম। তোকে মনের থেকে কখনো বিরোধ করিনি॥ আমার এই উত্তরে (কৈফিয়তে) রাধা তুমি কর্ণপাত কর। বাসলীবরে, এ-গীত চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥ ২৬২

রাধা ও গোপীদের যমুনার জল নিতে কেন বাধা দিয়েছিলেন কৃষ্ণ তার কৈফিয়ৎ দিলেন এবং রাধার প্রেম প্রার্থনা করলেন। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪-পংক্তিক স্তবকে, দশমাত্রক পংক্তিসজ্জায় রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ধান্ধা : রহস্য। কান পাত করলোঁ : কর্ণপাত কর।

৯. দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ প্রকীর্ণক ॥ লগনী ॥

রাধা ও কৃষ্ণের কথা কাটাকাটি। কবির বর্ণনা।

তোহ্মার বোলে কেহো কাহ্নাঞিঁ
না বহিব পাণী।
উচিত নিফল হৈব তোর জল
ভাবি বুঝ চক্রপাণী ॥ ১ ॥
তোহ্মে পাণি নেহ সুন্দরি রাধা
যত পড়িহাসে মণে।
কমন গুণে এহা পাণি নিব
সকল যুবতীগণে ॥ ২ ॥
আহ্মে পাণি নিব মোর সকল সখিজন
জাইব শুন কলসে।
এহাক দেখিআঁ সকল লোকেঁ
মোক করিব উপহাসে ॥ ৩ ॥
লোকে উপহাস করিব তোহ্মাক
তাক আহ্মে ভালেঁ জাণী।
বিণি যাচিলেঁ কাহাকো না দিব
এনা এক ফুট পাণী ॥ ৪ ॥

আহ্মে সখি সব বহুত কাহ্নাঞিঁ
এক তোহ্মে এহা তীরে।
মাগু কিলেঁ তোহ্মা কিলায়িআঁ কাহ্নাঞিঁ
নীব যমুনাব নীরে ॥ ৫ ॥
তোর সখিগণ সুন্দরি রাধা
কিছু কবিতেঁ না পারে।
এ[১৩৭/খ] তোর যৌবন উন্নত বাধা
মাবিতেঁ পারে আহ্মারে ॥ ৬ ॥
অবোল না বোল সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
হের ধরোঁ চরণে।
আবাল গোপাল না কর জঞ্জাল
পাণি নেউ সখিগণে ॥ ৭ ॥
নাগরী রাধা কান পাতিআঁ
সুণিআঁ এক বচনে।
সব সখিগণে পাণী ভবাযিআঁ
নগর যাহা আপণে ॥ ৮ ॥

পাণি ভরায়িআঁ ঘাটত উঠিআঁ
নিচল পাতিআঁ কানে।
সরূপেঁ সুন্দর দেবঁ দামোদর
সুণিব তোর বচনে ॥ ৯ ॥
এ বোল সুণিআঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
আতি হরষিত মতী।
কবিল সকল গোপ যুবতীক
জল নিতেঁ আনুমতী ॥ ১০ ॥
পাণি তুলিআঁ কাহ্নের পাশে
রাধা পাতিল কানে।
কিছু বা কহিল সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
কপোলে কৈল চুম্বনে ॥ ১১ ॥
তখন রাধা রোষ করিআঁ
সত্বর গমনে জাএ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১২ ॥

রাধা। কানাই, তোমার কথায় কেউ জল নেবে না। তখন নিশ্চিত তোর জল ব্যর্থ হবে। চক্রপাণী একথা ভেবে দেখ ॥ ১ ॥
কৃষ্ণ। সুন্দরি রাধা, তুমি যত ইচ্ছা জল নাও। কিন্তু সব যুবতী কোন গুণে জল নেবে বল ॥ ২ ॥
রাধা। আমি জল নেব, আর অন্য সব সখিরা শূন্য কলস নিয়ে যাবে,—এই দেখে সব লোকে আমাকে পরিহাস করবে ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণ। লোকে যে তোমাকে পরিহাস করবে, সেটা আমি ভাল জানি। কিন্তু (আমার কাছে) না চাইলে কাউকে এক ফোঁটা জল দেবনা ॥ ৪ ॥

রাধা। কানাই আমার সখীরা সংখ্যায় অনেক, তুমি তো এই নদীতীরে একা একজন। কানাই, তোমাকে মেয়েলি কিলে (মুষ্টি প্রহারে) জর্জরিত করে, (সবাই জোর করে) যমুনার জল নিয়ে নেব॥ ৫॥

কৃষ্ণ। সুন্দরি রাধা, তোর সখিরা আমার কিছু করতে পারবে না। তোর উন্নত যৌবন (অবশ্য) আমাকে বধ করতে পারে॥ ৬॥

রাধা। সুন্দর কানাই, তোমার পায়ে ধরছি, এমন অ-কথা বোলোনা। ওগো, বালক গোপাল, ঝঞ্ঝাট কোরো না। সব সখিকে জল নিতে দাও॥ ৭॥

কৃষ্ণ। ওগো নাগরী রাধা, কান পেতে আমার একটা কথা শোন। তাহলে, সখিরা সব জল ভরে নিয়ে যাক॥ ৮॥

রাধা। জল ভরে ঘাট থেকে উঠে নিশ্চলভাবে (স্থিরভাবে) কান পেতে ; দেব দামোদর সঠিকভাবে তোর কথা শুনব॥ ৯॥

কবির উক্তি : এ-কথা শুনে সুন্দর কানাই, অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সব গোপী যুবতীকে জল নিতে অনুমতি দিল॥ ১০॥ জল তোলার পর রাধা কানাইয়ের পাশে এসে কান পাতল। সুন্দর কানাই কিছু না বলে তার কপোলে (গালে) চুম্বন করল॥ ১১॥ তখন রাধা রুষ্ট হয়ে দ্রুত পায়ে চলতে লাগল॥ বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ১২॥

২৬৩

যমুনার জল নেওয়ার উপলক্ষ করে, কৃষ্ণ রাধার কথা কাটাকাটি এবং শেষপর্যন্ত কৃষ্ণের অনুমতি। রাধার কপোলে চুম্বন করাতে রাধার কৃত্রিম রোষ। গীতটি বারোটি ৬॥ ৬॥ ৮ ।-মাত্রক লঘু ত্রিপদী শ্লোক, ২৪ পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ মাগুকিলে : মেয়েলি মুষ্ট্যাঘাতে। নিচল : নিশ্চল, স্থির।

১০. দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কৃষ্ণের উক্তি রাধাকে।

কাছের কলসিএঁ রাধা তুলিলেঁ পাণী।
মধু রসময় তোর বো[১৩৮/কা]ল খাণী খাণী॥
হৃদয়ে কাঞ্চুলী শোভে কানড়ে কুণ্ডলে।
আদিত্য জিণিআঁ উয়িল কিরণ মণ্ডলে॥ ১॥
ধীরেঁ যাহা গোআলিনী সুন মোর বোল।
রহিআঁ রহিআঁ দেহ বিরহের কোল॥ ধ্রু॥

আন্মা লজ্ঘিআঁ রাধা পাণি লয়িআঁ যাসি।
রোষে মন দিআঁ কেহ্নে মোরে না তরাসী॥
কমণ কারণে রাধা না কাঢ়সি রাএ।
বিরহ আনলে মোর বিদগধ গাএ॥ ২॥
রোষ পরিহর রাধা মোর বোল সুন।
রোষে বিনাসে দেহে এ সকল গুন॥

আধিকার লৈল আন্মে যমুনার ঘাটে।
কলসি ভাঁগিবোঁ বোল না ধরিলেঁ বাটে॥ ৩॥
পুরুব আপর কথা রাধা মণে গুন।
এভোঁহো সুন্দরি রাধা মোর বোল সুন॥
এ বোলেঁ উলটি রাধা চাহিল নয়নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

রাধা, কাঁখের কলসীতে পাণি ভরলে। এবারে তোমার এক-আধটি মধুর রসময় কথা শোনাও॥ তোমার বুকে কাঁচুলি এবং কানে কুণ্ডল শোভা পাচ্ছে। তার উজ্জ্বলতা সূর্যকেও হারিয়ে দেয়॥ ১॥ ওগো গোয়ালিনী ধীরে ধীরে যাও, আমার কথা শোন। ধীরে ধীরে আমার বিরহ ঘোচাতে আলিঙ্গন দাও॥ ধ্রু॥ আমাকে উপেক্ষা করে, রাধা, তুই জল নিয়ে যাচ্ছিস। রাগের বশে কেন আমাকে ভয় পাচ্ছিস না॥ রাধা, তুমি কি কারণে আমার সঙ্গে কথা বলছ না। বিরহ অনলে আমার দেহ দগ্ধ হচ্ছে॥ ২॥ রাধা, আমার কথা শোন, রোষ পরিহার কর। রোষ দেহের সব গুণ নষ্ট করে দেয়॥ যমুনার ঘাট আমি অধিকার করেছি। পথে কথা না বললে তোর কলসি ভেঙে ফেলব॥ ৩॥ রাধা, পূর্বের সব কথা মনে কর। সুন্দরি রাধা, এখনো আমার কথা শোন॥ এই কথাতে রাধা মুখ ফিরিয়ে কৃষ্ণের দিকে চাইলেন॥ বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীভক্ত এই গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৬৪

রাধা কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে পথে চলতে সুরু করলে কৃষ্ণ তাকে কথার উত্তর দিতে বাববার অনুনয় করল। পূর্ব কথা মনে করিয়ে ভয়ও দেখাল। এবার বাধা মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল॥ ৪+২+৪+৪+৪ স্তবক সজ্জায়, ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ কাছের : কাঁখের। খাণী খাণী : এক একটি। এভোঁহো : এখনও।

১১. দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

রাধার কৃষ্ণের প্রতি উক্তি এবং কবির বর্ণনা।

ভাল মন্দ কত লোক পথ মাঝ যাএ।
তাহাক বারিআঁ বোল বুলিতেঁ জু[১৩৮/খ]আএ ॥
যেহ্ন তোহ্মে গোপ কথা করহ বিকাশ।
বুঝিল তোমার কাজে নাহিঁ কিছু ভাষ ॥ ১ ॥
পথত বারহ মন নান্দের নন্দন।
কি কারণে ঝগড় করহ সব খন ॥ ধ্রু ॥

দুর্জ্জন সাসুড়ী মোর ঘরতে আছএ।
অবোল বুলিতেঁ তাক নাহিঁ কিছু ভএ ॥
পুরুবেঁ যে কৈল তত জাণিআঁ আপুণী।
ঘাটে বাটে হেন কেহ্নে বোল চক্রপাণী ॥ ২ ॥
এখনে তেজহ কাহ্নাঞিঁ আরতী বচন।
তোহ্মে কি না জানহ মন্দ ভাল সখিগণ ॥

কেহো যবেঁ বেকত করিহে এহা কাজ।
আহ্মার খাঁখার তবেঁ তোহ্মো পাইবেঁ লাজ ॥ ৩ ॥
বোলাবুলি রাধিকা পাইল নিজ ঘর।
ভয় মানী কাহ্নাঞিঁ তেজিল সে উত্তর ॥
আপণ আপণ ঘর গেলা সখিগণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

পথে ভালমন্দ কত লোক যায়। তাদের এড়িয়ে (যাতে না শুনতে পায় তেমন ভাবে) কথা বলতে হয়। তুমি যেমন গোপন কথা প্রকাশ করে দাও, তাতে বোঝা যায়, তোমার কাজে কোনো শৃঙ্খলা নেই॥ ওগো নন্দের নন্দন পথে মনকে সংযত কর। সব সময়ে কেন ঝগড়া কর ॥ ধ্রু ॥ আমার ঘরে দুর্জন শাশুড়ী রয়েছে। খারাপ কথা বলতে সে ভয় পায় না॥ পূর্বে যা সব করেছ তুমি তো নিজেই তা জান। পথে ঘাটে, ওগো চক্রপাণী, কেন সে কথা বল॥ ২॥ কানাই, এখন প্রেমের কথা ত্যাগ কর। তুমি কি জান না, সখিদের মধ্যে ভাল-মন্দ সবই রয়েছে॥ কেউ যদি এ-সব কথা প্রকাশ করে দেয়, আমার তো অখ্যাতি হবেই, তুমিও লজ্জা পাবে॥ ৩॥ কথা বলতে বলতে রাধিকা ঘরে পৌঁছে গেল। ভয় পেয়ে কানাই আর কোনো উত্তর দিল না॥ সখিরা নিজ ২৬৫
নিজ ঘরে চলে গেল। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

রাধা প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণকে বোঝাল, পথের নানা লোক, ভাল-মন্দ মনেব সখীগণ,—এদের মধ্যে পথের মাঝে পূর্ব প্রেমকথা বলাটা কৃষ্ণের পক্ষে ঠিক হচ্ছে না। বলতে বলতে, রাধা ঘরে পৌঁছে গেলেন। কৃষ্ণও নিজ ঘরে ফিরে গেল। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪—মোট ১৮ পয়াব পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বারিআঁ : নিবারণ করে, এড়িয়ে। ভাষ : শৃঙ্খলা। খাঁখার : অপদস্থ করা।

স. ৫॥ রাধিকাবাচমাচম্য চতুরো মধুসূদনঃ।
জগাদ জরতী গত্বা করুণং রভসাদিদং॥

-রাধার কথা শুনে চতুর মধুসূদন জরতীর কাছে গিয়ে এরূপ করুণ বাক্য বললেন।

১২. বেলাবলী রাগঃ॥ রূপকং॥

বড়াইকে কৃষ্ণ।

কালীদহে দি/১৩৯/ক্‌ল আম্মে ঝাঁপে ল।
আল হের বড়ায়ি।
জিলো মোঞেঁ গোকুল আগে ল॥
আর কৈলোঁ নানা যতনে।
আল হের বড়ায়ি।
তভোঁ না থাকিলোঁ তার মণে॥ ১॥
হরি হরি।
এত কৈল রাধার কারণে ল।

আল হের বড়ায়ি।
তভোঁ তোষ নাহিঁ তাব মণে ল॥ ধ্রু॥
সব দেখি মেলী গোআলিনী।
লআঁ গেলা যমুনার পাণী॥
না দিঁলেক সবস বচনে।
তেকারণে পোড়ে মোর মণে॥ ২॥
কিবা আছে বাধিকার মণে।
তাহাকেহো জাণহ আপণে॥

আহ্মোত না কৈল কিছু দোষে।
মিছা রাধা কেহে কৈল রোষে॥ ৩॥
বোলহ রাধারে মোর বাণী।
সুখেঁ নেউ যমুনার পাণী॥
সে পাণী সোধিলোঁ তার আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো বড়াই দেখ। গোকুলের ভাগ্যে বেঁচে গেলাম॥ আর বড়াই দেখ, কত রকম যত্ন করলাম। তবু তার মনে স্থান পেলাম না॥ ১॥ হরি, হরি। রাধার জন্যেই তো এতসব করলাম। তবু, দেখ বড়াই, তার মনে সন্তোষ নেই॥ ধ্রু॥ সব গোয়ালিনী সখীরা মিলে যমুনার জল নিয়ে গেল। কেউ আমাকে সরস কথা বলল না। সেজন্যেই আমার মনে এত দুঃখ॥ ২॥ রাধার মনে কি আছে সেকথা সেই জানে। আমি তো কোনো দোষ করিনি। তবু রাধা কেন মনে রাগ পোষণ করছে॥ ৩॥ রাধাকে আমার কথা জানিও, সে সুখে যমুনার জল নিতে পারে॥ সে জল তার জন্যেই শোধন করেছি। বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত
২৬৬
গাইলেন॥ ৪॥

কৃষ্ণ বড়াইকে অনুরোধ করলেন, সে যেন রাধাকে অকারণে রোষ না করতে বলে। যত ইচ্ছা, ওরা যমুনার জল নিক। রাধার জন্যেই তো যমুনার জল শোধন করেছে। গীতটি দশমাত্রক পংক্তিসজ্জায় ৪+২+৪+৪+৪-পংক্তিক স্তবকসজ্জায় রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সোধিলো : শোধন করলাম।

স. ৬॥ নিপীয় বচনং সাধু জরতী মধুবিদ্বিষঃ।
রাধিকামধিকামর্ষ রাধি[১৩৯/খ]কামাহ ভারতীং॥

মধুসূদনের সাধু বচন শুনে জরতী ক্রোধসহ (কৃষ্ণকে) পীড়াদায়িকা রাধাকে এ-কথা বলল।

১৩. গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

বড়াই রাধাকে।

এত কাল রাধা তোর গেল শিশুভাবে।
তেঁসি না জাণিলি নিজ আপণ লাভে॥
এবেঁ তোহ্মে আসি ভৈলা এ ভর যুবতী।
তভোঁ কি কারণে তোঞেঁ করসি বিমতী॥ ১॥
সাগর রস নাগর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।
তোর ভার্গে কাকুতি করএ তোর ঠাঁয়ি॥ ধ্রু॥

সুন্দর যুবক সমে যে হএ শৃঙ্গার।
সকল সংসার মাঝে সেই সুখ সার॥
এহ বুঝী কাহ্ন তোরে মানায়িলোঁ যতনে।
কোন অবুধির বোলেঁ করসি বিমনে॥ ২॥
কভোঁ না বুলিব আহ্মে তোর আনুচীত।
যেহো সখি দেখ তোর কেহো নহে হীত॥

আপণ কাজক লাগি সবই বিকলী।
সহ্মোঞিঁ চাহেন্ত তোক রোষু বনমালী॥ ৩॥
আহ্মার বচন রাধা পরিভাব মণে।
যমুনাক যাইউ রাধা লয়িআঁ সখিগণে॥
তথাঁ গিআঁ তোষ কাহ্নাঞিঁ সরস বচনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে[১৪০/ক]॥ ৪॥

রাধা, তোর এত কাল শৈশবভাবে কাটল। সে কারণে নিজের লাভ বুঝলি না॥ এখন তুই পূর্ণ যুবতী হয়েছিস। তবু কেন তুই বিমতি হচ্ছিস (অসম্মতি) জানাচ্ছিস॥ ১॥ সুন্দর কানাই রসের সাগর, বিদগ্ধ নায়ক। এটা তোর ভাগ্য যে তোর কাছে এসে অনুনয় (প্রেম প্রার্থনা) করছে॥ ধ্রু॥ সুন্দর যুবকের সঙ্গে যার শৃঙ্গার হয়, সে সর্ব সংসারে শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ করে॥ এ-কথা বুঝেই অনেক যত্নে তোকে ও কানাইকে মিলিয়ে দিলাম। কোন দুর্বুদ্ধিতে তাতে বিমনা হচ্ছিস॥ ২॥ তোর অনুচিত কথা আমি কখনো বলব না। যে সব সখীকে দেখছিস কেউ তোর হিত চায় না॥ সবাই নিজের কাজ গোছাতে ব্যাকুল। সবাই চায় যে বনমালী তোর প্রতি রুষ্ট হোক॥ ৩॥ আমার কথা রাধা মনে ভেবে দেখ। সখিদের নিয়ে যমুনায় যাও॥ সেখানে গিয়ে মিষ্ট কথায় কানাইকে পরিতুষ্ট কর। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৬৭

বড়াই রাধাকে বুঝিয়ে যমুনার ঘাটে সখিদের নিয়ে জল আনতে পরামর্শ দিচ্ছেন। সেখানে গিয়ে কৃষ্ণকে সে যেন মিষ্ট কথায় পরিতুষ্ট করে। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪— মোট ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

স. ৭ ॥ জরতীবচসা রাধাং চলিতাং যমুনামনু।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণ সমাশ্বাসপুরঃসরং ॥

জরতীর কথা শুনে যমুনাভিমুখী রাধাকে চতুর কৃষ্ণ আশ্বাস দিযে বললেন।

১৪. রামগিরীরাগঃ ॥ প্রকীর্ণক ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি ও কবির বর্ণনা।

হরিষেঁ আইলা বাধা তোহ্মে এহা তীবে।
আজি সফল হৈব যমুনার নীরে॥ ১॥
উপস্থিত হৈল হের গিরীশ সমএ।
শীতল গম্ভীর জলে রহিতেঁ সুখাএ॥ ২॥
পুরুবে আছিল এহো দহে নাগগণে।
এহাত নাহিতেঁ ভয় লাগে তেকারণে॥ ৩॥
নাহিবারেঁ সখিগণ চাহে এহা জলে।
তবেঁ নাহিঁ নাহে ডরে পাণী লআঁ চলে॥ ৪॥

কালীনাগ পাঠায়িল সাগবেব পাব।
এবেঁ মিছা ডব কব জলে যমুনাব॥ ৫॥
আহ্মাব বচন সুন্দবী রাধা ধব।
আহ্মে আগেঁ গাম্বি তবেঁ জলেব ভিতব॥ ৬॥
কুবুধি তেজিআঁ যবেঁ গাম্ব এহা জলে।
তবেঁ আহ্মে গাম্বি লআঁ এ সখি সকলে॥ ৭॥
জলত[১৪০/খ] গাম্বিল কাহ্নাঞিঁ দেখে সখিগণে।
উনমত নহিহ মোব বিবহ বচনে॥ ৮॥

আনুমতি দিআঁ কাহ্নাঞিঁ গাম্বায়িল জলে।
পাছত করিআঁ বাধা আব গোপীকুলে॥ ৯॥
জলকেলি করে কাহ্নাঞিঁ আপণাব সুখে।
মনমথ ভাবেঁ দেখে সব গোপী মুখে॥ ১০॥
কাহ্নাঞিঁক দেখি বাধা উল্লসিত মনে।
আর তাক দেখি থীর নহে গোপীগণে॥ ১১॥
সন্ধাব জলকেলিত লাগিল মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ১২॥

কৃষ্ণ। রাধা, আনন্দের সঙ্গে তুমি যমুনার তীরে এসেছ। যমুনার জল আজ সার্থক হল॥ ১॥ এখন গ্রীষ্মকাল এসেছে। গভীর শীতল জলে থাকতে সুখ হবে॥ ২॥

রাধা। পূর্বে এই দহে নাগরা থাকত। সেজন্যে এখানে স্নান করতে ভয় লাগে॥ ৩॥ সখীরা তো এই জলে স্নান করতে চায়। কিন্তু ভয়ে স্নান করে না। শুধু জল নিয়ে যায়॥ ৪॥

কৃষ্ণ। কালীয় নাগকে সাগরের পারে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন যমুনার জলে মিথ্যা ভয় পাচ্ছ॥ ৫ ॥ সুন্দরী রাধা, আমার কথা শোন। আমি তবে আগে জলে নামছি॥ ৬ ॥

রাধা। কুবুদ্ধি ত্যাগ করে যদি আগে তুমি জলে নামো, তবে সকল সখিদের নিয়ে আমি নামি॥ ৭ ॥

কবি। কানাই জলে নামল, সখিরা দেখতে পেল।

কৃষ্ণ। আমার বিরহ প্রলাপে তোমরা উন্মত্ত হয়ো না॥ ৮ ॥

কবি। অনুমতি দিয়ে কানাই (সখীদের) জলে নামাল। সামনে নিজে থেকে, তার পিছনে রাধাকে ও গোপীকুলকে নামাল॥ ৯ ॥ কানাই আপন সুখে জলকেলি করতে লাগল। কামদৃষ্টিতে সব গোপীর মুখের দিকে তাকাতে লাগল॥ ১০ ॥ কানাইকে দেখে রাধার মন উল্লসিত হল। আর তাকে দেখে গোপীদের মনও স্থির রইল না॥ ১১ ॥ সকলে জলকেলিতে মন দিল॥ বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ১২ ॥

২৬৮

এখানে কৃষ্ণ-রাধা ও সখীদের যমুনার জলকেলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ১২টি দ্বিপংক্তিক পয়ার শ্লোকে, ২৪ পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে।

১৫. কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কবির বর্ণনা।

জলে ডুবিল জনার্দ্দনে।
আল
রাধার ছুয়িল জঘনে।
চমকিলী রাধা উঠিআঁ দেখিল কাহ্নে॥ এ ॥
ঘন চালিআঁ বসনে।
আল
রাধিকা আড় নয়নে।
চাহিআঁ কাহ্নের মণে চিআইল মদনে॥ ১ ॥
আল
পূরী চির মনোরথে।
জলকেলি কৈল কালীদহে জগন্নাথে॥ ধ্রু ॥

কাহারো[১৪১/ক] ধরিআঁ পাএ।
দূর জল লআঁ জাএ।
ডরে সে গোআলিনী কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞিঁ বোলএ॥
ডুবিআঁ কাহারো তনে।
গুপতেঁ ধরিল কাহ্নে।
ভাবেঁ সে নিচলি গোপী থাকিলী তখনে॥ ২ ॥
কাহাবো নিতম্বে হাথে।
রসে দিল জগন্নাথে।
উলটি কৃষ্ণের সেহো ধরিলেক হাথে॥

কাহ্নাঞিঁ হাথ খসাইআঁ।
ডুবে পদ্মবন গিআঁ।
গোপী ভাণ্ডী চির রহিলা মুখ তুলিআঁ॥ ৩ ॥
উঠী বুইল বচনে।
ধরী বড়ায়ির চরণে।
রাধা চন্দ্রাবলী লআঁ সব গোপীগণে।
জলে বহি নিরাসে।
দেখি মণে মণে হাসে।
গাইল বাসলী বন্দিআঁ বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

জনার্দন জলে ডুবল। রাধার জঘন স্পর্শ করল। রাধা চমকে উঠে দেখলেন, কানাই॥ ঘনভাবে বস্ত্র সংববণ করে রাধা আড় নয়নে চাইল। সেই চাহনীতে কানাইয়ের মনে মদন জাগ্রত হল॥ ১ ॥ চির মনোরথ পূর্ণ করে, কালীদহে জগন্নাথ জলকেলি করল॥ ধ্রু ॥ কারো পা ধরে দূরে টেনে নিয়ে যায়। ভয়ে সে গোয়ালিনী কানাই কানাই ডাক ছাড়ে॥ ডুব দিয়ে গোপনে কানু কারও স্তন ধবে। সেই গোপী তখন ভাবে নিশ্চল হয়ে থাকে॥ ২ ॥ রসভরে কারও নিতম্বে হাত দেয় জগন্নাথ। উলটে সে-ও কৃষ্ণের হাত চেপে ধরে॥ কানাই তখন হাত সরিয়ে পদ্মবনে গিয়ে লুকায়॥ গোপীদের ছলনা করে মুখ তুলে ভেসে রইল॥ ৩ ॥ তখন রাধা চন্দ্রাবলীসহ গোপীরা তীরে উঠে বড়াইয়ের চরণ ধরে কৃষ্ণের ডুবে যাওয়ার কথা বলল॥ কানাই জলের নির্জনে থেকে মনে মনে হাসতে লাগল॥ বাসলী বন্দনা করে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪ ॥

২৬৯

রাধা ও গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের জলকেলির বর্ণনা। ৮॥ ৮॥ ৮॥ ৬ I-মাত্রক চৌপদী ছন্দে, চারটি দ্বিপংক্তিক স্তবকে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ গোপী ভাণ্ডী : গোপীদের ছলনা করে।

১৬. ভাঠিআলীরাগঃ। রূপকং॥

বড়াইকে রাধা।

জলত পাম্বিলা কাহ্নাঞিঁ মোর পরতেখ।
এখনে কেমনে বড়ায়ি হয়িল আদেখ॥
আকাশে উঠিল কিবা পসিল পাতালে।
কিবা মরি গেল কাহ্নাঞিঁ যমুনার জলে॥ ১॥
বোলহ পরাণ বড়ায়ি[১৪১/খ] সরূপেঁ আম্মারে।
কমণ উপাএ পায়িব দেব দামোদরে॥ ধ্রু॥

ষোল সহস্র গোপী একলা দামোদরে।
ডুবিআঁ মাইলেন্ত কাহ্নাঞিঁ জলের ভিতরে॥
হেন বুলি সব লোকেঁ দুসহ উত্তরে।
তাহাক গুণিতেঁ ভৈল দগধ আন্তরে॥ ২॥
সব গোপী মেলি চাহিআঁ বনমালী।
কথাঁহো না পায়িলোঁ তাক ভয়িলোঁ স বিকলী॥

সরূপেঁ লক্ষিএ বড়ায়ি কাহ্নের মরণ।
এতেকেঁ হারায়িল বুধী সব গোপীগণ॥ ৩॥
জীয়ন্ত থাকিত যবেঁ নান্দের নন্দনে।
এত খনে আবসই হৈত দরসনে॥
আপণেঞিঁ করহ সে বুধি পরকারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ৪॥

আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি, কানাই জলে নামল। বড়াই, এখন সে কি ভাবে অদৃশ্য হল॥ সেকি আকাশে উঠে গেল, অথবা পাতালে নেমে গেল! অথবা যমুনার জলেই ডুবে মরে গেল॥ ১॥ ওগো প্রাণের বড়াই, এই রহস্যের স্বরূপ আমাকে বুঝিয়ে বল। কিভাবে এখন দেব দামোদরকে ফিরে পাব॥ ধ্রু॥ ষোল সহস্র গোপী আর দামোদর একলা। কানাইকে তারা কি জলের ভিতর ডুবিয়ে মারল॥ এখন সব লোকে বলবে যার উত্তর দেওয়া দুঃসহ (কঠিন)। দগ্ধ অন্তরে (জ্বালাভরা মনে) এ কথা গণনা করতে হচ্ছে॥ ২॥ সব গোপী মিলে বনমালীর খোঁজ করছে। কোথাও তাকে না পেয়ে সবাই হতবুদ্ধি হয়েছে॥ আমি তো কানাইয়ের মৃত্যুর স্বরূপই দেখছি।—এতে সব গোপীই বুদ্ধিহীনা হয়ে পড়েছি॥ ৩॥ জীবিত থাকলে এতক্ষণে অবশ্যই নন্দ-নন্দন দেখা দিত। কি করে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়, বড়াই তুমিই তার বুদ্ধি কর॥ বাসলীবরে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥ ২৭০

কৃষ্ণ লুকিয়ে থাকায় রাধা ও গোপীদের দুশ্চিন্তা এবং বড়াইকে অনুরোধ, যে ভাবে হোক তাকে খুঁজে বার করবার জন্য। ৪+২+৪+৪+৪-শ্লোকবন্ধে, ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত॥

দুরূহ শব্দার্থ॥ বিকলী : হতবুদ্ধি।

১৭. ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

বড়াই রাধাকে।

আল রাধা।
তোর মুখে শুণী হেন বাণী।
এহ্না জলে মৈল চক্রপাণী॥ ল॥
আল রাধা
বড় দুখ উপজিল মনে।
শরীরত হরিলোঁ চেতনে॥ ১॥
আল রাধা।
যাবত কেহো নাহিঁ সুনে।
তাবত করি ঘর গমনে॥ ধ্রু॥

সখিসব নিষধ য[১৪২/ক]তনে।
কেহো তার না কহিএ মরণে॥
এ বারতা যবেঁ বাহিরাএ।
সম্মার পরাণ তবেঁ জাএ॥ ২॥
একইতি মাএর ছাওআল।
সুন্দর বাল গোপাল॥

তোত লাগি যমুনাত মৈল।
এবেঁ তোর মণে সুখ ভৈল॥ ৩॥
কালী সম্মো হয়িআঁ এক ঠায়ি।
ভালমতেঁ চাহিব কাহ্নাঞিঁ॥
তবেঁ তার পায়িব উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো রাধা, তোর মুখে এ-কি কথা শুনি। এই জলে চক্রপাণী (ডুবে) মরল॥ ওগো রাধা, মনে খুব দুঃখ হল। শরীরও চেতনা হারাল॥ ১॥ ওগো রাধা, যতক্ষণ কেউ না শুনতে পায়, ততক্ষণে ঘরে চলে যাই॥ ধ্রু॥ সখীদের সযত্নে নিষেধ কর। কেউ যেন তার মৃত্যুর কথা না বলে॥ এ কথা বাইরে প্রকাশ পেলে, সকলেরই প্রাণ যাবে॥ ২॥ মায়ের একমাত্র ছেলে এই সুন্দর বালগোপাল॥ তোর জন্যেই যমুনায় (ডুবে) মরল। এখন তোর মনে সুখ হল॥ ৩॥ কাল সবাই একসঙ্গে মিলে, ভাল করে কানাইয়ের খোঁজ করব॥ তখন তার সন্ধান পাব। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৭১

বড়াই কানাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে খুব চিন্তিত, ভীত হল, বলল, কাউকে কিছু না বলে এখন ঘরে ফিরে যাওযা ভাল। কাল সবাই মিলে ভাল করে খুঁজে দেখা যাবে। ১০ মাত্রক ৪+২+৪+৪+৪-পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ একইতি : একমাত্র।

স. ৮॥ সখী সখীবৃতা রাধাং বৃদ্ধাবচনসংযতা।
জগামাগারমাগারং বহন্তী মানসং শুচঃ॥

সখীগণ পরিবৃত হয়ে রাধা বৃদ্ধার কথায় সংযত হয়ে মানসিক অনুশোচনা বহন করে ঘরে ফিরে গেলেন।

১৮. মল্লাররাগঃ॥ রূপকং॥

কবির বিবৃতি।

রাধা ঘর গেলি দেখিআঁ কাহ্নে।
জলত হৈতেঁ উঠিল তখনে॥
গুপতেঁ রহিলা সে বৃন্দাবনে।
কেহো না জানিল দৈব ঘটনে॥ ১॥
নাগর কাহ্নাঞিঁ কইল কপটে।
রস ভুঞ্জিবারেঁ যমুনা তটে॥ ধ্রু॥

যবেঁ গেল রাতী এক পহর।
তবেঁ সে কাহ্নাঞিঁ গেল নিজ ঘর॥
রাধার রূপ সোঁঅরী গোবিন্দে।
সকল রজনী না গেল নিন্দে॥ ২॥
তাম্বাচুড়া রা[১৪২/খ]এ হৈল বিহাণ।
যমুনা তীরেঁ চলিলা কাহ্ন॥

কদম্ব গাছে চড়ী বনমালী।
রহিলা রাধার পন্থ নেহালী॥ ৩॥
মনে মনমথ সর আরতী।
রসিক কাহ্নাঞিঁ কইল যুগতী॥
রাধার করিবোঁ পাঞ্চ সঙ্গতী।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগতী॥ ৪॥

রাধা ঘরে গেল দেখে কানাই তখন জল থেকে উঠল॥ বৃন্দাবনে সে লুকিয়ে রইল। এই দৈব ঘটনার কথা কেউ জানল না॥ ১॥ নাগর কানাই রস ভোগ করবার উদ্দেশ্যে যমুনা তীরে এই কপটতা করল (অর্থাৎ লুকিয়ে রইল)। যখন রাত এক প্রহর পার হল, তখন কানাই নিজের ঘরে ফিরল॥ রাধার রূপ ধ্যান করে গোবিন্দ সারা রাত ঘুমাল না॥ ২॥ মোরগের ডাকে সকাল হল। কানাই যমুনার তীরে চলল॥ বনমালী কদম্ব গাছে চড়ে রাধার জন্যে পথ চেয়ে রইল॥ ৩॥ মনে মনমথের শর বিদ্ধ হয়ে রসিক কানাই যুক্তি করল॥ রাধার পঞ্চ সঙ্গতি (বিপর্যস্তভাব) করব। বাসলী গতি চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

২৭২

কৃষ্ণ এবার তীরে উঠে রাত একপ্রহরে বৃন্দাবনে ফিরল এবং রাতে না ঘুমিয়ে সকালেই ডাঙ্গার ঘাটে এসে কদম গাছে চড়ে বসে রইল। মনে মনে রাধার নানারূপ দুর্গতি করবার অভিসন্ধি আঁটতে লাগল। ৬॥৫ বা ৫॥৬]-মাত্রক একাবলী ছন্দে, ৪+২+৪+৪+৪-পংক্তিক স্তবকবন্ধে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ তাম্বাচুড়া : কুক্কুট বা মোরগ। পাঞ্চসঙ্গতী : নানারূপ দুরবস্থা।

অথ যমুনান্তর্গত বস্ত্রহরণখণ্ডঃ

স. ৯॥ অধিরজনীবিরামং বামরম্ভারিপুরু
বমভজত রাধা মাধবোন্বেষণায়।
অতনুমতনু বাণব্যূহ দাহং বহন্তী
তটমনু যমুনায়াস্তূয়মানাসখীভিঃ॥

রাত্রি শেষ হলে রামরম্ভাবিনিন্দিত জঘনাবিশিষ্টা, প্রবল কন্দর্পবাণব্যূহে জর্জবিতা এবং সখীগণ কর্তৃক স্তূয়মানা বাধিকা মাধবের অন্বেষণে যমুনাব তট অভিমুখে দ্রুত গমন করলেন।

১৯. রামগিরীরাগঃ॥ একতালী॥ দণ্ডকং॥

কবির বর্ণনা।

বড়ায়ির বচন ধবিআঁ বাধা মনে।
ডাক দিআঁ সখিগণ আণাযিল তখনে॥ ১॥
কাখেত কলসী কবি বডাযি তুলে।
চলী ভৈলী চন্দ্রাবলী যমুনাব কূলে॥ ২॥
নাহিবার কাল নহে বড়ায়িঁ বিহাণে।
তেঁ না নিল কেহো গোপী দুঅজ বসনে॥ ৩॥
চারী ভীত চাহি রাধা বুইল বচনে।
কূলত কাপড় থুয়িআঁ জলে চাহি কাহ্নে॥ ৪॥
সব সখি বুইল বাধা ভাল বুঝিলেঁ কাজ।
[১৪৩/ক]কেহো ত পুরুষ নাহিঁ এথাঁ কিসে লাজ॥ ৫॥
হেন পবিভাবি বাধা লযিআঁ গোপীকুলে।
বসন তেজি নাম্বিলী যমুনাব জলে॥ ৬॥
রাধিকা চাহিল কাহ্ন আলোডিআঁ জলে।
তাক না পাইআঁ ভৈলী হৃদয়ে বিকলে॥ ৭॥
সব সখি সম্বোধিআঁ রাধা বুইল বাণী।
আহ্মাক মাবিআঁ কথাঁ গেল চক্রপাণী॥ ৮॥
সখিসব মিলী বাধা বডায়িব পাএ।
বুইল কাহ্ন পাযিব বডায়ি কমণ উপাএ॥ ৯॥
তরু হৈতেঁ তখনে নাম্বিলা দামোদব।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ১০॥

বড়াইয়ের কথা রাধা মনে রেখে তখন ডাক দিয়ে সখীদের আনাল॥ ১॥ কাঁখে কলসি নিয়ে বড়াইকে (ঘুম থেকে) তুলে, চন্দ্রাবলী যমুনার কূলে চলল॥ ২॥ সকালে স্নানের সময় নয় বলে গোপীরা কেউ দ্বিতীয় বসন নিলনা॥ ৩॥ চারদিকে তাকিয়ে রাধা বলল, কূলে কাপড় রেখে জলে নেমে কানাইয়ের

খোঁজ করি॥ ৪॥ সখিরা সবাই বলল, রাধা তুমি ঠিক কথা বলেছ। এখানে তো কোনো পুরুষ নেই, লজ্জা কিসের॥ ৫॥ এই রকম ভেবে রাধা গোপীদের নিয়ে, কাপড় খুলে রেখে, যমুনার জলে নামল॥ ৬॥ জল আলোড়িত করে রাধা কানাইয়ের সন্ধান করতে লাগল। তাকে না পেয়ে মন বিকল হল॥ ৭॥ রাধা সব সখিদের সম্বোধন করে বলল, আমাকে মেরে চক্রপাণী কোথায় গেল॥ ৮॥ রাধা সব সখিসহ বড়াইয়ের পায়ে ধরে বলল, বড়াই, কি ভাবে কানাইকে পাব তার উপায় বল॥ ৯॥ তখন গাছ থেকে দামোদর নেমে এল। বাসলীবরে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ১০॥ ২৭৩

রাধা সখীসহ, কাপড় তীরে ছেড়ে রেখে, যমুনার জলে নেমে কৃষ্ণের খোঁজ করে তাকে না পেয়ে বড়াইয়ের পায়ে ধরে, কৃষ্ণকে খুঁজে পাবার উপায় বলে দিতে অনুরোধ করলেন। দশটি দ্বিপংক্তিক পয়ার শ্লোকে, ২০ লাইনে গীতটি রচিত। কোনো ধ্রুবপদ নেই।

দুরূহ শব্দার্থ॥ দুঅজ বসনে : দ্বিতীয় কাপড়ে।

২০. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কবির বর্ণনা ও কৃষ্ণের গোপীদের উদ্দেশে উক্তি।

আহা।
গোপীর বসন হার লয়িআঁ দামোদর।
উঠিলা গিআঁ কদম্ব তরুর উপর ॥
তথাঁ থাকী ডাক দিআঁ বুইল বনমালী।
কি চাহি বিকল হঅ সকল গোআলী ॥ ১ ॥
নিকট আইস মোর সব গোপীগণে।
আজি কথা সুণ মোর মরণ জীবনে ॥ ধ্রু ॥

দেখিল হরষে তা স[১৪৩/খ]ব গোপ যুবতী।
গাছের উপরে কাহ্নাঞিঁ উল্লসিত মতী ॥
হরিআঁ গোপীর হার আঅব বসনে।
হাসে হাসি খলখলি কাহ্নাঞিঁ গরুঅ মনে ॥ ২ ॥
কুলে পরিধান নাহিঁ দেখি গোপনারী।
হৃদএঁ জাণিল তবেঁ নিলেক মুরারী ॥

তবেঁ বড গল করী বুইল জগন্নাথে।
তোহ্মাব বসন হের আহ্মার হাথে ॥ ৩ ॥
যাবত না উঠিবেঁহে জলের ভিতর।
তাবত বসন নাহিঁ দিব দামোদর ॥
এহা জাণী তড়াত উঠিআঁ নেহ বাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

দামোদর গোপীদের বসন হার নিয়ে কদম্ব তরুর উপর গিয়ে উঠল ॥ সেখান থেকে বনমালী ডাক দিয়ে বলল, গোয়ালীরা কিসের জন্যে এত অস্থির হয়েছে ॥ ১ ॥ সব গোপী আমার কাছে এস। আজ আমার কাছে আমার জীবন মরণের কথা শোন ॥ ধ্রু ॥ সানন্দে গোপযুবতীরা দেখে, গাছের উপরে আনন্দিত মনে কানাই বসে রয়েছে ॥ গোপীদের হার ও বসন হরণ করে উল্লসিত মনে কানাই খলখল করে হাসছে ॥ ২ ॥ কূলে পরনের বসন নেই দেখে গোপনারীরা মনে মনে বুঝতে পারল, এটা মুরারীর কাজ ॥ তখন বড় গলা করে (উচ্চকণ্ঠে) জগন্নাথ বলল, দেখ তোমাদের বসন সব আমার হাতে ॥ ৩ ॥ যতক্ষণ জল ছেড়ে না উঠবে, ততক্ষণ দামোদর বসন দেবে না ॥ এ-কথা বুঝে সত্বর উঠে এসে বসন নাও। বাসলীশিরে বন্দনা করে এ-গীত চণ্ডীদাস গাইলেন ॥ ৪ ॥

২৭৪

কৃষ্ণ গোপীদের জল থেকে উঠে এসে বসন নিতে বলল। ৪+২+৪+৪+৪-স্তবকবন্ধে, ১৮টি পয়াব পংক্তিসজ্জায় গীতটি বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ গরুঅ মনে : প্রসন্ন বা উল্লসিত মনে। বড় গল করি : উচ্চকণ্ঠে।

স. ১০॥ অথ রাধা হরিম্বীক্ষ্য তরোঃ শিখরগোচরং।
বলনীতপরিধানংভূষণং হ্রীযুতাবদৎ॥

অতঃপর রাধা, বলে পরিধান-ভূষণ হরণকারী হরিকে তরুশিখরে দেখে সলজ্জভাবে বললেন।

২১. রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥

কবির বর্ণনা।

জলেঁ চাহিবারেঁ তবে নান্দের নন্দনে।
ঘাটত থুইল সব্বে হার বসনে॥
সখিসব মেলিআঁ পাম্বিলান্ত জলে।
হার বসন কাহ্নাঞিঁ লআঁ গেল বলে॥ ১॥
আয়ি মোর লাজ নিলজ বনমালী।
জলে[১৪৪/ক] বিবসিনী ডাক পাড়ে রে গোআলী॥ ল॥ ধ্রু॥

জলতে উঠিলী রাহী আধ করি তলে।
দক্ষিণ করেঁ ঢাকিআঁ কুচযুগলে॥
কাহ্নক বুইল তোর মুখেঁ নাহিঁ লাজ।
বড়ার বহুক করসি হেন কাজ॥ ২॥
দূরত থাকিআঁ বুইল জগন্নাথ।
তড়াত উঠিআঁ রাধা কর যোড়হাথ॥

তড়ে হাথ যোড় করী বুলিল চন্দ্রাবলী।
হার বসন দেহ দেব বনমালী॥ ৩॥
রাধার চরিত্র দেখি দেব দামোদর।
নেত বসন দিল রাধার উপর॥
হার লুকায়িআঁ রাধাক দিল বাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

নন্দ-নন্দনকে জলে খুঁজবার জন্যে ঘাটে হার ও বসন রেখেছিল॥ সখীরা সবাই মিলে জলে নামল। কানাই বলে হার ও বসন নিয়ে গেল॥ ১॥ জলে বিবসনা গোপীরা ডাক পেড়ে বলতে লাগল, আমাদের কি লজ্জা, নির্লজ্জ বনমালী॥ ধ্রু॥ রাধা ডান হাতে স্তনযুগল ঢেকে জলে আধখানা ভাবে উঠল॥ কানাইকে বলল, তোর মুখে লজ্জা নেই, বড় ঘরের বধূর সঙ্গে এমন কাজ করিস॥ ২॥ দূর থেকে জগন্নাথ বলল, রাধা সত্বর উঠে এসে জোড়হাত কর॥ তখন স্থলে উঠে, হাত জোড় করে চন্দ্রাবলী বলল, দেব বনমালী আমাদের হার বসন দাও॥ ৩॥ রাধার আচরণ দেখে দেব দামোদর নেতবসন রাধার উপর ফেলে দিলেন। হার লুকিয়ে রেখে রাধাকে শুধু বসন দিয়ে দিল। বাসলীশিরে বন্দনা করে এ-গীত চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥ ২৭৫

এ-গীতে রাধা ও সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বস্ত্রহরণ-লীলা বর্ণিত হয়েছে। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪-পংক্তিক স্তবক বিন্যাসে, পয়ারবন্ধে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ তড়ে : স্থলে। চরিত্র : আচরণ।

স. ১১॥ রাধায়া বাচমাচম্য নিরন্তররসান্তরঃ।
তামেরোপহসন্ কৃষ্ণো জগাদ জরতীমিদং॥

রাধার বচন শুনে নিত্য রসিক কৃষ্ণ তাকে উপহাস করে, জরতীকে এ-কথা বললেন।

২২. ধানুষীরাগঃ॥ একতালী॥

বড়াইকে কৃষ্ণ।

আল বড়ায়ি
সাঁত পাঁচ সখিজন লআঁ।
জলেত পাম্বিলী লাঙ্গট হআঁ॥ ল॥
আল বড়ায়ি
নাহিঁ মাণে রাধা গুরুজনে।
হেন তিরী জিআএ আইহনে॥ ল॥ [১৪৪/খ] ১॥
আল বড়ায়ি
কেহ্নে রাধা হেন কাম করে।
বিবসিনী পাম্বএ নীরে॥ ল॥ ধ্রু॥

ধরী তোহ্মে আহ্মার বচনে।
নিষধ রাধাক যতনে॥
আর বার হেন না করিহে।
পুরুষের আখি নিবারিহে॥ ২॥
দিল আহ্মে সহ্মারেঁ বসন।
তভোঁ কেহ্নে রাধিকা বিমন॥

তাহাকে ত নাহিঁ পরকারে।
না জাণো কি আর বোলে মোরে॥ ৩॥
পুছ গিআঁ রাধাক যতনে।
বাস পাআঁ রহিলছে কেহ্নে॥
আহ্মাক না এড়ে কিবা আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো বড়াই, রাধা সাত-পাঁচ সখিদের নিয়ে, উলঙ্গ হয়ে জলে গিয়ে নামল॥ ওগো বড়াই, রাধা গুরুজন মানে না। আইহন এমন স্ত্রীকে জীবিত রাখে॥ ১॥ ওগো বড়াই, রাধা এমন কাজ কেন করে? বিবসনা হয়ে জলে নামে॥ ধ্রু॥ আমার কথা শোন, সযত্নে (ভাল করে) তাকে নিষেধ কর॥ আর যেন এমন

কাজ না করে। পুরুষদের দৃষ্টি যেন নিবারণ করে॥ ২॥ আমি সবাইকে বসন দিয়ে দিলাম, তবু কেন রাধা বিমনা হচ্ছে॥ তাকে তো কোনো প্রকারে খুশি করা যায় না। জানিনা আর কি আমায় বলতে চায়॥ ৩॥ রাধাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর, কাপড় পেয়েও কেন বিমনা হয়ে রয়েছে॥ কিসের আশায় আমাকে ২৭৬
ছাড়ছে না। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

কৃষ্ণ রাধা ও অন্য গোপীদের বসন ফেরত দিলেও রাধার হার ফেরত দেয়নি। তবু ছলনা করে বড়াই মারফৎ বলছেন, রাধা কেন আমার পিছু ছাড়ছে না, বড়াই, তাকে জিজ্ঞাসা কর। গীতটি ১০ মাত্রক পংক্তিতে ৪+২+৪+৪+৪-পংক্তিসজ্জায় রচিত হয়েছে।

ইতি যমুনান্তর্গত বস্ত্রহরণখণ্ডঃ সমাপ্ত॥

অথ যমুনান্তর্গত হারখণ্ডঃ

স. ১ ॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ জরতীমেবং রাধিকাধিমতী সতীং ॥

জরতী-কর্তৃক প্রতিপাদিত কৃষ্ণের বক্তব্য শুনে অধিমতী রাধিকা সতী জরতীকে বললেন।

১. **মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥**

রাধা বড়াইকে।

যে বেলাএ পাটোল মোর নিলে গদাধরে।
তথিত উপর ছিল সাতেশরী হারে ॥ ল ॥
আনেক যতনে মোরে দিলে পাটোলে।
হরিলেক হার মোর বালগোপালে ॥ ল ॥ ১ ॥
বোল গিআঁ আল বড়ায়ি মোর …
[এর পর ১৪৫/ক—১৫১/খ পাতা নাই]

যখন গদাধর আমার বস্ত্র নিল, তার উপর আমার সাতেসরী (সাত লহরী) হার ছিল ॥ অনেক যতনে (সাধ্য সাধনায়) আমাকে পাটোল (পট্টবস্ত্র) ফেরত দিল ॥ ১ ॥ ওগো বড়াই, ওকে গিয়ে বল…(এরপর ১৪৫/ক—১৫১/খ পাতা পাওয়া যায়নি।) ২৭৭

মাত্র প্রথম চার পংক্তি, ১ম শ্লোক এবং দ্বিতীয় শ্লোকের পাঁচটি শব্দ পাওয়া গেছে। রাধা-কৃষ্ণের হার অপহরণ বিষয়ে বড়াইয়ের কাছে নালিশ জানাচ্ছিলেন। গীতটি পয়ার পংক্তিবন্ধে রচিত হয়েছিল।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ সাতেসরী : সপ্তলহরী (হার)।

২. ... ...

বড়াইকে রাধার উক্তি।

... ...
[১[illegible]২/ক] তেকারণে আয়িলোঁ তোহ্মার থানে॥ ৭॥
বারেঁ বারেঁ কাহ্ন সে কাম করে।
যে কামে হএ কুলের খাঁখারে॥ ৮॥

আহ্মা বিগুতিল যেহেন কাহ্নে।
তেহ্ন বিগুতিল এ সখিগণে॥ ৯॥
আপণ এহা দেখ বিদ্যমানে।
কাজ বুঝী এড়োঁ বারহ কাহ্নে॥ ১০॥

আহ্মারা মরিব শুণিলেঁ কাঁশে।
তোহ্মার হয়িবে সকল নাশে॥ ১১॥
সব কথা বুয়িলোঁ তোহ্মার পাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ১২॥

...সে কারণে তোমার কাছে এসেছি॥ ৭॥ যেকাজে কুলের খাঁখার বা অপযশ হয়, বারবার কানু সেই কাজ করে॥ ৮॥ কানাই যেমন আমাকে উৎপীড়িত করেছে, তেমনি আমার সখীগণকে উৎপীড়িত করেছে॥ ৯॥ তুমি নিজেই দেখ, তার কাজ দেখে কানাইকে বারণ কর॥ ১০॥ কংশ শুনলে আমরা মরব। তোমারও সর্বনাশ হবে॥ ১১॥ তোমার চরণে সবকথা বললাম। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ১২॥ ২৭৮

কৃষ্ণের হার চুরি এবং গোপীদের অপদস্থ করার সবকথা রাধা বড়াইকে নিবেদন করল। গীতটির প্রথম ১৩ লাইন পাওয়া যায়নি। পরের ১১ লাইন পাওয়া গেছে। এটি ৬॥৫ মাত্রক একাবলী ছন্দে দ্বিপংক্তিক শ্লোকবন্ধে রচিত হয়েছিল।

দুরূহ শব্দার্থ॥ কাঁশে : কংশে।

স. ২॥ রাধাবচনমাচম্য গাঢ়ং দরভয়াতুরা।
যশোদা রোষকলুষং রহসি প্রাহ কেশবং॥

রাধার কথা শুনে অত্যন্ত ভয়াতুরা যশোদা রুষ্টভাবে কেশবকে বললেন।

৩. মল্লাররাগঃ ॥ যতিঃ ॥

যশোদা কৃষ্ণকে।

গোকুল নগরমাঝেঁ বসোঁ চিরকাল।
আহ্মা ভাল করী জাণে সকল গোআল॥
ভাল পুত্র হৈলাঁ তোহ্মে কুলের নন্দন।
তোহ্মাত লাগিআঁ হয়িব আহ্মার মরণ॥ ১॥
কুমতী তেজহ কাহ্নাঞি বুয়িলোঁ তোহ্মারে।
তোহ্মাতে লাগিআঁ কত সহি[১৫২/খ]বোঁ সভারে॥ ধ্রু॥

বারেঁ বারেঁ যে কাম নিষধিএ আহ্মে।
নিষেধ না শুণী সেসি করহ তোহ্মে॥
বাছ্য সব বুলে কাহ্নাঞি নানা থানে থানে।
তোহ্মে ত বুলহ পুতা রাধার কারণে॥ ২॥
সব গোপী লআঁ রাধা রাজাক গোচরী।
সহ্মে যবেঁ আসি মোক লই যাব ধরী॥

তথাঁ কোণ বোলেঁ আহ্মে পায়িব নিস্তারে।
এ যুগতী পুতা বোলহ আহ্মারে॥ ৩॥
মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহীঁ।
একই আখরে মো বুয়িলোঁ তোর ঠাই॥
আহ্মার বচনে পুতা নেবারত মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

গোকুলনগর মাঝে চিরকাল বাস করছি, সব গোপাল আমাকে ভাল করেই জানে॥ পুত্র তুমি কুলের সুসন্তান হয়েছ। এখন তোমার জন্যে আমার মরণ হবে॥ ১॥ কানাই, তোমায় বলছি, কুমতি ত্যাগ কর। তোমার জন্যে লোকের কত কথা সইব॥ ধ্রু॥ বারবার তোমায় যে কাজ করতে নিষেধ করি, আমার নিষেধ না শুনে তুমি সে কাজ কর॥ কানাই, বাছুরগুলি নানাস্থানে ঘুরে বেড়ায়, পুত্র তুমি তো রাধার কারণে (পিছনে) ঘুরে বেড়াও॥ ২॥ রাধা সবগোপী নিয়ে যদি রাজাকে সব জানায়, রাজার লোকেরা এসে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে॥ তখন কি বলে আমি নিস্তার পাব। ওগো পুত্র, তার যুক্তি বা উপায় আমায় বলে দাও॥ ৩॥ মা-বাপের থেকে বড় গুরুজন কেউ নেই। এক কথায় এ-সত্য তোমায় বলে দিলাম॥ পুত্র, আমার কথা শুনে এখন মনকে নিবৃত্ত কর। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৭৯

যশোদা কৃষ্ণকে মৃদু তিরস্কারছলে, রাধার ও তার সখীদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪-পংক্তিক স্তবকবন্ধে, পয়ারে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বাছ্য সব : বাছুরগুলি সব।

স. ৩॥ নিশম্য জননীবাচমচ্যুতশ্চ্যুতসম্পদং।
রাধাদিবল্লবীদোষং ন্যবেদয়দয়ং রুদন্॥

জননীর (তিরস্কার) বাক্য শ্রবণ করে কৃষ্ণ কাঁদতে কাঁদতে বিগত-সম্পদ রাধাপ্রমুখ গোপীগণের দোষ কীর্তন করতে লাগলেন।

৪. বিভাষরাগঃ॥ যতিঃ॥

কৃষ্ণ যশোদাকে।

সুণ মায় যশোদাঅ তোহ্মারে বুঝাওঁ।
ভাগে পুণী জিলাহোঁ এখুনী মরিতাহোঁ॥
কেহো ধরে ঘোড়াচুলে কেহো ধরে হাথে।
দধির পসার তু[১৫৩/কা]লিআঁ দৈতি মাথে॥ ১॥
আঅর না জায়িব মা বাছ রাখিবারে।
ষোল শত যুবতীএঁ আহ্মারে বল করে॥ ল॥ ধ্রু॥

যমুনার তীরে গোপীজন লআঁ রঙ্গে।
কেলি কৈল রাধা পর পুরুষের সঙ্গে॥
বুলিতেঁ চাহিলোঁ আসি রাধার দোষে।
আগেঁ আসী দোষে রাধা মোরে সেই রোষে॥ ২॥
তোহ্মার তনয় আহ্মে নান্দের নন্দন।
ধর্ম্ম ছাড়ী পাপত নাহিঁক মোর মন॥

বেআকুলী হআঁ রাধা মদনবিকারে।
দুই কান্ধ ফুলায়িল বহায়িআঁ দধিভারে॥ ৩॥
গরু রাখিবাক বুলোঁ যমুনার কূলে।
মামী মামী বুলিতেঁ আধিকেঁ বল করে॥
সরূপেঁ কহিলোঁ মা তোহ্মার পাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

শোন মা যশোদা, তোমাকে বুঝিয়ে বলি। ভাগ্যের পুণ্যে বেঁচে গেছি, নইলে তো এখুনি মারা যেতাম। কেউ আমার ঘোড়াচুল (দীর্ঘকেশ) ধরে টানে, কেহ বা হাত ধরে টানে। আমার মাথায় দৈ-এর পসার তুলে দেয়॥ ১॥ মা, আমি আর বাছুর চরাতে যাব না। ষোল শত যুবতী আমার উপর বলপ্রয়োগ করে॥ ধ্রু॥ যমুনার তীরে রাধা গোপীজনসহ পরপুরুষের সঙ্গে ক্রীড়া করে। আমি এসে রাধার দোষ বলতে চাইছিলাম। সেই রাগে রাধা আগে এসে আমার দোষ বলেছে॥ ২॥ আমি নন্দ নন্দন, তোমার ছেলে। ধর্ম ছেড়ে কোনো পাপ কাজে আমার মতি নেই॥ রাধা মদনবিকারে ব্যাকুল হয়ে আমাকে দিয়ে দৈ-এর বোঝা বহিয়ে আমার দু'কাঁধ ফুলিয়ে দিয়েছে॥ ৩॥ গরু রাখতে যমুনার কূলে ভ্রমণ করি। (রাধাকে) মামী মামী বলতেও আমার ওপর বেশি বল প্রয়োগ করে॥ মা, তোমার পায়ে সত্য কথা নিবেদন করলাম। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৮০

কৃষ্ণ যশোদার কাছে উলটে রাধা ও গোপীদের নামে দোষারোপ করল। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪-পংক্তিক স্তবকে, পয়ারবন্ধে রচিত হয়েছে।

৫. দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কবির বর্ণনা। আইহনের প্রতি বড়াই।

হেনয়ি সম্ভেদে বুঢ়ী মেলিলী আসিআঁ।
রাধা লআঁ গেলী ঘর প্রবোধ করিআঁ॥
তরাসিলী হআঁ বুইল আইহনে[১৫৩/খ]র আগে।
রাধা লআঁ আয়িলাহোঁ ঘর আজি বড় ভাগে॥ ১॥
নানা পরকার করী সব জন ঠাই।
রাধার গোপ্য রাখিল সুবুধী বড়ায়ি॥ ধ্রু॥

গরু নিবারিতেঁ নারে কাহ্নাঞিঁ ছাওয়াল।
হিফিলেক রাধাক বলদ সিংহটাল॥
তরাসে পড়িলী বাধা কাঁটীবনমাঝে।
খণ্ড খণ্ড দেহ দেখি ঘব না আইসে লাজে॥ ২॥
আপণেই দেখ বাধাব দেহগতী।
গাছে লাগি ছিণ্ডিল সকল গজমুতী॥

তরাসেঁ নিরস ভৈল রাধার আধর।
পরাণ রাখিলোঁ দিআঁ শীতল জল॥ ৩॥
তোহ্মার থানত আর কহিবোঁ মো কী।
তোহ্মার পুনে জিলী পদুমার ঝী॥
সুণী আইহন পড়িলা বড়ায়ির চরণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

এই অবস্থায় বুড়ী (বড়াই) এসে মিলল। রাধাকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘরে নিয়ে গেল॥ ত্রস্ত হয়ে আইহনকে গিয়ে বলল, বড় ভাগ্যে আজ রাধাকে নিয়ে ফিরে এসেছি॥ ১॥ নানা প্রকারে সবার কাছ থেকে রাধার ঘটনাটি সুবুদ্ধি বড়াই গোপন রাখল॥ ধ্রু॥ ছেলে কানাই, গরু থামাতে পারেনি। সিংহ বিক্রমে এক বলদ রাধাকে তাড়া করেছিল॥ ভয়ে রাধা কাঁটাবনের মাঝে গিয়ে পড়ল॥ দেহ ছিন্নভিন্ন দেখে লজ্জায় ঘরে আসতে চাইছিল না॥ ২॥ তুমি নিজের চোখে তার দেহের অবস্থা দেখ। গাছে লেগে তার গজমতি হাব ছিঁড়ে গেছে॥ ভয়ে রাধার মুখ শুকিয়ে গেছে। মুখে শীতল জল ছিটিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করেছি॥ ৩॥ তোমার কাছে আর কি বলব। তোমার পুণ্যে এবার পদুমার ঝি প্রাণে বেঁচে গেছে॥ আইহন একথা শুনে বড়াইয়ের চরণে প্রণিপাত করল। বড়ু চণ্ডীদাস, বাসলীসেবক, এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৮১

বড়াই বিপর্যস্ত রাধাকে নিয়ে ঘবে এলেন এবং নানা ছলনাপূর্ণ কথায় তার বিপর্যয়েব আসল কাবণ লুকিযে আইহনের কাছে তাব দোষ ঢাকলেন। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪-চতুষ্পংক্তিক স্তবকে, পযারবন্ধে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সম্ভেদে : অবস্থায়। তরাসিলী : ত্রস্তভাবে। হিফিলেক : তাড়া করল। সিংহ টাল : সিংহবিক্রমে।

ইতি যমুনান্তর্গত হারখণ্ডঃ সমাপ্ত॥

অথ বাণখণ্ডঃ

স. ১ ॥ রাধাকুচরিতং স্মৃত্বা প্রকুপ্য মধুসূদনঃ।
জগা[১৫৪/ক]দ জরতীং তস্যাঃ করিষ্যন্নুচিতং ফলং ॥

রাধার কুচরিত্রের কথা (যশোদার কাছে কৃষ্ণের সম্পর্কে অভিযোগ) স্মরণ করে ক্ষুব্ধ কৃষ্ণ তার উপযুক্ত প্রতিফল দেবার ইচ্ছা জরতীকে জানালেন।

১. দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বড়াইকে কৃষ্ণ।

গোচরিল রাধা মোর মাএর চরণে।
তেকারণে পায়িল আপমানে॥
বড়ায়ি ল।
আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ মণে।
সরূপেঁ কহিলোঁ তোর থানে॥ ১॥
বড়ায়ি ল।
আহ্মার করিল রাধা বড়য়ি খাঁখার।
আবসি করিবোঁ প্রতিকার॥ ধ্রু॥
আপণে করিব আহ্মে তেহেন উপাএ।
যেহ্ন রাধা পড়ে মোর পাএ॥
মরমে হাণিবোঁ তারে মনমথবাণে।
নিবেদিলোঁ তোহ্মার চরণে॥ ২॥
সব লোকেঁ হাসে যেহ্ন দিআঁ করতালী।
তেহ্ন তারে করায়িবোঁ বিকলী॥
আহ্মার মনত জাগে আতি বড় রোষে।
তোহ্মে মোক নাহিঁ দিহ দোষে॥ ৩॥
হেন মণে করে লওঁ রাধার পরাণে।
নাহিঁ করোঁ তোহ্মার কারণে॥
আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ আশে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

রাধা আমার মায়ের চরণে (নালিশ) জানাল। তাতে খুব অপমান বোধ করলাম॥ ওগো বড়াই, আজ থেকে রাধাকে মন থেকে নিবারণ করলাম॥ ১॥ ওগো বড়াই, রাধা আমার খুবই হেনস্তা করল। অবশ্য আমি তার প্রতিকার করব॥ ধ্রু॥ আমি এমন উপায় করব যাতে রাধা আমার পায়ে পড়ে॥ তার মরমে মন্মথবাণ হানব। একথা তোমায় জানালাম॥ ২॥ তাকে এমন বিকল করব যাতে সব লোকে যেন করতালি দিয়ে তাকে উপহাস করে॥ আমার মনে তার প্রতি অত্যন্ত রোষ জেগেছে। (এরপর) তুমি আমাকে দোষ দিয়ো না॥ ৩॥ এখন মনে ইচ্ছা হচ্ছে যে, রাধার প্রাণ নিয়ে নিই। শুধু তোমার জন্যে তা করছি না॥ আজ থেকে মনে রাধার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করলাম। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

২৮২

কৃষ্ণ বড়াইয়ের কাছে রাধার আচরণে ক্ষোভ জানালেন। তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার সংকল্প প্রকাশ করলেন। গীতটি যদিও পয়ারবন্ধে রচিত ; তবে মাঝে মাঝে দশ ও আট মাত্রার পংক্তিও এনেছেন। মোট ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পংক্তিতে সমাপ্ত হয়েছে।

২. আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

বড়াই কৃষ্ণকে।

আহ্মার বচন শু[১৪৫/খ]ণ কাহ্নাঞিঁ গোআল।
গোআলিনী রাধা পাতে আশেষ জঞ্জাল ॥
হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দযা।
গোআলিনী রাধার খণ্ডুক সব মায়া ॥ ১ ॥
শুণহ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে আহ্মার বচনে।
রাধাক হাণ ফুলের পাঁচে বাণে ॥ ধ্রু ॥

পুরুবেঁ বাধাক দিলোঁ মো তোহ্মার তাম্বুলে।
কোণো পবকাবেঁ না শুনিল মোব বোলে ॥
কোন কাম না কৈলো তোহ্মাত লাগিআঁ।
আপণা বোলাযিল সতী আহ্মাক মারিআঁ ॥ ২ ॥
বিলম্ব না কর কাহ্ন মোব বোল শুন।
ঝাঁট করী ফুলের ধনুত দেহ গুণ ॥

স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।
উচ্চাটিল বাণে লঅ রাধার পরাণে ॥ ৩ ॥
ত্রিজগতনাথ তোহ্মে দেব বনমালী।
তোহ্মাকে না করে ভয় রাধা চন্দ্রাবলী ॥
উলটিআঁ সে যাচু তোহ্মাক যতনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

ওগো গোপাল কানাই, আমার কথা শোন। গোয়ালিনী রাধা অনেক ঝামেলা পাকিযেছে॥ কোনো দয়া না করে তাকে পাঁচ বাণ মারো। গোয়ালিনী রাধার সব মায়া কেটে যাক॥ ১ ॥ তুমি কানাই আমার কথা শোন, রাধাকে পঞ্চ ফুলবাণে আঘাত কর ॥ ধ্রু ॥ পুর্বে বাধাকে আমি তোমার তাম্বুল দিয়েছিলাম। সে কোনো প্রকারে আমার কথা শোনেনি ॥ তোমার জন্যে সে কোনো কাজ করল না। আমাকে প্রহার করে নিজেকে সতী ঘোষণা করল ॥ ২ ॥ কানাই, আমার কথা শোন। বিলম্ব ~~কোরো না।~~ সত্বর ফুলের ধনুতে গুণ দাও ॥ স্তম্ভন, মোহন, দহন, শোষণে এবং উচাটন বাণে রাধার প্রাণ নাও ॥ ৩ ॥ তুমি বনমালী, ত্রিজগতের নাথ। রাধা চন্দ্রাবলীর (এত স্পর্ধা যে) তোমাকে ভয় করেনা ॥ এবারে উলটে সে তোমাকে যত্নে যাচ্ঞা করুক। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীতি গাইলেন ॥ ৪ ॥ ২৮৩

রাধার ব্যবহারে বড়াইও ক্ষুব্ধ। তিনিও রাধাব মায়া বা মোহ কাটাতে, স্তম্ভন, মোহন, দহন, শোষণ ও উচাটন বাণে তাব প্রাণ নিতে কৃষ্ণকে উত্তেজিত কবলেন। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪-পংক্তিক স্তবকবন্ধে পয়ারে রচিত হযেছে।

স. ২॥ কৃষ্ণোনুমতিমাসাদ্য জরত্যাঃ কৃতমণ্ডনঃ।
পঞ্চবাণশরৈশ্চক্রে [১৫৫/ক] রাধিকামারণে মতিং॥

কৃতমণ্ডন কৃষ্ণ জরতীর অনুমতি পেয়ে পঞ্চবাণের শরে রাধাকে মারতে মনস্থ করলেন।

৩. পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

কবির কৃষ্ণরূপ বর্ণনা।

ময়ূর পুছেঁ বান্ধিআঁ চূড়া
তাত কুসুমের মালা।
চন্দন তিলকেঁ শোভিত ললাট
যেহ্ন চাঁদ ষোলকলা॥
কাজলেঁ উজল নয়নযুগল
খঞ্জনকে উপহাসে।
ঈষত হাসত ভুবন মোহন
যেহ্ন কমল বিকাসে॥ ১॥
ফুলের ধনু হাথে করী কাহ্ন
গেলা বৃন্দাবন পাশে।
রাধার বচন আনলেঁ দগধ
মনত করিআঁ রোষে॥ ধ্রু॥

হিরাএঁ জড়িত রতন কুণ্ডল
মণ্ডিত গণ্ড যুগলে।
সিন্দূর লুলিত মুকুতা পাঁতী
সম দশন উজলে॥
মনোহর হার কেয়ূর পহ্নী
আঙ্গদ যুগল হাথে।
রতন কঙ্কন আতি বিতপন
পহ্নীল জগতনাথে॥ ২॥
সকল শরীর চন্দনে লেপিল
নেত ধড়ী পরিধানে।
তাহার উপর মণি বিরচিত
কিঙ্কিনী বান্ধিল কাহ্নে॥

কর্পূর বাসিত তাম্বুল বদনে
হাথে কনকের বাঁশী।
কদম তলাত কোমল পাতত
থাকিলা কা[১৫৫/খ]হ্নাঞিঁ বসী॥ ৩॥
শীতল সরীর জন মনোহর
কোকিল পঞ্চম গাএ।
সব তরুগণ বিকাস কুসুম
ভ্রমর কাঢ়এ রাএ॥
আতি রুষ্ট হআঁ রহিলা কাহ্নাঞিঁ
রাধা মারিবার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে চূড়া বেঁধে তাতে কুসুমমালা সজ্জিত। চন্দন-তিলকে কপাল শোভিত, যেন ষোলকলা পূর্ণ চাঁদ॥ কাজলে উজ্জ্বল চোখদুটি খঞ্জনাকে উপহাস করছে। তার ভুবনমোহন ঈষৎ হাসি যেন বিকশিত কমল॥ ১॥ হাতে ফুল ধনু নিয়ে কানাই বৃন্দাবনে গেল। রাধার বচন-অনলে দগ্ধ তার মন তখন রুষ্ট॥ ধ্রু॥ হীরা-জড়ানো রতন-কুণ্ডল তার গাল দুটিতে মণ্ডিত হয়েছে। তার দন্তপংক্তি সিঁদুর লিপ্ত মুক্তা-পাঁতির মত উজ্জ্বলতা লাভ করেছে॥ দুই হাতে অঙ্গদ এবং মনোহর হার ও কেয়ূর পরেছে। জগতনাথ অতিশয় তৃপ্তিদায়ক রত্নখচিত কঙ্কন পরিধান করেছে॥ ২॥ সর্বঅঙ্গ তাঁর চন্দন লিপ্ত। পরিধানে রেশমী বসন। তার উপর মণি খচিত কিঙ্কিনী বেঁধে নিয়েছে কানাই॥ মুখে কর্পূর সুগন্ধী পান, হাতে সোনার বাঁশী॥ কদমতলায় কোমল পত্রের উপর গিয়ে

কানাই বসে থাকল॥ ৩॥ শীতল পবন বইছে। কোকিল মনোহর পঞ্চম তানে গান করছে। তরুগণে কুসুম বিকশিত। ভ্রমর গুণ গুণ সুর তুলেছে। কানাই অত্যন্ত রুষ্ট মনে রাধাকে বধ করবার আশায় এইভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। বাসলীচরণ শিবে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

২৮৪

* এ-গীতে কবি মদন সাজে সজ্জিত কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি পঞ্চবাণে সজ্জিত হয়ে অত্যন্ত রুষ্ট মনে রাধাকে বধ করবার জন্যে বৃন্দাবনে কদমতলায় বসে রয়েছেন। গীতটি ৬॥৬॥৮॥-মাত্রক লঘু ত্রিপদী ছন্দে ৪+২+৪+৪+৪-পংক্তিস্তবক ও বন্ধে ১৮ পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আতি বিতপন : অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক। নেত ধড়ী : রেশমী কাপড়।

৪. ধানুষীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কবির বিবৃতি।

কাহ্নাঞিঁকে পথতে রাখিআঁ।
আল বড়ায়ি।
রাধার পাশক গিআঁ ॥ ল রাধা ॥
বুইল তোহ্মে কি কাম করহ।
আল
এবেঁ কেহ্নে হাটক না জাহ ॥ ল রাধা ॥ ১ ॥
দুধ দধি ঘরে রাখ কেহ্নে।
আল।
রাজপদ কি পাইল আইহনে ॥ ল রাধা ॥ ধ্রু ॥

ঝাঁট করী সাজহ পসারা।
দধি বিকে জাইউ মথুরা ॥
এসি আছে জীবার উপাএ।
তাহাক এড়িতেঁ না জুআএ ॥ ২ ॥
যত আছে তোর সখিগণে।
সম্মাক আণাহ এই খনে ॥

ঝাঁট যবেঁ হাটক জাইএ।
তবেঁ লাভেঁ পসার বিচিএ ॥ ৩ ॥
সত্বরেঁ চলহ এহা জাণী।
আন না ক[১৫৬/ক]রিহ মোর বাণী ॥
তোর সঙ্গে যাওঁ মো হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কানাইকে পথে রেখে, বড়াই রাধার পাশে গিয়ে বলল, ওগো রাধা, তুমি কি করছ? এখন আর কেন হাটে যাও না? ১ ॥ দুধ-দৈ ঘরে রাখছ কেন? আইহন কি রাজপদ পেয়েছে? ধ্রু ॥ সত্বর পসার সাজাও। দধি বেচতে মথুরায় যেতে হবে ॥ —তাতেই বাঁচবার উপায় হবে। সেটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় ॥ ২ ॥ তোমার যত সখিজন রয়েছে, সবাইকে এখুনি খবর দিয়ে আনাও। যদি সত্বর হাটে যেতে পার তবেই পসার বেচে লাভ করতে পারবে ॥ ৩ ॥ একথা জেনে, এখনি চল। আমার কথার অন্যথা কোরো না ॥ আমি সানন্দে তোর সঙ্গে যাব। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ২৮৫

বড়াই রাধাকে সখীদের ডেকে এনে দুধ-দৈ বেচতে মথুরা যেতে নির্দেশ দিল। এখানে ১০-মাত্রক চতুষ্পংক্তিক চারটি শ্লোকসহ একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে গীতটি রচিত হয়েছে।

৫. মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

কবির বর্ণনা।

বড়ায়ির বচন শুণী রাধা চন্দ্রাবলী।
দধির পসার লআঁ মথুরা চলিলী॥ ১ ॥
ললিত খোঁপাত শোভে চম্পকের মালা।
হরশিরে শোভে যেহ্ন কনকমেখলা॥ ২ ॥
শিশত সিন্দূর শোভে উয়ে যেন সূর।
নয়ন দেখিআঁ খঞ্জন জাএ দূব॥ ৩ ॥

নানা আভবণ বাধা পহ্নী সাবধানে।
পসার ঢাকিআঁ লৈল নেতেব বসনে॥ ৪ ॥
আগু বড়ায়ি জাএ পাছে জাএ রাধা।
মথুবাক জাইতেঁ কেহো না কৈল বিরোধা॥ ৫ ॥
কথো দূব গিআঁ যমুনাত পাব হআঁ।
বৃন্দাবনেব পাশে মিলিলা গিআঁ॥ ৬ ॥

দেখিল কদমতলে বসে কাহ্নাঞিঁ।
ধীরে বড়ায়ি মেলিলী তার ঠাই॥ ৭ ॥
তখন বহিল বাধা বৃন্দাবন পাশে।
বাসলী শিবে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৮ ॥

চন্দ্রাবলী রাধা বড়ায়ির কথা শুনে দধির পসার নিয়ে মথুরায় চলল॥ ১ ॥ তার ললিত খোপায় চম্পকমালা শোভিত। যেন শিবের মাথায় সোনার চন্দ্রহার শোভা পাচ্ছে॥ ২ ॥ সিঁথিতে সিঁদুর শোভিত যেন সূর্যের উদয় হয়েছে। তাব চোখ দেখে (লজ্জায়) খঞ্জন দূরে পালিয়েছে॥ ৩ ॥ বাধা সাবধানে নানা আভরণ পরেছে। রেশমী কাপড়ে পসার ঢেকে নিয়েছে॥ ৪ ॥ বড়াই সামনে চলেছে, পিছনে যাচ্ছে রাধা। মথুরায় যেতে কেউই আপত্তি করল না॥ ৫ ॥ কতদূব গিয়ে যমুনা পার হয়ে তারা বৃন্দাবনের পাশে পৌছাল॥ ৬ ॥ দেখতে পেল, কদমতলায় কানাই বসে বয়েছে। ধীবে ধীরে বড়াই তার কাছে গিয়ে মিলিত হল॥ ৭ ॥ রাধা তখন বৃন্দাবনে বসে রইল। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৮ ॥ ২৮-৬

বড়াইয়ের কথায় রাধা দুধ-দৈ-এব পসাব নিয়ে, সখীদেব সঙ্গে মথুবাব পথে চললেন। যমুনা পেবিয়ে বৃন্দাবনে পৌছে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তখন বড়াই অদূবে কদমতলায় অপেক্ষমান কৃষ্ণের কাছে ধীরে ধীরে গেলেন। গীতটি আটটি দ্বিপংক্তিক পযাব শ্লোকে, ১৬ পংক্তিতে বচিত। ধ্রুবপদ বাখেননি কবি।

৬. ধানুষীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বড়াই কৃষ্ণকে।

আ[১৫৬/খ]ল কাহ্ন।
আনেক করিআঁ যতনে। আল।
রাধারে আনিলোঁ এহা থানে॥ ল॥
আল কাহ্ন
পুরুব যুগতি আনুমানে।
আজি রাখ আপন মানে॥ ল॥ ১॥
আল কাহ্ন
আজি মোর ভৈল শুভ দিনে।
তোহ্মা সমে হৈল দরশনে॥ ধ্রু॥

কি কহিব রাধার কথা।
কহিতেঁ মনত লাগে বেথা॥
তেহ্ন কৈল তোহ্মা খাঁখার।
যেহ্ন লাজ পায়িলেঁ আপার॥ ২॥
কহিলোঁ মো তোহ্মাতে সরূপ।
ঝাঁট কর তার আনুরূপ॥

জুড়িআঁ মদন পাঁচ বাণে।
আজি লঅ রাধার পরাণে॥ ৩॥
রাধা যবেঁ বিরহেঁ বিকলী।
হআঁ চাহে তোহ্মা বনমালী॥
তবেঁ বড় পাইএ হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো কানাই, অনেক যত্নে (অনেক বুঝিয়ে) রাধাকে এখানে এনেছি। ওগো কানাই, পূর্বের যুক্তি-পরামর্শ মতো আজ নিজের মান রক্ষা কর॥ ১॥ ওগো কানাই, আজ আমার শুভ দিন এল। তোমার সঙ্গে দেখা হল॥ ধ্রু॥ রাধার কথা আর কি বলব। বলতে মনে ব্যথা পাই॥ যেমন তোমার দুরবস্থা করেছিল, তেমনি নিজেও যেন খুব লজ্জা পায়॥ ২॥ তোমাকে সত্য কথা বলছি। তুমি তেমন উপায় কর॥ পঞ্চ বাণ জুড়ে আজ তার প্রাণ নাও॥ ৩॥ যখন রাধা বিকল হয়ে, বনমালী তোমাকে চাইবে, তখন আমি আনন্দ পাব। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৮৭

বড়াই কৃষ্ণকে পঞ্চ বাণের সাহায্যে রাধাকে বিকল করবার জন্যে উত্তেজিত করছে। গীতটি 'আলকাহ্ন' বা 'আল' ধুয়া বাদ দিলে দশমাত্রক (৪+২+৪+৪+৪) ১৮টি পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

স. ৩॥ মমাপি মতমেকান্তং জরতী ত্বদুদীরিতং।
অধুনা রাধিকামেতৎ প্রতিপাদয় মদ্বচঃ॥

বড়াই, তুমি যা বললে আমার তাই একান্ত বাসনা। এখন তুমি রাধার কাছে গিয়ে আমার এই কথাগুলি বল।

৭. রামগিরীরাগঃ॥ আঠতালা॥

বড়াইকে কৃষ্ণ।

বোল রাধিকারেঁ বড়ায়ি আহ্মাব বচনে।
তাহাক করিল আহ্মে আনেক [১৫৭/ক]যতনে॥
তভোঁ আনুমতী মোক নাঁ দিলেক ভালে।
তাহার মণ থীর নহে কোণ কালে॥ ১॥
আতি বড় কৈল রাধা আহ্মার খাঁখার।
এবেঁ পাঁচ বাণে প্রাণ লইবোঁ তাহার॥ ধ্রু॥

পুরুবেঁ তাহাক আহ্মে পাঠায়িল পান।
তাহাক পেলাআঁ মোর কৈল আপমান॥
আহ্মার কারণে তোহ্মা চড়েঁ মারিল।
সে কারণে রাধা মোক বড দুখ দিল॥ ২॥
আর যত দিল মোরে নানাবিধ গালী।
তাহাক সহিল আহ্মে দেব বনমালী॥

যতন করিআঁ আহ্মে কান্ধে আপণাব।
তার বোল পালিলোঁ বাহিলোঁ দধিভার॥ ৩॥
তাহাব কারণে কালীদহে দিলোঁ ঝাঁপ।
সকল লোকের মণে লাগি গেল কাঁপ॥
তভোঁ না রহিলোঁ বড়ায়ি তাহার মণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

বড়াই, রাধাকে আমার কথা বোলো। আমি তার অনেক যত্ন (আদর) করেছি॥ তবু সে আমাকে ভালমনে অনুমতি (প্রেমমিলনে সম্মতি) দেয়নি। তার মন কখনো স্থির নয়॥ ১॥ রাধা আমার অত্যন্ত হেনস্থা করেছে। এখন পঞ্চ বাণে তার প্রাণ নেব॥ ধ্রু॥ পূর্বে তাকে আমি পান পাঠিয়েছিলাম তা ফেলে দিয়ে আমার অপমান করেছিল॥ আমার জন্যে তোমায় চড় মেরেছিল। সেজন্যে রাধা আমাকে খুব দুঃখ দিয়েছে॥ ২॥ তাছাড়া, আমাকে নানাবিধ গালী দিয়েছে। দেব বনমালী হয়ে আমি সে সব সহ্য করেছি॥ আমি সযত্নে তার কথাতে নিজ স্কন্ধে দধিভার বহন করেছি॥ ৩॥ তার জন্যেই আমি কালীদহে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। তাতে সকলের বুক ভয়ে কেঁপে গিয়েছিল॥ বড়াই, এত করেও তার মন পাইনি। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥
২৮৮

কৃষ্ণ বড়াইকে বললেন, রাধা পূর্বাপর তাকে যেসব অপমান কবেছে সে তা ভোলেনি, এখন পঞ্চবাণে তাকে বধ করতে কানাই কৃতসংকল্প। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪ পয়ার পংক্তিস্তবকে রচিত হয়েছে।

স. ৪॥ দামোদরস্য বচসা তরসা জরতী ততঃ।
রাধায়াঃ সবিধং গত্বা নিভৃতং নিজগাদ তাম্॥

দামোদরের বাক্য শ্রবণ করে জরতী সত্বর রাধার কাছে গিয়ে নিভৃতে বললেন।

৮. গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

বড়াই রাধাকে।

তো[১৫৭/খ]ক্ষার চরিতেঁ রাধা পাআঁ আপমাণে।
আসুখিল হআঁ মোক পাঠায়িল কাহ্নে॥
হেন বুয়িল তাত লাগি কইলোঁ যত কাজ।
তাক আন করে পড়িলেঁ মুণ্ডে বাজ॥ ১॥
এবেঁ সে জাণিলোঁ ভালে রাধার বেভার।
মাঅক জাণাআঁ মোর করিল খাঁখার॥ ধ্রু॥
বিথর সহিলোঁ তার গালি বচনে।
ভার বহিল আহ্মো তাহার কারণে॥
তভোঁ সুখ না ভৈল তাহার মণে।
কেমনে তোষিব আর হেন নারীজনে॥ ২॥
এতেকেঁ লখিলোঁ রাধা কাহ্নাঞিঁর মণে।
বড় রোষ উপজিল তোহ্মার কারণে॥
সরূপেঁ ফুলের ধনু জুড়িল পাঁচ বাণে।
হাণিআঁ লৈবেক রাধা তোহ্মার পরাণে॥ ৩॥
পরাণ নাতিনী মোর ধরহ বচন।
আপণে আসিআঁ ধর কাহ্নের চরণ॥
তবেঁ সে রাখিব কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার পরাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

রাধা তোমার চরিত্রে অপমান পেয়ে কানাই অসুখী হয়ে আমাকে পাঠাল॥ বলল, তার জন্যে কত কাজ করেছি। তা স্বীকার না করে আমার মাথায় বজ্র-প্রহার করল॥ ১॥ এবার রাধার ব্যবহার ভাল জানলাম। মাকে জানিয়ে আমার হেনস্থা করল॥ ধ্রু॥ তার গালাগাল অনেক সহ্য করেছি। তারই জন্যে ভার বহন করেছি॥ তবু তার মনে সুখ হল না। এমন নারীকে আর কি ভাবে তোষণ করব॥ ২॥ রাধা, আমি কানাইয়ের এই মনোভাব লক্ষ করলাম। তোমার কাজে তার মনে অত্যন্ত রোষ জন্মেছে॥ সে ঠিকভাবে ফুল ধনুতে পঞ্চ বাণ জুড়েছে। এবার বাণ হেনে তোমার প্রাণ নেবে॥ ৩॥ আমার প্রাণের নাতনী, কথা শোন। নিজে এসে কানাইয়ের পায়ে ধর॥ তবে সে তোমার প্রাণ রাখবে। বড়ু চণ্ডীদাস, বাসলীসেবক এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৮৯

কৃষ্ণের দূতী হিসাবে বড়াই রাধাকে কৃষ্ণের রাগের কথা বললেন। কৃষ্ণ পঞ্চ বাণে তাকে হত্যা করবেন ভয় দেখালেন। রাধা গিয়ে কৃষ্ণের পায়ে ধরলে প্রাণে বাঁচবেন, বললেন। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

৯. ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

রাধা বড়াইকে।

খোঁপা পরতেখ মোর ত্রিদশ ঈশ্বর হর
[১৫৮/ক] কেশপাশে নীল বিদ্যমানে। এআ।
সিসের সিন্দুর সূর ললাটে তিলক চাঁদ
নয়নত বসএ মদনে॥ এআ॥ ১॥
সুণ বড়ায়ি ল
বোল গিআঁ গোবিন্দক বাতে। এআ।
তীন ভুবন বীর রাখএ যৌবন ধন
কি করিতেঁ পারে জগন্নাথে॥ এআ॥ ধ্রু॥

নাসা বিনতানন্দন পাণ্ডু গণ্ড পাশে কণ্ন
বিম্ব ওষ্ঠ পুষ্প দন্ত সঙ্গে।
কুচযুগ যুধিষ্ঠির বাহু দণ্ড মনোহর
সুগ্রীব শরীর বসে রঙ্গে॥ ২॥
বলি বসে নাভীতলে পৃথু নিতম্ব যুগলে
মাঝ দেশে সিংহ বিদ্যমানে।

জঘনে বসে নৃপুরু আতিশয় রুচি গুরু
পদনখ নক্ষত্রগণে॥ ৩॥
হাথে ধরী ধণু বাণে কাহ্ন আসু বিদ্যমানে
তভোঁ তাক নাহিঁ মোর ডরে।
বোল দূতা কাহ্ন পাশে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে
দেবী বাসলীর বরে॥ ৪॥

আমার খোঁপা প্রত্যক্ষ ত্রিদশ ঈশ্বর মহাদেব। আর কেশ পাশে নীলগঙ্গা বিদ্যমান। সিঁথির সিঁদুর সূর্য, কপালের তিলক হল চাঁদ। আর নয়নে মদনের বসতি॥ ১॥ ওগো বড়াই শোন, গোবিন্দকে গিয়ে বল, ত্রিভুবনের বীর আমার যৌবনধন রক্ষা করছেন, জগন্নাথ কি করতে পারবে? ধ্রু॥ আমার নাসা বিনতা নন্দন (অর্থাৎ গরুড়), পাণ্ডুরাজা গণ্ডদেশ, কর্ণদ্বয় বরুণপাশ, বিম্ব-ওষ্ঠ-পুষ্পদণ্ড গন্ধর্বরাজ-এর প্রতিবেশী। কুচযুগে যুধিষ্ঠির, মনোহর বাহুতে দণ্ড এবং শরীরে সুগ্রীবের বাস॥ ২॥ নাভিদেশে বলিরাজা, নিতম্বযুগলে পৃথু (বেণু পুত্র), কটিদেশে সিংহ রয়েছেন। রুচিপূর্ণ জঘনে রাজা পুরু, পদনখে নক্ষত্ররাজি বিভাজিত॥ ৩॥ ধনুর্বাণ হাতে কানাই সামনে এলেও তাকে ভয় পাই না।—ওগো দূতী, একথা তুমি গিয়ে কানাইকে বল। দেবী বাসলীর বরে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

২৯০

কবি এখানে রাধাকে ত্রিজগতের সর্বপ্রকার শক্তিধবদের সাজে সাজিয়েছেন। তিনি যে কৃষ্ণকে ভয় পান না একথা সদম্ভে ঘোষণা করেছেন। কিছু কিছু কষ্টকল্পিত উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। গীতটি ৮॥ ৮॥ ১০ I-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদীতে, ধ্রুবশ্লোকসহ, মোট দশটি পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

স. ৫ ॥ জরতীমুখতঃ পীত্বা রাধাগর্ব্ববচো হরিঃ।
সবাণং ধনু[১৫৮/খ]রাকৃষ্য গত্বা স্বয়মুবাচ তাং ॥

জরতীর মুখে রাধার গর্বপূর্ণ বচন শুনে ধনুর্বাণ আকর্ষণপূর্বক কৃষ্ণ গিয়ে রাধাকে বললেন।

১০. কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কৃষ্ণ ও রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি।

রাধা নিতী বিকণসি দধী।
তোর হৈবে কত না বুধী॥ ১ ॥
কাহ্নাঞিঁ হঁওঁ মো গোআলজাতী।
মোর বুধী তো রাখউ মতী॥ ২ ॥
রাধা।
মাথাত গুলাল ফুলে।
তোর নহে সে লাখেক মূলে॥ ৩ ॥
বোলসি তোঁ তুতীবচনে।
তাত না লাগে আহ্মার মনে॥ ৪ ॥
হআঁ তোঁ গোআলঝিআরী।
তোহ্মো এত বড় আছিদরী॥ ৫ ॥
নহোঁ কাহ্ন মো আছিদরী।
বড় নিলজ তোহ্মে মুরারী॥ ৬ ॥
রাধা তোর থীব নহে মণে।
তোকে মন্দ বোলোঁ তেকারণে॥ ৭ ॥
কংস বড় দুরুবারে।
তার ভএ নিবারোঁ তোহ্মারে॥ ৮ ॥
কংস মারিবোঁ পরাণে।
তবেঁ সাধিবোঁ আপণ মাণে॥ ৯ ॥
কালী খাইলেঁ তোহ্মে খীরে।
আজি বোলসি বামন বীরে॥ ১০ ॥
খাআঁ পূতনার খীরে।
তার পরাণ হরিলোঁ শরীরে॥ ১১ ॥
বধিলেঁ পূতনা নারী।
তোহ্মে তিরীবধিআ মুরা[১৫৯/ক]রী॥ ১২ ॥
মারন্তাক যে না মারে।
তার পাণী না লএ পীতরে॥ ১৩ ॥
তোর মুখ নাহিঁ চাহী।
তোহ্মে আতি পাপিআ কাহ্নাঞিঁ॥ ১৪ ॥
জুড়িআঁ এ পাঁচ বাণে।
আজি লইবোঁ তোর পরাণে॥ ১৫ ॥
তোহ্মে না কর মোর নিরাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণ। রাধা, তুই তো রোজ দৈ বিক্রী করিস। তোর আর কত-বুদ্ধি হবে॥ ১ ॥
রাধা। কানাই, আমি জাতে গোয়ালিনী। আমি নিজের বুদ্ধিতে আস্থা রাখি॥ ২ ॥
কৃষ্ণ। রাধা, তোর মাথার গুলাল ফুল, লক্ষ মুদ্রায়ও তার মূল্য হয় না॥ ৩ ॥
রাধা। তুই যতই স্তুতি বচন বলিস, তাতে আমার মন ধরবে না॥ ৪ ॥
কৃষ্ণ। তুই গোপাল-কন্যা হয়ে এত বড় অহঙ্কারী (আছিদরী) হয়েছিস॥ ৫ ॥
রাধা। আমি অহঙ্কারী নই। মুরারী, তুইই অত্যন্ত নির্লজ্জ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ। রাধা, তোর মন স্থির নয়, সে জন্যে তোকে সব কথা বলছি॥ ৭॥
রাধা। কংস অত্যন্ত দুর্বার। তাই তার ভয়ে তোকে নিবৃত্ত করছি॥ ৮॥
কৃষ্ণ। কংসকে আমি প্রাণে মারব। তবে আমার মান রক্ষা করব॥ ৯॥
রাধা। কাল তুমি দুধ খেয়েছ। আজ নিজেকে বামনবীর বলে ঘোষণা করছ॥ ১০॥
কৃষ্ণ। পুতনা (রাক্ষসী)-র স্তন পান করে তার দেহ-প্রাণ হরণ করেছি॥ ১১॥
রাধা। পুতনা নারীকে বধ করে মুরারী তুমি স্ত্রী-বধকারী নাম পেয়েছ॥ ১২॥
কৃষ্ণ। যে মারতে উদ্যত তাকে যে বধ না করে তার তর্পণের জল পিতৃপুরুষ গ্রহণ কবেন না॥ ১৩॥
রাধা। তোর মুখদর্শন করতে চাই না, কানাই তুই অতি পাপী॥ ১৪॥
কৃষ্ণ। আজ পঞ্চ বাণ জুড়ে তোর প্রাণ নেব॥ ১৫॥
রাধা তুমি আমাকে নিরাশ কোরো না। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ১৬॥ ২৯১

কৃষ্ণ রাধার কথা কাটাকাটি এবং কৃষ্ণ মদনের পঞ্চবাণে রাধাব প্রাণ নিতে চান বলাতে বাধা তাকে এ-কাজ করতে নিষেধ কবলেন॥ গীত ৮॥ ১০ ।-মাত্রক দ্বিপংক্তিক ষোলটি শ্লোকে রচিত হয়েছে। কোনো ধ্রুবপদ রাখেননি।

১১. বেলাবলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

আহ্মার বচন কাহ্নাঞিঁ ধরহ মণে।
মতি নিবারহ তোহ্মে আশেষ যতনে॥
আহ্মাক মারিআঁ তোহ্মে কথাঁ পাইবেঁ ঠাই।
মণত গুণিআঁ চাহ আপণে কাহ্নাঞিঁ॥ ল॥ ১॥
না যোড় না যোড় মদন পাঁচ বাণে।
আকারণে কাহ্নাঞিঁ মোর লইবেঁ পরাণে॥ ল॥ ধ্রু॥
দশ চারি বরিষের হওঁ মো গোআলী।
হেন তিরী মারিতেঁ অযোগ বনমালী॥

তোহ্মে যবেঁ হাণিবেঁ আহ্মাক পাঁচ বাণে।
কাটারত ভর করী তেজিবোঁ পরাণে॥ ২॥
অবুধ কাহ্নাঞিঁ তোঁ মোর বোল সুণ[১৫৯/খ]।
পরার বচনে তোঁ ধনুত না দেঁ গুণ॥
তোহোর ধনুর বাণে মরণ আহ্মার।
এ পুণী কাহ্নাঞিঁ তোর বড়ই খাঁখার॥ ৩॥
দেবাসুর নর যার নাহিঁ সহে টান।
তিরীর উপরে সে যোড়ে পাঁচ বাণ॥

না জানিআঁ রুখ বুইলোঁ তোহ্মার চরণে।
পুরিবোঁ তোহ্মার আশ না জুড়িহ বাণে॥ ৪॥
গরঞ্জালী বুঢ়ী আছে তোহ্মার পাশে।
লোক ধরম কাহ্নাঞিঁ সব তোর নাশে॥
আহ্মা মাইলেঁ তোর পাপেঁ নাহিঁক মুকতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী॥ ৫॥

কানাই আমার কথা শোন। যত্ন করে নিজের মনকে সংযত কর॥ আমাকে মেরে তুমি কোথায় স্থান পাবে? কানাই, নিজের মনে এ-কথা গণনা করে দেখ॥ ১॥ মদনের পঞ্চ বাণ যুড়ো না যুড়ো না। কানাই, অকারণে তুমি আমার প্রাণ নিতে চাইছ॥ ধ্রু॥ আমি দশ চার অর্থাৎ চোদ্দ বছরের গোয়ালী। বনমালী, এমন স্ত্রীলোক (নাবালিকা) বধের অযোগ্য॥ তুমি যদি আমার উপর পঞ্চ বাণ হাণ, কাটারিতে ভর করে (ধারালো অস্ত্রের উপর পড়ে) আমি প্রাণ ত্যাগ করব॥ ২।. অবোধ কানাই তুমি আমার কথা শোন। অপরের কথায় ধনুকে তুমি গুণ দিয়ো না॥ তোর ধনুকের বাণে আমার মৃত্যু হবে। কানাই এতে পুনরায় তোর খুবই অখ্যাতি ঘটবে॥ ৩॥ যার (ধনুকের) টান দেবতা, অসুর, নর সহ্য করতে পারে না। সে স্ত্রীলোকের উপর পঞ্চ বাণ যুড়ছে॥ না বুঝে তোমাকে রুক্ষ কথা বলেছি। তোমার আশা পূর্ণ করব, ধনুকে বাণ যুড়োনা॥ ৪॥ তোমার পাশে এক কলহপরায়ণা বুড়ী (বড়াই) রয়েছে। কানাই, সে তোমার লোকধর্ম সব নষ্ট করছে॥ আমাকে মারলে তোর পাপের কোনো মুক্তি নেই। বাসলীগতি বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৫॥ ২৯২

রাধা কৃষ্ণকে অনুনয় করছে। সে যেন পঞ্চ বাণ জুড়ে তাকে বধ না করে। তাতে কৃষ্ণের স্ত্রী বধের অখ্যাতি। যে বৃদ্ধা তাকে এ পরামর্শ দিয়েছে সে কানাইয়ের মঙ্গলকামী নয়। ৪+২+৪+৪+৪+৪ মোট ২২টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ কাটারত : ধারালো অস্ত্রে (কাটারিতে)। পুণী : পুনর্বার। খাঁখার : দুরবস্থা, অখ্যাতি। গরঞ্জালী : কলহপরায়ণা।

১২. বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

গুআ পান দিআঁ দূতী পাঠায়িলোঁ তোরে।
বিণি আপরাধেঁ তো মারিলি তাহারে॥
কোণ কাম না কয়িলোঁ তোহ্মার আন্তরে।
সংসার ভরায়িলি তোঁ আহ্মার খাঁখারে॥ ১ ॥
মারিবোঁ জুড়িআঁ মদণ পাঁচ বাণে।
কংস নরপতি তোর রাখউ পরাণে॥ ধ্রু॥

দেব আসুর যার না সহে টান।
হেন বাণে বা[১৬০/ক]ধা তোর লইবোঁ পরাণ॥
যদি বা আছএ তোর পরাণের ভএ।
শরণ সাম্বাহ তবেঁ বড়ায়ির পাএ॥ ২॥
আনেক কাকুতী করিলোঁ তোহোরে।
তভোঁ মোর আশমান কৈলেঁ বাবে বারে॥

এতেকেঁ জাণিলোঁ তোর থীর নহে মণে।
এবেঁ মোর হাথে তোর আবসি মরণে॥ ৩॥
তোহ্মাক মারিবোঁ আর আইহন বীর।
আর কংসে মারিতেঁ মন কৈলোঁ থীর॥
তোহ্মার জীবার আর নাহিঁক উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাসে গাএ॥ ৪॥

গুয়া-পান (সুপুরি-পান) দিয়ে তোর কাছে দূতী পাঠিয়েছিলাম। বিনা অপরাধে তুই তাকে মেরেছিলি॥ তোর জন্যে কোন কাজ না করেছি, তবু তুই আমার অখ্যাতিতে সংসার ভরিয়ে তুলেছিস॥ ১॥ মদনের পঞ্চ বাণ যুড়ে তোকে বধ করব। কংস নরপতি যদি পারে তো তোর প্রাণ রাখুক॥ ধ্রু॥ দেব অসুর যার টান সহ্য করতে পারে না এমন বাণে তোর প্রাণ নেব॥ যদি তোর প্রাণের ভয় থাকে তো বড়াইয়ের পায়ে গিয়ে শরণ নাও॥ ২॥ তোকে অনেক মিনতি করলাম, তবু তুই বারবার আমার অসম্মান করেছিস। তাতে বুঝলাম তোর মতি স্থির নয়। এবার আমার হাতে তোর অবশ্য মরণ ঘটবে॥ ৩॥ তোমাকে মারব, আর আইহন বীরকে এবং কংসকে মারব বলে মনে সংকল্প কবেছি॥ আর তোমার বাঁচবার কোনো উপায় নেই। বাসলীর শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

২৯৩

কৃষ্ণ রাধাকে তার পূর্ব অপরাধেব জন্যে মদনের পঞ্চ বাণে হত্যা কববার সংকল্প ঘোষণা কবলেন। তাব এখন বাঁচবাব একমাত্র উপায় হল বড়াইয়েব পায়ে শরণ নেওয়া। ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ।। খাঁখারে : অখ্যাতিতে। সাম্বাহ : প্রবেশ কর। আশমান : অসম্মান।

স. ৬॥ নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধা বৃদ্ধান্তিকং যযৌ।
জগাদ চ নিজত্রাণপরায়ণমিদং বচঃ॥

কৃষ্ণের কথা শুনে রাধা বৃদ্ধার নিকটে এলেন এবং নিজ-পরিত্রাণের জন্য এ-কথা বললেন।

১৩. বসন্তরাগঃ॥ যতিঃ॥

রাধা বড়াইকে।

সুণ হে বড়ায়ি বোলোঁ তোহ্মার চরণে।
নিবধ কাহ্নাঞিঁকে মোক না জুড়িহে বাণে॥
সব ঠাই তোহ্মে মোর নিস্তার কারণে।
এবেঁ তোত লাগি হঅ আহ্মার মরণে॥ ১॥
সুণ হে বড়াই মোরে দয়া ধর মণে।
[১৬০/খ]বারেক কাহ্নাঞিঁক বুলী রাখহ পরাণে॥ ধ্রু॥

তোহ্মে যে বড়ায়ি হঅ কাহ্নাঞিঁর দূতী।
বারেক কাহ্নের মোর করাহ পিরিতী॥
এবার রাখহ বড়ায়ি আহ্মার পরাণ।
লাখেকের মুদড়ী দিবোঁর হাথ দাণ॥ ২॥
একে মোরে রুঠ কাহ্ন তাহে রোষ তোর।
এতেকে জাণিলোঁ নিস্তার নাহিঁ মোর॥

কোপ ছাড়ী বোল কাহ্নে মোহোর আন্তরে।
যেহ্ন রক্ষা করে মোরে দেব দামোদরে॥ ৩॥
আর কভোঁ না লঙ্ঘিবোঁ তোহ্মার বচনে।
সে করিহ তবেঁ যেবা থাকে তোর মণে॥
আহ্মা মাইলেঁ বড়ায়ি কি পুরিবেঁ কাহ্নের আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

শোনো বড়াই, তোমার চরণে নিবেদন করি। তুমি নিষেধ কর, কানাই যেন আমার প্রতি বাণ যোজনা না করে॥ তুমিই সর্বত্র আমার নিস্তারের উপায় হয়েছ। এখন তোমার জন্যে আমার মরণ ঘটতে চলেছে॥ ১॥ শোনো বড়াই, আমার প্রতি মনে দয়া কর। একবার কানাইকে বলে আমার প্রাণ রক্ষা কর॥ ধ্রু॥ তুমি তো বড়াই, কানাইয়ের দূতী। একবারের জন্যে কানাইয়ের সঙ্গে আমার প্রেম ঘটাও॥ বড়াই, এবার আমার প্রাণ রক্ষা কর। লক্ষ মুদ্রা মূল্যের আংটি তোমার হাতে পরবার জন্যে দেব॥ ২॥ একে কানাই আমার প্রতি রুষ্ট। তাতে আবার তোর রোষ। এখন জানলাম, আমার আর নিস্তার নেই॥ রাগ ত্যাগ করে, আমার জন্যে কানাইকে বল। যেন দেব দামোদর আমায় রক্ষা করে॥ ৩॥ আর কখনো তোমার কথা লঙ্ঘন করব না। যদি তা করি, তুমি তখন যেমন মন চায় তেমন কোরো (অর্থাৎ শাস্তি দিও)॥ বড়াই, আমাকে বধ করলে কি কানাইয়ের আশা পূর্ণ হবে? বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৯৪

কৃষ্ণের নির্দেশ মত রাধা বড়াইয়ের পায়ে ধরে, কৃষ্ণকে মদনবাণ নিক্ষেপ থেকে নিবৃত্ত করতে অনুরোধ করলেন। গীতটি ১৮টি পয়ার পংক্তিতে, চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোক-সহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবপদের সমন্বয়ে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ মুদরী : মুদ্রকী বা আংটি।

স. ৭॥ বিপরীতমতির্বৃদ্ধা জগাদ হরিমন্যথা।
অথ তদ্বচসং প্রাপ্য রাধাং প্রাহ হরিঃ পুনঃ॥

বিপরীতমতি বৃদ্ধা হরির কাছে অন্যরূপ নিবেদন করল। সেকথা শুনে হরি পুনঃপুনঃ রাধাকে বলতে লাগলেন।

১৪. বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণের উক্তি রাধাকে। এবং কবির বিবৃতি।

কালী দলিল আহ্মে শলিল শোধিল।
কংস মারিবারে আহ্মো আবতার কৈল॥
মামা বধ করি[১৬১/ক]বোঁ মো লিখিত করম।
তেকারণে গোপকুলে লভিল জরম॥ ১॥
পাসরিলহে মদন পাঁচ বাণে।
কে তোর রাখিবে রাখউ পরাণে॥ ধ্রু॥

হের ফুলের ধনু ফুলের পাঁচ বাণ।
এহি ফুলেঁ আজি তোর লইবোঁ পরাণ॥
আহ্মার খাঁখার কৈলেঁ সব জন থানে।
তেকারণে রাধা তোক যোড়োঁ পাঁচ বাণে॥ ২॥
হেন পাঁচ বাণে কাহ্ন মারে পরতিরী।
আহ্মা না চিহ্নসি রাধা বড় আছিদরী॥

পুরুবে দূতী মারিলি কমণ কারণে।
এবেঁ তোর ফল হের দেওঁ এহি বাণে॥ ৩॥
বাম হাথে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ।
রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান॥
পড়িলী হালিআঁ রাধা ফুলের শরে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ৪॥

কালীয় নাগকে আমি দলন করলাম। কালীদহে জল শোধন করলাম। কংসকে বধ করবার জন্যে আমি অবতার জন্ম নিলাম। কর্মে লেখা রয়েছে, আমি মামাকে বধ করব। সেজন্যেই গোপকুলে জন্ম নিয়েছি॥ ১॥ মদন পঞ্চ বাণে আমাকে প্রহার করছে। কে তোর প্রাণ রাখতে পারে, রাখুক॥ ধ্রু॥ দেখ, ফুলের ধনু ও পঞ্চ বাণ। এই ফুলে আজ তোর প্রাণ নেব॥ সব লোকের কাছে আমার অখ্যাতি করেছ। সে কারণে রাধা তোর উদ্দেশে পঞ্চ বাণ নিক্ষেপ করব॥ ২॥ রাধা, তুই অত্যন্ত দুষ্টা, আমাকে চিনতে পারিসনি। এমন পঞ্চ বাণে কানাই পরস্ত্রী বধ করে॥ কোন কারণে, পূর্বে তুই আমার দূতীকে প্রহার করেছিস? এখন, দেখ্ এই পঞ্চ বাণ, তার ফল কি হয়॥ ৩॥ কৃষ্ণ বাম হাতে ধনুক এবং ডান হাতে বাণ নিয়ে রাধার হৃদয়ে সঠিক নিশানা করে নিক্ষেপ করল॥ ফুলশরে রাধা ঢলে পড়ল। বাসলীবরে, এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥ ২৯৫

কৃষ্ণ ফুলশরে রাধাকে, নানা দোষারোপ করে, ঘায়েল করলেন। গীতটি ১৮টি পয়ার পংক্তিতে। চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকসহ একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ পাসরিলহে : প্রহার করলে। খাঁখার : অখ্যাতি। আছিদরী : দুষ্টা, কপট।

স. ৮॥ অথ কৃষ্ণকরাকৃষ্টশরাসনসমুদ্গতৈঃ।
শরৈঃ সম্ভিন্নহৃদয়া রাধাহ জরতীমিদং॥

অতঃপর কৃষ্ণের করাকৃষ্ট ধনুক থেকে নির্গত বাণে ছিন্ন হৃদয়া রাধা জরতীকে বললেন।

১৫. ভৈরবীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বড়াইকে রাধা। এবং কবির উক্তি।

এথাঞিঁ রহিআঁ বড়ায়ি স[১৬১/খ]জাইবোঁ ঘর।
এথাঞিঁ আণায়িবোঁ বড়ায়ি নান্দের সুন্দর॥
এথাঞিঁ তা লয়ি মোঁ করিবোঁ শৃঙ্গার।
সফল করিবোঁ নব যৌবন ভার॥ ১॥
কত সহিবোঁ এ বড়ায়ি ল।
কুসুমশর বাণ কত সহিব॥ ধ্রু॥

এথাঞিঁ যমুনা বড়ায়ি এথাঞিঁ বৃন্দাবন।
এথাঞিঁ আণাঅ মোর নান্দের নন্দন॥
এথাঞিঁ কাহ্নাঞিঁর মোঁ ধরিবোঁ নিচোলে।
এথাঞিঁ কাহ্নাঞিঁকে দিবোঁ কুচ ভেড়ি কোলে॥ ২॥
এ নব যৌবন বড়ায়ি ময়মত করী।
লাজ আঙ্কুশেঁ তাক নিবারিতেঁ নারী॥

দুর্বার মদনশর সহিতেঁ না পারী।
বাহিরে না মারে ভিতরে পুড়ী মরী॥ ৩॥
আদেখ বাণের ঘাঅ সহিতেঁ না পারী।
হেন পাঁচ বাণে কাহ্নাঞিঁ মারে পরত্তিরী॥
এহা বুলী মুরুছা গেলী মনমথবাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

বড়াই, এখানেই থেকে আমি ঘর সাজাব। বড়াই, এখানেই আমি নন্দ-নন্দনকে আনাবো। এখানেই তাকে নিয়ে আমি শৃঙ্গার করব। আমার নব যৌবনভার সফল করব॥ ১॥ ওগো বড়াই, আমি কত সইব। কুসুমশর বাণের আঘাত কত সহ্য করব॥ ধ্রু॥ এখানেই আমার যমুনা, এখানেই বৃন্দাবন। নন্দ নন্দনকে এখানেই আনাব॥ এখানেই আমি কানাইয়ের উত্তরীয় ধরব। এখানেই কানাইকে স্তন বেষ্টন করে আলিঙ্গন দেব॥ ২॥ এই নবযৌবন (আমার) মদমত্ত হস্তীর মতো। লজ্জার অঙ্কুশ দিয়ে তাকে নিবারণ করতে পারছি না॥ দুর্বার মদনের শর সইতে পারছি না। বাইরে না মারলেও, ভিতরে পুড়ে মরছি॥ ৩॥ অদৃশ্য বাণের আঘাত সইতে পারছি না। এমন পঞ্চ বাণে কানাই পরস্ত্রীকে বধ করছে॥

এই [illegible] রাধা, মন্মথ বাণে মূর্ছা গেল। বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ২৯৬

[illegible] পঞ্চ মদনবাণের আঘাতে আহত রাধা প্রলাপ করতে করতে মূর্ছিত হলেন। গীতটি ১৮টি পয়ার পংক্তিতে ৪+২+৪+৪+৪-স্তবক বিন্যাসে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ভেড়ি : বেষ্টন করে। ময়মত : মদমত্ত। নিচোল : উত্তরীয়।

১৬. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ প্রকীর্ণকং ॥ বিচিত্র লগনী ॥ [১৬২/ক] দণ্ডকং ॥

বড়াই ও কৃষ্ণের কথা কাটাকাটি। সঙ্গে কবির উক্তি।

পরিহাসেঁ বুইলোঁ তোকে প্রাণে মার রাধা।
তাতে তোর মণে কেহ্নে নহিল বিরোধা॥ ১॥
মুরুছা পড়িলী রাহী দেখিআঁ বড়ায়ি।
বুলিতেঁ লাগিলী কিছু কাহ্নাঞিঁর ঠাই॥ ২॥
তোর বোলেঁ কৈলোঁ বড়ায়ি রাধার বিনাশ।
এবেঁ কেহ্নে বোলহ বুয়িলোঁ পরিহাস॥ ৩॥
পুরুব যুগতি যত তোহ্মো আহ্মে কৈল।
তেকারণে বড়ায়ি রাধিকা প্রাণে মাযিল॥ ৪॥
বোল না ধবিল বাধা বুয়িলোঁ সেই রোষে।
সে বচন কেহ্নে না তোর মণে পবিহাসে॥ ৫॥
বিচার না করী কাহ্ন কেহ্নে হেন কৈলেঁ।
তিবীবধপাপেঁ আপণা মজায়িলেঁ॥ ৬॥
বড়ায়ির বোলেঁ ভয় পাইলে দামোদরে।
বুইল বড়ায়ি কর আহ্মার নিস্তারে॥ ৭॥
বিনয়ে বুইল কাহ্ন বড়ায়ির পাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ৮॥

বড়াই। পরিহাস করে তোকে বললাম, রাধাকে প্রাণে মার। তাতে তোর মনে কেন কোনো বিরোধ হল না॥ ১॥
কবির উক্তি : রাধাকে মূর্ছিত হয়ে পড়তে দেখে বড়াই কানাইকে কিছু বলতে লাগল॥ ২॥
কৃষ্ণ। বড়াই, তোর কথাতে রাধার বিনাশ ঘটালাম। এখন কেন সে সব কথা পরিহাস করে বলেছ এমন বলছ? ৩॥ পূর্বে তোতে আমাতে যত যুক্তি-পরামর্শ করেছি তার জন্যেই, বড়াই, রাধিকাকে প্রাণে মেরেছি॥ ৪॥
বড়াই। রাধা আমার কথা শুনছিল না। সেই রোষে যা বলেছি, সেকথা তুই পরিহাস হিসাবে নিতে পারলি না কেন? ৫॥ কানাই, কোনো বিচার না করে কেন এমন করলে। নিজেকে স্ত্রী বধের পাপে মজালে॥ ৬॥
কবির উক্তি : দামোদর বড়াইয়ের কথাতে ভয় পেল। বলল, বড়াই আমার নিস্তারের পথ বলে দাও॥ ৭॥ বিনয়ের সঙ্গে কানাই এ-কথা বড়াইয়ের চরণে নিবেদন করল। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৮॥

২৯৭

এবারে রাধা মূর্ছিত হওয়াতে বড়াই ও কৃষ্ণ স্ত্রী বধ জনিত পাপের ভয় পেল। কৃষ্ণ বড়াইকে মুক্তির পথ বলে দিতে অনুনয় করল। আটটি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে, মোট ১৬ পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে।

১৭. কহ্নগুজ্জরীরাগঃ ॥ একতালী ॥

বড়াই কৃষ্ণকে।

শতেক ব্রাহ্মণ আর[১৬২/খ] মারিলেঁ গোকুল।
যে পাপ সেহো নহে তিরীবধতুল॥
রাধা যেহ্ন সতী তাক জগতেঁ বাখানী।
হেন রাধা মারিলেঁ চাণ্ডাল চক্রপাণী॥ ১॥
কাহ্নাঞিঁ মোরে নাহিঁ ছো।
তিরীবধিআ কাহ্নাঞিঁ ন-
কাহ্নাঞিঁ মোর নাহি ছো॥
মোরে নাহিঁ ছো কাহ্নাঞিঁ বারাণসি যা।
আঘোর পাপেঁ তোর বেআপিল গা॥ ধ্রু॥

তিরী বধ কইলি কাহ্নাঞিঁ আপণ মণে।
আপযশ থাকিল তোর তীন ভুবনে॥
আপনে গুণিআঁ চাহ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।
কোণ আপরাধেঁ মাইলেঁ চন্দ্রাবলী রাহী॥ ২॥
একেঁ তিরী বধ আরেঁ রাজা দুরুবার।
আপণ রাখিতেঁ কাহ্ন কর পরকার॥

রাধাক মারিলেঁ কাহ্নাঞিঁ কাহার বচনে।
এবেঁ বাঁট পালাইআঁ চল বৃন্দাবনে॥ ৩॥
রাধা জিআইবারে কাহ্নাঞিঁ কর পরকার।
তবেঁসি হইব কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার নিস্তার॥
আহ্মেহো থাকিব কাহ্ন[১৬৩/ক]াঞিঁ তবেঁ তোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

একশত ব্রাহ্মণ আর গোকুলবাসীদের বধ করলে যে পাপ হয়, সেও স্ত্রী বধের তুল্য নয়॥ রাধা যেরূপ সতী, সমগ্র জগত তার প্রশংসা করে। চণ্ডাল চক্রপাণী তুমি এমন রাধাকে বধ করলে। ১॥ স্ত্রী-বধকারী কানাই তুই আমাকে স্পর্শ করিস না। কানাই আমায় তুই স্পর্শ করিস না॥ কানাই আমায় স্পর্শ করিস না। তুই বারানসী যা। তোর সারা দেহ ঘোর পাপে পরিব্যাপ্ত হল॥ ধ্রু॥ কানাই, তুই নিজ ইচ্ছায় স্ত্রী বধ করলি। ত্রিভুবনে তোর অপযশ থেকে গেল॥ সুন্দর কানাই, নিজের মনে ভেবে দেখ, চন্দ্রাবলী রাধাকে কোন অপরাধে তুমি হত্যা করলে॥ ২॥ একে তুমি স্ত্রী বধ করেছ, তারপর রাজা (কংস) দুর্বার। কানাই এখন নিজেকে রক্ষা করার উপায় স্থির কর॥ কানাই তুমি কার কথায় রাধাকে মারলে। এখন সত্বর বৃন্দাবনে পালিয়ে যাও॥ ৩॥ কানাই, রাধাকে পুনর্জীবিত করার উপায় কর। তাহলে কানাই তোমার নিস্তার ঘটবে॥ তাহলে আমিও কানাই, তোর পাশে থাকব। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

২৯৮

বড়াই কৃষ্ণকে রাধা বধের জন্যে তিরস্কার করছে। রাধাকে পুনর্জীবিত করার উপায় করে স্ত্রী বধের পাপ থেকে মুক্ত হতে বলছে। গীতটি ১৬টি পয়ার পংক্তিসহ, ১০॥ ৮॥ ১০॥ ৮॥ ৬। ৮॥ ৬॥-মাত্রক ধ্রুবপদে রচিত হয়েছে। ধ্রুবপদে উচ্চারণ প্রসারণ লক্ষণীয়।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বাখানী : ব্যাখ্যাত। আঘোর : ঘোর। বেআপিল : ব্যাপ্ত হল।

১৮. রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

বড়াইকে কৃষ্ণ।

মো যবেঁ জানিবোঁ রাধা তেজিব পরাণে।
তবেঁ কি যোড়োঁ বড়ায়ি ফুলের বাণে॥
সেহো কাম কৈলোঁ বড়ায়ি তোহ্মার বচনে।
এবেঁ দোষ মোকে তোহ্মে দেহ কি কারণে॥ ১ ॥
রাধা জিআইতেঁ মোকে উপায় নাহীঁ।
সে কর যেমনে দোষ এড়াএ কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥

জগতের ভালী রাধা এখনে মৈলী।
দিনে পুনমীর চাঁদ যেহ্ন আথ গেলী॥
কনকচম্পক সম তার দেহযুতী।
মোকে তিবীবধ দিআঁ রাধা গেলা কতী॥ ২॥
রাধা আপরাধ কৈল আহ্মার আপার।
তাক কেহো নাহিঁ জাণে করম আহ্মার॥

ফুলের ঘাএ হৈল রাধার মরণ।
সুণী মোক কি বুলিবে সব গোপগণ॥ ৩ ॥
তিরীকলা পাতি কিবা রাধা নিন্দ জাএ।
ফুলের ঘাএ কাহ্নো মরণ হএ॥
ছাড়িলোঁ [১৬৩/খ]মো দানঘাট আর পরিহাসে।
তোলহ রাধাকে বড়ায়ি গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

আমি যদি জানতাম যে রাধা প্রাণ ত্যাগ করবে, তাহলে কি, বড়াই, আমি ফুলের বাণ জুড়তাম॥ সে কাজও, বড়াই, তোমার কথায় করেছি। এখন, কি জন্যে আমাকে দোষ দিচ্ছ? ১॥ রাধাকে জীবিত করার উপায় আমার হাতে নেই। কি করে কানাই এই দোষ এড়াতে পারে তার উপায় কর॥ ধ্রু॥ জগতের শ্রেষ্ঠা রাধা এখন মৃত্যু বরণ করলে। যেন দিনে পূর্ণিমার চাঁদ অস্ত গেল॥ তার দেহদ্যুতি কনকচাঁপার ন্যায়। আমাকে স্ত্রী বধের দোষ দিয়ে রাধা কোথায় গেল॥ ২॥ রাধা আমাকে অপার পাপে অপরাধী করল। তাকে তো কেউ জানবে না, এ আমার কর্মদোষ॥ ফুলের ঘায়ে রাধার মরণ ঘটল। সব গোপগণ এ কথা শুনে আমায় কি বলবে॥ ৩॥ স্ত্রীলোকের ছলকলা পেতে কি রাধা নিদ্রা যাচ্ছে? নইলে, ফুলের ঘায়ে কি কারও মরণ ঘটে?॥ আমি ঘাট দান ও সর্ব পরিহাস পরিত্যাগ করলাম। বড়াই, তুমি রাধাকে জাগিয়ে তোল। চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥

২৯৯

অপ্রস্তুত কৃষ্ণের বিলাপ এবং রাধা স্ত্রীলোকদের ছলাকলায় নিদ্রার ভাণ করে বযেছেন ভেবে বড়াইকে অনুবোধ, সে যেন বাধাকে জাগিয়ে তোলে। গীতটি ১৮ পংক্তিক পয়ারে, ৪+২+৪+৪+৪ পংক্তি বিন্যাসে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ভালী : শ্রেষ্ঠা। তিরীকলা : স্ত্রীলোকদের ছলা-কলা। আথ গেলী : অস্ত গেল।

১৯. আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

বড়াই কৃষ্ণকে।

আছিলির কাহ্নাঞিঁ পথত কৈলেঁ বলে।
আপণার সুখে বসী কদমের তলে ॥
পরাণে মারিআঁ রাধা পাঁচশরবাণে।
এবেঁ কি বোলহ মো ছাড়িলোঁ সব দানে ॥ ১ ॥
কি কৈলী কি কৈলী কাহ্নাঞিঁ রাধাক মারিআঁ।
কথোদিন থাকিলেঁ মো দিতোঁ য মানাআঁ ॥ ধ্রু ॥
সব সখিগণ কাঁদে বুলি ত্রিদশের রাঅ।
কি কারণে রাধার হিআত দিলে ঘাঅ ॥
তিল এক পাপ কাহ্নাঞিঁ নাহিঁক যে বংশে।
এবেঁ তিরীবধ তোর সপত পুরুষে ॥ ২ ॥
কেহ্নে তিরী বধ কৈলে নান্দের নন্দনে।
আর তোর মুখ না দেখিব কোণ জনে ॥
যবেঁ তোহ্মে রাধাক জিআঅ এখনে।
তবেঁসি পাপসাগরে তোহ্মার তরণে ॥ ৩ ॥
দূতীর বচনে রাধার নৈলোঁ পরাণ।
হেন মিছা বচন বো[১৬৪/ক]লহ কেহ্নে কাহ্ন ॥
রাধাক মাইলেঁ তোহ্মে আপণার সুখে।
আহ্মার মনত দিলেঁ আতি বড় দুখে ॥ ৪ ॥
এবেঁ যাবত না কর রাধার জীবনে।
তাবত বান্ধিআঁ তোকে রাখিলোঁ মো কাহ্নে ॥
শতেক ব্রহ্মবধ নহে যার তুলে।
হেন তিরীবধ কাহ্নাঞিঁ সঙ্গে তোর বুলে ॥ ৫ ॥
আর তোর কি বা কাহ্নাঞিঁ বুলিব বচনে।
রাজা কংস জাণিলেঁ হারায়িবি জীবনে ॥
বান্ধিল কাহ্নাঞিকে বুঢ়ী এহি বচনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৬ ॥

ধূর্ত কানাই, নিজ সুখে কদমতলায় বসে পথে (রাধার উপর) বল করলে ॥ এখন রাধাকে পঞ্চ বাণে প্রাণে মেরে বলছ, আমি সব দান ত্যাগ করলাম ॥ ১ ॥ কানাই তুই রাধাকে মেরে এ কি কাজ করলি। আর কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকলে আমি তাকে মানিয়ে দিতাম ॥ ধ্রু ॥ সখিরা সব কাঁদতে কাঁদতে বলছে, ত্রিদশের রাজা, কি কারণে তুমি রাধার হৃদয়ে আঘাত হানলে ॥ কানাই, যে বংশে এক তিল পাপ স্পর্শ করেনি, এবার স্ত্রী বধের পাপ তার সাতপুরুষে ঘটল ॥ ২ ॥ ওগো নন্দনন্দন, কেন স্ত্রী বধ করলে, এখন কেউ তোমার মুখদর্শন করবে না। এখন যদি তুমি রাধাকে বাঁচাতে পারো, তবেই পাপ সাগর থেকে তোমার উদ্ধার ঘটবে ॥ ৩ ॥ দূতীর কথায় তুমি রাধার প্রাণ নিয়েছ এমন মিথ্যা কথা, কানু, কেন বলছ ॥ রাধাকে তুমি নিজের সুখে মেরেছ। আমার মনে তুমি অত্যন্ত দুঃখ দিয়েছ ॥ ৪ ॥ এখন যতক্ষণ তুমি রাধার জীবন না এনে দেবে, ততক্ষণ তোমাকে কানাই, আমি বেঁধে রাখব ॥ সাত ব্রহ্মবধের যার তুলনা হয় না এমন স্ত্রীবধের পাপ, কানাই তোর ওপর বর্তেছে ॥ ৫ ॥ আর তোকে কি বলব, কানাই, রাজা কংস জানলে তুই প্রাণ হারাবি ॥ একথা বলে বুড়ী (বড়াই) কানাইকে বেঁধে রাখল। বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৬ ॥

৩০০

ভীতা ও দুঃখিতা বড়াই কৃষ্ণকে বন্দী করে রেখে বলল, যতক্ষণ রাধাকে না বাঁচাতে পারবে তোমার মুক্তি নেই। গীতটি ২৪+২=২৬ পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ স : সে (তাকে)। রাঅ : রাজা।

২০. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কৃষ্ণ বড়াইকে।

হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে।
হাথ ভরিলোঁ কিবা পুরিল কলসে॥
ভূমিত আখর কিবা লিখিলোঁ জলে।
মিছা দোষে বন্ধন আহ্মার তার ফলে॥ ১॥
বড়ায়ি মোর লাভে বন্ধন সার।
আছুক লাভ মোর মূলত আফার॥ ধ্রু॥

না পাইল চুম কোল না পাইল শৃঙ্গার।
রাধাব কাবণে ভৈল এতেক[১৬৪/খ] খাঁখাব॥
সুণিআঁ বা কি বুলিব মোরে সব জনে।
আজি আহ্মে গোকুলক জাইব কেমনে॥ ২॥
তোএঁ বুয়িলী বড়ায়ি বাধা মোবে দিল গালী।
তেকাবণে পবাণে মাইলোঁ চন্দ্রাবলী॥

ত্রিদশেব আধিপতী নামে শ্রীকাহ্ন।
তোহ্মাত লাগিআঁ সহে এত আপমান॥ ৩॥
যে বচন বোলোঁ মোঁঞ তাত নাহিঁ বাধা।
জিআইআঁ দিবোঁ মো চন্দ্রাবলী রাধা॥
বন্ধন ঘুচাহ জুনি দেখে দেবগণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

ভাদ্রমাসের নষ্টচন্দ্র (হরিতালী চন্দ্র-কৃষ্ণা চতুর্থীর চাঁদ) দেখলাম। আমি কি পূর্ণ কলসীতে হাত ভরলাম॥ মাটিতে কি জলের আখর কাটলাম॥ ১॥ বড়াই, লাভের মধ্যে সার হল, আমার বন্ধন। লাভ তো দূরের কথা, মূলেই লোকসান ঘটল॥ ধ্রু॥ চুম্বন, আলিঙ্গন বা শৃঙ্গার কিছুই পেলাম না। রাধার জন্যেই আমার এত হেনস্থা হল॥ এ-কথা শুনে সবাই আমাকে কি বলবে। আমি আজ গোকুলে ফিরে যাব কি ভাবে॥ ২॥ বড়াই, তুই বললি যে রাধা আমাকে গালি দিয়েছে। সে জন্যেই তো চন্দ্রাবলীকে আমি প্রাণে মারলাম॥ আমি ত্রিদশের অধিপতি শ্রীকান্ত, তোমার জন্যে এত অপমান সহ্য করলাম॥ ৩॥ আমাকে যেমন কথা বলছ তাতে বাধা দেব না। চন্দ্রাবলী রাধাকে আমি আবার বাঁচিয়ে দেব॥ আমার বাঁধন ঘুচিয়ে দাও, যেন দেবতারা না দেখতে পায়। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩০১

কৃষ্ণ বিলাপ করে, বড়াইকে বাঁধন ঘুচিয়ে দিতে অনুবোধ কবলেন। বললেন, দেবতাবা দেখতে পেলে সেটা খুব লজ্জাব বিষয। তিনি রাধাকে পুনর্জীবিত কবে দেবেন। ১৮টি পয়ার পংক্তিতে ৪+২+৪+৪+৪-পংক্তিক স্তবকবন্ধে গীতটি বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ হরিতালী চন্দ্র : নষ্টচন্দ্র। পুবাণকথায় বযেছে, ভাদ্রেব কৃষ্ণা চতুর্থীতে চন্দ্র গুরুপত্নীকে কলঙ্কিত কবেন। সেজন্যে এই তিথিটি কলঙ্কিত। হরিতাল : পারদদুষ্ট হলুদবর্ণ। হাথ ভরিলোঁ…পুবিল কলসে : জলপূর্ণ কলসে হাত ডোবানো বৃথা কলঙ্কেব পরিচায়ক। ভূমিত…লিখিলোঁ জলে : জলেব দ্বারা মাটিতে আঁচড় কাটাও কলঙ্কের পরিচায়ক। আছুক লাভ : লাভ দূবে থাকুক। মূলত আফার : মূলেই লোকসান। জুনি : যেন না।

২১. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

বড়াই কৃষ্ণকে।

ঘুচাইল বন্ধন তোর সুন বনমালী।
ঝাঁট করী জিআঅ গোআলী চন্দ্রাবলী॥ ১॥
যাবত আইহন বীর এহা নাহিঁ শুনে।
তাবত উপায় কর রাধার জীবনে॥ ২॥
বিহাণ আইলাহোঁ দুঅজ পহর।
সে কর যেমনে রাধা জিআঁ জাএ ঘর॥ ৩॥
মণের সন্তাপেঁ তোক বুলিলোঁ বচনে।
তা[১৬৫/ক]ক না চিন্তিলেঁ মাইলেঁ রাধাক পরাণে॥ ৪॥
আছিদর কাহ্নাঞিঁ তিরীক প্রাণে মাইলেঁ।
সকল সংসার জুড়ী কলঙ্ক রাখিলেঁ॥ ৫॥
দুরুবার কংস নরপতি আছে পাটে।
তাক না মানি হেন কাম কৈলেঁ বাটে॥ ৬॥
যত অপরাধ তোর কৈল চন্দ্রাবলী।
সব মরষিআঁ তাক জিআ বনমালী॥ ৭॥
সহজেঁ হৈব তোর চন্দ্রাবলী বসে।
জিআঅ রাধাক গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৮॥

শোনো বনমালী, তোমার বাঁধন খুলে দিচ্ছি। সত্বর তুমি গোয়ালিনী চন্দ্রাবলীকে বাঁচিয়ে দাও॥ ১॥ যতক্ষণ আইহন বীর এ কথা না শুনতে পায়, তার মধ্যে রাধাকে বাঁচানোর উপায় কর॥ ২॥ ভোরে সে এসেছে, এখন দ্বিপ্রহর বেলা হয়েছে। এমন উপায় কর যাতে রাধা জীবিত হয়ে ঘরে ফিরতে পারে॥ ৩॥ মনের দুঃখে তোকে কিছু বলেছিলাম। সে কথা চিন্তা না করে, রাধাকে প্রাণে মেরে দিলে! ৪॥ ধৃষ্ট কানাই, স্ত্রীলোককে মেরে সব সংসারে কলঙ্ক ছড়ালে! ৫॥ রাজপাটে দুর্বার কংস নরপতি বসে আছে। তাকে না মেনে পথে এমন কাজ করলে॥ ৬॥ চন্দ্রাবলী যত অপরাধ করেছে, সব ক্ষমা করে, বনমালী, তাকে বাঁচিয়ে তোল॥ ৭॥ তখন, সহজেই চন্দ্রাবলী তোর বশ হবে। চণ্ডীদাসও গাইলেন, রাধাকে তুমি বাঁচিয়ে তোল॥ ৮॥ ৩০২

বড়াই কৃষ্ণের বন্ধন খুলে দিয়ে সত্বর চন্দ্রাবলী রাধাকে বাঁচিয়ে তুলতে অনুরোধ করল। গীতটি ১৬টি পয়ার পংক্তিতে, আটটি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে রচিত। কোনো ধ্রুবশ্লোক রাখেননি।

দুরূহ শব্দার্থ: আছিদর : ধৃষ্ট, কপটমতি।

স. ৯॥ হতাং কুসুমবাণেন রাধিকাং রসসাধিকাং।
বিলোক্য পুরতঃ কৃষ্ণো বিললাপ নিরন্তরং॥

রসসাধিকা রাধাকে কুসুমবাণে হত দেখে কৃষ্ণ নিরন্তর বিলাপ করতে লাগলেন।

২২. রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥

বিলাপকারী কৃষ্ণ, মূর্ছিতা রাধার উদ্দেশে।

দূতীর বচন ফলে মারিলোঁ তোহ্মারে।
কিসক তিরীবধ তোঁ দিলি আহ্মারে॥
মাএর আগে কৈলি আহ্মার খাঁখার।
সব মরষিল রাধা জিঅ একবার॥ ১॥
মাহানিন্দ ধাসি কেহ্নে সুণ হে গোআলী।
চিআইআঁ সমতী দেহ রাধা চন্দ্রাবলী॥ ধ্রু॥

বারেক সুন্দরি রাধা সুণ মো[১৬৫/খ]র বোল।
মিনতী করিআঁ বোলোঁ গাঅখানী তোল॥
ছাড়িলোঁ মো মাহাদাণ তেজিলোঁ মো বাটে।
উঠ দধি বিচ নিআঁ মথুরার হাটে॥ ২॥
কি বা না করিল আহ্মে তোহ্মার আন্তরে।
আহ্মাক হেলিলেঁ তোহ্মে সব পরকারে॥

উপজিল রোষ মোক মাইলোঁ ফুলবাণে।
মো কেহ্নে জানিবোঁ রাধা তেজিবেঁ পরাণে॥ ৩॥
মুখ তুলী চাহ মোর পালাউক পাপ।
আঅর খণ্ডুক মোর বিরহ সন্তাপ॥
আহ্মার জীবন রহে তোহ্মাব জীবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

দূতীর কথায় আমি তোমাকে মারলাম। তুই (বড়াই) কেন আমাকে স্ত্রীবধের অপযশ দিলি॥ মায়ের সামনে আমার খাঁখার বা অখ্যাতি করলে। সে অপরাধ মর্ষ ক্ষমা করলাম। রাধা, তুমি একবার বেঁচে ওঠো॥ ১॥ ওগো গোয়ালী, কেন তুই মহানিদ্রা যাস? চেতনা পেয়ে, সাড়া দাও, ওগো রাধা চন্দ্রাবলী॥ ধ্রু॥ ওগো সুন্দরী রাধা, একবার আমার কথা শোনো। আমি মিনতি করে বলছি, একবার গা তোলো বা জেগে ওঠো॥ আমি মহাদান (মহাদানীর কাজ) ছাড়লাম, (যমুনার) পথ ছেড়ে দিলাম। ওঠো, মথুরার হাটে দৈ বিক্রী করতে যাও॥ ২॥ তোমার জন্যে আমি কি না করেছি। আমায় তুমি সর্বপ্রকারে অবহেলা করলে॥ আমার তাতে রাগ হল। ফুলবাণ তোমাকে নিক্ষেপ করলাম। কি করে জানবো, তাতে, রাধা, তুমি প্রাণ ত্যাগ করবে॥ ৩॥ তুমি মুখ তুলে চাও, আমার পাপ ঘুচুক। আর সেই সঙ্গে বিরহ সন্তাপ দূর হোক॥ তুমি বাঁচলে আমার জীবন রক্ষা পায়। বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩০৩

কৃষ্ণ রাধা মূর্ছিত হওয়াতে অপ্রস্তুত হয়ে বিলাপ করছেন এবং রাধার চেতনা ফেরাতে চেষ্টা করছেন। গীতটি ১৮টি পয়ার পংক্তিতে, ৪+২+৪+৪+৪ -স্তবকবন্ধে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ খাঁখার : অখ্যাতি বা নিন্দা। মরষিল : ক্ষমা করলাম। চিআইআঁ : চেতনা লাভ করে। সমতী : সাড়া। হেলিলেঁ : অবহেলা করলে।

২৩. আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

অচেতন রাধার প্রতি কৃষ্ণের বিলাপোক্তি।

কাছে কলসী রাধা পাণি তোলসি ল
পাএর বাজে তোর নূপুর।
রতনে জড়িত তোর দুই বাহু শঙ্খ ল
শিশে তোর শোভএ সিন্দুর ॥ ১ ॥
আল বালী হরি হরি য়ে।
কেমণে মৈলিসি গোআলী ॥ ধ্রু ॥

পাট পরিধান তোর নেতের আঁচল ল
মাণিকেঁ [১৬৬/ক]খঞ্চিল দুই পাশে।
বারেক জিঅ রাধা রতি ভুঞ্জ সুখে ল
পাছে তোক নিবোঁ কবিলাসে ॥ ২ ॥
মো কেহ্নে জাণিবোঁ রাধা তোহ্মো মরিবেঁ ল
তবেঁ কি মো হাণো পাঁচ বাণে।

উঠ উঠ আল রাধা দধি বিকে জাঅ ল
আহ্মো তোর ছাড়িল দানে ॥ ৩ ॥
শঙ্খ চক্র গদা করে গরুড় বাহন ল
আহ্মো দেব সারঙ্গধরে।
কাহ্নের বিলাপ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ল
পাআঁ দেবী বাসলীর বরে ॥ ৪ ॥

রাধা, কলসী কাঁখে নিয়ে পানি তোল। তোর পায়ে নূপুর বাজুক। তোর দুই বাহুতে রত্ন খচিত শাঁখা, সিঁথিতে সিন্দুর শোভিত ॥ ১ ॥ ওগো বালিকা, হরি হরি। গোয়ালিনী, তুই কিভাবে মরলি ॥ ধ্রু ॥ পাটের বসন তোর পরিধানে। সাড়ীর আঁচলের দুই পাশে মাণিক খচিত। রাধা একবার জীবিত হয়ে রতিসুখ ভোগ কর। তারপর তোমাকে কৈলাসে নিয়ে যাব (অথবা বিলাস খেলায় নিয়ে যাব) ॥ ২ ॥ রাধা, তুমি মরবে আমি কি করে জানব, তাহলে কি পঞ্চ বাণ হানি? ওগো রাধা, ওঠো ওঠো, দৈ বিক্রী করতে যাও। আমি তোমার দানের দাবি ছেড়ে দিলাম ॥ ৩ ॥ আমি শঙ্খ, চক্র, গদা ধারী গরুড় বাহন, আমি দেব সারঙ্গধর। দেবী বাসলীর বর পেয়ে কানাইয়ের বিলাপ গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৩০৪

রাধার উপর পঞ্চমদনবাণ নিক্ষেপ করার ফলে রাধা অচৈতন্য হয়ে পড়াতে কৃষ্ণের বিলাপ। তিনি বলছেন, যদি এতে তোমার মৃত্যু ঘটবে জানতাম তো এই বাণ নিক্ষেপ করতাম না। রাধা তুমি পুনর্জীবিত হয়ে ওঠো। আবার মথুরার হাটে দৈ বেচতে যাও, আমি আর ঘাটদান দাবি করব না। গীতটি ১৮টি পংক্তিতে ৪+২+৪+৪+৪ পংক্তিক স্তবকবন্ধে রচিত। ১ম, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম স্তবক ৮॥ ৬॥ ১০ I-মাত্রক ত্রিপদী। দ্বিতীয় ধ্রুব স্তবকটি ৯॥ ৯ I-মাত্রক।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ নিবোঁকবিলাসে : নিবোঁ কবিলাসে পাঠেও পড়া যায়। প্রথম পাঠের অর্থ, বিলাসে তোমায় নিয়ে যাব। দ্বিতীয় পাঠের অর্থ, তোমায় (এই ভবলীলা শেষে) আমার নিবাস কবিলাসে বা কৈলাসে নিয়ে যাব। অর্থাৎ এখনি ভবলীলা সাঙ্গ কোরো না। সারঙ্গধর : চক্রধর, বিষ্ণু।

২৪. বেলাবলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধার উদ্দেশে কৃষ্ণের বিলাপোক্তি।

বারেক জিআ তোঁ গোআলী। রাধা ল।
আর না বুলিবোঁ ধামালী॥
এবার মুখেব পেলা কালী। রাধা ল।
পরিহার বোলে বনমালী॥ ১॥
কাহ্নেরেঁ তিরীবধ দিআঁ। বাধা ল।
কোণ পুরী জাইবেঁ পালাইআঁ॥ ধ্রু॥

দহে পেলোঁ সে ফুলেব বাণ।
যে বাণে তেজিলি তোঁ পবাণ॥
বাবেক বাখহ মোব মান।
হযিএ আহ্মে তোব প্রিয কাহ্ন॥ ২॥
হেব মোঁ কবিলোঁ যোডহাথে।
এবেঁ মোবে তুলী চাহ মাথে॥

[১৬৬/খ]উঠী কব সময় বাত।
বিকল না কর জগন্নাথ॥ ৩॥
আহ্মে বীব ভুবনে বিশাল।
গোকুলত বালগোপাল॥
উঠী বৈশ আহ্মার পাশে।
গাইল বডু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো রাধা। গোয়ালিনী, একবাব বেঁচে ওঠো। আর তোমাকে ধামালী (অশ্লীল কথা) বলব না॥ ওগো বাধা, এবার আমার মুখের কালী (অপযশের কলঙ্ক) মোচন কর। বলেন বনমালী॥ ১॥ রাধা, কানাইকে স্ত্রী বধের অপবাদ দিয়ে তুমি কোন পুবীতে পালিয়ে যাবে॥ ধ্রু॥ সেই ফুলবাণ আমি দহে ফেলে দিচ্ছি। —যে বাণে তুই প্রাণ ত্যাগ করলি॥ একবার আমার সম্মান রাখো। আমি হলাম তোমাব প্রিয কানাই॥ ২॥ দেখ, আমি যোড় হাত করছি। এবারে মাথা তুলে আমার দিকে তাকাও॥ উঠে আমাব সঙ্গে কথা বল। জগন্নাথকে বিকল করে বেখো না॥ ৩॥ আমি এই ভুবনের বিশাল বীর। গোকুলেব বাল গোপাল॥ উঠে আমার পাশে বসো। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩০৫

কৃষ্ণ বিলাপস্বরে মূর্ছিতা রাধাকে মূর্ছাভঙ্গ কবে পুনর্বাব জীবিত হয়ে উঠতে অনুবোধ কবছেন। গীতটি ১৮টি দশমাত্রক পংক্তিতে, ৪+২+৪+৪+৪ -পংক্তিক স্তবকবন্ধে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ পেলা কালী . কলঙ্ক মুছে দাও। দহে পেলোঁ দহে ফেলে দেব।

২৫. সিন্ধোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

অচেতন রাধার প্রতি কৃষ্ণের বিলাপ।

পুনমীর চান্দ তোহ্মার বদন
ঘুসিএ জগত জনে ল।
বালি।
ত্রিদশ ঈশ্বর করায়িলেঁ ভারী
সাধিলেঁ আপন মানে ল॥ ১॥
বালী জাগ হে জাগ হে
সুন্দরি রাধে মুখ তুলী চাহ মোরে ল॥ ধ্রু॥

মুখ তুলি আহ্মা যবেঁ নাঁ দেখিবেঁ
তবেঁ মো মরিবোঁ পরাণে।
যাইবোঁ বারাণসী কিবা গোদাবরী
করিবোঁ তনু তেআগে॥ ২॥
সাগর সঙ্গমে শরীর তেআগিবোঁ
রাধে তোহ্মার কারণে ল।

তোর দুখ দেখি সুন্দরি রাধে ল
ধরিতেঁ না পারোঁ পরাণে॥ ৩॥
আনল শরণ কিবা করিবোঁ
যদি না দিবেঁ বচনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ
দেবী বাসলীচরণে॥ ৪॥

ওগো বালিকা, তোমার বদন পূর্ণিমার চাঁদ। জগতবাসী তা ঘোষণা করে। ত্রিদশ ঈশ্বরকে দিয়ে ভারীর কাজ করালে। আপন মান সাধালে॥ ১॥ ওগো বালিকা, জাগ, জাগ। সুন্দরী রাধা আমার প্রতি মুখ তুলে চাও॥ ধ্রু॥ যদি মুখ তুলে আমার দিকে না তাকাও তবে আমি আত্মঘাতী হব। বারাণসী বা গোদাবরীতে গিয়ে দেহ ত্যাগ করব॥ ২॥ রাধা, তোমার জন্যে সাগরসঙ্গমে গিয়ে দেহ ত্যাগ করব। তোর দুঃখ দেখে, সুন্দরি রাধা, আমি আর প্রাণ ধারণ করতে পারছি না॥ ৩॥ যদি না কথা দাও তো আমি অগ্নির শরণ নেব। দেবী বাসলীর চরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩০৬

কৃষ্ণ রাধার উদ্দেশে বিলাপ করে বলছেন, তুমি জীবিত হয়ে আমার সঙ্গে কথা না বললে আমি নদী সাগরের জলে বা আগুনে প্রাণ বিসর্জন করব। গীতটি মূলত ৬॥ ৬॥ ৮ I-মাত্রক লঘু ত্রিপদীতে, ৮টি পংক্তিতে রচিত। ধ্রুবপদটি ১০॥ ৬॥ ৮ I-মাত্রক দ্বিপংক্তিক।

২৬. রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কবির বর্ণনা।

[১৬৭/ক]কৃষ্ণ পরশিল করে শরীর রাধার।
বিহড়িল আষ্ট ধাতু আয়িল তাহার॥
ধেআন করিআঁ করেঁ ঝাড়ে বনমালী।
ধীরেঁ ধীরেঁ গ্যাঅখানী তোলে চন্দ্রাবলী॥ ১॥
মরিআঁ জিলী রাধা গোকুল সমাজে।
তিরীবধে উদ্ধার পাইল দেবরাজে॥ ধ্রু॥

তালের বিণিএঁ রাধাক বিচি কাহ্ন।
নির্ম্মল যমুনা জল করায়িল পান॥
জিআঁ উঠিলী রাধা পরম হরিষে।
সখিজন হুলাহুলী পাড়ে চৌদিশে॥ ২॥
রাধা বস করি কাহ্ন গেলা বৃন্দাবনে।
তার পাছে গেলী রাধা বিকলী মদনে॥

বৃন্দাবনে ভ্রমর কোকিল কাঢ়ে রাএ।
বিকসিত কুসুম দক্ষিণ বহে বাএ॥ ৩॥
আচম্বিত লুকাইলা কাহ্নাঞিঁ বৃন্দাবনে।
নব কিশলয়গণে রচিআঁ শয়নে॥
তার মাঝেঁ বসিআঁ থাকিলা নারায়ণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

কৃষ্ণ রাধার শরীর স্পর্শ করল। বিযুক্ত অষ্টধাতু আবার তার শরীরে ফিরে এল॥ ধ্যান করে বনমালী হাত দিয়ে ঝাড়তে লাগলেন। ধীরে ধীরে চন্দ্রাবলী গা তুললেন (জেগে উঠলেন) ১॥ রাধা, তুমি গোকুল সমাজে মরণ থেকে বেঁচে উঠলে। দেবরাজ স্ত্রী বধের অপযশ থেকে উদ্ধার পেল॥ ধ্রু॥ কানাই, তালপাখায় রাধাকে ব্যজন করতে লাগল। যমুনার নির্মল জল তাকে পান করাল॥ পরম হাসিমুখে রাধা বেঁচে উঠল। সখীরা চারদিকে উল্লাসধ্বনি দিতে লাগল॥ ২॥ রাধাকে বশ করে কানাই বৃন্দাবনে গেল। তার পিছনে মদন প্রভাবে বিকলী রাধাও চলল। বৃন্দাবনে ভ্রমর ও কোকিল গুঞ্জন করছে। ফুল প্রস্ফুটিত হল। দক্ষিণা বাতাস বইতে লাগল॥ ৩॥ কানাই (খেলাচ্ছলে) হঠাৎ বৃন্দাবনে লুকিয়ে পড়লেন। নব কিশলয়ে শয্যা রচনা করলেন॥ তার মধ্যে (লুকিয়ে) নারায়ণ বসে রইলেন। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩০৭

কৃষ্ণের স্পর্শে রাধার চেতনা ফিরল। রাধার শুশ্রূষা করে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গিয়ে কোমল তৃণ শয্যা বচনা কবে, লুকিয়ে সেখানে রাধার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। গীতটি ১৮টি পয়ার পংক্তিতে ৪+২+৪+৪+৪-স্তবকবন্ধে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ বিহড়িল : বিযুক্ত করল। তালের বিণিএঁ : তালপাতার ব্যজনী। বিচি : ব্যজন করল। বিকলী মদনে : মদন প্রভাবে বিকল।

২৭. পঠমঞ্জরীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কবির বিবৃতি।

রাধাক মারিআঁ পু[১৬৭/খ]ণী জিআইল কাহ্নে।
কৌতুক মণে কাহ্ন লুকায়িলা বনে॥
বড়ায়ি লইআঁ তাক চাহে বৃন্দাবনে।
রাধা হেন বুলিআঁ বচনে॥ ১॥
এথা ছিলা কাহ্ন কথাঁ গেলা এখনে।
সরূপেঁ কহিআঁ বড়ায়ি রাখ পরাণে॥ ধ্রু॥
থানে থানে বন বিচারিআঁ বড়ায়ি।
কুঞ্জের মাঝে দেখিল কাহ্নাঞিঁ॥
কাহ্নের থানত রাধা চন্দ্রাবলী রাণী।
বড়ায়িক বুইল হেন মধুরস বাণী॥ ২॥
কাহ্নাঞিঁ কিছু তোর দয়া নাহিঁ মণে।
নাগরী রাধাক এবেঁ তেজসি কেহ্নে॥ ধ্রু॥
রাধা মাধব দুই করি এক ঠাই।
আতি দূর গিআঁ রহিলা বড়ায়ি॥
কাহ্ন রূপবতী রাধা দেখি নিজ পাশে।
কাহ্নের মনত উপজিল রসে॥ ৩॥
হরি দৃঢ় আলিঙ্গন রাধার দেহা।
যেহ্ন নিকষত শোভে কনক রেহা॥ ধ্রু॥

চুম্বন করিতেঁ দন্ত দিল থানে থানে।
ঘন তন জঘনে কৈল নখ দানে॥
রাধার সুণিআঁ কাহ্ন কণ্ঠ কূজনে।
দ্বিগুণ মদন[১৬৮/ক] বেগেঁ করে নিধুবনে॥ ৪॥
রাধার আধর মধু তারপল কাহ্নে।
চান্দের পীযূষধারা রাহুএঁ যেহ্নে॥ ধ্রু॥
কাহ্ন করে আতি যবেঁ গাঢ় সুরতী।
রাধাএঁ করিল তবেঁ বড়ঈ কাকুতী॥
এড় এড় কৃষ্ণ হঅ খাণিএক তোহ্মে থীর।
আতিশয় বেগেঁ পাছে বুক লঅ চীর॥ ৫॥
সহজেঁ সুরতী ভুঞ্জ দেব গদাধর।
নিশাশ এড়িতেঁ মোকে দেহ অবসর॥ ধ্রু॥
আঙ্গে পাতলী রাধা উন্নত যৌবনে।
গাঢ় রমিল কাহ্নে মরদিআঁ তনে॥
কপট কোপ করী রাধা নাগরী গোআলী।
বলে উঠিআঁ উপরেঁ তলে কৈল হরী॥ ৬॥
উপরে নাগরী রাধা তলে নান্দোবালা।
মেঘত উপরে যেহ্ন শোভে শশিকলা॥ ধ্রু॥

যেহ্ন রতি পরকার করিল কাহ্নে।
রাধাএঁ করিল এবেঁ তেহ্নে দুগুণে॥
কাহ্নের উপরে শোভে সুন্দরী গোআলী।
নীল মেঘে যেহ্ন পড়এ বিজুলী॥ ৭॥
চঞ্চল নূপুর ঘন কিঙ্কিণী বাজে।
[১৬৮/খ]মনমথ বসে রাধা তেজিল লাজে॥ ধ্রু॥
সুরতসুখে কাহ্ন মুকুলিত নয়নে।
তখণে তোষিল রাধা মাধবের মনে॥
আতি চিত্র বসন পহিরিআঁ চন্দ্রাবলী।
খণেএক কাহ্নের বুকত সুতিলী॥ ৮॥
নিচলে রহিলা রাধা সুরতি আয়াসে।
শক্রের ধনু যেহ্ন উঠিল আকাশে॥ ধ্রু॥
হেন সম্ভেদে আসিআঁ বড়ায়ি।
বুইল রাধাকে তেহ্নই কাহ্নাঞিঁ॥
সত্বরে রাধা লইআঁ যাইউ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৯॥
তখনে রাধাক দিল মেলানী।
নাচিতেঁ গাইতেঁ বুলে চক্রপাণী॥ ধ্রু॥

রাধাকে মেরে আবার জীবিত করল কানাই। এবার কৌতুকবশে কানাই বৃন্দাবনের মধ্যে লুকাল॥ বড়াই তার খোঁজে বৃন্দাবনের দিকে তাকাল। রাধা তাকে বলল॥ ১॥ কানাই এখানে ছিল, এখুনি কোথায় গেল। খাঁটি সত্য কথা বলে, বড়াই আমার প্রাণ রক্ষা কর॥ ধ্রু॥ নানা স্থানে খোঁজ করতে করতে বড়াই

কানাইকে কুঞ্জের মাঝে দেখতে পেল ॥ এবার কানাইয়ের কাছে চন্দ্রাবলী রাণী বাধাকে এনে বড়াই মধুর ভাষায় বলল ॥ ২ ॥ কানাই, তোর মনে কিছু দয়া-
মায়া নাই। নাগরী রাধাকে তুই ত্যাগ করেছিলি কেন? ধ্রুং ॥ বাধা ও মাধবকে এক ঠাঁই করে, বড়াই দূরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ॥ রূপবতী রাধাকে
নিজের পাশে দেখে কান্‌াই-এর মনে রস উপজিত হল (রসোদ্রেক হল) ॥ ৩ ॥ হরি দৃঢ় আলিঙ্গনে রাধার গলা জড়িয়ে ধরল। যেন কষ্টিপাথরে স্বর্ণরেখা
দেখা দিল ॥ ধ্রুং ॥ চুম্বন করতে নানা স্থানে দন্ত স্পর্শ করল। ঘন ঘন স্তনে ও জঘনে নখের আঁচড় কাটল ॥ রাধার শীৎকাব শুনে নিধুবনে কানাইয়ের মদনবেগ
দ্বিগুণ হল ॥ ৪ ॥ রাধার অধরমধু কৃষ্ণকে তৃপ্ত করল। যেমন চাঁদেব অমিয়ধাবা বাহুকে করে ॥ ধ্রুং ॥ কানাই যখন নিবিড়ভাবে বতি আলিঙ্গন করল, রাধা
তাকে বিশেষভাবে মিনতি করল (অত বেশি জোর না করতে) ॥ কৃষ্ণ, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। খানিক শান্ত হও ॥ তোমার এত বেশি চাপে আমার বুকে
হাঁপ ধরছে ॥ ৫ ॥ দেব গদাধর তুমি সহজভাবে সুরতি ভোগ কর। আমাকে নিঃশ্বাস নেবার অবসর দাও ॥ ধ্রুং ॥ রাধার অঙ্গ ক্ষীণ, তবে যৌবন উন্নত। কানাই
তার স্তন মর্দন করে গাঢ় ভাবে রমণ করল ॥ কপট কোপ দেখিয়ে নাগরী গোঁয়ালিনী রাধা বলে উপরে উঠে হরিকে তার নীচে ফেলে দিল ॥ ৬ ॥ এবার
নাগরী রাধা উপরে, নন্দ-নন্দন তার তলায়। যেন মেঘের উপরে শশিকলা শোভা পাচ্ছে ॥ ধ্রুং ॥ কানাই যত প্রকারে রতি খেলা করল, রাধা তার দ্বিগুণ
প্রকারের খেলা খেলল ॥ কানাইয়ের উপর সুন্দরী গোয়ালিনী শোভা পাচ্ছে, যেন নীলমেঘে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ॥ ৭ ॥ (উভয়ের মদন ক্রীড়াতে) নূপুরের ঘন
আওয়াজ এবং কিঙ্কিনীর ধ্বনি বাজছে। মন্মথের প্রভাবে রাধা সব লজ্জা বিসর্জন দিল ॥ ধ্রুং ॥ সুরতসুখে কানাইয়ের চোখদুটি মুকুলিত হল। তখন রাধাও
মাধবের মনকে তোষণ করল ॥ চিত্র-বিচিত্র বসন পরনে চন্দ্রাবলী কানাইয়ের বুকেব উপব শয়ন করল ॥ ৮ ॥ সুরতির আরামে রাধা নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইল।
যেন আকাশে ইন্দ্রধনুর আবির্ভাব হল ॥ ধ্রুং ॥ এমন অবস্থায় বড়াই এসে রাধাকে বলল, কানাইকে ছেড়ে দাও ॥ রাধা, তোমায সত্বব এখন ঘবে নিয়ে যাব। ৩০৮
বাসলীবরে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন ॥ ৯ ॥ তখন, নেচে গান করে, চক্রপাণী রাধাকে বিদায় দিলেন ॥ ধ্রুং ॥

এখানে কবি রাধা-কৃষ্ণের রতি মিলন (বিপরীত মিলন সহ) বিশদভাবে, নানা উপমার সাহায্যে বর্ণনা কবেছেন। গীতটি মুখ্যত পয়াববন্ধে রচিত। তবে মাঝে মাঝে ৬।৬।-মাত্রক পংক্তি বিন্যাসও রয়েছে। নয়টি চতুষ্পংক্তিক স্তবকসহ, নয়টি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবপদে মোট ৩৬+১৮=৫৪ পংক্তিতে দীর্ঘ গীতটি রচিত হয়েছে।

ইতি বাণখণ্ডঃ সমাপ্ত ॥

অথ বংশীখণ্ডঃ

স. ১ *॥* অনঙ্গসঙ্গরে রাধা ভঙ্গং প্রাপ্য কুরঙ্গদৃক্।
আলসাঙ্গলতা রঙ্গাৎ জরতীসহিতা যযৌ॥

অনঙ্গ সংগ্রামে ভঙ্গপ্রাপ্ত হয়ে কুরঙ্গ নয়না, অলস-অঙ্গলতা রাধা বৃদ্ধার সঙ্গে গমন করলেন।

১. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কবির বর্ণনা।

বড়ায়ি লইআঁ রাহী গেলী সেই থানে।
সখিসবে বুইল রাধা লড়িউ সিনানে॥ ১॥
[১৬৯/ক]ষোল শত গোপী গেলা যমুনার ঘাটে।
তা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাতিল নাটে॥ ২॥
খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ।
তা দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ॥ ৩॥
আর যত বাদ্যগণ আছের কাহ্নাঞিঁ।
পতিদিনে নানা ছন্দে বাএ সেহি ঠাই॥ ৪॥
তা দেখিআঁ না ভুলিলী আইহনের দাসী।
সৃজিল কাহ্নাঞিঁ তবেঁ মোহন বাঁশী॥ ৫॥
সাত গুটি বিন্ধ তাত করি আনুপাম।
সুবণ্ণের সাম্বী হিরার বান্ধিল কাম॥ ৬॥
হরিষে পূরিআঁ কাহ্নাঞিঁ তাহাত ওঁকার।
বাঁশীর শবদেঁ পারে জগ মোহিবার॥ ৭॥
যমুনার ঘাটে রাধা বাঁশীনাদ সুণী।
জল লআঁ ঘর আয়িলী আইহনের রাণী॥ ৮॥
বৃন্দাবনে বাঁশী বাএ নন্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৯॥

বড়াই রাধাকে নিয়ে সেখানে গেলে সখীরা বলল, রাধা, চল স্নানে যাই॥ ১॥ ষোলশত গোপী যমুনার ঘাটে গেল। তা দেখে কানাই রঙ্গ পরিবেশন বা নাট্যাভিনয় করল॥ ২॥ সে কখনো করতালি দিচ্ছে, কখনো মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে। তা দেখে সখীরা রঙ্গ বোধ করছে॥ ৩॥ যত প্রকারে বাদ্যযন্ত্র আছে কানাই প্রতিদিন নানা ছন্দে সেগুলি বাজাতে লাগল॥ ৪॥ তা দেখে অবশ্য আইহনের দাসী (রাধা) ভুলল না। তখন কানাই মোহন বাঁশী সৃজন করল॥ ৫॥ তাতে সাতটি সুন্দর ছিদ্র করল। সোনার সামী বা বলয় লাগাল এবং হীরকের কারুকাজ করল॥ ৬॥ সেই বাঁশীতে সে ওঁকার ধ্বনি দিল। বাঁশীর ধ্বনিতে জগত মোহিত হল॥ ৭॥ যমুনার ঘাটে বাঁশীর সুর রাধা শুনতে পেল। তখন আইহনের রাণী (রাধা) জল নিয়ে ঘরে ফিরল॥ ৮॥ নন্দ নন্দন বৃন্দাবনে বাঁশী বাজায়। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৯॥[১]

৩০৯

কবি এখানে, কৃষ্ণ কি ভাবে যমুনার ঘাটে সখী পরিবৃতা রাধার জল আনার সময় অপূর্ব বাঁশী তৈরি করে তাকে মোহিত করেছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। গীতটি নয়টি দ্বিপংক্তিক পয়ার শ্লোকে, ১৮ লাইনে রচিত হয়েছে। কবি ধ্রুবপদ রাখেননি।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ লড়িউ : চল যাই। পাতিল নাটে : নাট্যাভিনয়ের পরিকল্পনা করল। বাদ্যগণ : বাদ্যযন্ত্রসমূহ। সাতগুটি বিন্ধ : সাতটি ছিদ্র করল। সৃজিল : নির্মাণ করল। সুবণ্ণের সাম্বী : সোনার বলয়।

---

১. গীতটি পড়ে মনে হচ্ছে ঘটনাটি একদিনের নয়। পরপব কয়েকদিনেব। কাবণ কৃষ্ণ পতিদিন নানা ছন্দে বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন এবং নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করতেন।

স. ২॥ নিপীয় বংশনিনদং রাধা কংসভয়াতুরা।
বেদিতুম্বাদকন্তস্যা জগাদ জরতীমিদং॥

কংস ভয়াতুরা রাধা বাঁশীর ধ্বনি শুনে কে বাজাচ্ছে তা জানবাব জন্যে বৃদ্ধাকে (বড়াইকে) এ-কথা বলিলেন।

২. কেদাররাগঃ॥ রূপকং॥

রাধা বড়াইকে।

কে না বাঁশী[১৬৯/খ] বাএ বড়াযি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥ ১॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপণা॥ ধ্রু॥

কে না বাঁশী বাএ বডায়ি চিত্তের হবিষে।
তার পাএ বডাযি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে॥
আঝব ঝরএ মোব নয়নেব পাণী।
বাঁশীব শবদেঁ বডাযি হাবায়িলোঁ পবাণী॥ ২॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মাব মন।
বাজাএ সুসব বাঁশী নান্দের নন্দন॥

পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥ ৩॥
বন পোড়ে আগ বডায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভাবেব পণী॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

আমার শরীর আকুল, মন ব্যাকুল। বাঁশীর শব্দে আমার রন্ধন
বড়াই, কালিন্দী নদীকূলে কে বাঁশী বাজায়? বড়াই, এই গোষ্ঠ গোকুলে কে বাঁশী বাজায়॥ আমার শরীর আকুল, মন ব্যাকুল। বাঁশীর শব্দে আমার রন্ধন
এলোমেলো হল॥ ১॥ বড়াই, কে বাঁশী বাজাচ্ছে, সে কোন জন? আমি দাসী হয়ে তার পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করব॥ ধ্রু॥ বড়াই, মনের আনন্দে কে
বাঁশী বাজাচ্ছে। তার চরণে আমি কি দোষ করেছি (যে আমায় বাঁশীতে ডাকছে!)॥ অঝোরে আমার চোখের জল ঝরছে। বড়াই, বাঁশীর শব্দে আমি আত্মহারা
হয়েছি॥ ২॥ আমার মনকে আকুল করবার জন্যে কি নন্দ-নন্দন এই সুস্বর বাঁশী বাজাচ্ছে॥ আমি তো পাখি নই যে উড়ে তার কাছে যাব। বসুন্ধরা বিদীর্ণ
হও, আমি সেখানে প্রবেশ করে আত্মগোপন করি॥ ৩॥ বড়াই, জগতে সবাই জানে, বন পোড়ে আগুনে। আমার মন পুড়ছে যেন কুমারের চুল্লীতে (বাইরে
দেখা যাচ্ছে না। ভিতরে দগ্ধ হচ্ছে)॥ কৃষ্ণ (লাভের) আকাঙ্ক্ষায় আমার অন্তর শুষ্ক হচ্ছে। বাসলীর শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩১০

কৃষ্ণের বাঁশীর সুর শুনে রাধা আত্মহারা হয়েছেন। চমৎকার উপমায় কবি সে কথা প্রকাশ করেছেন। গীতটি কবিত্বের উৎকর্ষের একটি সার্থক উদাহরণ। ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আউলাইলোঁ : এলোমেলো হল। নিশিবোঁ : উৎসর্গ করব। কুম্ভারের পণী : কুমারের চুল্লী।

স. ৩॥ নিশম্য কৃষ্ণবচনং স্মরজ্বরভরাতুরা।
যমুনা [১৭০/ক] তীরমাগত্য রাধাহ জরতীমিদম্॥

কৃষ্ণের বচন শুনে মদন-জরাতুরা রাধা যমুনাতীরে এসে জরতীকে এ-কথা বললেন।

৩. শ্রীরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

রাধার বিলাপ বড়াইকে।

সুসর বাঁশীর নাদ সুণী আইলোঁ
মো যমুনাতীরে।
শোভন কলসী করে ধরিআঁ
পুরিলোঁ যমুনানীরে॥
বড়ায়ি ল।
বাঁশীর নাদ না শুণী এবেঁ
কাহ্ন গেলা কিবা দূরে।
প্রাণ বেআকুল ভৈল এবেঁ
কিমনে জায়িবোঁ ঘরে॥ ১॥
বড়ায়ি ল।
তোহ্মে কি দেখিলেঁ জায়িতেঁ পথে।
কাল কাহ্নাঞিঁ চাঁচর কেশে
কুসুম শোভিত মাথে॥ ধ্রু॥

আহোনিশি মো আন না জানো
এত দুখ কহিবোঁ কাএ।
কাহ্নের ভাবেঁ চিত্ত বেআকুল
লাজে মোঁ না কান্দো রাএ॥
যমুনাতীরে কদমের তলে
কাহ্ন মোরে দিলে কোলে।
তাহা সুঁঅরিআঁ বিকলী ভৈলোঁ
কাহ্ন বিসরিল ভোলে॥ ২॥
চারি দিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাএ।
আম্বডালে বসী কুয়িলী কুহলে
লাগে বিষবাণঘাএ॥

চান্দ সুরুজের ভেদ না জাণো
চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্ন বিণি মোর এবেঁ এক খন
এক কুল যুগ ভাএ॥ ৩॥
বাঁশীর শবদে প্রাণ হরি[১৭০/খ]আঁ
কাহ্ন গেলা কোণ দিশে।
তা বিণি সকল আন্তর দহে
যেন বেআপিল বীষে॥
এবেঁ আণিআঁ দেহ নান্দের নন্দন
পুরত আহ্মার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

সুস্বর বাঁশীর সুর শুনে আমি যমুনাতীরে এলাম। শোভন (সুন্দর) কলসী হাতে ধরে যমুনার জলে পূর্ণ করলাম॥ ওগো বড়াই, এখন কেন বাঁশীর নাদ শুনছি না, কানাই কোথায় দূরে চলে গেল। আমার প্রাণ ব্যাকুল হল। এখন কেমন করে ঘরে ফিরব॥ ১॥ ওগো বড়াই, তুমি কি তাকে পথে যেতে দেখেছ। তার রং কালো, মাথার কুঞ্চিত কেশে কুসুম শোভিত॥ ধ্রু॥ দিবারাত্র আমি অন্য কিছু জানি না। এত দুঃখের কথা কাকে বলব। কানাইয়ের ভাবনায় আমার চিত্ত ব্যাকুল। লজ্জায়

শব্দ করে কাঁদতেও পারছি না ॥ যমুনাতীরে কদমতলায় কানাই আমাকে আলিঙ্গন দিয়েছিল। তা স্মরণ করে আমি বিকল হয়েছি। কানাই মোহবশত আমায় ভুলে গেল ॥ ২ ॥ চারদিকে গাছে পুষ্প-মুকুল ধরেছে, বসন্তের বাতাস বইছে। আমগাছের ডালে বসে কোকিল কূজন করছে। সেই কূজন আমার কানে বিষবাণের মত আঘাত করছে॥ আমি চাঁদ ও সূর্যের ভেদ বুঝছি না। চন্দনে শরীরে উত্তাপ বাড়ছে। কানাইয়ের অভাবে এখন এক মুহূর্ত এক যুগ বলে মনে হচ্ছে॥ ৩ ॥ বাঁশীর শব্দে আমার প্রাণ হরণ করে কানাই কোন দেশে চলে গেল। তার অভাবে আমার সমস্ত হৃদয় জ্বলছে, যেন সর্বদেহে বিষ ছড়িয়ে গেছে॥ এখন নন্দ-নন্দনকে এনে দাও। আমার আশা পূর্ণ কর। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৩১১

এখানে কৃষ্ণের অদর্শনে বড়াইয়েব উদ্দেশে বাধার ব্যাকুল বিলাপ বর্ণিত হযেছে। বসন্ত সমাগত অথচ কৃষ্ণেব দেখা নেই। তাতে বাধা আরও ব্যাকুল হয়েছেন। গীতটি ৬ ॥ ৬ ॥ ৮ I-মাত্রক ত্রিপদীতে, চতুষ্পংক্তিক চারটি শ্লোকসহ, ৬ ॥ ৫ ॥ ৮ I-মাত্রক দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে রচিত হযেছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ তাএ : তাপে। কুয়িলী কুহলে : কোকিল কূজন করছে।

৪. শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বড়াই কর্তৃক রাধাকে।

এবেঁ বড় নয়নেঁ মো না দেখোঁ সুন্দরী।
কথাঁ গেলে পায়িব আহ্মে শ্রীকৃষ্ণ হরী ॥
হেনক উপায় মোক বোল চন্দ্রাবলী।
তবেঁ মো তোহ্মাক আণি দিবোঁ বনমালী ॥ ১ ॥
যত কিছু বুয়িলেঁ মোর পরাণনাতিনী।
বড় দুখ উপজিল মণে তাক সুণী ॥ ধ্রু ॥

যমুনা নদীতে মো কেমনে হৈবোঁ পার।
ঘড়িআল কুম্ভীর তাহাত আপার ॥
শকতিএঁ পার হয়িলা চন্দ্রাবলী রাণী।
তথাঁ বা কেমনে পায়িব দেব চক্রপাণী ॥ ২ ॥
সেহি বৃন্দাবন মাহা ঘোর ভয়ঙ্কর।
বাঘ ভালুক তাএ বসে বিথর ॥

তাহার আগত রাধা এড়ায়ি কেমনে।
হেনক উপায় তোহ্মে কহ মোর থানে ॥ ৩ ॥
ভরি[১৭১/ক]ল যমুনাত তোহ্মা কৈল পার।
তোহ্মা হেতু কান্ধে বহিল দধিভার ॥
তভোঁ তোর ভালমতেঁ না পুরিল আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ওগো সুন্দরী, এখন চোখে ভালো দেখতে পাই না। কোথায় গেলে আমি শ্রীকৃষ্ণ হরিকে পাব ॥ ওগো চন্দ্রাবলী, আমাকে উপায় বলে দাও। তাহলে বনমালীকে তোমার কাছে এনে দেব ॥ ১ ॥ আমার প্রাণের নাতিনী, তুমি যা কিছু বললে তা শুনে মনে বিশেষ দুঃখ পেলাম ॥ ধ্রু ॥ আমি যমুনা নদীতে কিভাবে পার হব। সেখানে অনেক ঘড়িয়াল কুমীর রয়েছে ॥ ওগো চন্দ্রাবলী রাণী, যদি কষ্ট করে পার হই, তা হলেও কি ভাবে দেব চক্রপাণীকে পাব ॥ ২ ॥ সেই বৃন্দাবন মহা ঘোর ভয়ঙ্কর স্থান। সেখানে বিস্তর বাঘ ভালুক রয়েছে ॥ রাধা, তাদের এড়াব কেমন করে? —এই উপায় আমাকে তুমি বলে দাও ॥ ৩ ॥ ভরা যমুনায় তোমাকে পার করল। তোমার জন্যেই কাঁধে দধিভার বহন করল ॥ তবু তোমার আশা ঠিকমত পূরণ হল না। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

৩১২

বড়াই রাধাকে স্নেহচ্ছলে তিরস্কার করে বলছেন, কুমীর পরিবৃত যমুনা পার হয়ে বাঘ ভালুক ভরা বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণের খোঁজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কৃষ্ণতো রাধাকে কত কষ্ট করে যমুনা পার করে দিয়েছিলেন, তার দৈ-দুধের ভারও বহন করেছিলেন। তাতেও রাধার মন পাননি তিনি। এখন তার জন্যে হা-হুতাশ করলে আর কি হবে। গীতটি ৪+২+৪ +৪+৪ অর্থাৎ ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ ঘড়িআল : এক শ্রেণীর কুমীর।

৫. কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধার বড়াইকে অনুনয়।

আইস ল বড়ায়ি মোর রাখহ পরাণ।
সহিতেঁ না পারোঁ মদন পাঁচ বাণ॥
সরস বসন্ত ঋতু কোকিল রাএ।
আধিক বিরহশিখি হৃদএ জলএ॥ ১॥
কি বুধি করিবোঁ বড়ায়ি বোলহ এখন।
যে বুধিঁ করিলেঁ রহে আহ্মার জীবন॥ ধ্রু ॥

কে বোলে চন্দন চাঁদ আতি সুশীতল।
আহ্মাব মনত ভাএ যেহেন গরল॥
নব কিশলয় ভৈল দহন সমান।
ঘাআত উপরে ঘাঅ বাঁশীর সান॥ ২॥
নানা তরু লতা বন ঘোর আন্ধকার।
বৃন্দাবন চল বড়ায়ি ত্রিভুবনে সার॥

ধরণ না জাএ বড়ায়ি আহ্মার যৌবন।
প্রাণ রাখ আণি দেহ নান্দের নন্দন॥ ৩॥
আহ্মাব বচন শুণ তোহ্মে বড়ি মা।
না জাণো কেম[১৭১/খ]ণ করে আহ্মার গা॥
বিণি কাহ্নে চঞ্চল আহ্মার জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

ওগো বড়াই, এসো, আমার প্রাণ বাঁচাও। মদনের পঞ্চ বাণের আঘাত আর সইতে পারছি না॥ এখন সরস বসন্ত ঋতু, কোকিল ডাকছে। বিরহশিখা হৃদয়ে আরও বেশি করে জ্বলছে॥ ১॥ বড়াই, এখন কি বুদ্ধি করব, আমাকে বল। যে বুদ্ধি করলে আমার জীবন বাঁচে তাই বল॥ ধ্রু॥ চন্দন ও চাঁদকে সুশীতল বলে কে? আমার মনে তো গরলের সমান লাগে॥ নব কিশলয়কে দহনের সমান লাগছে। আবার আঘাতের পর আঘাতের সমান লাগছে বাঁশীর সংকেত॥ ২॥ নানা তরুলতা সমৃদ্ধ ঘোর অন্ধকার বন ত্রিভুবনের সার বৃন্দাবনে যাও॥ বড়াই, আমার যৌবন আর ধরে রাখতে পারছি না। নন্দ-নন্দনকে এনে দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা কর॥ ৩॥ ওগো বড় মা, আমার কথা শোন। জানি না, আমার গা কেমন করছে॥ কানাই বিহনে আমার মন চঞ্চল। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩১৩

রাধা সরস বসন্তদিনে কৃষ্ণ বিহনে অত্যন্ত অস্থিব হযে বডাইয়ের কাছে অনুনয় কবছেন, কৃষ্ণকে এনে দিযে আমার প্রাণ বাঁচাও। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪-পযাব পংক্তিবন্ধে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সান : সংকেত।

৬. রামগিরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধার বড়াইকে অনুনয় ও বিলাপ।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন
ঝরএ নয়নের পাণী।
আল বড়ায়ি।
সংপুটে প্রণাম করি বুইলোঁ সব সখিজনে
কেহো নান্দে কাহ্নাঞিঁকে আণী॥ ১॥
আল বড়ায়ি চাহ্য চাহা।
কোণ দিগেঁ মৌহারী বাজে॥ ধ্রু॥

রূপস দেখিএ যথাঁ নানা ফুল ফল গড়া
সেই সে কাহ্নাঞিঁর দেশ। .
নান্দের নন্দন কাহ্ন ... ...
সোঁঅরিতেঁ পাঞ্জর শেষ॥ ২॥
কাহ্নাঞিঁ বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল
দশ দিগ লাগে মোর শূন।

আঞ্চলের সোনা মোর কে না হরি লআঁ গেল
কিবা তার কৈলোঁ অগুণ॥ ৩॥
তোহ্মার আগত সত্যেঁ বুলিলোঁ বড়ায়ি
তোর বোল না করিবোঁ আনে।
আণিআঁ কাহ্নাঞিঁ দেহ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ
বন্দিআঁ বাসলীচরণে॥ ৪॥

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যেমন মেঘ বর্ষণ করে সেই রকম আমার নয়নজল ঝরছে। ওগো বড়াই, করজোড়ে সব সখীদের প্রণাম করে, কানাইকে এনে দিতে বললাম। কেউ নন্দ-নন্দনকে এনে দিল না॥ ১॥ ওগো বড়াই, তাকিয়ে দেখ। কোন দিক থেকে মধুঝরা বাঁশীর আওয়াজ আসছে॥ ধ্রু॥ নানা ফুল ফলে সুসজ্জিত রূপ সৌন্দর্যময় যে দেশ সেখানে কানাইয়ের দেশ। নন্দ-নন্দন কানাই···তার কথা মনে হতেই পাঁজর শেষ হল (ভেঙে চুরমার হল)॥ ২॥ কানাই বিহনে সব সংসার, দশদিক আমার কাছে শূন্য লাগছে। কে যে আমার আঁচলের সোনা চুরি করে নিয়ে গেল! তার আমি কি ক্ষতি করেছি? ৩॥ বড়াই, তোমার আগে (সামনে) সত্য বলছি, আর কখনো তোর কথার অন্যথা করব না।—তুমি কানাইকে এনে দাও। বাসলীচরণ বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩১৪

বড়াইয়ের প্রতি রাধার অনুনয় ও বিলাপ। এবার যদি বড়াই কৃষ্ণকে খুঁজে এনে দেয় সে আর কখনো তার কথার অন্যথা করবে না। গীতটি মুখ্যত ৮॥ ৮॥ ১০।-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে রচিত। ধ্রুবশ্লোকে ৮॥ ১০।-মাত্রক দুটি পংক্তি দেওয়া হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সংপুটে : করজোড়ে। মৌহারী : মধুক্ষবা বাঁশীব বাজনা। অগুণ : নিন্দা বা অখ্যাতি।

৭. [১৭২/ক]গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বড়াই রাধাকে তিরস্কারছলে।

উত্তম গোআলকুলে তোহ্মার জরম।
তোহ্মাকে জুগত নহে এ সব করম॥
দুচারিণী যার.মা তার হেন গতী।
সেসি পর পুরুষের বাঞ্ছএ সুরতী॥ ১॥
সুণহ নাতিনী তোক কিছু নাহিঁ বুধী।
কথাঁ গিআঁ পাইব আহ্মে কাহ্নাঞিঁর সুধী॥ ধ্রু॥

এ সব কামত যে বা উপসন্ন হএ।
পাপ বেআপিত সে ধরম করে খএ॥
আপণা চিহ্নিআঁ থাক আইহনের রাণী।
লোকেঁ জণি সুণে তোর এ সব কাহিণী॥ ২॥
শিশু হয়িতেঁ জাণো তোর মাএর চরীত।
তার ঝিউ হআঁ তোর কেহ্নে হেন চীত॥

পুরুবে যে কাজ হৈল সে ভৈল গুপতে।
এবেঁ তোর মন তাক বেকত করিতেঁ॥ ৩॥
সুণহ সুন্দরি তোহ্মে আইহনের দাসী।
এ সব করমে কেহ্নে ভয় না বাসসী॥
হেন কাম করিলেঁ নাসিবোঁ তোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

উত্তম গোয়ালাকুলে তোমার জন্ম। এ-সব কাজ তোমার সাজে না। যার মা দ্বিচারিণী তারই এমন গতি হয়। —সে পরপুরুষের সুরঁতি কামনা করে॥ ১॥ শোনো নাত্নী, তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধি নেই। কোথায় গেলে আমি কৃষ্ণের সন্ধান পাব॥ ধ্রু॥ এ-সব কাজ যে করে সে পাপে লিপ্ত হয়। সে নিজের ধর্ম ক্ষয় করে॥ ওগো নিজের 'আইহনের রাণী' এই পরিচয় চিহ্নিত রাখ। লোকে যেন তোমার এ-সব কাহিনী না শুনতে পায়॥ ২॥ শিশুকাল থেকে তোর মায়ের চরিত্র জানি। তার ঝি (কন্যা) হয়ে তোর এমন মন কেন? আগে যে সব কাজ হয়েছে, তা গুপ্তভাবে হয়েছে। এখন তোর মন সেসব প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতে চাইছে॥ ৩॥ ওগো আইহনের দাসী শোন। এ-সব করতে কেন ভয় পাচ্ছ না? এমন কাজ করলে আর তোমার পাশে আসব না। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩১৫

বড়াই এখন রাধাকে অবৈধ কৃষ্ণপ্রেম থেকে নিবৃত্ত করতে চাইছে। তাকে লোকনিন্দার ভয় দেখাচ্ছে। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪ = ১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সুধী : সন্ধান। উপসন্ন : উপস্থিত। বেআপিত : ব্যাপ্ত। গুপতে : গোপনে। নাসিবোঁ : আসব না।

৮. রামগিরীরাগঃ[১৭২/খ] ॥ রূপকং ॥

বড়াইয়ের প্রতি রাধার অনুনয়।

মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ।
মাল্লী মালতী ফুল গাথিবোঁ।
দূতা তোক লয়িআঁ কাহ্নের মুখ দেখিবোঁ॥
খাট পালঙ্ক গড়ায়িবোঁ।
আল সুবন্নে মড়ায়িবোঁ।
কাহ্নাঞিঁ লইআঁ রাতিএঁ পোহাইবোঁ॥
এবেঁ না শুণিআঁ এঁ বাঁশীর ধুনী।
আল। মরিবোঁ জালী আগুণী।
কাহ্নের সকল দোষ খণ্ডিবোঁ আপুণী॥ ১॥
তোরে মো না এড়িবোঁ দূতী ল।
বোলহ কাহ্নেরে রাধাক দেউ সমতী ল॥ ধ্রু॥

মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ।
মাল্লী মালতী ফুল গাথিবোঁ।
দূতা তোক লয়িআঁ কাহ্নের মুখ দেখিবোঁ॥
মো জে কস্তুরী কপূর খাইবোঁ।
কিশলয় শয়ন বিছাইবোঁ।
কাহ্ন আলিঙ্গিআঁ সকল দেহ জুড়ায়িবোঁ॥ ২॥
তার বাঁশীর শবদ শুণী।
পরাণ জাএ মোর শুণী।
সুণ তোঁ দূতা আণি দেহ চক্রপাণী॥

দেবের বর যদি পাওঁ।
এখনে তবেঁ পাখি হওঁ।
আপণে উড়িআঁ কাহ্নের ঠাঁয়ি জাওঁ॥ ৩॥
সে[১৭৩/ক] গোবিন্দ গোপালনন্দনে।
মোর কুচযুগের চন্দনে।
সব সখি লআঁ তার করিবোঁ বন্দনে॥
আন বড়ায়ি কাহ্ন মোর থানে।
সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

আমি সব সখিকে সঙ্গে নেব। মল্লিকা ও মালতীর মালা গাঁথব। দূতীরূপে তোকে সঙ্গে নিয়ে কানাইয়ের মুখ দেখব। খাট-পালঙ্ক গড়াব। আর সোনায় মুড়ব। কানাইকে নিয়ে রাত্রি যাপন করব॥ এখন বাঁশীর ধ্বনি শুনে মনে হচ্ছে, আগুন জ্বেলে তাতে প্রাণ দেব। আমি কানাইয়ের সব দোষ নিজেই খণ্ডন করব॥ ১॥ দূতী তোকে ছাড়ব না। কানাইকে বলবে, সে যেন রাধার সঙ্গে মিলতে সম্মতি দেয়॥ ধ্রু॥ মল্লিকা ও মালতীর মালা গেঁথে, ওগো দূতী, তোকে নিয়ে কানাইয়ের মুখ দেখব। আমি কস্তুরী কর্পূর খাব। কিশলয়ে শয্যা বিছাব। কানাইকে আলিঙ্গন করে সর্বদেহ জুড়াব॥ ২॥ তার বাঁশীর সুর শুনে আমার প্রাণ যেন বেরিয়ে যাচ্ছে। ওগো দূতী, শোন, চক্রপাণিকে এনে দাও॥ যদি দেবতার বর পেতাম তো এখনি পাখি হয়ে কানাইয়ের কাছে উড়ে চলে যেতাম॥ ৩॥ সেই গোবিন্দ গোপ-নন্দনকে আমার স্তনযুগলের চন্দনে, সব সখীসহ, বন্দনা করব॥ বড়াই, কানাইকে আমার কাছে এনে দাও। তার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাব। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩১৬

রাধা লোকনিন্দার ভয় না পেয়ে বড়াইকে দূতীরূপে সঙ্গে নিয়ে সখীগণসহ কৃষ্ণ মিলনে যেতে চাইলেন। কৃষ্ণের বাঁশী শুনে তিনি অস্থির হয়েছেন। গীতটি ১০॥ ১০॥ ৮॥ ৬ I-মাত্রক চৌপদী ছন্দে রচিত হয়েছে, প্রথম স্তবকটিতে তিনটি চৌপদী পংক্তি রয়েছে। ধ্রুব পদে ১০॥ ৮॥ ৬ I-দ্বিপংক্তিক স্তবক। বাকি তিনটি স্তবকে দুটি করে চৌপদী পংক্তি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মোট নয়টি চৌপদী পংক্তিসহ, ধ্রুবপদের একটি একপদী + দ্বিপদী (পয়াব)-তে গীতটি বচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ মুড়াইবোঁ : মুড়ে দেব বা ঢেকে দেব।

৯. ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

বড়াই কর্তৃক রাধাকে সান্ত্বনা। কৃষ্ণের বাঁশী শ্রবণ।

আল রাধা।
কিসক মরিতেঁ চাহ তোহ্মে।
চাহিআঁ কাহ্নাঞিঁ আনি দিব আহ্মে ॥ ল ॥
বুঝাইআঁ বুলিবোঁ তারে বাণী।
যেহ্ন সে আইসে চক্রপাণী ॥ ল ॥ ১ ॥
আল রাধা।
বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ আণিবোঁ।
তোর সঙ্গে সুরতী করায়িবোঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥

যত দুখ দেখিলোঁ তোহ্মারে।
একেঁ একেঁ কহিবোঁ কাহ্নেবে ॥
আবসি সোঁঅরি তোর নেহে।
কাহ্নাঞিঁ আসিব কুঞ্জগেহে ॥ ২ ॥
যত কিছু বসে তোর মণে।
নিবেদিহ কাহ্নের থানে ॥

তবেঁ তোক না ছাড়িব কাহ্নে।
সরূপেঁ বুইলোঁ তোর থানে ॥ ৩ ॥
হেন বেলে মাঝ বৃন্দাবনে।
কাহ্নাঞিঁ বাঁশীত দিল সানে ॥
সুণী রাধা পাইল হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদা[১৭৩/খ]সে ॥ ৪ ॥

ওগো রাধা, তুমি কিসের জন্যে মরতে চাইছ। আমি সন্ধান করে কানাইকে এনে দেব ॥ আমি তাকে এমনভাবে বুঝিয়ে বলব যেন চক্রপাণী তোমার কাছে আসেন ॥ ১ ॥ ওগো রাধা, বৃন্দাবনে কানাইকে আনব, তোর সঙ্গে সুরতি করাব ॥ ধ্রু ॥ তোমার যত দুঃখ দেখলাম একে একে কানাইকে বলব ॥ অবশ্যই তোর প্রেম স্মরণ করে কানাই কুঞ্জ গৃহে আসবে ॥ ২ ॥ তোর মনে যা কিছু (দুঃখ-বেদনা) আছে কানাইয়ের কাছে সব নিবেদন করিস ॥ তাহলে কানাই আর তোকে ছেড়ে যাবে না। তোকে সত্য কথা বললাম ॥ ৩ ॥ এমন সময় মাঝ বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাঁশীতে সংকেত বেজে উঠল ॥ তা শুনে রাধার আনন্দ হল। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

৩১৭

রাধার দুঃখে ব্যথিত হয়ে বড়াই বলল, আমি কৃষ্ণকে খুঁজে এনে মাঝ বৃন্দাবনে তোর সঙ্গে রতি মিলন করাব। তুই তাকে মনের দুঃখবেদনা সব বুঝিয়ে বললে সে আর তোকে ছেড়ে যাবে না। এমন সময় কৃষ্ণের সংকেতবেণু বেজে ওঠাতে রাধা আনন্দিত হলেন। গীতটি মুখ্যত দশমাত্রক ৪+২+৪+৪+৪-পংক্তিক শ্লোকে রচিত। শুধু প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিটি ৬+৬=১২ মাত্রক রেখেছেন। তা ছাড়া মাঝে মাঝে শ্লোক-সূচনায় 'আল রাধা', বা শ্লোক শেষে 'ল' ধুয়া রেখেছেন।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ আবসি : অবশ্যই। বাঁশীত দিল সানে : বাঁশীতে সংকেত দিল।

স. ৪॥ বংশীনিনাদতরলা তরলাঞ্চললোচনা।
জগাদ রুচিরং রাধা ভারতীং জরতীং প্রতি॥

বংশীনিনাদ তরলা তরলাঞ্চল-লোচনা রাধা জরতীকে এই মধুর কথা বললেন।

১০. দেশাগরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ লগনী॥ দণ্ডকঃ॥

রাধা ও বড়াইয়ের সংলাপ।

বড়ায়ি।
হাথে ভাণ্ড মাথে করী চান্দ
চন্দন চর্চ্চিত গাএ।
যমুনার তীরে কদমের তলে
কে না বাঁশী বোলাএ॥ ১॥

রাধা।
পাএ মগর খাড়ু হাথে বলয়া
মাথে ঘোড়াচূলা।
ধুলাএ ধূসর নীল কলেবর
সেই সে নান্দের বালা॥ ২॥

তোর সঙ্গে বড়ায়ি মথুরাক জাইএ
তোর সঙ্গে নিতি আসী।
গোকুলত থাকে বাছুক রাখে
কথাঁ পাইলে হেন বাঁশী॥ ৩॥

রাধা তোঞেঁ মুগধী আবালী গোআলী
না জাণ কাহ্নের শুধী।
তোহোর আন্তরে চতুর কাহ্নাঞিঁ
পাতএ আশেষ বুধী॥ ৪॥

আতি মনোহর বাজাএ সুসর
সুণিআঁ পরাণ জাএ।
কিরূপ বাঁশী বোল বড়ায়ি
কেমণে তাক বাজাএ॥ ৫॥

বাঁশীর বিন্দত মুখ সংযোজিআঁ
সপত সর বাজাএ।
নাগর শেখর নান্দের সু[১৭৪/ক]ন্দর
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ ৬॥

রাধা। বড়াই। বাদ্যযন্ত্র হাতে, মাথায় চাঁদ নিয়ে (ময়ূর চন্দ্রিকা), চন্দন-চর্চিত গায়ে, যমুনাতীরে, কদম তলায় কে বাঁশী বাজাচ্ছে॥ ১॥
বড়াই। রাধা, পায়ে মকরমুখ-বিশিষ্ট খাড়ু (মল), হাতে বলয় এবং মাথায় ঘোড়াচুল (লম্বাচুল), ধুলিধূসর নীল কলেবর—সেই তো নন্দ-নন্দন॥ ২॥
রাধা। বড়াই সে তোর সঙ্গে মথুরায় যায়, রোজ তোর সঙ্গে ফিরে আসে। সে গোকুলে থাকে, বাছুর রাখে, এমন বাঁশী কোথায় পেল? ৩॥
বড়াই। রাধা তুই মুগ্ধা (বুদ্ধিহীনা), বালিকা গোয়ালিনী। কানাইয়ের তত্ত্ব জানিস না। তোর জন্যেই চতুর কানাই নানা বুদ্ধি (বা চাতুরী) করে॥ ৪॥
রাধা। অতি মনোহর সুস্বর বাঁশি বাজায়, শুধু (আমার) প্রাণ যায়। বড়াই, আমায় বল, এ কেমন বাঁশী। কি ভাবে সে (এমন মধুর সুর) বাজাচ্ছে॥ ৫॥
বড়াই। বাঁশীর ছিদ্রে মুখ লাগিয়ে সপ্ত স্বর বাজায় নাগরশেখর নন্দ-নন্দন। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৬॥ ৩১৮

রাধা ও বড়াই-এর কথোপকথন। বিষয় কৃষ্ণের মনোমোহিনী বাঁশীর সুর। গীতটি ৬॥ ৬॥ ৮।-মাত্রক লঘু ত্রিপদীতে ছয়টি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে ১২ পংক্তিতে রচিত। ধ্রুবপদ রাখেননি।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ভাণ্ড: বাদ্যযন্ত্র। কাহ্নের শুধী: কানাইয়ের তত্ত্ব। বিন্দত: ছিদ্র। সপত: সপ্ত। সর: সুর। (সপত সর: সপ্ত সুব)।

স. ৫॥ এতাং শ্রুত্বা রূপসরোহংসী বংশীকথামথ।
জগাদ রাধা মধুরা ভারতী জরতী প্রতি॥

এই বংশীকথা শুনে রূপ সরোবরের হংসী রাধা জরতীকে মধুর কথা বললেন।

১১. কোড়ারাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

রাধা বড়াইকে।

ঘরেত বাহির হইআঁ নাগর কাহ্নাঞিঁ
কোণ দিগেঁ সার নীসারে।
বাঁশীর শবদেঁ চিত্ত বেআকুল বড়ায়ি
জাইবোঁ তার আনুসারে॥ ১॥
দুখ বাঁশীর শবদেঁ গো বড়ায়ি।
ঘোলে ঘরত মাথানি না বুলে॥ ধ্রু॥

বৃন্দাবন পসিআঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
বাঁশী বাএ সুললিত ছন্দে।
হার কঙ্কন বড়ায়ি সব তেআগিবোঁ
সুণী তাক বুক কে বা বান্ধে॥ ২॥

চলি জাইতেঁ চাহোঁ বড়ায়ি পাঅ নাহিঁ চলে
হারায়িলোঁ সখিজন সঙ্গে।
এবেঁ বাঁশীনাদ সুণী দেহ কাহ্ন আণী
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীচরণে॥ ৩॥

নাগর কানাই ঘরের বার হয়ে কোন দিকে স্বর নিঃসরণ করছে (বাঁশী বাজাচ্ছে)। বড়াই, এই বাঁশীর শব্দে আমার চিত্ত ব্যাকুল। আমি তার অনুসারী হব॥ ১॥ বড়াই, বাঁশীর শব্দে বড় দুঃখ। ঘরে ঘোলে মন্থনদণ্ড ঘুরছে না॥ ধ্রু॥ বৃন্দাবনে প্রবেশ করে সুন্দর কানাই, সুললিত ছন্দে বাঁশী বাজাচ্ছে। বড়াই, আমি হার কঙ্কন সব ত্যাগ করব। তার বাঁশীর সুর শুনে কে বুক বাঁধতে পারে॥ ২॥ বড়াই, আমি (তার দিকে) চলে যেতে চাই, কিন্তু পা চলে না। সখীদের সঙ্গ হারিয়ে ফেললাম। এখন (কেবল) বাঁশীনাদ শুনছি। কানাইকে এনে দাও। বাসলীচরণে এ-গীত চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৩॥ ৩১৯

এখানে কৃষ্ণের বাঁশীর সম্মোহক প্রভাবের কথা রাধা বড়াইকে বলছে। নাগর কানাই বাঁশীর ধ্বনিতে তাকে সম্মোহিত করেছে। সে সখীদের সঙ্গ ছেড়ে এখন কৃষ্ণের অনুসরণ করতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। গীতটি ৮॥ ৬॥ ১০]-মাত্রক ত্রিপদী বন্ধে তিনটি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে রচিত। মাঝে প্রথম শ্লোকের পর ৬॥ ৬]-মাত্রক দুই পংক্তিতে ধ্রুবশ্লোক রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সার নীসারে : স্বর নিঃসরণ করে। ঘোলে ঘরত মাথানি না বুলে : ঘরে ঘোলে মন্থন দণ্ড ঘোরে না।

স. ৬॥ রাধয়া প্রেরিতা বৃদ্ধা হরেরন্বেষণং প্রতি।
ইদং জগাদ বচনং রাধিকামাধিকাতরাম্॥

অত্যন্ত কাতরা রাধা কর্তৃক হরির অন্বেষণে প্রেরিতা বৃদ্ধা তাকে এই কথা বলল।

১২. গুজ্জরীরাগঃ॥ রূপকং॥

রাধাকে বড়াই।

খনে বসী[১৭৪/খ] থাকে কাহ্নাঞিঁ যমুনার তীরে।
গেণ্ডুআ খেলাএ খনে গোকুল ভিতরে॥ ১॥
কথাঁ গিআঁ চন্দ্রাবলী চাহিব কাহ্নাঞিঁ।
সরূপ করিআঁ বোল আহ্মার ঠাই॥ ধ্রু॥

খণে বৃন্দাবনে খনে বাঁশী বোলায়িতেঁ।
নিশ্চল বোলহ লাগ পাইব কেনমতেঁ॥ ২॥
তাহার উদ্দেশে কত বেড়ায়িব আহ্মে।
বুঢ়া মানুষক দয়া না করহ তোহ্মে॥ ৩॥

কাকুতী করিআঁ বোলোঁ খেমা কর মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

কানাই কখনো যমুনার তীরে বসে থাকে, কখনো গোকুলের মধ্যে বসে গেণ্ডুয়া খেলে॥ ১॥ ওগো চন্দ্রাবলী, আমাকে সঠিক বলে দাও, কোথায় গিয়ে কানাইয়ের খোঁজ করব॥ ধ্রু॥ সে কখনো বৃন্দাবনে থাকে, কখনো বাঁশী বাজায়। তুমি নিশ্চয় করে বলে দাও, কি করে তার খোঁজ পাব॥ ২॥ হারা উদ্দেশে আমি কত ঘুরে বেড়াব। বুড়া মানুষ বলে আমার প্রতি তুমি দয়া করবে না? ৩॥ আমি কাকুতি করে বলছি, আমাকে ক্ষমা কর। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩২০

বড়াই নানাস্থানে খোঁজ করে কানাইকে ধরতে পারছে না। বৃদ্ধা কত ঘুরবে? সে রাধার কাছে ক্ষমা চাইছে। গীতটি ২+২+২+২+২ = ১০টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ কাকুতী : অনুনয়। তাহার উদ্দেশে : যার খোঁজ জানা নেই।

১৩. রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

রাধার আক্ষেপোক্তি বড়াইয়ের উদ্দেশে।

কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে।
এবেঁ কাল হৈল মোকে নান্দের নন্দনে॥
প্রাণ আকুল ভৈল বাঁশীর নাদে।
এবেঁ আসিআঁ কাহ্নাঞিঁ দরশন নাঁদে॥ ১ ॥
আহ্মা উপেখিআঁ গেলা নান্দের নন্দন।
তাহাতেঁ মজিল চিত না জাএ ধরণ॥ ধ্রু॥

আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআঁ।
কেলি কৈল যেই[১৭৫/ক] বৃন্দাবনত পসিআঁ॥
নাগর কাহ্নাঞিঁ সমে বিবিধ বিধানে।
এবেঁ লআঁ চল বড়ায়ি সেই বৃন্দাবনে॥ ২ ॥
বড়াব বৌহারী আহ্মে বড়ার ঝী।
কাহ্ন বিনি মোর রূপ যৌবনে কী॥

এ রূপ যৌবন লআঁ কথাঁ মোএঁ জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥ ৩ ॥
মন্দ পবন বহে কালিনী নইতীরে।
কাহ্নাঞিঁ সোঁঅরী মোর চিত নহে থীরে॥
এবেঁ আকুল কৈলে মোরে নান্দের নন্দনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪ ॥

কালো (শ্যামল) বৃন্দাবনে কালো কোকিল কূজন করছে। এখন নন্দ-নন্দন আমার কাছে কাল হল॥ (তার) বাঁশীর নাদে প্রাণ আকুল হল। তবু তো কানাই এসে দরশন দিল না॥ ১ ॥ আমায় উপেক্ষা করে নন্দ-নন্দন চলে গেল। তার প্রতি যে মন মজেছে তাকে কি করে সংযত রাখি॥ ধ্রু॥ বড়াই, আমি দেহে অগরু চন্দন লেপন করে যে বৃন্দাবনে প্রবেশ করে নাগর কানাইয়ের সঙ্গে নানা প্রকার কেলি করেছি, ওগো বড়াই, এখন সেই বৃন্দাবনে আমায় নিয়ে চল॥ ২ ॥ যদিও আমি বড় ঘরের বধূ এবং বড় ঘরের কন্যা। কিন্তু কানাই বিহনে আমার রূপ-যৌবনের কি মূল্য॥ এ রূপ-যৌবন নিয়ে আমি কোথায় যাব? বসুন্ধরা তুমি বিদীর্ণ হও, আমি প্রবেশ করে নিজেকে লুকিয়ে রাখি॥ ৩ ॥ কালিন্দী নদী তীরে মৃদু বাতাস বইছে। কানাইয়ের কথা স্মরণ করে আমার চিত্ত স্থির নেই॥ এখন নন্দের নন্দন আমায় আকুল করছে। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥

৩২১

রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। গীতটিতে 'কাল' শব্দের নানা অর্থ দেখানো হয়েছে। গীতেব বর্ণনাগত সৌন্দর্য লক্ষণীয়। ৪+২+৪+৪+৪ অর্থাৎ ১৮টি পয়ার পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ রএ : রব করে। কাল বৃন্দাবন : শ্যামল বৃক্ষশোভিত বৃন্দাবন। নাঁদে : দেয় না। বড়ার : বড় ঘবেব। সোঁঅরী : স্মরণ কবে।

১৪. মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধাকে বড়াই।

যবেঁ আহ্মা দিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাঠায়িলে তাম্বুল।
তখন কি বুঝিআঁ না কৈলে আণুকূল॥ ১ ॥
পুনরপি কান্ধে বহিলেঁ দধিভার।
তবেঁ কেহ্নে না পালিলে বচন তাহার॥ ২॥
যখন শরত্‌রৌদে ধরিলেক ছাতী।
তখন বোলায়িলেঁ রাধা আপণাক সতী॥ ৩ ॥
তোহ্মা সমে করিব যমুনাজলে কেলী।
হেন বুঝী কালীয় দ[১৭৫/খ]লিল বনমালী॥ ৪ ॥
নানা ফুল আরোপিল নির্ম্মিল বৃন্দাবন।
তোহ্মার বিলাস হেতু নান্দের নন্দন॥ ৫ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ এত কৈল দামোদরে।
তভোঁ তাক দোষ দেসি তোঞেঁ বারে বারে॥ ৬ ॥
এখন বোলহ রাধা আহ্মার মরণ।
এবেঁ কথাঁ পাইব আহ্মো নান্দের নন্দন॥ ৭ ॥
মোর বোল শুন রাহী ছাড় তার আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৮ ॥

যখন আমাকে দিয়ে কানাই তাম্বুল পাঠাল তখন কি ভেবে তার প্রতি অনুকূল হলে না॥ ১ ॥ তার পরেও কাঁধে তোমার দধিভার বইল, তবু কেন তার কথা শুনলে না॥ ২ ॥ শরতের রোদে সে যখন (তোমার মাথায়) ছাতি ধরল, তখন রাধা নিজেকে তুমি সতী বলে ঘোষণা করলে॥ ৩ ॥ তোমার সঙ্গে যমুনা জলে কেলি করবে বলে বনমালী কালীয় নাগকে দমন করল॥ ৪ ॥ নন্দ-নন্দন তোমার সঙ্গে বিলাসের জন্যে বৃন্দাবনে নানা ফুল গাছ রোপণ করল॥ ৫ ॥ দামোদর তোমার জন্যে এত সব করল, তবু তুমি বার বার দোষারোপ করছ॥ ৬ ॥ এখন রাধা তোমার জন্যে আমার মরণ। নন্দ-নন্দনকে আমি এখন কোথায় পাব? ৭ ॥ রাধা আমার কথা শোনো, তার আশা তুমি ছেড়ে দাও॥ বাসলী শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৮ ॥ ৩২২

বড়াই রাধাকে অনুযোগ করছে। যখন কৃষ্ণ রাধার জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে তখন রাধা মুখ ফিরিয়ে ছিল। এখন বড়াই কোথায় কৃষ্ণের সন্ধান করবে? গীতটি ৮টি পয়ার শ্লোকে, ১৬ পংক্তিতে রচিত। ধ্রুবশ্লোক নেই।

১৫. কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধা বড়াইকে।

সুসর বাঁশীর নাদ শুণিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ
সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণী॥ ১ ॥
রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি
সুণিআঁ বাঁশীর নাদে॥ ধ্রু ॥
নান্দের নান্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ
যেন বএ পাঞ্জরের শুআ।
তা সুণিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ
ভাজিলোঁ এ কাঁচা শুআ॥ ২ ॥
সেই ত বাঁশীর না[১৭৬/ক]দ সুণিআঁ বডায়ি
চিত্ত মোব ভৈল আকুল।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ
বিণি জলেঁ চড়াইলোঁ চাউল॥ ৩ ॥
যমুনার তীবে কদম তরুতলে
তহি বসি কাহ্ন বাএ বাঁশে।
তাক আণিআঁ বডায়ি রাখহ পরাণ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

বড়াই, সুমধুর বাঁশীর সুর শুনে যেমন রান্না করলাম, সে কাহিনী শোন। অম্বল-ব্যঞ্জনে ঝাল-বাটনা দিলাম, শাকে কানাভর্তি জল দিলাম ॥ ১ ॥ বড়াই, বাঁশীর নাদ শুনে রন্ধনের জুত বা উৎসাহ হারালাম ॥ ধ্রু ॥ নন্দ নন্দন কানাই আড়বাঁশী বাজায় যেন পিঞ্জরে শুকপাখি গান করে। তা শুনে পটল ভেবে ঘিতে কাঁচা সুপারি ভাজলাম ॥ ২ ॥ সেই বাঁশীর নাদ শুনে, ওগো বড়াই, আমার মন ব্যাকুল হল। নিমঝোলে লেবুর রস চিপে দিলাম, জল না দিয়ে চাল চড়িয়ে দিলাম ॥ ৩ ॥ যমুনার তীরে কদম তলায় বসে কানাই বাঁশী বাজায়। বড়াই, তাকে এনে আমার প্রাণ রক্ষা কর। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৩২৩

কৃষ্ণের বাঁশীর সুরে মুগ্ধ রাধা বড়াইকে বলছেন, কানাই যমুনা তীরে কদমতলায় বসে বাঁশী বাজাচ্ছে। তাকে ধরে এনে আমার প্রাণ রক্ষা কর। গীতটিতে ৮ ॥ ৬ ॥ ১০]-মাত্রক ত্রিপদী ব্যবহৃত হয়েছে। ৮টি অনুরূপ পংক্তিতে ৪টি শ্লোকে রচিত হয়েছে। প্রথম দ্বিপংক্তিক শ্লোকেব পর ৬ ॥ ৬ ॥ ৮]-মাত্রক একটি ধ্রুবশ্লোক-পংক্তি দেওয়া হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ বেশোআর : ঝাল বাটনা। কানাসোআঁ : কানাভর্তি। পাঞ্জরের শুআ : পিঞ্জবের শুক পাখি। পরলা : পটল। কাঁচা শুআ : কাঁচা সুপারি। ছোলঙ্গ : লেবু। খেপিলোঁ : চিপ্‌লাম।

১৬. গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বড়াই রাধাকে।

আজি ভাল না শুনো মো তোহ্মার বচন।
আপণার গুণ কহ আউলাআঁ রন্ধন॥ ১॥
আপণার সুখে কাহ্নাঞিঁ ভ্রমে বৃন্দাবনে।
লাজ না বাস বুলিতেঁ হেন বচনে॥ ধ্রু॥

তাহাক আণিতেঁ তোহ্মে নাম্বায়িলেঁ আম্বলে।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ রস দিলেঁ নিমঝোলে॥ ২॥

চল চাহা গিআঁ রাধা বৃন্দাবন পাশে।
তথাঁ কাহ্নাঞিঁ বসে গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৩॥

আজ তোমার কথা শুনে আমার ভাল লাগছে না। রন্ধন এলোমেলো করে নিজের গুণের কথা বলছ॥ ১॥ কানাই আপনার সুখে বৃন্দাবনে ভ্রমণ করছে, এমন কথা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না॥ ধ্রু॥ তাকে আনবার জন্যে তুমি অম্বল নামালে। নিম ঝোলে লেবু চিপে রস দিলে॥ ২॥ রাধা, চল, বৃন্দাবনের পাশে গিয়ে দেখ, সেখানেই রয়েছে। চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৩॥ ৩২৪

বড়াই রাধাকে কৃষ্ণের হদিস বলে দিচ্ছে। বৃন্দাবনে গিয়ে খোঁজ করলে তার দেখা মিলবে। গীতটি ২+২+২+২ আটটি পয়ার পংক্তিতে রচিত। দ্বিতীয় শ্লোকটি ধ্রুবপদ।

স. ৭॥ নিধায় কলসং কুক্ষৌ বৃদ্ধয়া সহ রাধিকা।
জগাম যমুনাতীরং কৃষ্ণান্বেষণতৎপরা॥

কাঁখে কলসী নিয়ে রাধা বৃদ্ধার সঙ্গে যমুনাতীরে কৃষ্ণের অন্বেষণে গমনে তৎপর হলেন।

১৭. কোড়ারাগঃ॥ রূপকং॥

রাধা বড়াইকে।

কাখেত কলসী বড়ায়ি জাওঁ ধীরে ধীরে।
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ বড়ায়ি যমুনার তীরে॥
বাঁশীনা[১৭৬/খ]দ সুণী কাহ্ন দেখিতে না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিএঁা লুকাওঁ॥ ল॥ ১॥
চাহা চাহা আল বড়ায়ি যমুনাক তীরে।
বাঁশীর সবদেঁ প্রাণ কেহ্ন জাণি করে ল॥ ধ্রু॥

শীতল মনোহর বাঁশী কে না বাএ।
ডালত বসিএঁা যেহ্ন কুয়িলী কাঢে রাএ॥
উল্লসিত হইলো বড়ায়ি তার নাদ সুণী।
না পায়িএঁা কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি তেজিবোঁ পরাণী॥ ২॥
যমুনার তীরে বড়াই কদমের তলে।
পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাহি ত মঙ্গলে॥

মঙ্গল পায়িলে হয়ে চিত্তের সোআথে।
তবেসি মেলিব এথাঁ প্রিয় জগন্নাথে॥ ৩॥
এবে মঙ্গল চাহীএঁা দেখিলোঁ বড়ায়ি।
কাহ্নাঞিঁ পায়িবাক তাত এক চিহ্ন নাহী॥
এখণ বড়ায়ি মোরে বোলহ উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

বড়াই, কাঁখে কলসী নিয়ে ধীরে ধীরে চলছি। যমুনাতীরে বড়াই, চারদিকে চাইছি। বাঁশীর শব্দ শুনছি, কানাইকে দেখতে পাচ্ছি না। ওগো ধরিত্রী তুমি বিদীর্ণ হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করে আত্মগোপন করি॥ ১॥ ওগো বড়াই, যমুনার তীরে ভাল করে চেয়ে দেখ। তার বাঁশীর শব্দে আমার প্রাণ কেমন করছে॥ ধ্রু॥ শীতল মনোহর বাঁশী কে বাজায়। যেন ডালে বসে কোকিল কূজন করছে॥ বড়াই, বাঁশীর শব্দ শুনে উল্লসিত হলাম। কানাইকে না পেলে, বড়াই, আমি প্রাণ ত্যাগ করব॥ ২॥ বড়াই, যমুনাতীরে কদমতলায় পূর্ণ ঘট পেতে আমি মঙ্গল কামনা করছি॥ মঙ্গল হলে চিত্তের স্বস্তি হবে। তবে এখানে এসে জগন্নাথ মিলিত হবে॥ ৩॥ বড়াই, এখন মঙ্গল চেয়ে দেখছি কানাইকে পাবার কোনো চিহ্নই নাই॥ বড়াই, এখন আমায় উপায় বলে দাও। চণ্ডীদাস বাসলী শিরে বন্দনা করে এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩২৫

রাধা, মঙ্গলঘট স্থাপন করে কৃষ্ণের মিলন আকাঙ্ক্ষা করছে। কিন্তু কৃষ্ণের দেখা নেই। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত। দ্বিতীয় দ্বিপংক্তিক শ্লোকটি ধ্রুবশ্লোক।

দুরূহ শব্দার্থ॥ মেদনী বিদার দেউ : মেদিনী বিদীর্ণ হোক। কুয়িলী কাঢ়ে রাএ : কোকিল কূজন করে।

১৮. গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বড়াই রাধাকে।

অনেক প্রকারে চাহিল বৃন্দাবনে।
কথাহো না পায়িল কাহ্নের দরশনে॥
আজি সুন্দরী রাধা চলি জায়ি ঘর।
এবে মন নিবারি মোহোর বোল ধর॥ ১॥
এথণ আর কিছু উপায় নাহী।
কালী প[১৭৭/ক]রভাতে আসি চাহিব কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥

বিহাণ আইলাহোঁ হৈল সাঁঝ উপসন।
গোঠে হৈতেঁ ঘর আজি আসিআঁ আইহন॥
তোহ্মাক না দেখিআঁ রোষিব আহ্মারে।
না জাণো আয়র কিবা করএ আহ্মারে॥ ২॥
কোপছলেঁ পরিখে তোহ্মার মতি কাহ্নে।
এখন পায়িবাক তাক না কর যতনে॥

বিরহেঁ বিকল হআঁ তোহ্মার থানে।
আপণে মেলিব আসি নাগর কাহ্নে॥ ৩॥
আহ্মাত আধিক তোর কে করিবে হিত।
সব খন তোর কাজে জাগে মোর চিত॥
হেন বুলী বড়ায়ি লয়িআঁ গেলী ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥

অনেক প্রকারে বৃন্দাবনে খোঁজ করলাম, কোথাও কানাই-এর দর্শন পেলাম না॥ সুন্দরী রাধা, চল আজ ঘরে যাই। মন সংযত করে এখন আমার কথা শোন॥ ১॥ এখন আর কোনো উপায় নাই। কাল সকালে এসে কানাইয়ের খোঁজ করব॥ ধ্রু॥ সকালে এসেছি এখন সন্ধ্যা হয়ে এল। আইহন গোষ্ঠ থেকে এখন ঘরে ফিরবে॥ তোমাকে না দেখতে পেলে আমার উপর রাগ করবে। জানিনা, আরও কি করে আমাকে॥ ২॥ ক্রোধের ছলে কানু তোমার মন পরীক্ষা করছে। এখন তাকে পাবার চেষ্টা কোরো না॥ যখন বিরহে বিকল হবে, নাগর কানাই নিজেই এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হবে॥ ৩॥ আমার থেকে বেশী কে তোর ভাল দেখবে। সর্বদাই তোর কাজে আমার মন পড়ে আছে॥ এই কথা বলে বড়াই (রাধাকে) ঘরে নিয়ে গেল। বাসলীবরে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩২৬

সারাদিন অনেক খুঁজেও কৃষ্ণের সন্ধান না পেয়ে বড়াই সন্ধ্যাবেলায় বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাধাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। বললেন, কৃষ্ণ তোমায় পরীক্ষা করছে। যখন বিরহ জ্বালা বাড়বে সে আপনা থেকেই এসে দেখা দেবে। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ মোহোর : আমার। নিবারি : নিবারণ করে, সংযত করে। উপসন : উপস্থিত হল। পরিখে : পরীক্ষা করে।

১৯. ভৈরবীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কবির বর্ণনা।

প্রথম পহরে গোআল গেলা নিন্দ।
আচম্বিত বাঁশীধুনী করিল গোবিন্দ ॥
উত্তরলী হয়িলী রাহী বাঁশীর নাদে।
বিরহেঁ বিকলী হআঁ গোআলিনী কান্দে ॥ ১ ॥
শ্রীরঘুনন্দন গোবিন্দ হে।
অনাথী নারীক সঙ্গে নে ॥ ধ্রু ॥

দ্যু[১৭৭/খ]অজ পহরে নিন্দে আকুল আইহন।
নাছে গিআঁ চাহে রাহী নান্দের নন্দন ॥
চারি পাশ চাহে রাহী চমকিত মনে।
কথাঁহো না পায়িল কাহ্নের দরশনে ॥ ২ ॥
তিঅজ পহর রাতি কোকিল রএ।
বেআকুলী গোআলিনী মনত গুণএ ॥

এতোঁ নাইল সে ত নান্দের পুত।
কোকিলের নাদ মোকে যেহ্ন যমদূত ॥ ৩ ॥
চৌঠ পহরে গুণিআঁ পাঁচ সাতে।
বিরহেঁ মুরুছা গেলী রাধিকা প্রভাতে ॥
মুখে জল দিআঁ বড়াযি করায়িল চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

প্রথম প্রহরে গোয়ালা (আইহন) নিদ্রা গেল। হঠাৎ গোবিন্দ বংশীধ্বনি করল ॥ বাঁশীর নাদে রাই চঞ্চল হল। গোয়ালিনী (রাধা) বিরহে বিকল হয়ে কাঁদতে লাগল ॥ ১ ॥ হে, শ্রী নন্দ নন্দন গোবিন্দ, অনাথা নারীকে সঙ্গে নে ॥ ধ্রু ॥ দ্বিতীয় প্রহরে আইহন নিদ্রায় আকুল হল। সামনের দরজায় গিয়ে রাধা নন্দ নন্দনের সন্ধান করছে ॥ রাধা চমকিত মনে চারদিকে তাকাচ্ছে। কোথাও কানাইযের দর্শন পেল না ॥ ২ ॥ তৃতীয় প্রহর রাতে কোকিল ডাকছে। ব্যাকুলা গোয়ালিনী মনে মনে ভাবছে, এখনো নন্দপুত এল না। কোকিলের ডাক আমার কাছে যেন যমদূত সমান। ৩ ॥ চতুর্থ প্রহরে পাঁচ-সাত গণনা করে রাধা প্রভাত বেলায় মূর্ছিতা হয়ে পড়ল ॥ বড়াই তার মুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফেরাল। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

৩২৭

কবি এখানে কৃষ্ণের অদর্শনে এবং সারারাত ধরে তাঁর বংশীধ্বনি শ্রবণে বাধাব বিরহ অবস্থা বর্ণনা কবেছেন। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পয়াব পংক্তিতে রচিত হযেছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ বাঁশীধুনী : বাঁশির ধ্বনি। নাছে : সম্মুখ দ্বারে।

স. ৮॥ অথ রাধা পুরোবীক্ষ্য স্মরজ্বরভরাতুরাং।
চতুরা জরতী প্রাহ যমুনা গমনং প্রতি॥

মদনজ্বরে কাতরা রাধাকে সামনে দেখে চতুরা জরতী তাকে যমুনায় যাবার কথা বলল।

২০. রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥ লগনী ॥

বড়াই ও রাধার কথোপকথন।

সুণহ সুন্দরী রাধা বচন আহ্মার।
যমুনাক বাই ছলে পাণী আণিবার॥ ১॥
তোহ্মার বচনে যমুনাক আহ্মে জাইব।
তথাঁ গেলেঁ কেমনে কাহ্নাঞির লাগ পাইব॥ ২॥
তথাঁ বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ য[১৭৮/ক]তনে।
যমুনার তীরে সব খন থাকে কাহ্নে॥ ৩॥
তার বাঁশী নিলেঁ হিত কি হয়িব মোর।
সরূপ করিআঁ কহ পাএ ধোরোঁ তোর॥ ৪॥
বাঁশীত লাগিআঁ তোকে নান্দের নন্দন।
আপুণী বুলিব আসী কাকুতীবচন॥ ৫॥
কদমের তলে যবেঁ কাহ্ন থাকে বসী।
তবেঁ তার কেনমতেঁ চোরায়িব বাঁশী॥ ৬॥
নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক নিন্দাইব আহ্মি।
তবেঁ তার বাঁশী লআঁ ঘর জাইহ তুহ্মি॥ ৭॥
কেহো যবেঁ বাঁশী হাথে দেখিব আহ্মারে।
তবেঁ তাক সম্বোধিব কমণ উত্তরে॥ ৮॥
বাঁশীগুটি থুইহ তোহ্মে কলসি ভীতর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৯॥

বড়াই। সুন্দরী রাধা, আমার কথা শোন। জল আনবার ছলে, চল যমুনায় যাই॥ ১॥
রাধা। তোমার কথায় আমি যে যমুনায় যাব, সেখানে গেলে কি ভাবে কানাইয়ের দেখা পাব? ২॥
বড়াই। সেখানে গিয়ে বাঁশী চুরি করতে চেষ্টা করবে। কানাই সবসময় যমুনার তীরে থাকে॥ ৩॥
রাধা। তাঁর বাঁশী নিলে আমার কি লাভ হবে? তোর পায়ে ধরছি, সব খুলে বল আমাকে॥ ৪॥
বড়াই। নন্দ-নন্দন তখন বাঁশীর জন্যে নিজেই এসে তোকে মিনতি করবে॥ ৫॥
রাধা। কানাই কদমের তলে যখন বসে থাকে কি করে তার বাঁশী চুরি করব? ৬॥
বড়াই। আমি নিদ্রাউলি মন্ত্রে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেব। তখন তুমি তার বাঁশী নিয়ে ঘরে যেও॥ ৭॥
রাধা। যখন কেউ বাঁশী হাতে আমাকে দেখবে, তখন উত্তরে তাকে কি বলব? ৮॥
বড়াই। তুমি বাঁশীটি কলসির মধ্যে লুকিয়ে রেখো। বাসলীবরে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৯॥ ৩২৮

এখানে বড়াই রাধাকে কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করবার পরামর্শ দিচ্ছেন। বাঁশীর খোঁজে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই রাধার কাছে গিয়ে কাকুতি মিনতি করবে। গীতটি সংলাপী ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। পয়ারের নয়টি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে এটি লিখিত।

স. ৯॥ গত্বা রাধাযুতা বৃদ্ধা মাধবং যামুনে তটে।
নিদ্রালু বিদধে মন্ত্রৈর্বংশাপহরণাশয়া ॥

রাধাসহ যমুনাতীরে গিয়ে বৃদ্ধা মাধবকে বংশী চুরির উদ্দেশ্যে মন্ত্র পড়ে নিদ্রালু করলেন।

২৮. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কবির বর্ণনা।

যমুনার তীরে কদম তরুতলে
বাঅ বহে সুশীতলে।
তথাঁ বশিআঁ সে দেবরাজ
পুরিল বাঁশীত শরে ॥
নিদ্রাহো আসিআঁ চাপিল[১৭৮/খ] কাহ্নে
তেঁসি না গেলা ঘরে।
নব কিশলয় শয়নে সুতিল
বাঁশীত দিআঁ সিঅরে ॥ ১ ॥

আল।
কাহ্ন নিন্দ গেলা হেলে।
দৈব নিবন্ধন খণ্ডন না জাএ
বাঁশী হারায়িল ভোলে ॥ ধ্রু ॥

সকল সখিগনে যমুনাক গেলা
আনিবারেঁ পাণী।
কদম তলাত নিন্দ গেল কৃষ্ণ
দেখিল আইহনরাণী ॥
ধীরে ধীরে তার নিকট গিআঁ
বাঁশী চোরায়িআঁ সত্বরে।
কাখের কুম্ভত ভিতর থুয়িআঁ
রাধা লড়িলা ঘরে ॥ ২ ॥
ঘরত গিআঁ সে চন্দ্রাবলী
ভুমিত থুয়িআঁ কলসী।
উল্লসিত মনে বাহির করিআঁ
পুণি পুণি চাহে বাঁশী ॥

পাছে লুকায়িল রাধিকা বাঁশী
যথাঁ নাহিঁ জাএ আনে।
মনত গুণিআঁ সার কৈল
আর নাহিঁ দিব কাহ্নে ॥ ৩ ॥
নিদ্রা ভাঙ্গিআঁ সত্বর হয়িআঁ
কাহ্নাঞিঁ তুলীল গাএ।
চারি পাশ চাহী বাঁশী না পায়িআঁ
কাড়িলান্ত দীর্ঘ রাএ ॥
বেআকুল হয়ি বড়ায়ি দেখিআঁ
বিলপিলা শ্রীনিবাসে ॥
বাসলীচর[১৭৯/ক]ণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

যমুনাতীরে কদম তরুতলে সুশীতল বাতাস বইছে। দেবরাজ সেখানে বসে বাঁশীতে সুর তুলল। নিদ্রা এসে কানাইকে চেপে ধরল। সে জন্যে আর ঘরে গেল না। বাঁশীর উপর মাথা রেখে, নব কিশলয় শয়নে শয়ন করল ॥ ১ ॥ ওগো, কানাই সহজেই নিদ্রা গেল। দৈব-নিবন্ধন খণ্ডন করা যায় না। নিদ্রা মোহে সে বাঁশী হারাল ॥ ধ্রু ॥ সখীরা সকলে জল আনতে যমুনায় গেল। আইহন রাণী (রাধা) দেখল, কদমতলায় কৃষ্ণ নিদ্রা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে সত্বর বাঁশীটি চুরি করল। কাখের কলসীর মধ্যে রেখে রাধা ঘরে গেল ॥ ২ ॥ ঘরে গিয়ে চন্দ্রাবলী কলসী মাটিতে রাখল। উল্লসিত মনে বাঁশীটি বার করে বারবার দেখতে লাগল ॥ তারপর রাধা যেখানে কেউ যায় না বা আসে না সেখানে বাঁশীটি লুকিয়ে রাখল। মনে মনে সিদ্ধান্ত করল, এটি আর কানাইকে দেব না ॥ ৩ ॥ নিদ্রা ভেঙে ত্রস্ত হয়ে কানাই গাত্রোত্থান করল। চারপাশে খুঁজে বাঁশী না পেয়ে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল ॥ বড়াইকে দেখে ব্যাকুল হয়ে শ্রীনিবাস বিলাপ করতে লাগল। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

এই গীতে রাধা কর্তৃক নিদ্রিত কৃষ্ণের বাঁশী চুরি বর্ণিত হয়েছে। জেগে উঠে কৃষ্ণ বাঁশী খুঁজে না পেয়ে উচ্চ স্বরে কাঁদতে লাগল। গীতটি ৬ ॥ ৬ ॥ ৮ ।-মাত্রক ত্রিপদীতে, চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকে রচিত হয়েছে। প্রথম শ্লোকের পর ৮ ।- ৬ ॥ ৬ ॥ ৮ ।-মাত্রক দ্বিপংক্তিক বন্ধে ধ্রুবশ্লোকটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ ভোলে : মোহে। নড়িলা : চলল। কাড়িলান্ত : টেনে বার করল (অর্থাৎ জোরে চিৎকার করে কাঁদল)।

২২. কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কৃষ্ণের উক্তি বড়াইকে। পরে কবির বর্ণনা।

আনেক যতন করি আলোচিআঁ কাজে।
বাঁশী নির্ম্মিল আহ্মে গোকুলসমাজে॥
শোভে রতনজড়িত বাঁশী আহ্মারে।
নাদে মোহো জাএ সকল সংসারে॥ ল॥ ১॥
বাঁশী হারায়িলোঁ বড়ায়ি ল
আল গোকুলে আসিআঁ।
হাকান্দ করুণা করোঁ ভূমিত লোটায়িআঁ॥ ধ্রু॥

এবেঁ কে না নীল মোহন বাঁশে।
মুকুতার ঝারা পাটথোপ দুই পাশে॥
মাণিকে খঞ্চিল তথি সোনার পাতা।
সুরপতী জাণে মোর বাঁশীর বারতা॥ ২॥
বাঁশী হারায়িআঁ কাহ্ন মনে খেদ করে।
তাহাক চাহিআঁ কাহ্ন বুলে ঘরে ঘরে॥

মাথাত হাথ দিআঁ কান্দন্তি গদাধরে।
তাহাক শুণিআঁ রাধা পায়িল বড় ডরে॥ ৩॥
মণত গুণিআঁ পাছে দেব চক্রপাণী।
দুঈ হাথে মুছিলান্ত নয়নের পাণী॥
তবে সব কহিলা[১৭৯/খ]ন্ত বড়ায়ির থানে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

অনেক যত্ন করে, কাজ-(এর প্রয়োজন) আলোচনা করে গোকুল সমাজে আমি এই বাঁশি নির্মাণ করলাম ॥ আমার রতন জড়িত বাঁশিটি শোভা পেত। সব সংসার তার ধ্বনিতে মোহিত হত ॥ ১ ॥ ওগো বড়াই, আমার (সেই) বাঁশিটি এই গোকুলে এসে হারালাম। ভূমিতে লুটিয়ে তাই কেঁদে করুণা ভিক্ষা করছি ॥ ধ্রু ॥ এখন কে সেই বাঁশি নিল? তার দুই পাশে মুক্তার ঝালর আর পাটের গুচ্ছ। মাণিক খচিত সোনার পাতে মোড়া। সুরপতি (ইন্দ্র) আমার এই বাঁশীর কথা জানে ॥ ২ ॥

এবারে কবির উক্তি : বাঁশি হারিয়েঁ কানাই মনে খেদ করে। কানাই ঘরে ঘরে সেই বাঁশির খোঁজ করে॥ গদাধর মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে থাকে। সে কথা শুনে রাধা বড় ভয় পেল ॥ ৩ ॥ পরে মনে চিন্তা করে দেব চক্রপাণি দু'হাতে চোখের জল মুছল ॥ তারপর বড়াইয়ের কাছে সব বলল। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

৩৩০

বাঁশি হারানোতে কৃষ্ণের গভীর বেদনা ও ঘরে ঘরে বাঁশির খোঁজ করার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। গীতটি পয়ারে ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পংক্তিতে রচিত। দ্বিতীয় ধ্রুব শ্লোকটি ৮ ॥ ৬ ॥-মাত্রক দ্বিপংক্তিক শ্লোক।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ হাকান্দ : হাহাকার করে বিলাপ-ক্রন্দন। ঝারা : ঝালর। পাটথোপ : পাটের গুচ্ছ। খঞ্চিল : খচিত। কান্দন্তি : ক্রন্দনরত। মুছিলান্ত : মোছন রত।

২৩. মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

বড়াই কৃষ্ণকে। পরে কবির বর্ণনা।

না কান্দ না কান্দ কাহ্নাঞিঁ সুণহ বচনে।
কাতর কিকে হয় কমললোচনে॥
আযাত্রাএঁ গোকুল কইলেঁ গমনে।
শিয়রত বাঁশী হারায়িল তেকারণে॥ ১॥
সুণহ সুণহ কাহ্নু না কর আতোষে।
আহ্মে সব কহিআঁ দিব বাঁশীর উদ্দেশে॥ ধ্রু॥

আহ্মার বচনে তোহ্মে কর অবধান।
গোপীকুলের তোহ্মে কৈলেঁ আপমান॥
তেকারণে এবেঁ আহ্মে করি আনুমান।
তেঁ সহ্মে চোরায়িল বাঁশী তোর কাহ্নু॥ ২॥
বাঁশীর উদ্দেশ তোক কহিল মুরারী।
গোপী মাঝেঁ বাঁশী তোর কেহো কৈল চুরী॥

ষোল শত যুবতীক কর যোড় হাথ।
তবেঁ বাঁশী পায়িবেঁ শুণ জগন্নাথ॥ ৩॥
যোড়হাথে কাকুতী কৈল বনমালী।
তা দেখিআঁ ঈসত হাসিলী চন্দ্রাবলী॥
বুঝিআঁ রাধাক বাঁশী মাঙ্গিল কাহ্নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদা[১৮০/ক]স বাসলীগণে॥ ৪॥

কানাই, তুমি কেঁদ না, কেঁদ না। কমল লোচন কেন কাতর হবে? অযাত্রায় (যাত্রার পক্ষে অশুভ সময়ে) গোকুলে গমন করেছিলে, সেজন্যে শিয়র থেকে বাঁশী হারিয়েছ॥ ১॥ শোন, শোন কানাই, অতোষ বা দুঃখ কোরো না। আমি তোমাকে বাঁশির সন্ধান সব বলে দেব॥ ধ্রু॥ আমার কথা তুমি ভাল করে শোন। তুমি গোপীকুলকে অপমান করেছ॥ সে কারণে আমি অনুমান করছি, কানাই, তারা তোর বাঁশি চুরি করেছে॥ ২॥ মুরারি, তোকে বাঁশির উদ্দেশ বলে দিলাম। গোপীদের মধ্যে কেউ তোর বাঁশি চুরি করেছে॥ ষোলশত গোপীদের কাছে জোড় হাত কর। তাহলে, শোন জগন্নাথ, তোমার বাঁশি ফিরে পাবে॥ ৩॥ বনমালী জোড় হাতে মিনতি করল। তা দেখে চন্দ্রাবলী ঈষৎ হাস্য করল॥ তা বুঝে তার কাছে কানাই বাঁশি চাইল। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩৩১

বড়াই কানাইকে বুঝিয়ে দিল যে গোপীদের অপমান করার জন্যে তাদের মধ্যে কেউ কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করেছে। তাদের সবার কাছে জোড় হাতে প্রার্থনা করলে বাঁশি ফেরত পাবে। কৃষ্ণ তাই করল, রাধার মুখের হাসি দেখে কৃষ্ণ বুঝতে পারল, রাধাই বাঁশি চুরি করেছে। তার কাছে গিয়ে বাঁশি ফেরত চাইল। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮ টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ না কর আতোষে : অতোষ বা দুঃক কোরো না। আযাত্রাএঁ : যাত্রার পক্ষে অশুভ সময়ে।

২৪. বেলাবলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

আহ্মার বাঁশীর শবদেঁ ল।
আল হের রাধা
খণ্ডএ সকল আপদে।
আল রাধে জার ধূনী সরগদুআরে ॥ ল ॥ ১ ॥
মোরে বাঁশীগুটি দিআঁ মেণ দাণে।
আল হের রাধা
বারেক রাখহ সমানে ল ॥ ধ্রু ॥

বাঁশী পাইল হর গৌরী বরে।
দেখিতেঁ আতি মনোহরে।
যার নাদেঁ গোকুল রহে ॥ ২ ॥
সুণ তোঁ আইহনের গোআলী।
আকুল না কর বনমালী ॥

বাঁশী দেহ তেজিআঁ জঞ্জালে।
হের তোর ধরিলোঁ আঁচলে ॥ ৩ ॥
সুণী কি বুলিহে বাপ নান্দে।
বাঁশী হারায়িলোঁ মো নিন্দে ॥
বাঁশী দিআঁ পুর মোর আশ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ওগো রাধা দেখ, আমার বাঁশীর শব্দে সব আপদ-বিপদ কেটে যায়। ওগো রাধা, যার ধ্বনি স্বর্গদ্বার পর্যন্ত পৌঁছায় ॥ ১ ॥ আমাকে বাঁশিটি কিন্তু দান করে, ওগো রাধা, একবার আমার সম্মান রাখ ॥ ধ্রু ॥ হর-গৌরীর বরে বাঁশীটি পেয়েছি। দেখতে অতি মনোহর। যার ধ্বনিতে গোকুল সুরক্ষিত আছে ॥ ২ ॥ ওগো আইহনের গোয়ালী শোন। বনমালীকে আকুল কোরো না ॥ ঝামেলা না করে বাঁশী দিয়ে দাও। দেখ, তোমার আঁচল ধরে অনুনয় করছি ॥ ৩ ॥ ঘুমের ঘোরে বাঁশী হারিয়েছি শুনে বাপ নন্দই বা কি বলবে? বাঁশী দিয়ে আমার আশা পূর্ণ কর। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৩৩২

কৃষ্ণ বাঁশি ফেরত দেবার জন্যে রাধার কাছে অনুনয় করছেন। গীতটি মুখ্যত ১০ মাত্রক পংক্তিবন্ধে রচিত। মাঝে মাঝে 'আল হের রাধা' জাতীয় ধুয়া রয়েছে। শ্লোকে (দ্বিতীয় শ্লোক) ১ম শ্লোকে ১০ ॥ ৬ ॥ ১০]-মাত্রার বিন্যাস ঘটেছে। তারপর ধ্রুব শ্লোকে ৮ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥ ১০]-মাত্রার দুটি পংক্তি দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় শ্লোকে ১০॥ ১০॥ ১০]-ত্রিপংক্তির সমাবেশ ঘটেছে। চতুর্থ ও পঞ্চম দুটি শ্লোকে ১০ মাত্রার চারটি করে পংক্তি বিন্যস্ত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ জার ধূনী : যার ধ্বনি। মেণ : 'কিন্তু' এই অর্থে ব্যবহৃত। জঞ্জালে : ঝঞ্ঝাটে।

স. ১০॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥

কৃষ্ণের কথা শুনে ব্যথিতা সতী রাধা কম্পিত দেহে জরতীকে একথা বললেন।

২৫. ভাঠিআলীরাগঃ॥ একতালী॥

রাধা বড়াইকে।

ঘৃত দধি দুধে বড়ায়ি পসার সাজিলোঁ গো
বিকে জাইতেঁ মথুরা নাগরী।
আঞ্চলে ধরিআঁ মোক কা[১৮০/খ]হ্নাঞিঁ রহাএ গো
বোলে তোঞিঁ বাঁশী কৈলী চুরী॥ ১॥
আল হের না জাণো বাঁশীর শুধী।
আল ল বড়ায়ি।
ছাওয়াল কাহ্নাঞিঁ বল করে॥ ধ্রু॥

তেজিলোঁ মো তার চীর নূপুর কঙ্কন বড়ায়ি
তেজিলোঁ মো সব আভরণে।
বারে বাবে কাহ্নাঞিঁ মোকে ধিকাধিক বোলে গো
যত কিছু তোহ্মার কারণে॥ ২॥
গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসওঁ
কিবা মরোঁ আনলে পুড়িআঁ।

তবে বা মোঞিঁ কাহ্নের ঝগড় এড়াওঁ
কিবা মরোঁ গরল খায়িআঁ॥ ৩॥
আহ্মাব আন্তবে বড়ায়ি বোলহ কাহ্নেবে গো
চন্দ্রাবলী মাঙ্গে পরিহারে।
না কর ঝগড় বড়ু চণ্ডীদাসে গো
গাইল বাসলীবরে॥ ৪॥

বড়াই, ঘৃত-দৈ-দুধে পসার সাজিয়ে মথুরা নগরীতে বিক্রয় করতে যাচ্ছিলাম। আঁচল ধরে কৃষ্ণ আমার গতি রোধ করল, বলল, তুমি বাঁশি চুরি করেছ॥ ১॥
বড়াই, দেখ, আমি বাঁশির খবর কিছু জানি না। ওগো বড়াই দেখ, বালক কানাই বল করল॥ ধ্রু॥ বড়াই, আমি বসন, নুপূর, কঙ্কণ, সব আভরণ ত্যাগ করেছি। বার বার কানাই আমাকে তিরস্কৃত কথা বলে। এ সবই তোমার জন্যে॥ ২॥ গলায় পাথর বেঁধে আমি হ্রদে প্রবেশ করব, অথবা আগুনে প্রবেশ করে মরব॥ তাহলে যদি আমি কানাই-এর কলহ এড়াতে পারি। অথবা গরল পান করে মরব॥ ৩॥ আমার হয়ে, বড়াই, কানাইকে বোলো, চন্দ্রাবলী তার কাছে মুক্তি চাইছে। আর তার ৩৩৩
সঙ্গে ঝগড়া কোরো না। বাসলীবরে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥

রাধা বড়াইকে সালিশ মেনে নিজেকে নিরপরাধ বলে কানাই-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি চাইছে। গীতটি মুখ্যত ৮॥ ৬॥ ১০।-মাত্রক ত্রিপদীবন্ধে চাবটি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে রচিত। মাঝে, প্রথম শ্লোকের পর, ৪॥ ৮॥ ৬॥ ১০।-মাত্রক ধ্রুব শ্লোকটি সংযুক্ত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ছাওয়াল : ছোট ছেলে এই অর্থে। ধিকাধিক : তিরস্কৃত কথা। আহ্মার অন্তরে : আমার পক্ষ থেকে।

স. ১১॥ রাধিকাবাচমাচম্য জরত্যা প্রতিপাদিতং।
উবাচ কাতরঃ কৃষ্ণো বংশোৎপাদনহেতবে॥

জরতীর কাছে রাধিকার বক্তব্য শুনে কাতর কৃষ্ণ বংশী পাবার আশায় বললেন।

২৬. বেলাবলীরাগঃ॥ একতালী॥

কানাই বড়াইকে।

মাঞঁ নিষধিল পুতা কাহ্নে ল।
না করিহ গোঠ সয়নে।
সেহো বোল না শুণিল কানে ল।
[১৮১/ক]আল হের বড়ায়ি হে।
তেঁ মোর বাঁশী নিল আনে॥ হে॥ ১॥
হরি হরি।
কে না পরাণে দুখ দিল।
আল হের।
বিরহবিনোদ বাঁশী নিল হে॥ ধ্রু॥

মোর বাঁশী ত্রিভুবনে জাণী।
খিখিল মাণিকে হিরামণী॥
বাঁশী নিআঁ রাধা নাহিঁ মানে।
সে নিল জাণো আনুমানে॥ ২॥
বাঁশী হারাইল বনমালী।
সুণী বাপ মাঞঁ দিব গালী॥

তাক ধন দিব চক্রপাণী।
যে মোর বাঁশী দিব আনী॥ ৩॥
নাহিঁ করোঁ কিছু আপরাধা।
বাঁশী নিআঁ প্রাণে মারে রাধা॥
বোল তারে দেউ মোর বাঁশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

মা নিষেধ করল, পুত্র কানাই গোঠে শয়ন কোরো না। সে কথা কানে নিলাম না। ওগো বড়াই, দেখ। আমার বাঁশি অপরে নিয়ে গেল। হে॥ ১॥ হরি হরি! কে যে প্রাণে দুঃখ দিল। আর দেখ। (আমার) বিরহ বিনোদ বাঁশি নিল হে॥ ধ্রু॥ আমার বাঁশি ত্রিভুবন বিদিত। মাণিক হীরামণি খচিত॥ বাঁশি নিয়ে রাধা স্বীকার করছে না। অনুমানে জেনেছি, সে বাঁশি নিয়েছে॥ ২॥ বনমালী বাঁশি হারিয়েছে শুনলে বাপ-মা গালি দেবে॥ চক্রপাণি আমি তাকে ধন দেব যে আমার বাঁশি এনে দেবে॥ ৩॥ আমি কোনো অপরাধ করিনি। (তবু) বাঁশি নিয়ে রাধা আমায় প্রাণে মারছে॥ তাকে বল, আমার বাঁশি দিয়ে দিক। এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥

৩৩৪

কৃষ্ণ বড়াইকে রাধা সম্পর্কে বলছে। অনুমানে সে বুঝেছে। রাধাই বাঁশি চুরি করেছে। কিন্তু কৃষ্ণ তো তার কাছে কোনো অপরাধ করেনি। সে কেন বাঁশি ফিরিয়ে দিচ্ছে না? গীতটি মুখ্যত দশ মাত্রক পংক্তিবন্ধে রচিত। ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ খিখিল : খচিত।

স. ১২॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
অথ রাধা নিরাবাধা পুনঃ প্রাহ গদাধরং॥

জরতীর মারফৎ কৃষ্ণের বচন শুনে দুঃখভাব না দেখিয়ে রাধা পুনর্বার গদাধরকে বললেন।

২৭. পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ লগনী॥ দণ্ডকঃ॥

রাধা ও কানাই-এর উক্তি-প্রত্যুক্তি।

বাপ নন্দ গোপ মাঅ যশোদা
জগতে বিদিত তোরে।
তার পুত্র হআঁ দেব দামোদর
মিছা চুরী দোষ মোরে॥ ১॥
এথাঞিঁ শিয়রে বাঁশী আরোপিআঁ
সুতিআঁ আছিলোঁ[১৮১/খ]আহ্মি।
পাণী নিবারেঁ আসিআঁ সে
বাঁশী নিলেহেঁ তুহ্মি॥ ২॥
বড়ার ঝিআরী বড়ার বৌহারী
আহ্মে আইহনের রাণী।
আহ্মে বাঁশী তোর চোরায়িল কাহ্নাঞিঁ
মুখে আন হেন বাণী॥ ৩॥
আহ্মে সে তোহ্মার সকল বেভার
রাধা জাণোঁ ভালমতেঁ।
তেঁসি পুছি আহ্মে তোহ্মার থানে
বাঁশী নিলেঁ কোণ ভিতে॥ ৪॥
মিছা বোল তেজ সুন্দব কাহ্নাঞিঁ
সত্য কব পবমাণে।
আহ্মে যত বড মন্দ লোক কাহ্ন
তাক সখিজন জাণে॥ ৫॥
না বোল না বোল নাগরী রাধা
মোরে হেন দুষ্ট বাণী।
এথাঞিঁ আহ্মাব তোহ্মে নিহে বাঁশী
সকল লোকে ভালেঁ জাণী॥ ৬॥
তেজিআঁ সংশয় কর পরতব
কাহ্নাঞিঁ মোর বচনে।
কোণ কাজেঁ তোব বাঁশী হরিআঁ
আমান করিব আহ্মে॥ ৭॥
যত আলঙ্কার বহুমুল সাব
সব বাধা মোর নে।
সুবর্ণে জডিত হিরাএঁ বচিত
বাঁশীগুটি মোরে দে॥ ৮॥
নাহিঁ বোলোঁ তোরে ক[১৮২/ক]পট উত্তরে
সত্য বুঝিলোঁ দামোদবে।
মোঞেঁ নাহিঁ নেওঁ তোহ্মার বাঁশী
ঝগড় না কর মোবে॥ ৯॥
নটকী গোআলী ছিনারী পামরী
সত্য ভাষ নাহিঁ তোরে।
তোঞেঁ নিলী বাঁশী গাইল চণ্ডীদাস
দেবী বাসলীর বরে॥ ১০॥

রাধা। তোর বাপ নন্দ ঘোষ, মা যশোদা জগতে বিদিত। দেব দামোদর, তাদের পুত্র হয়ে আমাকে মিথ্যা চুরির দোষ দিচ্ছিস্॥ ১॥
কানাই। এখানে শিয়রে বাঁশি রেখে আমি শুয়েছিলাম। জল নিতে এসে সেই বাঁশি তুমি নিয়েছ॥ ২॥
রাধা। আমি বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের বউ। আইহনের রাণী। আমি তোর বাঁশি চুরি করেছি, কানাই মুখে এমন কথা আনতে পারলি॥ ৩॥
কানাই। রাধা তোমার সব ব্যবহার আমি ভাল জানি। তাই জিজ্ঞাসা করি, বাঁশিটি কখন তুমি নিয়েছ? ৪॥

রাধা। সুন্দর কানাই, মিথ্যা কথা ছাড়। সত্যের উপর নির্ভর কর। আমি যে কত বড় মন্দ লোক, সখীরা সে কথা জানে ॥ ৫ ॥
কানাই। নাগরী রাধা, এমন দুষ্ট কথা বোলো না, বোলো না। এখানেই তুমি আমার বাঁশি নিয়েছ সব লোকে তা ভাল জানে ॥ ৬ ॥
রাধা। কানাই সংশয় ত্যাগ করে আমার কথা বিশ্বাস কর। কোন প্রয়োজনে তোর বাঁশি চুরি করে তোর সঙ্গে অসৌজন্য (বা অভদ্রতা) করব? ৭ ॥
কানাই। রাধা, আমার বহুমূল্য যত সব অলঙ্কার নে। সুবর্ণে মোড়া, হীরা খচিত বাঁশিটি ফেরত দে ॥ ৮ ॥
রাধা। দামোদর, তোকে মিথ্যা উত্তর বলছি না। সত্য বলছি। তোমার বাঁশি আমি নিইনি। আমার সঙ্গে (অকারণে) ঝগড়া কোরো না ॥ ৯ ॥
কানাই। ধৃষ্টা, স্বৈরিণী, পামরী তোর মুখে সত্য ভাষ আসে না। তুই-ই বাঁশি নিয়েছিস। দেবী বাসলীর বরে এ-গীত চণ্ডীদাস গাইলেন ॥ ১০ ॥ ৩৩৫

রাধা কৃষ্ণের কথা কাটাকাটি। কৃষ্ণ যত বলে, রাধা তুমিই বাঁশি নিয়েছ, ফেরত দিয়ে দাও। রাধা তত অস্বীকার করে। কানাই তখন অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে নটকী, ছিনারী, পামরী বলে তিরস্কার করল।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ আমান : অসৌজন্য। নটকী : অসৎচরিত্রা। ছিনারী : ব্যাভিচারিণী। পামরী : পাপীয়সী।

২৮. ভাঠিআলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

প্রথমে বড়াইকে পরে কৃষ্ণকে রাধা।

কোণ আসুভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠী আয়র উঝাঁট না মানিলোঁ॥
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাএঁর শিআলী মোর ডাহিনেঁ জাএ॥ ১॥
বাঁশীত লাগিআঁ মোর কি ভৈল বড়ায়ি।
আখায়িল ঘাঅত বিষ জালিল কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥

কথো দূর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুণী।
হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী॥
কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।
সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ॥ ২॥
ঘৃত দধি দুধ বড়ায়ি দহতে পেলায়িবোঁ।
যোগিনীরূপেঁ মো দেশান্তর লইবোঁ॥

আনলকুণ্ডত কিবা তনু তেআগিবোঁ।
কাহ্নত লাগিআঁ কিবা বিষ খাই[১৮২/খ]আঁ মরিবোঁ॥ ৩॥
বোলওঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ করিআঁ করুণে।
লোটাআঁ ভূমিত ধরী তোহ্মার চরণে॥
কিসক কাহ্নাঞিঁ মোক দেহ হেন দোষে।
বাসলী শিবে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

কোন অশুভ ক্ষণে পা বাড়িয়েছিলাম। হাঁচি-টিকটিকি এবং হোঁচট-এর বাধা মানিনি। শূন্য কলসী নিয়ে সখীরা আগে যাচ্ছিল। বাঁ দিকের শেয়াল আমার ডান দিকে গিয়েছিল॥ ১॥ বড়াই, বাঁশির জন্যে এ আমার কি হল। ক্ষত ঘায়ে কানাই বিষ ঢালল॥ ধ্রু॥ কিছু দূর গিয়ে পথে ব্যাধকে দেখলাম। হাতে খাপরা (ভিক্ষাপাত্র) নিয়ে যোগিনী ভিক্ষা মাগছে॥ কাঁধে কুরু বা তৈলপাত্র নিয়ে আগে তেলী চলেছে। শুক্‌নো ডালে বসে কাক ডাকছে॥ ২॥ বড়াই, আমি ঘৃত-দধি-দুধ সব হ্রদে ফেলে দেব। যোগিনীরূপে আমি দেশান্তরী হব॥ কিংবা অগ্নিকুণ্ডে দেহ ত্যাগ করব। কানুর জন্যে বিষ খেয়ে মরব॥ ৩॥ হে সুন্দর কানাই মিনতি করে ভূমিতে লুটিয়ে তোমার চরণ ধরে বলছি॥ কি জন্যে কানাই আমাকে এমন দোষ দাও? চণ্ডীদাস বাসলীশিরে বন্দনা করে এই গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩৩৬

রাধা আপন ভাগ্যকে দোষ দিচ্ছে। যখন সে ঘর থেকে বেবিয়েছিল নানা অশুভ লক্ষণ দেখেছিল। এখন কৃষ্ণেব জ্বালায় তাব আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কৃষ্ণের চরণে লুটিয়ে সে নিজেকে নিরপরাধ বলতে চাইছে। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ আখায়িল : ক্ষত। সগুণী : ব্যাধ। খাপর : নর কঙ্কালেব বা খর্পবের ভিক্ষাপাত্র। কুরুআ : তৈলাধার বা কুরু। সুখান : শুক্‌নো। দহতে : হ্রদে।

২৯. আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণের উক্তি রাধার উদ্দেশ্যে।

কিসক নাগরী রাধা যোড়সি কান্দনে।
তিরীকলা পাতি ভাণ্ডিবারেঁ চাহ কাহ্নে॥
সপ্ত লাখের মোর চুরী করি বাঁশী।
না জাণো বাঁশীর সুধী আপণে বোলসী॥ ১ ॥
আপণা চিহ্নিআঁ বাঁশী দেহ মোরে আণী।
যবেঁ তোর পরাণ না লৈব চক্রপাণী॥ ধ্রু॥

সব আভরণ তোর কাঢ়িআঁ লইবোঁ।
বাঁশীত লাগিআঁ তোক বান্ধিআঁ রাখিবোঁ॥
জীবার আশ যবেঁ আছএ তোহ্মার।
ঝাঁট করী বাঁশীগুটি দিআর আহ্মার॥ ২॥
বাঁশী পাম্নিলেঁ কিছু না বুলিব গদাধর।
আপণার সুখে রাধা জাইহ তোহ্মে ঘর॥

যবেঁ বা না দিবি বাঁশী ভাণ্ডিবি আহ্মারে।
এখণী পরাণ তোর লৈবোঁ অবিচারে॥ ৩॥
[১৮৩/ক]আপণা চিহ্নিআঁ রাধা বাঁশী দেহ মোরে।
নহে পাঁচ আবথা করিব আহ্মে তোহ্মারে॥
এহা সুণী বড়ায়িতে উপজিল হাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪ ॥

নাগরী রাধা, কান্না জুড়ে দিলে কেন? তুমি মেয়েলি ছলনা পেতে কানাইকে ভাঁড়াতে চাও? আমার সাতলাখ কড়ি মূল্যের বাঁশি চুরি করে বলছ আমার বাঁশির কোনো খবর জান না॥ ১॥ নিজেই খোঁজ করে বাঁশী আমায় এনে দাও। তাহলে চক্রপাণী আর তোমার প্রাণ নেবে না॥ ধ্রু॥ নইলে, তোর সব অলঙ্কার কেড়ে নেব এবং বাঁশির জন্যে তোকে বেঁধে রাখব॥ যদি তোমার বাঁচার ইচ্ছা থাকে ঝট্ করে আমার বাঁশিটি এনে দাও॥ ২॥ বাঁশী (ফেরৎ) পেলে গদাধর আর কিছু বলবে না। রাধা, তুমি তখন আপন সুখে ঘরে যেতে পারবে। যদি বাঁশি না দিয়ে আমাকে ঠকাতে চেষ্টা করিস এখনি কিছু বিচার না করে তোর প্রাণ নেব॥ ৩॥ রাধা, নিজে খুঁজে আমার বাঁশি এনে দাও। নইলে তোমার পাঁচ অবস্থা (অত্যন্ত দুর্দশা) করব আমি॥ এ-কথা শুনে বড়াইয়ের হাসি পেল। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩৩৭

বাঁশি যে রাধাই লুকিয়ে রেখেছে এ-কথা বুঝে কৃষ্ণ তাকে তিরস্কার করল। বাঁশি না এনে দিলে তাকে বেঁধে রাখবে, গয়না সব কেড়ে নেবে, বিনা দ্বিধায় তাকে বধ করবে বলে ভয় দেখাল। তা' শুনে বড়াই হাসতে লাগল। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ তিরীকলা : মেয়েলী ছলাকলা। ভাণ্ডিবারে : ভাঁড়াতে বা ঠকাতে। বাঁশীর সুধী : বাঁশির সন্ধান। পাঁচ আবথা : পাঁচ অবস্থা বা অত্যন্ত দুরবস্থা।

৩০. দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

রাধা কৃষ্ণের প্রতি।

হারায়িল তোহ্মার বাঁশী তেঁসি বড়ায়িতে হাসী
মোর বোল সুন চক্রপাণী॥
ঝুলী চৌর পৈসে ঘরে গিহ্রীক সত্বর করে
হেন দুঠ বড়ায়ির বাণী॥ ১॥
কিকে কাকুতী করসি চল চল কাহ্নাঞিঁ
বড়ায়ি নিলে বাঁশী॥ নাএ॥ ধ্রু॥

বুঢী বড় আছিদরী ভাগু তোহ্মা মায়া কবী
তার মন বুঝিতেঁ না পারী।
দুঠ মন মিছ দেখে আত্ম সম পব দেখে
চাহা বাঁশী তাহাক মুরারী॥ ২॥
দেখি তোহ্মা আসুখ মোব মণে বড দুখ
মো কেহ্নে হবিবোঁ তোর বাঁশী।

তোহ্মোঞিঁ বড় সিআন আপণে গুণিআঁ যান
বড়াযি পরক বিনাসী॥ ৩॥
আহ্মার বোল পরমান তাক না করিহ আন
চল তোহ্মে বড়ায়ির পাশে।
[১৮৩/খ]বাঁশীর তত্ব কহিল আহ্মে দোষ এডায়িল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

তোমার বাঁশি হারিয়েছে, তাতে বড়াই হাসছে। চক্রপাণী, আমার কথা শোন ॥ বড়াইয়ের কথা ভাল নয়। সে ডেকে চোরকে ঘরে ঢোকায়, (আবার) গৃহীকে সতর্ক করে॥ ১ ॥ কেন কাকুতি করছিস্, চল কানাই, বড়াই বাঁশি নিয়েছে॥ ধ্রু॥ বুড়ি খুব চতুবা। তোমায় ছলনা দ্বারা ভাঁড়াচ্ছে। ওর মন বুঝতে পারি না। দুষ্ট মন নিজের মতো পরকেও মিথ্যা ভাবে, মুরারী, তার কাছে বাঁশি চাও ॥ ২ ॥ তোমার সুখ নেই দেখে আমার মনে খুব দুঃখ। আমি কেন তোর বাঁশি চুরি করব? তুমি তো খুব বুদ্ধিমান, নিজেই গণনা করে দেখ, বড়াই পরের বিনাশকারী ॥ ৩ ॥ আমার কথায় বিশ্বাস রাখ। তাকে অন্যথা কোরো না। তুমি বড়াইয়ের পাশে চল। বাঁশির তত্ত্ব বললাম। আমার দোষ কাটল। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

৩৩৮

বড়াইয়ের হাসি উপলক্ষ করে চতুরা বাধা কৃষ্ণকে বোঝাতে চাইছে যে বড়াই তাব বাঁশি চুরি করেছে। তাকে ধবলেই বাঁশির হদিস মিলবে। গীতটি ৮॥ ৮॥ ১০ I-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে ২+১+২+২+২=৯ পংক্তিতে বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ গিহ্রীক : গৃহীকে। সত্বর : সতর্ক। সিআন : সেযানা। তাকে না করিহ আন : তাকে আড়ালে সবে যেতে দিও না।

৩১. দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কৃষ্ণের উক্তি রাধার প্রতি।

তোঁ বড়ায়িক দেসি দোষ   বড়ায়ি তোহ্মাক দোষে
সব মোর করমের ফল।
দুহাঁর কপট হাসী   চোরাআঁ আহ্মার বাঁশী
রাধা মোক না কর বিকল ॥
কেহ্নে আমান করসী।
আহ্মে জাণী তোহ্মে নিলেঁ বাঁশী ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥

তোরে বোলোঁ চন্দ্রাবলী   আকুল মো বনমালী
তোহ্মে কৈল চুরী মোর বাঁশী।
কথাঁ নিআঁ বাঁশী এড়ি   মিছাঞিঁ দোষসি বুঢ়ী
হৃদয়ত ভয় না মানসী ॥ ২ ॥
কহ তোঁ আহ্মার থানে   কিবা আছে তোর মনে
দুখ দেহ মোরে কি কারণে।

বাঁশী দেহ একবার   মানিবোঁ উপকার
এহাত না কর তোহ্মে আনে ॥ ৩ ॥
দৈবেঁ মোক নিন্দ পাইল   তোহ্মে এথাঁ বাঁশী নিল
বাঁশী দেহ না কর নিরাশ।
দেবী বাসলীচরণ   করী শিরে বন্দন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

তুই বড়াইকে দোষ দিস। বড়াই তোমাকে দোষে। সবই আমার কর্মফল। দুজনের মুখেই কপট হাসি। রাধা, আমার বাঁশি চুরি করে আমায় বিকল কোরো না॥ ১ ॥ কেন এমন করিস? আমি জানি তুমি আমার বাঁশি নিয়েছ॥ ধ্রু ॥ চন্দ্রাবলী তোকে বলছি, আমি বনমালী আকুল হয়েছি, তুমিই আমার বাঁশি চুরি করেছ। কোথাও নিয়ে বাঁশি রেখে এসে মিছামিছি বুড়ীকে দোষ দিচ্ছিস। হৃদয়ে ভয় মানিস না? ২ ॥ আমার কাছে বল তো, তোর মনে কি আছে? কি কারণে আমাকে দুঃখ দিচ্ছ? একবার বাঁশি দিয়ে দাও, তোমার উপকার মনে রাখব। এ কথার অন্যথা কোরো না ॥ ৩ ॥ দৈবাৎ আমার ঘুম পেল, তুমি এখান থেকে বাঁশি নিয়ে নিলে। বাঁশি ফিরিয়ে দাও। আমায় নিরাশ কোরো না। দেবী বাসলীর চরণ শিরে বন্দনা করি এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৩৩৯

কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছে, বাঁশি রাধাই নিয়েছে। বুড়ি বড়াইকে অহেতুক দোষ দিচ্ছে। সুতবাং বাধাব কাছেই, বাঁশি ফিরিযে দেবাব জন্যে বারবার অনুনয় করছে। গীতটি ৮ ॥ ৮ ॥ ১০ I-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদীবন্ধে রচিত। ধ্রুবশ্লোকটি ৮। ১০ I-মাত্রক দ্বিপদী। বাকি চারটি শ্লোক ৮ ॥ ৮ ॥ ১০ I-মাত্রক দ্বিপংক্তিক বন্ধে রচিত।

৩২. ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বড়াইকে রাধা। পরে শ্রীকৃষ্ণকে।

ভাদর মাসের তিথি চতুথীর রাতী।
[১৮৪/ক]জল মাঝে দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী॥
পূণু কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে।
তেকারণে বাঁশী চুরী দোষসি জগন্নাথে॥ ১॥
জাণি মেণ আল বড়ায়ি কাহ্নের কাঁহিণী।
কলঙ্ক থুয়িল মোর বাঁশীচুরণী॥ ধ্রু॥

গুরূর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।
জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলোঁ॥
খণ্ড বিচনীর কিবা বাঅ তুলী লৈলোঁ গাএ।
তেকারণে কাহ্নাঞিঁ বাঁশী চুরী দোষাএ॥ ২॥
চান্দ সুরুজ বাত বরুণ সাখী।
যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ দুয়ি আখী॥

যবেঁ মো চুরী কৈলোঁ হআঁ নারী সতী।
তবেঁ কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী॥ ৩॥
এখণে আছিল বাঁশী তোহ্মার এই ঠাঁএ।
আণ্ড গেলী গোআলিনী সে বা লই জাএ॥
আহ্মো বাঁশী নাহিঁ নীয়ে শ্রীমধুসূদন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

ভাদ্র মাসের চতুর্থ তিথির রাত। জলের মাঝে আমি কি নিশাপতিকে (চন্দ্রকে) দেখলাম? অথবা পূর্ণ কলসে হাত ভরলাম?—যে সেই কারণে জগন্নাথ আমায় বাঁশি চুরির দোষ দিচ্ছে? ১ ॥ ওগো বড়াই, আমি কিন্তু কানাইয়ের কাহিনী জানি। আমাকে বাঁশি-চোরনির কলঙ্ক দিল ॥ ধ্রু ॥ আমি কি গুরুর আসনে চেপে বসেছি? না, ভূমিতে জলের অক্ষর লিখলাম? অথবা, ভাঙা বিজলীর (পাখাব) বাতাস গায়ে তুলে নিলাম?—সে কারণে কি কানাই বাঁশি চুরির দোষ দিচ্ছে? ২ ॥ চন্দ্র সূর্য বায়ু বরুণ সাক্ষী। যে তোর বাঁশি নিয়েছে সে দু' চোখ খাক ॥ সতী নারী হয়ে যদি আমি বাঁশি চুরি করে থাকি তবে কালসাপ আজ রাতে আমায় খাক ॥ ৩ ॥ এখুনি তোমার এই ঠাঁইতে বাঁশি ছিল। যে গোয়ালিনী আগে গেল হযতো সে নিয়ে গেছে॥ শ্রী মধুসূদন আমি বাঁশি নিইনি। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

৩৪০

রাধা বড়াইকে ও কানাইকে সম্বোধন কবে নানা অসম্ভব ঘটনার সঙ্গে তাব এই চুরিব অপবাদেব তুলনা দিচ্ছে। বাঁশি বডাই না নিলেও অন্য কোনো গোয়ালিনীও নিতে পারে বলছে। রাধা কোনোভাবেই তার বাঁশি চুরি কবেনি। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পযাব পংক্তিতে বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ নিশাপতি : চন্দ্র। ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথি হল নষ্ট চন্দ্রের বাত্রি। তখন চোবে গৃহস্থেব নানা জিনিষ চুবি করে। মেণ : কিন্তু। খণ্ড বিচণীর : ভাঙা বিজলীর বা পাখার।

স. ১৩॥ রাধা বৃদ্ধাং ভৃশং শুদ্ধাং বিমৃষ্য কৃতকৈতবাং।
বঞ্চনং কুরুষে যন্মে সর্ব্বং তদ্বিদিতং মম॥

কৃষ্ণ রাধাকে বলছে, রাধা, তুমি যে শুদ্ধাস্বভাবা বৃদ্ধাকে মিথ্যা করে ছলনাকারিণী বলে আমায় বঞ্চনা করছ তা আমার জানা আছে।

৩৩. রামগিরীরাগঃ॥ একতালী॥ লগনী॥ দণ্ডকঃ॥

কৃষ্ণ-রাধা কথা-কাটাকাটি।

গাই রাখি[১৮৪/খ]তেঁ নিন্দ গেলোঁ বাঁশী মাথে।
সে না বাঁশী আল রাধা নিলী কোণ ভিতে॥ ১॥
নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে।
কথা বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে॥ ২॥
এথাঞিঁ আছিল বাঁশী সহ্মার বিদিতে।
সে না বাঁশী রাধা মোর নিলেঁ কোণ ভিতে॥ ৩॥
বিচারিআঁ চাহ মোর দধির পসারে।
কথা বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে॥ ৪॥
না বোল না বোল রাধা হেন দুঠবাণী।
তোহ্মে বাঁশী চোরায়িলেঁ আহ্মে ভালেঁ জাণী॥ ৫॥
চান্দ সুরুজ মোর আছে দুয়ি সাখী।
আহ্মা মিছ দোষ কাহ্ন খাইবি দুঈ আখী॥ ৬॥
সপ্ত লাখের মোর বাঁশী করী চুরী।
আহ্মো গালী দেহ মোরে রাধিকা নাগরী॥ ৭॥
ঘৃত দুধ নঠ মোর ঘোলের পসার।
গোহারী করিবোঁ রাজা কংসের দুআর॥ ৮॥
তোর কংশাসুরক নাহিক মোর ডরে।
হের ধরিলোঁ বলে তোহোর আঞ্চলে॥ ৯॥
মি[১৮৫/ক]ছ্ছ চুরীদোষ দিআঁ জাইতেঁ দেহ বাধা।
আজী কৈলি আথান্তর করিবেক রাধা॥ ১০॥
বিনি বাঁশী দিলেঁ তোর নাহিক গমনে।
এহা বুঝী কর মোরে বাঁশীগুটি দানে॥ ১১॥
সতোঁ নাহি নেওঁ বাঁশী তোর গদাধর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ১২॥

কৃষ্ণ। গাই রাখতে এসে বাঁশি মাথার কাছে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ওগো রাধা, কোন ফাঁকে সেই বাঁশি তুই নিয়েছিস॥ ১॥
রাধা। নন্দের নন্দন কানাই, তোমায় বলছি, কোথায় বাঁশি হারিয়ে আমাকে দুষছিস॥ ২॥
কৃষ্ণ। সবাই জানে বাঁশি এখানে ছিল। রাধা, কোন ফাঁকে তুই সেই বাঁশি নিয়েছিস॥ ৩॥
রাধা। আমার দধির পসার খুঁজে দেখ। কোথায় বাঁশি হারিয়ে আমাকে দোষ দিচ্ছিস॥ ৪॥
কৃষ্ণ। রাধা, এমন দুষ্ট কথা বোলো না, বোলো না। আমি ভাল করে জানি বাঁশি তুমিই চুরি করেছ॥ ৫॥
রাধা। চাঁদ সূর্য আমার দুই সাক্ষী আছে। আমায় মিথ্যা দোষ দিলে তোর দুই চোখ খাবে॥ ৬॥
কৃষ্ণ। আমার সাত লাখের বাঁশি চুরি করে নাগরী রাধা তুই আরও আমায় গালি দিচ্ছিস? ৭॥
রাধা। আমার ঘৃত-দুধ-ঘোলের পসার নষ্ট হল। রাজা কংসের কাছে নালিশ করব॥ ৮॥

কৃষ্ণ। তোর কংশসুরকে আমি ভয় করি না। দেখ, জোর করে আমি তোর আঁচল ধরছি॥ ৯ ॥

রাধা। মিছামিছি চুরির দোষ দিয়ে আমায় যেতে বাধা দিচ্ছিস। আজ আমি রাধা বলে দিলাম, তোর দুরবস্থা করব ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ। বাঁশি না দিলে তোর যাওয়া হবে না। একথা বুঝে বাঁশিটি আমায় দিয়ে দে॥ ১১ ॥

রাধা। গদাধর, সত্য বলছি আমি তোর বাঁশি নিইনি। বাসলীবরে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ১২ ॥ ৩৪১

রাধা ও কৃষ্ণের কথা কাটাকাটি। কৃষ্ণ রাধার অঞ্চল ধরে তার যাবার পথ আটকেছে এবং বাঁশি ফেরত না দিলে তাকে যেতে দেবে না বলছে। রাধা বলছে, সে বাঁশি নেয়নি। তাকে যেতে বাধা দিলে কৃষ্ণ বিপদে পড়বে। গীতটি ১২টি দ্বিপংক্তিক পয়ারে, ২৪ পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ কোণ ভিতে : কোন্ ফাঁকে। আহ্নো : আরও। গোহারী : নালিশ। আথান্তর : অবস্থান্তর, দুরবস্থা।

স. ১৪॥ নিপীয় রাধাবচনং নিষেধপরুষাক্ষরং।
বংশীমুদ্দিশ্য কংসারির্ব্বিললাপ নিরন্তরং॥

রাধার অস্বীকারসূচক পরুষ বাক্য শুনে কৃষ্ণ তার বাঁশির উদ্দেশ্যে বিলাপ করতে লাগল।

৩৪. দেশবরাড়ীরাগঃ॥ রূপকং॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণ।

সুদ্ধ সুবর্ন্নে শোভিত আহ্মাব বাঁশী
নাল বিন্ধিল তাব বাহিরে।
অ প্রাণ।
সুণিআঁ কি বুলিহে বলভদ্র ভাই
বাঁশী হারায়িলোঁ মো শিঅরে॥ ১॥
অ প্রাণ ধরণ না জাএ সুন্দরি রাধে।
কে না নিল মোহন বাঁশী॥ ধ্রু॥

ঋগ যজু সাম অথর্ব্ব
চারী বেদ গাওঁ মো বাঁশীর সবে।
সুণী সব দেবগণে কি বুলিহে আহ্মাবে
কে না নীল বাঁশী সিঅরে॥ ২॥
হার কেয়ূব রাধা সব মোর নে।
বাঁশীগুটি আণী মোক দে॥

বনমালা আভ[১৮৫/খ]রণ তাহা তোক দিবোঁ।
যে বোলসি তাহাক করিবোঁ॥ ৩॥
তোহ্মে মোর বাঁশী নিলে সুন্দরি রাধা
মোর মনে হেন পড়িহাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

আমার বাঁশি শুদ্ধ সুবর্ণে শোভিত। আমি তার বাইরে নাল (বলয়) লাগিয়েছি। হায় (অ প্রাণ) এ কথা শুনে বলভদ্র ভাই কি বলবে। আমি শিয়র থেকে বাঁশি হারালাম॥ ১॥ হায় (অ প্রাণ), সুন্দরি রাধা, আমি প্রাণ ধরতে পারছি না! কে আমার মোহন বাঁশি নিল! ধ্রু॥ বাঁশির সুরে আমি ঋক্ সাম যজু অথর্ব চার বেদ গান করি। শুনে সব দেবতারা আমায় কি বলবে! শিয়র থেকে কে বাঁশি নিল? ২॥ রাধা, আমার হার কেয়ূর সব নিয়ে নে, (বিনিময়ে) বাঁশিটি আমায় এনে দে। বনমালা, আভরণ সব তোকে দেব। যা বলবি, তাই করব॥ ৩॥ সুন্দরি রাধা, তুমিই আমার বাঁশি নিয়েছ।—আমার মনে এমন প্রতিভাত হচ্ছে॥ বাসলীচরণ শিরে
৩৪২
বন্দনা করে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছে যে রাধাই তার বাঁশি চুরি করেছে। সুতবাং বাঁশি ফিরিয়ে দেবাব জন্যে বাববাব তাকে অনুনয় কবছে। গীতটি মিশ্র ছন্দবন্ধে বচিত। ৮॥ ৬। বা ১০ I-বা ১২ I-মাত্রার পংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। মূল শ্লোকগুলি চতুষ্পংক্তিক। ধ্রুব শ্লোকটি ৮॥ ৬। ১০ I-মাত্রক। ভণিতায এখানে 'আনন্ত বড়ু' বযেছে, লক্ষণীয়।

দুরূহ শব্দার্থ॥ নাল : নল। পড়িহাসে : প্রতিভাত হয়।

৩৫. গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

যমুনাক আইলোঁ নীতে পাণী। আল।
তোর বাঁশী সুধিহো না জাণী॥ কাহ্নাঞিঁ হে॥
হআঁ তোহ্মে দেব চক্রপাণী। আল।
কেহ্নে বোল হেন দুষ্টবাণী॥ ল কাহ্নাঞিঁ হে॥ ১॥
শিঅরে হারায়িআঁ তোহ্মে বাঁশী।
মিছা কেহ্নে আহ্মারে দোষসি॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥

হয়িল মোব এতেক বএসে।
কেহো নাহিঁ দিল চুবীদোষে॥
সব লোক মোবে ভালেঁ জাণে॥
চুবিণী হয়িলাহোঁ তোব থানে॥ ২॥
আতি রতিবেআকুল হআঁ।
কমণ তিরীক বাঁশী দিআঁ॥

সাধিলেহেঁ আপণার কাজে।
আহ্মা কেহ্নে দোষ দেববাজে॥ ৩॥
সব্দপেঁ বুয়িলোঁ মো কাহ্নাঞিঁ।
তোর বাঁশী আহ্মে নাহিঁ পাই॥
যাক[১৮৬/ক] দিলেঁ চল তার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

যমুনায় জল নিতে এলাম। তোর বাঁশির খবর জানি না। ওহে কানাই॥ তুমি দেব চক্রপাণি হযে কেন এমন দুষ্ট কথা বল? ওগো, কানাই গো॥ ১॥ শিয়রে বাঁশি হারিয়ে মিছামিছি আমায় কেন দোষ দিচ্ছিস্? ওগো, কানাই॥ ধ্রু॥ আমাব এত বয়স হল, কেউ কখনো চুরির দোষ দেয়নি॥ আমাকে সবাই ভাল জানে। তোর কাছেই 'চুরিণী' হলাম! ২॥ অত্যন্ত কামাকুল হয়ে কোনো স্ত্রীলোককে বাঁশি দিয়ে আপন কাজ সাধন করেছ। (এখন) দেবরাজ আমাকে কেন দোষ দিচ্ছ॥ ৩॥ কানাই, সঠিক কথা বলছি, তোর বাঁশি আমি পাইনি॥ যাকে দিযেছ তার কাছে যাও। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩৪৩

রাধা শুধু বাঁশি চুরির অপবাদ অস্বীকার করল না, উলটে কৃষ্ণকে দোষাবোপ কবে বলল, বতি আকুল হযে তুমি কোনও স্ত্রীলোকেব কাছে বাঁশি বাঁধা দিযে নিজেব কাজ হাসিল করেছ। তার কাছেই বাঁশির খোঁজে যাও। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পযাব দশমাত্রক পংক্তিবন্ধে বচিত হযেছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সুধিহো : খবব। কমন তিবীক . কোনো স্ত্রীলোককে।

৩৬. কহুরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কৃষ্ণ ও রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি।

সুণহ আইহনদাসী তোঁ মোর চোরায়িলি বাঁশী
তেঁসি তোর পাছে বেড়ায়িএ।
বাঁশীগুটী দেহ যবেঁ বড় পুন পাহল তবেঁ
বাঁশী পাইলেঁ সুখেঁ ঘর জাইএ॥ আল রাধা॥ ১॥
সুণহ নটক কাহ্ন কেহ্নে কর আপমান
তোর বাঁশী আহ্মে নাহিঁ নীএ।
বাঁশী যবেঁ পাইএ তবেঁ ঘসি ঘাটিএ
চারি.চীর করি বা পোড়াইএ॥ ২॥
সর্গ্গ মর্ত্য পাতালে চিন্তিআঁ চাহিলোঁ মনে
তোঁ মোর নিআঁছিস বাঁশী।
উচিতেঁ গরুঅ মনে তোএঁ মুচুকে হাসী
তাক দেহ আইহনের দাসী॥ ৩॥
পান্তরে হাবাআঁ বাঁশী মোর থানে খোজসি
এহা না সহে মোর পরাণে।
হেন যবেঁ বোলে আন কাটোঁ তার নাক কান
তোহ্মা তেজোঁ ভাগিনা কারণে॥ ৪॥
বাপ বসু[১৮৬/খ]ল মোর মাঅ দৈবকী ল
সব দেবেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে।
গোআলাব ঝি তোহ্মে রাধা চন্দ্রাবলী ল
খিক বোল মোক কি কারণে॥ ৫॥
আহ্মে ত আইহনদাসী আহ্মাতে চাহসি বাঁশী
সুণী তোক রোষিব কাশে।
তোহ্মে কেহ্নে বারেঁ বারেঁ খিক বোল মোর থানে
ফল পাইবেঁ আপনার দোষে॥ ৬॥
না বোল নিঠুর বাণী আহ্মো দেব চক্রপাণী
দেহ মোরে বাঁশীর আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বডু চণ্ডীদাসে॥ ৭॥

কৃষ্ণ। আইহনের দাসী শোন, তুই আমার বাঁশি চুবি করেছিস, তাই তোর পিছে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাঁশিটি আমার ফিরিয়ে দিলে তোর অনেক পুণ্য হবে। বাঁশি পেলে আমি সুখে ঘরে যাব॥ ওগো বাধা॥ ১॥

রাধা। নটক (দুষ্ট) কানাই শোন, কেন আমায় অপমান করছ। তোর বাঁশি আমি নিইনি। বাঁশি যদি পেতাম তবে ঘসি ঘসে (আগুন জ্বালিয়ে) চার টুকরো করে পুড়িয়ে দিতাম॥ ২॥

কৃষ্ণ। স্বর্গ মর্ত পাতাল খুঁজে, চিন্তা করে মনে বুঝেছি, তুই আমার বাঁশি নিয়েছিস। সঠিক গৌরবান্বিত মনে (প্রসন্ন মনে), মুচকি হেসে, ওগো আইহনের দাসী, সেটি দিয়ে দাও॥ ৩॥

রাধা। প্রান্তরে বাঁশি হারিয়ে আমার কাছে এসে খোঁজ কবছিস। আমার প্রাণে (এত দুঃখ) সয় না। অন্য কেউ এ কথা বললে তার নাক-কান কেটে দিতাম। তুমি ভাগ্নে বলে ছেড়ে দিলাম॥ ৪॥

কৃষ্ণ। বসুল (বসুদেব) আমার বাপ, মা দৈবকী, সব দেবতা আমায ভাল জানে। রাধা চন্দ্রাবলী, তুমি তো গোয়ালার ঝি। কি জন্যে আমায় খারাপ কথা বলছ? ৫॥

রাধা। আমি তো আইহনের দাসী। আমার কাছে বাঁশি চাইছ শুনলে কংস তোর ওপর রুষ্ট হবে। কানাই তুমি বারবার আমাকে ধিক (নিন্দনীয়) কথা বলছ, নিজের দোষে তার ফল পাবে ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ। আমি দেব চক্রপাণী, আমাকে নিষ্ঠুর কথা বোলো না। আমাকে বাঁশির আশ্বাস দাও। ৩৪৪

বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ রাধার কথা-কাটাকাটি। রাধা কিছুতেই স্বীকার করছেনা যে সেই কৃষ্ণের বাঁশি লুকিয়ে রেখেছে। ৮ ॥ ৮ ॥ ১০]-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে, মোট সাতটি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ গরুঅ মনে : হর্ষ ভারাক্রান্ত মনে (আসলে রাধার চোখে মুখে হাসি ফুটে উঠছিল, মনে হয়)। কাঁশে : কংসে।

স. ১৫॥ নিরাসসবনেনাহং রাধায়া বিকলীকৃতঃ।
বংশলাভায় বৃদ্ধে ত্বমুপায়ং বদ সংপ্রতি॥

নিরাশবচনে রাধা আমাকে বিকল করেছে। ওগো বৃদ্ধা, এখন তুমি উপায় বল, কিভাবে বাঁশিটি পেতে পারি।

৩৭. গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥ চিত্রকং ॥ লগনী॥

বড়াই ও কৃষ্ণের সংলাপ।

ষোল শত রাধার সঙ্গিণী। আল।
তার থান চলহ আপুণী॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥
একেঁ একেঁ কর যোড়হাতে। আল।
তবেঁ বাঁশী পাইবেঁ জগন্নাথে॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥ ১॥
কত কান্দ নেত্তে মোছ লোহে। [১৮৭/ক] আল।
আন্তর পোড়এ মোর নেহে॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥
আহ্মে হরি ত্রিভুবনে জাণী। আল।
আহ্মা লআঁ পুরাণ বাখানী॥ ল বড়ায়ি॥
ত্রিদশগণের আহ্মে নাথ। আল।
কেমণে করিব যোড়হাত॥ ল বড়ায়ি॥ ২॥
এত বড় মোর আপমাণে। আল।
সুণি কি বুলিব দেবগণে॥ ল বড়ায়ি॥ ধ্রু॥
সুণ তোহ্মে নান্দের কুমার।
নিজ কাজে বিকল সংসার॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥
যোড়হাথে বুলিহ বচনে।
সুখী হইব রাধার মণে॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥ ৩॥
কেহে তোঞেঁ কাজ না বুঝসি।
তণ্ডী কয়িলেঁ না পাইবেঁ বাঁশী॥ ল কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥
যোড় হাথ করিলেঁ বড়ায়ি।
তবেঁ কি দিবেক বাঁশী রাহী॥
পাছে জনি লোক উপহাসে॥
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥
হের গিআঁ তোহ্মার বচনে।
হাথ যোড় করে দেব কাহ্নে॥ ধ্রু॥

বড়াই। রাধার ষোলশত সঙ্গিণী। তাদের কাছে নিজে যাও। ওগো কানাই। একে একে সকলের কাছে জোড়হাত কর। তবে, জগন্নাথ বাঁশি পাবে। ওগো কানাই॥ ১॥ কত কাঁদছ, বস্ত্রে চোখের জল মোছ। স্নেহে আমার মন পুড়ছে॥ ওগো কানাই॥ ধ্রু॥

কৃষ্ণ। ত্রিভুবন জানে আমি হরি। আমাকে নিয়ে পুরাণের ব্যাখ্যা। ওগো বড়াই॥ ২॥ আমার এত বড় অপমান! দেবগণে শুনে কি বলবে॥ ধ্রু॥

বড়াই। নন্দের কুমার, তুমি শোন। সংসার নিজ কাজে বিকল (অর্থাৎ সকলেই নিজ কাজ হাসিল করতে ব্যস্ত)। ওগো কানাই॥ জোড় হাতে কথা বলবে। রাধা মনে সুখী হবে। ওগো, কানাই॥ ৩॥ কেন তুমি কাজ বুঝতে পার-না? তম্বী করলে বাঁশি পাবে না॥ ধ্রু॥

কৃষ্ণ। বড়াই, জোড় হাত করলে তবে কি রাধা বাঁশি দেবে? পাছে না লোকে উপহাস করে।

এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥

কবির মন্তব্য : দেখ, তোমার কথায় দেব কানাই গিয়ে হাত জোড় করল॥ ধ্রু॥ ৩৪৫

বড়াই কৃষ্ণকে বলল, রাধার সঙ্গী ষোলশত গোপীব প্রত্যেকের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বাঁশি চাও তবে বাধার মন নরম হবে। বাঁশি ফেরত পাবে। বড়াই-এর নির্দেশে কৃষ্ণ তাই করলেন। গীতটি সংলাপী রীতিতে কৃষ্ণ ও বড়াই-এর কথোপকথনে রচিত হয়েছে। গীতেব পংক্তিগুলি দশমাত্রক। চারটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকে, সঙ্গে চারটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে, মোট (৪+২+৪+২+৪+২+৪+২) ২৪ পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে। চাবটি ধ্রুবপদ (আটটি পংক্তি) রয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ নিজ কাজে বিকল সংসার : সংসাবে সকলেই আপন কাজে ব্যস্ত। তণ্ডী : হম্বিতম্বি।

স. ১৬॥ প্রমুক্তকাকুবচনং কৃতসংঘতলং পুরঃ।
বিলোক্য মাধবং[১৮৭/খ] বৃদ্ধা রাধিকামিদম্মাধে॥

মাধবকে সবার সম্মুখে কাতর বাক্য বলতে দেখে বৃদ্ধা রাধাকে একথা বলল।

৩৮. ধানুষীরাগঃ॥ একতালী॥

বড়াই রাধাকে।

মেঘ যেহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে।
ঝরে তাঁর পাণী নয়ানে গো॥
কান্দিআঁ মলিন কৈল মুখে।
কত আর দেখিবোঁ দুখে গো॥ ১॥
বাঁশীর শোকেঁ চক্রপাণী।
এবেঁ তাক বাঁশী দেহ আনী॥ ধ্রু॥

যোড়হাথ কৈল দেব কাহ্নে।
এবেঁ তাক বাঁশী দেহ দাণে॥
নাহিঁ পিন্ধে উত্তম বসনে।
শরীরে দুবল ভৈল কাহ্নে॥ ২॥
মোর বোল সুণ আবগাহী।
কাহ্নের পিরিতী কর বাহী॥

দেহ বাঁশী কাহ্নের হাথে।
তুষ্ট হউ দেব জগন্নাথে॥ ৩॥
যেবা রাধা আছে তোব মণে।
কাহ্নাঞিঁকে বোল সে আপণে॥
তাক করিব কাহ্নাঞিঁ হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

আষাঢ় শ্রাবণের মেঘের মত তার চোখের জল ঝরছে॥ কেঁদে কেঁদে মুখ মলিন করল। আর কত তার দুঃখ দেখব গো॥ ১॥ বাঁশির শোকে চক্রপাণি (কাতর)। এখন তাকে বাঁশি এনে দাও॥ ধ্রু॥ দেব কানাই জোড়হাত করল। এবারে তাকে বাঁশি দান কর॥ সে (মনের দুঃখে) ভাল বসন পরছে না। কানাইয়ের শরীর দুর্বল হয়ে গেছে॥ ২॥ রাধা, আমার কথা তলিয়ে ভেবে দেখ। কানাইয়ের সঙ্গে (এবারে) পিরীতি কর॥ কানাইয়ের হাতে বাঁশি দাও। দেব জগন্নাথ তুষ্ট হোক॥ ৩॥ তোর মনে যা রয়েছে, রাধা, কানাইকে নিজেই সব বল॥ তাহলে কানাই তোমায় তুষ্ট করবে। এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥ ৩৪৬

বড়াই রাধাকে এবার বিবাদ মিটিয়ে কৃষ্ণের বাঁশি ফেরত দিতে বলছে। গীতটি দশ মাত্রার (৪+২+৪+৪+৪) আঠারো পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সুণ আবগাহী : মনোযোগ দিয়ে শোন।

স. ১৭॥ বৃদ্ধাবচনমাকর্ণ্য রাধা প্রাহ গদাধরং।
সাদরং সপ্রবন্ধঞ্চ পঞ্চবাণশরাতুরা॥

বৃদ্ধার কথা শুনে অনঙ্গশরে কাতর রাধা অনুরাগ ও চাতুরীর সঙ্গে কৃষ্ণকে বললেন।

৩৯. শৌরীরাগঃ॥ রূপকং॥

রাধা কৃষ্ণকে।

বুলিতেঁ নারিএ তোর চরিতে।
খণেকেঁ তোর হএ আন চিতে॥
এবেঁ করিলেঁ তোহ্মো যো।১৮৮/ক্যাড় হাথ।
কাজ বুঝিআঁ দেব জগন্নাথ॥ ১॥
সরূপেঁ বোলহ বড়ায়ির থানে।
মোর বোল না করিবেঁ কি আনে॥ ধ্রু॥

আহ্মাক এড়িআঁ গেলা বৃন্দাবনে।
বাঁশী বাজায়িলেঁ তোহ্মো থানে থানে॥
তাক শুণী ভৈলোঁ বেআকুলী।
তোর বিরহে প্রিয় বনমালী॥ ২॥
এভোঁ কাহ্নাঞিঁ থীর কর মন।
কভোঁ না লঙ্ঘিহ মোর বচন॥

তবেঁ মেলিবেক বাঁশী তোহ্মারে।
সরূপেঁ তোক বুইলোঁ দামোদরে॥ ৩॥
কভোঁ কি না দিবে আহ্মাক দুখে।
এহা বোল আপণ মুখে॥
তবেঁ কহিবোঁ মো বাঁশী উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

তোর চরিত বলতে পারি না। ক্ষণে ক্ষণে তোর মতি বদল হয়॥ এখন কাজ বুঝে দেব জগন্নাথ তুমি জোড় হাত করলে॥ ১॥ বড়াইয়ের কাছে ঠিক কথা
বল। আর আমার কথা অন্যথা করবে না তো॥ ধ্রু॥ আমাকে এড়িয়ে বৃন্দাবনে গেলে। তুমি নানা স্থানে বাঁশি বাজিয়ে ফিরলে। প্রিয় বনমালী, তা শুনে আমি ব্যাকুল
হলাম॥ ২॥ এখন কানাই, মন স্থির কর। আমার কথা কখনো লঙ্ঘন বা অমান্য করবে না। তবেই তোমার বাঁশি মিলবে। দামোদর, সত্য কথা তোকে বললাম॥ ৩॥
নিজ মুখে বল, কখনো আর আমাকে দুঃখ দেবে না॥ তবেই তোমাকে বাঁশির উদ্দেশ্য বা খোঁজ বলব। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩৪৭

বড়াইয়ের কথায় রাধা এতক্ষণে নরম হয়ে কৃষ্ণকে জানাল কৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে রাধাকে মদনাতুর করে অন্য নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায়। যদি সে কথা দেয় যে আর কখনো তাকে ছেড়ে যাবে না তবেই বাঁশির হদিস বলে দেবে।

গীতটি এগারো বা বারো মাত্রার একাবলীছন্দে (৪+২+৪+৪+৪) আঠারো পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

স. ১৮॥ রাধিকাবাচমাচম্য প্রমোদভরমন্থরঃ।
বংশীলাভত্বরাবেশাজ্জগাদ জরতীমিদং॥

.রাধার কথা শুনে প্রমোদিতমনা কৃষ্ণ বংশী লাভের জন্যে উৎসুক হয়ে বড়াইকে বললেন।

৪০. দেশাগরাগঃ॥ রূপকং॥

কৃষ্ণ বড়াইকে।

মন দিআঁ সুণ বড়ায়ি বচন আহ্মার
সরূপ কহিবোঁ তোর থানে। বড়ায়ি গো।
যে বচন বুইল রাধা তোহ্মার[১৮৮/খ] গোচরে
তাক মোঞঁ না করিবোঁ আনে॥ বড়ায়ি গো॥ ১॥
পরাণ বড়ায়ি তোহ্মে বোলহ রাধারে।
বাঁশী দিআঁ জীআউক মোরে॥ ধ্রু॥
যত কিছু করিলোঁ মোঞঁ রাধার আতোষে।
তার ফল পাইলোঁ নিজ দোষে॥
মণে গুণিআঁ এবেঁ কৈলোঁ মোঞঁ সার।
না লঙ্ঘিব বচন রাধার॥ ২॥
তোহ্মে জাণহ বড়ায়ি মোহোর বেভার।
অবিচল বচন আহ্মার॥
এহা সরূপ জাণী বুঝাহ রাধারে।
বাঁশীগুটি দেউক আহ্মারে॥ ৩॥
আহ্মার চবিত্র বিদিত তোর থানে।
আর তাক কেহো নাহিঁ জাণে॥
রাধার বচন আহ্মে পালিব আবসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

বড়াই, মন দিয়ে তুমি আমার কথা শোন। তোমার কাছে সত্য কথা বলব। ওগো বড়াই। তোমার গোচরে রাধা যে কথা বলল, আমি তার অন্যথা করব না॥ ওগো বড়াই॥ ১॥ প্রাণের বড়াই, তুমি রাধাকে বল, বাঁশি দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে তুলুক॥ ধ্রু॥ রাধার অসন্তোষের যা কিছু করেছি, নিজ দোষে তার ফল পেলাম। মনে গণনা করে এই সার স্থির করলাম, রাধার কথা আর লঙ্ঘন করব না॥ ২॥ বড়াই, তুমি তো আমার ব্যবহার জান। আমার কথা অবিচল থাকে (কখনো অন্যথা হয় না)। এ-কথা সত্য জেনে রাধাকে বোঝাও। সে বাঁশিটি আমায় দিয়ে দিক॥ ৩॥ আমার চবিত্র আর কেউ না জানলেও তোর তো অবিদিত নয়। আমার ৩৪৮
কথা অবশ্য আমি পালন করব। বাসলীর শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

রাধার কথায় খুশি হয়ে কৃষ্ণ বড়াইকে বলল, তুমি রাধাকে বল, আমি আর কখনো তার কথার অন্যথা হব না। সে আমার বাঁশিটি ফিরিয়ে দিক। গীতটি ৮॥ ৬॥১০॥-মাত্রক দ্বিপংক্তিক চারটি শ্লোকসহ, একটি ৮॥ ৬॥১০॥-মাত্রক ধ্রুবশ্লোকে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আতোষে : অসন্তোষে। আবসে : অবশ্যই।

স. ১৯॥ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
মধুরং মাধবং প্রাহ রাধিকাধিমতী সতী॥

জরতীর মুখে কৃষ্ণের কথা শুনে মাধবকে রাধিকাধিমতী মধুর বাক্যে বললেন।

৪১. রামগিরীরাগঃ॥ বিচিত্র॥ লগনী॥ একতালী॥ দশুকঃ॥

রাধা ও কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

কাহ্নাঞিঁ তোর কথা শুনী ব[১৮৯/ক]ড়ায়ির মুখে।
কহিতেঁ না পারোঁ তাক যত পাইলোঁ দুখে॥ ১॥
তোহ্মার বিরহে মোঁ হয়িলোঁ বেআকুলী।
তেঁ কারণে তোর বাঁশী নিলোঁ বনমালী॥ ২॥
রাধা।
বিরহে আকুলী হৈলা আপণার দোষে।
আহ্মার বাঁশী তোঁ চোরায়িলি রোষে॥ ৩॥
আহ্মার খাঁখার যবেঁ না করহ তোহ্মে।
তবেঁ কি বিরহদুখ তোক দিএ আহ্মে॥ ৪॥
কাহ্নাঞিঁ।
যে কারণে খাঁখার তোহ্মার মোঞেঁ কৈলোঁ।
তেকাবণে বিরহ আনলে পুড়ি মৈলোঁ॥ ৫॥
আর কতোঁ চঞ্চল না করিহ মনে।
মোক রোষ না কবিহ কাহাবো বচনে॥ ৬॥
তোক প্রতি মোর মণে নাহিঁ কিছু বোষে।
এহা তত্ব কবী জাণী দেহ মোবে বাঁশে॥ ৭॥
বাঁশী দিআঁ কর মোর মন সোআথ।
সহজেঁ তোহ্মাক সুখী হইব জগন্নাথ॥ ৮॥
বিবহেঁ আকুলী যবেঁ চাহোঁ মো তোহ্মাবে।
তখ[১৮৯/খ]ন আসিহ তোহ্মে আতি অবিচাবে॥ ৯॥
হের ভালমতেঁ চাহি নেহ কাহ্নাঞিঁ বাঁশী।
আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী॥ ১০॥
সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলী।
আর তোর অহিত না করে বনমালী॥ ১১॥
হেনমতেঁ বাঁশী পাআঁ হরষিত মণে।
কালীনি নইতীরে হৈতেঁ ঘর গেলা কাহ্নে॥ ১২॥
পাছে রাধিকা লআঁ বড়ায়ি গেলী ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ১৩॥

রাধা। কানাই, বড়াইয়ের মুখে তোর কথা শুনে যত দুঃখ পেলাম তা বলতে পাবি না॥ ১॥ তোমার বিরহে আমি ব্যাকুল হয়েছিলাম। সে কারণে, বনমালী, তোর বাঁশী নিয়েছিলাম॥ ২॥

কৃষ্ণ। রাধা, নিজের দোষে তুই বিরহে আকুল হলি। রাগের বশে আমার বাঁশি চুবি কবলি॥ ৩॥ তুমি যদি আমার খাঁখার বা হেনস্থা না করতে তাহলে কি আমি তোমায় বিরহ দুঃখ দিতাম? ৪॥

রাধা। ওগো কানাই, যে কারণে আমি তোমার খাঁখার করলাম, সে কারণে বিরহ অনলে আমি পুড়ে মরলাম ॥ ৫ ॥ আর কখনো মন চঞ্চল কোরো না। কারও কথায় আমার উপর রোষ কোরো না ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ। তোর প্রতি আমার মনে কোনো রোষ নেই। এই সত্য কথা জেনে আমার বাঁশি দিয়ে দাও ॥ ৭ ॥ বাঁশি দিয়ে আমার মনকে শান্ত কর। তাহলে সহজেই জগন্নাথ তোমার প্রতি সুখী হবে ॥ ৮ ॥

রাধা। বিরহে আকুল হয়ে যখন তোমাকে চাইব, তখন কোনো চিন্তা না করে তুমি আমার কাছে এসো ॥ ৯ ॥ ভাল করে চেয়ে দেখ, কানাই, তোমার বাঁশিটি নাও। আজ থেকে চন্দ্রাবলী তোর দাসী হল ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলী তোর সব দোষ ক্ষমা করলাম। বনমালী আর তোর কোনো অহিত (ক্ষতি) করবে না ॥ ১১ ॥

কবির বর্ণনা : এই ভাবে বাঁশি পেয়ে কানাই আনন্দিত মনে, কালিন্দী নদীতীর থেকে ঘরে ফিরে গেল ॥ ১২ ॥ তারপর রাধাকে নিয়ে বড়াই ঘরে ফিরে গেল। বাসলীবরে এই গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন ॥ ১৩ ॥ ৩৪৯

রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি। পরস্পরের বিবাদ নিষ্পত্তি। রাধা কৃষ্ণকে শপথ করিয়ে নিল যে কৃষ্ণ আর তাকে বিবহের কষ্ট দেবে না। কৃষ্ণ সেকথা স্বীকাব করাতে রাধা তার বাঁশি ফিরিয়ে দিল। গীতটি ১৩টি দ্বিপংক্তিক পয়ার শ্লোকে, ২৬ পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ খাঁখার : হেনস্থা। মরসিল : ক্ষমা কবলাম।

ইতি বংশীখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ রাধাবিরহঃ

স. ১ ॥ ইত্থং কৃষ্ণগতপ্রাণা কথঞ্চিন্নিজসদ্মনি।
নিনায় কতিচিৎকালং রাধিকা গৃহকর্ম্মণি ॥
হরিণীহারিনয়না চিরায় বিরহে হরেঃ।
জগাদ জরতীমেবং রাধা পঞ্চশরাতুরা ॥

এইরূপে কৃষ্ণগতপ্রাণা কোনোরূপে গৃহকর্মে কিছুকাল কাটালেও তারপর হরিণী নয়না পঞ্চশরাতুরা রাধা হরির দীর্ঘ বিরহে বৃদ্ধাকে বললেন।

১. বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

বড়াইকে রাধা।

দূতা চিরকাল ভৈল।
তভোঁ বনমালী নাইল।
তাক মো পায়িবোঁ কত কালে ॥ বড়ায়ি[১৯০/ক] গো ॥ ১ ॥
সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন।
চিত্তে না পড়এ আন।
তাক পাঅবোঁ কমণ পরকারে ॥ ২ ॥
আইল চৈত মাস।
কি মোর বসতী আশ।
নিষ্ফল যৌবনভারে ॥ ৩ ॥
বিরহে আন্তর জলে।
সুতিলোঁ কদমতলে।
আধিক আন্তর মোর পোড়ে ॥ ৪ ॥
পরিধান নেত লাসী।
হাথত মোহন বাঁশী।
সে কাহ্নাঞিঁ গেলা আকাশে ॥ ৫ ॥
সুতিলোঁ সখির বোলে।
সজল নলিনীদলে।
তাত হৈতেঁ আনল শীতলে ॥ ৬ ॥
ডালী ভরী ফুল পানে।
মোরে পাঠায়িল কাহ্নে।
তাক মো না ছুয়িলোঁ হাথে ॥ ৭ ॥
তাম্বুল না লৈলোঁ করে।
তোক মাইলোঁ চড়ে।
তেঁসি কাহ্ন আসুখিল মোরে ॥ ৮ ॥
দূতী ধরোঁ তোর পাএ।
হের মোব প্রাণ জাএ।
কহ মোরে জীবন উপাএ ॥ ৯ ॥
বহে প্রভাত সমএ।
মলয় শিয়ল বাএ।
বৃন্দাবনে কুয়িলী কাড়ে রাএ ॥ ১০ ॥
সাগরসঙ্গম গিআঁ।
গাএর মাঁস কাটি[১৯০/খ]আঁ।
আপণা মগর ভোজ দিআঁ ॥ ১১ ॥
এ জন্মে বা না কয়িলোঁ ভাগ।
হারায়িলোঁ কাহ্নের লাগ।
আর তার না পায়িবোঁ লাগ ॥ ১২ ॥
কিবা পুরুব জনমে।
খণ্ডব্রত কইল আম্মে।
তার ফলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িলোঁ ॥ ১৩ ॥
আণি দেহ বনমালী।
বন্দিআঁ দেবী বাসলী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥

দূতী, অনেক দিন হল তবু বনমালী এল না। বড়াই গো তাকে আমি আর কতকালে পাব? ১ ॥ স্বপ্নে আমি কানাইকে দেখলাম, আর কিছু মনে পড়ে না। কি প্রকারে তাকে পাব? ২ ॥ চৈত্র মাস এল। এই নিষ্ফল যৌবনভার নিয়ে আমাব জীবনের কি আশা ॥ ৩ ॥ বিবহে অন্তর জ্বলছে। কদমতলায় শয়ন করলাম। তাতে অন্তর আরও পুড়ছে॥ ৪ ॥ তার পরনে মূল্যবান রেশমী বস্ত্র। হাতে মোহন বাঁশি, সেই কানাই আকাশে অন্তর্হিত হল ॥ ৫ ॥ সখির কথায়, সজল পদ্মপাতায় শুলাম। তার থেকে অনলও শীতল ॥ ৬ ॥ কানাই আমায় ডালা ভরে ফুল পান পাঠাল, আমি হাত দিযেও স্পর্শ করলাম না ॥ ৭ ॥ তাম্বুল হাতে নিলাম না। তোকে চড় মারলাম। সেজন্যে কানাই আমায় অসুখী করল ॥ ৮ ॥ দূতী তোর পায়ে ধরছি। দেখ, আমাব প্রাণ যায়। আমায় বাঁচবার উপায় বলে দে॥ ৯ ॥ প্রভাত কালে শীতল মলয় বাতাস বইছে, বৃন্দাবমে কোকিল কূজন করছে॥ ১০ ॥ সাগর সঙ্গমে গিয়ে, গাযের মাংস কেটে মকরকে ভোজ দেব ॥ ১১ ॥ এ জন্মে ভাগ্য করিনি। কানাইয়ের সান্নিধ্য হারালাম। আর তার নাগাল পাব না ॥ ১২ ॥ পূর্বজন্মে হয়তো আমি খণ্ডব্রত (অসম্পূর্ণ ব্রত) করেছি। তার ফলে কানাইকে হারালাম ॥ ১৩ ॥ আমাকে বনমালী এনে দাও। দেবী বাসলীকে বন্দনা করে, বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ১৪ ॥

৩৫০

বড়াইয়ের কাছে কৃষ্ণ-বিরহিনী রাধার বিলাপ। এবং কৃষ্ণকে এনে দেবাব জন্যে অনুনয। গীতটি ৮ ॥ ৮ ॥১০ I-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদী ১৪টি পংক্তিতে বচিত। কোনো ধ্রুবশ্লোক নেই।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ চিরকাল : দীর্ঘকাল। নেত লাসী : দামী রেশমী বস্ত্র। শিয়ল : শীতল।

২. বেলাবলীরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

রাধা বড়াইকে।

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥ ১॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে॥ ধ্রু॥

লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে॥ ২॥
তিঅজ পহর নিশী মোঞেঁ কাহ্নাঞিঁর কৌলে বসী
নেহালিলোঁ তাহার বদনে[১৯১/ক]।

ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে॥ ৩॥
চউঠ পহরে কাহ্নে করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওহে (বড়াই) তোমাকে সব কথা বলছি বসে শোনো। প্রথম নিশীথে স্বপ্ন দেখলাম, কদমতলাতে বসে কৃষ্ণ আমায় কোলে নিয়ে মুখচুম্বন করল॥ ১॥ ওগো বড়াই, আমার এই জীবন নিষ্ফল। সেই কৃষ্ণকে আমার কাছে এনে দাও॥ ধ্রু॥ তনুতে চন্দন লেপন করে, (মিষ্টি) কথা বলে, মধুর সুরে আড় বাঁশি বাজাল। আমার সুরতি চাইল, আমি অনুমতি দিলাম না। দ্বিতীয় প্রহরে এই দেখলাম॥ ২॥ তৃতীয় প্রহর রাতে আমি কানাইয়ের কোলে বসে তার মুখ নিরীক্ষণ করলাম। সে মৃদু হাস্য করে আমার মন হরণ করল। মদনের তাড়নায় ব্যাকুল হলাম॥ ৩॥ চতুর্থ প্রহরে কানু আমার অধর (সুধা) পান করল। আমার রতিরস আকাঙ্ক্ষা জাগল। এমন সময়ে দারুণ কোকিল নাদে আমার ঘুম ভাঙল। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩৫১

এ-পদে কবি অত্যন্ত চমৎকারিত্বের সঙ্গে রাধার স্বপ্ন-মিলন ভঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন। গীতটি জ্ঞানদাসের স্বপ্নমিলনের একটি গীতকে মনের মরমকথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ৮॥ ৮॥১০ I-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে দ্বিপংক্তিক চারটি শ্লোকে গীতটি রচিত হয়েছে। ধ্রুব শ্লোকটি ১০॥ ১০ I-মাত্রক দ্বিপংক্তি হিসাবে রচিত।

৩. বিভাষরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

রাধা বড়াইকে।

সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন। আগ বড়ায়ি।
চিত্তে মোর না পড়ে আন। কি হরি হবি॥
হানিল মদন পাঁচ বাণে। আগ বড়ায়ি।
তেঁ মোর দগধ পরাণে। কি হরি হরি॥ ১॥
মুকুলিল কুঞ্জ নেআলী। আগ বড়ায়ি।
আণিআর বনমালী॥ ধ্রু॥

দক্ষিণ মলযা বাঅ বহে।
না জাণো মো কেহ্ন করে গাএ॥
ঝাঁট কবী কাহ্নাঞিঁ আনাওঁ।
রতী সুখেঁ বজনী পোহাওঁ॥ ২॥
এ মোব বাহুব বলএ।
সবখন খসিআঁ পড়এ॥

অণমীষ নয়ন করিআঁ।
বিকলী মো তার বাট চাহিআঁ॥ ৩॥
এবেঁ মোর সংপুন বএসে।
কিকে কাহ্ন করে আমরিষে॥
ঝাঁ[১৯১/খ]ট করী আন কাহ্ন পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো, বড়াই, আমি স্বপ্নে কানাইকে দেখলাম। আমাব চিত্তে আর কাউকে মনে পড়ে না॥ হরি হরি॥ ওগো বড়াই, মদন পঞ্চ বাণ হেনেছে। তাই আমার প্রাণ দগ্ধ হচ্ছে॥ হরি হরি॥ ১॥ কুঞ্জে নব মল্লিকা মুকুলিত হল। ওগো বড়াই। বনমালীকে এনে দাও॥ ধ্রু॥ দক্ষিণ মলয় বাতাস বইছে। জানিনা শরীর কেমন করছে॥ ঝট্ করে কানাইকে এনে দাও। রতিসুখে রজনী পোহাব॥ ২॥ এই আমার বাহুর বলয় সব সময় খসে পড়ছে॥ অনিমেষ নয়নে, ব্যাকুল আমি তার পথের দিকে চেয়ে আছি॥ ৩॥ এখন আমার পূর্ণ বয়স (পূর্ণ যৌবন), কৃষ্ণ কেন অমর্ষ বা ক্রোধ করে॥ ঝট্ করে কানাইকে পাশে নিয়ে এস। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩৫২

রাধা মদনজ্বালায় দগ্ধ হয়ে বড়াইকে অনুবোধ কবছেন, সত্বর কানাইকে এনে দাও, তাব সঙ্গে বতি মিলন সুখ ভোগ কবে বাত কাটাতে চাই। গীতটি ১০ মাত্রক ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পংক্তিতে রচিত হয়েছে। অবশ্য ধ্রুবশ্লোকে দ্বিতীয় পংক্তিতে আট মাত্রা বযেছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ নেআলী : নব মল্লিকা। অনমীষ : নিমেষ বিহীন। সংপুন বএসে : পূর্ণ যৌবনে। আমরিষে : অমর্ষ বা ক্রোধ।

৪. ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকম্বা ॥

বড়াই রাধাকে।

কাহ্নের তাম্বুল রাধা দিলোঁ তোর হাথে।
সে তাম্বুল রাধা তোঁ ভাঁগিলি মোর মাথে॥
এবেঁ ঘুসঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহলী যৌবন॥ ১॥
পাগলী রাধা গোআলিনী গো।
কথাঁ পাব নান্দোযশোদার পো॥ ধ্রু॥

গন্ধ চন্দন রাধা দিলোঁ তোর গাএ।
সে গন্ধ চন্দন মুছিলী বাম পাএ॥
এবেঁ তোঁ গোআলিনী কি বোলসি আর।
কাহ্ন দূর গেল বৃন্দাবনের পার॥ ২॥
বিধর বুয়িলোঁ তোরে কাহ্নের আন্তরে।
তবেঁ বাম করে চড় মায়িলি মোহোরে॥

এবেঁ কাহ্নের আন্তরে তোর প্রাণ জাএ।
তাহাক করিব আহ্মে কমণ উপাএ॥ ৩॥
আনেক কাকুতী করি তোক গোআলিনী।
আতি উতাপঠ হৈল দেব চক্রপাণী॥
এবেঁ নিবারিআঁ থাক আপণার মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস[১৯২/ক] বাসলীগণ॥ ৪॥

রাধা, কানাইয়ের তাম্বুল তোর হাতে দিলাম। সে তাম্বুল তুই আমার মাথায় ভাঙলি॥ এখন ঘুসঘুস্ বা ধিকিধিকি করে তোর মন পুড়ছে। তোর নব যৌবন পুটলি বেঁধে রাখ॥ ১॥ ওগো গোয়ালিনী, পাগলি রাধা, আমি কোথায় নন্দ-যশোদার ছেলেকে পাব? ধ্রু॥ রাধা, তোর গায়ে মাখবার চন্দন গন্ধ দিলাম। তুই বাঁ পায়ে সেই গন্ধ চন্দন মুছে ফেললি। এখন গোয়ালিনী, কি আর বলছিস। কানাই বৃন্দাবনের ওপারে দূরে চলে গেছে॥ ২॥ কানাইয়ের জন্যে তোকে অনেক বলেছি। তখন বাঁ হাতে তুই আমায় চড় মেরেছিস॥ এখন কানাইয়ের জন্যে তোর প্রাণ যায়। আমি তার কি উপায় করব॥ ৩॥ গোয়ালিনী তোকে অনেক মিনতি করে দেব চক্রপাণি (তোর সম্মতি না পেয়ে) অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে॥ এখন নিজের মন নিবারণ করে থাক। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩৫৩

বড়াই রাধার পূর্ব-আচরণ মনে করিয়ে স্নেহপূর্ণ তিরস্কাবেব সঙ্গে তাকে এখন সংযত হয়ে থাকতে বলছে। কাবণ, কৃষ্ণ বৃন্দাবন পেরিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পংক্তিতে রচিত। গীতটি পযাবে বচিত। তবে ধ্রুবশ্লোকটিতে ৬+৬ I-মাত্রক দুটি পংক্তি ব্যবহৃত হযেছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ঘুসঘুসাআঁ : ধিকিধিকি কবে। উতাপঠ : ব্যথিত।

৫. ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

বড়াইকে রাধা।

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলারিবোঁ মোয়ে সিসের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর॥ ১॥
দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদান।
আপণার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন॥ ধ্রু॥

মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তব॥
যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গবলে॥ ২॥
কাহ্ন সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ বতীসিধী।
আঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী॥

এভোহোঁ বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার।
আণিআঁ দিআর মোকে কাহ্ন একবার॥ ৩॥
মাথে শম্ভু সম খোঁপা শিসতে সিন্দূর।
এহা দেখি কেহ্নে কাহ্ন গেলান্ত বিদূর॥
আনাথ করিআঁ মোক কাহ্নাঞিঁ পালাএ।
বাস[১৯২/খ]লী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

বড়াই, এই ধনযৌবন সবই অসার। গজমুক্তার হার আমি ছিঁড়ে ফেলবো॥ সিঁথির সিঁদূর আমি মুছে ফেলবো। বাহুর বলয় ভেঙে চূর্ণ করবো॥ ১ ॥ নিষ্ঠুর বড়াই, আমায় প্রাণ দান কর। নিজের ভাগ্যদোষে কানাইকে হারালাম॥ ধ্রু॥ মাথার চুল মুড়িয়ে ফেলব। —সাগরে চলে যাব। যোগিনীর রূপ ধরে দেশান্তরে চলে যাব॥ যদি কর্মফলে কানাই না মেলে, নিজে হাতে গরল তুলে খাব॥ ২॥ কানাইয়েব সঙ্গে রতি মিলন সাধিত হল না। বিধি আমার আঁচলের ধন হরণ করল॥ বড়াই, এখনো এর প্রতিকার কর। একবার কানাইকে আমার কাছে এনে দাও॥ ৩॥ মাথায় আমার শম্ভুর মত খোঁপা, সিঁথিতে সিঁদূর। তা দেখে কানাই কেন দূরে চলে ৩৫৪
গেল॥ কানাই আমাকে অনাথ করে পালিয়ে গেল। চণ্ডীদাস বাসলী শিরে বন্দনা করে এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

বড়াইয়ের কাছে রাধার বিলাপ এবং কৃষ্ণকে এনে দেবার জন্যে অনুনয়। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়াব পংক্তিতে বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ শংখচুর : চূর্ণবিচূর্ণ। দারুণী : নিষ্ঠুর।

৬. ভৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

বড়াই রাধাকে।

কাল কাহ্নাঞিঁ কঠিন তার আন্তব ল
বোলেঁ চালেঁ না আইসে তোর থানে।
তোহ্মার নেহাত লাগিআঁ আনেক সন্তাপ পাআঁ
গেল কাহ্নাঞিঁ সে বৃন্দাবনে॥ ১॥
নিবারিআঁ থাক নিজ মনে।
আপণা রাখিআঁ কাহ্ন এবেঁ গেলা নিজ থান
তাক পাইব কেমনে॥ ধ্রু॥

তোর চবিত্র ভাবিআঁ আন্তর দগধ হআঁ
ভাল মন্দ কিছু না মানিআঁ।
প্রতিজ্ঞা কবিআঁ কাহ্নে গেল মাঝ বৃন্দাবনে
তোব নেহে তিলাঞ্জলী দিআঁ॥ ২॥
কমণ সুধিএঁ যাইবোঁ কথাঁ তার লাগ পাইবোঁ
আপণেঞিঁ বোল সুবদনী।

আশেষ প্রকার করী আণি দেব মুরারী
তবেঁ তাক আগো গোআলিনী॥ ৩॥
নটক সে গদাধরে অশেষ মুরুতী ধরে
কোণ চিহ্নে পাইবোঁ উদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল আনন্ত[১৯৩/ক] বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

কানাই কালো, তার অন্তর কঠিন। বোল-চালে তোর কাছে আসে না। তোমার প্রেমের জন্যে অনেক দুঃখ পেয়ে বৃন্দাবনে চলে গেছে॥ ১॥ নিজের মনকে নিবারণ করে থাক। নিজের মান রেখে কানু এখন নিজস্থানে গেছে। তাকে কেমন করে পাবে? ধ্রু॥ তোর চরিত্র ভেবে অন্তরে দগ্ধ হয়ে, ভাল-মন্দ কিছু না মেনে, প্রতিজ্ঞা করে, তোর প্রেমে তিলাঞ্জলি দিয়ে মাঝ বৃন্দাবনে চলে গেছে॥ ২॥ কেমন ভাবে, কাকে জিজ্ঞাসা করে যাব (অর্থাৎ পথের খোঁজ পাব)। কোথায় গেলে তার নাগাল পাব, সুবদনী তুমিই তা বলে দাও। ওগো গোয়ালিনী, তবে অনেক প্রকারে চেষ্টা করে মুরারীকে তোমার কাছে এনে দেব॥ ৩॥ নটকরূপী সেই গদাধরে অশেষ মূর্তি ধরে, কোন চিহ্নে তার হদিস পাব। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩৫৫

বড়াই রাধাকে প্রবোধ দিচ্ছে। কৃষ্ণ বহুরূপী, কি করে, কোন্ চিহ্নে তাকে চিনব, কোথায তাব হদিস পাব,—এসব বলে দাও, তবে যে কবেই হোক তাকে ধরে নিয়ে আসব। গীতটি ৮॥৮॥১০ I-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদীতে বচিত হয়েছে। চাবটি দ্বিপংক্তিক শ্লোকসহ, একটি ১০॥৮॥৮॥১০ I-মাত্রক ধ্রুবশ্লোকে গীতটি রচিত হযেছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ নেহে : স্নেহে, প্রেমে। সুধিএঁ : খোঁজ করে। লাগ : নাগাল।

৭. কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

রাধা ও বড়াইয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

আয়িস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ।
সহিতেঁ নারোঁ মনমথবাণ ॥ ১ ॥
কথাঁ মনমথ কথাঁ সে বাণ।
কোমণ বাণেঁ লএ পরাণ ॥ ২ ॥
বসন্ত কালে কোকিল রাএ।
মণে মনমথ সে বাণ তাএ ॥ ৩ ॥
আহ্মার বোল সাবধান হয়।
বাহির চন্দ্রকিরণে সোঅ ॥ ৪ ॥
কি সুতিব আহ্মে চন্দ্রকিবণে।
আধিকেঁ বড়ায়ি দহে মদনে ॥ ৫ ॥
মোর বোল তোঁ মণে পরিভায
সিতল চন্দন আঙ্গে বুলাঅ ॥ ৬ ॥
পোড়ে কলেবর সেই চন্দনে।
আহ্মা নিআঁ যাহ সেই বৃন্দাবনে ॥ ৭ ॥
বাঘ ভালুকে আতি গহনে।
কেমণে যাইবেঁ সে বৃন্দাবনে ॥ ৮ ॥
বাঘ ভালুকে বা আহ্মাক খাউ।
কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে পরাণ জাউ ॥ ৯ ॥
যমুনা বহে খরতর ধার।
কেমতেঁ তাহাত হইবেঁ পার ॥ ১০ ॥
যবেঁ ডুবিআঁ মরোঁ যমুনাতরঙ্গে।
তবেঁ লয়িবোঁ গিআঁ কাহ্নের সঙ্গে[১৯৩/খ] ॥ ১১ ॥
পরিহর রাধা কাহ্নের আশে।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১২ ॥

রাধা। ওগো বড়াই, এসো, আমার প্রাণ রাখ। মন্মথ বাণ আর সইতে পারছি না ॥ ১ ॥
বড়াই। কোথায় মন্মথ, কোথায় সেই বাণ? কোন্ বাণে প্রাণ নেয়? ২ ॥
রাধা। বসন্তকালে কোকিল ডাকে। মনে মন্মথ, কোকিলের ডাক তার বাণ ॥ ৩ ॥
বড়াই। আমার কথায় সাবধান হও। বাইরে চন্দ্রকিরণে শয়ন কর ॥ ৪ ॥
রাধা। আমি চন্দ্রকিরণে কি শোব? মদনের দহন আরও বেড়ে যায় ॥ ৫ ॥
বড়াই। আমার কথা যদি তোমার মনে ধরে, অঙ্গে শীতল চন্দন বুলাও ॥ ৬ ॥
রাধা। সেই চন্দনে দেহ পোড়ে, আমাকে সেই বৃন্দাবনে নিয়ে চল ॥ ৭ ॥
বড়াই। সেই গহন বনে অনেক বাঘ-ভালুক। কেমন করে সেই বৃন্দাবনে যাবে? ৮ ॥
রাধা। বাঘ-ভালুক না হয় আমায় খাক। কানাই-এর জন্যে পরাণ যাক ॥ ৯ ॥
বড়াই। খর ধারায় যমুনা বইছে। কি করে তা পার হবে? ১০ ॥
রাধা। যদি যমুনার ঢেউতে ডুবে মরি, তাহলে কানাইয়ের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হব ॥ ১১ ॥
বড়াই। রাধা, কানাইয়ের আশা ত্যাগ কর। বাসলীকে বন্দনা করে এ-গীত চণ্ডীদাস গাইলেন ॥ ১২ ॥

৩৫৬

রাধা ও বড়াইয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি। রাধা কৃষ্ণ মিলনের আকাঙ্ক্ষায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বড়াইকে বলছে, আমায় যমুনা পার করে বৃন্দাবনে নিয়ে চল ॥ বড়াই বলছে, সেটা সম্ভব নয়, যমুনায় খর বেগে স্রোত বইছে। বৃন্দাবনেও বাঘ ভাল্লুকের উৎপাত। তুমি কানাইয়ের আশা ত্যাগ কর। গীতটি ৬ ॥ ৫ ।-মাত্রক একাবলী : ২টি শ্লোকে (২৪ পংক্তিতে) রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ সোঅ : শোও, শয়ন কর। পরিভায : প্রত্যয় থাকে। বুলাঅ : বুলাও, লেপন কর।

৮. বিভাষরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকম্বা ॥ দণ্ডকঃ ॥

রাধা বড়াইকে।

শত পল সোনা বড়ায়ি লআঁ সে মেল।
প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে চল ॥ ১ ॥
কাল কাহ্নাঞিঁ মাথাতে ঘোড়াচুলে।
এহি চিহ্নে কাহ্নাঞিঁকে চাইহ গোকুলে ॥ ২ ॥
সুগন্ধ চন্দনে বড়ায়ি লেপিআঁ গাএ।
করেঁ করতাল মধুর বাঁশী বাএ ॥ ৩ ॥
কাল কাহ্নাঞিঁ গাএ ধরে পীত বাসে।
ষোল শত গোপীজন যাএ তার পাশে ॥ ৪ ॥
নেত ধড়ী পিন্ধি আগু পাছু লাম্বাএ।
চরণে নূপুর রুণুঝুনু কাড়ে রাএ ॥ ৫ ॥
কপুরবাসিত বড়ায়ি নেহ গুআ পান।
শকতি করিআঁ চাহিআঁ আন কাহ্ন ॥ ৬ ॥
আগেত চাইহ বড়ায়ি বসুলের ঘরে।
আবাল চরিত্র কাহ্ন মায়া বড় করে ॥ ৭ ॥

তথাঁ না পাইলেঁ চাইহ যশোদার কোলে।
মায়া পাতে কাহ্নাঞিঁ তথাঁ নিন্দভোলে ॥ ৮ ॥
তথাঁ না [১৯৪/ক]পাইআঁ চাইহ যমুনার কূলে।
বাছু রাখিবারেঁ কাহ্ন জাএ সে গোকুলে ॥ ৯ ॥
তথাঁ না পাইআঁ চাইহ যমুনার ঘাটে।
শিশু সঙ্গে বেড়াএ সে যমুনানিকটে ॥ ১০ ॥
বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ চাইহ ভালমতে।
তরুগণে চড়ে কাহ্ন নানা ফল খায়িতে ॥ ১১ ॥
হাথতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে।
তথাঁ চাইহ নারদ মুনি সঙ্গে ॥ ১২ ॥
তথাত চাহিআঁ না পাহ যবে কাহ্ন।
তবেঁস চাইহ বড়ায়ি গোপগণ থান ॥ ১৩ ॥

তথাঁহোঁ চাহিআঁ চাইহ অশঙ্কেত থানে।
গোপীগণ লআঁ কিবা করে নিধুবনে ॥ ১৪ ॥
তথাঁহোঁ চাহিআঁ যবেঁ না পাহ গোপালে।
তবেঁসি চাইহ গিআঁ ভাগীরথীকূলে ॥ ১৫ ॥
তথাঁহোঁ না পাইলেঁ চাইহ সাগরের ঘরে।
সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে ॥ ১৬ ॥
তথাঁ গেলেঁ যবেঁ বড়ায়ি না পাহ কাহ্নে।
তবেঁস পুছিহ বড়ায়ি সব জন থানে ॥ ১৭ ॥
তবেঁ সুধি পাইবেঁ যথা বসে[১৯৪/খ] জগন্নাথে।
আদি আন্ত,কথা সব কহিল তোহ্মাতে ॥ ১৮ ॥
তোর বোলেঁ কাহ্ন মোর আসিবেক পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৯ ॥

বড়াই, শতপল (৪০০ ভরি) সোনা নিয়ে প্রাণনাথ কানাইয়ের উদ্দেশ্যে চল ॥ ১ ॥ কালো কানাইয়ের মাথায় ঘোড়াচুল, এই চিহ্নে গোকুলে কানাইকে খোঁজ করবে ॥ ২ ॥ সে গায়ে সুগন্ধ চন্দন মেখে, হাতে করতাল এবং (মুখে) মধুর বাঁশি বাজায় ॥ ৩ ॥ কালো কানাই গায়ে পীতবাস ধরে, তার পাশে ষোলশত গোপী যায় ॥ ৪ ॥ রেশমের বস্ত্র পরিধানে, —সামনে পিছনে নামিয়ে দেওয়া, পায়ে নূপুর রুণুঝুণু শব্দ মুখরিত ॥ ৫ ॥ বড়াই, কর্পূরের গন্ধ দেওয়া গুয়া পান (সুপুরি পান) নিয়ে নাও। চেষ্টা করে কানাইকে খুঁজে আনো ॥ ৬ ॥ বড়াই, তুমি আগে বসুলের ঘরে খোঁজ করবে। কানাইয়ের বালকস্বভাবে (সকলেই) তাকে মায়া করে ॥ ৭ ॥ সেখানে না পেলে যশোদার কোলে খোঁজ করবে। সেখানে নিদ্রাবশে কানাই মায়ার জাল পাতে ॥ ৮ ॥ সেখানে না পেলে যমুনার কূলে দেখবে। বাছুর চরাতে

বৃন্দাবনে ভালভাবে কানাইয়ের কানাই সেই গোকুলে যায় ॥ ৯ ॥ সেখানে না পেলে যমুনার ঘাটে খোঁজ করবে। শিশুদের সঙ্গে সে যমুনার কাছে বেড়ায় ॥ ১০ ॥ বৃন্দাবনে ভালভাবে কানাইয়ের খোঁজ করবে। সেখানে কানাই ফল খেতে নানা গাছে চড়ে ॥ ১১ ॥ হাতে লগুড় (পাচনী), চমৎকার সুরে বাঁশি বাজায়, নারদ মুনির সঙ্গে তাকে খোঁজ করবে ॥ ১২ ॥ সেখানে যদি কানাইকে না পাও তবে তাকে গোপগণের স্থলে খোঁজ করবে ॥ ১৩ ॥ সেখানেও না পেলে সংকেত স্থানে দেখবে সে গোপীদের নিয়ে নিধুবনে কেলি করছে কিনা ॥ ১৪ ॥ সেখানেও খোঁজ করে যদি গোপালকে না পাও তবে ভাগিরথী কূলে গিয়ে খোঁজ করবে ॥ ১৫ ॥ সেখানেও না পেলে সাগরের ঘরে খোঁজ করবে। সাগরের গোয়ালে তার খবর সত্বর নেবে ॥ ১৬ ॥ সেখানেও যদি বড়ায়ি, কানাইকে না পাও, তাহলে সকলের কাছে বড়াই, গিয়ে খোঁজ নেবে ॥ ১৭ ॥ এই ভাবে খোঁজ করলে জগন্নাথ কোথায় বসে তা জানতে পারবে ॥ আদি অন্ত সব কথা তোমায় বললাম ॥ ১৮ ॥ তোর কথাতেই কানাই আমার কাছে আসবে। বাসলী শির বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ১৯ ॥

৩৫৭

রাধা কৃষ্ণের খোঁজে বড়াইকে পাঠাতে চাচ্ছে। সম্ভাব্য কোথায় কোথায় তার হদিস মিলতে পারে সব বিশদভাবে বলে দিচ্ছে। গীতটি দীর্ঘ, ১৯টি পয়ার শ্লোকে ৩৮ পংক্তিতে রচিত। ধ্রুবশ্লোক নেই।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ শতপল : ৪০০ ভরি। শকতি করিআঁ : চেষ্টা করে। লগুড় : পাচনি, লাঠি। অশঙ্কেত থানে : সঙ্কেত স্থানে।

৯. ভৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

বড়াই রাধাকে।

মোঞঁ ত সুন্দরি রাধা আতি বড় বুঢ়ী ল
বেড়ায়িতেঁ মোতে বল নাহীঁ।
মোঞঁ যে বোলোঁ উত্তব তাত আনুমতি কর
আপণেঞিঁ চাহ ত কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
রাধা ল।
না হেলিহ বচন আহ্মারে।
যে পথেঁ উদ্দেশ পাহা সে পথেঁ আপণে যাহা
তবেঁ কাহ্নাঞিঁ মেলিব তোহ্মারে ॥ ধ্রু ॥

চাহিতেঁ চাহিতেঁ যবেঁ সে কাহ্নুর লাগ পাহ
তবেঁ তাক বুলিহ বিনএ।
আঅর বোলোঁ উপাএ ধরিহ তাহার পাএ
তবেঁ তোকে হয়িবে সদএ ॥ ২ ॥
কাহ্নেব উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মথুরা পুরী
নানা গিরী কন্দর বনে।

বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে ॥ ৩ ॥
চল তোঁ মথুরা পুরী[১৯৫/ক] তথাঁ তোকে পাইবে হরী
না ছাড়িহ রাধা তার পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

সুন্দরী রাধা, আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছি। চলবার মত শক্তি নেই। আমি যা বলি তাতে অনুমতি কর (বা সম্মত হও)। নিজেই কানাইয়ের সন্ধান কর ॥ ১ ॥ ওগো রাধা, আমার কথায় অবহেলা কোরো না। যে পথে খোঁজ পাও, সে পথে নিজে যাও, তাহলেই কানাইয়ের দেখা পাবে ॥ ধ্রু ॥ খোঁজ করতে করতে যখন কানাইয়ের নাগাল পাবে, তখন বিনয়ের সঙ্গে তাকে বোলো। আরও তোমায় উপায় বলি, তার পায়ে ধোরো, তাহলে সে সদয় হবে ॥ ২ ॥ কানাইয়ের খোঁজ করে মথুরাপুরীতে ভ্রমণ করবে, বিভিন্ন গিরি-কন্দরে, বনে ঘুরবে। যত্ন করে চণ্ডীর পূজা মানবে, তাহলে তার দর্শন পাবে ॥ ৩ ॥ মথুরা পুরীতে চল, সেখানে তুই হরিকে পাবি, রাধা, (তখন) তার সঙ্গ ছেড়ো না। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৩৫৮

বড়াই রাধাকে বোঝাচ্ছে, সে অত্যন্ত বুড়া হয়েছে, এত ঘোরার মত শক্তি নেই। রাধা নিজেই মথুরার পথে যাক, তার দেখা পাবে। তার পায়ে পড়লে এবং মিষ্ট কথা বললে কানাই তাকে ফেলতে পারবে না। গীতটি ৮ ॥ ৮ ॥ ১০ [-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদীতে, চারটি দ্বিপংক্তিক স্তবকে রচিত। প্রথম স্তবকের পর ধ্রুব স্তবকটিতে ১০ ॥ ৮ ॥ ৮ ॥ ১০ [-মাত্রক দুটি পংক্তি (যথাক্রমে একপদী + ত্রিপদী) রয়েছে। তাছাড়া, শেষ পংক্তিটি ৬ ॥ ৬ ॥ ১২ [-মাত্রক রাখা হয়েছে। লক্ষণীয়, ভণিতায় অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস বলা হয়েছে। 'অনন্ত' খুব অল্প কয়েকটি গীত ভণিতায় মিলছে।

১০. মালবরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধা বড়াইকে।

দধি দুধে সজাইআঁ চুকে।
সুণ বড়ায়ি ল।
জাইবোঁ হাট মথুরাক বিকে॥ নাএ ॥
আল হের।
না বিকাএ যদি দুধ তথাঁ।
সুণ বড়ায়ি ল।
তভোঁ কাহ্নাঞিঁ সমে হৈবে কথা॥ নাএ ॥ ১ ॥

আল হের।
মথুরার নামে প্রাণ ঝুরে।
সুণ বড়ায়ি ল।
সাদ লাগে কাহ্নাঞিঁ দেখিবারে॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
পিন্ধি বউল পুষ্পের হার।
কন্নত কুণ্ডল হিরার ধাব॥
পিন্ধিআঁ আমূল পাটোলে।
কাহ্নাঞিঁ দেখি পডি গেলোঁ ভোলে॥ ২॥

যেই খনে কাহ্নাঞিঁ দেখিবোঁ।
তখনেই তাক না এড়িবোঁ॥
যোগী যোগ চিন্তে যেহ্নমণে।
কাহ্নাঞিঁ ছাড়ী না জাণো মো আনে॥ ৩॥
না শুনিলোঁ তোহ্মার বচনে।
না খাইলোঁ কাহ্নের গুআ পানে॥
যত কৈল সব মতিমো[১৯৫/খ]ষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ওগো বড়াই, শোনো, দধি দুধে (পসরা) সাজিয়ে নিয়ে, মথুরার হাটে বিক্রী করতে যাব॥ আর দেখ, যদি সেখানে দুধ বিক্রী না হয়, শোনো বড়াই, তবু তো কানাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে॥ ১ ॥ আর দেখ, মথুরার নাম শুনেই প্রাণ কাঁদে। ওগো বড়াই শোনো, কানাইকে দেখবার জন্যে সাধ জাগে॥ ধ্রু॥ বকুল ফুলের হার গলায় পরা, কানে হীরার ঝালর দেওয়া কুণ্ডল পরা, অমূল্য পট্টবস্ত্র পরিহিত কানাইকে দেখে ধাঁধাঁয় পড়ে গেলাম॥ ২॥ যখন কানাইকে দেখব. তাকে আর ছাড়ব না। যোগী যেমন মনে যোগচিন্তা করে, আমিও কানাই ছাড়া আর কিছু জানব না॥ ৩॥ (তখন) তোমার কথা শুনিনি, কানাইয়ের পান-সুপুরী খাইনি॥ যা কিছু সব ৩৫৯
বুদ্ধিভ্রংশের জন্যে করেছি। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

রাধার আত্ম অনুশোচনা এবং বড়াইয়ের পরামর্শে দুধ-দৈ বিক্রী করতে মথুবা যাবাব সংকল্প। গীতটি ১০॥ ১০I-মাত্রক দ্বিপংক্তিক পাঁচটি শ্লোকে বচিত। দ্বিতীয় শ্লোকটি ধ্রুবশ্লোক। সুন বড়াই ল, নাএ, আল হের জাতীয় ধুয়া পংক্তিশেষে ব্যবহৃত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ চুকে : চুকিয়ে, সমাপ্ত করে। নাএ : কথাব ধুয়া। সাদ লাগে : সাধ জাগে। পাটোলে : পট্টবস্ত্র। মতিমোষে : বুদ্ধির দোষে।

১১. ভাঠিআলীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

রাধা বড়াইকে।

যে না দিগেঁ গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি গো॥
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জাণী॥ আল॥
এবেঁ মোর মণের পোড়নী। আল বড়ায়ি গো।
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী॥ আল॥ ১॥
কমন উদ্দেশে মো জাইবোঁ। আল বড়ায়ি গো।
কথাঁ না সুন্দর কাহ্ন পাইবোঁ॥ আ॥ ধ্রু॥
মুকুলিল আম্ব সাহারে।
মধুলোভেঁ ভ্রমর গুঞ্জরে॥

ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।
যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ॥ ২॥
দেব অসুর নরগণে।
বস হএ মনমথবাণে॥
না বসএ তথাঁ কি মদনে।
যে দিগেঁ বসে নারায়ণে॥ ৩॥
পীন কঠিন উচ তনে।
কাহ্নাঞিঁ পাইলেঁ দিবোঁ আলিঙ্গণে॥

তভোঁ যদি এড়ে দামোদরে।
তা দেখিতেঁ প্রাণ জাএব মোরে॥ ৪॥
না শুনিলোঁ কাহ্নাঞিঁর বোলে।
না নয়িলোঁ কাহ্নাঞিঁর তাম্বুলে॥
যত কৈলোঁ সব মতিমোষে।
গাই[১৯৬/ক]ল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৫॥

ওগো, বড়াই গো, চক্রপাণী যেদিকে গেল, সে দিক কি বসন্ত জানে না? ওগো, বড়াই গো, এখন আমার মনের পোড়ানী যেন কুমারের পণী (মৃৎপাত্র পোড়াবার চুল্লী)॥ ১॥ ওগো, বড়াই গো, আমি কোন দিকে যাব? কোথায় সুন্দর কানাইকে পাব? ধ্রু॥ আমের শাখা মুকুলিত হয়েছে। মধুলোভে ভ্রমর গুঞ্জন করছে। ডালে বসে কোকিল কূজন করছে। (সেই কূজন) যেন বজ্রাঘাতের মত লাগছে॥ ২॥ দেব, অসুর এবং নর সকলেই মন্মথ বাণে আহত হয়। নারায়ণ যে দিকে বাস করে মদন কি সেদিকে থাকে না? ৩॥ পীন কঠিন উচ্চ স্তনে, কানাইকে পেলে আলিঙ্গন করব। তবু যদি দামোদর আমায় এড়াতে চায়, তা দেখে আমার প্রাণ যাবে॥ ৪॥ (তখন) কানাইয়ের কথা শুনিনি, কানাইয়ের তাম্বুল নিইনি॥ বুদ্ধির দোষে এত সব করেছি। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৫॥ ৩৬০

বড়াইয়ের কাছে রাধার আক্ষেপোক্তি। গীতটি দশমাত্রক, চতুষ্পংক্তিক পাঁচটি শ্লোকসহ, একটি দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে বচিত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্লোকটিতে ক / গ / ঘ-এর ধ্বনি অনুপ্রাস লক্ষণীয়।

দুরূহ শব্দার্থ॥ কাঢ়ে রাএ : রব করে। বস হএ : আহত হযে। মতিমোষে : বুদ্ধিব দোষে।

১২. ধানুষীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বড়াই রাধাকে।

তোকে তত্ব বোলোঁ চন্দ্রাবলী।
যোড়হাথ করী বনমালী॥
তাত বড় পাইল আপমান।
তেঁসি তোহ্মা ছাডী গেল কাহ্ন॥ ১॥
এবেঁ তোর বিরহপোড়নী। আল।
কথাঁ গিআঁ পাইব চক্রপাণী॥ ধ্রু॥

তোব সখিজন হেন চাহে।
কাহ্নাঞিঁ তেজুক তোহোব নেহে॥
তবেঁ কাহ্নাঞিঁ লআঁ বৃন্দাবনে।
কেলি করে সেহি গোপীগণে॥ ২॥
ষোলহ সহস্র গোপী লয়িআঁ।
বৃন্দাবন মাঝত বসিআঁ॥

নানা রসে বসে বনমালী।
তোহ্মাক বঞ্চিআঁ চন্দ্রাবলী॥ ৩॥
আইস রাধা যাই বৃন্দাবনে।
তবেঁ তার পাব দরশনে॥
তবেঁ তোরে কাহ্ন বা সম্ভাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

চন্দ্রাবলী তোকে সত্যকথা বলি। বনমালী (তোর কাছে) জোড় হাত করে খুব অপমানিত হয়েছে। তাই কানু তোকে ছেড়ে গেছে॥ ১॥ এখন তোর বিরহের পোড়ানী। চক্রপাণিকে আমি কোথায় গিয়ে পাব॥ ধ্রু॥ তোর সখিজনেরা চাইছে, কানাই তোর প্রেম ত্যাগ করুক॥ তখন কানাইকে নিয়ে গোপীরা বৃন্দাবনে কেলি করবে॥ ২॥ ষোল সহস্র গোপীকে নিয়ে মাঝ বৃন্দাবনে বসে, নানা রসে-বশে বনমালী বসে রয়েছে। চন্দ্রাবলী তোকেই বঞ্চিত করেছে॥ ৩॥ রাধা, এস, বৃন্দাবনে যাই, তাহলে তার দর্শন পাব। তখন হয়তো বা কানাই সম্ভাষণ করতে পারে। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩৬১

বড়াই খবর এনেছে, কানাই বাধার কাছে অপমানিত হয়ে তাকে ছেড়ে ষোলসহস্র গোপীদেব নিয়ে মাঝ বৃন্দাবনে কেলি কবছে। সুতবাং সেখানে যাওয়া ভাল, তাহলে হয়তো কানাই তাকে সম্ভাষণ করতে পারে। লক্ষণীয়, কবি কোথাও গোপীদের সংখ্যা ষোলশত বলছেন, কখনো আবাব ষোল সহস্র বলছেন। গীতটি ১০ মাত্রক ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

স. ২॥ অশরীরশরঃ কৃশিতাঙ্গলতা
বিততাধিযুতা গতসাততিতিঃ।
পরিচিন্ত্য চিরং চরিতানি[১৯৬/খ] হরে-
রভিমন্যুজনী জরতীমবদৎ॥

অনঙ্গশরে কৃশিতাঙ্গী, মনোবেদনায় পীড়িতা, নিরানন্দা অভিমন্যু পত্নী অনেকক্ষণ হরির চরিত্র চিন্তা করে জরতীকে বললেন।

১৩. ললিতরাগঃ॥ একতালী॥

বড়াইকে রাধা।

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥ ১॥
বড়ায়ি গো॥
কত দুখ কহিব কাঁহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল লু
মোঞঁ নারী বড় আভাগিনী॥ ধ্রু॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পো আুলে
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞঁ বিকাসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ॥ ২॥
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে॥ ৩॥
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী
বড়ায়ি
মোকে নেহ কাহ্নাঞিঁর পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দীআঁ
গাইল বড়ু [১৯৭/ক]চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

সে আমাকে উপেক্ষা করে অন্য (রমনী)-কে নিয়ে বৃন্দাবনে
বড়াই, যে কানাইয়ের জন্য আমি আর কিছু চাইনি, লঘু গুরুজন মানিনি, এখন দেখতে পাচ্ছি, সে আমাকে উপেক্ষা করে অন্য (রমনী)-কে নিয়ে বৃন্দাবনে
বড়াই, যে কানাইয়ের জন্য আমি আর কিছু চাইনি, লঘু গুরুজন মানিনি, এখন দেখতে পাচ্ছি, আমার ভাগ্যে তা শুকিয়ে গেল। আমি বড়ই অভাগিনী নারী॥ ধ্রু॥ নন্দের
সময় কাটাচ্ছে॥ ১॥ বড়াই, দুঃখের কাহিনী কত বলব? সরোবর বলে ঝাঁপ দিলাম, আমার ভাগ্যে তা শুকিয়ে গেল। আমি বড়ই অভাগিনী নারী॥ ধ্রু॥ নন্দের
নন্দন, যশোদার ছেলে, তার সঙ্গে প্রেম বাড়ালাম। যে কাজ গোপন রাখা উচিত, তা আমি প্রকাশ করলাম, তার উচিত ফল পেলাম॥ ২॥ আমার স্বামী দুর্বার,
বিশাল গোপাল। আর ননদিনী প্রতি কথায় দোষ খোঁজে। সব গোপীরা আমার (মাথায়) কলঙ্ক তুলে দিল যে, রাধা কানাইয়ের সঙ্গেই রয়েছে॥ ৩॥ এত সব, আমি
কানাইয়ের জন্যেই সহ্য করলাম। বড়াই, আমায় কানাইয়ের পাশে নিয়ে চল। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩৬২

বড়াইয়ের কাছে রাধার আক্ষেপোক্তি এবং অনুনয়, আমায় কৃষ্ণের কাছে নিয়ে চল। গীতটি ৮॥ ৮॥ ১০ ।-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদী, চারটি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে রচিত। প্রথম শ্লোকের পর ১০॥ ৮॥ ৮॥ ১০ ।-পংক্তিক ধ্রুবশ্লোক রয়েছে।

১৪. বঙ্গালরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বড়াই রাধাকে।

হরি হরি।
আসুখ না কর তোহ্মে শুন গোআলী।
নিকট মেলিব তোব প্রিয বনমালী॥
হরি হরি।
মলিন না কর রাধা চান্দসম মুখ।
তোর দেহগতি দেখি মোতে লাগে দুখ॥ ১ ॥
হৃদয়ে ভবস কর থাক মোব থানে।
আপণে মেলিব তোক গোকুলেব কাহ্নে॥ ধ্রু॥

আইস মোব সঙ্গে বাধা যাই বৃন্দাবনে।
চাহি কুঞ্জে কুঞ্জে তোব প্রিয নাবাযণে॥
বাবতা পুছিউ বাধা সব জন থানে।
আবসি দেখিল কেহো শ্রীমধুসূদনে॥ ২॥
কেমনে বেডাএ কাহ্ন কিবা রূপ ধবে।
একেঁ একেঁ সব কথা কহ তোঁ আহ্মাবে॥

আবসে জাণিব কেহো যথাঁ বসে কাহ্নে।
পুছিতেঁ পুছিতেঁ তার পাব দবশনে॥ ৩॥
কিবা জল কিবা থল কিবা বৃন্দাবনে।
গরু বাখে কিবা বনে নান্দেব নন্দনে॥
সব ঠাই চাহিআঁ আণিব[১৯৭/খ] শ্রীনিবাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

শোনো গোয়ালী, তুমি মন খারাপ কোরো না। প্রিয বনমালী তোব কাছে মিলিত হবে॥ বাধা, তোমার চাঁদ সম মুখ মলিন কোরো না। তোর দেহেব অবস্থা দেখে আমাব দুঃখ হয়॥ ১ ॥ মনে ভরসা বেখে আমাব কাছে থাক। গোকুলেব কানাই নিজে এসে তোব সঙ্গে মিলিত হবে॥ ধ্রু॥ রাধা, আমার সঙ্গে এস; চল বৃন্দাবনে যাই। কুঞ্জে কুঞ্জে তোব প্রিয নারাযণেব খোঁজ কবি॥ সকলেব কাছে, বাধা, তাব কথা জিজ্ঞাসা করি। অবশ্যই কেউ না কেউ তাকে দেখে থাকবে॥ ২ ॥ কানাই কেমনভাবে বেড়ায়, কেমন রূপ ধাবণ কবে, একে একে সব কথা আমায বল দেখি॥ কানাই কোথায় বসে অবশ্যই কেউ না কেউ জানবে। জিজ্ঞাসা করতে করতে তাব দেখা পাব॥ ৩ ॥ নন্দ-নন্দন জলে, স্থলে বা বৃন্দাবনে থাকে, বা বনে গরু চবায, সব স্থানে খোঁজ কবে শ্রীনাথকে তোমাব কাছে নিযে আসব। বাসলী শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥

৩৬৩

রাধার দুঃখ দেখে বড়াই তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। জলে স্থলে, বৃন্দাবনে বা গোচাবণ ভূমিতে যেখানেই কানাই থাকুক তাকে তোমাব কাছে নিযে আসব। চল, আমবা তাব খোঁজে বৃন্দাবনে যাই। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পযাব পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ আবসি / আবসে · অবশ্যই।

১৫. ললিতরাগঃ ॥ একতালী ॥

বাধা বড়াইকে।

ময়ূরপুছে বান্ধি চূড়া   কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া
কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা।
দেহ নীল মেঘ ছটা   গন্ধ চন্দনেব ফোটা।
যেন উযে গগনে চান্দ গোটা॥ ১॥
দূতা ল
তোহ্মে কি দেখিলেঁ কৃষ্ণ জাযিতেঁ। আ।
এ বাটে জায়িতেঁ   গায়িতেঁ নান্দেব পোঅ
হাসিতেঁ এ বাঁশী বোলাযিতেঁ॥ ধ্রু॥

নির্ম্মল কমল বঅনে   নীল উতপল নযনে
বতন কুণ্ডল শোভে কন্নে।
মাণিক দশন যুতী   গিএ শোভে জগমুতী
জীএ বাহি তাব দবশনে॥ ২॥
চন্দন চর্চ্চিত গাএ   ঘাঘব মগব পাএ
হেন বশে হেন দবশনে।

নেত পবিধান লাসী   হাথে মৌহাবী বাঁশী
সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে॥ ৩॥
মোএঁত আভাগিনী বাহী   তেঁসি হাবাযিলোঁ কাহ্নাঞিঁ
এবেঁ তাক চাহি বন দেশে।
তথাঁ[১৯৮/কা]ত পাইব সুধী   বডাযি তোহ্মাব বুধী
গাইল বডু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ময়ূবপুচ্ছে চূড়া বাঁধা, কেশপাশে বন্ধন দেওযা, কনককুসুমে জটা বাঁধা। দেহে নীল মেঘেব ছটা, কপালে গন্ধ চন্দনেব ফোঁটা। যেন পূর্ণচাঁদ গগনে উদিত॥ ১॥ ওগো দূতী, এই কৃষ্ণকে তুমি যেতে দেখেছ কি? তুমি নন্দ নন্দনকে গাইতে, হাসতে হাসতে বাঁশি বাজাতে বাজাতে যেতে দেখেছ কি? ধ্রু॥ নির্মল কমল বদন, নয়ন যেন নীল পদ্ম, কর্ণে বতন কুণ্ডল শোভিত। দন্তেব জ্যোতি মাণিকেব মত, গলায গজমুক্তা শোভিত, এই রূপে তাব দর্শন লাভ কবে বাধা জীবন ফিবে পায়॥ ২॥ তাব দেহ চন্দন চর্চিত, পায়ে মকরমুখ ঘাঘব, এমন বেশ, এমন দর্শন তাব। মূল্যবান পট্টবসন পবিধানে, হাতে মধুকবী বাঁশি, সেই কৃষ্ণ গগনে চলে গেল (অর্থাৎ অদৃশ্য হযে গেল।)॥ ৩॥ আমি অভাগিনী বাধা, তাই কানাইকে হাবালাম। এখন বনদেশে (বৃন্দাবনে) তাব খোঁজ কবছি। ওগো বডাই, তোমাব বুদ্ধি নিয়ে সেখানে খোঁজ কবে তাকে পাব। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

বাধা বডাইয়েব কাছে কৃষ্ণরূপ বর্ণনা কবছেন। বডাইযেব পবামর্শ শুনে তাকে খুঁজে পাবেন আশা কবছেন। গীতটি ৮॥ ৮॥ ১০। -মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদী চাবটি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে বচিত। প্রথম শ্লোকেব পব ১০॥ ৮॥ ৮॥ ১০। মাত্রক ধ্রুবশ্লোক সংযোজিত হযেছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ যুতী জ্যোতি। গিএ গলায। জীএ জীবন লাভ কবে। ঘাঘব মগব পাএ মকবমুখ ঘাঘব পাযে। লাসী মূল্যবান বস্ত্র।

১৬. কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

বড়াই রাধাকে।

তোহ্মে ত নাতিনী মোর পরাণ সমান।
তোহ্মার থানত মো না বুলিবোঁ আন ॥
আবসি আইসে কাহ্ন কদমের তলে।
হাথত লগুড় করী রাখএ গোকুলে ॥ ১ ॥
চল চল গোআলিনী যমুনার কুলে।
আবসী পাইবী তথাঁ বালগোপালে ॥ ধ্রু ॥

কিবা বাতী কিবা দীন মাঝ বৃন্দাবনে।
নানা ফুল নানা ফল খাএ নাবাযণে ॥
গোপযুবতী সমে করে নিধুবন।
তথাঁ গেলেঁ রাধা তাব পাইব দবশন ॥ ২ ॥
শুভযাত্রা করি রাধা কব মনোবল।
তথাঁ তোর মনোবথ হযিব সফল ॥

আহ্মে জাণি কাহ্নাঞিঁব চরিত্র সকল।
ছাড়িতেঁ না পাবে সে তো কদমের তল ॥ ৩ ॥
পবতয কর রাধা আহ্মাব বচনে।
সত্য বচন ছাড়ী না বোলোঁ মো আনে ॥
কদমতলাক জাইউ চি[১৯৮/খ]ত্তের হরিষে।
বাসলী শিবে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

নাতিনী, তুমি তো আমার প্রাণের সমান। তোমার কাছে আমি অন্য কথা বলব না ॥ কানাই অবশ্যই কদমতলায় আসে। হাতে লোগুড় নিয়ে গোকুল রক্ষা করে ॥ ১ ॥ গোয়ালিনী, চল, চল, যমুনা তীরে। বালগোপালকে অবশ্য সেখানে পাবে ॥ ধ্রু ॥ কি বা দিন, কি বা রাত, নাবায়ণ মাঝ বৃন্দাবনে নানা ফুল তোলে, নানা ফল (পেড়ে) খায় ॥ নিধুবনে গোপযুবতীদের সঙ্গে কেলি করে। রাধা, সেখানে গেলে তার দর্শন পাবে ॥ ২ ॥ রাধা, মনে বল নিয়ে শুভ যাত্রা কর। সেখানে গেলে তোর মনোরথ সফল হবে ॥ আমি কানাইয়ের চবিত্র সব জানি। সে কদমতল ছেড়ে যেতে পারবে না ॥ ৩ ॥ বাধা, আমাব কথায় বিশ্বাস রাখো। আমি সত্যকথা ছাড়া, অন্য কথা বলি না ॥ মনের আনন্দে কদমতলায় যাও। বাসলী শিবে বন্দনা কবে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৩৬৫

বড়াই রাধাকে সন্ধান দিল যে কানাই মাঝ বৃন্দাবনে নিধুবনে গোপযুবতীদেব সঙ্গে খেলায মত্ত বযেছে। সুতবাং সত্বব সেখানে গেলে তাব দেখা মিলবে। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

১৭. ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কবির বর্ণনা।

কদমতরুতল গিআঁ।
কিশলয়েঁ শয়ন বিছাইআঁ॥ আল রাধা॥
আগর চন্দন আঙ্গে মাখী।
কাজলে রঞ্জিল দুই আখী॥ ল॥ ১॥
হেন নেহ বড়ায়ির উদ্দেশে।
চলি গেলি রাধিকা হরিষে॥ ধ্রু॥

ফুলে জড়ী বান্ধি কেশপাশে।
পরিধান কর নেত বাসে॥
ভৃঙ্গার ভরিআঁ নৈল জলে।
বাটা ভরি কর্পূর তাম্বুলে॥ ২॥
তরুদল চালএ পবনে।
কাহ্ন আইসে হেন তাক মানে॥

না দেখিআঁ ছাড়এ নিশাসে।
বড়ায়িক মাঙ্গে আশোআসে॥ ৩॥
হেনমতেঁ কতোখন রহী।
কদমতলাত রাধা বাহী॥
না পাইল কাহ্নাঞিঁ দৈবদোষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

রাধা কদমতলায় গিয়ে, কিশলয়ে শয্যা বিছিয়ে, অঙ্গে অগরু চন্দন মেখে, দুটি চোখ কাজলে রঞ্জিত করল॥ ১॥ বড়াইয়ের পবামর্শমতো হৃষ্টমনে রাধা (বৃন্দাবনে) চলে গেল॥ ধ্রু॥ সে ফুলমালা কেশপাশ বাঁধল, পট্টবসন পরিধান করল। ভৃঙ্গারে জল ভবে নিল, বাটা ভরে কর্পূর-তাম্বুল (সেজে) নিল॥ ২॥ পবনে তরুগণ আন্দোলিত হচ্ছে। তার মনে হচ্ছে (শব্দে) বুঝি কানাই এল॥ তাকে না দেখতে পেযে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। বড়াইয়ের কাছে আশ্বাস চায়॥ ৩॥ এই ভাবে কদমতলায় রাধা কতক্ষণ অপেক্ষা করে। দৈবদোষে কানাইয়ের দেখা পায় না। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩৬৬

বড়াইয়ের পরামর্শে রাধা, মিলন আকাঙ্ক্ষায় সুসজ্জিত হযে বৃন্দাবনে কদমতলায অনেকসময় অপেক্ষা কবল। কিন্তু ভাগ্যদোষে কৃষ্ণেব দেখা পেল না। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪= ১৮টি দশমাত্রক পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

স. ৩॥ কদম্বস্য তলে স্থিত্বা রাধা তত্র চিরক্ষণং।
মনোজশিখিসন্তপ্তা বি[১৯৯/ক]ললাপ নিরন্তরং॥

রাধা সেই কদমতলায় দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে, মদনশরে সন্তপ্ত হয়ে নিরন্তর বিলাপ করতে লাগলেন।

১৮. পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

রাধার আক্ষেপোক্তি, বড়াইকে।

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ
তভোঁ বিরহ না টুটে।
মেদনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি
লুকাওঁ তাহার পেটে॥ ১॥
আল।
দহে পৈসু কাল দুতী।
উথাআঁ পাথাআঁ আহ্মা আণিল
নিফলে পোহাইল রাতী॥ ধ্রু॥

তবেঁ বুয়িলোঁ বড়ায়ি কি মোর কাহ্নের
সমে নেহা বাড়ায়িআঁ।
এখন আহ্মার মরণ বড়ায়ি
নিকট মেলিল আসিআঁ॥
দিন পাঁচ সাত রসত লাগিআঁ
দুগুণ পোড়নি সারে।
আর তার মুখ দেখিতেঁ না পাইলোঁ
করমফল আহ্মারে॥ ২॥
সব খন মোরে নান্দের নন্দন
চুম্বন করে কপোলে।
হেন হাথ নিধী কে হরি নিলে
মো দুখমতীর হেলে॥

একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ
আরে কে না জালে ফুকে।
ভিড়ি আলিঙ্গন দিতেঁ না পাইলোঁ
[১৯৯/খ]এ শাল থাকিল বুকে॥ ৩॥
কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি
কি মোর বসতী বাশে।
আন পাণী মোকে একো না ভাএ
কি মোর জীবন আশে॥
মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ
বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

দিনের সূর্য পুড়িয়ে মারে, রাতের চাঁদ দুঃখ দেয়। বড়াই, প্রাণে এত কি করে সহ্য করব? চোখে ঘুম আসে না॥ অঙ্গে শীতল চন্দন বুলাই, তাতেও বিরহ টুটে না। বড়াই, মেদিনী বিদীর্ণ হোক, তার পেটে আমি লুকাই॥ ১॥ কাল দুতী, দহে প্রবেশ করুক। উথাল-পাতাল করে আমায় নিয়ে এল, রাত নিষ্ফলভাবে কাটল॥ ধ্রু॥ বড়াই, তবে তোমাকে বলি, কানাইয়ের সঙ্গে প্রেম বাড়িয়ে আমার কি লাভ? বড়াই, এখন আমার মরণ নিকটে এসে মিলিত হল॥ দিন পাঁচ-সাতের

রসের জন্যে এখন দ্বিগুণ জ্বালাই সার। আমার কর্মফলে আর তার মুখ দেখতে পেলাম না ॥ ২ ॥ যে নন্দ নন্দন সর্বদা আমার কপোলে চুম্বন করে, সেই হাতের নিধিকে কে হরণ করে নিল, আমাকে দুঃখে অবহেলায় ফেলে ॥ একে ঘসির আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছে, কে তাকে ফুঁ দিয়ে আরও জ্বালিয়ে দিল। নিবিড় আলিঙ্গনে তাকে বাঁধতে পারলাম না, এ শান বুকে বিঁধে রইল ॥ ৩ ॥ বড়াই, আমার যৌবনে, ধনে, বসতি কি হবে? অন্ন পানি কিছুই ভাল লাগে না, আমার জীবনের আর আশা কোথায়? আমি মাথা মুড়িয়ে, যোগিনী হয়ে নানা দেশে ঘুরে বেড়াব। বড়ু চণ্ডীদাস, বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৩৬৭

বড়াইকে উপলক্ষ করে রাধার বিরহ আক্ষেপোক্তি। গীতটি ৬ ॥ ৬ ॥ ৮ মাত্রক লঘু ত্রিপদী ছন্দে ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পংক্তিতে রচিত। ধ্রুব (২য) শ্লোকটি ৮ ॥ ৬ ॥ ৬ ॥ ৮]-পংক্তিতে রচিত হয়েছে। গীতটির কবিত্ব মাধুর্য এবং উপমার চমৎকারিত্ব লক্ষণীয়।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ দহদহ : ধক্‌ধক্ বা ধিকিধিকি। ঘসির আগুণে . ঘুঁটের আগুন। আন-পাণী . অন্নজল। একো না ভাএ . কিছুই ভাল লাগে না।

১৯. মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধার আক্ষেপোক্তি বড়াইয়ের প্রতি।

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী॥
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥ ১॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।
সব খণ মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ॥ ল॥ ধ্রু॥

ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে।
কোকিল কুহলে বসী সহকার ডালে॥
মোঞঁ তাক মানো বড়াযি যেহ্ন যমদূত।
এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত॥ ২॥
বড় পতিআশে আইলোঁ বনের ভিতর।
তভোঁ না মেলি[২০০/ক]ল মোরে নান্দের সুন্দর॥

উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ।
কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ॥ ৩॥
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ।
বিকসিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ॥
এবেঁ ঝাঁট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

মেঘান্ধকার অতি ভয়ঙ্কর রাত। একেশ্বরী কদমতলায় বসে কাঁদছি। চারদিকে চেয়ে কৃষ্ণকে দেখতে পাই না। মেদিনী বিদীর্ণ হোক তার মধ্যে প্রবেশ করে আত্মগোপন করি॥ ১॥ বড়াই, এই যৌবন আর রাখতে পারব না, পারব না। সর্বদাই কানাইকে দেখতে মন কাঁদে॥ ধ্রু॥ ভ্রমর ভ্রমরীর সঙ্গে কলগুঞ্জন করে। সহকার ডালে বসে কোকিল কূজন করে॥ বড়াই, আমি তাদের এখন যমদূত বলে গণ্য কবি। যশোদার ছেলে আমার এ দুঃখ কবে খণ্ডন করবে॥ ২॥ বড় প্রত্যাশা নিয়ে বনের ভিতরে এলাম। তবু সুন্দর নন্দ-নন্দনের দেখা মিলল না॥ আমাব উন্নত যৌবন দিনে দিনে শেষ হয়ে যাবে। দৈবের লিখন, কানাই তা বুঝতে পারে না॥ ৩॥ বসন্তকালে মলয় পবন বইছে। প্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধ বহুদূর অবধি যাচ্ছে॥ বড়াই, এখন সত্বর নন্দের নন্দনকে নিয়ে এস। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩৬৮

এখানেও রাধা বড়াইকে উদ্দেশ্য করে কৃষ্ণ-বিবহেব, বিশেষ করে বসন্তেব অকাল বর্ষণ স্নাত প্রকৃতি পবিবেশে কৃষ্ণেব অদর্শনের বেদনার কথা বলছেন। গীতটি পযার ছন্দে, ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পংক্তিতে রচিত। কবিত্বেব সৌন্দর্য লক্ষণীয়।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ একসরী : একেশ্বরী।

২০. কহ্নুরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধা বড়াইকে।

মথুরার পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে
ধীরেঁ ধীরেঁ বহে বসন্তের বাএ।
এবেঁ নানা ফুলেঁ মোঞেঁ সেজা বিছাইআঁ
কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞিঁ দেওঁ রাএ॥ ১॥
আল হের বড়ায়ি।
কাহ্নাঞিঁ মোরে আণিআঁ দে।
আল পরাণের বড়ায়ি।
কাহ্নাঞিঁ মোকে আণিআঁ দে॥ ধ্রু॥

বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ায়ি
এহাত কেমনে হয়িব পার।
যদি কাহ্নাঞিঁ কর পার এ মোর কুচকুম্ভ ভেলা করী
হএ মোর তবেঁসি নিস্তার॥ ২॥
এহি ত বৃন্দাবন বড়ায়ি পুড়িআঁ মারে
মণে পড়ে কাহ্নাঞিঁ[২০০/খ]র নেহে।

এবেঁ থীর নহে চিত এ বড়ায়ি কোণ পরকারে
মরি জাইব কাহ্নের বিরহে॥ ৩॥
এহি বৃন্দাবনে এ বড়ায়ি তিলে তিলে চাহিল
না পাইল কাহ্নের উদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ বড়ায়ি
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

বড়াই, মথুরার পথে, এই কদমতলায় ধীরে ধীরে বসন্তের বাতাস বইছে। এখন নানা ফুলে সেজ বিছিয়ে কানাই, কানাই বলে ডাকছি॥ ১॥ আর দেখ, আমার কানাইকে এনে দাও॥ ওগো প্রাণের বড়াই, আমায় কানাইকে এনে দে॥ ধ্রু॥ বড়াই, আমার বিরহ সাগর গহন, গভীর। আমি কি করে তা পার হব? এই কুচকুম্ভকে ভেলা করে যদি কানাই পার করে, তবেই আমার নিস্তার হয়॥ ২॥ এই তো সেই বৃন্দাবন, বড়াই, পুড়িয়ে মারছে। কানাইয়ের প্রেম মনে পড়ছে। এখন চিত্ত স্থির নয়, ওগো বড়াই, কানাইয়ের বিরহে আমি মরে যাব॥ ৩॥ এই বৃন্দাবনে বড়াই, তিল তিল করে খোঁজ করলাম। কানাইয়ের উদ্দেশ পেলাম না। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩৬৯

বড়াইকে উদ্দেশ করে বিরহিনী রাধার আক্ষেপোক্তি। বড়াই, তুই যেভাবে হোক কানাইকে খুঁজে এনে আমাব প্রাণ রক্ষা কর। গীতটি ৮॥৮॥১০ I-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদীতে চারটি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে রচিত। মাঝে প্রথম শ্লোকেব পর 'কাহ্নাই মোকে আণিআঁ দে' আট মাত্রক দুটি ধ্রুবশ্লোক পংক্তি ব্যবহৃত হযেছে। যদি কাহ্নাঞিঁ কর পার ··· তবেঁসি নিস্তার'—পংক্তিটির অলঙ্কার সৌন্দর্য লক্ষণীয়।

স. ৪॥ রাধা মাধবমুন্বিষ্য পরিশ্রান্তা বনান্তরে।
জগাদ জরতীং রাধা স্মরজ্বরভরাতুরা॥

বনান্তরে মাধবের অন্বেষণে পরিশ্রান্তা, মদন জ্বরাতুরা রাধা জরতীকে বললেন।

২১. বেলাবলীরাগঃ॥ যতিঃ॥

বড়াইকে রাধা।

প্রভু জগন্নাথেঁ মোরে যত বুইল॥
আল হের বড়ায়ি।
মোঞ দুখমতী তাক না শুণিল॥ হবি হবি॥
এবেঁ আহ্মে মণে পরিভাবিল।
আল হের বড়ায়ি।
সে কারণে আহ্মে এত দুখ পাইল॥ হরি হরি॥ ১॥
এবেঁ হৈল মোহোর আরতী।
আল হের বড়ায়ি।
বোল কাহ্নে রাধা মাঙ্গে সুরতী॥ ধ্রু॥

যবেঁ কাহ্ন চাহিলে সুবতী।
মো তবেঁ আছিলোঁ শিশুমতী॥
এবেঁ মোঞঁ ভৈলোঁ ভব যুবতী।
আহ্মাক ছাড়িআঁ কা[২০১/ক]হ্ন গেলা কতী॥ ২॥
সংপুন শশধর বদনে।
কমললোচন পাপ বিমোচনে॥

সে কাহ্নাঞিঁ দিআঁ মোক দুখ আতী।
রতি ভুঞ্জে লআঁ কোণ যুবতী॥ ৩॥
কি না বিধি লিখিত কপালে।
মোরে দয়া না করে বালগোপালে॥
না পায়িলোঁ মো কাহ্নের উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

দেখ বড়াই, প্রভু জগন্নাথ আমাঁকে যত বলল। আমি দুখমতি (দুর্ভাগ্যবতী) তা শুনলাম না। হরি হরি॥ এখন আমি মনে বুঝতে পারছি, দেখ বড়াই, সে কারণেই এত দুঃখ পেলাম। হরি হরি॥ ১॥ এখন আমার আকুলতা দেখা দিল। আর দেখ বড়াই, কানাইকে বোলো, রাধা তার সুরতি কামনা করে॥ ধ্রু॥ যখন কানাই সুরতি চেয়েছিল তখন আমি বালিকা ছিলাম॥ এখন আমি পূর্ণ যৌবনা হয়েছি। আমাকে ছেড়ে কানাই কোথায় গেল? ২॥ পূর্ণ চাঁদের মত মুখ, পাপ বিমোচন কমল লোচন॥ সেই কানাই আমাকে এত দুঃখ দিল। কোন যুবতীকে নিয়ে সে রতিভোগ করছে? ৩॥ বিধি আমার কপালে কি লিখল! বালগোপাল আমায় দয়া করছে না। আমি কানাইয়ের উদ্দেশ পেলাম না। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩৭০

বড়াইয়ের উদ্দেশে রাধার বিলাপোক্তি। কৃষ্ণ যখন আমার সঙ্গ কামনা করেছিল আমি তখন বালিকা ছিলাম। এখন পূর্ণযৌবনা হয়েছি। সে আমায় ছেড়ে কোথায় কাব সঙ্গে বতি সুখ ভোগ করছে। গীতটি ৬॥৬ I-মোট বাবোমাত্রাব প্রতি চার পংক্তিতে (৪×৪) ষোলমাত্রাব চাবটি শ্লোকে বচিত। প্রথম শ্লোকেব পব ১০॥ ১০ I-মাত্রক দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোক দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে 'আল হের বড়াই' বা 'হরি হবি' ধুয়া ব্যবহৃত হযেছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আরতী : আর্তি বা আকুলতা। শিশুমতী : শিশুমনা বা বালিকা।

স. ৫॥ সংপ্রহৃষ্টোঽদ্য গোবিন্দো রমমাণো ময়া সহ।
সবিধস্তস্য জরতি প্রণামে গন্তুমুচ্যতাম্॥

(স্বপ্নে) হৃষ্টমনা গোবিন্দ আমার সঙ্গে রমমান (রমণরত) হয়েছেন। সুতরাং জরতি, তার কাছে প্রণাম নিবেদন করতে যাবার উপায় বল।

২২. কহ্লুরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

বড়াইকে রাধা।

আজি সপন বড়ায়ি দেখিল এ
আল আলিছিল নান্দের নন্দন।
বাহুলতাপাশেঁ বান্ধিআঁ এ
দিলোঁ মোঞঁ দৃঢ় আলিঙ্গন॥ ১॥
কি হরি হরি॥ গোবিন্দ এ।
আল। প্রাণ লৈল বাঁশীর নাদে॥ ধ্রু॥

নানা আভরণগণে শোভক এ।
নীল জলদ সম দেহা।
সে কাহ্ন বিহাণে প্রাণ আকুল এ।
ভাবি ভাবি তাহার নেহা॥ ২॥
নানা ফুলে সেজা বিছাইআঁ এ।
[২০১/খ]থাকিলোঁ মো কাহ্নকোলে সুতী।

হেন সম্ভেদে মো জাগিলোঁ এ
নিফলে পোহাইল রাতী॥ ৩॥
সে নারীর সফল জীবন এ
জারে কাহ্ন সুরতীঞঁ তোষে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

বড়াই, আজ আমি স্বপ্ন দেখলাম, নন্দের নন্দন আমার কাছে এসেছিল। তার বাহুলতা পাশে বেঁধে আমায় দৃঢ় আলিঙ্গন দিল॥ ১॥ এই হরি গোবিন্দ বাঁশির সুরে আমার প্রাণ হরণ করল॥ ধ্রু॥ নীল জলদের মতো তার দেহ নানা আভরণে শোভিত। সেই কানাইয়ের বিহনে, তার প্রেমের কথা ভেবে ভেবে আমার প্রাণ আকুল॥ ২॥ নানা ফুলে শয্যা বিছিয়ে কানাইয়ের কোলে শুয়ে ছিলাম (স্বপ্নে)। এমন অবস্থায় আমি জেগে গেলাম। রাত নিষ্ফলতায় কাটল॥ ৩॥ সেই নারীরই জীবন সফল কানাই যাকে সুরতি দিয়ে তোষণ করে। বাসলীচরণ বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩৭১

এটিও রাধার স্বপ্নমিলন এবং স্বপ্নভঙ্গে বিরহের ব্যর্থতাব ছবি। গীতটি মুখ্যত দশমাত্রক পংক্তিবন্ধে বচিত। ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পংক্তিক। দ্বিতীয় শ্লোকটি দ্বিপংক্তিক (৮॥৮।): ধ্রুবশ্লোক।

দুরূহ শব্দার্থ॥ আলিছিল : আসিয়াছিল, এসেছিল। সম্ভেদে : অবস্থায়।

২৩. মালবরাগঃ ॥ প্রকীর্ণকং ॥ চিত্রকঃ ॥ লগনী ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

বড়াই ও রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি।

সুণ নাতিনী রাধা আহ্মার উত্তব।
বাঁশী বাইআঁ প্রভাতে গেলান্তি গদাধর॥ ১॥
হেন বুঝোঁ গেলা কাহ্ন বনেব ভীতব।
তথাঁ গিআঁ চাহী তাক কিছু নাহিঁ ডব॥ ২॥
মুগধী বড়ায়ি তোতে নাহিঁ কিছু বুধী।
হাথেঁ হাথেঁ ছাড়িলী কেহ্নে গুণনিধী॥ ৩॥
আইস তোর সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন।
তথাঁ আবসি পাইব নান্দের নন্দন॥ ৪॥

রাধাব বচনে বডাযি গেলী বৃন্দাবন।
তথাঁ হেন বাধিকাবে বুইল বচন॥ ৫॥
আগু জাঅ বাধা কাহ্ন চাহিতেঁ আপুণী।
তবেঁসি মেলিব[২০২/ক] তোকে দেব চক্রপাণী॥ ৬॥
বডাযিব বচন শুণী উল্লসিতমতী।
একসবী বৃন্দাবনে বাধা কৈল গতী॥ ৭॥

দেখিআঁ গোষ্ঠ বাখিতেঁ বুলে বনমালী।
মদনে মুরুছি গেলী বাধা চন্দ্রাবলী॥ ৮॥
মুখে জল দিআঁ বড়াযি ততিখনে।
অথবেথেঁ রাধিকাবে কবাযিল চেতনে॥ ৯॥
বুলিতেঁ লাগিলী বাধা পাইআঁ চেতনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ১০॥

বড়াই। নাতিনী রাধা, আমার উত্তর শোনো। প্রভাতে গদাধর বাঁশী বাজাতে বাজাতে গেল॥ ১॥ আমি এই বুঝলাম, কানাই বনের মধ্যে গেল। সেখানে গিয়ে তার খোঁজ করি। তাতে ভয়ের কিছু নেই॥ ২॥

রাধা। মুগ্ধ বড়াই, তোর কোনো বুদ্ধি নেই। গুণানিধিকে হাতে পেযেও ছাডলি কেন? ৩॥ এস, তোমাব সঙ্গে বৃন্দাবনে যাই। সেখানে অবশ্যই নন্দের নন্দনকে পাব॥ ৪॥

কবির বর্ণনা : বাধার কথায় বড়াই বৃন্দাবন গেল। সেখানে গিয়ে বাধিকাকে এ কথা বলল॥ ৫॥

বড়াই। রাধা, কৃষ্ণের খোঁজে সামনে এগিযে যাও। তাহলে দেব চক্রপাণি তোর সঙ্গে মিলিত হবে॥ ৬॥

কবির বর্ণনা : বড়াইয়ের কথা শুনে উল্লসিতমতী রাধা একা বৃন্দাবনেব দিকে চলল॥ ৭॥ গিয়ে দেখল, গোষ্ঠ রাখতে বনমালী সেখানে ঘুরছে। রাধা চন্দ্রাবলী তাই দেখে মদনে কাতর হয়ে মূর্ছা গেল॥ ৮॥ বড়াই ততক্ষণে ব্যস্ত হয়ে মুখে জল দিয়ে তাকে চেতন করল॥ ৯॥ চৈতন্য লাভ কবে রাধা বলতে লাগল। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ১০॥

৩৭২

গীতটিতে বৃন্দাবনের পথে কৃষ্ণেব খোঁজে ভ্রাম্যমান বাধা ও বডাইযেব চিত্র দেওযা হযেছে। গোচাবণবত কৃষ্ণকে দেখতে পেযে বাধা চেতনা হাবাল। বড়াই শুশ্রূষা কবে তাব জ্ঞান ফেরাল। গীতটি ১০টি দ্বিপংক্তিক পয়াব শ্লোকে ২০ পংক্তিতে রচিত। ধ্রুবপদ বাখা হযনি।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ অথবেথেঁ : ব্যস্ত সমস্ত হযে।

২৪. বিভাষরাগঃ ॥ দশুকঃ ॥ একতালী ॥ রূপকস্থা ॥

কৃষ্ণের প্রতি রাধা।

বিরহে বিকল গোসাঞিঁ তোহ্মে বনমালী।
যবেঁ আছিলাহোঁ আহ্মে আতিশয় বালী ॥ ১ ॥
পান ফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর মদনমুরুতী ॥ ২ ॥
আর যত দুখ দিলোঁ কদমের তলে।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন না জাণিলোঁ ভোলে ॥ ৩ ॥

বারেঁ বারেঁ তোক যত বুয়িলোঁ আহঙ্কারে।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দে[২০২/খ]ব গদাধরে ॥ ৪ ॥
যেবা কিছু দুখ দিলোঁ পার হৈতেঁ নাএ।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন ধরোঁ তোর পাএ ॥ ৫ ॥
আর দুখ দিলোঁ তোক বহায়িলোঁ ভার।
সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আহ্মার ॥ ৬ ॥

না শুণিলোঁ তোর বোল লআঁ জাইতেঁ পাণী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব চক্রপাণী ॥ ৭ ॥
আনাথী নারীক কত থাকে আভিমান।
আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্ন রাখহ পরাণ ॥ ৮ ॥
নাহিঁ উপেখিহ মোরে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৯ ॥

ওগো গোসাঁই বনমালী, যখন তুমি বিরহে বিফল হয়ে এসেছিলে আমি তখন অত্যন্ত বালিকা ছিলাম ॥ ১ ॥ পানফুল (তোমার প্রেরিত) না নিয়ে তোর দূতীকে মেরেছিলাম, ওগো মদনমুরতি আমার সেই দোষ মাপ করে দাও ॥ ২ ॥ আর ভ্রান্তিবশত কদমতলে তোমাকে যত দুঃখ দিয়েছি সেই সব দোষ খণ্ডন করে দাও ॥ ৩ ॥ বারবার, অহঙ্কার বশে তোকে যে সব কথা বলেছি, দেব গদাধর, সেসব দোষ তুমি খণ্ডন করে দাও ॥ ৪ ॥ নৌকায় পার হবার সময় তোমায় যে সব দুঃখ দিয়েছি, কানাই, তোমার পায়ে ধরি, সেসব দোষ খণ্ডন করে দাও ॥ ৫ ॥ তোকে ভার বহন করিয়ে যে দুঃখ দিলাম, জগন্নাথ সেই দোষ আমার খণ্ডন করে দাও ॥ ৬ ॥ পাণী নিয়ে যাবার সময় তোমার যে কথা শুনিনি, দেব চক্রপাণী, আমার সে দোষ খণ্ডন করে দাও ॥ ৭ ॥ অনাথা নারীর আর কত সময় অভিমান থাকে, কানাই, আমাকে আলিঙ্গন দিয়ে প্রাণ রক্ষা কর ॥ ৮ ॥ ওগো নন্দের নন্দন, আমায় তুমি উপেক্ষা কোরো না। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাঁইলেন ॥ ৯ ॥ ৩৭৩

এটি কৃষ্ণের কাছে রাধার অপরাধ স্খালন এবং আত্মনিবেদনের পদ বলা চলে। পূর্ববর্তী নানা ঘটনায় রাধা তাব যে অনুরোধ উপেক্ষা করেছে এবং অহেতুক তাকে কষ্ট দিয়েছে, সেই কথা স্মরণ করিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। লক্ষণীয়, সব কথার উল্লেখ থাকলেও বাঁশি চুরির কথার উল্লেখ নেই। গীতটি পয়ারবন্ধে নয়টি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে (৯ × ২ = ১৮ পংক্তিতে) রচিত হয়েছে।

২৫. ললিতরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

নিতি নিতি গোআলিনী গেলা দধি বিকে।
আনেক ভকতি কৈলোঁ পাসরিলেঁ কিকে॥
যমুনাত পার কৈলোঁ নিলোঁ দধিভার।
তভোঁ তোষিতেঁ নারিলোঁ মন তোহ্মার॥ ১॥
যৌবনগরবেঁ রাধা বড় দিলে দুখ।
চাহিতেঁ না ফুরে আর তোহ্মার মুখ॥ ধ্রু॥

বড়াব বহুআরী তোহ্মে আই[২০৩/ক]হনের বাণী।
কোণ লাজেঁ ভজ এবেঁ দেব চক্রপাণী॥
কহীতেঁ লাজাই রাধা তোহ্মার যত কাজ।
ভার বহারিআঁ ভাণ্ডাযিলেঁ দেববাজ॥ ২॥
চল চল গোআলিনী নিবারহ মতী।
ঘর গিআঁ সেব তোহ্মে আইহন পতী॥

কিসক করহ রাধা আহ্মারে যতন।
না পাত জঞ্জাল এবেঁ জাওঁ বৃন্দাবন॥ ৩॥
ছার হেন দেখোঁ এবেঁ তোহ্মার যৌবন।
এতেকেঁ নিবারিলোঁ রাধা তোহ্মাতেঁ মন॥
এহা তত্ত্ব জাণী কর ঘরকে গমন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

গোয়ালিনী, নিত্য যখন তুমি দধি বিক্রয় করতে যেতে, তোমাকে তখন অনেক মিনতি করেছি, তা ভুলে গেলে কি করে? তোমায় যমুনা পার করে দিলাম, দৈ-এর ভার বহন করলাম। তবু তোমাকে তুষ্ট করতে পারলাম না॥ ১॥ যৌবনের গর্বে রাধা, আমায় অনেক দুঃখ দিয়েছ। আর তোমার মুখ দেখতেও মন চায় না॥ ধ্রু॥ তুমি বড়ঘরের বৌ, আইহনের রাণী। কোন লজ্জায় দেব চক্রপাণীকে ভজনা কব? রাধা, তোমাব যত কাজ বলতে লজ্জা পাই, ভার বইয়ে দেবরাজকে প্রতারিত করলে॥ ২॥ গোয়ালিনী মতি নিবারণ করে, (অর্থাৎ আমার প্রতি মন না দিয়ে) ঘরে যাও, ঘরে গিয়ে পতি আইহনকে সেবা কর॥ রাধা, কি জন্যে আমায় এত অনুনয় করছ। ঝামেলা না করে এখন বৃন্দাবন থেকে যাও॥ ৩॥ এখন তোমার যৌবনকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি। —সেজন্যে তোমার থেকে মনকে নিবৃত্ত করেছি॥ এই সত্য জেনে ঘরে ফিরে যাও। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩৭৪

অভিমানাহত কৃষ্ণ বাধার পূর্ব অপরাধ স্মরণ কবে তাব প্রেমকে প্রত্যাখ্যান কবছে। লক্ষণীয়, এখানে কৃষ্ণও বাধা কর্তৃক তাব বাঁশী চুবিব কথা বলছে না। বংশীখণ্ড কি পরবর্তী সংযোজন? গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পযাব পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ভাণ্ডায়িলে : প্রতাবিত কবলে। যতন : অনুনয়। না পাত জঞ্জাল : ঝঞ্ঝাট কোবো না।

২৬. বিভাষকহ্ন্দরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে বনমালী।
ত্রিভুবনে গোসাঞিঁ তোহ্মো আধিকারী ॥
নরংসহিরূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারী।
কংস মারিবারে তোহ্মে গোকুল তরী ॥ ১ ॥
আল শ্রীহরি গোবিন্দ মধুসূদন।
জায়িতেঁ নে মোরে আপণ ভুব[২০৩/খ]ন ॥ ধ্রু ॥
নানা রতি সমে মোর হরিআঁ পরাণ।
বিকলী করিআঁ মোক তোহ্মে বুলহ কাহ্ন ॥

তোহ্মাক চাহিআঁ ভৈল পাঞ্জর শেষ।
এবেঁ তোর লাগ পাইলোঁ দেব ঋষিকেশ ॥ ২ ॥
তোহ্মা বিনি মোর রূপ যৌবন নিফল।
হেন ভাবি আইলোঁ মোএঁ কদমের তল ॥
বঞ্চিলোঁ সকল রাতী তোহ্মার কারণে।
তবেঁ মোকে নাহি দিলেঁ তোহ্মে দরশনে ॥ ৩ ॥
মোর রূপ যৌবনে পড়িলাহা ভোলে।
দূতা দিআঁ পাঠায়িলেঁ কর্পূর তাম্বুলে ॥

দূতাক মাইল আহ্মে উনমত কালে।
অন্তর পোড়এ এবেঁ বিরহ আনলে ॥ ৪ ॥
যোড় হাথ করী গোসাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে।
আহ্মার সকল দোষ খণ্ডহ বিদূরে ॥
নিকট বসিতেঁ মোক দেহ আনুমতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৫ ॥

নন্দের নন্দন কানাই, তুমি বনমালী। গোসাই, তুমিই ত্রিভুবনের অধিকারী। তুমি নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুর (বক্ষ) বিদীর্ণকারী। কংস নিধনের জন্যে গোকুলে অবতীর্ণ হয়েছ ॥ ১ ॥ ওগো শ্রীহরি, গোবিন্দ, মধুসূদন। আমায় নিজস্বভুবনে (অর্থাৎ তোমার কাছে) নিয়ে চল ॥ ধ্রু ॥ নানা রতিতে (প্রেম কেলীতে) আমার প্রাণ হরণ করে, আমাকে বিকল করে কানাই তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ ॥ তোমাকে কামনা করে আমার (বক্ষ) পঞ্জর শেষ হল। দেব ঋষিকেশ, এবার তোমার দেখা পেলাম ॥ ২ ॥ তোমাকে ছাড়া আমার রূপ যৌবন নিষ্ফল। একথা ভেবেই আমি কদমতলায় এসেছি ॥ তোমার অপেক্ষায় সারারাত এখানে কাটালাম। তবু তুমি আমাকে দর্শন দিলেনা ॥ ৩ ॥ আমার রূপ যৌবনে তুমি মোহে পড়ে, দূতীর হাতে কর্পূর তাম্বুল পাঠিয়েছিলে ॥ উন্মত্তকালে অর্থাৎ অপরিণত বয়সে দূতীকে মেরেছিলাম। এখন বিরহের আগুনে মন পুড়ছে ॥ ৪ ॥ ওগো গোসাই, তোমাকে জোড়হাত করে বলছি, আমার সকল দোষ খণ্ডন কর, দূর করে দাও ॥ আমাকে তোমার কাছে বসতে অনুমতি দাও। বাসলীগতি বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৫ ॥

৩৭৫

অনুশোচনাকারিণী রাধা তার পূর্ব কর্মের জন্যে কৃষ্ণের কাছে মাপ চাইছে। তাকে কাছে টেনে নিতে বলছে। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪+৪=২২টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ পড়িলাহা ভোলে : মোহে পড়েছিলে। উনমত কালে : উন্মত বা অপবিণত বয়সে। গোসাঞিঁ : গোস্বামী বা প্রভু। খণ্ডহ বিদূরে : খণ্ডন কর, দূর কর।

২৭. ললিতরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

নিকট না আইস লোক বুলিব আবো।[২০৪/ক]ল।
দূর থাকি বোল বাধা সুণ মোব বোল॥
এবেঁসি জাণিল ভৈল কলি আবতাব।
সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ জাব॥ ১॥
কমণ ঝগড রাধা পাতসি তোঁ।
পরনারী হরণ না করোঁ মো॥ ধ্রু॥

উতপতি ভৈল তোব উত্তম কুলে।
আহ্মে ত ভাগিনা তোর দেবসম তুলে।
সমুচিত নহে বাধা তোহ্মা সহ্মে কেলি।
মোব পাণে আল বাধা তেজহ ধামালী॥ ২॥
দূতা দিএঁা পাঠায়িলোঁ গলাব গজমুতী।
তবে নাম পাতাযিলেঁ আহ্মে আবালি সতী॥

এবে কেহ্নে গোআলিনী পোড়ে তোর মন।
পোটিলী বান্ধিএঁা রাখ নহুলী যৌবন॥ ৩॥
বাপ নন্দ ঘোষ মামা আইহন বীর।
মায় জসোদা পুষিলেক দিএঁা খীর॥
তেকাবণে মামী তোহ্মা তেজে বনমালী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিএঁা বাসলী॥ ৪॥

নিকটে এসো না, লোকে অকথা বলবে। রাধা, আমার কথা শোন, দূর থেকে যা বলার বল॥ এবারে জানলাম, কলিকাল এসেছে। এত লোক থাকতে ভাগ্নেকে উপপতি হিসাবে চাইছ॥ ১॥ রাধা, তুই কেমন ঝগড়া লাগিয়েছিস। আমি পরনারী হবণ কবি না॥ ধ্রু॥ তোর সদ্‌বংশে জন্ম হয়েছে। আমি তো তোর ভাগ্নে, দেবতুল্য॥ রাধা, তোমার সঙ্গে রতিক্রীড়া সমুচিত নয়। ওগো বাধা, আমার সঙ্গে ধামালী (বা রঙ্গ কৌতুক) ত্যাগ কব॥ ২॥ দূতী দিয়ে গজমতি হার পাঠিয়েছিলাম। তখন ঘোষণা করলে, আমি বাল্যকাল থেকেই সতী॥ গোয়ালিনী, এখন কেন তোর মন পোড়ে? তোমার নব যৌবন পুটলি বেঁধে রাখো॥ ৩॥ আমার বাপ নন্দ ঘোষ, আর আইহন বীর হলেন মামা। মা যশোদা ক্ষীব (বা স্তনদুগ্ধ) দিয়ে পালন কবলেন॥ সে কারণে ওগো মামী, বনমালী তোমায় ত্যাগ করেছে। বাসলীর বন্দনা করে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥

৩৭৬

কৃষ্ণ এখানে রাধার পূর্ব কথাগুলির পুনবাবৃত্তি কবে তাকে জব্দ কবতে চাইছে। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পযাব পংক্তিতে বচিত। কৃষ্ণেব কথাব মধ্যে ব্যঙ্গেব সুরটি লক্ষণীয।

দুরূহ শব্দার্থ॥ জার : উপপতি। ধামালী : অশ্লীল রঙ্গ কৌতুক। পাতায়িলে . চিহ্নিত কবলে। খীর : ক্ষীর, দুধ (এখানে স্তনদুগ্ধ)।

---

১. মূল পাঠ ছিল 'কিসক পাতহ রাধা ডোমচণ্ডালী'। সংশোধন-কাবী কোনো লিপিকব পাঠ বদল কবেছেন। মূলপাঠই সঠিক ছিল মনে হয। কথাটিব অর্থ : বাধা, তুমি অশ্লীল গ্রাম্য ছড়া-গান গাইছ কেন।

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

গুণ বুঝি মধুকর পরিহ[২০৪/খ]র বন।
আইস বন মাঝে বিকচ নলীন ॥
তোহ্মে তেজীবারে কেহ্নে কর চীত।
নাগর জনের হেন না হএ উচীত ॥ ১ ॥
তোহ্মারে দেখিআঁ মোরে পাঞ্চশরে মারে।
নিদয় হৃদয় কাহ্ন দয়া কর মোরে ॥ ধ্রু ॥

কাহ্ন মোর কুটুম্ব সহোদর নাহি মতী।
এক তোহ্মা গতী পুছিএঁা চাহা দূতী ॥
বড় পতিআশেঁ মোঁ খোপা ফুলে ভরী।
আইলো তোর বৃন্দাবন তোহ্মা অনুসরী ॥ ২ ॥
কায় মনে পরসন হয় মোক কাহ্ন।
একবার কর দেব আহ্মার সমান ॥

তোহ্মার সমান মোএঁ রাধা চন্দ্রাবলী।
কর রতী অনুমতী পৃয় বনমালী ॥ ৩ ॥
নিফল না কর কাহ্ন আহ্মার যৌবন।
যাচক জনের কাহ্ন করহ তোষণ ॥
আলিঙ্গন দিআঁ রাখ আহ্মার-জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মধুকর, গুণ বুঝে (এই) বন পরিহার করে কমল বিকশিত বনের মাঝে এসো ॥ তুমি (আমাকে) ত্যাগ করবাব কথা কেন ভাবছ ? নাগরজনের পক্ষে এটা উচিত নয় ॥ ১ ॥ তোমাকে দেখে আমি পঞ্চশরের মার খাচ্ছি। ওগো নির্দয় হৃদয় কানাই, আমাকে দয়া কর ॥ ধ্রু ॥ কানাই, আমার কুটুম্ব সহোদর কারও প্রতি আকর্ষণ নাই। দূতীকে (বড়াইকে) জিজ্ঞাসা কর, একমাত্র তুমিই আমার গতি ॥ বড় প্রত্যাশায়, খোঁপায় ফুল ভরে, তোর বৃন্দাবনে তোকে অনুসরণ করে এসেছি ॥ ২ ॥ ওগো কানাই ; দেহমনে আমার প্রতি প্রসন্ন হও। একবার আমাকে সম্মান (আদর) কর ॥ তোমার আদরেই আমি রাধা চন্দ্রাবলী। ওগো প্রিয় বনমালী, আমার সঙ্গে রতিতে রাজি হও ॥ ৩ ॥ ওগো কানাই, আমার যৌবন নিষ্ফল কোরো না। যে যাচক তাকে তোষণ কর ॥ আলিঙ্গন দিয়ে আমার জীবন রক্ষা কর। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৩৭৭

এখানে কাম পীড়িতা রাধা কৃষ্ণের কাছে (সব লজ্জা বিসর্জন দিযে) বতি মিলন প্রার্থনা করছে। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পযাব পংক্তিতে বচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ নাগর জনের : বসিকজনেব। পতিআশেঁ : প্রত্যাশায। পরসন : প্রসন্ন। সমান : সম্মান বা আদব। পৃয় : প্রিয়। করহ তোষণ : তুষ্ট কব।

২১. মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

আহোর্নিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রহাই ॥
মূল কম[২০৫/ক]লে কয়িলে মধুপান।
এবেঁ পাইএ আহ্মে ব্রহ্মগেআন ॥ ১ ॥
দূর আনুসর সুন্দরী রাহী।
মিছা লোভ কর পারিতেঁ কাহাএঁ ॥ ধ্রু ॥

ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মন পবন তাত কৈল বন্দী ॥
দশমী দুয়াবে দিলোঁ কপাট।
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট ॥ ২ ॥
গেআনবানে ছেদিলোঁ মদনবাণ।
তে আব না ভোলো তোহ্মাব যৌবন ॥

এহে দেহে মোব নাহি বিকাব।
আসাব দেখীলো সব সংসার ॥ ৩ ॥
বাধাক বুলিল নিঠুব বাণী।
নাগববব দেব চক্রপাণী ॥
ধেআনে থাকিল নিচলমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

মন পবনকে গগনে স্থাপন করে অহর্নিশি যোগধ্যান করি। এখন আমি ব্রহ্মজ্ঞান পেযে মূলকমলে মধুপান কবছি॥ ১ ॥ সুন্দরী রাধা, দূরে যাও। কানাইকে পেতে মিথ্যাই লোভ করছ॥ ধ্রু ॥ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার সংযোগ স্থলে মন পবনকে বন্দী করেছি॥ দশমীব দ্বাব রুদ্ধ করলাম। এখন যোগবাটে (যোগসাধনাব পথে) আরোহণ করেছি॥ ২ ॥ জ্ঞানবাণের সাহায্যে মদনবাণ ছিন্ন করেছি। তাই তোমার যৌবনে আব ভুলছি না॥ এখন আমাব দেহে কোনো বিকার নেই। এই সংসারকে অসার দেখতে পেলাম॥ ৩ ॥ রাধাকে এই নিষ্ঠুর কথা বলে নাগরবব দেবচক্রপাণী নিশ্চল মনে ধ্যানমগ্ন হল। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

৩৭৮

কৃষ্ণ এখানে ছলনা করে যোগী সেজে বাধাকে নিষ্ঠুব কথা বলে কষ্ট দিচ্ছে। গীতটি দশমাত্রক পংক্তিবন্ধে ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পংক্তিতে বচিত হযেছে। ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না যোগসাধনার তন্ত্রাকার পদ্ধতি। কৃষ্ণ নিছক এই তন্ত্র সাধনার ভাণ কবছে, বাধাকে ভোলাতে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ যোগবাট : যোগসাধনাব পথ।

স. ৬॥ চিরাদমধুরং পীত্বা রাধা মধুরিপোর্ব্বচঃ।
জগাদ জগতাং রম্যা বচনং করুণান্বিতং॥

জগৎরম্যা রাধা অনেকক্ষণ ধরে মধুরিপু কৃষ্ণের এই অমধুর কথা শুনে করুণামিশ্রিত এই বাক্য বললেন।

৩০. বঙ্গালবরাড়ী [রাগঃ[১]]॥ রূপকং॥

রাধার উক্তি।

আতি দুখিনী বালী ল।
আল
লবলীদল[illegible]লী ল।
আল
মদনবাণে পরাণে আকুলী ল।
বিরহে না মার মোরে ল।
আল
চরণে ধরোঁ তোরে ল।
আল.
তিরিবধপাপ নাহি[২০৫/খ]ক ডর তোহ্মারে ল॥ ১॥
কাহ্নু কিকে কর আসম্মতী ল।
আল
মাথ তুলিএঁ দেখহ আহ্মার গতী ল॥ ধ্রু॥
যাবত আছে পরাণে ল।
তাবত দেহ বচনে।
আহ্মার মরণ তোহ্মার এহি ধেআনে ল॥
যবে দরশন ভৈল।
তবে কেহ্নে না তেজিল।
এবেঁ তোহ্মে মোকে বড়ায়ি দুখিনী কৈল ল॥ ২॥
কাহ্নু তোহ্মার নেহাত লাগিল।
সকল রজনী জাগিল।
তোহ্মাক না পাইল মোএঁ ত বড় আভাগী ল॥
এবে পায়িলোঁ দরশনে ল।
আর জরমের পুনে ল।
দেব দামোদর হয় মোক পরসনে ল॥ ৩॥
দেখী মোর দেহগতী ল।
নিঠুর তোহ্মার মতি ল।
বুঝিতেঁ নারিল তিরি পুরুষ জাতি ল॥
এভোঁ দয়া ধর মোরে ল।
জীএঁ মোঁ সঙ্গমে তোরে ল।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ল॥ ৪॥

আমি অতি দুখিনী বালিকা। নব মল্লিকার্দলের মত কোমলা। ওগো, মদনবাণে আমার প্রাণ আকুল। ওগো, তোর চরণ ধরছি, আমায় বিরহের জ্বালায় মেরো না। তোমার কি স্ত্রী বধের ভয় নেই? ১॥ কানাই, কেন অসম্মতি জানাচ্ছ? মাথা তুলে একবার আমার অবস্থা দেখ॥ ধ্রু॥ যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে, তার মধ্যে আমায় কথা দাও। (না হলে) তোমার ধ্যানেই আমার মরণ ঘটবে। যখন (প্রথম) দেখা হল, তখনই কেন আমায় ত্যাগ করনি? এখন আমাকে তুমি অত্যন্ত দুঃখিনী করলে। ২॥

১. পূর্ববর্তী গীতগুলিতে 'রাগ' কথাটি থাকাতে বসন্তরঞ্জন এখানে 'রাগ' কথাটি যোগ করেছেন।

কানাই, তোমার প্রেমের জন্যে সারারাত জেগে কাটিয়েছি। (তবু) তোমায় পেলাম না আমি এতই অভাগিনী ॥ এখন, অন্য জন্মের পুণ্যে (যদি বা) দেখা পেলাম, দেব দামোদর আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও ॥ ৩ ॥ আমার এই দেহের অবস্থা দেখে তবু তোমার মতি এত নিষ্ঠুর রয়েছে। পুরুষ বলেই তুমি স্ত্রী জাতির দুঃখ বুঝলে না; এখন আমাকে দয়া কর। আলিঙ্গন দিয়ে আমায় বাঁচিয়ে তোল। বড়ু চণ্ডীদাস, বাসলীর বরে এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৩৭৯

মদনবাণে আহতা রাধার কৃষ্ণের কাছে আকুলভাবে রতি ভিক্ষার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই গীতে। পংক্তিগুলি ৮ ॥ ৮ ॥ ৬ ॥ ৮ I-মাত্রক চৌপদী। ধ্রুবশ্লোকটিতে ১০। ৮ ॥ ৬ I-মাত্রক দুটি পংক্তি রয়েছে। বাকি চারটি শ্লোক দ্বিপংক্তিক। মোট পংক্তিসংখ্যা দশ (ধ্রুব-সহ)।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ **লবলীদলকোঅলী** : নবমল্লিকা দলের মত কোমলা।

৩১. ভৈরবীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা।

কৃষ্ণ রাধাকে।

রঘুবংশ পরধান আহ্মে শ্রীরাম নাম
[২০৬/ক]আহ্মার সুণ তোহ্মে কথা।
সপুত্র বান্ধবে বাঢ়ে লঙ্কার রাবণে ল
তাহার কাটিলোঁ দশ মাথা॥ ১॥
রাধা ল
আহ্মে চিত্ত নেবারিল তোরে।
বাপ বসুল মাঅ দৈবকী হইল মোবে॥ ধ্রু॥

উত্তম কুলত মোর জরম ভৈল ল
আহ্মা লঞাঁ নাহি পরদারে।
... .
আহ্মে দেব ত্রিভুবনে সারে॥ ২॥
আহ্মে হরী নারায়ণ মুকুন্দ মুরারী ল
যুগেঁ যুগে অবতাব করী ল।

অসুর মারিঞাঁ ধরণী পাতিল
সব পাপ করম নেবারী॥ ৩॥
এভহোঁ নিলজী রাহী ছাড় মোর আশে ল
সভ্র গোপ নাহী জাণে।
চল তোহ্মে নিজ বাস গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
বন্দিঞাঁ বাসলীচরণে॥ ৪॥

আমি রঘুবংশের প্রধান। নাম শ্রীরাম। তুমি আমার কথা শোন। পুত্র ও বান্ধবগণ-সহ লঙ্কার রাবণের যখন বাড় হল, তার দশ মাথা আমি কেটেছিলাম॥ ১॥ ওগো রাধা, আমি তোর থেকে মন নিবৃত্ত করলাম। আমার বাপ বসুল, মা দৈবকী॥ ধ্রু॥ উত্তম কুলে আমার জন্ম হয়েছে; আমি পরদার গ্রহণ করি না।··· আমি ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ দেবতা॥ ২॥ আমি হরি, নারায়ণ, মুকুন্দ-মুরারী। যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। অসুর মেরে ধরণী থেকে সব পাপ কাজ নিবারণ করেছি॥ ৩॥ এখন নির্লজ্জ রাধা, আমার আশা ত্যাগ কর। সব গোপ একথা এখনো জানে না। তুমি নিজ ঘরে ফিরে যাও। বাসলীচরণ বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩৮০

কৃষ্ণ নিজের রাম-রূপ অবতারত্ব স্মরণ করিয়ে দিযে বাধাকে, পবম চবিত্রবান, তাব আশা ত্যাগ কবতে বলছে। গীতটি ৮॥ ৮॥ ১০ ।-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদীতে রচিত। ধ্রুবশ্লোকটি ১০॥ ৮॥ ৬ ।-মাত্রক দ্বিপংক্তিক। দ্বিতীয় শ্লোকেব প্রথম দুটি পদ পাওয়া যায়নি। মোট গীতটি ধ্রুবশ্লোক ব্যতীত চাবটি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ধরণী পাতিল : ধবণী প্রতিষ্ঠা করলাম।

৩২. শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

মানা তপফলে তোহ্মা মোরে দিল বিধী।
আরে
কেহ্নে ঘর জাইতে মোকে বোল গুণনিধী॥ ল॥
তোহ্মে জবে যোগী হৈলা সকল তেজিঞাঁ।
থাকিব যোগিনী হঞাঁ তোহাঁক সেবিঞাঁ॥ ল॥ ১॥
না জাইবোঁ ঘর আর তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ।
বড় দুখ পাইলোঁ[২০৬/খ] তোর বিরহে পুড়িঞাঁ॥ ল॥ ধ্রু॥

পরাণে না মাব মোরে দেব গদাধবে।
তিরিবধভয় কেহ্নে নাহিক তোহ্মাবে॥
সপনে গেআনে মনে তোহ্মাক চিন্তিলোঁ।
তাব ফল ভাল কাহ্নাঞিঁ তোহ্মা হইতে পায়িলোঁ॥ ২॥
হেন মনে পরিভাব জগত ইশর।
আহ্মাক পরাণে মাইলে কি লাভ তোহ্মার॥

আনুগতী ভকতী আনাথি আহ্মি নারী।
তভোঁ কেহ্নে আহ্মা পরিহরহ মুরারী॥ ৩॥
এত কাল আহ্মাক তেজিতেঁ এখোখণে।
সকতি না ভৈল তোর নেহার কারণে॥
কোণ লাজে বোল এবেঁ মোক জাইতে ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবব॥ ৪॥

নানা তপের ফলে বিধি তোমাকে আমায় এনে দিয়েছে। আর, তুমি গুণনিধি কেন আমাকে ঘরে ফিরে যেতে বলছ? তুমি যখন যোগী হয়ে সব ত্যাগ করবে, আমিও যোগিনী হয়ে তোমার সেবা করে থাকব॥ ১॥ তোমাকে ছেড়ে আব ঘরে যাব না। তোব বিরহে পুড়ে বড় দুঃখ পেলাম॥ ধ্রু॥ দেব গদাধর, আমায় প্রাণে বধ কোরো না। স্ত্রী বধের ভয় কি তোমার নেই? স্বপনে, জ্ঞানে, মনে তোমাকেই চিন্তা কবি। তার ফল, কানাই, তোমার কাছ থেকে ভালই পেলাম॥ ২॥ ওগো জগদীশ্বর, মনে একথা ভেবে দেখ, আমাকে প্রাণে মারলে তোমার কি লাভ হবে? আমি অনুগতা, অনাথা রমণী, তোমার ভক্ত। তবু কেন, মুরারী, আমায় পরিহার করছ॥ ৩॥ এত কাল প্রেমবশত আমাকে ত্যাগ করবার তোমার শক্তি ছিলনা। কোন লজ্জায় এখন আমাকে ঘরে যেতে বলছ? বাসলীবরে এ-গীত বড়ু চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥ ৩৮-১

রাধা কৃষ্ণকে অনুনয় কবছে। তাকে ফিবিযে দিতে বারণ কবছে। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পংক্তিক পয়াবে রচিত।

৩৩. ললিতরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

আতি বিরহে অন্ন না খাইলো
তোর প্রথম যৌবনে।
দুতার বচনে আতি বিরাগেঁ
তোহ্মাকে মো মাইলোঁ বাণে॥
মন নিবারিলোঁ পাপ বিমোচিলোঁ
তোহ্মা তেজিলোঁ জতনে।
এবে গোআলিনী তো কাকুতি করসী
আহ্মা পারিতেঁ আকারণে॥ ১॥
না কর জতন সুন্দরী রাধা
আহ্মাত না[২০৩ক] পাতে মায়া।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলী
আহ্মে নিরঞ্জন কায়া॥ ধ্রু॥

আহোনিশি আছিলো যমুনা তীরে
মোকে না কৈলে যতনে।
এবেঁ আকুলী হৈআঁ কাম বাণে
আহ্মারে চাহসি কেহে॥
হাসিআঁ উত্তর বুইলো মো রাধা
না দিল সরস বাণী।
ছারেঁ খারেঁ এবে যাউক যৌবন
সুণ আয়িহনের রাণী॥ ২॥
আহ্মে সে কশ্যপ ঋষির কুয়র
তোহ্মে সাগরকোঁয়রী।
যৌবন গরবে আহ্মা না চিহ্নিলী
সুণ মুগধী পামরী॥

সব দৈত্যগণ আপণে মারিলো
মোঞে তোহ্মার আন্তরে।
সব দেবেঁ মেলি যুগতি করিআঁ
তোহ্মা সংপিল আহ্মারে॥ ৩॥
তেজ মোর সঙ্গ নাহি মোতে রঙ্গ
আর তোহ্মার শৃঙ্গারে।
সকল গোকুল ভার বহাইলে
করায়িলে বড় খাঁখারে॥
ছাড় মোর পাশ চল নিজ বাস
তেজহ আহ্মার আস।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস॥ ৪॥

তোর প্রথম যৌবনে অতি বিরহে অন্ন খাইনি। দূতীর কথায় তোর প্রতি বিরাগে বাণ মেরেছি॥ (এখন) মনকে সংযত করেছি। পাপ বিমোচন করেছি। সযত্নে তোকে ত্যাগ করেছি॥ এখন গোয়ালিনী তুই অকারণে আমাকে পাবার জন্যে কাকুতি করছিস॥ ১॥ সুন্দরী রাধা, আর চেষ্টা কোরো না, আমার প্রতি মায়া দেখিও না। আমিই সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি। আমিই নিরঞ্জন কায়া (বুদ্ধ)॥ ধ্রু॥ অহোরাত্র যমুনা তীরে ছিলাম, তখন আমার যত্ন করনি। এখন কামবাণে আকুল হয়ে কেন আমাকে চাইছিস॥ হেসে আমি যখন জবাব দিয়েছি, তুমি সরস কথা বলনি। শোনো আইহনের রাণী, এখন তোর যৌবন ছারেখারে যাক॥ ২॥ আমি কাশ্যপ ঋষির কুমার, তুমি সাগরের কুমারী। যৌবন গর্বে আমায় চিনলি না, মুগ্ধা পাপীয়সী॥ তোমার জন্যেই আমি সব দৈত্যগণকে মেরেছি। সব দেবতা মিলে যুক্তি করে তোমায় আমাকে সমর্পণ করল॥ ৩॥ এখন আমার সঙ্গ ত্যাগ কর। তোমার সঙ্গে শৃঙ্গারে আর আমার আনন্দ নাই। সারা গোকুলের পথ আমাকে দিয়ে ভার বহালে। আমার খুবই অপযশ করালে॥ এখন আমার সঙ্গ ছাড়, নিজঘরে ফিরে যাও, আমার আশা ত্যাগ কর। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩৮-২

দূতী বড়াই (রাধার সম্পর্কে) বিরূপ কথা বলাতে কৃষ্ণ রাগ করে রাধার উপরে মদনের পঞ্চ শর নিক্ষেপ করে, তারপর নিজে কামনা ত্যাগ করে রাধাকে পরিহার করেছে নিজেই সেকথা জানিয়ে দিল। গীতটি ৫॥ ৬॥ ৬॥ ৮ I-মাত্রক লঘু ত্রিপদী ছন্দে ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ নিরঞ্জন কায়া : শূন্যরূপ দেহী (বুদ্ধ)। ঋষির কুয়র : ঋষির কুমার। সাগর কোঁয়রী : সাগর কুমারী। পামরী : পাপিয়সী। খাঁখার : অপযশ, নিন্দা।

৩৪. কহ্লুরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

রাধা ও কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

আহে কাহ্নাঞিঁ।

আছিলোঁ[২০৭/খ] মোঁ শিশুমতী না জাণিলোঁ রঙ্গ রতী
এবেঁ গুণী ভৈল তনু শেষ।
আহোনিশি একমতী তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী
এবেঁ কৃষ্ণ করহ আদেশ ॥ ১ ॥

আহে রাধা।

বাপ বসুল মোর গোকুলে আহ্মার ঘর
গোপ লোকেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে।
সুণিলেঁ পাইব লাজ তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজ
মোর পাশ আইস অকারণে ॥ ২ ॥

ছার তিরী বামা জাতী নানা দোষেঁ উতপতী
তাক কোপ রহে কত খনে।
তোহ্মার বিরহে মোর আকুল পরাণ হে
নিঠুর বোলহ কি কারণে ॥ ৩ ॥
সুণ ল সুন্দরী সতী বুঝিলোঁ তোহ্মার মতী
সুণ পাপ পুণ্যের উত্তর।
পুণ্য কইলেঁ স্বগ্গ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ
পাপেঁ হএ নরকের ফল ॥ ৪ ॥
দৈবকীর পুত্র তোহ্মে বসুলকুমার হে
তোহ্মে দেব কংশের আরী।

গোপীর বালেন্দু হরী আহ্মে বিরহিণী নারী
তোহ্মা বিনি বঞ্চিতেঁ না পারী ॥ ৫ ॥
তোরে বো[২০৮/ক]লোঁ চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব বনমালী
কেহ্নে বোল হেন পাপবাণী।
মাঅ যশোদা মোর মামা আইহন ল
তোহ্মে মোর সোদর মাউলানী ॥ ৬ ॥
না বোল মোরে নিবাস একবার নেহ পাশ
তোহ্মে মোর পতি শ্রীনিবাস।
আনেক জরম পুনে ভজিলোঁ তোর চরণে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৭ ॥

রাধা। ওগো কানাই, আমি তখন শিশু ছিলাম, রতি রঙ্গ জানতাম না। এখন দিন গুণে গুণে তনু শেষ হতে চলল। এখন দিনরাত (তোমার প্রতি) একমতি। তোমাকে ছাড়া আমার আর গতি নাই। এখন কৃষ্ণ আমাকে (কি করব তার) নির্দেশ দাও ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ। ওগো রাধা, আমার বাপ বসুল (বসুদেব), আমার ঘর গোকুলে, গোপগণ আমায় ভাল জানে ॥ তারা শুনলে লজ্জা পাবে। তোমার সঙ্গে আমার কোনো কাজ (বা প্রয়োজন) নেই। অকারণে তুমি আমার পাশে এসেছ ॥ ২ ॥

রাধা। স্ত্রী জাতিকে ধিক। তার মনে নানা দোষের উৎপত্তি হয়। তার প্রতি কতক্ষণ রাগ করে থাকা যায়। তোমার বিরহে আমার প্রাণ আকুল। তুমি কেন নিষ্ঠুর কথা বলছ? ৩ ॥

কৃষ্ণ। শোনো, সুন্দরী সতী, তোমার মতি আমি বুঝেছি। এখন পাপ-পুণ্য বিষয়ে আমার উত্তর বলি, শোনো। পুণ্য করলে স্বর্গে যায়, নানা উপভোগের বস্তু লাভ করে। পাপের ফল, নরক বাস ॥ ৪ ॥

রাধা। তুমি দৈবকীর পুত্র, বসুদেবের কুমার। তুমি দেব, কংসের অরি। হরি তুমি গোপীদের বালেন্দু (নবচন্দ্র)। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতেই পারি না ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলী, তোকে বলছি, আমি দেব বনমালী। এমন পাপ কথা কেন বলছ? আমার মা যশোদা, আইহন মামা, তুমি আমার সহোদর মামী॥ ৬ ॥

রাধা। আমাকে এমন নিরাশ কথা বোলো না। তুমি আমার পতি শ্রীনিবাস। একবার পাশে নাও। অনেক জন্মের পুণ্যে, তোর চরণ ভজনা করেছি।

বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৭ ॥

৩৮৩

রাধা ও কৃষ্ণের সংলাপ। রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে রতিমিলনে ব্যাকুল কৃষ্ণের মদনবাণের প্রভাবে। কৃষ্ণ তাকে এড়াতে চাইছেন। গীতটি ৮ ॥ ৮ ॥ ১০ ।-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে, তারপর সাতটি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ উতপতী : উৎপত্তি। বালেন্দু : নবোদিত চন্দ্র। সোদর মাউলানী : সহোদর মামী।

৩৫. শ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

দুতর যমুনাত রাধা তোহ্মা কৈলোঁ পার।
লাজে পিঠ দিআঁ মো বহিলোঁ দধিভার ॥
দুসহ মদনবাণে বড় দুখ পাইল।
রাজ ভরিআঁ মোর কলঙ্ক থাকিল ॥ ১ ॥
বিরহ সন্তাপ রাধা এবেঁসি জাণিলে।
যৌবন গরবেঁ রাধা আহ্মা না চিহ্নিলেঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥

তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা বড় পাইলোঁ দুখ।
হেন মন কৈলোঁ না দেখিবোঁ তোর মুখ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা তেআগিল ঘর।
তভোঁ মোর বচনে[২০৮/খ] না দিলেঁ উত্তর ॥ ২ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ মো হইলোঁ মাহাদাণী।
তবেঁ বোলাইলেঁ সতী আইহনের বাণী ॥

এবেঁ কেহ্নে গোআলিনী হেন তোর মতী।
তোহ্মো রতীএঁ কুমতী আহ্মো ধর্ম্মমতী ॥ ৩ ॥
নিয়ড় সম্বন্ধ রাধা না কর দূর।
জুণি সুধি পাএ রাধা রাজা কংশাসুর ॥
আর এবেঁ রাধা তোতে নাহিঁ মোর মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধা দুস্তর যমুনায় তোমায় পার করেছি। লজ্জা বিসর্জন দিয়ে আমি দধির ভার বহন করেছি॥ দুঃসহ মদনবাণে বড় দুঃখ পেয়েছি। রাজ্য ভরে আমার কলঙ্ক রটেছে॥ ১ ॥ বিরহ-সন্তাপ, রাধা, এখন জানলে। (তখন) যৌবনের গর্বে আমায় চেননি॥ ধ্রু ॥ রাধা, তোমার জন্যে দুঃখ পেয়েছি। এমন মনে হয়েছে যে আর তোমার মুখ দেখব না ॥ রাধা, তোমার জন্যে আমি ঘর ত্যাগ করেছি, তবু আমার কথায় উত্তর দাওনি ॥ ২ ॥ তোমার জন্যে আমি মহাদানী হয়েছিলাম। তখন বলেছ, আমি আইহনের রাণী॥ গোয়ালিনী, এখন কেন তোর এমন মতী। তোমার এখন রতিতে কুমতি, আমি এখন ধর্মমতি ॥ ৩ ॥ রাধা, আমাদের নিকট সম্পর্ক দূর কোরো না। রাজা কংসাসুর যেন এ-সব কথা শুনতে না পায় ॥ রাধা, এখন আর তোর প্রতি আমার মন নেই। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

৩৮৪

কৃষ্ণ রাধাকে পূর্ব কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, যখন বাধার জন্যে সে নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করলেও বাধা তাকে বতি মিলন দিতে অস্বীকৃত হয়েছিল। এখন তাব ধর্মে মতি হয়েছে। রাধার রতি মিলনের প্রস্তাবে সে সম্মত নয়। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ দুতর : দুস্তর। লাজে পিঠ দিয়া : লজ্জাকে উপেক্ষা করে। রাজ ভরিআঁ : বাজ্য ভরে। জুণি সুধি পাএ : যেন শুনতে না পায়।

৩৬. রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

কোণ আপরাধে মোকে তেজহ কাহ্নাঞিঁ।
আপণে বিচারি তোহ্মে চাহ ত গোসাঞিঁ॥
সকল সংপুন্ন মোর যৌবন সাজে।
তাহাক তেজিতেঁ না জুআএ দেবরাজে॥ ১॥
বিণি দোষে কেহো নাহিঁ তেজে রমণী।
সিতা রামে দুখ পাইল সুণ চক্রপাণী॥ ধ্রু॥

সপনে গেআনে মনে চিন্তা আহোনিশী।
রাতী দিনে একলী কদমতলে বসী॥
তোহ্মাত লাগি[২০৯/ক]আঁ যবেঁ প্রাণ মোর জাএ।
তবেঁ তিরীবধ লাগে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মাএ॥ ২॥

মদনে বিকলী হৈলোঁ হরি প্রাণ রাখ।
অকোপ হআঁ মোর আবথা দেখ॥
একবার তোর মোর জাইউ বৃন্দাবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৩॥

কানাই, কোন অপরাধে তুমি আমায় ত্যাগ করছ। হে গোস্বামী, একবার নিজেই বিচার করে দেখ॥ আমায় যৌবনের সব সাজ এখন সম্পূর্ণ। দেবরাজ, তাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হবে না॥ ১॥ বিনা দোষে কেউ তার রমণীকে ত্যাগ করে না। চক্রপাণি শোনো, সীতার জন্যে রাম দুঃখ পেয়েছিলেন॥ ধ্রু॥ স্বপ্নে, জ্ঞানে অহর্নিশি মনে চিন্তা করি। রাত্রি দিন কদমতলায় বসে থাকি॥ যদি তোমার জন্যে আমার প্রাণ যায়, তাহলে স্ত্রী বধের পাপ, কানাই, তোমার উপর বর্তাবে॥ ২॥ হরি, আমি মদনে বিকল হয়েছি, প্রাণ রাখ। রাগ বিসর্জন দিয়ে আমার অবস্থা লক্ষ্য কব॥ একবার তুমি আমি চল বৃন্দাবনে যাই। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন॥ ৩॥
৩৮৫

রাধা কৃষ্ণকে রাগ ত্যাগ করে রতিমিলন দিতে অনুনয় কবছে। এমন মদনবিকাবগ্রস্থা বাধাকে ত্যাগ কবলে কৃষ্ণেব উপব স্ত্রী বধের পাপ বর্তাবে, তাও মনে করিয়ে দিল। গীতটি ৪+২+৪+৪=১৪ পয়াব পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ তেজিতে না জুআএ : ত্যাগ কবা যোগ্য কাজ হবে না। অকোপ হআঁ : কোপ বা বাগ ত্যাগ কবে।

৩৭. ধানুষীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

যে বেলিতে তোকে দূতা পাঠায়িলোঁ
ভাণ্ডাআঁ পাঠাইলি মোরে।
এবেঁসি মোর টুটিল সে নেহ
মন জাএ তোহ্মারে ॥ ল ॥ ১ ॥
আল্‌।
চল চল তোহ্মে সুন্দরি রাধা
মো-পরিহরিলোঁ তোরে।

বাপ নন্দ ঘোষ মাঅ যশোদা
তেঁ তুহ্মী মামী আহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ
জুড়িএ আগুনতাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ
জুড়িএ কাহাব বাপে ॥ ২ ॥

যমুনা তীরে আছিলোঁ যবেঁ
তোর সুরতির আশে।
বোল দিআঁ মোক ভার বহায়িলেঁ
দেখি লোক উপহাসে ॥ ৩ ॥
এ[২০৯/খ]তেক ভাবিআঁ সুন্দরী নারী তোতে নিবারিলোঁ মন
ছাড় তোঁ আহ্মাব আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

যখন তোর কাছে দূতী পাঠালাম, আমাকে প্রতারণা করে পাঠালি। এখন আমার সেই প্রেম টুটেছে। তোমার থেকে মন চলে গেছে॥ ১ ॥ সুন্দরি রাধা, চল, চল, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করলাম। আমার বাপ নন্দ ঘোষ, মা যশোদা, তুমি আমার মামী ॥ ধ্রু ॥ সোনা ভাঙলে উপায় আছে। আগুনের তাপে জোড়া যায়। পুরুষের প্রেম ভাঙলে কার বাপের সাধ্য তা জোড়ে? ২ ॥ যখন যমুনাতীরে তোর সুরতির আশায় ছিলাম, কথা দিয়ে আমাকে দিয়ে ভার বহালে, দেখে লোকে উপহাস করল ॥ ৩ ॥ এ-সব ভেবে সুন্দরী রাধা, তোর থেকে মন নিবারণ করলাম। আমার আশা ত্যাগ কর। বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করে এই গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

৩৮৬

কৃষ্ণ রাধার প্রেম প্রত্যাখ্যান করছেন। চমৎকাব একটি উপমা বযেছে। সোনাব গযনা ভাঙলে আগুনেব তাপে জোড়া যায়, পুরুষেব প্রেম ভাঙলে আর জোড়া লাগে না। গীতটি মুখ্যত ৬ ॥ ৬ ॥ ৮ I-মাত্রক লঘু ত্রিপদীতে বচিত। ধ্রুবশ্লোকটি ১১ ॥ ৮ I-মাত্রক দ্বিপংক্তিক। মোট দশ পংক্তিতে বচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ ভাণ্ডাআঁ : প্রতারিত কবে। নেহা : প্রেম।

৩৮. ললিতরাগঃ ॥ কুড়ুক্কং ॥

কৃষ্ণের উদ্দেশে রাধা।

সরস বসন্ত কালে।
কোকিলের কোলাহলে।
এ নআ যৌবন কাহ্নাঞিঁ প্রাণ রে।
এবেঁ তোহ্মার বিরহে।
মোর আকুলে দেহে।
আহ্মাকে তেজিতেঁ তোর উচিত নহে॥ ১॥
নহোঁ গ নহোঁ গ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার মাউলানী।
তোর মোর নেহ সব দেব লোকেঁ ভালেঁ জাণী॥ ধ্রু॥

আছিলোঁ মো শিশুমতী।
না বুঝিলোঁ সুরতী।
তেকারণে তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী॥
এবেঁ মো ভরযুবতী।
তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী॥
এহা বুঝী মোর বোলে কর আনুমতী॥ ২॥
সাগর সঙ্গম জলে।
তেজিবোঁ মো কলেবরে।
এথাঞিঁ মরিবোঁ কিবা খাইবোঁ গরলে॥

এহা জাণী গদাধর।
একবার দয়া কর।
নহে তি[২১০/ক]রীবধ দিবোঁ মো তোহ্মারে॥ ৩॥
যত কৈলোঁ সংযম।
করিলোঁ ব্রত নিয়ম।
নঠ হএ কাহ্ন মোর সে সব ধরম॥
এহি শপথ করোঁ।
কভোঁ যবেঁ তোহ্মা হরোঁ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

সরস বসন্তকালে কোকিলের কূজনে, ওগো। প্রাণ কানাই, আমার এখন নব যৌবন॥ তোমার বিরহে আমার দেহ আকুল। আমাকে ত্যাগ করা তোর উচিত হবে না॥ ১॥ কানাই, আমি তোমার মামী নই, নই গো। সর্ব দেবলোক তোর ও আমার প্রেমের কথা জানে॥ ধ্রু॥ তখন শিশুমতী ছিলাম, সুরতির মর্ম বুঝতাম না। সেকারণে তোর কথায় সম্মতি দিইনি॥ এখন আমি পূর্ণা যুবতী, তোমায় ছাড়া গতি নেই। একথা বুঝে আমার কথায় সম্মত হও॥ ২॥ (তোমায় না পেলে) সাগর সঙ্গমে জলে ডুবে এ দেহ ত্যাগ করব। অথবা এখানেই গরল পান করে মৃত্যু বরণ করব॥ এ কথা বুঝে ওগো গদাধর, একবার দয়া কর। নইলে স্ত্রী বধের পাপ তোমার ঘটবে॥ ৩॥ যত সংযম করেছি, ব্রত নিয়ম করেছি, সে সব ধর্ম-কর্ম, কানাই, আমার নষ্ট হতে চলল। এই শপথ করছি, তোমাকে আর কখনো ছলনা করব না। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩৮৭

রাধা কৃষ্ণের কাছে অনুনয় করছে। কানাই তার সঙ্গে মিলনে রাজি না হলে সে আত্মঘাতী হবে এবং তার পাপ কানাই-এর ওপর বর্তাবে। গীতটি ৮॥৮॥৮॥৬ I-দীর্ঘ চৌপদী ছন্দে রচিত হয়েছে। মোট চারটি দ্বিপংক্তিক শ্লোকসহ ৮॥৮ I-দ্বিপংক্তিক ধ্রুবশ্লোকে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ ভরযুবতী : পূর্ণ যৌবনা।

৩৯. দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কৃষ্ণ রাধার উদ্দেশে।

যবেঁ তোক যতন করিলোঁ চন্দ্রাবলী।
তবেঁ মোর বাপ মাএ দিলেঁ তোহ্মো গালী॥
এবেঁ কেহ্নে আহ্মা সমে বাঞ্ছহ রতী।
পরিহরি আপণার আইহন পতী॥ ১॥
এবেঁ কেহ্নে রাধা পাতসি মায়া মোহো।
এহাত না ভুলে আর নান্দের পোহো॥ ধ্রুং॥

যতন করিআঁ বেদ কহিলেন্ত বিধী।
পাপ করিলেঁ কোণ কাজে নাহিঁ সিধী॥
আসুব মারিআঁ খণ্ডিবোঁ পৃথিবীর ভার।
পাপ করিলেঁ সে ত নহিব আহ্মার॥ ২॥
যতন না কর রাধা আইহনের রাণী।
পরিহার কৈল তোক দেব চক্রপাণী॥

ব্রহ্মাণে চিন্তনে কৈলোঁ নির্ম্মল কাএ।
তোক[২১০/খ] দেখি আরবার মন না জাএ॥ ৩॥
আহোনিশি করোঁ মো যোগ ধেআন।
আর কভোঁ না ভুলে তোহ্মাতে দেব কাহ্নূ॥
এহা বুঝী গোআলিনী ছাড় মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

নিজের আইহন পতিকে পরিত্যাগ করে॥ ১॥ রাধা, চন্দ্রাবলী, যখন তোকে সাধলাম, তখন আমার বাপ-মাকে গালি দিলে॥ এখন কেন আমার সঙ্গে রতি চাইছ, সিদ্ধি এখন কেন মায়া মোহের ফাঁদ পাতছ? নন্দের পো আর এতে ভুলছে না॥ ধ্রুং॥ বিধি যত্ন করে বেদ বা বিধান দিয়েছেন, পাপ করলে কোনো কাজে যত্ন হয় না॥ অসুর বধ করে আমি পৃথিবীর ভার খণ্ডন করব। পাপ করলে আমার দ্বারা তা সম্ভব হবে না॥ ২॥ আইহনের রাণী (আমাকে পাবার জন্যে) আর আমি কোরো না। দেব চক্রপাণি আমি তোকে পরিত্যাগ করলাম॥ ব্রহ্মাকে চিন্তা করে দেহ নির্মল করেছি। তোকে দেখবার জন্যে আর মন হয় না॥ ৩॥ অহর্নিশি এ-যোগধ্যান করছি। দেব কানাই আর কখনো তোমাকে দেখে ভুলবে না॥ এ-কথা বুঝে ওগো গোয়ালিনী, আমার সঙ্গ ছাড়ো। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস গীত গাইলেন॥ ৪॥

কৃষ্ণ নানা অজুহাতে রাধার রতি ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করছে। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়াব পংক্তিতে বচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ যতন করিলোঁ : যত্ন করলাম বা সাধলাম। নান্দের পোহো : নন্দের পো। সিধী : সিদ্ধি। কৌলোঁ নির্মল কাএ : দেহকে পবিত্র করলাম।

৪০. শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

মৈলাক মারিলেঁ কোণ মাহাসিধি হএ।
আপণেঞি গুণ কাহ্নাঞি আপণ হৃদএ ॥
এ তীন ভুবনে তোহ্মার আধিকার।
তোর আগেঁ গোপনারী হএ কোণ ছার ॥ ১ ॥
না ধরিলোঁ মতিমোষে তোহ্মার বচন।
তাহার উচিত ফল দিলেক মদন ॥ ধ্রু ॥

কাহ্ন তোর নেহে আপণাক বড় মানোঁ।
তোত উপজিব রোষ তাক না জাণোঁ ॥
পুরুবেঁ জাণিতোঁ যবেঁ রুষিবেহেঁ তোহ্মে।
তবেঁ না কহিতোঁ কথা যশোদাক আহ্মে ॥ ২ ॥
শরণ পসিলোঁ কাহ্ন চরণে তোহ্মারে।
যে ফল করিবেঁ মোর কর অবিচারে ॥

সকল সন্তাপ কাহ্ন সহিবাক পারী[২১১/ক]।
তোর বিরহসন্তাপ সহিতেঁ না পারী ॥ ৩ ॥
একবার জগন্নাথ কর প্রতিকার।
তোর পরসাদেঁ ঘুচে বিরহ আহ্মার ॥
তেরছ নয়নে দেহ আহ্মাক আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মৃতকে মেরে কোন মহাসিদ্ধি হবে? কানাই, নিজেই নিজের হৃদয়ের কথা চিন্তা কর। এই তিন ভুবনেই তোমার অধিকার। সামান্য গোপনারী তোমার কাছে নগণ্য ॥ ১ ॥ বুদ্ধির দোষে তোমার কথা শুনিনি। মদন তার উচিত শাস্তি দিল ॥ ধ্রু ॥ কানাই, তোর প্রেমকে সবচেয়ে বড় বলে মানি। তোর যে রোষ হবে তা কখনো জানিনি। যদি আগে জানতাম, তুমি রুষ্ট হবে, তবে যশোদাকে আমি সে কথা (বস্ত্র হরণের কথা) বলতাম না ॥ ২ ॥ কানাই তোমার পায়ে শরণ নিলাম। আমায় যে শাস্তি দেবে নির্বিচারে দাও ॥ কানাই, সব দুঃখ সহ্য করতে পারি, তোর বিরহ সন্তাপ সইতে পারি না ॥ ৩ ॥ জগন্নাথ, একবার এর প্রতিকার কর। তোর প্রসাদে আমার বিরহ ঘুচবে ॥ তির্যক দৃষ্টিতে (অর্থাৎ চোখের ইঙ্গিতে) আমাকে আশা দাও। বাসলী শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৩৮৯

রাধা কৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভের আশায় অনুনয় করছে। এমনকি সে যে কৃষ্ণের নামে যশোদার কাছে নালিশ করে অন্যায় করেছে তাও স্বীকার করছে। গীতটি পয়ারে, ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ মৈলাক : যে মৃত তাকে। তোত উপজিব রোষ : তোর যে রোষ হবে। যে ফল করিবেঁ : যে শাস্তি দেবে। তেরছ নয়নে : তির্যক দৃষ্টিতে।

৪১. দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

রাধা কৃষ্ণকে।

এবেঁ ভ্রমর কোকিল শবে।
শুণী মোরে মনমথ মারে॥
তিরীবধভয় না মানসি।
কেহ্নে মিছ্য মাউলানী ঘোসসি॥ নাএ॥ ১॥
আল হের মোরে দয়া না করহ কেহ্নে।
কাহ্নাঞিঁ ল ছাড় নিঠুর ভাব মনে॥ নাএ॥ ধ্রু॥

দুখ দিআঁ সত্য বোলোঁ শিবে দেওঁ হাথ।
তোহ্মে মোব প্রাণ জগন্নাথ॥
জিআঅ আড নয়নে চাহী।
বিবহেব জালাএ মবে বাহী॥ ২॥
তিলেক যৌবন নাহিঁ টুটে।
তোহ্মা বিণী বুক মোব ফুটে॥

এহা জাণী দয়া ধব মণে।
আহ্মা লআঁ জাহ কুঞ্জবনে॥ ৩॥
তোহ্মা চিন্তি ঝুবোঁ আহোনিশী।
তভোঁ কেহ্নে[২১১/খ] দয়া না কবসী॥
মোবে না মাবিহ শ্রীনিবাসে।
গাইল বডু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

এখন ভ্রমর ও কোকিল শর হানছে। শুনে মনমথের মাবেব মতো বিঁধছে। তুই স্ত্রী বধেব ভয মানিস না। কেন মিথ্যা করে আমায় মাতুলানী (মামী) বলিস॥ ১॥ দেখ, আমায় কেন দয়া করছ না। ওগো কানাই, তোমার মনেব নিষ্ঠুব ভাব ত্যাগ কর॥ ধ্রু॥ ওগো দুঃখদাতা, মাথায হাত দিয়ে সত্য বলছি, তুমিই আমাব প্রাণ জগন্নাথ॥ কটাক্ষে আমার দিকে চাও। রাই, বিবহেব জ্বালায মবছে॥ ২॥ আমাব যৌবন তিলমাত্র ক্ষয় হয়নি। তোমা বিহনে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে॥ একথা জেনে মনে দয়া ধর। আমায় নিয়ে কুঞ্জবনে চল॥ ৩॥ তোমাব কথা ভেবে দিবানিশি নয়নজল ঝরছে। তবু কেন আমায় দযা কবছ না॥ শ্রী নিবাস, আমাকে (বিরহের জ্বালায়) মেরো না। বডু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৩৯০

রাধা কৃষ্ণের কাছে বতিমিলন ভিক্ষা কবে, অনুনয় কবছেন। গীতটি দশমাত্রক, চতুষ্পংক্তিক চাবটি শ্লোকে রচিত। মাঝে ১ম শ্লোকেব পব ধ্রুবশ্লোকটি দ্বিপংক্তিক পযাব। আবাব দ্বিতীয় চতুষ্পংক্তিক শ্লোকটিব প্রথম পংক্তিটি ৮॥ ৬ I-মাত্রক পযাব।

দুরূহ শব্দার্থ॥ মাউলানী মাতুলানী (মামী)। দুখদিআঁ · দুঃখদাতা। জিআঅ আড নয়নে কৃপা কটাক্ষে বাঁচিয়ে তোলো।

৪২. ধানুষীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণ রাধাকে।

রাধা ল।
মথুরা জাইতেঁ যমুনাপথে
দধির পসার লআঁ।
আনেক যতনে কৈলোঁ না দিলেঁ আশ
গেলাহা মোক দুখ দিআঁ ॥ ১ ॥
আল।
ছিনারী পামরী নাগরী রাধা
কিকে পাতসি মায়া।
তোহ্মে যবেঁ জাণ আহ্মে তোর প্রিয়
তবেঁ কেহ্নে না কৈলেঁ দয়া ॥ ধ্রু ॥
পান ফুল দিআঁ পাঠায়িলোঁ তোরে
দূতার হাথত দিআঁ ॥
বোল না ধরিলেঁ তাম্বূল পেলাইলেঁ
বাম চরণে টালিআঁ ॥ ২ ॥
যেহেন প্রকারেঁ বড়ায়িক মাইলেঁ
তিরীবধ হৈত মোরে।
যে কারণে হরি নারায়ণ আহ্মে
তেঁসি জীবন তাহারে ॥ ৩ ॥
যবেঁ বড়ায়ি আদেশিব মোরে
তবেঁ জাইবোঁ তোর পাশে।
এহা বুলী কাহ্নাঞিঁ নিরব হয়িলা
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ওগো রাধা। দধির পসার নিয়ে মথুরায় যেতে যমুনার পথে, অনেক সাধ্যসাধনা করলাম, (তখন) কোনো আশা দাওনি। আমায় দুঃখ দিয়ে চলে গেছ ॥ ১ ॥ ওগো, স্বৈরিণী, পাপিয়সী, নাগরী (প্রণয় চতুরা) কেন মায়ার জাল পাতছ? যখন জানতে যে আমি তোমার প্রিয়, তখন কেন দয়া করনি? ধ্রু ॥ দূতীর হাত দিয়ে পান ফুল দিয়ে তোর কাছে পাঠালাম, তার কথা শুনলে না, বাঁ পায়ে ঠেলে সেই পান ফেলে দিলে ॥ ২ ॥ এমনভাবে বড়াইকে মারলে যে আমার ওপর স্ত্রী বধের পাপ লাগত। আমি হরি নারায়ণ বলে তাকে জীবন দিতে পারলাম (বাঁচাতে পারলাম) ॥ ৩ ॥ যখন বড়াই আমাকে আদেশ দেবে, তখন তোর পাশে যাব। এই বলে কানাই নীরব হল। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৩৯১

কৃষ্ণ রাধার পূর্ব অপরাধ স্মরণ করিয়ে এবারে বলছে, তুই তো দূতী বড়াইকে প্রায় মেরে ফেলেছিলি। আমি নারায়ণ বলে তাকে বাঁচিয়ে দিতে পারলাম। এখন বড়াই বললে তবেই আমি তোর কাছে যেতে পারি, নইলে নয়। গীতটি লঘু ত্রিপদী ছন্দে (৬ ॥ ৬ ॥ ৮ ।) ২ +২ (ধ্রু) +২+২+২=১০ পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ ছিনারী : স্বৈরিণী। পামরী : পাপিয়সী। নাগরী : ছলনাময়ী। বামচরণে টালিআ : বাঁপায়ে ঠেলে।

স. ৭ ॥ কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য রাধা বৃদ্ধান্তিকং যযৌ।
জগাদ চ নিজপ্রাণপরিত্রাণকরম্বচঃ ॥

কৃষ্ণের কথা শুনে রাধা বৃদ্ধার কাছে গিয়ে, যাতে নিজ প্রাণ রক্ষা পায় এমন কথা বললেন।

৪৩. কোড়া[২১২/ক]রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধা বড়াইকে।

নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী।
জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী ॥ আল ॥ ১ ॥
মোরে কি না ভয়িএঁা গেল বড়ায়ি নাএ।
বিরহে বিকলী খোজো মোঁ নান্দেব পোএ ॥ ধ্রু ॥
নিশি সপন দেখিলোঁ কাহ্ন কোলে কবি সুয়িলো
চিআয়িএঁা চাহোঁ নাহিক বাল গোপালে।
এ মোর যৌবন ভার সকল ভৈল আসাব
আনল সরণ হৈবে দূতা বে ॥ ২ ॥
যে ডালে করো মো ভবে সে ডাল ভাঙ্গিএঁা পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত কবো বিসরামে।
আনি দেহ যবেঁ কাহ্নে ভিড়ি দেউ আলিঙ্গনে
তাক না তেজিবোঁ আর জবমে ॥ ৩ ॥
নেহ আমূল রতনে পালহ মো[২১২/খ]র বচনে
একবাব মোক আণি দেহ কাহ্নে।
ধবো দূতা তোব পাএ হেব মোব প্রাণ যাএ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচবণে ॥ ৪ ॥

রাত অন্ধকার। তাতে যে নারীর পাশে পুরুষ নাই সে কেমন করে বেঁচে থাকে॥ ১ ॥ বড়াই, আমার এ কি না হয়ে গেল! বিরহে বিকল হযে আমি নন্দের নন্দনকে খুঁজছি॥ ধ্রু ॥ রাতে স্বপ্ন দেখলাম, কানাইকে কোলে করে শুযে আছি। চেতনা পেযে চেযে দেখি, বাল গোপাল নেই॥ আমার এই যৌবনের ভার সবই অসার (বা মিথ্যা) হল। ওগো দূতী, এখন অনল আমাব শবণ হবে॥ ২॥ আমি যে ডালে ভব করি সেই ডালই ভেঙে পড়ে। এমন একটি ডাল নেই যাতে বিশ্রাম নিতে পারি। যদি কানাইকে এনে দিতে পার তাকে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন দিই। —এ জন্মে আব তাকে ছাড়বো না॥ ৩ ॥ আমাব অমূল্য বত্ন নাও, আমাব কথা পালন কর। একবার কানাইকে আমার কাছে এনে দাও। ওগো দূতী, তোর পায়ে ধরি, দেখ, আমার প্রাণ যায়। বাসলীচরণ বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥ ৩৯২

বড়াইয়ের কাছে রাধার বিলাপ। স্বপ্নে সে কৃষ্ণকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ভাবে পেযে, জেগে উঠে দেখে, সে নেই। বড়াই একবাব তাকে এনে দিলে আব তাকে ছাড়বে না। গীতটিব প্রথম শ্লোক এবং ধ্রুবশ্লোক পয়ার (৬ ॥ ৮/৬ ॥ ৮ এবং ৮ ॥ ৬/ ৮ ॥ ৬)। তারপব দ্বিপংক্তিক ২. ৩, ৪ শ্লোক তিনটি ৮ ॥ ৮ ॥ ৮ ॥ ৬ ।-মাত্রক চৌপদী। তৃতীয় শ্লোকটিতে উপমাব চমৎকারিত্ব লক্ষণীয়। কাহিনীর পারম্পর্যে কিছু অসঙ্গতি রযেছে মনে হয়।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ মোরে কি না ভয়িএঁা গেল : আমাব কি না হযে গেল। চিআয়িএঁা চাহোঁ : চেতনা পেযে চেয়ে দেখি। ভৈল আসার : অসাব বা মিথ্যা হল।

৪৪. গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বড়াই রাধাকে।

যখণ কাহ্নাঞিঁ তোরে পাঠাইলে পানে।
তবেঁ তারে বুলিলি বচন আনচানে॥
এবেঁ মোক বোলসি কাহ্নাঞিঁ আণিবারে।
বুঢ় বয়সত বড় দুখ দিলে মোরে॥ ১॥
এবেঁ বলহীন আহ্মে চলিতে না পারী।
কোণ পরকারে তোক আণি দিবোঁ হরী॥ ধ্রু॥

এড় ঘর যাএঁা মোঞঁ শকতি না কর।
কথাঁ গিঞাঁ পায়িবোঁ নিঠুর গদাধর॥
মোঞেঁ ভালেঁ জাণোঁ তোক নিঠুর ভৈল কাহ্ন।
এ জরমে নাইসে আর তোহ্মার থান॥ ২॥

পুরুষ ভ্রমর দুইহো এক মান।
নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান॥
নানা রঙ্গে রহে কাহ্নাঞিঁ আন নারী পাশে।
বাশলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৩॥

যখন কানাই তোকে পান পাঠাল তখন তাকে কেন উল্‌টা পাল্‌টা কথা বললি॥ এখন আমাকে বলছিস, কানাইকে এনে দিতে। এই বুড়া বয়সে আমায় বড় দুঃখ দিলে॥ ১॥ এখন আমি বলহীনা, চলতে পারি না। কেমন করে হরিকে তোর কাছে এনে দেব॥ ধ্রু॥ আমাকে ছেড়ে ঘরে ফিরে যাও, আমায় জোর কোরো না। নিষ্ঠুর গদাধরকে আমি কোথায় গিয়ে পাব? আমি ভালই জানি, কানাই তোর প্রতি নিষ্ঠুর হয়েছে। এ জন্মে আর তোর কাছে আসবে না॥ ২॥ মেনে নাও, পুরুষ এবং ভ্রমর একরূপ। নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে মধু পান করে॥ কানাই, নানা রঙ্গে অন্য নারীর পাশে রয়েছে। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৩॥

৩৯৩

বড়াই রাধাকে বোঝাচ্ছে, কৃষ্ণ পুরুষ জাত, ভ্রমরের মত। এখন নিশ্চয়ই অন্য নারী নিয়ে মত্ত রয়েছে। আমি বৃদ্ধা হয়েছি, চলতে পারি না। তাকে কোথা থেকে খুঁজে আনব? তুই ঘরে ফিরে যা। গীতটি পয়ারবন্ধে ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ আনচানে : উল্‌টাপাল্‌টা। শকতি না কর : জোর কোরো না।

৪৫. রামগিরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধা বড়াইকে।

শিশুকালে আহ্মে মতিভোলে।
বড়ায়ি না লয়িলোঁ কাহ্নের[২১৩/ক] তাম্বুলে।
এবেঁ আহ্মার মন মজিল বাল গোপালে॥
তোহ্মে যাত্রা কর শুভক্ষণে।
বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞিঁর থানে।
বিনয়বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞিঁ আন মোর থানে॥ ১॥
দূতী বোল গিআঁ কাহ্নের থানে।
বারেক দয়া করী মোরে দেউ দরশনে॥ ল॥ ধ্রু॥

সব খন চিন্তিআঁ মুরারী।
পরাণ ধরিবেঁ না পারী।
রহিব যৌবনে আহ্মে কেমনে মন নেবারী॥
মোঞঁ সে দগধকপালী।
নাম মোর চন্দ্রাবলী।
আন মোর নাহি গতী ছাড়িআঁ প্রিয় বনমালী॥ ২॥
মোঁ তোলোঁ যমুনাত পাণী।
পরিহাস কৈল চক্রপাণী।
মতিমোষেঁ যশোদারে কহিলোঁ সে সব কাহিণী॥

কাহ্ন না চিহ্নিলোঁ খাইলোঁ আখী।
চান্দ সুরুজ দুয়ি সাখী।
এ রূপ যৌবন কাহ্নেরেঁ থুয়িবোঁ রাখী॥ ৩॥
বাঁশী বাজায়িল যবেঁ কাহ্নে।
কোকিল কৈল পালি গানে।
আ[২১৩/খ]গুণি জালিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে॥
এবেঁ লাজ থুইআঁ এক পাশে।
শরণ ভৈলোঁ শ্রীনিবাসে।
আণি দেহ এবেঁ কাহ্নাঞিঁ গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

শিশুকালে মতির (বা বুদ্ধির) ভুলে, বড়াই, আমি কানাই-এর তাম্বুল নিইনি। এখন বালগোপালের প্রতি আমার মন মজেছে॥ তুমি শুভক্ষণ দেখে যাত্রা করো, বড়াই, দ্রুত কানাইয়ের কাছে যাও। কানাইকে বিনয় বচনে তুষ্ট করে আমার কাছে নিয়ে এসো॥ ১॥ দূতী, কানাইয়ের কাছে গিয়ে বল, দয়া করে একবার সে আমাকে দর্শন দিক॥ ধ্রু॥ সর্বক্ষণ মুরারীর কথা চিন্তা করে আমি প্রাণ ধারণ করতে পারছি না। এই যৌবনে কি ভাবে মনকে আমি নিবারণ করে রাখব॥ আমি সেই দগ্ধ কপালী (পোড়াকপালী), আমার নাম চন্দ্রাবলী। প্রিয় বনমালীকে ছেড়ে আমার আর কোনো গতি নেই॥ ২॥ আমি যমুনার জল তুলছিলাম, তখন চক্রপাণি পরিহাস করেছিল। বুদ্ধির দোষে যশোদাকে সেসব কাহিনী বলেছিলাম॥ চোখ খেয়ে কানাইকে চিনতে পারিনি। চন্দ্র-সূর্য দু'জন সাক্ষী থাকল, এই রূপ যৌবন কানাইয়ের জন্যে তুলে রাখলাম॥ ৩॥ যখন কানাই বাঁশি বাজাল, কোকিল গান আরম্ভ করল, দখিনা বাতাস আমার দেহে আগুন জ্বেলে দিল এখন লজ্জাকে একপাশে সরিয়ে রেখে শ্রীনিবাসের শরণ নিলাম। এখন কানাইকে এনে দাও। —এ-গীত চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥ ৩৯৪

বড়াইয়ের কাছে রাধার অনুনয়। শিশুকালে বুদ্ধির দোষে কানাইযের প্রস্তাব উপেক্ষা করেছি। তাকে চিনতে পারিনি। এখন যে করে হোক তাকে এনে দাও নইলে প্রাণে বাঁচব না। গীতটি মূলত ১০॥ ১০॥ ৮॥ ১০।-মাত্রক দীর্ঘ চৌপদী ছন্দে রচিত। ধ্রুবশ্লোকটি ১০॥ ৮॥ ৬।-মাত্রক দ্বিপংক্তিক বন্ধে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ দগধকপালী : পোড়া কপালী (গ্রাম্য গালির সাধু রূপ)। খাইলোঁ আখী : চোখ খেলাম (গ্রাম্য গালির সাধু রূপ)।

৪৬. ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

বড়াই রাধাকে।

গরবেঁ না তুষিলেঁ হরী।
পাছু না গুণিলী আছিদরী॥
বড় রোষ তার মনে জাগে।
এহা শুণী না মারে মোকে বড় ভাগে॥ ১ ॥
এবেঁ তোহ্মে মোরে বোল বুধী।
মোঞেঁ ভৈলোঁ এহাত মুগধী॥ ধ্রু॥

কাকুতী করিল কাহ্ন তোবে।
মোক পাঁঠায়িল বারে বারে॥
তভোঁ তার না কৈলেঁ সমানে।
তেকারণে রুষ্ট ভৈল কাহ্নে॥ ২॥
বন্ধুজন কবাআঁ বিমনে।
ছন্দে বন্ধে তোষিবে কমনে॥

আতি বড় সিআন সে কাহ্নে।
তাক ভাণ্ডী কাহার পরাণে॥ ৩ ॥
তোহ্মে মোর পরাণনাতিনী।
তোর দুখ না সহে পরাণী॥
কথাঁ পাইব কাহ্নের উদ্দেশে।
গাই[২১৪/ক]ল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

অহঙ্কারে হরিকে তোষণ করলে না। দুষ্টা (ঝামেলাকারী) পরের কথা ভেবে দেখলে না। তার মনে খুব রোষ (রাগ) হয়েছে। এ কথা শুনে যে আমায় মারেনি, এই ভাগ্য ॥ ১ ॥ এখন তুমি আমায় বুদ্ধি দাও। আমি তো হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি॥ ধ্রু॥ কানাই তোকে কত কাকুতি (অনুনয়) করল। আমাকে বারবার তোর কাছে পাঠাল। তবু তার সম্মান করলে না। সে জন্যে কানাই রুষ্ট হয়েছে॥ ২ ॥ বন্ধুজনকে (কৃষ্ণকে) বিমুখ করলে। এখন ছলা কলায় কি করে তাকে তুষ্ট করব? সেই কানাই খুবই চতুর। তাকে ভোলাবে কার সাধ্য? ৩॥ তুমি আমার প্রাণেব নাত্‌নী। তোর দুঃখ আমাব প্রাণে সয়না॥ কোথায় কানাইয়ের খোঁজ পাব? বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥

৩৯৫

নাত্‌নীর দুঃখে দুঃখী বড়াই রাধাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কানাই যখন আমায দূতী করে তোব কাছে পাঠিযেছিল, তুই বাব বার আমায় কষ্ট কথা বলেঁ ফিরিয়ে দিয়েছিস। এখন কোথা থেকে তাকে আমি খুঁজে আনব বল? গীতটি ১০ মাত্রক পংক্তিবন্ধে বচিত। প্রথম স্তবকের চতুর্থ পংক্তিটি পয়াব (৮ ॥ ৬ I)।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ আছিদরী : (ন ছিদ্রব) ঝামেলাকাবী। মুগধী : বুদ্ধিহীনা। ছন্দে-বন্ধে : ছলা-কলায়। ভাণ্ডী : ভাঁড়াবে, ঠকাবে।

স. ৮॥ জরতীবচনং শ্রুত্বা মনোজশরকাতরা।
সখীগণমুবাচেদং মাধবপ্রাপ্তিবাঞ্ছয়া॥

জরতীর কথা শুনে মদন শরকাতরা রাধা মাধবকে পাবার আশায় সখীগণকে বললেন।

৪৭. পাহাড়ীআরাগঃ॥ প্রকীর্ণক॥ লগনী॥ দশুকঃ॥ ক্রীড়া॥

রাধা-বড়াইয়ের, কবির এবং নারদের কথোপকথন।

বড়ায়িক তবেঁ বুইল রাধা
কি পুছহ মোরে বুধী।
আহ্মার হৃদয় চন্দন কাহ্নাঞিঁ
আপণেঞিঁ কর শুধী॥ ল বড়ায়ি॥ ১॥
রাধার বচন শুণী বড়ায়ি
বুইল মনত শুণী।
তোহ্মে আহ্মে গিআঁ চাহি বৃন্দাবন
তবেঁ পাইব চক্রপাণী॥ ল রাধা॥ ২॥
দুহেঁ মেলিআঁ কাহ্নাঞিঁ চাহিল
না পাইআঁ জুড়িল ক্রন্দনে।
হেনই সম্ভেদে নারদ মুনী
আসিআঁ দিল দরশনে॥ ল রাধা॥ ৩॥
করিআঁ প্রণাম নারদ চরণে
রাধা পুছে যোড় হাথে।
নিদয় হৃদয় নান্দের নন্দন
কথাঁ বসে জগন্নাথে॥ ল মুনী॥ ৪॥
কি মোর জীবন যৌবন নারদ
কি মোর এ ধন বাসে।
[২১৪/খ]কাহ্ন বিণি মোঁ যোগিনী হৈবোঁ
ভ্রমিবোঁ সকল দেশে॥ ৫॥
রাধার বচন শুণী মাহামুনী
বসিলী যোগ ধেআনে।
জাণিল কদম তলাত বসিআঁ
আছেন্ত নাগর কাহ্নে॥ ৬॥
নাবদ বুইল কদমতল
চল বৃন্দাবন মাঝে।
কুসুমসেজাত বসিআঁ আছে
তথাঁ পাইবেঁ দেবরাজে॥ ৭॥
নারদেব বোল বেদ সমতুল
মনে ধবী চন্দ্রাবলী।
চাহিতেঁ চাহিতেঁ পাইল আচম্বিত
বৃন্দাবনে বনমালী॥ ৮॥
কৃষ্ণের বদন দূরে দেখি রাধা
মূরুছা পাইল তখনে।
ভৃঙ্গারের জল মুখে দিআঁ বড়ায়ি
রাধার কইল চেতনে॥ ৯॥
চেতন পাইআঁ বড়ায়ির চরণ
ধরিল আতি যতনে।
বুলিতেঁ নারোঁ বচন বড়ায়ি
না চলে মোর চরণে॥ ১০॥
এবেঁ কি করিবোঁ পরাণ নাতিনী
বোল হরষিত মণে।
তোহ্মাব আন্তরে প্রাণ[২১৫/ক] উপেখিআঁ
করিবোঁ তাক যতনে॥ ১১॥
মণে পবিভাবী মোরে দয়া করী
বড়ায়ি চল আপণে।
ভালমতেঁ মোর দুখকথা কহ
নিদুখ কাহ্নচরণে॥ ১২॥
এ বচন শুণী বড়ায়ি বুইল
গিআঁ কাহ্নের পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ১৩॥

তখন রাধা বড়াইকে বলল, আমার কাছে কি বুদ্ধি চাইছ? কানাই আমার হৃদয় চন্দন। তুমি নিজে তার সন্ধান কর। ওগো বড়াই ॥ ১ ॥ রাধার কথা শুনে তখন মনে মনে গণনা করে বড়াই বলল, তুমি ও আমি বৃন্দাবনে গিয়ে খোঁজ করি, তাহলে চক্রপাণিকে পাব ॥ ওগো রাধা ॥ ২ ॥ দুজনে মিলে কানাইকে খোঁজ করে না পেয়ে তখন কান্না জুড়ে দিল। এমন সময়ে নারদমুনি[1] এসে দর্শন দিলেন ॥ ওগো রাধা ॥ ৩ ॥ নারদের চরণে প্রণাম করে রাধা জোড়হাতে তাকে জিজ্ঞাসা করল, নিষ্ঠুর হৃদয়, নন্দ-নন্দন জগন্নাথ কোথায় রয়েছে? ওগো মুনি ॥ ৪ ॥ নারদ, আমার এই জীবন যৌবন ধন বাসে কি হবে। কানাই বিহনে আমি যোগিনী হয়ে সব দেশে ঘুরে বেড়াবো ॥ ৫ ॥ রাধার কথা শুনে মহামুনি তখন যোগে বসলেন। জানলেন, নাগর কানাই কদমতলায় বসে আছে ॥ ৬ ॥ নারদ বললেন, বৃন্দাবনের মাঝে কদমতলায় চল। সেখানে কুসুম শয্যায় উপবিষ্ট দেবরাজকে পাবে ॥ ৭ ॥ নারদের কথা বেদসমান (অর্থাৎ অভ্রান্ত সত্য) মনে ধরে চন্দ্রাবলী চারদিকে চাইতে চাইতে হঠাৎ বৃন্দাবনে বনমালীকে পেয়ে গেল ॥ ৮ ॥ দূর থেকেই কৃষ্ণের মুখ দেখে রাধা মূর্ছা গেল। ভৃঙ্গারের জল মুখে ছিটিয়ে বড়াই রাধার জ্ঞান ফিরিয়ে আনল ॥ ৯ ॥ জ্ঞান ফিরে পেয়ে যত্নে সে বড়াইয়ের চরণ ধরল। বলল, বড়াই আমি কথা বলতে পারছি না, পা-ও চলছে না ॥ ১০ ॥ ওগো প্রাণের নাতনী এখন কি করব প্রসন্ন মনে বল। প্রাণ গেলেও তোমার জন্যে (যা বলবে তা করতে) যত্ন করব ॥ ১১ ॥ মনে ভেবে, আমার প্রতি দয়া করে, বড়াই তুমি নিজে যাও। আমার দুঃখের কথা ভালভাবে দুঃখহীন কানাইয়ের চরণে নিবেদন কর ॥ ১২ ॥ একথা শুনে বড়াই কানাইয়ের পাশে গিয়ে সব বলল। বাসলীচরণ বন্দনা করে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ১৩ ॥

৩৯৬

এখানে কবি নারদের সহায়তা নিয়ে কৃষ্ণের অবস্থান জেনে বড়াইকে রাধার দূতীরূপে তার কাছে রাধার দূরবস্থা জানাতে পাঠালেন। গীতটি ৬ ॥ ৬ ॥ ৮ I-মাত্রক লঘু ত্রিপদী ছন্দে ১৩টি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে (২৬ পংক্তিতে) রচিত হয়েছে। কোনো ধ্রুবশ্লোক নেই।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ সন্তেদে : অবস্থায়। কুসুমশয্যায় : কুসুম শয্যায়। পরিভাবী : ভেবে। নিদুখ : দুঃখহীন।

১. এই নারদ জন্মখণ্ডের নারদ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

৪৮. দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণের প্রতি বড়াই।

তনের উপর হারে।
আল
মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে॥
সরস চন্দন পঙ্কে।
আল
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে॥ ১॥
আল
তোর বিরহ দহনে।
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে॥ ধ্রু॥

কুসুমশর হুতাশে
তপত দীর্ঘ নিশাসে।
সঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে॥
ক্ষেপে সজল নয়নে।
দশ দিশে খনে খনে।
নালহীন কৈল যেন নীল ন[২১৫/খ]লিনে॥ ২॥
দেখি পল্লব শয়নে।
আঙ্গারবাশি সমানে।
মুদযে নযনে আতি তরাসিত মনে॥

বাম করতে বদনে।
দিআঁ গগনে নয়নে।
তোহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে॥ ৩॥
খনে হাসে খনে রোষে।
খনে কাঁপএ তরাসে।
খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে॥
চলিতেঁ তোহ্মার পাশে।
নারে মদনের রোষে।
বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

(রাধার) স্তনের উপর হার যেন (দুর্বহ) ভার বলে মনে হচ্ছে। অতি ক্ষীণ (বা দুর্বল) হৃদয়া রাধা চলতেই পারছে না॥ সরস চন্দনপঙ্ক গায়ে (লেপন করতে) বিষম ভয়। রাতের চাঁদকে আগুনের দহন সমান লাগছে॥ ১॥ ওগো, তোর বিরহের জ্বালায় দগ্ধ রাধা তোর দর্শনে বেঁচে উঠবে॥ ধ্রু॥ কুসুমশরের জ্বালায়, তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে রাধা এক পাশে বসে ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে॥ ক্ষণে ক্ষণে দশদিকে সজল নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। নীলপদ্মকে (কে যেন) নালহীন (বৃন্তচ্যুত) করেছে॥ ২॥ দেখলাম (রাধা) পল্লব শয়নে শয়িতা যেন অঙ্গাররাশিতে শুয়ে আছে। ভয়ত্রস্ত মনে চোখ বন্ধ করে আছে॥ বাম করপল্লবে মুখ রেখে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, নিশ্চলমনে রাধা তোমার কথাই চিন্তা করছে॥ ৩॥ কখনো হাসছে, কখনো রাগ করছে, কখনো ভয়ে কেঁপে উঠছে। কখনো বা কাঁদছে, কখনো উল্লসিত হচ্ছে॥ মদন শরের ভয়ে তোমার পাশে চলতে পারছে না (অর্থাৎ মদন জ্বরাতুরার চলবার শক্তি নেই)। বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণ বন্দনা করে এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৩৯৭

বড়াই মদনদেবের আঘাতে জর্জরিতা রাধার দুরবস্থার কথা কৃষ্ণেব কাছে বর্ণনা করছে। গীতটিতে জযদেবের গীতগোবিন্দেব ৪র্থ সর্গ, নবম গীতের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[১] গীতটি মুখ্যত ৮॥৮॥৮॥৬I-মাত্রক চৌপদী বন্ধে রচিত। ধ্রুবশ্লোকটি ৮॥৮॥৬I-মাত্রক দুই পংক্তিতে রচিত। চারটি দ্বিপংক্তিক শ্লোক ছাড়া ধ্রুবশ্লোকটিতে মোট ১০ পংক্তিতে গীতটি রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ হুতাশে : দীর্ঘশ্বাসে। বিলাসে : বিলাস করে (উল্লসিত হয়)।

১. দ্র. স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্ (গীতগোবন্দ ৪।৯)

৪৯. বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতিবর্বা ॥

বড়াই কৃষ্ণকে।

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয়পবনে ॥
করে মনসিজশর কুসুম শয়নে।
ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে ॥ ১ ॥
আল কাহ্নাঞিঁ ল।
রাধা বিরহদহনে।
দগধিনী ভৈলী তোহ্মার শ[২১৬/ক]রণে ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে ॥

সব খন বস তোহ্মে তাহার আন্তরে।
তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার করে ॥ ২ ॥
নয়নশলিল পড়ে বদনে তাহার।
রাহুএঁ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার ॥
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্ন মদনরূপ।
প্রণামগণ করে কহিলোঁ সরূপ ॥ ৩ ॥
তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে।
হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে ॥

ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে।
নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে ॥ ৪ ॥
বনের হরিণী যেন তরাসিলী মনে।
দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে ॥
দয়া করী এবেঁ তাক দেহ আলিঙ্গনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

রাধা সব সময় চাঁদ এবং চন্দনকে নিন্দা করে। মলয়পবনকে গরলের সমান মনে করে॥ কুসুমশয্যাকে মনসিজের শর হিসাবে গণ্য করে ॥ ১ ॥ ওগো কানাই গো, বিরহের জ্বালায় রাধা দগ্ধ হয়ে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করে ॥ ধ্রু ॥ দিনরাত মদন তাকে শরাঘাত করছে তাই রাধা নলিনীদলের বর্ম ধারণ করেছে॥ তুমি সর্বক্ষণ তার অন্তরে বসে আছ। সেজন্যে তোমাকে ধরে রাখবার জন্যে নানা প্রকারে যত্ন করে ॥ ২ ॥ তার চোখের জল গালে বেয়ে পড়ে, যেন রাহু চাঁদের সুধাধারা নিঃসৃত করে ॥ কানাই, তোমাকে মদন মূর্তিতে এঁকে সে বারবার প্রণাম করে। সত্যি কথা বললাম ॥ ৩ ॥ তোমাকেই সামনে দেখতে পায়,—গভীর চিন্তার ফলে। তার ফলে হাসে, রাগে, কাঁদে, কম্পিত হয়, মনে মনে ভীত হয় ॥ ঘর তার কাছে বন সদৃশ লাগছে। সখিরা তাকে ঘিরে রয়েছে। নিঃশ্বাসে দারুণ জ্বালায় বিরহ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে॥ ৪ ॥ রাধা যেন ত্রস্ত বনের হরিণী, চকিত নয়নে দশদিক দেখছে॥ (কানাই) দয়া করে তুমি তাকে আলিঙ্গন দাও। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এই গীত গাইলেন ॥ ৫ ॥

৩৯৮

বড়াই কৃষ্ণের কাছে মদনপীড়িতা রাধার দুরবস্থার চিত্র বর্ণনা করছে। এই গীতটিতেও গীতগোবিন্দের ৪-সর্গ, ৮ম গীতের প্রভাব লক্ষিত হয়।[১] গীতটি পাঁচটি চতুষ্পংক্তিক পয়ার শ্লোকে রচিত হয়েছে। প্রথম শ্লোকের পর ধ্রুবশ্লোকটি ৬ ॥ ৮ ॥ ৬ ॥ ৬ I-পংক্তিবন্ধে রচিত হয়েছে। কয়েকটি চমৎকার উপমা ব্যবহৃত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ সংনাহা : বর্ম। গালিল : নিঃসৃত করল।

১. দ্র নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণ মনুবিন্দতি খেদমধীরম্ (গীতগোবিন্দ ৪। ৮)।

স. ৯॥ অ[২১৬/খ]ধুনাপি কিন্নু সদয়ং হৃদয়ে
কুরুষে মনোঽন্যরমণীকরণে।
গততৃষ্ণ কৃষ্ণ তব হে বিরহে
সুতনোস্তনোতি মদনঃ কদনং॥

এখনও কেন তুমি সদয় হৃদয়ে অন্য রমণীকে গ্রহণ করতে চাইছ? হে গত তৃষ্ণ কৃষ্ণ, তোমাব বিরহে মদন সুতনু রাধার পীড়া উৎপাদন করছে।

৫০. মালবরাগঃ॥ রূপকং॥ কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক॥ লগনী॥

বড়াই ও কৃষ্ণের কথোপকথন।

কাহ্নাঞিঁক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে।
চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে॥ ১॥
লুণী সম দেহ তার রসের সাগবে।
সংপুন্ন যৌবনে রতি ভুঞ্জ দামোদবে॥ ২॥
বিলম্ব না কর সুণ সুন্দর মুরারী।
রাধার পরাণে দুখ সহিতেঁ না পাবী॥ ৩॥
বদন চুম্বিআঁ মাথে হাথ বুলাই।
হাথে ধরিআঁ কাকুতী কইল বড়ায়ি॥ ৪॥
বুইল বারে বাবে আগু পাছু বুঝাই।
রাধাক তোষহ বোল পালহ কাহ্নাঞিঁ॥ ৫॥
চিত্তের হরিষে বড়ায়ির কথা শুণী।
ঈসত হাসিআঁ কাহ্ন হৃদয়ত গুণী॥ ৬॥
বুইল মনোহব বেশ করু গোআলিনী।
পাসে আসী বৈসু বোলোঁ মধুবস বাণী[২১৭/ক]॥ ৭॥
কাহ্নের আদেশে গিআঁ বড়ায়ি হরিষে।
সত্ববেঁ কহিল সব রাধিকার পাশে॥ ৮॥
বাধার খণেক ভৈল যুগ সদৃশো
বাসলী শিবে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৯॥

কানাইকে বড়াই মধুর বচনে বলল, চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরছে॥ ১॥ রসের সাগরে তার দেহ নুনের সমান। তার সম্পূর্ণ যৌবনে, ওগো দামোদর, রতি ভোগ কর॥ ২॥ সুন্দর মুরারী শোনো, বিলম্ব কোরো না। রাধার প্রাণের দুঃখ আমি সইতে পারছি না॥ ৩॥ মুখ চুম্বন করে, মাথায় হাত বুলিয়ে, হাতে ধরে বড়াই তাকে মিনতি করল॥ ৪॥ অগ্রপশ্চাৎ বুঝিয়ে তাকে বার বার বলল, কানাই আমার কথা শোন, রাধাকে তুষ্ট কর॥ ৫॥ বড়াইয়ের কথা শুনে, মনের আনন্দে, ঈষৎ হেসে কানু মনে মনে চিন্তা করল॥ ৬॥ বলল, গোয়ালিনী মনোহর বেশ করে আমার পাশে এসে বসে মধুর কথা বলুক॥ ৭॥ কানাইয়ের আদেশে বড়াই আনন্দিত মনে রাধার কাছে গিয়ে সযত্নে সব বলল॥ ৮॥ রাধার কাছে তখন এক মুহূর্ত এক যুগ বলে মনে হল। বাসলীব শিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৯॥

৩৯৯

বড়াই নানা প্রকার অনুনয়ে কৃষ্ণকে এতক্ষণে রাজি করাতে পারল। কৃষ্ণ রাধাকে মনোহর বেশ করে তার পাশে এসে সুমিষ্ট কথা বলতে নির্দেশ দিল। বড়াই গিয়ে রাধাকে সব জানাল। গীতটি পয়ারবন্ধে নয়টি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে (মোট ১৮ পংক্তিতে) রচিত। কোনো ধ্রুবশ্লোক নেই।

স. ১০॥ মাধবস্য নিদেশেন মুদিতায়াঃ প্রমোদিতা।
রাধায়া জরতী চক্রে বেশং জনমনোহরং॥

মাধবের নির্দেশে আনন্দিতা বৃদ্ধা উৎফুল্লা রাধার জনমনোহর বেশ করে দিলেন॥

৫১. ভৈরবীরাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥

কবির বর্ণনা।

আল রাধা
শম্ভু সদৃশ তোর খোম্পা তাত দিল বেঢ়িআঁ চম্পা
সিসত সিন্দূর নব সূরে॥ ১॥
গিএ গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার
উচ কুচযুগল উপরে।
হুআঁ সমান আকারে সুরেশ্বরী দুই ধারে
পড়ে যেন সুমেরুশিখরে॥ ২॥
পহ্রাইল হরিষমণে কণ্ঠত ভূষণগণে
দেখি আভিসার সুশোভনে।

মিলি হেমকরগণে বান্ধিল আতি যতনে
যেন কম্বু রতনক রতনে॥ ৩॥
মণিকিরণ উজলে আঙ্গদ ভু[২১৭/খ]জযুগলে
পহ্রায়িল আতি কুতূহলে।
বাহুতে কনক চুড়ী মুকুতা রতনে জড়ী
রতন কঙ্কণ করমূলে॥ ৪॥
রতিরণে জয়ধ্বনী করঁএ কিঙ্কিণী
তাক গাছি বান্ধিল মাঝে।

কনক মল্লতোর আর পাসলী নিকর
জংঘ পদ আঙ্গুলিত সাজে॥ ৫॥
কর্পূর কস্তুরী যোগে আঅর তাম্বুলরাগে
গন্ধ রাংগে রচিল বদনে॥ ৬॥
আতি রূপসী স্বভাবে লাসবেঁস করী রতিভাবে
রাধা গেল কাহ্নের পাশে।
রাধাক দেখিআঁ কাহ্নে উতরল ভৈলা মনে
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৭॥

ওগো রাধা, তোর খোপা শম্ভুর ন্যায়। তাতে চাঁপা জড়িয়ে দেওয়া হল। সিঁথির সিঁদুর যেন নব সূর্য॥ ১॥ গলায় গজমতির হার, তার মাঝে উন্নত কুচযুগলের উপর মণি শোভিত। যেন সমান আকারে সুরেশ্বরী দুই ধারায় সুমেরু শিখরের উপরে পড়ছে॥ ২॥ (বড়াই) আনন্দিত মনে সুশোভন অভিসারিকার গলায় ভূষণসমূহ পরাল। যেন, হেমকরগণ (স্বর্ণালঙ্কার নির্মাতাগণ) অতি যত্নে শঙ্খ রত্ন বেঁধে দিল॥ ৩॥ (রাধার) ভুজ দ্বয়ে অতি কৌতূহলের সঙ্গে মণি কিরণ উজ্জ্বল অঙ্গদ পরাল। বাহুতে সোনার চুড়ি, এবং করমূলে মুক্তা রতন জড়ানো কঙ্কণ পরাল॥ ৪॥ রতিরণে জয়ধ্বনি বাজায় যে কিঙ্কিনী, তাই গেঁথে কটিদেশে বেঁধে দিল। সোনার তোড়ামল দিয়ে পদাঙ্গুলি ভূষণে জংঘা ও পায়ের আঙুল সজ্জিত করল॥ ৫॥ কর্পূর-কস্তুরী মিশিয়ে তাম্বুল রাগে, গন্ধরাগে মুখ সাজিয়ে দিল॥ ৬॥ স্বভাবে সুন্দরী রাধা রতিভাবে লাস বেশ (বিলাস সজ্জা) করে কানাইয়ের পাশে গেল। রাধাকে দেখে কানাইয়ের মনে চাঞ্চল্য দেখা দিল। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৭॥

এখানে কবি রাধাকে কৃষ্ণের রতিলীলার উপযোগী সাজে সজ্জিত করবার চিত্র অঙ্কিত করেছেন। গীতটি ৮॥ ৮॥১০ I-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে, ৭টি শ্লোকে (১৪ পংক্তিতে) রচিত হয়েছে। কবি এখানে বেশ কিছু চমৎকার অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন।

দুরূহ শব্দার্থ॥ হেমকরগণ : স্বর্ণকারগণ। মল্লতোর : তোড়ামল। লাসবেশ : বিলাসবেশ। উতরল ভৈলা : চঞ্চল হল।

স. ১১॥ রাধিকামনসিজজ্বরাতুরাং
মণ্ডলদ্বিগুণরামণীয়কাং।
বীক্ষ্য মন্মথশরাতুরো হরি-
বর্ণ্ণমেবমুপচক্রমে ক্রমাতঃ॥

মনসিজ জ্বরাতুরা এবং মণ্ডন ইত্যাদিতে দ্বিগুণ রমণীয় রাধাকে দেখে মন্মথশরাতুর হরি ক্রমে এইভাবে বর্ণ (বা রতিক্রীড়া) আরম্ভ করলেন।

৫২. কোড়াদেশরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

কবির বর্ণনা।

ভুজযুগে ধরী কাহ্নে।
আল কৈল আলিঙ্গনে।
রাধাহো ধরিলেক কাহ্নাঞিঁক আতি জতনে॥
কাহ্ন করিল চুম্বনে।
কপোল যুগ নয়নে।
ললাট আধর রতন যুগল নয়ানে॥ ১॥
আল কাহ্ন করিল সুরতী।
পুরী ম[২১৮/ক]নোরথ রাধার পিরিতী॥ ধ্রু॥

যুড়ী রসনে রসনে।
কৈল মুখমধু পানে।
রাধা না জাণিল আপণ পব তখণে॥
তার দসনে রসনে।
কাহ্ন চাপিল দশনে।
ইঙ্গিতকারেঁ হাবিল রাধা কাহ্নেব বচনে॥ ২॥
দৃঢ় করি দুয়ি তনে।
নখ দিল ঘন ঘনে।
পীযুষে সেচিল কাহ্ন বাধার মণে॥

রাধাঞে কৈল কূজনে।
মধু পীল হৃষ্ট কাহ্নে।
উচিত হিল্লোল পড়িল্ব সে নিধুবনে॥ ৩॥
আতি চির আনুবন্ধে।
রতি কৈল নানা বন্ধে।
কভো কেহ না কৈল যেন রস প্রবন্ধে॥
ভৈল মুকুল নয়নে।
সুখী ভৈল দুই জনে।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

কানাই দুই বাহু ধরে আলিঙ্গন করল। রাধাও কানাইকে অতি যত্নে (জড়িয়ে) ধরল॥ কানাই (রাধার) কপোলে (গালে), ললাটে, অধর রতনে ও যুগল নয়নে চুম্বন করল॥ ১॥ কানাই রাধার মনোরথ পূর্ণ করে রাধার সঙ্গে সুরতি করল॥ ধ্রু॥ রসনে রসন জুড়ে মধুপান করল। রাধার তখন আর আপন পর বোধ রইল না॥ তার দাঁত ও জিহ্বায় কানাই তার দাঁত দিয়ে চাপল। তখন কানাইয়ের ইঙ্গিতে-বচনে রাধা পরাজয় মেনে নিল॥ ২॥ দৃঢ় হস্তে দুই স্তনে ঘনঘন নখরেখা আঁকল। রাধার মনে কানাই অমৃত সিঞ্চন করল॥ রাধাও কূজন (আনন্দ শীৎকার) করল, হৃষ্ট কানাইকে মধু পান করাল। বিলাসকুঞ্জে উচিতমত আনন্দের হিল্লোল

পড়ল ॥ ৩ ॥ নানা পদ্ধতিতে তারা অবিচ্ছেদ্যভাবে রতি লীলা করল। কেউ রতি বিলাসে যেন ভঙ্গ দিল না। নয়ন মুকুলিত (বিস্ফারিত) হল। দুইজনে সুখী হল। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৪০১

এখানে কবি সাধ্যমত দীর্ঘ বিরহের পরবর্তী কৃষ্ণ রাধার রতিলীলার বর্ণনা দিয়েছেন। গীতটি ৮ ॥ ৮ ॥ ৮ ॥ ৫ I-মাত্রক চৌপদী বন্ধে রচিত হয়েছে। ধ্রুবশ্লোকে ১০ ॥ ৬ ॥ ৬ I-মাত্রক ত্রিপংক্তিক বিন্যাস রয়েছে। বাকি চারটি স্তবকে মোট আটটি চৌপদী পংক্তি বিন্যস্ত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ রসনে রসনে : পরস্পরের জিহ্বায়। ইঙ্গিতকারেঁ : আভাসে বুঝে নিয়ে। ঘনঘনে : বারংবার। নিধুবন : বিলাসকুঞ্জ। আনুবন্ধে : বিচ্ছেদবিহীন ভাবে। রসপ্রবন্ধে : রসের বা রতি বিলাসের খেলায়। মুকুল নয়ন : বিস্ফারিত নয়ন।

৫৩. শ্রীরামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কবির বর্ণনা।

এহে
রতিসুখ ভুঞ্জিঞা রাধা গোআলিনী।
চরণত ধরী বুইল সুণ চক্রপাণী॥
তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ মোর আন নাহি গতী।
এবেঁ চিত্তে ভৈল কাহ্ন তোহ্মাতে ভকতী॥ ১॥
উরুখাণী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ।
শ্রম বড় পায়িল আহ্মে সুতি জাওঁ[২১৮/খ] নিন্দ॥ ধ্রু॥

হেন সুণি তাত কাহ্নাঞিঁ আনুমতি দিল।
নব কিশলয়ত শয্যা রচিল॥
নিজ উরুতলে তাক নিশ্চলে রাখিল।
তখণ কাহ্নাঞিঁ কিছু মনে চিন্তিল॥ ২॥
হেন সম্ভেদে দেখি শীতল বহে বাএ।
ভ্রমর কোকিল মিলী কলগীত গাএ॥

কুসুমের গন্ধ মেলিল চারি পাশ।
রাধার নয়নে গিঞাঁ নিন্দ কৈল বাস॥ ৩॥
রাধাক এড়িঞাঁ জায়িতেঁ কাহ্ন কৈল মন।
বড়ায়ির পাশে কাহ্ন করিল গমন॥
বড়ায়িক সম্বোধিঞাঁ বুলিল বচনে।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

রতিসুখ ভোগের পর গোয়ালিনী রাধা চক্রপাণির চরণ ধরে বলল, শোন, তোমাকে ছাড়া আমার গত্যন্তর নাই। কানাই এখন আমার চিত্তে তোমার প্রতি ভক্তি জেগেছে॥ ১॥ গোবিন্দ, তোমার উরুখানি পেতে দাও। বড়ই শ্রান্ত হয়েছি, শুয়ে নিদ্রা যাব॥ ধ্রু॥ এ-কথা শুনে কানাই তাকে অনুমতি দিল। নব কিশলয়ে (কচি ঘাসের উপর) শয্যা রচনা করল॥ নিজের উরুর নীচে তাকে নিশ্চলভাবে স্থাপন করল। তখন কানাই মনে মনে কিছু চিন্তা করল॥ ২॥ এ সময়ে দেখছি শীতল বাতাস বইছে। ভ্রমর এবং কোকিল কলগীত গাইছে॥ চারদিকে কুসুমের সুবাস ছড়াচ্ছে। রাধার চোখে গিয়ে নিদ্রা বাসা নিল (চোখভরে ঘুম এল)॥ ৩॥ কানাই (তখন) রাধাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবল। বড়াইয়ের কাছে গমন করল। বড়াইকে সম্বোধন করে বলল। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৪০২

রাধা রতিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে কৃষ্ণের উরুতে মাথা রেখে যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন কৃষ্ণ তাকে ত্যাগ করে মথুরায় যাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। গীতটি পয়ারে, ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পংক্তি সজ্জায় রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ সম্ভেদে : অবস্থায়।

৫৪. কেদাররাগঃ ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণ বড়াইকে।

পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মারে।
এবেঁ মেলাণী দেহ আহ্মারে ॥ ,
সাঁঝ উপসন্ন ভৈল বনের ভিতরে।
রাধা লঞাঁ ঝাঁট বিনএ যাহা ঘরে ॥ ১ ॥
তোহ্মার কারণে ল বড়ায়ি।
কৈলো মোঞেঁ রাধার সঙ্গে ল ॥ ধ্রু ॥

আর বচনেক বোলোঁ সুণ ল বড়ায়ি
ধরিএাঁ তোর করে।
তাক[২১৯/ক] রাখিহ যতনে আপণ আন্তরে
জাইব আহ্মে মথুরা নগবে ॥ ২ ॥
নিন্দ ছল কবি থাক রাধার পাশে
বড়ায়িক বূলিল যতনে।

খির খির করি রাধার শিয়রেব উরু
কাঢ়ি গেলা মথুরা নগরক কাহ্নে ॥ ৩ ॥
কথোখণে চিআয়িলী রাধা চন্দ্রাবলী
কাহ্নাঞিঁ না দেখিল পাশে।
বড়ায়িক চিআইএগ্রাঁ বুইল বচন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বড়াই তোমার কথা আমি পালন করলাম। এবার আমাকে বিদায় দাও ॥ বনের ভিতর সন্ধ্যা হয়ে এল। রাধাকে নিয়ে সত্বর নম্রভাবে ঘরে ফিরে যাও ॥ ১ ॥ বড়াই, তোমার জন্যেই আমি রাধার সঙ্গ করলাম ॥ ধ্রু ॥ শোনো বড়াই, তোমার হাত ধরে আর একটি কথা বলছি। আমি এখন মথুরায় যাব। নিজের মত করে তাকে তুমি যত্নে রেখো ॥ ২ ॥ বড়াইকে যত্নের সঙ্গে (আন্তরিক ভাবে) বলল, নিদ্রার ভাণ করে রাধার পাশে থেকো। ধীরে ধীরে রাধার শিয়র থেকে উরু সরিয়ে কানাই মথুরা নগরে চলে গেল ॥ ৩ ॥ কিছুক্ষণ পরে রাধা চন্দ্রাবলী জেগে উঠে কানাইকে পাশে দেখতে পেল না। বড়াইকে জাগিয়ে তখন এই কথা বলল। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৪০৩

ঘুমন্ত রাধাকে ফেলে রেখে, বড়াইকে বলে কৃষ্ণ বৃন্দাবন কুঞ্জ ত্যাগ করে মথুরার উদ্দেশ্যে চলে গেল। গীতটির প্রথম শ্লোক ৮ ॥ ৬ । ৬ ॥ ৬ I ৮ ॥ ৬ । ৬ ॥ ৬ I-মিশ্র পংক্তিবন্ধে রচিত। তারপর ধ্রুবশ্লোকটি ১০ । ১০ I-মাত্রক। বাকী ২, ৩, ৪ স্তবকগুলি কিছুটা শিথিলভঙ্গিম ৮ ॥ ৬ ॥ ১০ I-বা ৮ ॥ ৬ ॥ ৪ ॥ ৮ I-মাত্রক ত্রিপদীতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ মেলাণী : বিদায়। উপসন্ন : উপস্থিত। বিনএ : বিনয় বা নম্রতার সঙ্গে। কাঢ়ি গেলা : সরিয়ে গেল।

৫৫. ভাঠিআলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বড়াইকে রাধার আক্ষেপোক্তি।

এই ত কদমতলে আছিলা বাল গোপালে
তার উরে দিলো মো সিয়রে।
আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে
নিন্দত এড়িএঁা গেল মোরে॥ ১॥
বড়ায়ি গো
কাহ্নের বিরহভারে জিয়ন্তে ময়িলোঁ ল।
আণি দেহ শ্রীমধুসূদনে॥ ল॥ ধ্রু॥

আহোনিশি একমনে চিন্তো মোঞেঁ সব খণে
সে কাহ্ন পায়িব কত খণে।
চরণে পড়োঁ দূতী আণী দেহ প্রাণপতী
তার মোর হউ দরশনে॥ ২॥
মো কেহ্নে জাণিবোঁ হেন এড়িএঁা পালাইবে কাহ্ন
তবে কেহ্নে[২১৯/খ] কাল ঘুম যাইবোঁ।

এ রূপ যৌবন ভার কাহ্ন বিণি আসার
তা লাগি গরল মোঞেঁ খায়িবোঁ॥ ৩॥
হের মোঁ কাকুতি করোঁ দূতী তোর পাএ ধরোঁ
এহোবার পুর মোর আশে।
চল দূতী তার থানে আণ শ্রীমধুসূদনে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

এই তো কদমতলায় বালগোপাল ছিল, আমি তার উরুতে শিয়র দিয়ে শুয়েছিলাম। অতিশয় রতিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমের মধ্যে আমায় ত্যাগ করে গেল ॥ ১ ॥ ওগো বড়াই, কানাইয়ের বিরহভারে জীবন্তে মরলাম শ্রী মধুসূদনকে এনে দাও ॥ ধ্রু ॥ অহর্নিশি একমনে আমি সব সময়ে চিন্তা করি, সেই কানাইকে কতক্ষণে কাছে পাব। দূতী, (তোর) পায়ে পড়ি, প্রাণপতিকে এনে দাও, তার সঙ্গে আমার দেখা হোক ॥ ২ ॥ আমি কি করে জানবো যে কানাই আমায় ফেলে পালাবে। তাহলে কি কালঘুম ঘুমাতাম। কানাই ছাড়া এই রূপ যৌবনের ভার সব অসার, তার জন্যে আমি বিষ পান করব ॥ ৩ ॥ দূতী, তোর পায়ে ধরে আমি কাকুতি করছি, এবারের মতো আমার আশা পূর্ণ করো। দূতী, তার কাছে যাও, শ্রী মধুসূদনকে নিয়ে এস। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৪০৪

রাধা বড়াইয়ের পায়ে ধরে অনুনয় করছে, সে যেন অন্তত একবারের জন্য কৃষ্ণকে খুঁজে নিয়ে আসে। রতিশ্রম ক্লান্ত তার ঘুমের সুযোগে কৃষ্ণ তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে। চারটি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে রচিত গীতের শ্লোকগুলি ৮ ॥ ৮ ॥ ১০ I-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদী। প্রথম শ্লোকের পর ধ্রুবশ্লোকটি ৮ ॥ ৬। ১০ I-মাত্রক দ্বিপংক্তিক। মোট ২+২+২+২+২=১০ পংক্তিতে গীতটি রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ নিন্দত : নিদ্রিত। জিয়ন্তে ময়িলোঁ : বেঁচেও মরে আছি। এহোবার : এবারের মতো।

৫৬. দেশাগরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

রাধার প্রতি বড়াই।

এখণ কদমতলে আছিলা কাহ্নাঞিঁ ল
তোর সঙ্গে রতিকুতূহলে।
রাধা ল
তো মুগধি আপণে ছাড়িলী বনমালী
এবেঁ কথা পাইব গোপালে॥ ১॥
রাধা ল
কিমনে পাইব রাধা কাহ্নের উদ্দেশে।
না জাণো সে গেল কোণ দেশে॥ ধ্রু॥

প্রবোধবচন কত বুঝাঞাঁ তাহারে
আনিঞাঁ মেলাইলো তোর থানে।
এত বড় নিন্দে ভোলী আজি তোহ্মে ভৈলা
শিয়রত হারায়িলা কাহ্নে॥ ২॥
বিষম পুরুষ জাতী কপটপুরিত মতী
নানা বোলে সে তিরিক রঞ্জে।

হেন মতেঁ পড়িহাসে সে আন যুবতী লঞাঁ
কাহ্ন রতি ভু[২২০/ক]ঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে॥ ৩॥
এবেঁ তোঞেঁ এখানে থাক মো গিঞাঁ চাহোঁ তাক
যবেঁ পাঞোঁ তার দরসনে।
তবেঁ তোক আণি দিবোঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
বন্দিঞাঁ বাসলীচরণে॥ ৪॥

কানাই তো এখনি তোর সঙ্গে রতিকুতূহলে (রতিখেলায়) এখানে কদমতলায় ছিল। ওগো রাধা, তুই নিজেই বোকামি করে বনমালীকে ছেড়ে দিলি। এখন কোথায় গোপালকে পাব॥ ১॥ ওগো রাধা, কানাইয়ের কিভাবে খোঁজ পাব। জানিনা, সে কোন দিকে চলে গেছে॥ ধ্রু॥ কত প্রবোধ বচনে তাকে বুঝিয়ে তোর কাছে এনে মিলিয়ে দিলাম। আর তুমি আজ এত বড় ঘুমে ভুলে গেলে, শিয়রে পেয়েও কানাইকে হারালে॥ ২॥ পুরুষজাতি অতি বিষম। তার মতি কপটতায় পূর্ণ; নানা কথায় সে স্ত্রীলোকের মন ভোলায়। সে অন্য যুবতী নিয়ে এমনভাবে হাস্য পরিহাস করে, কানাই (হয়তো) কুঞ্জে কুঞ্জে (অন্য রমণীর সঙ্গে) রতি ভোগ করছে॥ ৩॥ এখন তুমি এখানে থাকো। আমি গিয়ে খোঁজ নিই, যদি তার দর্শন পাই। তাহলে তাকে (তোর কাছে) এনে দেব। বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণ বন্দনা করে, এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৪০৫

বড়াই রাধাকে বলছে, তোর কাছে তো কানাইকে এনে দিয়েছিলাম। তোর বোকামিতে সে পালিয়ে গেছে। পুরুষ জাতের স্বভাব ভাল নয়। হযতো অন্য কোথাও অন্য গোপীর সঙ্গে রতি ভোগে মেতে আছে। যাই হোক, তুই এখানে অপেক্ষা কর। আমি একবার খুঁজে দেখে আসি। গীতটি ৮॥ ৮॥ ১০ I-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদীতে, চারটি দ্বিপংক্তিক স্তবকে রচিত। ধ্রুবশ্লোকটি ৮॥ ৬। ১০ I-মাত্রক দ্বিপংক্তি বন্ধে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ রতি কুতূহলে : রতি খেলাতে। নিন্দে ভোলী : নিদ্রায় ভুলে। তিরিক : স্ত্রীলোকদের। হেন মতেঁ পরিহাসে : পরিহাসছলে ভুলিয়ে।

স. ১২॥ একাকিনী পরিভ্রম্য বনং শ্রমভরাতুরা।
রাধে সংপ্রতি সীদামি ন লব্ধা মধুসূদনং॥
বচনেন তবানেন বৃদ্ধে ব্যাকুলমানসা।
জাতাস্মি জগদালোক্য শূন্যমেতদ্‌বচঃ শৃণু॥

বড়াই এবং রাধার কথোপকথন।

বড়াই। রাধে, একাকিনী বন পরিভ্রমণে আমি শ্রমভারাতুরা হয়েছি। কিন্তু মধুসূদনের সন্ধান পেলাম না।

রাধা। বৃদ্ধে, তোমার বাক্যে আমি জগতকে শূন্যবৎ দেখে ব্যাকুলচিত্ত হচ্ছি। আমার কথা শোন।

৫৭. রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

রাধা বড়াইকে।

প্রথম পহরে আহ্মে দেখিল বড়ায়ি।
এখণে আসিবে মোর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ॥
তেকারণে আহ্মে গিএঁা তাক না চাহিলোঁ।
আপণার দোষে মোএঁ উচিত ফল পাইলোঁ॥ ১॥
কেমনে বঞ্চিমো মোএঁ একসরী কুঞ্জে।
কা লএঁা কথা কাহ্নাঞিঁ রতিসুখ ভুঞ্জে॥ ধ্রু॥

দুয়জ্র পহবে মোঁ চিন্তিলোঁ একসরী।
আহ্মাক তেজিএঁা আজি কথাঁ গেলা হরী॥
কে না সুতীথে স্নান কৈলা ধন্য নাবী।
যা লএঁা সুখরতি[২২০/খ] ভুঁজয়ে মুবারী॥ ২॥
তিয়জ পহরে বড়ায়ি পিক ঘন রএ।
কাহ্নেব বিবহে মোর প্রাণ থির নহে॥

চিন্তিএঁা চাহিলোঁ কিছু নাহিক উপাযে।
কাহ্ন কাহ্ন করী কান্দিলোঁ দীর্ঘ রাএ॥ ৩॥
চারি পহর দিন পুরিল সকল।
কাহ্ন বিণি আয়িলাহোঁ আহ্মে কদম্বের তল॥
এবেঁ কেহ্নেমনে রহে আহ্মার জীবন।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

বড়াই, প্রথম প্রহরে আমি (ভেবে) দেখলাম, আমার সুন্দর কানাই এখুনি আসবে॥ সে কারণে নিজে গিয়ে তার খোঁজ করলাম না। নিজের দোষের উচিত ফল পেলাম॥ ১॥ আমি একলা কুঞ্জে কি ভাবে সময় কাটাব? কানাই কাকে নিয়ে রতিসুখ ভোগ করছে॥ ধ্রু॥ দ্বিতীয় প্রহরে আমি একা একা ভাবতে লাগলাম, হরি আজ আমাকে ত্যাগ করে কোথায় গেল॥ কোন্ নারী কোন্ সুতীর্থে স্নান করে ধন্য হল। যাকে নিয়ে মুরারি সুখরতি ভোগ করছে॥ ২॥ তৃতীয় প্রহরে, বড়াই, কোকিল বার বার কূজন করছিল। কানাইয়ের বিরহে তখন আমার প্রাণ স্থির রইল না॥ চিন্তা করে কোনো উপায় পেলাম না। 'কানাই, কানাই' বলে দীর্ঘস্বরে কাঁদতে লাগলাম॥ ৩॥ চারপ্রহর দিন সবই শেষ হল। কানাইকে না পেয়ে তখন আমি কদমতলে এলাম॥ এখন কিভাবে আমার জীবন রক্ষা পাবে। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৪০৬

রাধা বড়াইয়ের কাছে আক্ষেপ করে সারারাত কৃষ্ণবিবহে কি ভাবে কাটিযেছে তাব বর্ণনা দিল। গীতটি পযাব বন্ধে ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পংক্তিতে বচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ একসরী : একাকী। দুঅজ পহরে : দ্বিতীয় প্রহরে। তিয়জ পহবে : তৃতীয় প্রহবে।

৫৮. গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

বড়াই রাধাকে।

তার সুভ দিন ভৈল সেসি পুনমতী।
যে নারীক লঞা কাহ্ন ভুঁজে সুখরতী॥ ১॥
ভাল আনুমান তোঁ করিলি রাহী।
এবে ভালমতে চাহি সুন্দর কাহ্নঞী ॥ ধ্রু॥

কদমের তলে খণে যমুনার কূলে।
শিশু লঞা বাটে হাটে হরিষে বুলে॥ ২॥
যবেঁ লাগ পাওঁ তবেঁ কি বুলিবোঁ তারে।
ভালমতেঁ গোআলিনী শিখাহ আহ্মারে॥ ৩॥

বড়ায়ির বচনে রাধা বোলয়ে হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

যে নারীকে নিয়ে কানাই সুখে রতি ভোগ করছে তার আজ শুভ দিন হল। সে পুণ্যবতী॥ ১॥ রাধা, তুই ভাল অনুমান করেছিস। এখন ভালভাবে সুন্দর কানাইয়ের খোঁজ করি॥ ধ্রু॥ সে কখনো কদমতলায়, কখনো যমুনাকূলে গোবৎস নিয়ে হাটে বাটে আনন্দে ঘুরে বেড়ায়॥ ২॥ গোয়ালিনী, ভালভাবে আমায় শিখিয়ে দাও, তার দেখা পেলে তাকে কি বলব॥ ৩॥ রাধা বড়াইয়ের কথায় আনন্দের সঙ্গে বলল। বাসলীশিরে বন্দনা করে এ-গীত চণ্ডীদাস গাইলেন॥ ৪॥ ৪০৭

বড়াই রাধাকে বলছে, তুই ঠিক অনুমান করেছিস, কানাই অন্য নারী নিয়ে রতিসুখ ভোগ করছে। আমি, আবার গিয়ে তার খোঁজ করি। দেখা পেলে তাকে কি বলব? আমায় ভাল করে শিখিয়ে দে। গীতটি পয়ার বন্ধে ২+২+২+২+২=১০ পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ শিশু লঞা : গোবৎস বা বাছুর নিয়ে।

৫৯. মল্লাররাগঃ ॥ কু[২২১/ক]ডুকঃ ॥

রাধা বড়াইকে।

চাহা চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার তীতে।
বকুলতলাত চাহা চাহা একচীতে ॥
নিকুঞ্জত চাহা আর যমুনার তীরে।
আর চাহা বড় বড় গাছের উপরে ॥ ১ ॥
লাগ পায়িলেঁ তাক বুলিহ কাকু করী
গোআলি বিকলী হৈল বনে একসরী ল ॥ ধ্রু ॥

আওর চাহিহ যথাঁ বসে শিশুগণে।
ছাওয়াল হঞাঁ কাহ্ন রহে খণে খণে ॥
চরিত না বুঝে কেহো তার চারি যুগে।
সাবধান হঞাঁ চাহ যেহ্ন পাহ লাগে ॥ ২ ॥
যেবার পায়িলে বড়ায়ি সে সুন্দর কাহ্নে।
খাণিকেহো না তেজিবোঁ যেহেন পরাণে ॥

য়েবার আনিঞাঁ দিলে কাহ্ন মোর ঠায়ি।
তোক আর কভোঁ দুখ নাঁ দিবোঁ বড়ায়ি ॥ ৩ ॥
হর আর্দ্ধ আঙ্গে গৌরী শিরে গঙ্গা ধরে।
য়েতেকে যাণিল নারী যেহেন শরীরে ॥
হেন বুঝায়িঞাঁ কাহ্ন আণ মোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বড়াই, যমুনার আশেপাশে চেয়ে চেয়ে চেয়ে দেখবে। বকুলতলায় একচিত্ত হয়ে চেয়ে দেখবে ॥ নিকুঞ্জে খোঁজ করবে, যমুনার তীরে দেখবে। বড় বড় গাছের উপরও তাকিয়ে দেখবে ॥ ১ ॥ দেখা পেলে তাকে অনুনয় করে বলবে, গোয়ালিনী বনে একাকী বিহ্বলা হয়ে পড়েছে ॥ ধ্রু ॥ আর যেখানে শিশুরা বসে সেখানে খোঁজ করবে, কানাইও ছাওয়াল বা ছেলেমানুষ হয়ে মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে থাকে ॥ চারযুগে তার চরিত্র কেউ বুঝতে পারে না। সাবধান হয়ে খোঁজ করবে যেন তার দেখা পাও ॥ ২ ॥ বড়াই এবার সুন্দর কানাইকে পেলে প্রাণ থাকতে ক্ষণেকের জন্যও তাকে ছাড়ব না ॥ এবার কানাইকে আমার কাছে এনে দিলে, বড়াই, তোকে আর কখনো দুঃখ দেব না ॥ ৩ ॥ হর অর্ধ অঙ্গে গৌরীকে এবং গঙ্গাকে শিরে ধারণ করেন। এতেই জানলাম, নারী যেমন (পুরুষের) শরীরে (অঙ্গীভূত)। এ-সব বুঝিয়ে কানাইকে আমার কাছে নিয়ে এস। বাসলীশিরে বন্দনা করে চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥ ৪০৮

রাধা বড়াইকে বলছে, কিভাবে কোথায় সে কৃষ্ণের খোঁজ করবে। গীতটি পয়ারবন্ধে, ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পংক্তিতে রচিত। গীতটির সংগীত মাধুর্য লক্ষণীয়। হর-গৌরীর উপমা অলঙ্কারটিও মাধুর্যমণ্ডিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ তীতে : পার্শ্বে। কাকু : দৈন্য-উক্তি। বিকলী : বিহ্বলা। য়েবার : এবার।

৬০. ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কবির বর্ণনা : বড়াইয়ের কৃষ্ণানুসন্ধান।

হেন রাধিকার বচনে।
চলিলী বড়ায়ি বৃন্দাবনে[২২১/খ] ল॥
আল বড়ায়ি।
সুণিঞাঁ রাধার আরতী।
কাহাকেহো না কৈল সংহতী॥ ল ॥ ১॥
আল বড়ায়ি।
মনে ধরী রাধার বচনে।
কাহ্নাঞিক চাহে বনে বনে॥ ধ্রু॥

যমুনাত না পাঞাঁ গোপালে।
পুন গেলী বকুলের তলে॥
তথাঁ না পাইঞাঁ গদাধরে।
চাহিলেক গাছের উপরে॥ ২॥
চাহিঞাঁ না পায়িল বনমালী।
শ্রমে বড়ায়ি ভইলী বেআকুলী॥

একশরী বনের ভিতরে।
ভএঁ হালে বড়ায়ির আন্তরে॥ ৩॥
বাহুড়িঞাঁ রাধিকার[১] থানে।
বড়ায়ি আয়িলী চিরক্ষণে॥
বুয়িল তার না পাইল উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

রাধার এই কথাতে, বড়ায়ি বৃন্দাবনে চলল ॥ ওগো বড়াই, রাধার আরতি বা অনুনয় শুনে সঙ্গে আর কাউকে নিল না ॥ ১ ॥ ওগো বড়াই। রাধার কথা মনে রেখে বনে বনে কানাইয়ের খোঁজ করল ॥ ধ্রু ॥ যমুনায় গোপালকে না পেয়ে আবার বকুল তলায় গেল ॥ সেখানে গদাধরকে পেল না। গাছের উপর চেয়ে দেখল ॥ ২ ॥ খোঁজ করে বনমালীকে পেলনা। শ্রমে বড়াই ব্যাকুল হয়ে পড়ল। বনের ভিতর একা বড়ায়ি-র চিত্ত ভয়ে কম্পিত হল ॥ ৩ ॥ অনেকক্ষণ বাদে বড়াই রাধার কাছে ফিরে এল ॥ বলল, তার উদ্দেশ পেলাম না। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন ॥ ৪ ॥

৪০৯

রাধার অনুরোধে বড়াই বৃন্দাবনের নানা স্থানে খোঁজ কবেও কানাইকে না পেয়ে শ্রান্ত ও ভীত হয়ে রাধাব কাছে ফিবে এসে জানাল, কোথাও কানাইকে পাওয়া গেল না। গীতটি ১০]-মাত্রক পংক্তিতে ৪+২+৪+৪+৪ স্তবকসজ্জায় বচিত হযেছে।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ কাহাকেও না কৈল সংহতী : কাকেও সঙ্গী কবল না। ভএঁ হালে : ভযে কম্পিত হয়। বাহুড়িঞাঁ : প্রত্যাবর্তন কবে। চিরক্ষণে : দীর্ঘসময়।

১. পুথিতে লিপিকর 'রাধিকার' না লিখে, ভুলক্রমে 'বডাযিব' লিখেছেন।

৬১. ভাঠিআলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বড়াইয়ের প্রতি রাধার আক্ষেপোক্তি।

হরি হরি।
আয়াসেঁ কাহ্নের উরে
শুতিলোঁ দিঞাঁ শিয়রে
প্রাণের বড়ায়ি ল
দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে। ল।
কাহ্নাঞিঁর দরশন
যেহেন ভৈল সপন
প্রাণ বড়ায়ি ল
যাগিঞাঁ চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে॥ ল॥ ১॥
কোণ দিগেঁ গেল কাহ্নাঞি
উদ্দেশ বো[২২২/কা]ল বড়ায়ি। ল।

প্রাণ বড়ায়ি ল
তোহ্মার সংহতি তথাঁ জাই॥ ধ্রু॥
নানাবিধ দুখ পাযিলোঁ
যাব বিরহে পুড়িলোঁ
সে কেহ্নে নান্দে যাইতে মোরে।
কোণ আদিবস ভৈল
কিবা আপবাধ কৈল
যবেঁ কাহ্নাঞিঁ রোষিল আহ্মাবে॥ ২॥
সোঞরী কাহ্নের বাণী
না রহে মোর পরাণী
চেতন নাহিক মোব দেহে।

তেজিলো সুখ আসেস
দিনে দিনে তনু শেষ
ভাবিঞাঁ সে কাহ্নের নেহে॥ ৩॥
বিধি বিপরিত ভৈল
আহ্মা ছাড়ি কাহ্ন গেল
বিরহেঁ মো জিবোঁ কত দিশে।
বোল বড়ায়ি উপদেশে
কাহ্ন গেলা কোণ দিশে
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

হরি হরি। আয়াস বা শ্রান্তিহেতু কানাইয়ের উরুর উপর শিয়র করে শুয়েছিলাম। প্রাণের বড়াই, তখন চোখে দারুণ নিদ্রা এসেছিল॥ কানাইয়ের দর্শন যেন স্বপ্ন মনে হল। ওগো প্রাণের বড়াই জেগে আর গোবিন্দকে পেলাম না॥ ১॥ বড়াই, কানাই কোন্ দিকে গেল আমাকে হদিস বলে দাও। প্রাণের বড়াই, তোমার সঙ্গে সেখানে যাব॥ ধ্রু॥ নানা প্রকার দুঃখ পেলাম। যার বিরহে পুড়ছি সে কেন কাছে যেতে দিচ্ছে না। কি দুর্দিন ঘটল, আমি কি অপরাধ করলাম যার জন্যে কানাই আমার প্রতি রুষ্ট হল॥ ২॥ কানাইয়ের কথা মনে করে আমি প্রাণ ধরতে পারছি না। দেহে আর যেন সাড় নেই। সুখের অবশিষ্টও ত্যাগ করেছি। কানুর প্রেমের কথা ভেবে ভেবে দিনে দিনে তনু শেষ হতে চলল॥ ৩॥ বিধি বিরূপ হল, কানাই আমাকে ছেড়ে গেল। তার বিরহে কত দিন আর বাঁচব? বড়াই, আমাকে বল, কানাই কোন দিকে গেল? বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৪১০

এখানে কবি কৃষ্ণ অদর্শনে এবং বড়াই কর্তৃক বৃন্দাবনে কোথাও তার সন্ধান না পাওয়াতে রাধার আক্ষেপোক্তি বর্ণনা করেছেন। গীতটির ১ম শ্লোক (দ্বিপংক্তিক) ৮॥ ৮॥ ৮॥ ৬ I-দীর্ঘ চৌপদীতে রচিত। ধ্রুবশ্লোকটি এক পংক্তিক ৮॥ ৮॥ ৬॥ ১০ I-মাত্রক। বাকি ২, ৩, ৪, দ্বিপংক্তিক স্তবক তিনটি ৮॥ ৮॥ ১০ I-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদীবন্ধে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ ॥ আয়াসেঁ : শ্রান্তি হেতু। নান্দে : না দেয় (বানান সংক্ষেপ)। আদিবস : দুর্দিন। আসেস : অবশিষ্ট। কত দিনে : কত দিন।

৬২. গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

বড়াই রাধাকে।

চিরকাল আয়িলোঁ বনের ভিতরে।
বিলম্ব করিতেঁ আর লাগে বড় ডরে॥
উতরলী নহ রাধা মন কর থীর।
যা নাহী না জাণে লোক তা জাই ঘর॥ ১॥
পাছে কাহ্নায়িক আণী দিবোঁ তোর থানে।
করিব আপণ কাজ না জাণিব আ[২২২/খ]নে॥ ধ্রু॥

বড় কাজ করিআঁ না করী জানাজাণী।
চিরকাল সুখে ভুঞ্জে সেসি সিআণী॥
আহ্মার বচন ধর থীর করী মনে।
ঝাঁট ঘর গেলেঁ দোষ না দিব আইহনে॥ ২॥
মুখ চুম্বী বোলোঁ রাধা মোর বোল ধর।
ঝাঁট গেলে কেহো না বুলিব আনুখর॥

আরতি না কর দুখে বেধিল আন্তর।
আপণে মেলিব আসি দেব গদাধর॥ ৩॥
হেন স প্রবন্ধ করী বড়ায়ি সত্বর।
রাধিকা বুঝাআঁ লআঁ গেলী ঘর॥
সব সখিগণ সমে করিআঁ সংহতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী॥ ৪॥

অনেকক্ষণ বনের ভিতরে এসেছি। আর দেরি করতে মনে ভয় লাগে। রাধা চঞ্চল হয়ো না। মন স্থির রাখো। লোক জানাজানি যাতে না হয়, এখন ঘরে ফিরি॥ ১॥ পরে আমি তোর কাছে কানাইকে এনে দেব। অন্যে জানবে না (এমনভাবে) আমার কাজ করব॥ ধ্রু॥ বড় কাজ করে লোক জানাজানি করতে হয় না। যে সেয়ানা (বুদ্ধিমতী) সেই চিরকাল সুখভোগ করে॥ মন স্থির করে আমার কথা শোনো। এখন সত্বর ঘরে ফিরলে আইহন আর দোষ ধরতে পারবে না॥ ২॥ রাধার মুখ চুম্বন করে বড়াই বলে, আমার কথা শোনো। সত্বর ঘরে ফিরে গেলে কেউ আর তিরস্কৃত বা কটু কথা বলবে না॥ তুমি দুঃখ কোরো না, তোমার দুঃখে আমার অন্তর বিদ্ধ হচ্ছে। গদাধর নিজেই এসে দেখা দেবে॥ ৩॥ এই পরামর্শ করে বড়াই সত্বর রাধাকে বুঝিয়ে নিয়ে, সব সখিদের সঙ্গে ঘরে ফিরল। বাসলীগতি বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥ ৪১১

বড়াই অনেক বেলা হয়ে যাচ্ছে বলে, রাধাকে বুঝিযে ঘবে নিযে গেল। পরে সে কৃষ্ণকে খুঁজে এনে দেবে বলল। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ চিরকাল : দীর্ঘসময়। উতরলী নহ : চঞ্চল হয়ো না। যা নাহী না জাণে লোক : লোকে যেন জানতে না পারে। সেসি সিআণী : সেই সেয়ানা (বুদ্ধিমতী)। আনুখর : তিরস্কৃত বা খর বাক্য। আরতি : আর্তি। প্রবন্ধ : পবামর্শ।

স. ১৩॥ নিনায় কতিচিৎ কালাং কথঞ্চিৎ কৃষ্ণতৃষ্ণয়া।
অথাধিভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং॥

কৃষ্ণের তৃষ্ণায় কিছু সময় অতিবাহিত করে রাধা জরতীকে জগতের অধীশ্বর সম্পর্কে এই কথা বললেন।

৬৩. মালবশ্রীরাগঃ॥ যতিঃ॥

বড়াইকে রাধার আক্ষেপোক্তি।

ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল॥
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
নিদয়হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ॥ ১॥
[২২৩/ক]শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল॥ ধ্রু॥

মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর॥
কাহ্ন বিনী সব খন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী॥ ২॥
পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে।
কোণ দোষেঁ বিধি মোক দিল এত দুখে॥

আহোনিশি কাহ্নাঞির গুণ সোঁঅরিআঁ।
বজরে গঢ়িল বুক না জাএ ফুটিআঁ॥ ৩॥
জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

কদমফুল ফুটল, ভারে ডাল নুয়ে পড়েছে। এখনো গোপাল গোকুলে এলনা॥ আর কত (উন্নত) কুচ বস্ত্রে ঢেকে রাখব। নিষ্ঠুর হৃদয় কানাই আমাকে বলে গেল না॥ ১॥ আমাদের শৈশবের প্রেম কে বিগড়ে দিল। আমার প্রাণনাথ কানাই এখনো ঘরে এল না॥ ধ্রু॥ বড়াই, আমি সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলব। বাহুর বলয় চূর্ণ-বিচূর্ণ করব॥ কানাই বিনা সর্বদা আমার মন পুড়ছে। যেমন বিষাক্ত শরের ঘায়ে হরিণীর অবস্থা॥ ২॥ পুণ্যবতী সব গোয়ালিনীরা সুখে রয়েছে। বিধি আমাকে কোন্ দোষে এত দুঃখ দিল॥ দিবানিশি আমি কানাইয়ের গুণ স্মরণ করছি। আমার বুক (বোধহয়) বজ্রের তৈরি তাই এখনো ফেটে যাচ্ছে না॥ ৩॥ জ্যৈষ্ঠ মাস গিয়ে আষাঢ় প্রবেশ করল। দক্ষিণ দিক শ্যামল মেঘে ছেয়ে গেল॥ এখনো নিষ্ঠুর নন্দের নন্দন এল না। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৪১২

রাধার আক্ষেপোক্তির বর্ণনায় কবি এখানে গ্রীষ্ম বর্ষার ঋতুবদলের সৌন্দর্য এবং বিরহিনীর মনোবেদনার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ এভোঁ : এখনো। নেতে ওহাড়িআঁ : বস্ত্রে ঢেকে। বিহড়াইল : বিগড়ে দিল। শঙ্খচুর : চূর্ণ বিচূর্ণ। বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ : বিষাক্ত শরের আঘাতে। পুনমতী : পুণ্যবতী। পরবেশ : প্রবেশ। নাইল : না এল অর্থাৎ এল না।

স. ১৪॥ চতুরে চতুরো মাসান্ রাধে মুদিরমেদুরান্।
গময় ত্বং গতৌ শক্তিরত্র মে নাস্তি কাচন॥

চতুরে রাধা, মেঘমেদুর এই (বর্ষার) চারমাস (কোনোভাবে) যাপন কর, কেননা এ বিষয়ে (অর্থাৎ কানাইয়ের সন্ধানে যেতে) আমার কোনো শক্তি নেই।

৬৪. শ্রীরাগঃ॥ কুড়ুকঃ॥

রাধার বড়াইয়ের কাছে বিলাপোক্তি।

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরএ॥
পা[২২৩/খ]খী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথাঁ।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞি বসে যথাঁ॥ ১॥
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাষ।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস॥ ধ্রু॥

শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে॥
কত না সহিব রে কুসুমশরজালা।
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা॥ ২॥
ভাদর মাঁসে আহোনিশি আন্ধকাবে।
শিখি ভেক ডাহুক কবে কোলাহলে॥

তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞির মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুটি জায়িবে বুক॥ ৩॥
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী॥
তবেঁ কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

আষাঢ় মাসে নব মেঘ গর্জন করছে। মদনের পীড়নে আমার নয়ন ঝরছে॥ বড়াযি, আমি তো পাখি-জাতি নই যে সেখানে উড়ে যাব। যেখানে আমার প্রাণনাথ বসে আছেন॥ ১॥ আমি কিভাবে বর্ষার এ চারমাস কাটাব। এই ভরন্ত যৌবনে কানাই আমায় নিরাশ করল॥ ধ্রু॥ শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বর্ষণ হচ্ছে। শয্যায় শুয়ে একলা আমার ঘুম আসে না॥ কুসুমশরের জ্বালা আর কত সহ্য কবব। বড়াই, এ-সময়ে কানাইয়ের সঙ্গে আমার মিলনের ব্যবস্থা কর॥ ২॥ ভাদ্রমাসে দিবানিশি অন্ধকার। ময়ূর, দাদুরী, ডাহুক (সকলে) কোলাহল করে॥ তাতেও আমি কানাইয়ের মুখ দেখতে পাব না ভাবতে ভাবতে আমার বুক ফেটে যাবে॥ ৩॥ আশ্বিন মাসের শেষে বৃষ্টির শেষ হবে। মেঘ সরে গেলে কাশফুল ফুটবে॥ তখনো কানাই বিনা (আমার) জীবন নিষ্ফল হবে। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৪১৩

এখানেও রাধার বিরহ-বিলাপের মাধ্যমে আষাঢ় থেকে আশ্বিন এই চারমাসেব প্রাকৃতিক পবিবেশ কবি বর্ণনা করেছেন। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮ পযার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ কদনে : পীড়নে। সেজাত : শয্যাতে। নিবড়ে : শেষ হয়। ফুটিবেক কাশী : কাশফুল ফুটবে।

স. ১৫॥ মা খেদং ভজ কল্যাণি স্থিরতাং নয় মানসং।
রাধে কৃষ্ণোচিরাদেত্য তব স্পর্শং করিষ্যতি॥

কল্যাণী, খেদ কোরো না। মন স্থির করে ভজনা কর। রাধা, অচিরে কৃষ্ণ এসে তোমায় স্পর্শ করবে।

৬৫. মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধা বড়াইকে।

হাথে চান্দ মা[২২৪/ক]নী বড়ায়ি করায়িলেঁ পাগলী।
আইহনক পীঠ দিলোঁ লাজে তিলাঞ্জলী॥
আশোআশ দিআঁ তোহ্মে হৈলা এক ভীতে।
কাহ্নত লাগিআঁ মোর বেআকুল চীতে॥ ১॥
জানিল জানিল বড়ায়ি চিহ্নিল কাহ্নাঞিঁ।
আছুক পরসরস দরশন নাহিঁ॥ ধ্রু॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি নেহা বাঢ়াযিল।
কাহ্ন সমে ভালেঁ রস ভুঞ্জিতেঁ না পাইল॥
পুরুব জবমে কিবা খণ্ডব্রত কৈল।
তেকারণে মোর মনোবথ না পুরিল॥ ২॥
দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল।
ঝালিআর জল যেন তখনে পালাইল॥
দিনে দিনে তনু শেষ মদনতরাসে।
কৌতুকেঁ বাঢ়ায়িল নেহা এবেঁ সেই নাশে॥ ৩॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি থীর নহে মনে।
কেমতেঁ পাওঁ এবেঁ শ্রীমধুসূদনে॥
কাহ্নের উদ্দেশে যাহা হেন লএ মণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

হাতে চাঁদ মানিয়ে (অর্থাৎ চাঁদ এনে দেবে এমন ভরসা দিয়ে) বড়াই তুমি আমায় পাগলিনী করলে। আইহনকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলাম, লজ্জাকে বিসর্জন দিলাম। (এখন) আশ্বাস দিয়ে তুমি একপাশে সরে দাঁড়ালে। (এখন) কানাইয়ের জন্যে আমার চিত্ত ব্যাকুল॥ ১॥ বড়াই, আমি কানাইকে ভাল জানলাম। স্পর্শরস তো দূরের কথা, তার দর্শনই নেই॥ ধ্রু॥ বড়াই, তোমার কথায় প্রেম বাড়ালাম। কানাইয়ের সঙ্গে ভাল করে রস ভোগ করতেই পারলাম না॥ পূর্ব জন্মে সম্ভবত খণ্ডব্রত (অসম্পূর্ণ ব্রত) করেছিলাম, সে কারণেই মনোরথ পূর্ণ হল না॥ ২॥ (তার সঙ্গে) সুখ-দুঃখের পাঁচকথা বলতে পারলাম না। মরীচিকার জল যেন তখুনি উধাও হয়ে গেল॥ মদনের আক্রমণে দিন দিন তনু শেষ হয়ে এল। যে কৌতুকছলে প্রেম বাড়িয়েছিলি সেই তা বিনষ্ট করল॥ ৩॥ বড়াই তোমার কথায় মন স্থির নয়। এখন শ্রী মধুসূদনকে কিভাবে পাই॥ আমার মনে হয়, তুমি কানাইয়ের উদ্দেশে একবার যাও। বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪॥

৪১৪

বড়াইয়ের কাছে, কৃষ্ণের অদর্শনে, রাধার বিলাপোক্তি। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ॥ পীঠ দিলোঁ : বিমুখ হলাম। আছুক : থাকুক। খণ্ড ব্রত : ব্রত অসমাপ্ত রাখা। ঝালিআর জল (ভুলক্রমে 'জল' লেখা হয়েছে) : মরীচিকার জল। মদনতরাসে : মদনের তাড়নায়।

স. ১৬॥ জানে বাথ ন জানে বা সমুদ্দেশমহং হরেঃ।
ততঃ কিং গমনাশক্তো যতোহং রাধিকেঽধুনা॥

বড়াইয়ের উক্তি। হে রাধিকা, কৃষ্ণের উদ্দেশ আমি জানি বা না জানি তাতে কি (এসে যায়) যখন আমি এখন গমনে অশক্ত।

৬৬. আহেররাগঃ॥ কুড়ুক্কঃ॥ লগনী॥ [২২৪/খ]দশুকঃ॥

রাধা ও বড়াইয়ের কথোপকথন।

আইস ল বড়ায়ি হের বচন আহ্মার ধর
রতনমুদড়ী পিন্ধ হাথে।
হের মোঁ করোঁ কাকুতী তোর চরণে ভকতী
আনিআঁ দিআর জগন্নাথে॥ ১॥

আল রাধে।
নিলজী নিকুণে থাক কথাঁ গিআঁ পাইব তাক
পাপমতী না বাসসি লাজে।
বুইল তাক একবার তোব মন রাধার
বোল পালী গেলা দেবরাজে॥ ২॥

আল বড়ায়ি।
না বোল বড়ায়ি তেঁহ্ন আতি নিঠুর বচন
এ তোহ্মার বএসের দোষে।
আলিসের পরমাদেঁ দুখমুখ নাহিঁ জাণ
তেঁ তোহ্মাত উপজএ রোষে॥ ৩॥

আনুখর পরিহর কে তোকে দিব উত্তর
ঠাঁঠী বড়ী গোআলিনী তোঁ।
উপদেশ বোল. তোহ্মে কথাঁ কাহ্ন পাইব আহ্মে
চাহিআঁ আনিআঁ দিবোঁ মো॥ ৪॥

এ বোলে[২২৫/ক] পাইলোঁ সুখ চুম্বো বড়ায়ি তোর মুখ
আজি মোর ভৈল শুভদিনে।
যথাঁ যথাঁ বুলে কাহ্ন চাহ বডাযি সেই খান
তবেঁ তার পাইব দরশনে॥ ৫॥

শুণহ নাতিনী রাহী হাঁঠীবাক বল নাহিঁ
কথাঁ গিআঁ চাহিবোঁ মো হরী।
মণে কৈলোঁ আনুমান তোকে উপেখিআঁ কাহ্ন
গেলা দূর মথুরা নগরী॥ ৬॥

তোর যুগতীএঁ বুঢ়ী আহ্মাক নিন্দতে ছাড়ী
মথুরাক গেলা প্রাণেশ্বরে।

চরণে ধরোঁ তোহ্মার কাহ্ন দেহ একবার
নহে বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে॥ ৭॥

জাইবোঁ মথুরা নগর মোর আগে সত্য কর
আর কভোঁ না ঝঙ্কায়িবী মোরে।
বারে বারে দুখ পাইলোঁ ভাগে পরাণে না মরিলোঁ
সরূপ কহিলোঁ তোহ্মারে॥ ৮॥

হের শিব কর যোগে সত্য করোঁ তোর আগে
তোক দুখ না দিবোঁ মো আর।
যে আছে মোর কপালে ফলিবেক সে[২২৫/খ]সি কালে
তার থানু জাহ একবার॥ ৯॥

নাতিনী তোর বচনে হের মোঁ করিলোঁ গমনে
মথুরা কাহ্নের উদ্দেশে।
লাগ পাইলেঁ তার থানে করিবোঁ বড় যতনে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ১০॥

রাধা। এস বড়াই, দেখ, আমার কথা শোনো। রত্ন অঙ্গুরীয়ক হাতে পর। দেখ, আমি ভক্তিভরে তোর পায়ে মিনতি করছি, জগন্নাথকে এনে দে॥ ১॥

বড়াই। ওগো রাধা, তুই লজ্জাহীনা, চুপ করে থাক। আমি কোথায় গিয়ে তাকে পাব॥ পাপমতি, তোর লজ্জা হয় না। রাধা, তোর মন রাখার জন্যে তাকে একবার বললাম। দেবরাজ (আমার) কথা পালন করে গেল॥ ২॥

রাধা। ওগো বড়াই। এত নিষ্ঠুর কথা বোলো না। বয়সের দোষে তুই এমন করছিস। আলস্যবশতঃ দুঃখবোধ তোমার চলে গেছে। তাই তোমার এত রোষ হচ্ছে॥ ৩॥

বড়াই। দুর্বাক্য ছাড়। কে তোর কথার উত্তর দেবে? গোয়ালিনী তুই বড়ই প্রগল্‌ভা। আমায় তুমি পরামর্শ দাও। কোথায় গেলে কানাইকে আমি পাব। তাহলে আমি তাকে খুঁজে এনে দেব॥ ৪॥

রাধা। বড়াই, তোর একথায় সুখ পেলাম, তোর মুখ চুম্বন করি। আজ আমার শুভদিন হল। কানাই যেখানে যেখানে ঘুরে বেড়ায়, সেই সব স্থানে বড়াই তুমি খোঁজ কর। তাহলে তার দেখা পাবে॥ ৫॥

বড়াই। নাতিনী রাধা শোনো, হাঁটবার শক্তি নেই, কোথায় গিয়ে আমি হরির খোঁজ করব? মনে অনুমান করি, কানাই তোকে উপেক্ষা করে হয়ত দূর মথুরা নগরীতে গিয়েছে॥ ৬॥

রাধা। বুড়ী, তোর পরামর্শেই ঘুমের মধ্যে আমায় ছেড়ে প্রাণেশ্বর মথুরায় চলে গেছে। তোমার পায়ে ধরছি, একবার কানাইকে এনে দাও, না হলে আমার মৃত্যুর জন্যে তোমাকে দোষারোপ করব॥ ৭॥

বড়াই। আমি মথুরায় যাব, তার আগে সত্য কর, আমাকে আর কখনো মুখ ঝাম্‌টা দেবে না॥ বারবার দুঃখ পেয়েছি, ভাগ্যে প্রাণে মরিনি। সত্যকথা তোমাকে বললাম॥ ৮॥

রাধা। এই মাথায় হাত দিয়ে তোর সামনে সত্য করছি, তোকে আমি আর দুঃখ দেব না। আমার কপালে যা আছে কালে তা ফলবেই, একবার তার কাছে যাও॥ ৯॥

বড়াই। নাতিনী, তোর কথায় দেখ এই আমি কানাইয়ের খোঁজে মথুরায় যাচ্ছি। দেখা পেলে (তাকে নিয়ে আসতে) খুবই যত্ন করব। বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ১০॥ ৪১৫

রাধা ও বড়াইয়ের কথা কাটাকাটি। রাধা বড়াইয়ের অভিমান ভাঙিয়ে মথুরায় যেতে রাজি করাল। গীতটি ৮॥ ৮॥ ১০ I-মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদীতে ১০টি দ্বিপংক্তিক শ্লোকে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ॥ রতনমুদড়ী : রত্নাঙ্গুরী। নিকুপেঁ : নিশ্চুপে। আলিসের পরসাদে : আলসেমি বশত। আনুখর : দুর্বাক্য। ঠাঠী : প্রগল্‌ভ। যথাঁ বুলে : যেখানে ঘুরে বেড়ায়। হাঁঠীবাক : হাঁটবার। নিন্দতে : নিদ্রিত অবস্থায়। বধ দিবোঁ : মৃত্যুর জন্যে দায়ী করব। ঝঙ্কায়িবী : মুখ ঝাম্‌টা দিবি।

স. ১৭ // মথুরানগরীং গত্বা জরতী মধুসূদনং।
জগাদ বিরহে মগ্না রাধা তে শরণং গতা॥
ইতি শ্রোতশয়ং কৃত্বা জগাদ জরতীং হরিঃ।
রাধিকামন্যুনিঃশেষং নাগরঃ পরমাক্ষরম্॥

মথুরা নগরীতে গিয়ে জরতী মধুসূদনকে বলল, বিরহে মগ্না রাধা তোমার শরণাগতা। এ-কথা শুনে নাগর হরি রাধার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে এই কথা বললেন।

৬৭. পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণ বড়াইকে।

আহা।
নঠী বড় রাধা দেখিলেঁ প্রাণ হরে।
আল।
তাহার ঠাইক জাইতেঁ লাগে বড় ডরে॥
এখো গোপী ভাল নহে সব দুঠ মণে।
কেমনে বাড়ায়িব পা জাণহ আপণে॥ ১॥

আর কিবা জাইবারে বড়ায়ি বোলহ আহ্মারে।
রাধাত লাগিআঁ কাহ্ন কিবা নাহিঁ করে॥ ধ্রু॥
হাথত ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে।
আপণে বুইল তোহ্মে আহ্মার কারণে॥
তভোঁ আনুমতী মোক নাঁ দিলেক রাহী।
আর[২২৬/ক] তার মুখ নাঁ দেখে সুন্দর কাহ্নাঞিঁ॥ ২॥

বিথর বুলিআঁ বড়ায়ি কাজ কিছু নাহীঁ।
তোহ্মার বিদিত যত বুইল রাহী॥
চরণে ধরিআঁ বোলোঁ চল তোহ্মে ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৩॥

আহা, রাধা বড় প্রগল্‌ভা, তাকে দেখলেই প্রাণ কাঁপে। আর তার কাছে যেতে বড় ভয় হয়। গোপীরা একজনও ভাল নয়, সব দুষ্টমনা। তুমি তো জানো। কিভাবে পা বাড়াই (তাদের কাছে যাই)॥ ১॥ বড়াই, আর কি আমাকে যেতে বল? রাধার জন্যে কানাই কি না করেছে॥ ধ্রু॥ আমার রাধার লাগি দগ্ধ প্রাণের জন্যে, তুমি নিজে আমার কারণে তাকে বলেছ॥ তবু রাধা আমায় (রতি মিলনে) অনুমতি দেয়নি। এই সুন্দর কানাই আর তার মুখ দর্শন করবে না॥ ২॥ বড়াই, বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই। রাধা যা বলেছে সবই তো তোমার জানা॥ তোমার পায়ে ধরে বলছি, তুমি ঘরে ফিরে যাও। বাসলীবরে বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৩॥

৪১৬

মথুরায় বড়াই রাধার দূতরূপে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে তার অবস্থা সব বললে, কৃষ্ণ পূর্ব অপমানের কথা স্মরণ করিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে যেতে বলল। গীতটি ৪+২+৪+৪=১৪টি পয়ার পংক্তিতে রচিত।

দুরূহ শব্দার্থ // নঠী : প্রগল্‌ভা বা দুষ্টা। এখো : এক জনও।

৬৮. গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

বড়াই কৃষ্ণকে।

বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার চরিত।
যাচিতেঁ উপেখহ তোহ্মে সে আমৃত॥
আর কভোঁ ধিক না বুলিব চন্দ্রাবলী।
মোর বোলে ভর করী আইস বনমালী॥ ১ ॥
আসুখিনী চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে।
এবেঁ তাক তেজিতেঁ উচিত তোর নহে॥ ধ্রু॥

মোর বোলেঁ তোহ্মে তার পাসক না আসিবেঁ।
পাছে কলি কাহ্নাঞিঁ বিরহদুখ পাইবেঁ॥
ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাকব খাইতেঁ তোহ্মে আদরাহ কেহে॥ ২ ॥
ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী॥

যে পুণি আধম জন আন্ত[২২৬/খ]রে কপট।
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট॥ ৩ ॥
রাধিকা থাকিলী বসি আপণার ঘরে।
তোহ্মে থাকিলা আসি মথুরা নগরে॥
আসি জাই করী মোর আকুল পরাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪ ॥

কানাই তোমার চরিত বুঝতে পারি না। যেচে পাওয়া অমৃতকে উপেক্ষা কর? চন্দ্রাবলী আর কখনো তোমায় ধিক্ বলবে না। আমার কথায় ভরসা করে, বনমালী, তুমি এস॥ ১ ॥ অসুখী চন্দ্রাবলী বিরহে বিকল। এখন তাকে ত্যাগ করা তোর পক্ষে উচিত হবে না॥ ধ্রু॥ আমার কথায় যদি তুমি তার কাছে না আসো, কানাই, পরে তুমি অবশ্যই বিরহ দুঃখ পাবে॥ একসময় তার কারণে বিরহে ভাত খাস নাই, এখন শর্করা খেতে এত ঔৎসুক্য (আদর) কেন॥ ২ ॥ সোনার ঘট ভাঙলে জোড়া যায়। মুরারী, উত্তম জনের প্রেম তেমনি (অর্থাৎ ভাঙলেও জোড়া লাগে)॥ কিন্তু যে অধম জন, অন্তরে কপট। তার প্রেম মাটির ঘটের মত (ভাঙলে জোড়া লাগে না)॥ ৩ ॥ রাধিকা তার ঘরে বসে রইল, তুমি এসে মথুরায় বসে রইলে॥ আর আসা যাওয়া করতে করতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস এ-গীত গাইলেন॥ ৪ ॥

৪১৭

বড়াই কিছুটা তিরস্কারের ছলে কানাইকে রাধার কাছে যেতে অনুরোধ করছে। ২, ৩, শ্লোকে চমৎকার প্রবচন ব্যবহৃত হয়েছে। গীতটি ৪+২+৪+৪+৪=১৮টি পয়ার পংক্তিতে রচিত হয়েছে।

দুরূহ শব্দার্থ: কলি : অবশ্য। শাকর : শর্করা (এখানে বালুকাকণা এই অর্থে)।

৬৯. বিভাষরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

কৃষ্ণ বড়াইকে।

শকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
জায়িতেঁ না ফুরে মন নাম শুণী তারে॥
যত দুখ দিল মোরে তোহ্মার গোচরে।
হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিবোঁ তারে॥ ১॥

আগ বড়ায়ি বাহুড়ী যাহ তথী।
রাধিকা লাগিআঁ মোক না কর শকতী॥ ধ্রু॥
কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।
তোহ্মার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত॥

এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী।
দুসহ বচনতাপ না সহে মুরারী॥ ২॥
মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস॥
বিরহে কা … … …

বড়াই, তোমাকে বলছি, জোর কোরো না। তার নাম শুনে যেতে মন চায় না॥ তোমার তো জানা, আমাকে যত দুঃখ দিয়েছে। এমন মনে হয়, আর কখনো তাকে দেখব না॥ ১ ॥ ওগো বড়াই, সেখানে (রাধার কাছে) ফিরে যাও। রাধার জন্যে আমার উপর জোর কোরো না॥ ধ্রু॥ কাটা ঘায়ে কত লেবুর রস দেবে? রাধা আমায় যা সব বলেছে তোমার তো অজানা নেই॥ এই ধন রাজ্য বসতি সব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু মুরারী কখনো দুঃসহ বচন তাপ (কথার জ্বালা) সহ্য করবে না॥ ২॥ গোকুলের বাস ত্যাগ করে মথুরায় এলাম। মনে স্থির করলাম, কংসের বিনাশ করব॥ বিরহে কা…(অসমাপ্ত)। ৪১৮

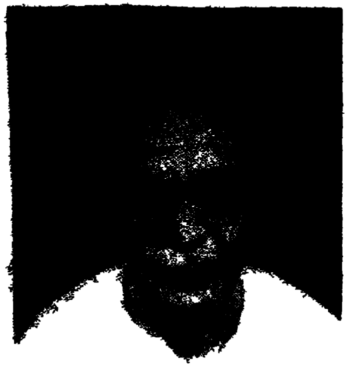
কৃষ্ণ বড়াইয়ের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল। গীতটি অসমাপ্ত। ৪+২+৪+২=১২ পয়ার পংক্তি পাওয়া গেছে। হয়তো আরও দুই বা ছয় পংক্তি ছিল।

দুরূহ শব্দার্থ॥ শকতী : শক্তি (জোর)। বাহুড়ী যাহ : ফিরে যাও।

[এরপর পুথির বাকি পাতা পাওয়া যায়নি।]

নীলরতন সেন (১৯২৫-২০০০)

জন্ম বর্তমান বাংলাদেশ, খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার মূলঘর গ্রামে। পিতা চিকিৎসক শচীন্দ্রনাথ সেন। মাতা প্রমীলা। মাতাপিতার ছিল সাহিত্যানুরাগ। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, শনিবারের চিঠি, দেশ প্রভৃতি সাহিত্যপত্রিকার তাঁরা ছিলেন নিয়মিত গ্রাহক। এছাড়া বাড়ির বাণী বালিকা বিদ্যালয়-এর গ্রন্থাগারে ছিল নানা ধবনেব বই। এমনই এক সাহিত্যিক পবিবেশে বেড়ে ওঠেন নীলবতন। তাঁর প্রথম সাহিত্যরচনা প্রকাশিত হয় হাতেলেখা পত্রিকা 'আগে চল'-এ।



মূলঘর খড়োরিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায (১৯৪১) উত্তীর্ণ হয়ে নীলরতন ভর্তি হন কলকাতার আশুতোষ কলেজে। এখান থেকে তিনি চলে যান দৌলতপুব কলেজে। ওখান থেকেই আই. এ. (১৯৪৩) এবং বি. এ. (১৯৪৫) এরপব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয থেকে বাংলায এম. এ. (১৯৪৭) কবেন।

দৌলতপুর কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে শুরু হয় নীলরতনেব কর্মজীবন। অতঃপর তিনি কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ ও সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনান্তে যোগ দেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগে। অবশ্য ইতিপূর্বেই তিনি ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের অধীনে আধুনিক বাংলা ছন্দ নিয়ে গবেষণা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল. লাভ করেন। সিমলার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড্ স্টাডির নির্বাচিত ফেলো থাকাকালীন (১৯৬৮-৬৯) নীলবতনের গবেষণার বিষয় ছিল 'আর্লি ইস্টার্ন এন-আই-এ ভার্সিফিকেশন', যেটি পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯৭৩)। গত শতকের সত্তরের দশকের গোড়ায় নীলরতন যোগ দেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখান থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ কবেন।

প্রধানত ছন্দশাস্ত্র, বৈষ্ণব সাহিত্য ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেব একনিষ্ঠ গবেষক নীলরতনকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলাবিদ্যা সম্মিলনী' (১৯৯৫) পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। এ ছাড়া তিনি পেয়েছেন (২০০১) মহাদিগন্ত পুরস্কার।

সম্পাদকের কয়েকটি গ্রন্থ

রবীন্দ্রবীক্ষা (সম্পাদিত), কলিকাতা, ১৯৬১।

আধুনিক বাংলা ছন্দ, কলিকাতা, ১৯৬২। ২য় সং, ১ম ও ২য পর্ব, কল্যাণী, ১৯৭৯।

বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়, ১ম সং, কলিকাতা, ১৯৬৮।

Early Eastern NIA Versification I I A S, Simla, ১৯৭৩।

চর্যাগীতির ছন্দ-পরিচয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয, ১৯৭৪।

বাংলা-বিদ্যাচর্চা (সম্পাদিত), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয, ১৯৭৫।

বাংলা প্রবন্ধ সংকলন (সম্পাদিত), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয, ১৯৭৫।

Caryāgitikoṣa (Edited) I I A S, Simla, ১৯৭৭।

বাংলা ছন্দ বিবর্তনেব ধারা, দে'জ কলিকাতা, ১৯৮৩। ২য সং, ১৯৯৬।

বাংলা ছন্দ-পরিচয়, পুথিপত্র, কলিকাতা, ১৯৮৪।

বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ, ১ম পর্ব, কল্যাণী, ১৯৮৫।

প্রসঙ্গ : আধুনিক বাংলা সাহিত্য, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৮৭।

প্রসঙ্গ : শিক্ষা-ভাষা লিপি, কল্যাণী, ১৯৮৭।

প্রসঙ্গ : বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তা, দে'জ, কলিকাতা, ১৯৮৯।

আধুনিক বাংলা ছন্দ, দে'জ, ১ম সং, কলিকাতা, ১৯৯৫।

বৈষ্ণব পদাবলী পবিচয় (নবপর্যায), সাহিত্যলোক, ১৯৯৫।

চর্যাগীতিকোষ (মূল পুথিব ফটোমুদ্রণ সংস্কবণ), সাহিত্যলোক, ২০০১।